মহাভারত।

উদেযাগপর্ব্ব।

মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্

শ্রীনীলকণ্ঠ বিরচিতয়া 'ভারতভাবদীপ' সমাখ্যয়া টীকয়ানুগতম্।

প্রাচীনার্য্য-বিদ্যানুরাগিণঃ সুবিখ্যাত-চতুর্ধুরী-বংশাবতংসস্য

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র দেব মহানুভাবস্য

অভ্যর্থনয়া

শ্রীযুক্ত শ্রীধরচূড়ামণি ভট্টাচার্য্যেণ অনুবাদিতম্

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্যেণ

সংশোধিতম্, প্রকাশিতম্

সর্ব্বং পর্য্যবেক্ষিতঞ্চ।

শ্রীরামপুর।

আল্‌ফ্রেড্‌ যন্ত্রে

শ্রীঠাকুরদাস ঘোষালের প্রযত্নতোমুদ্রিতম্।

শকাব্দাঃ ১৮০০।

শ্রীশ্রীজগদীশ্বরো

জয়তি।

মহাভারত।

উদ্যোগপর্ব্ব।

সৈন্যোদ্যোগ প্রকরণ।

নারায়ণ, নর, নরোত্তম, দেবী সরস্বতী ও বেদব্যাসকে নমস্কার করিয়া পুরাণাদি কীর্ত্তন করিবেক।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, যুধিষ্ঠির-প্রভৃতি কুরুপ্রবীরগণ বন্ধু-বান্ধবগণ-সমভিব্যাহারে মহানন্দে অভিমন্যুর বিবাহ-কার্য্য নির্ব্বাহ করত রজনীতে বিশ্রাম করিয়া প্রত্যূষে প্রীতি-প্রফুল্ল মানসে বিরাটের সভামণ্ডপে গমন করিলেন।[১] রাজবৃদ্ধগণ-সকলেই মৎস্যপতির সেই সুসমৃদ্ধিশালিনী, উত্তমমণি-রত্নচয় চিত্রিতা, যথাযোগ্য স্থানে বিন্যস্তাসনা, পুষ্পমাল্য-নিচয়ে পরি-শোভিতা, রুচির-সৌরভবতী মনোহারিণী সভায় সমাগত হইলে প্রথমে নরেন্দ্র বিরাট ও দ্রুপদ রাজ আসন পরিগ্রহ করিলেন, পশ্চাৎ অন্যান্য মান্য ও বৃদ্ধ ভূপালগণ এবং পিতা বসুদেবের সহিত বাসুদেব ও বলরাম আপন আপন উপযুক্ত আসনে উপবেশন করিলেন।[২,৩] শিনিপ্রবীর সাত্যকি ও রোহিণী-

নন্দন বলদেব, ইহাঁরা পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের সমীপে এবং কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠির মৎস্যরাজ সন্নিধানে সমাসীন হইলেন। [৪] তদ্ভিন্ন এক দিকে দ্রুপদের পুত্রগণ, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব, আর অন্য দিকে শাম্ব, প্রদ্যুম্ন, বিরাটরাজের পুত্রগণ, অভিমন্যু এবং পিতৃতুল্য শৌর্য্য ও রূপসম্পন্ন দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র সুবর্ণচিত্রিত উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। [৫-৬] উজ্জ্বলবসন ভূষণ ভূষিত ঐ সমস্ত মহারথগণ তথায় উপবিষ্ট হইলে, সেই সমৃদ্ধিমতী রাজসভা বিমল গ্রহমণ্ডল বিভূষিত গগন মণ্ডলের ন্যায় শোভিতা হইল। [৭] অনন্তর পুরুষ প্রবীর সেই সকল মহারথ নৃপগণ একত্র মিলিত হইয়া বিচিত্র কথোপ কথনানন্তর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিতে থাকিলেন। [৮] তখন বাসুদেব তাঁহাদিগের বাক্যাবসান রূপ অবসর প্রাপ্ত হইয়া পাণ্ডবগণের কার্য্যসাধনের নিমিত্ত সেই সমবেত রাজসিংহদিগকে সবিশেষ নির্ব্বন্ধ সহকারে অনুরোধ করত মহার্থ যুক্ত ও মহাফলোপধায়ক বচনাবলি বিন্যাস করিতে আরম্ভ করিলেন এবং তাঁহারাও একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিতে লাগিলেন। [৯]

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে নরেন্দ্রগণ! এই রাজা যুধিষ্ঠির অক্ষক্রীড়ায় সুবল নন্দন শকুনি কর্ত্তৃক যেরূপ শঠতা পূর্ব্বক পরাজিত, হৃতরাজ্য ও বনবাসের নিমিত্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন; তাহা আপনারা সকলেই অবগত আছেন। [১০] এই মহানুভাব পাণ্ডুপুত্রগণ যদিও নিজপরাক্রম-সহকারে পৃথিবী মণ্ডল জয় করিতে সমর্থ, তথাপি সত্য-নিষ্ঠতা-হেতুক সেই প্রতিজ্ঞাত উগ্রব্রত প্রতিপালন করিতে বাধ্য হইয়া সত্যরথে আরোহণ-পূর্ব্বক কোন প্রকারে এই ত্রয়োদশ বর্ষ কাল উত্তীর্ণ হইয়া আগমন করিয়াছেন। [১১] পুনর্ব্বার প্রাপ্ত রাজ্যাভিলাষে রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃ

গণের সহিত বনে প্রবেশ করিয়াছিলেন, বিশেষত এই মহাত্মারা সকলের অজ্ঞাত থাকিয়া পরের আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় বিবিধ ক্লেশ রাশি সহ্য করত সুদুস্তর এই ত্রয়োদশ বৎসরটি অতিবাহিত করিয়াছেন, তাহাও আপনাদের অগোচর নাই। এরূপ অবস্থান্তে ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠিরের ও দুর্য্যোধনের যাহা হিতকর এবং কুরু পুঙ্গবদিগের পক্ষে ধর্ম্মাবহ, ন্যায্য ও যশস্কর হয় তাহা আপনারা চিন্তা করুন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অধর্ম্মাগত সুরসাম্রাজ্যও কামনা করেন না। ১২-১৪ কিন্তু কোন এক সামান্য গ্রামের উপরেও ধর্ম্মার্থযুক্ত আধিপত্য লাভ করিতে অভিলাষী হইয়া থাকেন। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা স্বকীয় তেজ প্রকাশ পূর্ব্বক সমরে পরাজিত করিতে অসমর্থ হইয়া যেরূপে ইহাঁর পৈতৃক রাজ্য অপহরণ করিয়াছে, এবং তাহাদিগের মিথ্যা প্রবঞ্চনায় ইহাঁকে যাদৃশ অসহ্য মহৎ কষ্ট প্রাপ্ত হইতে হইযাছে তাহা সমস্ত নরপতি গণেরাই অবগত আছেন। ১৫-১৬

তথাপি রাজা যুধিষ্ঠির সুহৃদ্গণের সহিত তাহাদিগের কল্যাণই কামনা করিতেছেন। পুরুষ-প্রবীর পাণ্ডু-তনয়েরা নিজবাহু-বল-সহকারে অশেষ ভূপালবৃন্দকে নিপীড়ন করত জয়লাভ পূর্ব্বক যে ধনাদি স্বয়ং সঞ্চিত করিয়াছিলেন, এক্ষণে কেবল তাহাই প্রার্থনা করেন; পরন্তু ইহাঁদিগের সেই উগ্রস্বভাব অসাধু শত্রুগণ কেবল রাজ্যহরণেই অভিলাষী নহে, ইহাঁদিগের বাল্যকালাবধি বহুবিধ উপায়-দ্বারা জীবন হরণ করিতেও যে সচেষ্টিত হইয়াছে ও হইতেছে তাহা সম্পূর্ণরূপেই আপনাদিগের বিদিত আছে; অতএব তাহাদিগের সেই প্রবৃদ্ধ লোভ যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মাত্মতা এবং উভয় পক্ষের সম্বন্ধিত্ব আলোচনা করিয়া আপনারা সমবেত বা পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্রণা করুন! সতত

সত্যাভিরত পাণ্ডু-পুত্রগণ যথা নিয়মে প্রতিজ্ঞা-পালন করিয়াও যদি অতঃপর সেই ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণের প্রবঞ্চনাজালে আবদ্ধ হইবার উপক্রম অবলোকন করেন, তবে তাহাদিগের সকলকেই সমর-শয্যায় শয়ান করিবেন। তাহাদিগের পরাভববার্ত্তা শ্রবণে যদি আত্মীয় সুহৃদ্বর্গ সাহায্যার্থে সমাগত হইয়া তাহাদিগের সহিত মিলিত হয় এবং যুদ্ধদ্বারা ইহাঁদিগকে বাধা দিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে ইহাঁরা অগ্রে তাহাদিগের কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া পশ্চাৎ তাহাদিগকেও বিনাশ করিবেন। যদ্যপি আপনারা এরূপ অনুমান করেন যে, তাহারা বহুল বলে পরিবৃত হইলে ইহাঁরা অল্প হইয়া কিপ্রকারে তাহাদিগকে জয় করিতে সমর্থ হইবেন? [১৭.২২] তাহা হইলে সকল সুহৃদ্গণ সমবেত হইয়া তাহাদিগকে সংহার করিতে যত্নশীল হউন। পরন্তু দুর্য্যোধনের মত কি, কিরূপ অনুষ্ঠান করিতে তাহার যত্ন হইবে, তাহা নিশ্চিতরূপে অবগত হইতে পারিনাই; প্রতিপক্ষের অভিপ্রায় অবগত না হইয়া কার্য্যারম্ভ করা কি আপনাদের অভিপ্রেত? অতএব আমার বিবেচনায় অগ্রে এস্থান হইতে কোন এক জন ধর্ম্মশীল, শুচি, সৎকুলজাত সাবধানী ও কার্য্যক্ষম পুরুষ দূত-স্বরূপে তাহাদিগের সহিত সন্ধিবন্ধন-দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করাইবার উদ্দেশে গমন করুন।

হে রাজন্! জনার্দ্দনের এইরূপ ধর্ম্মার্থযুক্ত মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া তদীয় অগ্রজাত বলদেব উহার অত্যন্ত প্রশংসা করত আপন মত ব্যক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। [২৩.২৬]

কৃষ্ণ-প্রস্তাবে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় প্রারম্ভ।

বলদেব কহিলেন, আপনারা গদাগ্রজ কৃষ্ণের ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্য শ্রবন করিলেন; ইহা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও রাজা দুর্য্যোধন উভয়েরই হিতকর।[১] বীর্য্যশালী কুন্তীপুত্রেরা নিজ রাজ্যের অর্দ্ধাংশ দুর্য্যোধনকে অর্পণ করিয়া অপরার্দ্ধ প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত যত্ন করিতেছেন, এক্ষণে ধৃতরাষ্ট্র-নন্দন সেই অর্দ্ধভাগ ইহাঁদিগকে প্রদান করিলে আমাদিগের সহিত সুখী হইয়া সাতিশয় প্রীতি লাভ করিতে পারেন।[২] শত্রুগণ যথানিয়মে কার্য্যানুষ্ঠান করিলে পুরুষ প্রবীর পাণ্ডবেরা অর্দ্ধরাজ্য লাভ করিয়াও প্রশান্তভাব অবলম্বন পূর্ব্বক অবশ্যই সুখানুভব করিবেন।

এরূপ হইলে কেবল কুরু পাণ্ডবদিগের বিরোধ শান্তি হয় এমন নহে, তদ্দ্বারা প্রজাপুঞ্জেরও পরম উপকার দর্শে।[৩] অতএব ইহাঁদিগের পরস্পর শান্তি সাধনার্থ দুর্য্যোধনের অভিপ্রায় অবগত হইবার নিমিত্ত তাঁহার সমীপে যুধিষ্ঠিরের বাক্য ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত কোন ব্যক্তি তথায় গমন করিলে আমার প্রীতি জন্মে।[৪] সেই ব্যক্তি কুরুসভায় উপস্থিত হইয়া যৎকালে কুরুপ্রবীর ভীষ্ম, মহানুভব ধৃতরাষ্ট্র, দ্রোণ, অশ্বত্থমা, বিদুর, কৃপ, শকুনি, কর্ণ ও স্বধর্ম্মে অবস্থিত বলপ্রধান নীতিপ্রধান বহুদর্শী লোক-প্রবীর ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ এবং যাবতীয় পৌরজন ও প্রাচীনবর্গ তথায় সমবেত হইবেন, সেই সময়ে সকলকেই সম্বোধন পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের প্রণিপাতযুক্ত অর্থকর বাক্য প্রয়োগ করুন।[৫-৭] সম্প্রতি কোন অবস্থাতেই তাঁহাদিগের কোপোৎপাদন করা হইবে না; কেননা তাঁহারা বলাশ্রয় করিয়াই যুধিষ্ঠিরের অর্থজাত হস্তগত করিয়াছেন। যুধিষ্ঠির প্রেমাস্পদ দ্যূতক্রীড়ায় প্রসক্ত হইয়া আপনিই আপনার সমস্ত রাজ্য পর হস্তগত করিয়াছেন।[৮]

দ্যূত বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী না হওয়াতে সমস্ত সুহৃদ্গণ-কর্ত্তৃক নিবারিত হইলেও ইনি পাশকুশল শকুনিকে ক্রীড়ার্থে আহ্বান করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির যাঁহাদিগকে পরাজিত করিতে পারেন, এরূপ সহস্র সহস্র দুরোদরবেদী তথায় বিদ্যমান ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া ইনি সুবল-নন্দনকেই দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান করিয়াছিলেন, এবং তিনিও ইহাঁকে পরাজিত করিয়া ছিলেন। দেবনদক্ষ শকুনি ইহাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া ক্রীড়ারম্ভ করিলে যখন দৈববশতঃ সকল অক্ষই ইহার প্রতিকূলে পতিত হইতে লাগিল, তখন ক্রোধের বশীভূত হইয়া ইনি আপনা হই তেই তাঁহার নিকটে পরাজয় প্রাপ্ত হইলেন; সুতরাং তদ্বিষয়ে শকুনির কোন অপরাধ হইতে পারে না। অতএব যে ব্যক্তি দূত হইয়া তথায় গমন করিবেন, তাঁহাকে অবশ্যই প্রণত হইয়া ধৃত-রাষ্ট্র সন্নিধানে বহুতর সান্ত্ববাদ প্রয়োগ করিতে হইবে। এরূপ করিলে তিনি স্বার্থসাধন বিষয়ে দুর্য্যোধনের সম্মতিলাভ করি-লেও করিতে পারেন। কৌরব গণের সহিত সংগ্রাম না করিয়া সন্ধিকরাই কর্ত্তব্য; সন্ধিদ্বারা সম্পাদিত অর্থই অর্থকর হইয়া থাকে; কিন্তু যে অর্থ সংগ্রাম দ্বারা উপার্জ্জিত তাহা অর্থই নহে। ৯-১৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন; মধুপ্রবীর বলভদ্র এইরূপ সম্ভাষণ করি-তেছেন এমন সময়ে শিনি-প্রবীর সাত্যকি তাঁহার বাক্য শেষ না হইতেই সহসা গাত্রোত্থান করিলেন এবং ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহার সেই বাক্যের নিন্দা করত এই কথা কহিতে লাগিলেন। ১৫

বলদেব-বাক্যে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতিয় অধ্যায় প্রারম্ভ।

সাত্যকি কহিলেন, হে হলধর! যে পুরুষের যেরূপ আত্মা, তিনি তাদৃশ বাক্যই ব্যবহার করিয়া থাকেন; সুতরাং তুমিও আপন অন্তরাত্মার অনুরূপ সম্ভাষণ করিতেছ।[১] এই ভূমণ্ডলে কাপুরুষ ও শূর এই উভয় প্রকার লোকই বর্ত্তমান আছে, তন্মধ্যে যে ব্যক্তি নিজে যেরূপ হয় সে সেই পক্ষই অবলম্বন করে।[২] যেমন এক বৃক্ষে কোন শাখা ফলবতী ও কোন শাখা অফলা হইয়া থাকে, তদ্রূপ এক কুলে ক্লীব ও মহাবল উভয় প্রকার পুরুষই জন্মগ্রহণ করে।[৩] হে মাধব। তুমি যে বাক্য ব্যক্ত করিলে তাহার প্রতি আমি অসূয়া করিতেছি না কিন্তু যাঁহারা তোমার বাক্য শ্রবণ করিলেন তাঁহাদিগের প্রতিই আমার অসূয়া হইতেছে;।[৪] কেননা সভ্যগণের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন্ ব্যক্তি সভামধ্যে অকুতোভয় হইয়া ধর্ম্মরাজের স্বল্পমাত্র দোষেরও উল্লেখ করিতে পারে?[৫] অক্ষকুশল শকুনি-প্রভৃতি যখন এই দ্যূতানভিজ্ঞ ও আস্থাশূন্য মহাত্মা যুধিষ্ঠিরকে আহ্বান-পূর্ব্বক পরাজয় করিয়াছে, তখন আর তাহাদিগের ধর্ম্মত জয় কোথায়? যদি এই কুন্তী-তনয় নিজ-মন্দিরে ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে ক্রীড়া করিতেন,[৬] আর সেই সময়ে দুর্য্যোধনাদি তথায় সমাগত হইয়া ইহাঁকে জয় করিতে পারিত, তবেই তাহাদিগের ধর্ম্মত জয় করা হইত; কিন্তু তাহা না করিয়া তাহারা যখন ক্ষত্রধর্ম্মে নিত্য নিরত অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরকে নিকটে আহ্বান-পূর্ব্বক বঞ্চনা-দ্বারা পরাজয় করিয়াছে, তখন তাহাদিগের পরম শুভাস্পদ কি আছে? অপিচ এই যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ায় মহাপণ নিরূপণ করিয়া এক্ষণে বনবাস হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন, সুতরাং পুনরায় পিতামহের রাজ্যে অধিকার প্রাপ্ত

হইয়া কি জন্যে তাহাদিগের নিকটে প্রণিপাত স্বীকার করিবেন? যদি পাপবস্তু গ্রহণেও ইহাঁর অভিলাষ হয়, তথাপি তাদৃশ অত্যন্ত শত্রুর সমীপে কোন ক্রমেই যাচ্ঞা করাউচিত নহে। এই কুন্তীনন্দনেরা যথানিয়মে অজ্ঞাত বাস হইতে উত্তীর্ণ হইলেও যাহারা ইহাঁদিগের বিদিত হইবার বার্ত্তা প্রচার করিতেছে, তাহাদিগকে আর কি প্রকারে ধার্ম্মিক ও রাজ্যাহরণে অনিচ্ছু বলিয়া স্বীকার করা যায়? ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুর কর্তৃক অনুনিত হইয়াও [৭.১১] তাহারা যখন পাণ্ডবগণের স্বকীয় পৈতৃক রাজ্য প্রদান করিতে সম্মত হইতেছে না, তখন আমিই সমরে বাহুবল বিস্তার-পূর্ব্বক তাহাদিগকে শাণিত শরসমূহ-সহকারে বশীভূত করিয়া মহাত্মা কুন্তী-নন্দনের চরণতলে নিপাতিত করিব। তাহাতেও যদি তাহারা ধীসম্পন্ন যুধিষ্ঠিরের নিকটে প্রণিপাত করিতে প্রবৃত্ত না হয়, [১২-১৩] তবে অমাত্যগণের সহিত নিশ্চয়ই শমন ভবনে গমন করিবে; যেমন অচল সকল বজ্রের বেগ সহ্য করিতে পারে না, তদ্রূপ তাহারা সমরোদ্যত পরিক্রুদ্ধ যুযুধানের বেগ কদাচ সহ্যকরিতে সমর্থ হইবে না তাহাদিগের মধ্যে এমন কোন্ ব্যক্তিই বা বিদ্যমান আছে যে রণস্থলে গাণ্ডীবধারী ধনঞ্জয়ের, চক্রায়ুধ কৃষ্ণের, দুরাসদ ভীমসেনের কি আমার পরাক্রম সহ্য করিতে পারে? জীবিতাকাঙ্ক্ষী কোন্ বীর পুরুষ যুগল-কাল-মূর্ত্তি নকুল সহদেবের কি বিরাট দ্রুপদের কিম্বা দ্রুপদ কুমার ধৃষ্টদ্যুম্নের সন্নিহিত হইতে সাহস করে? কোন্ ব্যক্তিই বা দ্রৌপদীর কীর্ত্তিবর্দ্ধন, সমপরিমাণ, পাণ্ডবগণ-সদৃশ অসীমবীর্য্যশালী, মদোৎকট পঞ্চ পাণ্ডব-পুত্রের, সমরে অমর-নিকরেরও দুঃসহ মহাধনুর্দ্ধর সুভদ্রা-নন্দন অভিমন্যুর [১৩-১৮] এবং সাক্ষাৎ বজ্র ও কালানল-তুল্য প্রচণ্ড-প্রতাপান্বিত গদ প্রদ্যুম্ন শাম্ব-প্রভৃতি মহা-

মহা বীর সকলের সম্মুখীন হইতে সমর্থ হয়? আমরা সকলেই মিলিত হইয়া শকুনি ও কর্ণের সহিত ধৃতরাষ্ট্র-নন্দনকে বিনষ্ট করত পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যপদে অভিষিক্ত করিব। এরূপ করিলে আমাদিগের কোন অধর্ম্মই হইবে না, কেননা আততায়ি শত্রুনিপাতে কিছুমাত্র অধর্ম্মের সম্ভাবনা নাই; [১৯-২০] বরং শত্রু-সমীপে যাচ্ঞা করাই ক্ষত্রিয়গণের অধর্ম্মাবহ ও অযশস্কর হয়। অতএব যুধিষ্ঠিরের যাহা মনোগত অভীষ্ট, তোমরা আলস্য পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহাই পূর্ণ করিতে সচেষ্ট হও; যাহাতে ইনি ধৃতরাষ্ট্রের পরিত্যক্ত নিজ রাজ্য প্রাপ্ত হইতে পারেন, তদ্বিষয়েই যত্ন কর। ফলত হয় যুধিষ্ঠির এক্ষণে রাজ্যলাভ করেন, না হয় বিপক্ষেরা মদীয় শস্ত্রধারায় ধরাশায়ী হয়, এই দুই কল্পের এক কল্প নিঃসন্দেহ সিদ্ধ হইবে। [২১-২৩]

সাত্যকি-বাক্যে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩॥

চতুর্থ অধ্যায় প্রারম্ভ।

দ্রুপদ বলিলেন, হে মহাবাহো! তুমি যেরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, সেইরূপই হইবে সন্দেহ নাই; কেননা সান্ত্ববাদ-দ্বারা দুর্য্যোধন কদাচ প্রদান করিবে না। [১] পুত্রপ্রিয় ধৃতরাষ্ট্রও দীনতা-প্রযুক্ত সেই মতে মত দিবেন; আর কর্ণ ও শকুনি ত মূর্খতা-বশত অবশ্যই তাহার মতানুসরণ করিবে। [২] পরন্তু আমার বুদ্ধিতে বলদেবের বাক্য যুক্তিযুক্ত হইতেছে না। সুনীতি ইচ্ছুক পুরুষের অগ্রে ঐরূপ ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য। [৩] কিন্তু দুর্য্যোধনের নিকটে কোন ক্রমেই মৃদুবাক্য প্রয়োগ করা উচিত হয় না, যেহেতু আমার বিবেচনায় ঐ পাপবুদ্ধি কখন মৃদুতা-দ্বারা বশীকৃত হইবার যোগ্য নহে; [৪] গর্দ্দভের প্রতি

মৃদুতাব এবং গো-সকলের প্রতি তীক্ষভাব অবলম্বন করাই বিধেয় যে ব্যক্তি পাপচিত্ত দুর্য্যোধন-সমীপে মৃদু-বাক্য ব্যবহার করে,[৫] পাপাত্মা দুর্য্যোধন সেই মৃদু-সম্ভাষণকারী ব্যক্তিকে মৃদু ও অসার বলিয়াই নিশ্চয় করে। ফলত নির্ব্বোধ-লোকের প্রতি মৃদুতাচরণ করিলে, সে আপনাকে জিতার্থ বলিয়াই বোধ করিয়া থাকে।[৬] যাহা হউক, আমরা অগ্রে মৃদুতাচরণই করিব, এবং সংপ্রতি আমি যাহা বলিতেছি, ইহাতেও সকলে যত্ন কর। আমরা মিত্রগণের নিকটে দূত প্রেরণ করি; তাঁহারা আমাদিগের সাহায্যার্থে সৈন্য-সমুদ্যোগ করুন।[৭] হে বিভো! দ্রুতগামী দূত-সকল শল্য, ধৃষ্টকেতু, জয়ৎসেন ও কেকয়-প্রভৃতি অন্যান্য রাজগণ-সন্নিধানে অবিলম্বে গমন করুক।[৮] দুর্য্যোধনও নিঃসন্দেহ সর্ব্বত্র দূত প্রেরণ করিবে, এবং সজ্জন-গণেরও স্বভাব এই যে, অগ্রে যে পক্ষ তাঁহাদিগের সাহায্য প্রার্থনা করে, তাঁহারা সেই পক্ষই অবলম্বন করিয়া থাকেন।[৯] অতএব অগ্রে নরেন্দ্রগণ-সমীপে প্রার্থনা প্রেরণ করিতে সত্বর হও; কেননা আমার নিশ্চয় প্রতীতি হইতেছে, আমাদিগকে সুমহৎ কার্য্যভার বহন করিতে হইবে।[১০] হে রাজন্! শল্য ও তাঁহার অনুগত নৃপতিগণের সমীপে অবিলম্বে দূত প্রেরণ কর, এবং পূর্ব্বসাগরবাসী মহারাজ ভগদত্ত, অমিতৌজা, উগ্র, হার্দ্দিক্য, আহুক, দীর্ঘপ্রজ্ঞ, মল্ল ও রোচমান, ইহাঁদিগের সন্নিধানেও দূত-প্রস্থাপনে ত্বরান্বিত হও।[১১.১২] এতদ্ভিন্ন বৃহন্ত, সেনাবিন্দু, পাপজিৎ প্রতিবিন্ধ্য, চিত্রবর্ম্মা, সুবাস্তুক, বাহ্লীক, মুঞ্জকেশ, চৈদ্যাধিপতি যুবরাজ, সুপার্শ্ব, সুবাহু, মহারথ পৌরব, সুরারি, নদীজ, কর্ণবেষ্ট,[১৩-১৫] নীল, বীরধর্ম্মা, দুর্জ্জয় দন্তবক্র, রুক্মী, জনমেজয়, আষাঢ়, বায়ুবেগ, পূর্ব্বপালী ভূরিতেজা, দেবক

সপুত্র এক লব্য,[১৬-১৭] কারুষ দেশীয় ভূপাল গণ, ক্ষেমধূর্ত্তি, কাম্বোজ, ঋষিক ও পশ্চিমস্থ জনপদেশীয় ভূপালবর্গ, জয়ৎসেন, কাশ্য, দুর্দ্ধর্ষ ক্রাথপুত্র, পঞ্চনদ রাজ্য ও পর্ব্বতবাসী ক্ষিতিপতি-সকল, জানকি, সুশর্ম্মা, মণিমান্, পৌতিমৎস্যক, পাংশুরাষ্ট্রের অধিপতি, বীর্য্যবান্ ধৃষ্টকেতু, তুণ্ড, দণ্ডধার, বীর্য্যশালী বৃহৎসেন, অপরাজিত, নিষাদ, শ্রেণিমান্, বসুমান্, বৃহদ্বল, মহৌজা, পর-পুর-বিজয়ী বাহু, সপুত্র বীর্য্যসম্পন্ন রাজা সমুদ্রসেন,[১৮-২২] উদ্ভব, ক্ষেমক, বাটধান, শ্রুতায়ু, দৃঢ়ায়ু, বীর্য্যশালী শাল্ব-পুত্র ও যুদ্ধ-দুর্ম্মদ কলিঙ্গাধিপতি কুমার, এই সমস্ত নৃপগণ সন্নিধানে অবিলম্বে দূত প্রেরণ করুন এইরূপ অনুষ্ঠান করাই আমার অভিমত হইতেছে।[২৩-২৪] হে রাজন্! আমার পুরোহিত এই সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণকে ধৃতরাষ্ট্র-সন্নিধানে প্রেরণ কর এবং দুর্য্যো-ধনকে, ভীষ্মকে, ধৃতরাষ্ট্রকে ও রথশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্যকে যে যে কথা বলিতে হইবে, তাহাও ইহাঁকে বলিয়া দাও।[২৫-২৬]

দ্রুপদ-বাক্যে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায় প্রারম্ভ।

কৃষ্ণ কহিলেন, যিনি সোমবংশের ধুরন্ধর, এরূপ বাক্য প্রয়োগ করা তাঁহার উপযুক্তই বটে; ইহা অমিততেজস্বী পাণ্ডবরাজের প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার সম্পূর্ণ উপযোগী।[১] সুনীতি-পূর্ব্বক কার্য্য করিতে অভিলাষ করিলে, আমাদিগের অগ্রে এইরূপ অনুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য; যে ব্যক্তি ইহার অন্যথা আচরণ করিতে উদ্যুক্ত হয়, সে নিতান্ত সুমূর্খ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।[২] কিন্তু কুরু ও পাণ্ডব, উভয় পক্ষেই আমাদিগের তুল্য সম্বন্ধ; ইহাঁরা পরস্পর অভিলাষানুসারে ব্যবহার করুন।[৩] আপনি

যেমন বিবাহের উপলক্ষে এস্থানে আহুত হইয়াছেন, আমরাও তদ্রূপ আনীত হইয়াছি। সম্প্রতি বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, সুতরাং আমরা পরমাহ্লাদে স্বকীয়ভবনে প্রস্থান করিব।[৪] আপনি সমস্ত রাজগণ-মধ্যে কি বয়ঃক্রমে কি শাস্ত্রজ্ঞানে উভয়-থাই বৃদ্ধতম। আমরা সকলেই যে আপনকার শিষ্যতুল্য হইয়া থাকিব, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।[৫] কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রও আপনাকে সর্ব্বদা বহুতর সম্মান করিয়া থাকেন; বিশেষত আপনি দ্রোণাচার্য্য ও কৃপাচার্য্য উভয়েরই সখা।[৬] অতএব যে সকল বাক্য পাণ্ডবদিগের পক্ষে অর্থকর হয়, তাহা ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত আপনিই এক্ষণে দূত প্রেরণ করুন। আপনি যে কথা বলিয়া পাঠাইবেন, তাহাই আমরা নিশ্চিত বলিয়া জ্ঞান করিব।[৭] কুরুপুঙ্গব দুর্য্যোধন যদি ন্যায়পথ অবলম্বন-পূর্ব্বক শান্তি সংস্থাপন করে, তাহা হইলে কুরু-পাণ্ডব-গণের সৌভ্রাত্র নাশ বা কুলক্ষয় হয় না।[৮] কিন্তু যদি তাহার বৈপরীত্যে ধৃতরাষ্ট্র-তনয় দর্পান্বিত হইয়া মোহবশত, একান্তই বিগ্রহার্থে আগ্রহান্বিত হয়, তবে আপনি অগ্রে অন্য সকল সুহৃদ্গণের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া পশ্চাৎ আমাদিগকে আহ্বান করিবেন।[৯] তাহার পর গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয় যখন ক্রোধের সাহায্য লইবেন, তখন মন্দমতি দুর্য্যোধন অমাত্য ও বান্ধবগণের সহিত নিতান্তই কৃতান্ত-ভবনে গমন করিতে হইবে।[১০]

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর মহীপতি বিরাট বৃষ্ণিকুলাব-তংস কৃষ্ণকে যথাযোগ্য অর্চ্চনা করিয়া স্বজন-বান্ধবগণের সহিত গৃহে প্রেরণ করিলেন।[১১] কৃষ্ণের দ্বারকা গমনানন্তর যুধিষ্ঠির-প্রভৃতি পাণ্ডবগণ বিরাটরাজের সহযোগে সমরোপযোগী সমুদয়

আয়োজন করিতে লাগিলেন।[১২] পরে মহীপতি দ্রুপদ ও বিরাটরাজ বন্ধু বান্ধব গণের সহিত এক বাক্য হইয়া ভূপাল সকলের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন।[১৩] কুরুসিংহ পাণ্ডব-গণের, বিরাটের ও দ্রুপদরাজের বচনানুসারে মহাবল-সম্পন্ন মহীপালগণ সাতিশয় হৃষ্টচিত্তে সমাগত হইতে লাগি-লেন।[১৪]

পাণ্ডুপুত্রদিগের সেই সুমহৎ বল সমাগত হইতেছে শ্রবণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রেরাও চতুর্দ্দিক হইতে ভূপাল সকল আনয়ন করিতে লাগিলেন।[১৫] মহারাজ! তৎকালে কুরু-পাণ্ডবগণের সাহায্যার্থ সেই অসংখ্য মহীপাল সকলের সমাগমোদ্যোগে সমগ্র ভূমণ্ডল সমাকুল হইয়া উঠিল।[১৬] অবিরল বলসম্বাধে সঙ্কুলা হওয়ায় ধরিত্রীকে যেন চতুরঙ্গ-সেনাময়ী বোধ হইতে লাগিল। সেই বীর-বৃন্দের সৈন্যগণ যেন শৈলকানন-সম্বলিতা বসুধা-দেবীকে পরিচালন করতই সর্ব্ব দিক্ হইতে সমাগত হইতে লাগিল।

এদিকে পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ যুধিষ্ঠিরের মতানুবর্ত্তী হইয়া জ্ঞান ও বয়োবৃদ্ধ আপন পুরোহিতকে কুরুগণ-সমীপে প্রেরণ করিলেন।[১৭-১৮]

পুরোহিত-যানে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায় প্রারম্ভ।

পুরোহিতের প্রস্থান-সময়ে দ্রুপদরাজ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! অখিল ভূতকদম্বের মধ্যে প্রাণিগণই শ্রেষ্ঠ; আবার প্রাণিগণের মধ্যে বুদ্ধিজীবী, বুদ্ধিজীবীদিগের মধ্যে মনুষ্য, মনুষ্য গণের মধ্যে দ্বিজাতি, দ্বিজাতিবর্গের মধ্যে বেদজ্ঞ, বেদজ্ঞ-

গণের মধ্যে সিদ্ধান্তজ্ঞ, সিদ্ধান্তজ্ঞদিগের মধ্যে কর্ম্মকর্ত্তা এবং কর্ম্ম-কর্ত্তৃদিগের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞেরাই শ্রেষ্ঠ হয়েন। ১-২ আমার বিবেচনায় আপনি সমুদয় কৃতবুদ্ধি ব্যক্তিগণের প্রধান। আপনি কুল, বয়ঃক্রম ও বিদ্যা সর্ব্বাংশেই বিশিষ্ট এবং বুদ্ধিমত্তা বিষয়েও শুক্র ও বৃহস্পতির সদৃশ। ধৃতরাষ্ট্র-নন্দন দুর্য্যোধনের এবং পাণ্ডু পুত্র যুধিষ্ঠিরের যে রূপ স্বভাব ও চরিত্র, সকলেই আপনকার বিদিত আছে। ধৃতরাষ্ট্রের জ্ঞাতসারেই পাণ্ডবগণ শত্রুগণ-কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়াছিলেন, ৩-৫ সুতরাং এক্ষণে বিদুর তাঁহাকে বারংবার অনুনয় করিলেও তিনি কেবল পুত্রেরই মতানুবর্ত্তী হইতেছেন। শকুনি স্বয়ং অক্ষকুশল হইয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে অবস্থিত ও শুদ্ধচিত্ত কুন্তী পুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরকে অক্ষে একান্ত অনভিজ্ঞ অবগত হইয়াও বুদ্ধিপূর্ব্বকই ক্রীড়ার্থে আহ্বান করিয়াছিল। যখন তাদৃশ প্রবঞ্চনা-দ্বারা তাহারা ধর্ম্মরাজের রাজ্য হরণ করিয়াছে, তখন কোন অবস্থাতেই স্বয়ং রাজ্য প্রদান করিবে না। অতএব আপনি ধৃতরাষ্ট্র সমীপে ধর্ম্মানুগত বাক্যের প্রসঙ্গ করত তৎ-পক্ষীয় যোধগণের চিত্তাবর্ত্তন করিতে নিশ্চয়ই সমর্থ হইবেন। বিদুরও আপনকার সেই বাক্যের সিদ্ধি বিষয়ে সবিশেষ যত্ন করিবেন। ৬-৯ যাহাতে ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ প্রভৃতির মধ্যে ভেদ উপস্থিত হয়, তিনি তদ্বিষয়েই সচেষ্ট হইবেন। অমাত্য-বর্গের পরস্পর বিভিন্ন এবং যোধগণ বিমুখ হইলে, তাহাদিগকে পুনরায় একযোগ করাই বিপক্ষদিগের কর্ম্ম হইয়া উঠিবে। ইত্যবসরে পাণ্ডবেরা একাগ্রচিত্তে অনায়াসে সৈন্য সংগ্রহ-প্রভৃতি ও সাংগ্রামিক কার্য্য দ্রব্যসামগ্রী সঞ্চয় করিতে পারি-বেন। বিপক্ষগণের আত্মীয়গণ ভেদ প্রাপ্ত হইলে এবং আপ-নি তথায় কিছুকাল বিলম্ব করিয়া থাকিলে তাহারা একপ

সেনা-কর্ম্ম-সম্পাদনে কোন ক্রমেই সমর্থ হইবে না। অপিচ আপনি তথায় গমন করিলে এই একটি মুখ্য প্রয়োজন সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা যে, সঙ্গতিক্রমে অন্ধরাজ ভবদুক্ত ধর্ম্মান্বিত বাক্য প্রতিপালন করিলেও করিতে পারেন। অতএব আপনি স্বভাবত যেরূপ ধর্ম্মনিষ্ঠ, তাহাদিগের সমীপে সেইরূপ ধর্ম্মানুগত ব্যবহার করতই কৃপালুগণ-সন্নিধানে পাণ্ডবগণের অশেষ ক্লেশ-সমূহের পরিকীর্ত্তন এবং বৃদ্ধগণ-সমীপে পূর্ব্বপুরুষ চরিত কুলধর্ম্মের বর্ণন, ১০-১৫ করিয়া তাঁহাদিগের যে চিত্তভেদ করিতে সমর্থ হইবেন, ইহাতে আমার কিছুমাত্র সংশয় নাই। আপনি বেদবিৎ ব্রাহ্মণ তাহাতে আবার দূতকর্ম্মে নিযুক্ত ও বৃদ্ধ, সুতরাং তাহাদিগের নিকটে আপনকার কোন ভয় করিবারও বিষয় নাই। অতএব আর বিলম্ব না করিয়া যুধিষ্ঠিরের কার্য্য-সিদ্ধি নিমিত্তে এই পুষ্যনক্ষত্রযুক্ত জয় নামক শুভ-মুহূর্ত্তে কুরুগণ-সমীপে যাত্রা করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাত্মা দ্রুপদরাজের এইরূপ আদেশে সেই সদাচার-সম্পন্ন পুরোহিত হস্তিনা নগরে প্রস্থান করিলেন। ১৬-১৮

পুরোহিতের প্রতি দ্রুপদ-বাক্যে ষষ্ঠ অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, পাণ্ডবেরা দ্রুপদরাজের পুরোহিতকে হস্তিনা নগরে প্রেরণ করিয়া নৃপতিগণ-সন্নিধানে স্থানে স্থানে দূত প্রেরণ করিতে লাগিলেন। ১ কুরুবংশাবতংস পুরুষশ্রেষ্ঠ

কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় অন্য সকল স্থানে দূত প্রেরণ করিয়া স্বয়ং দ্বারকা নগরে গমন করিলেন। [২] এদিকে বৃষ্ণি, অন্ধক ও শত শত ভোজগণের সহিত মধুকুলোদ্ভব কৃষ্ণ ও বলদেবের দ্বারকায় গমন করিবার পর ধৃতরাষ্ট্র-নন্দন রাজা দুর্য্যোধন আপন প্রেরিত গুপ্তচর-দ্বারা পাণ্ডবগণের বিচেষ্টিত সকল কার্য্যজাত অবগত হইলেন। [৩-৪] তিনি মৎস্যরাজধানী হইতে বাসুদেবের প্রত্যাগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিবামাত্র অনিল-তুল্য-বেগশালী সদশ্বসমূহ যোজিত মাতঙ্গোপরি আরোহণ-পূর্ব্বক স্বল্প সৈন্য বলে পরিবৃত হইয়া দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিলেন। [৫] যে দিবস দুর্য্যোধন রমণীয় আনর্ত্ত নগরে প্রবেশ করিলেন, পাণ্ডুপুত্র ধনঞ্জয়ও সেই দিবসে সত্বর তথায় উপনীত হইলেন। [৬] পুরুষ-ব্যাঘ্র উক্ত কুরুনন্দন-দ্বয় দ্বারকায় গমন করিয়া বাসুদেব ভবনে প্রবেশ-পূর্ব্বক দর্শন করিলেন, তিনি শয়ান ও নিদ্রাবস্থায় রহিয়াছেন। [৭] তখন উভয়েই তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ প্রতীক্ষা করত তদীয় শয়ন-সন্নিধানে গমন করিলেন। দুর্য্যোধন অগ্রে শয়নাগারে প্রবেশ করিয়া কৃষ্ণের মস্তক ন্যস্ত-সমীপ প্রশস্ত আসনে উপবেশন করিলেন, [৮] পশ্চাৎ মহামনা কিরীটী তথায় উপস্থিত হইয়া অঞ্জলি-বন্ধন-পূর্ব্বক কেশবের চরণ-প্রান্তে বিনীত ভাবে উপবিষ্ট রহিলেন। [৯]

বৃষ্ণিকুল-নন্দন মধুসূদন কৃষ্ণ নিদ্রাবসানে নয়নদ্বয় উন্মীলন-পূর্ব্বক অগ্রে অর্জ্জুনকে পশ্চাৎ দুর্য্যোধনকে অবলোকন করিয়া উভয়কেই স্বাগত-প্রশ্ন সহকারে সৎকার পূর্ব্বক আগমনের হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর দুর্য্যোধন কিঞ্চিৎ হাস্য করত কহিলেন, হে মধু-প্রবর মধুসূদন! আমাদিগের এই উপস্থিত সমরে আপনি আমারে সাহায্য প্রদান করুন। যদিচ

অর্জ্জুন ও আমি, উভয়েরই সহিত আপনার সখ্য ও সম্বন্ধ সমান তথাপি আমিই অগ্রে আগমন করিয়াছি বলিয়া আমার সহায়তা করাই আপনার উচিত হইতেছে; কেননা পূর্ব্বাচারানুযায়ী সজ্জনগণ প্রথমাগত ব্যক্তির পক্ষই অবলম্বন করিয়া থাকেন। হে জনার্দ্দন! লোক মধ্যে এক্ষণে আপনিই সাধুগণের শ্রেষ্ঠতম ও সতত মাননীয়; অতএব অদ্য সেই সমাচার প্রতি পালন করুন।

কৃষ্ণ কহিলেন, রাজন্ আপনি যে পূর্ব্বে আগমন করিয়াছেন তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই; কিন্তু কুন্তীনন্দন ধনঞ্জয়কে আমি অগ্রে নয়ন গোচর করিয়াছি; [১০.১৫] অতএব হেসুযোধন! আপনার অগ্রে আগমন এবং আমার অগ্রে অর্জ্জুন-দর্শন, এই উভয় কারণ বশত আমি উভয়েরই সাহায্য করিব। [১৬] কিন্তু লোক-প্রসিদ্ধ এই একটি প্রবাদ আছে, যে, বালকের প্রার্থনীয় বস্তু অগ্রে প্রদান করিতে হয়; অতএব আপনকার অপেক্ষা ন্যূনবয়স্ক পার্থের প্রার্থনাই অগ্রে পূর্ণ করা উচিত হইতেছে। [১৭] —অহে পার্থ! মদীয়-আকার-সদৃশ গোপজাতীয় নারায়ণ নামে বিখ্যাত আমার যে অর্ব্বুদ-সংখ্যক মহৎ সৈন্য আছে, তাহারা সকলেই প্রসিদ্ধ সংগ্রাম-য়োধী; সংগ্রামে দুরাধর্ষ সেই সমস্ত সৈনিকগণ তোমাদিগের এক পক্ষে থাকিবে, আর আমি নিরস্ত্র ও যুদ্ধে নির্লিপ্ত থাকিয়া অন্য পক্ষ অবলম্বন করিব ইহাই আমার অভিপ্রেত হইতেছে; অতএব এই উভয়ের মধ্যে যাহা তোমার অধিক মনোনীত হয় তুমি তাহাই প্রার্থনা কর; কারণ ধর্ম্মত তোমার কামনাই অগ্রে পূর্ণ করা বিধেয়। [১৮.২০]

বৈশম্পায়ন বলিলেন, কুন্তীনন্দন ধনঞ্জয় কৃষ্ণকর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া সংগ্রামে যুদ্ধ করিতে অস্বীকৃত, জন্মাদি-বিবর্জ্জিত,

ইচ্ছানুসারে মানবকুলে উৎপন্ন, সমস্ত ক্ষত্রিয়-মণ্ডল ও অখিল দেব দানবগণেরও শ্রেষ্ঠতম, অমিত্রনাশন নারায়ণ কেশবকেই বরণ করিলেন।[২১-২২] পরন্তু দুর্য্যোধন তখন সেই সমস্ত নারায়ণী সেনা কামনা করিলেন। হে ভারত! তিনি অর্ব্বুদ-সংখ্যক সৈন্য প্রাপ্ত হইয়া এবং তাহারা কৃষ্ণকে অপহৃত জ্ঞান করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলেন। ভীষণ-বলান্বিত ক্ষিতি পতি দুর্য্যোধন সেই সৈন্য-সমূহ সংগ্রহ-পূর্ব্বক রোহিণী-নন্দন মহাবল বলদেব-সান্নিধানে উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহার নিকটে আপন আগমনের সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন।

অনন্তর শূরনন্দন বলদেব ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রকে এই কথা বলিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন যে, হে নরশ্রেষ্ঠ! আমি ইতি পূর্ব্বে বিরাট-নন্দিনীর বিবাহ-সমাজে যে যে কথা বলিয়াছিলাম, বোধ হয়, তৎসমুদয় তোমার বিদিত হইয়া থাকিবে।[২৩-২৬] হে কুরু নন্দন! আমি তোমার নিমিত্তে কেশবকে নির্ব্বন্ধ-সহকারে "কুরু ও পাণ্ডবগণের সহিত আমাদিগের সমান সম্বন্ধ" এ কথা বারম্বার বলিয়াছিলাম, কিন্তু মদুক্ত সেই বাক্যটি তিনি সম্যক্ রূপে প্রতিপালন করিলেন না। কি করি, আমি কৃষ্ণ ব্যতিরেকে ক্ষণমাত্রও অবস্থান করিতে পারি না;[২৭-২৮] সুতরাং তদীয় মুখাবেক্ষায়, না পার্থ না দুর্য্যোধন কাহারও সহায়তা করিব না, ইহাই স্থির করিয়াছি।[২৯] হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি সকল নৃপতি পূজিত ভারতবংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ, তোমার সহায়ের আর অসদ্ভাব কি! অতএব যাও, ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ কর।[৩০]

বৈশম্পায়ন বলিলেন, হলধরের এই বাক্য শ্রবণে ধৃতরাষ্ট্র-তনয় রাজা দুর্য্যোধন তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া এবং কৃষ্ণকে

অপহৃত ও ধনঞ্জয়কে পরাজিত স্থির করিয়া কৃতবর্ম্মার সন্নিধানে উপনীত হইলেন। তখন কৃতবর্ম্মা তাঁহাকে এক অক্ষৌহিণী সেনা প্রদান করিলেন। [৭১-৭২] কুরুনন্দন দুর্য্যোধন সেই ভীমবল বল সমূহে পরিবৃত হইয়া সুহৃদ্বর্গের হর্ষবর্দ্ধন করত প্রফুল্লচিত্তে প্রস্থান করিলেন। [৭৩] এদিকে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা পীতাম্বরধারী জনার্দ্দন কৃষ্ণ, দুর্য্যোধনের গমনান্তে অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, [৭৪] অহে পার্থ! আমি যুদ্ধে নিবৃত্ত থাকিবার প্রতিজ্ঞা করিলাম, তথাপি কি বিবেচনায় তুমি আমাকে বরণ করিলে?

অর্জ্জুন বলিলেন, হে পুরুষোত্তম! আপনি তাহাদিগের সকলকেই যে নিহত করিতে পারেন, তাহাতে আমার কিছুমাত্র সংশয় নাই; আপনি কেন? আমিই একাকী তাহাদিগের সংহার করণে সমর্থ; [৭৫] পরন্তু লোক মধ্যে আপনি কীর্ত্তিমান্ হইয়াছেন, সুতরাং আপনকার সেই যশোরাশি অবশ্যই আপনকার অনুগামী হইবে। আমিও যশোলাভের অভিলাষী, এই নিমিত্তই আপনাকে বরণ করিলাম। [৭৬] চিরকাল অবধি আমার এই একটি অভিলাষ আছে যে, আপনি আমার সারথ্য কর্ম্ম করিবেন; এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া আমার সেই মানসটি পূর্ণ করুন। [৭৭]

বাসুদেব বলিলেন, পার্থ! তুমি যে আমার সহিত এইরূপ স্পর্দ্ধা করিতেছ, ইহা তোমার উপযুক্তই বটে; তোমার সেই অভীষ্ট সম্পন্ন হউক—আমি অবশ্যই তোমার সারথি হইব। [৭৮]

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অর্জ্জুন কৃষ্ণের এই বাক্য শ্রবণানন্তর অতিমাত্র আহ্লাদিত হইয়া তাঁহার ও দাশার্হ-বংশীয় অন্যান্য

প্রধান ব্যক্তিগণের সহিত পুনরায় যুধিষ্ঠির-সমীপে আগমন করিলেন। ৩১

কৃষ্ণসারথ্য-স্বীকারে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায় প্রারম্ভ।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, মহারাজ! মদ্রদেশাধিপতি শল্যরাজ, দূতগণের মুখে সংবাদ প্রাপ্তে বিপুল-সৈন্য-সমুদায়ে পরিবৃত হইয়া মহারথ পুত্রগণ-সমভিব্যাহারে পাণ্ডবগণের নিকটে যাত্রা করিলেন। ১ তাঁহার সৈন্যের সংখ্যা এত অধিক ছিল যে, প্রস্থান কালে প্রায় সার্দ্ধ-যোজন-পরিমিত ভূভাগ লইয়া শিবির-সন্নিবেশ হইতে লাগিল। হে রাজন্! সেই নরর্ষভ অক্ষৌহিণীপতি ও মহাবীর্য্য-পরাক্রম-শালী ছিলেন। তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষেরাও সকলেই প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয় ও অসীম শৌর্য্য-বীর্য্য-সম্পন্ন ছিলেন। তাঁহাদিগের গাত্রাবরণ, বসন, আভরণ, মাল্য, রথ, বাহন, ধ্বজ, কার্ম্মুক-প্রভৃতি সকলই বিচিত্র। স্বদেশীয় বেশ-ভূষায় বিভূষিত সেই সহস্র সহস্র সেনানীগণ যখন আপন আপন সৈনিক-সকল পরিচালন করিতে থাকিলেন, তখন বোধ হইতে লাগিল যেন যাবতীয় ভূতবর্গ প্রপীড়িত এবং অচলা প্রকম্পিতা হইতে লাগিলেন। এইরূপে মদ্রাধিরাজ, মন্দ মন্দ সঞ্চারে স্থানে স্থানে যোধদিগকে বিশ্রাম করাইতে করাইতে পাণ্ডবগণের বাসস্থানাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। ২

হে ভারত! অনন্তর দুর্য্যোধন, মহতী-সেনাসহ মহারথ শল্যরাজের আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, স্বয়ং তাঁহাকে সম্মানিত

করিবার উদ্দেশে দ্রুতবেগে গমন করিলেন, এবং রমণীয় প্রদেশ-সমূহে রত্ননিচয়ে বিচিত্রিত সুসজ্জিত সভা-সমস্ত নির্ম্মাণ করাইলেন। [৮] বহুতর শিল্পদক্ষ কিঙ্করগণ তাঁহার আদেশ-ক্রমে তথায় অনেকবিধ কৌতুকাবহ দ্রব্যজাত, মাংসাদি উৎকৃষ্ট ভক্ষ্য পেয়, সুরুচির গন্ধমাল্য এবং চিত্তপ্রফুল্লকর বিবিধাকার কূপ, বাপী ও জলগৃহ-সমস্ত প্রস্তুত করিয়া রাখিল। [৯.১০] মদ্রা-ধিপতি স্থানে স্থানে বিনির্ম্মিত সেই সকল সভামন্দিরে উপনীত হইতে থাকিলে, দুর্য্যোধনের সচিবেরা তাঁহাকে দেববৎ পূজা করিতে লাগিল। [১১] যৎকালে শল্য, সাক্ষাৎ অমরাবতীর ন্যায় একটি অতিরমণীয় সভায় আসিয়া প্রবেশ করিলেন, তখন তত্রত্য বহুতর অলৌকিক সুখসাধন পদার্থপুঞ্জে উপসেবিত হওয়ায় আপনাকে ইন্দ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করত মনে মনে তাঁহাকে অবজ্ঞা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই ক্ষত্রিয়-প্রবর সাতিশয় হৃষ্টচিত্তে ভৃত্যবর্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন, [১২-১৩] যুধিষ্ঠিরের নিয়োজিত কোন্ ব্যক্তি এই সমস্ত সভাগৃহ নির্ম্মান করিয়াছে? সেই সকল সভাকারদিগকে অবিলম্বে আমার সমীপে আনয়ন কর; আমার বিবেচনায় তাহারা পারিতোষিক পাইবার যোগ্য হইতেছে; অতএব কুন্তী নন্দনের প্রীত্যর্থে আমি তাহাদিগকে প্রসাদ প্রদান করিব।

কিঙ্করগণ তাঁহার এই কথায় বিস্মিত হইয়া দুর্য্যোধন-সমীপে তৎসমুদায় নিবেদন করিল। [১৪-১৫] দুর্য্যোধন সে স্থানে গোপনে অবস্থিত ছিলেন, এক্ষণে মাতুল শল্যরাজকে সম্যক্ হর্ষান্বিত ও জীবিতপ্রদানেও সমুৎসুক সন্দর্শন করিয়া আত্ম-প্রকাশ-পূর্ব্বক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। [১৬] মদ্ররাজ তাঁহাকে অব-লোকন করিয়া এবং ঐ সমস্ত সভানির্ম্মাণ-বিষয়ে তাঁহারই

প্রযত্ন অবগত হইয়া প্রীতচিত্তে তাঁহাকে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! মৎসন্নিধানে ভবদীয় যে কোন অভীষ্ট থাকে, প্রার্থনা করিয়া লও। ১৭

দুর্য্যোধন বলিলেন, হে কল্যাণপ্রদ! আপনার এই বাক্য যেন সত্য হয়; আমাকে এই বর প্রদান করুন যে, আপনি আমার সমুদায় সৈন্যের অধিনায়ক হইবেন। ১৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন, দুর্য্যোধনের এইরূপ প্রার্থনায় শল্য উত্তর করিলেন, "তোমার অভিলষিত বর প্রদান করিলাম; অপর কি করিতে হইবে?" ইহাতে গান্ধারী-নন্দন পুনঃপুন প্রত্যুত্তর করিলেন, "আমার মনস্কাম পূর্ণ করা হইল।" ১৯

শল্য বলিলেন, হে নরেন্দ্র দুর্য্যোধন! সম্প্রতি তুমি স্বনগরে প্রতি গমন কর, আমি অরিন্দম যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিব; ২০ তাঁহাকে দর্শন করিয়া সত্বর তোমার সমীপে প্রত্যাগমন করিব। হে রাজন্! পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডু-নন্দনের সহিত অবশ্যই একবার সাক্ষাৎ করিতে হইবে। ২১

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! আপনি পাণ্ডব গণকে সন্দর্শন করিয়া সত্বর আগমন করুন; আমরা সকলেই আপনকার অধীন হইয়া রহিলাম, আপনি আমাদিগকে যে বর প্রদান করিলেন, তাহা কদাচ বিস্মৃত হইবেন না। ২২

শল্য কহিলেন, "হে নরাধিপ! আমি সত্বরে আগমন করিব; তোমার কল্যাণ হউক, তুমি এক্ষণে স্বীয় ভবনে গমন কর"। অনন্তর শল্য ও দুর্য্যোধন পরস্পর আলিঙ্গন-পুরঃসর উভয়েই উভয়ের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিলেন। ২৩ দুর্য্যোধন শল্যকে আমন্ত্রণ করিয়া স্বকীয় নগরীতে প্রত্যাগমন করিলেন এবং শল্যও দুর্য্যোধনের অনুষ্ঠিত পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মটি কুন্তীনন্দনদিগকে

অবগত করিবার নিমিত্ত মৎস্য দেশে গমন করিতে লাগি-লেন।[২৪] সেই শত্রুকুলমর্দ্দনকারী মহাবাহু মদ্ররাজ শল্য উপপ্লব্য নগরে উপনীত হইয়া সেনা-সন্নিবেশস্থানে প্রবেশ-পূর্ব্বক সমুদয় পাণ্ডবদিগকে দর্শন করিলেন[২৫] এবং তৎক্ষণমাত্র তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদিগের প্রদত্ত পাদ্য অর্ঘ্য ও গো যথাবিধি প্রতিগ্রহ করিলেন।[২৬] অনন্তর তিনি কুশল-প্রশ্ন-পুরঃসর পরম প্রীতিযুক্ত হইয়া হর্ষাবিষ্ট যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন ও নিজ ভাগিনেয়, নকুল সহদেবকে আলিঙ্গন করিয়া আসনে আসীন হইবার পর যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসিলেন,[২৭.২৮] হে কুরুনন্দন রাজশার্দ্দূল! তোমার সমস্ত মঙ্গল ত? হে বিজয়িশ্রেষ্ঠ! ভাগ্যক্রমে তুমি বন-বাস হইতে বিমুক্তি পাই-য়াছ। হে রাজেন্দ্র! ভ্রাতৃগণ ও প্রণয়িনী দ্রুপদ নন্দিনীর সহিত দ্বাদশ বর্ষ কাল বিজন-কাননে এবং এক বৎসর অপরি-জ্ঞাত-দেশে বাস করত তোমাকে কি ঘোরতর সুদুষ্কর কর্ম্মই করিতে হইয়াছে! ফলত রাজ্যবিচ্যুত ব্যক্তির আর সুখ কো-থায়? তাহার সকলই দুঃখ।[২৯.৩০] হে পরন্তপ ভারত! এক্ষণে দুর্য্যোধনকৃত সেই সুদুঃসহ মহাদুঃখের অবসানে তুমি শত্রুকুল বিনাশ করিয়া অবশ্যই সুখের সহিত সাক্ষাৎ করিবে।[৩২] হে নরাধিপ মহারাজ! লোকতন্ত্র তোমার কিছুই অবিদিত নাই, সুতরাং লোভ-জনিত কোন প্রকার দুষ্কর্ম্মও তোমাকে স্থান পায় না।[৩৩] হে তাত যুধিষ্ঠির! তুমি স্বাভাবিক দান, তপস্যা ও সত্যনিষ্ঠায় নিশ্চল থাকিয়া পুরাতন রাজর্ষিগণের অবলম্বিত বিশুদ্ধমার্গে অগ্রসর হইতেই অভিলাষ কর।[৩৪] হে ভর-তোত্তম! ক্ষমা, অহিংসা, দম, সত্য ও অদ্ভুতলোক তোমাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।[৩৫] হে রাজন্! হে পরন্তপ! তুমি মৃদু,

বদান্য, ব্রহ্মণ্য, দাতা ও ধর্ম্মপরায়ণ; লোকের সাক্ষি-স্বরূপ অশেষবিধ ধর্ম্ম এবং এই সমুদয় জগন্মণ্ডল তোমার বিদিত আছে। হে প্রভাব-সম্পন্ন ভরতর্ষভ রাজেন্দ্র! তুমি অতীব ধর্ম্মাত্মা ও ধর্ম্মনিরত; ভাগ্যক্রমে তুমি এই অপার ক্লেশ-পারাবারের পার প্রাপ্ত হইয়াছ, এবং ভাগ্যক্রমেই আমি তোমাকে সহচরগণের সহিত এই দুস্তর বিপদ্‌সাগর হইতে নিস্তীর্ণ দেখিলাম! ৩৬-৩৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন, হে রাজন্ ভরতর্ষভ! অনন্তর মদ্রপতি, পথিমধ্যে দুর্য্যোধনের সহিত তাঁহার যেরূপে সমাগম হয়, দুর্য্যোধন তাঁহার যে প্রকার শুশ্রূষা করেন এবং তন্নিমিত্ত তিনি তাঁহাকে যেরূপ বর দান করেন, সকলই যুধিষ্ঠির-সন্নিধানে বর্ণন করিলেন। ৩৯ তাহাতে যুধিষ্ঠির কহিলেন, রাজন্! আপনি যে দুর্য্যোধনের প্রতি তুষ্ট হইয়া হৃষ্টচিত্তে তাহার নিকটে বাক্যদ্বারা প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তাহা আপনকার সৎকর্ম্ম করাই হইয়াছে; ৪০ কিন্তু হে বীর্য্য-সম্পন্ন মহীপতে! আপনকার মঙ্গল হউক, আপনি আমারও একটি উপকার করেন, ইহাই আমার ইচ্ছা। হে মাতুল! আপনকার অকর্ত্তব্য হইলেও আমার মুখাবেক্ষায় ইহা অবশ্যই আপনাকে সম্পন্ন করিতে হইবে। ৪১ সে উপকার কি, বিজ্ঞাপন করিতেছি শ্রবণ করুন। হে মহারাজ! সংসার-মধ্যে আপনি সংগ্রাম বিষয়ে সাক্ষাৎ বাসুদেব সদৃশ; সুতরাং যৎকালে কর্ণ ও অর্জ্জুন উভয়ে দ্বৈরথযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন, তখন আপনিই কর্ণের সারথ্যকর্ম্ম করিবেন সন্দেহ নাই। ৪২-৪৩ অতএব হে রাজসত্তম! যদি আমার প্রিয়কার্য্য সম্পাদনের অভিলাষ করেন, তবে সেই সময়ে আপনি অর্জ্জুনকে রক্ষা করিবেন এবং বাক্য-কৌশল-

সহকারে সূতপুত্রের তেজের হানি করিয়া, যাহাতে আমাদিগের জয় হইতে পারে, তদ্বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে যত্নবান্ হইবেন। হে মাতুল! এ কর্ম্মটি অকর্ত্তব্য হইলেও আপনাকে করিতে হইবে।

শল্য কহিলেন, হে পাণ্ডুনন্দন! সমরে দুরাত্মা সূতপুত্রের তেজঃক্ষয় নিমিত্ত তুমি আমাকে যে অনুরোধ করিতেছ, তাহার প্রত্যুত্তর শ্রবণ কর। [৪৪.৪৫] যুদ্ধকালে আমি নিশ্চয়ই তাহার সারথি হইব, যেহেতু সে চিরকাল আমাকে বাসুদেবের তুল্য জ্ঞান করিয়া থাকে। [৪৬] অতএব হে কুরুশার্দ্দূল! যৎকালে তাহার যুদ্ধ করিবার অভিলাষ হইবে, তখন যে প্রকারে সে হৃতদর্প ও নষ্টতেজা হইয়া সংগ্রামে অনায়াসে অর্জ্জুনের বধ্য হইতে পারে, আমি সেইরূপ প্রতিকূল ও অহিত-বাক্যাবলি অবশ্যই বিন্যাস করিতে থাকিব। হে বৎস! আমি তোমাকে সত্য করিয়া বলিতেছি, আমাকে যে কর্ম্ম করিতে তুমি অনুরোধ করিলে ইহা নিশ্চয়ই সম্পন্ন করিব। এতদ্ভিন্ন তোমার আরও কোন প্রিয়কর্ম্ম-সাধনে যদি সমর্থ হই, তবে তাহার অনুষ্ঠানেও ত্রুটি করিব না। [৪৭.৪৯] হে মহাদ্যুতে! তুমি দ্যূতক্রীড়ায় দ্রুপদ নন্দিনীর সহিত যে দুঃখ অনুভব করিয়াছ, সূতপুত্র কর্ণ কৃত সমস্ত পরুষ বাক্য শ্রবণ করত যে সকল দুঃখ অনুভব করিয়াছেন, এবং দময়ন্তীর ন্যায় দ্রুপদ নন্দিনীর জটাসুর ও কীচক হইতে যে সমস্ত ক্লেশ ও অশুভ-প্রাপ্তি হইয়াছে, সে সকলই সুখোদর্ক, অর্থাৎ উত্তরকাল-সুখাবহ হইবে। অতএব হে বীর! সে নিমিত্ত তোমার অনুশোক করা কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু বিধাতার নির্ব্বন্ধই সর্ব্বোপরি বলবান্। [৫০.৫২] হে জগতীপতে! বিধিবশত মহাত্মা লোকদিগকেও অশেষবিধ

দুঃখ ভোগকরিতে হয়; মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, দেবতারাও দুঃখভাগী হইয়াছেন। [৫৩] হে ভারত! শ্রবণ করিয়াছি, মহাত্মা দেবরাজ ইন্দ্র ভার্য্যার সহিত মহৎ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। [৫৪]

শল্য-বাক্যে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৮॥

নবম অধ্যায় প্রারম্ভ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! মহাত্মা ইন্দ্র ভার্য্যা সমভিব্যাহারে কিরূপে পরম ঘোর দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদ্বৃত্তান্ত অবগত হইতে আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে। [১]

শল্য কহিলেন, হে ভারত! সুর পতি শতক্রতু ভার্য্যার সহিত যেরূপে দুঃখ প্রাপ্ত-হইয়াছিলেন, সেই পুরাতন ইতিহাসটি শ্রবণ কর। [২] প্রজাপতি ত্বষ্টা মহাতপস্বী ও দেবশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি ইন্দ্রের অনিষ্ট সাধনের নিমিত্ত ত্রিমস্তকধারী একটি পুত্র উৎপাদন করেন। [৩] বিশ্বরূপ-নামা ঐ মহাতেজা ত্রিশিরা ইন্দ্রত্বপদলাভের অভিলাষী হইয়া, চন্দ্র সূর্য্য ও অনলতুল্য সেই ভয়ঙ্কর বদন-ত্রয় মধ্যে একটির দ্বারা বেদাধ্যয়ন, আর একটির দ্বারা সুরাপান ও অন্যটির দ্বারা যেন সমস্ত দিঙ্মণ্ডল গ্রাস করিবার নিমিত্তই সর্ব্বত্র অবলোকন করিতে করিতে তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। হে অরিন্দম! তিনি স্বয়ং যেমন মৃদু ও দান্ত এবং তপোধর্ম্মের অনুষ্ঠানে অতিশয় আগ্রহান্বিত ছিলেন, তাঁহার তপস্যাও সেইরূপ কঠোর ও সুদুশ্চর হইয়াছিল। [৪-৬] সুররাজ শতক্রতু অমিততেজস্বী বিশ্বরূপের ঐ তপোবীর্য্য ও সত্যাভিসন্ধি সন্দর্শনে, স্বীয় ইন্দ্রত্বপদের লোপাশঙ্কায় বিষাদযুক্ত হইলেন। [৭] "ত্রিশিরা

তপস্যায় বিবর্দ্ধমান হইলে সমুদায় ভুবন গ্রাস করিতে সমর্থ হইবেন; অতএব কি প্রকারে তিনি ভোগ-সুখে আসক্ত হয়েন, এবং তাদৃশী মহতী তপস্যার অনুষ্ঠান আর না করেন" [৮] হে ভরতর্ষভ! ধীমান্ পুরন্দর ইত্যাকার বহুপ্রকার চিন্তা করিয়া পরিশেষে তাঁহার প্রলোভন নিমিত্ত অপ্সরাগণকে আজ্ঞা প্রদান করত কহিলেন, হে বরাঙ্গনাগণ! তোমরা সকলেই অসীম সৌন্দর্য্য-শোভিতা, শৃঙ্গার-বেশা, সুশ্রোণী, মনোহর হারনিকরে বিভূষিতা ও অনুপম হাবভাব-সম্পন্না; অতএব ত্বষ্টৃ-পুত্র তপোনিষ্ঠ ত্রিশিরা যাহাতে বিষয়ভোগে অতিমাত্র আসক্ত হন, সকলে মিলিতা হইয়া তাহার চেষ্টা কর; অবিলম্বে গমন করিয়া বহুতর অঙ্গভঙ্গী ও নৃত্যাদি দ্বারা শীঘ্রই তাঁহাকে প্রলোভিত করিতে যত্নবতী হও। তোমাদিগের মঙ্গল হউক, তোমরা আমার শঙ্কাপনোদন কর। হে অবলাগণ! আমি আপনিই আপনাকে অস্বস্থ জ্ঞান করিতেছি; অতএব তোমরা অবিলম্বে আমার এই মহাঘোরতর ভয়ের শান্তিবিধান কর।

পুরন্দরের এইরূপ আদেশে অমর-বারাঙ্গনাগণ উত্তর করিল, হে বলনিসূদন শচীপতে! যাহাতে বিশ্বরূপ হইতে আপনকার ভয় না হয়, তাঁহাকে সেইরূপ প্রলোভিত করিতে আমরা অবশ্যই যত্নবতী হইব। [৯-১৩] হে দেব! যদিও সেই তপোনিধি নয়নদ্বয়-দ্বারা অখিল দিঙ্মণ্ডল দগ্ধপ্রায় করত তপস্যার আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, তথাপি আমরা এই সকলে মিলিতা হইয়া তাঁহার প্রলোভন নিমিত্ত চলিলাম, [১৪] এবং তাঁহাকে বশীভূত করিতে ও তদ্দ্বারা আপনকার ভয় ভঞ্জন করিতেও সাধ্যপক্ষে ত্রুটি করিব না।

শল্য বলিলেন, সেই বরাঙ্গনাগণ পুরন্দরের অনুজ্ঞা প্রাপ্ত

হইয়া ত্রিশিরার নিকটে গমন করিল। তথায় প্রত্যহ উপনীতা হইয়া তাঁহাকে প্রলোভিত করিবার নিমিত্ত তাহারা মনোহর হাবভাবাদি নানাবিধ অঙ্গসৌষ্ঠব প্রদর্শন করাইতে লাগিল; পরন্তু মহাতপা ত্রিশিরা ইন্দ্রিয়চয়-সংযম-পূর্ব্বক সম্পূর্ণ সাগরের ন্যায় অক্ষুব্ধচিত্তে অবস্থিত ছিলেন, সুতরাং তাহাদিগের ঐরূপ প্রলোভন দর্শন করত কিছুমাত্র প্রহৃষ্ট বা বিচলিত হইলেন না। অপ্সরাগণ ত্বষ্টৃতনয়কে প্রলোভিত করিবার নিমিত্ত পরম যত্ন করিয়া সকলেই শতক্রতু সমীপে প্রত্যাগমন করিল [১৫-১৭] এবং কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে নিবেদন করিল, প্রভো! আমরা সেই সুদুর্দ্ধর্ষ বিশ্বরূপকে কোন প্রকারেই ধৈর্য্য-বিচ্যুত করিতে পারিলাম না, [১৮] অতএব হে মহাভাগ! অতঃপর যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন,

মহামতি শতক্রতু, অপ্সরাদিগকে যথাযোগ্য সম্মান-সহকারে বিদায় করিয়া, সেই মহাত্মা বিশ্বরূপের বধোপায়ই চিন্তা করিতে লাগিলেন। বীর্য্যশালী প্রতাপবান্ ধীমান্ দেবরাজ মৌনভাবে চিন্তা করত 'ত্রিশিরাকে বিনষ্ট করা কর্ত্তব্য' ইহা স্থিরনিশ্চয় করিলেন, এবং ভাবিলেন 'তাহার উপরে অদ্য বজ্র পাত করি, তাহা হইলে সে সত্বরই বিনষ্ট হইবে; দুর্ব্বল শত্রুও প্রবৃদ্ধ হইলে বলিষ্ঠ ব্যক্তির তাহাকে উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে! এই-রূপ শাস্ত্র-নিশ্চয় পর্য্যালোচন-পূর্ব্বক বিশ্বরূপের বিনাশ বিষয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া সুররাজ মহাক্রোধভরে তাঁহার মস্তকোপরি সাক্ষাৎ অগ্নি-সদৃশ অতি ভয়ঙ্কর ঘোররূপ বজ্র নিক্ষেপ করিলেন। [১৯-২৩] অনন্তর ত্রিশিরা, ইন্দ্র-নিক্ষিপ্ত বজ্র-দ্বারা দৃঢ়তর আহত হইয়া, বিচ্ছিন্ন শৈল-শিখরের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন। [২৪] বাসব, অশনি নিহত ত্রিশিরাকে যদিও ভূতল-

শায়ী ভূধরের ন্যায় দৃষ্টি করিলেন, তথাপি তাঁহার তেজঃপুঞ্জ-দ্বারা উদ্ভাসিত হওয়ায় কোন ক্রমেই আর স্বস্তি লাভ করিতে পারিলেন না; [২৫] কেননা সেই প্রদীপ্ততেজা বিশ্বরূপ নিহত হইয়াও যেন জীবিতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিলেন; তাঁহার অদ্ভুত মস্তকত্রয় পূর্ব্ববৎ করালদর্শন ও অপরিম্লানই রহিল। [২৬] মহারাজ! তাঁহার তাদৃশ বিচিত্র-রূপ সন্দর্শনে অতীব ভীত হইয়া পুরন্দর নানা প্রকার চিন্তা করত দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, এমন সময়ে একজন সূত্রধার পরশু স্কন্ধে করিয়া, যে স্থানে ত্রিশিরার দেহ নিপতিত ছিল, সেই অরণ্য মধ্যে সমুপস্থিত হইল। শঙ্কাকুল শচীপতি ঐ তক্ষাকে তথায় সমাগত সন্দর্শন করিয়া সত্বর-বচনে কহিলেন, অহে সূত্রধার! আমার একটি কথা রক্ষা কর; এই যে মহাকায় ব্যক্তি ভূতলে নিপতিত রহিয়াছে, তুমি অবিলম্বে ইহার উত্তমাঙ্গ সকল ছেদন কর। [২৭-২৯]

সূত্রধার কহিল, এই ব্যক্তির স্কন্ধদেশ অতিশয় দৃঢ় ও স্থূল, সুতরাং আমার পরশুদ্বারা উহা ছেদন করা দুঃসাধ্য; বিশেষত সাধুজন-বিগর্হিত এরূপ নিষ্ঠুর কর্ম্ম করিতেও আমার প্রবৃত্তি হয় না। [৩০]

ইন্দ্র কহিলেন, তোমার কিছু মাত্র ভয় নাই, তুমি অবিলম্বে আমার এই বাক্য প্রতিপালন কর; আমার প্রসাদে তোমার ঐ অস্ত্র বজ্রকল্প হইবে। [৩১]

তক্ষা কহিল, কে আপনি এই ঘোরতর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহা শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি; অতএব যথার্থ করিয়া অগ্রে তাহা আমারে বলুন। [৩২]

ইন্দ্র কহিলেন, আমি দেবরাজ ইন্দ্র। অহে তক্ষন্! আমার

পরিচয় প্রাপ্ত হইলে ত ? এখন আর বিচার না করিয়া অবিলম্বে আমার বাক্যানুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হও । ৩৩

সূত্রধার কহিল, হে ইন্দ্র ! আপনি এই ক্রূরকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া কি নিমিত্ত লজ্জিত হইতেছেন না ? আর এই ঋষিতনয়ের নিধন জনিত ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইতে কি নিমিত্তই বা ভীত হইতেছেন না ? ৩৪

শক্র কহিলেন, আমি অগ্রে ইহাকে বিনষ্ট করিয়া পাপশুদ্ধিনিমিত্তে পশ্চাৎ সুদুশ্চর ধর্ম্মানুষ্ঠান করিব। এই মহাবীর্য্য সম্পন্ন পুরুষ আমার পরম শত্রু ; একারণ আমি ইহাকে বজ্রাঘাত-দ্বারা নিহত করিয়াছি ; ৩৫ তথাপি এ পর্য্যন্ত আমার উদ্বেগের শান্তি হয় নাই ; সুতরাং কি প্রকারে আর ব্রহ্মহত্যার ভয় করি ? অহে সূত্রধার । তুমি সত্বর ইহার মস্তক সমস্ত ছিন্ন কর, আমি তোমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ করিব। ৩৬ মানবগণ যজ্ঞকালে যে পশু বধ করিবে, তাহার উত্তমাঙ্গ তোমাকেই ভাগ-স্বরূপে প্রদান করিবে। হে তক্ষন্ ! আমি তোমার প্রতি এই অনুগ্রহ করিলাম, এক্ষণে তুমি অবিলম্বে ঐ প্রিয়কর্ম্মটি সম্পন্ন কর । ৩৭

শল্য কহিলেন, সূত্রধার মহেন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণানন্তর কুঠার-দ্বারা ত্রিশিরার মস্তকত্রয় ছেদন করিল। ৩৮ তৎকালে সেই ছিন্নমস্তক সমস্ত হইতে কপিঞ্জল, তিত্তির ও কলবিঙ্ক বিহঙ্গ সকল পুঞ্জে পুঞ্জে বিনির্গত হইতে লাগিল। ৩৯ হে রাজন্ পাণ্ডব ! ত্বষ্টৃনন্দন যে মুখে বেদাধ্যয়ন ও সোমপান করিতেছিলেন, তাহা হইতে কপিঞ্জল, যে বদনে অখিল দিঙ্মণ্ডল পান করার ন্যায় সর্ব্বত্র করাল কটাক্ষপাত করিতেছিলেন, তাহা হইতে তিত্তির এবং ত্রিশিরা যে মুখে সুরাপান করিতেন,

তাহাঁ হইতে কলবিঙ্ক ও শ্যেন-সকল নিষ্ক্রান্ত হইতে লাগিল।[৪০-৪২] ত্রিশিরার মস্তক-সকল এইরূপে ছিন্ন হইলে, বিগতজ্বর ও হৃষ্টচিত্ত হইয়া সুরলোকে গমন করিলেন এবং তক্ষাও স্বকীয় নিকেতনে প্রতি গমন করিল।[৪৩]

সুররিপুনিহন্তা শতক্রতু ঐ শত্রুকে বিনষ্ট করিয়া আপনাকে কৃতকৃত্য জ্ঞান করিলেন। এদিকে প্রজাপতি ত্বষ্টা ইন্দ্র কর্ত্তৃক নিজ তনয়ের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে রোষে সংরক্ত-লোচন হইয়া এই কথা বলিলেন, দুরাত্মা ইন্দ্র যেহেতু তপস্যা-নিরত নিয়ত ক্ষমাশীল, দান্ত ও জিতেন্দ্রিয় মদীয় পুত্রকে নিরপরাধে নিহত করিয়াছে, সেই হেতু তাহার সংহারের নিমিত্ত আমি বৃত্র-নামক অন্য এক পুত্র উৎপন্ন করিতেছি; লোক-সকল অদ্য আমার বীর্য্য ও সুমহৎ তপোবল অবলোকন করুক[৪৪-৪৬] এবং ব্রহ্ম-হত্যাকারী পাপবুদ্ধি সেই পাপাত্মা দেবেন্দ্রও ইহার প্রত্যক্ষ ফল অবলোকন করুক। অনন্তর তপোনিষ্ঠ সুমহাযশা ত্বষ্টা ক্রোধ-ভরে আচমন-পূর্ব্বক অনলে আহুতি প্রদান করত ভয়ঙ্কর বৃত্রকে উৎপাদন করিলেন এবং বলিলেন, হে ইন্দ্রশত্রো! তুমি মদীয় তপস্যা প্রভাবে বর্দ্ধমান হও![৪৭-৪৮]

সেই সূর্য্যানল সন্নিভ বৃত্রাসুর দেবলোককে স্তব্ধীভূত করত বর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং প্রলয়কালীন প্রভাকরের ন্যায় সমুদিত হইয়া কহিল, আমাকে কি করিতে হইবে? অনন্তর ইন্দ্রকে সংহার কর," এইরূপ আদেশ হইলে বৃত্রাসুর স্বর্গধামে গমন করিল। হে কুরুসত্তম! তৎপরেই পরস্পর সংক্রুদ্ধ বৃত্র ও বাসবের মহাভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। অনন্তর মহাবীর বৃত্রাসুর রোষ-পরবশ হইয়া সুররাজ শতক্রতু শক্রকে গ্রহণ-পূর্ব্বক মুখব্যাদান করিয়া তন্মধ্যে নিক্ষিপ্ত করিল। শক্র বৃত্র-

গ্রাসে নিপতিত হইলে প্রধান প্রধান সুরগণ মহাসন্ত্রস্ত হইলেন, এবং আপনাদিগের বিচিত্রপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ বৃত্রনাশিনী জৃম্ভিকার সৃষ্টি করিলেন। তাহাতে বৃত্রাসুর জৃম্ভণ-পরায়ণ হইলে, বলনাশন ইন্দ্র স্বকীয় অঙ্গ-সকল লঙ্কুচিত করত তাহার সেই বিবৃত বদন-বিবর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। মহারাজ! ঐ জৃম্ভিকা তদবধি জীবের প্রাণবায়ু আশ্রয় করিয়া থাকিল। ৪৯ ৫৪ এদিকে দেবগণ পুরন্দরকে বৃত্রমুখ হইতে বিনিঃসৃত দর্শন করিয়া সকলেই হর্ষপ্রাপ্ত হইলেন। হে ভরতর্ষভ! অনন্তর ও বৃত্রবাসবের পুনর্ব্বার বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। মহাবল পরাক্রান্ত বৃত্রাসুর, ত্বষ্টার তেজোবলে যখন সংগ্রামে ক্রমশ সম্বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল, তখন বিচক্ষণ সুরপতি সমরব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইলেন। হে ভারত! দেবতারা ত্বষ্টৃতেজে সহজেই বিমোহিত হইয়াছিলেন, তাহাতে আবার পুরন্দরের নিবর্ত্তনে অতিমাত্র বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন এবং অনন্তর কর্ত্তব্য কি, তাহার চিন্তা করত সকলেই শতক্রতুর সহিত মিলিত হইয়া মুনিগণ-সন্নিধানে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তাঁহাদিগের পরামর্শানুসারে মন্দর-শিখরে উপবেশন-পূর্ব্বক তাঁহারা শঙ্কাপরীত চিত্তে বৃত্রাসুরের বিনাশ কামনা করত মনে মনে অবিনাশী বিষ্ণুকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৫৫-৫৯

ইন্দ্রবিজয়ে নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ইন্দ্র বলিলেন, হে দেবগণ! বৃত্রের প্রকাণ্ড কলেবরে এই

অখণ্ড জগন্মণ্ডলের সমগ্রভাগই পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। ইহার প্রতিঘাতে সমর্থ হইতে পারে, এমন কোন বস্তুই আর দৃষ্ট হয় না।[১] বরং পূর্ব্বে আমি উহাকে প্রতিহত করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে নিতান্তই অসমর্থ হইয়াছি। কি-প্রকারে তোমাদিগের কল্যাণ সাধন করিব, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না; কেননা আমার বিবেচনায় বৃত্রাসুর একবারেই দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছে।[২] এমন কি, সে এতাদৃশ মহাকায়, সংগ্রামে অপরিমিত বিক্রমশালী ও তেজস্বী হইয়াছে যে, সুরাসুরনর-নিকর-সম্বলিত অখিল ত্রিলোককে কবলিত করিলেও করিতে পারে।[৩] অতএব হে বৃন্দারক বৃন্দ! সম্প্রতি যেরূপ কার্য্য-নিশ্চয় অবধারিত করিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। চল আমরা সকলে মিলিত হইয়া বিষ্ণুভবনে গমন করি; সেই মহাত্মার সহিত মন্ত্রণা করিলে অবশ্যই ঐ দুরাত্মার বধোপায় অবগত হইতে পারিব।

শল্য কহিলেন, বৃত্রভয়-পীড়িত সুরগণ, সুরপতির এই বাক্যে ঋষিগণ-সমভিব্যাহারে গমন করত সকল-দেবাধিপতি সর্ব্ব-শরণ্য মহাবল বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইয়া, সকলেই নিবেদন করিলেন, হে ভগবন্! পূর্ব্বে আপনি সুরগণের হিতসাধনার্থে ত্রিবিক্রমপ্রভাবে ত্রিলোকে আক্রমণ করিয়াছ; হে বিষ্ণো! আপনি অমৃত আহরণ ও সমরে অসংখ্য দৈত্যদলের দলন করিয়াছ; এবং মহাদৈত্য বলিকে বন্ধন করত পুরন্দরকে ত্রৈলোক্য-রাজ্যের আধিপত্য প্রদান করিয়াছিলেন।[৭] আপনি অখিল বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা, দেবদেব, মহাদেব, সর্ব্বলোক-নমস্কৃত ও লোক সমুদায়ের প্রভু।[৮] হে অসুর সূদন! সম্প্রতি বৃত্রাসুর কর্ত্তৃক এই সমুদায় জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়াছে; অত-

এব হে অমরোত্তম! আপনি বাসবসহ ত্রিদশগণের গতিস্বরূপ হউন।[৯]

বিষ্ণু কহিলেন, হে দেবগণ! তোমাদিগের অনুত্তম হিতসাধন করা আমার অবশ্যই কর্ত্তব্য; অতএব যাহাতে সেই বৃত্রাসুর বিনষ্ট হইবে, তাহার উপায় বলিতেছি শ্রবণ কর।[১০] সে বিশ্বরূপ ধারণ-পূর্ব্বক যে স্থানে অবস্থিত রহিয়াছে, তোমরা গন্ধর্ব্ব ও ঋষিগণ সমভিব্যাহারে তথায় গমন করিয়া সামোপায় প্রয়োগকর; পশ্চাৎ অনায়াসেই তাহাকে জয় করিতে পারিবে।[১১]

হে অমরবৃন্দ! মদীয় প্রভাবে পুরন্দরের নিঃসন্দেহ জয়-লাভ হইবে। আমি অদৃশ্যরূপে উহাঁর আয়ুধোত্তম বজ্র মধ্যে প্রবেশ করিব।[১২] অতএব হে সুরোত্তমগণ! তোমরা ঋষি ও গন্ধর্ব্বগণের সহিত মিলিত হইয়া অবিলম্বে গমন-পূর্ব্বক শক্রের সহিত বৃত্রাসুরের সন্ধি সংস্থাপন কর।[১৩]

শল্য কহিলেন, বিষ্ণুর এইরূপ আদেশে ত্রিদশগণ ঋষি ও গন্ধর্ব্বগণের সহিত একত্র হইয়া শক্রকে অগ্রে করত গমন করিলেন।[১৪] শক্র-সহ মহাবল সম্পন্ন সেই সমুদায় সুরগণ বৃত্র সন্নিধানে উপনীত হইয়া দেখিলেন, সে সাক্ষাৎ চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জে প্রজ্বলিত হইয়া অখিল দিগ্মণ্ডল প্রতপ্ত করত যেন ত্রিলোক গ্রাস করিতেছে।[১৫-১৬] অনন্তর ঋষিগণ তাহার সন্নিহিত হইয়া প্রিয়-বচনে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, হে দুর্জ্জয়! তোমার তেজঃপুঞ্জে এই সমুদায় জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়াছে,[১৭] অথচ তুমি বহুতেজঃ সম্পন্ন পুরন্দরকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইতেছ না। যুদ্ধ করিতে করিতে তোমাদিগের বহুকাল অতীত হইয়াছে;[১৮] বিশেষত সুরাসুর নর প্রভৃতি সমুদয় প্রজা-

বর্গ নিষ্পীড়িত হইতেছে; অতএব হে বৃত্র! এক্ষণে শক্রের সহিত তোমার নিত্য সখিত্ব হউক;[১৯] ইহাতে তুমি অসীম সুখ ও চিরস্থায়ী ইন্দ্রলোক-সমস্ত প্রাপ্ত হইবে।

অনন্তর সেই সুমহাবল বৃত্রাসুর ঋষিগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া অবনত মস্তকে সকলকেই তখন প্রণাম করত কহিলেন, হে মহাভাগ মহর্ষিগণ ও গন্ধর্ব্ব-সকল! আপনারা যে বাক্য বলিলেন, তৎ সমস্তই শ্রবণ করিলাম; হে অনঘগণ! এক্ষণে আমারও কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে শ্রবণ করুন। হে দেবগণ! আপনারা আমাকে সুরপতি সহিত সন্ধি করিতে কহিতেছেন, কিন্তু কি প্রকারে তাহা সম্ভব হইতে পারে? সন্ধি করিতে হইলে অগ্রে পরস্পরের মিত্রতা অপেক্ষা করে; পরন্তু আমরা উভয়েই তেজীয়ান্; সমান তেজস্বী দুই জনের মধ্যে কি রূপে সখ্য হইবে?[২০-২২]

ঋষিগণ কহিলেন, অন্তত একবার-মাত্রও সৎসঙ্গ লাভের অভিলাষ করা কর্ত্তব্য; যেহেতু তাহাতে পরম মঙ্গল হইবে। সৎপুরুষের সহিত প্রণয় কখন নিষ্ফলে অতিক্রান্ত হইতে পারে না; অতএব সৎসঙ্গলাভের অভিলাষ করা লোক-মাত্রেরই উচিত।[২৩] সৎপুরুষ-দিগের প্রণয় নিত্য কাল-স্থায়ী ও বদ্ধমূল; বিশেষত, অর্থকৃচ্ছ্র উপস্থিত হইলে ধীর ব্যক্তি যথার্থ অর্থকর বিষয়েরই উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। ফলত সৎপুরুষ সহবাস মহামূল্য রত্নস্বরূপ; এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা সাধুগণের হিংসা করেন না।[২৪] এই ইন্দ্র সাধুদিগের সম্মত, মহাত্মগণের আশ্রয় স্থান, সত্যবাদী অনিন্দনীয় ও ধর্ম্মজ্ঞ বলিয়া সুবিনিশ্চিত হইয়াছেন, এই নিমিত্তই ইন্দ্রের সহিত তোমার স্থিরতর সন্ধি সংস্থাপন করা আমাদিগের প্রার্থ-

নীয় হইতেছে। অতএব হে বৃত্র। কোন ক্রমে অন্যথা বুদ্ধি না করিয়া আমাদিগের এই বাক্যেই বিশ্বাস স্থাপন কর। ২৫-২৬

শল্য কহিলেন, মহাদ্যুতি বৃত্রাসুর, মহর্ষিগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে কহিল, "হে মহাপ্রভাব-সম্পন্ন তপোনিষ্ঠ দেব মহর্ষিগণ! আপনারা সকলেই আমার মাননীয়; পরন্তু আমি যে কথা বলি, যদি অগ্রে তাহার বিধান করেন, তাহা হইলে আপনারা যাহা আজ্ঞা করিতেছেন তাহা নিঃসন্দেহ প্রতিপালন করিব। ২৭-২৮ হে বিপ্রেন্দ্রগণ! আমার প্রার্থনা এই যে, কি শুষ্ক কি আর্দ্র বস্তু, কি প্রস্তর কি কাষ্ঠ, কি অস্ত্র কি শস্ত্র, এ সকলের মধ্যে কোন দ্রব্য-দ্বারাই আমি, কি দিবসে কি রাত্রিকালে, সুরগণ-সহকৃত পুরন্দরের বধ্য না হই। আপনারা আমাকে এই বর প্রদান করিলে, শক্রের সহিত নিত্য সন্ধি করণে আমার অভিরুচি হয়।" ২৯-৩০ হে ভরতর্ষভ! বৃত্রের ঐরূপ প্রার্থনায় ঋষিগণ "তথাস্তু বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। এই প্রকারে সন্ধি সংস্থাপিত হইলে বৃত্রাসুর অসীমহর্ষসাগরে নিমগ্ন হইল, ৩১ এবং শক্রও হর্ষ-সমন্বিত হইয়া কি উপায়ে বৃত্রকে বিনষ্ট করিবেন, সেই চিন্তাতেই অভিনিবিষ্ট হইয়া, তাহার ছিদ্রান্বেষণ করত সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠাকুল থাকিলেন। একদা পিশাচাদি রুদ্রচরগণের ভ্রমণোপযোগী ভয়ঙ্কর-মুহূর্ত্ত-সমন্বিত সন্ধ্যা সময়ে সমুদ্র-তীরবর্ত্তী মহাসুর বৃত্র তাঁহার নেত্র-গোচর হইল অনন্তর ভগবান্ ইন্দ্র অসুরের প্রতি মহাত্মা ঋষি-গণের বরদান বিবরণ স্মরণ করিয়া তিনি এইরূপ চিন্তা করিলেন, "সম্প্রতি করাল সন্ধ্যাকাল উপস্থিত; ইহা দিবসও নহে রজনীও নহে; অতএব এই সময়েই আমার এই সর্ব্বাপহারী পরম

বৈরী বৃত্রকে বধ করা আবশ্যক হইতেছে; যদি এসময়ে এই মহাবল-সম্পন্ন মহাকায় মহাসুরকে কোন প্রকার প্রতারণা-দ্বারা নিহত করিতে না পারি, তবে আর কোন ক্রমেই আমার মঙ্গল হইবে না।" ৩২.৩৬

পুরন্দর, মনে মনে উক্ত প্রকার চিন্তা করিয়া, বিষ্ণুকে স্মরণ করিলেন এবং সাগর-মধ্যে পর্ব্বতোপম ফেনরাশি অবলোকন করিয়া ভাবিলেন, ৩৭ "এই বস্তু শুষ্কও নহে আর্দ্রও নহে, এবং ইহাকে কোন প্রকার শস্ত্রও বোধ হইতে পারে না; অতএব এই ফেণ-পুঞ্জই বৃত্রের উপরে নিক্ষিপ্ত করি, তাহা হইলে এ ক্ষণকাল-মধ্যেই বিনষ্ট হইবে।" ৩৮ অনন্তর ইন্দ্র সবজ্র সেই ফেণরাশি বৃত্রের অবিলম্বে গাত্রে নিক্ষেপণ করিলেন। তখন বিষ্ণু ঐ ফেণমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বৃত্রকে বিনষ্ট করাইলেন। ৩৯

বৃত্র নিহত হইলে পর দিক্-সকল তিমিরাবরণ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পুনরায় প্রকাশিত হইয়া উঠিল; শুভময় সমীরণ সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করিতে লাগিল এবং প্রজা মাত্রেই হর্ষ-তরঙ্গে আন্দোলিত হইতে থাকিল। ৪০ অনন্তর দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, উরগ ও ঋষিগণ নানাবিধ প্রশংসা-বচনে ইন্দ্রকে স্তব করিতে লাগিলেন। ৪১ ধর্ম্মজ্ঞ বাসব বৈরীবিনাশে হৃষ্টচিত্ত ও সর্ব্বভূতের নমস্কৃত হইয়া সকলকেই সান্ত্বনা করত সুরগণ-সমভিব্যাহারে ত্রিলোকীশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুকে সম্যক্রূপে পূজা করিলেন।

সুরলোক-ভয়ঙ্কর মহাবীর্য্য বৃত্রাসুর নিহত হইলে, দেবরাজ ইন্দ্র, সন্ধি-ভঞ্জন-নিবন্ধন মিথ্যাচরণ ও পূর্ব্ব-কৃত ত্রিশিরার বধ জনিত ব্রহ্মহত্যা, উভয়-দ্বারাই অভিভূত হওয়ায় অতিমাত্র দুর্ম্মনায়মান হইলেন। ৪২.৪৪ স্বকীয় পাপভরে অভিভূত, সুতরাং সংজ্ঞা-শূন্য ও হত চেতন হইয়া তিনি লোকবসতির শেষ-সীমা

আশ্রয় করত সলিল-মধ্যে, বিচেষ্টমান ভুজঙ্গের ন্যায়, প্রচ্ছন্ন-ভাবে অধিষ্ঠান করিতে লাগিলেন ব্রহ্মহত্যা ভয়াভিভূত দেবেন্দ্র ইন্দ্র নিরুদ্দেশ হইলে, সমস্ত ভূমিমণ্ডল শুষ্ক কানন ও বৃক্ষবিহীন হইয়া বিধ্বস্তপ্রায় হইল; নদী-সকলের প্রবল প্রবাহ অবরুদ্ধ ও সরোবর সকল সলিল শূন্য হইতে লাগিল;[৪৫-৪৭] যাবতীয় প্রাণিগণ অনাবৃষ্টি-নিমিত্তক অতিশয় ক্ষোভপ্রাপ্ত হইল; অন্যের কথা দূরে থাকুক, দেবতা ও মহর্ষিগণেরাও অতিমাত্র ত্রাসযুক্ত হইলেন।[৪৮] ফলত রাজ-বিবর্জ্জিত হওয়ায় সমুদায় জগৎই নানা-বিধ উপদ্রবে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। অনন্তর দেবলোকে দেব-রাজ-বিরহিত দেব ও দেবর্ষিগণ, "এক্ষণে কে আমাদিগের রাজা হইবেন" এইরূপ চিন্তায় সকলেই ভীত হইয়া উঠিলেন, অথচ দেবগণের মধ্যে কেহই রাজত্ব গ্রহণে মন করিলেন না।[৪৯-৫০]

বৃত্রাসুর-বধে দশম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০ ॥

একাদশ অধ্যায় প্রারম্ভ।

শল্য কহিলেন, অনন্তর ঋষি ও ত্রিদশেশ্বর দেবগণ পরস্পর একবাক্য হইয়া বলিলেন, "এই শ্রীমান্ নহুষরাজ তেজস্বী, যশস্বী এবং চিরকাল ধার্ম্মিক; অতএব ইহাঁকেই দেবরাজ্যে অভিষিক্ত কর"। এইরূপ স্থির করিয়া সকলেই নহুষের নিকট গমন-পূর্ব্বক কহিলেন, "হে পার্থিব! তুমি আমাদিগের রাজা হও"।[১-২] হে রাজন্! তখন সেই নহুষরাজ আপন হিত অভি-লাষ করত দেব, ঋষি ও পিতৃগণ, সকলকেই কহিলেন,।[৩] হে মহাত্মাগণ! আমি দুর্ব্বল, আপনাদিগের পরিপালন করি, এমন সাধ্য আমার কি আছে? রাজা হওয়া বলিষ্ঠের কার্য্য; পুরন্দর

নিত্য বলশালী ছিলেন, সুতরাং ত্রৈলোক্যের আধিপত্য তাঁহারই শোভাকর ছিল। [৪]

অনন্তর দেব ও ঋষিবৃন্দ পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, হে রাজেন্দ্র। তুমি আমাদিগের তপোবলযুক্ত হইয়া স্বর্গরাজ্য প্রতিপালন কর। অধীশ্বর-বিরহে আমরা যে সকলেই পরস্পর সাতিশয় ভীত হইয়াছি, ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই; অতএব সম্প্রতি তুমিই এই অমর নগরে অভিষিক্ত হইয়া রাজা হও দেব, দানব, যক্ষ, রাক্ষস, ঋষি, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব ও ভূত-প্রভৃতি যে কোন প্রাণী তোমার নয়ন গোচর হইবে,। [৭] তুমি দর্শন মাত্রেই সকলের তেজ আকর্ষণ করত বলবান্ হইতে পারিবে। অতএব সর্ব্বদা ধর্ম্মকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া, সর্ব্বলোকের অধীশ্বর হও। [৮] এবং অমর ভবনে অবস্থান-পূর্ব্বক দেব ও ব্রহ্মর্ষিগণের পরিপালন কর।

হে রাজেন্দ্র! তাঁহাদিগের এইরূপ প্রার্থনায় নহুষ স্বর্গরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া তখন ধর্ম্মকে পুরঃসর করত সর্ব্বলোকের অধিপতি হইলেন! তিনি স্বভাবত ধর্ম্মাত্মা ছিলেন, কিন্তু সুদুর্লভ বর ও সুরলোকের রাজত্ব লাভ করিয়া পরিশেষে কামাত্মা, অর্থাৎ বিষয়ভোগে আসক্ত হইয়া উঠিলেন। সেই দেবরাজ নহুষ কখন দেবগণের সমুদায় উদ্যানে সমস্ত উপবনে, আনন্দবর্দ্ধন কখন কৈলাসে; কখন হিমালয় পৃষ্ঠে, কখন মন্দরে, কখন শ্বেতপর্ব্বতে, কখন সহ্যগিরিবরে কখন মহেন্দ্রপর্ব্বতে, কখন মলয়াচলে, কখন সমুদ্র ও সরিৎ প্রভৃতি যাবতীয় রমণীয় প্রদেশে অপ্সরাগণ ও দেবকন্যা নিকরে পরিবৃত হইয়া শ্রবণ মনোহর বহুতর দিব্য সমালাপ, সর্ব্বপ্রকার দিব্য বাদিত্র ও মধুর-স্বরসংযুক্ত সঙ্গীত শ্রবণ করতনানাপ্রকার ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। [৯-১৪] বিশ্বাবসু, নারদ, গন্ধর্ব্ববর্গ, অপ্সরাগণ ও মূর্ত্তিমন্ত ঋতু-সকল সেই রাজেন্দ্রকে

সর্ব্বদা উপাসনা করিতে থাকিলেন। [১৫] সুখস্পর্শ সুরুচির সুগন্ধ গন্ধবহ মন্দ মন্দ সঞ্চারে বহন করিতে লাগিল।

দুরাত্মা নহুষ ইন্দ্রত্ব-লাভে এইরূপ ক্রীড়া-কৌতুকে কাল হরণ করেন, একদা পুরন্দরের প্রেয়সী মহিষী শচীদেবী তাঁহার নয়ন-পথবর্ত্তিনী হইলেন। তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিবামাত্র সেই দুষ্টাত্মা সভাসদ্‌বর্গকে কহিলেন, "আমি ইন্দ্র; অমরগণের ও সকল লোকের অধীশ্বর হইয়াছি, তবে ইন্দ্রের মহিষী সচীদেবী অধুনা কি নিমিত্ত আমাকে ভজনা না করেন? [১৬-১৮] শচী অবিলম্বেই অদ্য মদীয় ভবনে আগমন করুন"। নহুষের এই বাক্য শ্রবণে শচী দেবী অতীব দুর্ম্মনায়মানা হইয়া বৃহস্পতিরে কহিলেন,। [১৯] ব্রহ্মন্! আমি আপনার শরণাগতা হইলাম, আপনি নহুষ হইতে আমারে রক্ষা করুন। হে ব্রহ্মন্! আপনি আমাকে সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্না, সুররাজের প্রিয়তমা ও অত্যন্ত সুখভাগিনী বলিয়া থাকেন, এবং পুর্ব্বেও আমাকে অবৈধব্যযুক্তা একপত্নী পতিব্রতা বলিয়াছিলেন; অতএব সেই বাক্যটি অদ্য সত্য করুন! হে প্রভাবসম্পন্ন ভগবন্ দ্বিজসত্তম! আপনি পূর্ব্বে আর কখনই মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করেন নাই, অতএব আমার প্রতি যেরূপ উক্তি করিয়াছেন ইহা অবশ্যই সত্য হইবেক।

অনন্তর বৃহস্পতি ভয়মোহিতা পুরন্দর পত্নীকে কহিলেন, হে দেবি! আমি তোমাকে যে কথা বলিয়াছি, তাহা অবশ্যই সত্য হইবে; তুমি সুররাজ শক্রকে সত্বরই এস্থানে সমাগত সন্দর্শনকরিবে; [২০-২৪] আমি তোমাকে সত্য করিয়া বলিতেছি নহুষ হইতে তোমার কিছুমাত্র ভয় সম্ভাবনা নাই; যাহাতে সুরপতির সহিত তোমার সত্বর সমাগম হয়, আমি অবশ্যই তাহার সন্বিধান করিব। [২৫]

অনন্তর সেই নহুষরাজ যখন শ্রবণ করিলেন, ইন্দ্রাণী অঙ্গিরা-নন্দন বৃহস্পতির শরণাপন্না হইয়াছেন; তখন তাঁহার অতিশয় ক্রোধোদয় হইল। [২৬]

শচীবৃহস্পতি-সংবাদে একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ অধ্যায় প্রারম্ভ।

শল্য কহিলেন, দেবতা ও প্রধান প্রধান ঋষিগণ দেবরাজ নহুষকে ক্রোধাবিষ্ট ও ঘোরমূর্ত্তি দর্শনকরিয়া কহিলেন,। [১] হে দেবরাজ! আপনি ক্রোধ পরিত্যাগ করুন, হে বিভো! আপনার রোষাবেশ সন্দর্শনে কি অসুর, কি গন্ধর্ব্ব, কি কিন্নর, কি পন্নগ, জগৎস্থ সমস্ত লোকেই সন্ত্রস্ত হইয়াছে; [২] অতএব হে সাধো। এই অনর্থকর রোষাবেগ পরিহার করুন! দেখুন, ভবদ্বিধ সজ্জনগণ কদাপি ঈদৃশ রোষপরবশ হন না। হে সুরেশ্বর! সেই দেবীপরপত্নী অতএব আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া আপনি পরদার-হরণ রূপ পাপ হইতে চিত্ত নিবর্ত্তন করুন! আপনার মঙ্গল হউক, আপনি দেবগণের অধীশ্বর; ধর্ম্মানুসারে প্রজা পালন করুন। [৩-৪]

কামবিমোহিত সুরাধিপ নহুষরাজ ঋষিগণ পুরস্কৃত অমরগণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়াও তাহা গ্রহণ করিলেন না, প্রত্যুত পুরন্দরের প্রতি দোষোল্লেখ করত তাঁহাদিগকে এই কথা বলিলেন,। [৫] পূর্ব্বে পুরন্দর যখন যশস্বিনী ঋষপত্নী অহল্যার পতি জীবিত থাকিতেও তাঁহার সতীত্ব হরণ করিয়াছিলেন, তোমরা তৎকালে কি নিমিত্ত নিবারণ কর নাই? [৬] এতদ্ভিন্ন তিনি যে ধর্ম্মবিরুদ্ধ ব্যবহার ও কাপট্য প্রয়োগপূর্ব্বক আরও

কতপ্রকার নৃশংস কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহাতে তোমরা কি নিমিত্ত তাঁহারে নিবারণ কর নাই? [৭] হে দেবগণ! এক্ষণে শচী দেবী মৎ সমীপে সমুপস্থিত হইয়া মদীয় মনোভিলাষ পরিপূর্ণ করুন, যেহেতু ইহাই তাঁহার পক্ষে পরম হিতকর; বিশেষত এরূপ হইলে তোমাদিগেরও চিরমঙ্গল হইবে। [৮]

দেবগণ কহিলেন, হে ত্রিলোকপতি সুরেশ্বর! আমরা আপনার অভিলাষানুসারে অবিলম্বেই ইন্দ্রাণীরে আনয়ন করিব, আপনি প্রীত হইয়া এই ক্রোধ পরিত্যাগ করুন। [৯]

শল্য কহিলেন, হে ভারত! সুরগণ তাঁহাকে তখন এই কথা কহিয়া বৃহস্পতি ও ইন্দ্রাণীকে ঐ অশুভ সংবাদ বিজ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত ঋষিগণ-সমভিব্যাহারে গমন করিলেন। [১০] অনন্তর বৃহস্পতি সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহারে কহিতে লাগিলেন, হে দেবর্ষিসত্তম বিপ্রেন্দ্র! ইন্দ্রাণী যে শরণাগতা হইয়া আপনার আলয়ে অবস্থিতি করিতেছেন, এবং আপনিও যে তাঁহাকে অভয়প্রদান করিয়াছেন, সে সকলই আমরা জ্ঞাতহইয়াছি; [১১] অতএব হে মহাদ্যুতে! সংপ্রতি আমরা এই দেব, গন্ধর্ব্ব ও ঋষিগণ, সকলেই মিলিত হইয়া আপনাকে অনুনয় করিতেছি, আপনি প্রসন্ন হইয়া নহুষকে ইন্দ্রাণী প্রদান করুন। [১২] দেখুন মহাদ্যুতি দেবরাজ নহুষ, ইন্দ্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট; অতএব এই বরারোহা বরবর্ণিনী তাঁহারে পতিত্বে বরণ করুন। [১৩] সুরগণের এই বাক্যে সেই শচীদেবী অতিমাত্র কাতরা হইয়া বাষ্পাকুল-লোচনে গদ্গদ-স্বরে রোদন করিতে করিতে বৃহস্পতিকে বলিলেন, [১৪] হে দেবর্ষি-সত্তম! আমি নহুষকে পতিত্বে বরণ করিতে অভিলাষ করি না; হে ব্রহ্মন্! এক্ষণে আপনার

শরণাপন্নহইয়াছি, সংপ্রতি এই মহৎ ভয় হইতে আমাকে পরিত্রাণ করুন। [১৫]

বৃহস্পতি বলিলেন, ইন্দ্রাণি! আমার এইরূপ নিশ্চয় আছে যে, শরণাগত ব্যক্তিকে আমি পরিত্যাগ করি না; অতএব হে অনিন্দিতে! ধর্ম্মজ্ঞা ও সত্যশীলা তোমাকে কোন ক্রমে পরিত্যাগ করিব না। [১৬] আমি ব্রাহ্মণ, বিশেষত শ্রুতধর্ম্মা ও সত্যনিষ্ঠ হইয়া এবং ধর্ম্মের অনুশাসন অবগতহইয়া কি রূপে অকার্য্য করণে প্রবৃত্ত হইব? [১৭] অহে সুরোত্তমগণ! তোমরা প্রস্থান কর, আমি কদাচ এ কর্ম্ম করিতে পারিব না। পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা শরণাগত পরিত্যাগ বিষয়ে যেরূপ অভিপ্রায় কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহাশ্রবণ কর। [১৮] "যে ব্যক্তি ভয়াকুল শরণাগত ব্যক্তিকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করে, তাহার ক্ষেত্রমধ্যে অঙ্কুরকালে বীজ-সকল অঙ্কুরিত হয় না এবং বর্ষা সময়েও বারিবর্ষণ হয় না; সে বিপদ হইতে পরিত্রাণ ইচ্ছা করিলে কেহই তাহার রক্ষক হয় না; [১৯] তাহার যে কোন অর্থ লব্ধ হয়, তাহা ব্যর্থ হইয়া যায়; স্বর্গলোকে উপনীত হইলেও তাহাকে বিচেতন ও নষ্টচেষ্ট হইয়া তথা হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়; দেবগণ তদ্দত্ত হব্য গ্রহণ করেন না; তাহার প্রজা সকল অকালে কালকবলে নিক্ষিপ্ত হইতে থাকে এবং পিতৃলোকেরাও সর্ব্বদা বিবাসিত হইতে থাকেন। যে দুরাচার পামর, শঙ্কাপরীত প্রপন্ন ব্যক্তিকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করে, দেবগণ ইন্দ্রের সহিত সমবেত হইয়া তাহার উপর বজ্রনিক্ষেপ করেন"। [২০-২১] হে সুরগণ! ব্রহ্মার এইরূপ বাক্য আমার যথাবৎ বিদিত আছে; সুতরাং আমি ইন্দ্রের প্রিয়মহিষী এই লোক-বিখ্যাতা শচী দেবীকে কোন ক্রমেই বিসর্জ্জন করিব না; [২২] অতএব হে সুরেশ্বরগণ! যাহাতে

ইহাঁরহিতসাধন হইতে পারে এবং আমারও হিত হয়, আপনারা তদনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠানে যত্নবান্ হউন আমি শচীকে কদাচ সমর্পণ করিব না।[২৩]

শল্য কহিলেন, অঙ্গিরস-প্রবর অমর-গুরুর এইরূপ দৃঢ়সংকল্প শ্রবণানন্তর সুরগণ পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, বৃহস্পতে। সম্প্রতি কিরূপে সুনীতি-পূর্ব্বক কার্য্য করা হইতে পারে, আপনিই তাহার মন্ত্রণা করুন।[২৪]

বৃহস্পতি কহিলেন, এই এক পরামর্শ আছে; কল্যাণী ইন্দ্রভামিনী নহুষ সন্নিধানে কিয়ৎকালের নিমিত্ত অবসর প্রার্থনা করুন, তাহা হইলেই আমাদিগের নিশ্চয়ই মঙ্গল হইবে।[২৫] হে সুরগণ! কালে বহুপ্রকার বিঘ্ন আছে; অতএব নহুষ বরদান-সম্পর্কে যদিও বলবান্ ও গর্ব্বিত হইয়া উঠিয়াছে, তথাপি কালই তাহাকে কালপ্রাপ্ত করাইবে।[২৬]

শল্য কহিলেন, বৃহস্পতি এইরূপ সম্ভাষণ করিলে পর সুরগণ তখন প্রীত হইয়া বলিলেন, "ব্রহ্মন্! আপনি সকল ত্রিদিব বাসিগণের হিতকর যথার্থ সৎপরামর্শই বলিলেন;[২৭] হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে আগমনকরুন, সকলে মিলিত হইয়া শচীকে প্রসাদিতা করি"। অনন্তর সমস্ত দেবগণ বৃহস্পতিকে পুরোবর্ত্তী করত সর্ব্বলোকের কল্যাণ কামনায় অব্যগ্রভাবে ইন্দ্রাণীকে কহিলেন, হে দেবী। আপনি এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় জগৎ ধারণ করিতেছেন, আপনি একপত্নী ও সত্যশালা, অতএব নিঃসংশয়ে নহুষ সমীপে গমন করুন। সেই পাপকর্ম্মা নহুষ যখন আপনারে কামনা করিয়াছে; তখন সে অবিলম্বেই বিনষ্টহইবে; এবং শক্রও সত্বরে সুররাজ্য প্রাপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই।[২৮-৩০]

তখন ইন্দ্রাণী দেবগণের বাক্যে স্বকার্য্য সাধনের কৃতনিশ্চয়

হইয়া লজ্জাবনম্রমুখে ভীষণ-দর্শন নহুষ সন্নিধানে গমন করিলেন, এবং সেই দুষ্টাত্মাও তাঁহাকে যুবতী ও অতুল্যরূপলাবণ্যবতী অবলোকন করিয়া পরম হৃষ্টচিত্ত ও কামমোহিত হইয়া পড়িল। ৬।০৭২

নহুষ-সমীপে ইন্দ্রাণীর গমনে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায় প্রারম্ভ

শল্য কহিলেন, অনন্তর দেবরাজ নহুষ শচীকে দর্শন করিয়া বলিলেন, "হে শুচিস্মিতে! সম্প্রতি আমিই এই ত্রৈলোক্যের অধিপতি ইন্দ্র হইয়াছি ; অতএব হে বরারোহে! হে বরবর্ণিনি! তুমি আমাকে পতি জ্ঞানে ভজনা কর"। পতিব্রতা ইন্দ্রাণী নহুষের এই দুষ্ট বাক্য শ্রবণে ভয়ব্যাকুলা হইয়া প্রবল পবন কম্পিতা কদলীর ন্যায় কম্পিত-কলেবরা হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া ভীষণ দর্শন দেবরাজনহুষকে কহিলেন, হে সুরেশ্বর! আমি আপনার নিকটে কিয়ৎকালের নিমিত্ত অবসর লাভের প্রার্থনা করি ; ৬.৪ হে প্রভো! বাসব কি দশা প্রাপ্ত হইলেন, কোথায় বা গমন করিলেন, তাহা এপর্য্যন্ত বিদিত হয় নাই ; অতএব অগ্রে তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক হইতেছে, পশ্চাৎ যদি একান্তই তাঁহার অনুসন্ধান না প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, অবশ্যই আপনাকে ভজিব।

ইন্দ্রাণীর এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে নহুষ অতিশয় প্রীতিযুক্ত হইয়া কহিলেন, হে সুশ্রোণি! তুমি আমাকে যেরূপ বলিতেছ, তাহাই

হউক; পরন্তু ইন্দ্রের অনুসন্ধান করিয়াই আমার নিকটে আগমন করিবে, এই যে সত্য করিলে, ইহা যেন তোমার স্মরণ থাকে। [৫৭]

সেই শুভাঙ্গী যশস্বিনী ইন্দ্রাণী এতদ্রূপে নহুষ সমীপে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বৃহস্পতি-ভবনে গমন করিলেন। [৮] হেরাজসত্তম! তখন গুরুপ্রমুখ অমরগণ তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণে ইন্দ্রের নিমিত্ত একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন। [৯] হে রাজেন্দ্র! পরিশেষে তাঁহারা উৎকলিকাকুল মানসে মহাপ্রভাবান্বিত দেব দেব বিষ্ণু-সন্নিধানে গমন করিয়া সুন্দর বচনাবলি বিন্যাস করত কহিলেন,। [১০] "হে দেবেশ! সুরগণেশ্বর পুরন্দর ব্রহ্মহত্যায় অভিভূত হইয়া অজ্ঞাত বাস করিতেছেন; সুতরাং সম্প্রতি আপনার অনুগ্রহ ভিন্ন আমাদিগের অন্যগতি নাই, যেহেতু আপনি জগতের প্রভু স্বরূপে সর্ব্বাগ্রে জন্মপরিগ্রহ করিয়া সর্ব্বভূতের রক্ষানিমিত্ত বিষ্ণুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। হে সুরগণাগ্রগণ্য! আপনার বীর্য্যপ্রভাবে বৃত্রাসুর বিনষ্ট হইলে বাসব ব্রহ্মহত্যায় সংবৃত হইয়া রহিয়াছেন, অতএব কি রূপে তাঁহার মুক্তি হইবে; ইহার উপায় বিধান করুন।

সুরগণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষ্ণু কহিলেন,। [১১-১৩] বজ্রধারী পুরন্দর যজ্ঞের অনুষ্ঠান-দ্বারা আমাকে অর্চ্চনা করুন, তাহা হইলেই আমি তাঁহাকে পাপহইতে বিমুক্ত করিয়া দিব। পুণ্যসাধন অশ্বমেধ-দ্বারা আমার আরাধনা করিয়া পুরন্দর পুনর্ব্বার ইন্দ্রত্ব লাভ করত অকুতোভয় হইবেন এবং দুর্ম্মতি নহুষও স্বকীয় দুষ্কর্ম্ম-দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। [১৩-১৫] অতএব হে অমরগণ! তোমরা সতত অবহিত থাকিয়া তাহার সেই

দৌরাত্ম্য সহ্য করত আর কিঞ্চিৎ কাল প্রতীক্ষা করিয়া থাক।

বিষ্ণুর এই অমৃতোপম, শুভ ও সত্য বাক্য শ্রবণে পুলকিত হইয়া অমরগণ গুরু ও অন্যান্য দেবর্ষিগণ সমভিব্যাহারে, যেস্থানে সুরপতি ভয়োদ্বিগ্ন চিত্তে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই স্থানে উপনীত হইলেন। [১৬-১৭] হে নৃপ! তথায় মহাত্মা মহেন্দ্রের বিশুদ্ধি-নিমিত্তে ব্রহ্মহত্যা-বিমোচক সুমহান্ অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদিত হইল। [১৮] হে যুধিষ্ঠির! সুরেশ্বর বাসব ব্রহ্মহত্যাকে আত্ম-দেহ হইতে বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক বৃক্ষ, নদী, অচল, অচলা, অবলা ও অন্যান্য ভূতবর্গ-মধ্যে বিভক্ত করিয়া বিসর্জ্জন করত পাপ-নির্ম্মুক্ত ও সুস্থচিত্ত হইলেন। এইরূপে আত্মবান্ হইয়া পুরন্দর শচীপতি পুনর্ব্বার স্বাধীনতা লাভ করিলেন বটে, কিন্তু নহুষকে স্বস্থান হইতে অবিচলিত, বরদান প্রভাবে সুদুঃসহ ও সর্ব্বভূতের তেজোনিহন্তা নিরীক্ষণ করিয়া পুনরায় অনুদ্দিষ্ট হইলেন, এবং কালান্তর প্রতীক্ষা করত সর্ব্বভূতের অদৃশ্য হইয়া ইতস্তত বিচরণ করিতে লাগিলেন। [১৯-২২]

পুরন্দর পুনর্ব্বার অন্তর্হিত হইলে শচীদেবী সুদুঃখিতা ও সাতিশয় শোক-সমন্বিতা হইয়া 'হা শক্র!' হা প্রান বল্লভ! তুমি কোথায় প্রস্থান করিলে এইরূপ আর্ত্তনাদ-সহকারে বিলাপ করিতে লাগিলেন, [২৩] "যদি আমি কখন দান করিয়া থাকি, যদি কখন হুতাশনে আহুতি প্রদান করিয়া থাকি, শুশ্রূষা-দ্বারা যদি গুরুজনগণকে পরিতুষ্ট করিয়া থাকি, যদি সত্য আমাতে নিয়ত বিদ্যমান থাকে, তবে যেন আমি কস্মিন্ কালেও ব্যভিচারিণী না হই; আমার একভর্ত্তৃত্ব যেন চিরকালই অক্ষুণ্ণ থাকে। [২৪] অদ্য উত্তরায়ণ প্রবৃত্ত হইয়াছে; অতএব

আমি দেব-সম্বন্ধিনী এই পবিত্রা রজনীদেবীকে নমস্কার করি; ইঁহার আরাধনায় আমার মনোরথ সিদ্ধ হউক।"[২৫] এইরূপ বিলাপ ও কার্য্যনিশ্চয় অবধারণ করিয়া, পুরন্দর পত্নী সংযম বতী হইয়া নিশাদেবীর উপাসনা করিলেন, এবং তিনি পতি পরায়ণতা ও সত্যনিষ্ঠাপ্রযুক্ত উপশ্রুতি অর্থাৎ সন্দেহ-নির্ণায়িকা দেবী দৈববাণীকে আহ্বান করত কহিলেন, হে দেবি! যে স্থানে দেবরাজ অবস্থিতি করিতেছেন, আমাকে সেই প্রদেশটি প্রদর্শন করুন;—'সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিরা দেবতাদিগের স্তব করিলে, দেবতারা অবশ্যই বর প্রদান করেন' এই সত্য বাক্যটি সত্য করুন![২৬.২৭]

শচীর উপশ্রুতি প্রার্থনায় ত্রয়োদশ অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায় প্রারম্ভ।

শল্য কহিলেন, অনন্তর উপশ্রুতি সেই পতিব্রতা ইন্দ্রাণী সন্নিধানে আবির্ভূতা হইলেন। তখন ইন্দ্রাণী, সেই অনুপম রূপলাবণ্য বতী যুবতী উপ তি-দেবীকে সন্দর্শন করিয়া অতিমাত্র হৃষ্টচিত্তে সম্যক্‌রূপে অর্চ্চনা করত কহিলেন, হে বরাননে আপনাকে আমি জানিতে অভিলাষ করি; আপনি কে, বলুন।[১-২] উপশ্রুতি কহিলেন, হে দেবি! আমার নাম উপশ্রুতি; ত্বদীয় সত্যপ্রভাবে আমি কেবল তোমার নিকট আগমনকরিয়াছি এমন নহে, তোমার দর্শনপথেও আবির্ভূতা হইয়াছি। হে ভামিনি! তুমি পতিব্রতা ও সংযম-নিয়মে নিত্য নিরতা, অতএব বৃত্র-নিসূদন বাসবদেবকে আমি অবশ্যই তোমার নেত্র-

গোচর করাইব। ৪ হে দেবি! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি অবিলম্বে আমার অনুগামিনী হইয়া আগমন কর, সত্বর সুরেশ্বরের সন্দর্শন পাইবে।

অনন্তর সেই দেবী উপশ্রুতি প্রস্থিতা হইলে সেই ইন্দ্রাণীও তাঁহার অনুগামিনী হইয়া গমনকরিতেলাগিলেন। ৫ হে ভারত! তিনি দেবারণ্য ও বহুল শৈল-সকল অতিক্রম করিয়া পরিশেষে হিমাচল উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক তাহার উত্তর পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন পরে বহুযোজন-বিস্তৃত অর্ণব সন্নিধানে উপনীত হইয়া নানাবিধ মহীরুহ ও লতাপুঞ্জে আবৃত মহাদ্বীপে আগমন করিলেন। ৬-৭ হে ভারত! সেই মহাদ্বীপে, দীর্ঘ ও প্রস্থ উভয়দিকেই শতযোজন বিস্তীর্ণ একটি পরম সুন্দর মনোহর সরোবর সন্দর্শন করিলেন; তাহাতে বহুতর জলচর বিহঙ্গগণ ইতস্তত সঞ্চরণ করিতেছে এবং অলিকুলকুজিত পঞ্চবর্ণ বিচিত্রিত সহস্র সহস্র দিব্য কমল সকল বিকসিত হইয়া রহিয়াছে। ৮-৯ সেই সরোবরের মধ্য ভাগে সমুন্নত নাল ও শ্বেতবর্ণ মহাপদ্মে আবৃতা যে একটি মহতী শোভনীয়া পদ্মিনী ছিল, শচী উপশ্রুতির সহিত সেই পদ্মের মৃনাল দণ্ডভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক বিষতন্তুর অন্তর্গত অমররাজ ইন্দ্রকে অবলোকন করিলেন। ১০-১১ সুক্ষরূপে অবস্থিত সেই প্রভু সুরপতিকে সন্দর্শন করিয়া শচী ও উপশ্রুতি উভয়েই সুক্ষ্ম-রূপধারণ করিলেন এবং ইন্দ্রাণী ইন্দ্রের পূর্ব্বানুষ্ঠিত সুপ্রসিদ্ধ মহৎ কর্ম্ম-সকলের উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। শচী-কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া পুরন্দর তাঁহারে কহিলেন, ১২-১৩ তুমি কি নিমিত্তে আমার সমীপবর্ত্তিনী হইলে এবং আমি যে এস্থানে অবস্থান করিতেছি, ইহাই বা কিরূপে অবগত হইলে?

অনন্তর শচী, নহুষের অনুষ্ঠিত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করত কহিলেন, হে শতক্রতো! অহঙ্কার পরতন্ত্র মহাবল পরাক্রান্ত সেই ক্রূর তম দুষ্টাত্মা নহুষ ত্রিলোকের ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়া আমারে কহিয়াছে, তুমি আমারে পতিত্বে বরণ কর; আমি তাহার সহিত এক সময় নিরূপন করিয়াছি; হে প্রভো! এক্ষণে আপনি আমারে রক্ষা না করিলে সে নিশ্চয়ই আমাকে বশবর্ত্তিনী করিবে। [১৪-১৬] হে মহাবাহো শক্র! আমি এই নিমিত্ত আপনার নিকট আগমন করিয়াছি, এক্ষণে আপনি সেই পাপ-সংকল্প ঘোর-দর্শন নহুষের বিনাশ-সাধন করুন। হে বিভো! অধুনা এরূপ সম্বৃত থাকিবার সময় নহে; পূর্ব্বে যে প্রকার সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিয়া দৈত্যদানবদলের দলন করিয়াছিলেন, সেই ভয়ঙ্কর আত্ম-স্বরূপকে প্রকাশিত করুন এবং স্বকীয় তেজঃপুঞ্জ প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় সুর-রাজ্য শাসন করুন। [১৭-১৮]॥

ইন্দ্রাণীর ইন্দ্রস্তবে চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায় প্রারম্ভ।

শল্য কহিলেন, শচীর উক্তরূপ অনুনয় বাক্য শ্রবণে ভগবান্ পুরন্দর পুনর্ব্বার তাঁহাকে বলিলেন, হে ভাবিনি! অধুনা বিক্রম প্রকাশের সময় নহে। ঋষিগণের হব্য কব্য প্রভাবে পরিবর্দ্ধিত হওয়ায় নহুষ আমা অপেক্ষা সমধিক বলশালী হইয়াছে; হে দেবি! আমি এ বিষয়ে একটি সুনীতি বিধান করিতেছি; তুমি তদনুসারে কার্য্য কর। [১-২] হে কল্যাণি! এ কর্ম্মটি তোমাকে অতি গোপনভাবে সম্পন্ন করিতে হইবে; ইহা কুত্রাপি কাহারও নিকটে ব্যক্ত করা হইবে না। হে তনুমধ্যমে! তুমি নির্জ্জনে

নহুষ-সন্নিধানে গমন করিয়া তাহাকে এই কথা বল,[৩] “হে জগৎপতে! আপনি দিব্য ঋষি-বাহ্য যানে আরোহণ করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইবেন, তাহা হইলেই আমি প্রীতা হইয়া আপনার বশবর্ত্তিনী হইব”।[৪]

সুররাজের এইরূপ আদেশানুসারে কমল-নয়না ইন্দ্রাণী ‘যথা আজ্ঞা’ বলিয়া নহুষ-সন্নিধানে গমন করিলেন।[৫] অনন্তর নহুষ তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া সস্মিত-বদনে বলিলেন, হে বরারোহে! তোমার শোভন আগমন হইয়াছে। হে শুচিস্মিতে! তোমার কি কার্য্য করিতে হইবে, আজ্ঞা কর।[৬] হে কল্যাণি মনস্বিনি! আমি নিতান্তই তোমার অনুগত ভক্ত; অতএব অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ভজনা কর। হে সুমধ্যমে কল্যাণি! তোমার কি অভিলাষ আছে ব্যক্ত কর, আমি অবশ্যই তাহা সম্পন্ন করিব।[৭] হে সুশ্রোণি! আমার নিকটে তোমার কিছুমাত্র লজ্জা করিবার প্রয়োজন নাই; তুমি নিঃসংশয়-চিত্তে আমার উপরে বিশ্বাস স্থাপন কর। হে দেবি! আমি সত্য-দ্বারা শপথ করিতেছি, তোমার বাক্য প্রতিপালন করিব।[৮]

ইন্দ্রাণী কহিলেন, হে জগৎপতে দেবরাজ! আপনি আমাকে যে অবসর কাল নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, আমি তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছি; সেই সময় উত্তীর্ণ হইলে, আপনিই আমার ভর্ত্তা হইবেন।[৯] হে দেবেন্দ্র! সম্প্রতি আমার অন্তঃকরণে যে একটি কার্য্যের উদয় হইয়াছে তাহা অবধারণ করুন। হে রাজন্! আমার এই প্রিয়-কার্য্যটি আপনি যদি সম্পন্ন করেন, তবেই প্রার্থনা করিব।[১০] ফলত আমার এই প্রণয়-সংযুক্ত প্রার্থনা-বাক্যটি রক্ষা করিলেই আমি আপনার বশগামিনী হই। হে সুরাধিপ! আমার অভিলাষ এই যে, কি বিষ্ণু কি রুদ্র, কি অসুরগণ কি

রাক্ষসগণ, কেহই কোন কালে যাহাতে আরোহণ করেন নাই, আপনি এরূপ এক অপূর্ব্ব বাহনে গমনাগমন করেন। হে বিভো! পূর্ব্বে ইন্দ্রের তুরঙ্গ, মাতঙ্গ, শতাঙ্গ প্রভৃতি বহুতর বাহন ছিল, এক্ষণে মহাভাগ ঋষিগণ মিলিত হইয়া আপনাকে শিবিকাদ্বারা বহন করিতে থাকুন। হে রাজন্! আপনার এইরূপ অনুষ্ঠানেই আমার অভিলাষ হইতেছে; [১১.১৩] কেননা সুর কি অসুরগণ মধ্যে কাহারও সহিত তুল্য হওয়া আপনার উচিত হইতেছে না। দেখুন, আপনি দর্শন-মাত্রেই স্বকীয় বীর্য্যবলে সকলের তেজ আকর্ষণ করিতেছেন; কোন বীর্য্য-বান্ ব্যক্তিই আপনার সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না।

শল্য কহিলেন, শচীর এই বাক্য শ্রবণে দেবরাজ নহুষ তখন অতিমাত্র হৃষ্টচিত্ত হইলেন এবং সেই অনিন্দিতা পুরন্দর পত্নীকে এই কথা কহিতে লাগিলেন। [১৪.১৫]

নহুষ কহিলেন, হে বরবর্ণিনি! তুমি যে রূপে বাহনের কথা উল্লেখ করিলে ইহা যথার্থই অপূর্ব্ব বটে। হে দেবি! ইহাতে আমারও সাতিশয় অভিলাষ হইতেছে। হে বরাননে! আমি তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইলাম; যেহেতু মুনিগণকে বাহন করা অল্পবীর্য্যের কর্ম্ম নহে; যেব্যক্তি এরূপ করিতে পারে সে অবশ্যই অমিতবলশালী সন্দেহ নাই। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, আমিও তাদৃশ বলবান্; আমি ঘোরতর তপোধর্ম্মেই অনুষ্ঠান করিয়া এক্ষণে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সকল লোকেরই প্রভু হইয়াছি। [১৬.১৭] আমি রোষ পরবশ হইলে জগতের বিপ্লবদশা উপস্থিত হয়। আমাতে সকলই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। হে শুচিস্মিতে! আমি ক্রোধ করিলে, দেব দানব গন্ধর্ব্ব কিন্নর

মহোরগ রাক্ষস-প্রভৃতি সর্ব্বলোকে একত্র মিলিত হই লেও আমার নিকটে পর্য্যাপ্ত হইতে পারে না। আমি চক্ষুঃ দ্বারা একবারমাত্র যাহাকে অবলোকন করি, তাহা রই তেজ অপহরণ করি। [১৮-১৯] অতএব হে দেবি! আমি নিঃসন্দেহ তোমার বাক্য প্রতিপালন করিব। সপ্তর্ষি ও সমস্ত ব্রহ্মর্ষিগণ আমাকে বহন করিবেন। হে বরবর্ণিনি! তুমি আমাদিগের মাহাত্ম্য ও সমৃদ্ধি সন্দর্শন কর।

শল্য কহিলেন, সেই বলোপেত, মদ-বলমত্ত, অব্রহ্মণ্য, কামচারী, দুষ্টাত্মা নহুষ বরাননা সেই শচীদেবীকে উক্তরূপ সম্ভাষণান্তে পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিয়মস্থিত ঋষিগণকে বিমানে যোজন করত আপনাকে বহন করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। [২০-২২] এদিকে ইন্দ্রাণী নহুষ কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া বৃহস্পতি সন্নিধানে উপনীত হইয়া কহিলেন, ভগবন্! নহুষ আমাকে যে সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে, তাহার অল্পমাত্র অবশেষ আছে; অতএব এক্ষণে আপনি অবিলম্বে পুরন্দরকে অনুসন্ধান করিয়া এই ভক্তজনের প্রতি অনুকম্পাপ্রকাশ করুন।

শচীর এইরূপ অনুনয় বাক্যে সম্মত হইয়া বৃহস্পতি কহিলেন, হাঁ, অবশ্যই ইহা করিব; হে দেবি! দুষ্টচিত্ত নহুষ হইতে তোমার কিছুমাত্র ভয় করিবার প্রয়োজন নাই। হে শুভে! এই নরাধম চিরকাল অবস্থান করিবে না; এই দুর্ম্মতির বিনাশের নিমিত্ত আমি একটা যজ্ঞেরও অনুষ্ঠান করিব এবং উহার দ্বারা ইন্দ্রকেও প্রাপ্ত হইব; অতএব তোমার কল্যাণ হউক, তুমি ভীতহইও না।

হে রাজন্! অনন্তর মহাতেজা বৃহস্পতি, দেবরাজের প্রাপ্তিকামনায় প্রজ্বলিত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিলেন, এবং হব-

নান্তে হুতাশনকে কহিলেন, আপনি শক্রের অন্বেষণ করুন। ২৩.২৪ তাহাতে ভগবান্ বহ্নি মূর্ত্তিমান্ হইয়া তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন এবং অদ্ভুত রমণীবেশ ধারণ করিয়া তথায় অন্তর্হিতহইলেন। ২৯ তিনি মনের ন্যায় দ্রুতগামী হইয়া, দিক্ বিদিক্, অচল, অচলা, অরণ্য, ও অন্তরীক্ষ, সমুদায় স্থানে বিচরণ করিয়া পরিশেষে নিমেষ মাত্রেই পুনর্ব্বার বৃহস্পতি সমীপে উপনীত হইলেন।

অগ্নি কহিলেন, হে বৃহস্পতে! আমি সংসার মধ্যে দেবরাজকে কোন স্থানেই অবলোকন করিলাম না; সলিলে প্রবেশ করিতে আমার কখনই উৎসাহ হয় না, সুতরাং তাহাই কেবল অন্বেষণ করিতে অবশিষ্ট আছে। ৩০-৩১ হে ব্রহ্মন্! সলিল-মধ্যে গমন করা আমার সাধ্যাতীত; অতএব এতদ্ভিন্ন আপনার অন্য কোন্ কর্ম্ম করিতে হইবে অনুজ্ঞাকরুন।

তখন দেবগুরু তাঁহাকে কহিলেন, হে মহাদ্যুতে! আপনি নিঃসংশয়ে নীর-মধ্যে প্রবেশ করুন। ৩২

অগ্নি কহিলেন, হে মহাদ্যুতে! আমি আপনার শরণাপন্ন হই-লাম; আপনার মঙ্গল হউক, আমি সলিলে প্রবেশ করিতে পারিব না, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ আমার বিনাশ হইবে। ৩৩ দেখুন, সলিল হইতে অনলের, ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়ের, এবং উপল হইতে লৌহের উৎপত্তি হইয়াছে; তাহাদিগের তেজ অন্য সকল স্থানেই সঞ্চারিত হইয়া থাকে, কিন্তু স্বীয় উৎপত্তি স্থানে লয় প্রাপ্ত হয়। ৩৪

অগ্নিবৃহস্পতি-সংবাদে পঞ্চদশ অধ্যায়
সমাপ্ত॥ ১৫॥

—

ষোড়শ অধ্যায় প্রারম্ভ।

বৃহস্পতি কহিলেন, হে অনল! আপনি হব্যবাহ, সুতরাং সমস্ত দেবগণের মুখ স্বরূপ হইয়াছেন। আপনি সাক্ষী স্বরূপ হইয়া সর্ব্বভূতের অন্তরে গূঢ়ভাবে সঞ্চরণ করেন।[১] হে হুতাশন! পণ্ডিতেরা কখন এক, কখন বা ত্রিবিধ বলিয়া আপনার স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট করেন। আপনি পরিত্যাগ করিলে, এই সমস্ত জগৎ ক্ষণমধ্যেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়।[২] বিপ্রগণ আপনারে নমস্কার করিয়াই পুত্র কলত্র সমভিব্যাহারে স্বকর্ম্মো পার্জ্জিত শাশ্বত গতি লাভ করিয়া থাকেন।[৩] হে বহ্নে! আপনি হব্যবাহ এবং আপনিই পরম হব্য। বিপ্রেরা সত্রাদি পরম যজ্ঞসমূহের অনুষ্ঠান দ্বারা কেবল আপনাকেই অর্চ্চনা করেন। হে হব্যবাহ! আপনি এই ত্রিলোকের সৃষ্টি করেন, আবার কালপ্রাপ্ত হইলে পুনরায় প্রচণ্ড মূর্ত্তিধারণ করিয়া আপনিই সকলের সংহার করেন। হে পাবক অখিল ভুবন মণ্ডলের উৎপত্তি স্থিতি ও বিলয় সকলেই আপনাতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।[৫] হে অগ্নে! মনীষিগণ আপনাকেই বারিদ ও বিদ্যুৎ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। আপনার শরীর হইতে প্রদীপ্ত শিখাবলি বিনির্গত হইয়া সমস্ত ভূতবর্গকে দহন করে।[৬] যাবতীয় বারিরাশি আপনাতেই নিহত রহিয়াছে। কেবল বারিরাশিই কেন? সমস্ত জগতই আপনাতে অবস্থিতি করিতেছে। হে পাবক! এই ত্রিলোকী মধ্যে কিছুই আপনার অবিদিত নাই।[৭] দেখুন সকলেই স্বীয় জন্মক্ষেত্রকে ভজনা করিয়া থাকে; অতএব আপনি অবিশঙ্কিত চিত্তে বারি-মধ্যে প্রবেশ করুন; আমি সনাতন ব্রাহ্ম মন্ত্র সমূহ সহকারে আপনাকে সম্বর্দ্ধিত করিব।[৮]

কবিপ্রধান ভগবান্ হব্যবাহ সুর গুরুর এইরূপ স্তুতি বাক্যে

প্রীতিমান্ হইয়া কহিলেন, আমি সত্য কহিতেছি, পুরন্দরকে আপনার নয়ন গোচর করিয়া দিব!

শল্য কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! অনন্তর অনল সাগরাদি পল্বল পর্য্যন্ত যাবতীয় জলাশয়ে প্রবেশ করিতে করিতে, যে সরোবরে শক্র নিলীন ছিলেন, ক্রমে সেই স্থানে আগমন করিলেন এবং তত্রস্থ কমল সকল অন্বেষণ করত অবলোকন করিলেন, সেই দেবেন্দ্র বিসতন্তুমধ্যে প্রবিষ্ট রহিয়াছেন। ৯.১১ এইরূপে তাঁহার সন্ধান পাইবামাত্র হুতাশন তথা হইতে সত্বর বৃহস্পতি সমীপে আগমন-পূর্ব্বক কহিলেন, সুরেশ্বর সূক্ষ্ম কলেবর ধারণ করিয়া মৃণালতন্তু আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন। ১২ অনন্তর অমরগুরু দেবর্ষি ও গন্ধর্ব্বগণ-সমভিব্যাহারে পুরন্দর সমীপে আগমন করিয়া পুরাকালীন সুমহৎ কর্ম্ম-সকলের আখ্যান দ্বারা তাঁহাকে এইরূপে স্তব করিতে লাগিলেন। ১৩ "হে শক্র! তুমি পূর্ব্বে নমুচি, শম্বর ওবল, এই ঘোর-বিক্রম নিদারুণ মহাসুরদিগকে নিহত করিয়াছ হে শতক্রতো! এক্ষণেও পরিবর্দ্ধিত হইয়া অবশিষ্ট অরাতিগণের নিধন সাধন কর। হে শক্র! তুমি উত্থিত হইয়া সমাগত দেব ও ঋষিদিগকে সন্দর্শন কর। ১৪-১৫ হে বিভো! হে মহেন্দ্র! তুমি দানবগণ নিহত করিয়া সমস্তলোকের পরিত্রাণ করিয়াছ। হে জগৎপতে দেবরাজ! পূর্ব্বে তুমি বিষ্ণুতেজে সম্বর্দ্ধিত জলীয় ফেন-মাত্র অবলম্বন করিয়া বৃত্রাসুরকে নিহত করিয়াছ। ১৬ হে শক্র! যাবতীয় ভূতবর্গ-মধ্যে তুমিই প্রধান শরণ্য ও স্তবনীয়; এই বিশ্বসংসারে তোমার তুল্য হইতে পারে, এমন প্রাণীই অপ্রসিদ্ধ। হে শক্র! তুমিই সকলপ্রাণীরে ধারণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছ এবং তুমিই দেবগণের মাহাত্ম্য বিধান করিয়াছ! ১৭ অতএব হে মহেন্দ্র! সংপ্রতি তুমি স্বীয়

বল প্রাপ্ত হইয়া সেই সুরগণ ও সমুদয় প্রাণিবর্গকে রক্ষা কর।”

দেবর্ষিগণ এইরূপ স্তব করিলে, ইন্দ্র ক্রমে ক্রমে পরি বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন, [১৮] এবং স্বাভাবিক কলেবর ও বল প্রাপ্ত হইয়া, অবস্থিত গুরু বৃহস্পতিকে কহিলেন, ত্বষ্টৃ তনয় মহাসুর ত্রিশিরা ও লোক-বিলোপ-সমুদ্যত মহাকায় বৃত্র, উভয়েই ত নিহত হইয়াছে, তবে আর এক্ষণে আপনাদিগের কোন্ কার্য্য অবশিষ্ট আছে। [১৯-২০]

বৃহস্পতি কহিলেন, সম্প্রতি মানব-জাতীয় নহুষ নরপতি দেবর্ষিগণের তেজঃপ্রভাবে দেবরাজ্য প্রাপ্ত হইয়া আমাদিগের সাতিশয় বিঘ্ন করিতেছে। [২১]

ইন্দ্র কহিলেন, হে বৃহস্পতে! নহুষ সুদুর্লভ দেব-রাজ্য কিরূপে প্রাপ্ত হইল? সে এমন কি তপস্যা করিয়াছে, এমন বীর্য্যই বা তাহার কি আছে যে, অমরগণের অধিপতি হইতে পারে? [২২]

বৃহস্পতি কহিলেন, হে শক্র। তুমি সেই সুমহৎ ইন্দ্রত্ব পদ পরিত্যাগ করিলে, দেবতারা ভীত হইয়া কেহই তাহা গ্রহণ করিতে অভিলাষ করিলেন না। হে শক্র! তৎকালে সমস্ত দেব, পিতৃ, ঋষি ও প্রধান প্রধান গন্ধর্ব্ব গণ মিলিত হইয়া নহুষ-সমীপে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, হে নহুষ! আপনি আমাদিগের রাজা হইয়া ত্রিভুবনের রক্ষাকর্ত্তা হও। তাহাতে নহুষ তাঁহাদিগকে এই কথা বলিল, আপনাদিগের রাজা হইতে পারি, আমার এমন সামর্থ্য নাই; অতএব আপনারা স্ব স্ব তপস্যা ও তেজোদ্বারা আমারে পরাক্রমে বর্দ্ধিত করুন। [২৩-২৪] এইরূপ কথিত হইয়া সুরগণ তাহার বৃদ্ধিসাধন করিলে, দুরাত্মা নহুষ রাজা হইয়া ঘোরতর

বীর্য্যান্বিত হইল এবং ত্রৈলোক্যের আধিপত্য লাভ করত মহর্ষি-গণকে বাহন করিয়া সমুদায় লোকে গমন করিল। [২৫] হে সুরেন্দ্র! ঘোরদর্শন নহুষ দৃষ্টিবিষস্বরূপ হইয়াছে; সে যাহাকে অবলোকনকরে তাহারই তেজ হরিয়া লয়; অতএব তুমি কদাপি তাহারে দৃষ্টিগোচর করিও না দেবগণ ভয়ার্ত্ত হইয়া নহুষকে অবলোকন করেন না; সকলেই গূঢ়রূপে বিচরণ করিতে-ছেন। [২৬]

শল্য কহিলেন, আঙ্গিরস-বংশচূড়ামণি সুরগুরু এইরূপ সম্ভা-ষণ করিতেছেন, এমন সময়ে লোকপাল কুবের, সূর্য্যপুত্র যম, পুরাণ দেব সোম ও জলাধিপতি বরুণ তথায় আগমনকরি লেন। [২৭] তাঁহারা মহেন্দ্রের সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, হে শক্র! ভাগ্যক্রমে আপনি পরম বৈরী ত্বষ্টৃকুমার ত্রিশিরা ও বৃত্রকে নিহত করিয়াছেন এবং ভাগ্যক্রমেই আমরা আপনাকে অক্ষত ও কুশলী অবলোকন করিলাম। [২৮]

তখন সেই মহেন্দ্র প্রীতমনা হইয়া ঐ সকল লোকপালের সহিত সমুচিত সম্ভাষণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নহুষের বুদ্ধিভেদ সাধনার্থে নিয়োজিত করিবার অভিপ্রায়ে কহিলেন, "হে লোক-পালগণ! নহুষ সুরগণের রাজা হইয়া অতিশয় ভীষণ রূপ ধারণ করিয়াছে; অতএব তাহার সংহারার্থে তোমাদিগকে আমার সা-হায্য করিতে হইবে।" তাঁহারা কহিলেন, হে দেবেন্দ্র! নহুষের রূপ অতিভয়ঙ্কর; একবারমাত্র তাহার নেত্রগোচর হইলে আর নিস্তার নাই, সে দৃষ্টিবিষ হইয়াছে, সুতরাং তাহাহইতে আমরা অত্যন্ত ভীতহইতেছি; শক্র! যদি আপনি রাজা নহুষকে পরাজয় করেন, তাহা হইলে আমরা যজ্ঞাংশ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হইলেও হইতেপারি।

ইন্দ্র কহিলেন, আমি সকলেরই ভাগ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেছি,—বরুণ! তুমি জলাধিপতি হও; এবং যম ও কুবের স্ব স্ব কার্য্যে অভিষিক্ত হউন; অদ্য আমরা সকল দেবতায় মিলিত হইয়া সেই ঘোর-দর্শন পরম শত্রু নহুষকে পরাজয় করিব।

অনন্তর অগ্নিও ইন্দ্রকে কহিলেন, সুরেশ্বর! আমাকে অংশ প্রদান করুন, আমিও আপনার সাহায্য করিব। তাহাতে ইন্দ্র তাঁহারে কহিলেন, হে অগ্নে! মহাযজ্ঞ-স্থলে, 'ইন্দ্রাগ্নি-সম্বন্ধীয়' বলিয়া তোমারও একটি স্বতন্ত্র ভাগ নির্দ্দিষ্ট হইবে। [২৯-৩২]

শল্য কহিলেন, পাকশাসন ভগবান্ মহেন্দ্র এইরূপ বরপ্রদ হইয়া কাহাকে কোন্ অধিকার দিবেন, বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া পরিশেষে কুবেরকে যাবতীয় যক্ষগণের ও ধন-শকলের, যমকে পিতৃলোকের এবং বরুণকে সলিলের আধিপত্য প্রদান করিলেন। [৩৩-৩৪]

ইন্দ্র-বরুণাদি-সংবাদে ষোড়শ অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ অধ্যায় প্রারম্ভ।

শল্য কহিলেন, ধীমান্ দেবরাজ, লোকপাল ও অন্যান্য দেবগণের সহিত নহুষের বধোপায় চিন্তা করিতেছেন, [১] এমন সময়ে ঘোরতর তপস্বী ভগবান্ অগস্ত্য মুনি তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রত্যক্ষগোচর হইলেন। তিনি দেবেন্দ্রকে বিধিবৎ অর্চ্চনা করিয়া কহিলেন, হে পুরন্দর! ভাগ্যক্রমে আপনি বিশ্বরূপ ও বৃত্রাসুরকে বিনষ্ট করিয়া সম্বর্দ্ধিত হইয়াছেন এবং ভাগ্যক্রমে দুরাত্মা নহুষও অমররাজ্য হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছে। হে

বলসূদন! আপনাকে বৈরীগণ হইতে বিমুক্ত অবলোকন করিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম।

ইন্দ্র কহিলেন, মহর্ষে! আপনার শুভাগমন হউক; আপনার সন্দর্শনে আমি অতীব প্রীত হইলাম: এক্ষণে পাদ্য আচমনীয় গো ও অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রতিগ্রহ করুন। ২-৪

শল্য কহিলেন, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ মুনিসত্তম অগস্ত্য এইরূপে পূজিত হইয়া আসনে উপবেশন করিলে, দেবরাজ প্রীতি-প্রফুল্ল চিত্তে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ৫ ভগবন্ দ্বিজসত্তম! আমার অভিলাষ এই যে, পাপনিশ্চয় দুরাশয় নহুষ কিরূপে স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হইল, সেই বৃত্তান্তটি আপনি বর্ণন করেন। ৬

অগস্ত্য বলিলেন, বাসব! বল-দর্পিত, দুরাত্মবান্ দুরাচার রাজা নহুষ যেরূপে স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে, সেই প্রিয় বাক্যটি ব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ করুন। ৭ হে বিজয়িশ্রেষ্ঠ দেবরাজ বাসব! মহাভাগ দেবর্ষি ও পবিত্রাত্মা ব্রহ্মর্ষিগণ সেই পাপকারী নহুষকে বহন করত পরিশ্রমে পীড়িত হইয়া তাহাকে একটি সংশয়ের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, শাস্ত্রে যেসকল গোপ্রোক্ষণের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের বিষয় কীর্ত্তিত হইয়াছে, আপনকার মতে তৎসমুদায় প্রমাণ কি না? তাহাতে মোহতিমিরাচ্ছন্ন নহুষ তাঁহাদিগকে কহিল, না; সে সকল মন্ত্র প্রমাণ নহে। ১০

ঋষিগণ কহিলেন, তুমি নিরবচ্ছিন্ন অধর্ম্মেই প্রবৃত্ত হইয়াছ, সুতরাং ধর্ম্মকে আর গ্রাহ্য করিবে কেন? মহর্ষিগণ পূর্ব্বে যেসকল বাক্যউক্ত করিয়াছেন; তাহাই আমরা প্রমাণ বলিয়া গণ্য ও মান্য করি। ১১

অগস্ত্য কহিলেন, হে বাসব! সেই অধর্ম্ম-পীড়িত নহুষ মুনি-

দিগের সহিত বাদবিতণ্ডা করিতে করিতে পরিশেষে চরণ-দ্বারা আমার মস্তক স্পর্শ করিল।[১২] হে শচীপতে! ঐ পাপকর্ম্ম-দ্বারা সে একবারে তেজোহীন ও শ্রীহীন হইয়া পড়িল। অনন্তর তাহাকে সহসা উদ্বিগ্ন ও ভয়ব্যাকুল অবলোকন করিয়া আমি এই কথা বলিলাম,[১৩] "হে রাজন্! যেহেতু তুমি পূর্ব্বতন ব্রহ্মর্ষিগণের অনুষ্ঠিত দোষ পরিশূন্য কার্য্যসকল দূষিত করিতেছ; হে মূঢ় তুমি সাক্ষাৎ ব্রহ্মকল্প দুরাসদ ঋষিগণকে যে বাহন করিয়া গমনাগমন করিতেছ এবং পাদদ্বারা আমার উত্তমাঙ্গ যে স্পর্শ করিলে, এই ঘোরতর দুষ্কর্ম্মের ফলে তুমি ক্ষীণপুণ্য প্রভাশূন্য ও স্বর্গবিচ্যুত হইয়া অবিলম্বে ভূতলশায়ী হও রে পাপাত্মন্। পৃথিবীতে তুই বিষমতর বিষধর মূর্ত্তি ধারণ-পূর্ব্বক দশ সহস্র বর্ষ বিচরণ করিয়া কালপূর্ণ হইলে পুনরায় স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে।[১৪-১৭]

হে অরিন্দম! এইরূপে সেই দুষ্টাত্মা সুররাজ্য হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছে। হে বাসব! নিদারুণ ব্রাহ্মন-কণ্টক নিহত হওয়ায় আমাদিগের সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইল।[১৮] হে শচীপতে! সম্প্রতি আপনি অমর নগরে অধিষ্ঠান-পূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয়, জিতামিত্র ও মহর্ষি-গণ-কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া পুনরায় লোক সকলের প্রতিপালন করুন।[১৯]

শল্য কহিলেন, হে বিশাম্পতে! অনন্তর দেব, মহর্ষি, পিতৃলোক, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, ভুজগ, দেবকন্যা, অপ্সরা, সরোবর, সরিৎ, শৈল ও জলধিগণ সকলেই সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া সুরেন্দ্র সমীপে সমুপাস্থত হইয়া কহিলেন, হে শক্রহন্! ভাগ্যক্রমে আপনি পুনর্ব্বার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন। ধীমান্ অগস্ত্য দৈবোপহত দুরাচার পাপাত্মা নহুষকে যে অমর নগর হইতে অপনীত

করত ধরাতলে বিষধর রূপ-ধারী করিয়া রাখিলেন, ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। ২০-২২

নহুষভ্রংশে সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৭॥

অষ্টাদশ অধ্যায় প্রারম্ভ।

শল্য কহিলেন, অনন্তর বৃত্রনিসূদন প্রভু সুররাজ শতক্রতু, সুলক্ষন সম্পন্ন মাতঙ্গ রাজ ঐরাবতে আরোহন পূর্ব্বক মহাতেজা অগ্নি, মহর্ষি বৃহস্পতি, যম, বরুণ, ধনেশ্বর ও কুবের প্রভৃতি দেবগণে পরিবৃত এবং গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরা গণকর্ত্তৃক সংস্তূয়মান হইয়া ত্রিভুবন মধ্যে প্রস্থিত হইলেন এবং মহেন্দ্রাণীর সহিত মিলিত হইয়া প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে প্রজা পালন করিতে লাগিলেন। ১-৪ অনন্তর সেই ভগবান্ অঙ্গিরা শক্র সভায় সমাগত হইলেন এবং অথর্ব্ববেদোক্ত মন্ত্র-সকলের অনুকীর্ত্তন-দ্বারা দেবেন্দ্রকে সম্যক্‌রূপে পূজা করিলেন। ৫ ভগবান্ ইন্দ্র তাহাতে হৃষ্ট হইয়া সেই অথর্ব্ববেদী অঙ্গিরাকে তখন এই বর প্রদান করিলেন যে, আপনি অথর্ব্ববেদের কীর্ত্তন করিলেন, এজন্যে এই বেদে অথর্ব্বাঙ্গিরস-নামা ঋষি হইবেন এবং আপনি যজ্ঞেরও ভাগ প্রাপ্তহইবেন। ৬-৭ মহারাজ! দেবরাজ ভগবান্ শতক্রতু তৎকালে এইরূপ পূজাকরত অথর্ব্বাঙ্গিরসকে বিদায় করিলেন এবং সমুদায় দেব ও তপোধন ঋষিগণকে যথাযোগ্য পূজা করিয়া পরমানন্দে যথা ধর্ম্মানুসারে প্রজা পালন করিতে লাগিলেন। ৮-৯

হে রাজেন্দ্র! সুরেন্দ্র শক্রগণের বধাকাঙ্ক্ষায় অজ্ঞাত-বাস পরায়ণ হইয়া ভার্য্যার সহিত এইরূপ দুঃখ ভোগ করিয়াছি

লেন।[১০] অতএব হে ভারত! তুমি যে মহাত্মা ভ্রাতৃগণ ও যশস্বিনী দ্রুপদ নন্দিনীর সহিত মহাবনে বিচরণ করত ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলে, সে নিমিত্ত আর সোক করিবার প্রয়োজন নাই।[১১] হে কৌরবনন্দন! বৃত্রাসুরকে বিনষ্ট করিয়া যেমন পুনরায় সুররাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমিও শত্রুনিপাত দ্বারা স্বকীয় রাজ্য লাভ করিবে।[১২] হে শত্রুসুদন! ব্রহ্মদ্বেষ্ট দুরাচার পাপাত্মা নহুষ অগস্ত্য-শাপে অভিহত হইয়া যেমন চিরকালের নিমিত্ত বিনষ্ট হইয়াছিল, তদ্রূপ কর্ণ দুর্য্যোধন প্রভৃতি তোমার দুরাত্মা অমিত্রগণও অচিরে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।[১৪] তাহার পর তুমি ভ্রাতৃগণ ও এই দ্রুপদনন্দিনীর সহিত এই সসাগরা বসুন্ধরা রাজ্যের সম্ভোগ করিবে।[১৫] হে বিজয়িশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! যে কোন ক্ষিতিপতি সমরে জয়াভিলাষ করেন, তাঁহার সৈন্য-সন্নিবেশ সময়ে শক্র-বিজয়-নামক এই দেব-প্রমাণ-সিদ্ধ উপাখ্যানটি শ্রবণ করা কর্ত্তব্য; সেই নিমিত্তেই আমি তোমাকে এই বিজয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করাইলাম। মহাত্মা গণ স্তূয়মানহইলে তাঁহারা অবশ্যই কল্যাণ-বর্দ্ধন করেন।[১৬.১৭] হে যুধিষ্ঠির! অধুনা দুর্যোধনের অপরাধে এবং ভীমার্জ্জুনের বাহুবলে মহাত্মা ক্ষত্রিয়গণের এই মহান্ বিধ্বংস আগত প্রায়।[১৮] যে মানব সংযত চিত্তে এই ইন্দ্রবিজয়াখ্যান পাঠ করেন, তিনি পাপপরিশূন্য ও অমর নগর-বিজয়ী হইয়া ইহকালে ও পরকালে আনন্দ সম্ভোগ করেন।[১৯] তাঁহার শক্র হইতেও ভয় হয় না এবং অপুত্র হইবারও সম্ভাবনা থাকে না। অধিক কি! কোন প্রকার আপদই তাঁহাকে আশ্রয় করিতে পারে না; তিনি দীর্ঘায়ু এবং সর্ব্বত্রই বিজয় লাভ করেন, কদাপি পরাজিত হয়েন না।[২০]

বৈশম্পায়ন বলিলেন, হে ভরতর্ষভ! ধার্ম্মিকপ্রবর মহাবাহু রাজা যুধিষ্ঠির মদ্ররাজ শল্য-কর্ত্তৃক এতদ্রূপে আশ্বাসিত হইয়া তাঁহাকে বিধিবৎ পূজা করিলেন[২১]। এবং তদীয় বাক্য শ্রবণান্তে এই কথা বলিলেন, আপনি কর্ণের সারথ্য কর্ম্ম করিবেন সন্দেহ নাই; অতএব তৎকালে অর্জ্জুনের প্রশংসা-দ্বারা আপনাকে কর্ণের তেজঃক্ষয় সাধনে যত্ন করিতে হইবে[২২-২৩]।

শল্য কহিলেন, তুমি যে কথা বলিতেছ, ইহা অবশ্য প্রতিপালন করিব; এতদ্ভিন্ন তোমার আরও অন্য অন্য যে সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইব; তাহার অনুষ্ঠানেও ত্রুটি করিব না[২৪]।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে অরিন্দম! অনন্তর মদ্রাধিপতি শ্রীমান্ শল্য কুন্তীপুত্রদিগকে আমন্ত্রণ-পূর্ব্বক সসৈন্যে দুর্য্যোধন-সমীপে গমন করিলেন[২৫]।

শল্য-গমনে অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮ ॥

একোন বিংশো ঽধ্যায় প্রারম্ভ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর যদুবংশীয় বীর্য্যসম্পন্ন মহারথ যুযুধান বিশাল চতুরঙ্গ-বলে সমন্বিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের সমীপে আগমন করিলেন[১]। নানাদেশ-সমাগত যুযুধানের যোধগণ সকলেই মহাবল-পরাক্রান্ত ও বীরাগ্রগণ্য। তাহারা বহুতর প্রহরণ জাত ধারণ করত তাঁহার সৈন্য-মধ্যে অসীম শোভা বিস্তার করিয়াছিল[২]। তৈল-ধৌত ও নির্ম্মল ভিন্দিপাল, করবাল, শক্তি, তোমর, মুদ্গর, পরিঘ, যষ্টি, পরশু প্রাস, খড়্গ,

কার্ম্মুক, কিরীট ও বিবিধ শরনিকর-প্রভাদ্বারা সেই সমগ্র সেনা-পরম শোভা ধারণ করিয়াছিল[৩-৪]। সৌদামিনী-সমন্বিত হইলে জলদাবলির যে রূপ শোভা হয়, শস্ত্র-সকলের কিরণরাশি-দ্বারা উদ্ভাসিত হওয়ায় সেই অম্বুদ সন্নিভ সৈন্যেরও অবিকল তদ্রূপ শোভা হইয়াছিল[৫]। হে রাজন্! কোন তরঙ্গিনী যেমন সশব্দে সাগর-মধ্যে নিলীন হইয়া যায়, তদ্রূপ যুযুধানের সেই অক্ষৌহিণী সেনা যুধিষ্ঠিরের সৈন্যদলে প্রবেশ করিয়া অন্তর্হিতা হইল[৬]। যুযুধানের সমাগমান্তে শিশুপাল-পুত্র বলশালী চেদিশ্রেষ্ঠ ধৃষ্টকেতুও এক অক্ষৌহিণী অনীকিনী লইয়া অমিত তেজস্বী পাণ্ডবগণ-সমীপে উপনীত হইলেন[৭]। জরাসন্ধ-তনয় মহাবল-সম্পন্ন মগধরাজ জয়ৎসেনও সেইরূপ এক অক্ষৌহিণী সেনা-সমভিব্যাহারে ধর্ম্মরাজ-সমীপে আগমন করিলেন[৮]। পাণ্ড্যরাজও সমুদ্র-সন্নিহিত অনুপদেশবাসী বহুবিধ সৈন্য-সমূহে পরিবৃত হইয়া রাজেন্দ্র যুধিষ্ঠিরের সমীপে সমাগত হইলেন[৯]। মহারাজ! সেই বল-নিচয়ের সমাগমে ধর্ম্ম-তনয়ের সুসজ্জিত সমগ্র সৈন্যদল অতীব দর্শনীয় ও বলবৎ হইয়া উঠিল[১০]। পাঞ্চালপতি দ্রুপদরাজ নিজ-সমভিব্যাহারে যে মহতী সেনা আনয়ন করিলেন, তাহাও নানাদেশ-সমাগত অশেষ শূরবীর পুরুষ ও তাঁহার মহারথ পুত্রগণ দ্বারা শোভিতা হইয়াছিল[১১]। পাঞ্চালরাজের আগমনের পর বাহিনীপতি মৎস্যাধিরাজ বিরাটও অচলবাসী মহীপালগণের সহিত মিলিত হইয়া পাণ্ডবদিগের সন্নিহিত হইলেন[১২]। তদ্ভিন্ন অন্যান্য ভূপতিরাও নিজ নিজ সৈন্য সংগ্রহকরিয়া নানা স্থান হইতে আগমন করিলেন। এইরূপে মহাত্মা পাণ্ডবগণের বিবিধ ধ্বজ-সমাকুলা সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা সমবেতা হইল[১৩] এবং সকলেই কুরুগণের সহিত সংগ্রাম

করিতে সমুৎসুক হইয়া তাঁহাদিগকে আহ্লাদিত করিল।

এদিকে মহীপাল ভগদত্ত এক অক্ষৌহিণী সেনা প্রদান করিয়া ধৃতরাষ্ট্র-তনয়ের হর্ষবর্দ্ধন করিলেন। সুবর্ণবর্ণ চীন ও কিরাতগণে পরিবৃত হইয়া তদীয় দুরাধর্ষ সৈন্য যেন কর্ণিকার বনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। হে কুরুনন্দন! শৌর্য্য-সম্পন্ন ভূরিশ্রবা ও শল্যরাজ ইহাঁরাও প্রত্যেকে এক এক অক্ষৌহিণী সেনা সমভিব্যাহারে দুর্য্যোধনের সমীপবর্ত্তী হইলেন। হৃদিকনন্দন কৃতবর্ম্মাও ভোজ, অন্ধক ও কুকুররাজগণের সহিত মিলিত হইয়া এক অক্ষৌহিণী সেনা সমভিব্যাহারে তাঁহার সাহায্যার্থে সমাগত হইলেন। ক্রীড়াসক্ত মত্ত মাতঙ্গগণ দ্বারা অরণ্যের যেমন শোভা হয়, বনমালাধারী সেই সমস্ত পুরুষব্যাঘ্র-সমূহে পরিবৃত হওয়ায় দুর্য্যোধনের সৈন্যও তদ্রূপ সুশোভিত হইল। সিন্ধুসৌবীরাদি-প্রদেশবাসী জয়দ্রথ প্রভৃতি অন্যান্য ভূপালগণও বহুল বলসঞ্চারে শৈল-সকলকেও যেন বিচলিত করত আগমন করিলেন। তাঁহাদিগের সৈন্যসংখ্যা সমুদায়ে এক অক্ষৌহিণী। হে রাজেন্দ্র! প্রবল পবন দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন হইলে বহুরূপধারী জলধরের যে রূপ শোভা হয়, ঐ বহুবর্ণ সমবেত সৈন্যও তৎকালে সেই রূপ শোভা পাইতে লাগিল। হে কৌরব্য! কাম্বোজাধিপতি সুদক্ষিণও শক ও যবনগণের সহিত সমবেত হইয়া এক অক্ষৌহিণী সৈন্য সমভিব্যাহারে দুর্য্যোধনের সমীপে আগমন করিলেন। তাঁহার সৈন্য-সমবায় শলভ-পুঞ্জের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল[১৪-২২]। পরন্তু সেই সৈন্য দুর্য্যোধনের সৈন্য-মধ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্র সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইল। মাহিষ্মতীবাসী মহীপাল নীলধ্বজ, দক্ষিণাপথবাসী নীলবর্ণ আয়ুধধারী মহাবীর্য্য-সম্পন্ন সৈনিকগণের সহিত সমবেত হইয়া এবং অবন্তীর নরপতি-

ন্ময় বিন্দ ও অনুবিন্দ মহাবলে পরিবৃত হইয়া[২৩.২৪] এক এক অক্ষৌ-হিণী সেনা সমভিব্যাহারে সুযোধন-সমীপে সমাগত হইলেন। কেকয় রাজ্যের নরেন্দ্রেরাও পঞ্চ সহোদরে মিলিত হইয়া এক অক্ষৌহিণী বাহিনী সহ আগমন-পূর্ব্বক তাঁহার হর্ষ সম্পাদন করিলেন। হে ভরতর্ষভ! এতদ্ভিন্ন অন্যান্য মহাত্মা মহীপালগ-ণেরও সমুদায়ে তিন অক্ষৌহিণী সেনা নানা দেশ হইতে আগ-মন করিয়া সমবেত হইল। এইরূপে দুর্য্যোধনের নানা ধ্বজস-মাকুলা একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা হইল। সকলেই পাণ্ডবদিগের সহিত সংগ্রাম করিতে সমুৎসুক হইয়া রহিল। হে রাজন্! হস্তিনা নগরে সেই সুমহান্ সৈন্য সমূহের সমাবেশ হওয়া দূরে থাকুক, যেসকল নরপতি স্ববল-প্রধান, অর্থাৎ পরবল-সাহায্য-নিরপেক্ষ, তাঁহাদিগের মধ্যে প্রধান প্রধান ভূপালগণেরও স্থান হইল না। হে ভারত! তাহাতে পঞ্চনদরাজ্য, সমস্ত কুরু-জাঙ্গল, রোহিতকারণ্য, সম্পূর্ণ মরুভূমি, অহিচ্ছত্র, কালকূট, গঙ্গাকূল, বারণ, বাটধান ও যমুনা-তীরস্থ ভূধর, প্রভৃত ধনধান্য সমন্বিত এই সুবিস্তীর্ণ প্রদেশ একবারে কৌরব-সৈন্য পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। পাঞ্চালাধিপতি যাঁহাকে দূতস্বরূপে কুরুগণ সমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই পুরোহিত তথায় উপনীত হইয়া দেখিলেন, ঐ সমবেত সৈন্য উক্ত প্রকারে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে[২৫-৩৩]।

পুরোহিত সৈন্য-দর্শনে সৈন্যোদ্যোগ প্রকরণ ও
ঊনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৯॥

সমাপ্তঞ্চ সৈন্যোদ্যোগ পর্ব্ব।

সঞ্জয়যান প্রকরণ।

বিংশতি তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দ্রুপদরাজের সেই পুরোহিত কুরুসভায় উপনীত হইলে, ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম ও বিদুর তাঁহার যথোচিত সমাদর করিলেন[১]। প্রথমত তিনি সমস্ত কুশলসম্বাদ প্রদান ও অনাময় জিজ্ঞাসা করিয়া পরে সমুদয় সেনানীগণ-মধ্যে এইরূপ কহিতে লাগিলেন,[২] হে মহাত্মগণ! আপনারা সকলেই সনাতন রাজধর্ম্ম অবগত আছেন, তথাপি বাক্যের প্রসঙ্গ নিমিত্ত আমি তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ সম্ভাষণ করিব। দেখুন, ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু উভয়েই একজনের সন্তান বলিয়া বিখ্যাত; সুতরাং পৈতৃক ধনসম্পত্তিতে উভয়েরই যে সমানাধিকার, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই[৪]। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের যেসকল পুত্রগণ, তাঁহারা পৈতৃক ধন প্রাপ্ত হইলেন, আর পাণ্ডুনন্দনগণ পৈতৃক ধন প্রাপ্ত না হইলেন কেন?[৫] এরূপ অবস্থায় ইহাই বলা যুক্তি যুক্ত হয় যে, দুর্য্যোধন স্বয়ং হস্ত গত করাতেই তাঁহারা পৈতৃক দ্রব্য প্রাপ্ত হন নাই। তাহার বৃত্তান্ত সকলই আপনারা অবগত আছেন[৬]। এই দুর্য্যোধন ভ্রাতৃগণের সহিত বারম্বার বহু প্রকার উপায় দ্বারা প্রযত্ন সহকারে তাঁহাদিগের প্রাণ সংহারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। পরন্তু পরমায়ুর শেষ থাকায় তাঁহাদিগকে কোন রূপেই শমন ভবনে উপনীত করিতে পারেন নাই[৭]। অপিচ সেই মহাত্মারা স্বকীয় বাহুবলে রাজ্যবর্দ্ধন করিয়াছিলেন, কিন্তু ক্ষুদ্রাশয় ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ সুবল-নন্দনের সহিত মিলিতহইয়া কাপট্য প্রয়োগ দ্বারা তাহাও অপহরণ করিয়াছেন[৮]। দুর্য্যোধন শঠতা-সহকারে পাণ্ডবদিগকে যে রূপ নিদা-

ক্রূর কর্ম্মে নিয়োজিত করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহারা অবাধে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। সেই মহাত্মা বীরগণ দ্বাদশবৎসর মহারণ্যে বাস করিয়া পরিশেষে অজ্ঞাতবাসে এক বর্ষকাল অতিবাহিত করিয়াছেন[৯]। তাঁহারা সভাতে সহধর্ম্মিণীর সহিত যাদৃশ দুর্ব্বিবহ ক্লেশ-রাশি সহ্য করিয়াছিলেন, অরণ্যেতেও তদ্রূপ বিবিধ সুদারুণ ক্লেশ-রাশি প্রাপ্ত হইয়াছেন,[১০] এবং গর্ভস্থিত জীবের ন্যায় পাপিষ্ঠ ব্যক্তিরা, যদ্রূপ ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে; তদ্রূপ সেই মহাত্মারা বিরাট নগরে অতিশয় ক্লেশ-ভোগ করিয়াছেন[১১]। তাঁহাদিগের সৌজন্যের কথা আর কি কহিব, সেই কুরুপুঙ্গবেরা কৌরবগণের পূর্ব্বাচরিত তাদৃশ দুষ্কৃত সমস্তও পশ্চাৎ করিয়া এক্ষণে তাঁহাদিগের সহিত সন্ধি করিতেই অভিলাষী হইতেছেন[১২]। অতএব হে সুহৃদ্বর্গ! পাণ্ডবগণের চরিত্র এবং দুর্য্যোধনের চরিত্র পর্য্যালোচনা করিয়া আপনারা ধৃতরাষ্ট্র তনয়কে সন্ধি করণার্থে অনুনীত করুন।[১৩] মহাবীর পাণ্ডবগণ কৌরবগণের সহিত সংগ্রাম করিতে কদাচ ইচ্ছুক নহেন; লোকের অবিনাশে স্বকীয় রাজ্যপদ প্রাপ্ত হন ইহাই তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা![১৪] কিন্তু দুর্য্যোধন যে কারণ অবলম্বন করিয়া সমরে সমুৎসুক হইতেছেন তাহাও মন্তব্য হইতে পারে না, কেননা ইহার অপেক্ষা তাঁহারা সমধিক বলশালী[১৫]। দেখুন, সপ্ত অক্ষৌহিণী অনীকিনী ধর্ম্মরাজের সহিত মিলিত হইয়াছে এবং তাহারাও কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যুক্ত থাকিয়া তাঁহার অনুমতি প্রতীক্ষা করিতেছে[১৬]। তদ্ভিন্ন, সাত্যকি ভীমসেন নকুল সহদেব প্রভৃতি মহামহা পুরুষ-প্রবীরগণ, সহস্র অক্ষৌহিণীর প্রতিরূপ হইয়া রহিয়াছেন[১৭]। অপরাপর বীরবর্গেরই বা প্রয়োজন কি? দুর্য্যোধনের এই একাদশ অক্ষৌ-

হিণী এক দিকে, আর বহুরূপধারী মহাবাহু ধনঞ্জয় অন্য দিকে, ইহা হইলেই পর্য্যাপ্ত হইতে পারে[১৮]। একাকী কিরীটীই ইহাঁর সমুদয় সৈন্যাপেক্ষা যেমন অতিরিক্ত, অসামান্য-ধীশক্তি-সম্পন্ন মহাদ্যুতি বাসুদেবও সেইরূপ[১৯]। অতএব সৈন্যের বাহুল্য, ধনঞ্জয়ের পরাক্রম এবং কৃষ্ণের বুদ্ধিমত্তা বোধগম্য করিয়া কোন্ বুদ্ধিমান্ মনুষ্য আর যুদ্ধ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারে?[২০] অতএব আপনারা ধর্ম্ম ও প্রতিজ্ঞানুসারে পাণ্ডবদিগের প্রদাতব্য বিষয় প্রদান করুন; আপনাদিগের এই উপযুক্ত সময় যেন কোন ক্রমে অতিক্রান্ত না হয়।

পুরোহিত-বাক্যে বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

একবিংশতিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পুরোহিতের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রজ্ঞাবৃদ্ধ মহাদ্যুতি ভীষ্ম তাঁহাকে যথোচিত উপচারে অর্চ্চনা করত অভিলাষানুরূপ সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন[১]। "ভাগ্যবলে পাণ্ডবেরা দামোদরের সহিত কুশলে কালযাপন করিতেছেন; ভাগ্যবলে তাঁহারা সহায়সম্পন্ন হইয়া ধর্ম্মপথে একান্ত নিরত রহিয়াছেন এবং ভাগ্যবলেই বান্ধবগণের সহিত সংগ্রাম করিতে অভিলাষ না করিয়া সন্ধি করণে অভিলাষী হইতেছেন, ইহা পরম আনন্দের বিষয়[২-৩]। অপিচ আপনি যে কথা বলিলেন এ সমস্তই সত্য, সন্দেহ নাই; কিন্তু আপনকার বাক্য অতিশয় তীক্ষ্ণ বোধ হইল; বোধ হয় ব্রাহ্মণ বলিয়াই আপনি এরূপ উগ্রভাব প্রকাশ করিলেন[৪]। পাণ্ডবেরা, ভবনে কি গহনে, উভয়ত্রই যে বিস্তর ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং অধুনা পৈতৃক সমস্ত

ঐশ্বর্য্যও যে ধর্ম্মতঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাতে আর সংশয় কি?[৫] মহারথ অর্জ্জুনও অসাধারণ অস্ত্রকোবিদ ও বলবান্ হইয়াছেন, তাহাতেও কোন সংশয় হইতে পারে না। সমরে কোন্ ব্যক্তি ধনঞ্জয়ের পরাক্রম সহনে সমর্থ হইতে পারে?[৬] অন্যান্য ধনুর্ধারীর কথা দূরে থাকুক সাক্ষাৎ পুরন্দরও পারেন কি না সন্দেহ। আমার বিবেচনায়, ধনঞ্জয় একাকীই ত্রৈলোক্যের পরাভব-সাধনে সমর্থ[৭]।

ভীষ্ম এইকথা বলিতে, কর্ণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ধৃষ্টতা-সহকারে তাঁহার বাক্যের তিরস্কার করত দুর্য্যোধনকে অবলোকন-পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন,[৮]। হে ব্রহ্মন্! তুমি যে কথার প্রসঙ্গ করিলে, লোক মধ্যে কোন প্রাণীরই তাহা অবিদিত নাই; সুতরাং পুনরুক্ত বাক্যের পুনঃপুনঃ আলোড়ন করিবার আর প্রয়োজন কি?[৯] পূর্ব্বে দুর্য্যোধনের প্রতিনিধি হইয়া শকুনি দ্যূতক্রীড়ায় পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং তিনিও পণিত নিয়মানুসারে বনগামী হইয়াছিলেন[১০]। এক্ষণে তিনি মূর্খের ন্যায় সেই প্রতিজ্ঞাত সময় সম্যক রূপে প্রতিপালন না করিয়াই মৎস্য ও পাঞ্চালগণের বল অবলম্বন-পূর্ব্বক পৈতৃক রাজ্য প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ করিতেছেন[১১]। যাহা হউক, সে ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া দুর্য্যোধন রাজ্যের চতুর্থাংশও অর্পণ করিতে পারেন না; কিন্তু ধর্ম্মানুসারে ইনি শত্রুকেও সমগ্র বসুন্ধরা সমর্পণ করিতে পারেন[১২]। অতএব পাণ্ডবেরা যদি পৈতৃক রাজ্য প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত আকাঙ্ক্ষা রাখেন, তবে যথা-প্রতিজ্ঞানুসারে পুনরায় বনবাসী হইয়া সেই নির্দ্দিষ্ট সময় প্রতিপালন করুন,[১৩]। তদনন্তর দুর্য্যোধনের অঙ্কে নিঃশঙ্কে অবস্থান করিতে সমর্থহইবেন। মূর্খতা হেতুক কেবল অধার্ম্মিকী বুদ্ধি

অবলম্বন না করেন[১৪]। অথবা যদি তাঁহারা ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সংগ্রাম করিতেই অভিলাষী হন, তবে এই কুরুশ্রেষ্ঠ মহামহা বীরবর্গের সন্নিহিত হইয়া অবশ্যই আমার বাক্য স্মরণ করিবেন[১৫]।

ভীষ্ম কহিলেন, অহে রাধেয়! কেবল কথায় কি হইবে? একাকী অর্জ্জুন রণস্থলে যখন ছয় জন মহারথীকে পরাজিত করিয়াছিলেন, সেই অদ্ভুত কর্ম্মটি একবার স্মরণ করা উচিত[১৬]। তোমাকে অধিক আর কি কহিব, সম্প্রতি এই ব্রাহ্মণ যে কথা কহিতেছেন তাহা যদি আমরা না করি, তবে পার্থকর্ত্তৃক সমরে নিহত হইয়া অবশ্যই পাংশু ভক্ষণ করিব সন্দেহ নাই[১৭]।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্মের সমর্চ্চন ও প্রসাদন এবং কর্ণকে যথোচিত তিরস্কার করত এই কথা বলিলেন,[১৮] শান্তনুনন্দন ভীষ্ম আমাদিগের হিতকর বাক্যই ব্যক্ত করিয়াছেন; কেবল আমাদিগের কেন, ইহা পাণ্ডবগণের ও সমস্ত জগতেরও হিত-বিধায়ী[১৯]! পরন্তু আমি সবিশেষ চিন্তা করিয়া সঞ্জয়কে পৃথা-পুত্রদিগের সমীপে প্রেরণ করিব; অতএব আপনি আর বিলম্ব না করিয়া অদ্যই পাণ্ডবগণ-সমীপে প্রতিগমন করুন[২০]।

কুরুশ্রেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র এইরূপ কহিয়া বিরাট পুরোহিতকে সৎকারপূর্ব্বক পাণ্ডবগণ-সন্নিধানে প্রেরণ করিলেন, পরে সঞ্জয়কে সভামধ্যে আহ্বান করিয়া বক্তব্য কথা বলিতে লাগিলেন[২১]।

ধৃতরাষ্ট্রের সঞ্জয়াহ্বানে একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২১॥

দ্বাবিংশ অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! শ্রবণ করিলাম পাণ্ডুপুত্রেরা

উপপ্লব্য নগরে সমাগত হইয়াছেন; অতএব তুমি তথায় গমন করিয়া তাঁহাদের সংবাদ এবং অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরকে এই বলিয়া অর্চ্চনা কর যে, ভাগ্যক্রমে তুমি সন্নদ্ধ হইয়া স্থান প্রাপ্ত হইয়াছ[১]। হে সঞ্জয়! তুমি আমার বাক্যে তাঁহাদের সকলকেই এই কথা বল, "হে বৎসগণ! তোমরা ক্লেশ সহনের অযোগ্য হইয়াও তাদৃশ কষ্টসাধ্য বনবাসে বাস করিয়া সম্প্রতি কুশলী আছ ত?" সাধুদিগের কত দূর সৌজন্য অবলোকন কর, তাঁহারা কপটতা সহকারে পরাজিত হইয়াও আমাদিগের উপকারী হইয়াছেন; অতএব শীঘ্রই আমাদিগের সহিত তাঁহাদের শান্তিলাভ হইবে[২]। হে সঞ্জয়! আমি কদাপি পাণ্ডবগণের কোন প্রকার মিথ্যা ব্যবহার অবলোকন করি নাই। তাঁহারা নিজ বীর্য্যবলে উপার্জ্জিত সমস্ত রাজ্যলক্ষ্মীই আমাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন[৩]। আমি নিত্য কাল অন্বেষণ-পরায়ণ হইয়াও পৃথাপুত্রদিগের এমন কোন দোষ দেখিতে পাই নাই, যদ্দ্বারা তাঁহাদিগকে নিন্দা করিতে পারি। তাঁহারা সর্ব্বদা ধর্ম্মার্থের উদ্দেশেই কর্ম্ম করিয়া থাকেন, কামপরতন্ত্র হইয়া সুখ বা অন্য কোন প্রেমাস্পদ বস্তুর অনুরোধ করেন না[৪]। প্রজ্ঞা ও ধৈর্য্যসহকারে তাঁহারা শীত গ্রীষ্ম, ক্ষুৎপিপাসা, নিদ্রা তন্দ্রা, অমর্ষ হর্ষ ও অনবধানতার অভিভব করিয়া কেবল ধর্ম্মার্থসাধনেই নিয়ত যত্নশীল হন[৫]। তাঁহারা উপযুক্ত সময়ে মিত্রদিগকে ধন প্রদান করিয়াথাকেন; যে ব্যক্তি যে রূপ সম্মান ও অর্থ প্রাপণের যোগ্য পাত্র, পাণ্ডবেরা তাঁহাকে সেই রূপই প্রদান করিয়া থাকেন; সুতরাং দীর্ঘকাল প্রবাস হইয়াছে বলিয়া তাঁহাদিগের প্রতি কাহারও মিত্রভাবের জীর্ণতা বা খর্ব্বতা হইতে পারে না। তাঁহাদিগের বিদ্বেষী হয়, এই কুরুপক্ষীয় মধ্যে কেবল বিষমতর পাপবুদ্ধি মন্দমতি দুর্য্যোধন

ও ক্ষুদ্রতর কর্ণ ব্যতীত এমন ব্যক্তিই অপ্রসিদ্ধ! ইহারা সেই সুখপ্রিয়-বিরহিত মহাত্মগণের দ্বেষ করিয়া কেবল স্বদীয় ক্রোধেরই সম্বর্দ্ধন করিতেছে[৬.৭]। দুর্য্যোধনের বীর্য্য কেবল উদ্যম মাত্র; বিশেষত এ সুখে বিবর্দ্ধমান হইতেছে, সুতরাং বিদ্বেষ দ্বারা পাণ্ডবদিগের তেজোবর্দ্ধন করা কি উত্তম কর্ম্ম বিবেচনা করিতেছে? আপচ এই নির্ব্বোধ, পাণ্ডবেরা জীবদ্দশায় থাকিতে তাঁহাদিগের রাজ্যাংশ অপহরণ করা যে অনায়াস-সাধ্য মনে করে, তাহাও কি যুক্তিযুক্ত বোধ করিতেছে[৮]? ফলত অর্জ্জুন, কেশব, বৃকোদর, সাত্যকি, নকুল, সহদেব ও সৃঞ্জয়গণ যে অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরের অনুগামী হইতেছেন, তাঁহারে, যুদ্ধ করিবার পূর্ব্বেই, নিজাংশ প্রদান করা শ্রেয়স্কর[৯]। অন্য সকলেরই বা প্রয়োজন কি? গাণ্ডীবকোদণ্ড ধারী একাকী সব্যসাচীই রথস্থ হইলে সমগ্র বসুন্ধরার দণ্ডনায়ক হইতে পারেন। ত্রিলোকের অধিপতি জয়শীল মহাত্মা কেশবও সেইরূপ দুরাধর্ষ[১০]। যিনি, মেঘনির্ঘোষ পতঙ্গ সংঘের ন্যায় দ্রুত গামী শরনিকর বর্ষণ করিতে থাকিলে, একাকী সর্ব্বলোক-মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়েন, কোন্ মরণধর্ম্মশীল মানব তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিতে পারে[১১]? যে গাণ্ডীব-ধন্বা সব্যসাচী ধনঞ্জয় এক রথে সমস্ত উত্তর দিক্ ও উত্তর কুরুদিগকে পরাজিত করিয়া তাহাদিগের ধন আহরণ করিয়াছিলেন, দ্রাবিড়দিগকে পরাভূত করিয়া আপন সেনানুবর্ত্তী করিয়াছিলেন[১২]। এবং খাণ্ডবপ্রস্থে ইন্দ্রসহ সমস্ত সুরগণকে পরাজিত করত অখণ্ড খাণ্ডবারণ্য অনল আননে উপহার প্রদান পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের যশ ও মান বর্দ্ধন করিয়াছিলেন,[১৩]। অপিচ এক্ষণকার কালে ভীমের তুল্য গদাধারী বা গজারোহী আর কেহই নাই; রথ-সংগ্রামেও বৃকোদর অর্জ্জুন অপেক্ষা ন্যূন

নহেন; অধিকন্তু তিনি বাহুবলে দশ সহস্র মত্তবারণের বীর্য্য-বাহী;[১৪] অতএব মহাবল পরাক্রান্ত, সুশিক্ষিত, কৃতবৈর, নিত্য ক্রোধী, তেজস্বী পুরুষ ক্রুদ্ধ হইলে ধার্ত্তরাষ্ট্র দিগকে নিঃসন্দেহ ভস্মরাশি করিতে পারেন। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, সাক্ষাৎ সুরপতি আগমন করিলেও তাঁহাকে সমরে পরাস্ত করিতে সমর্থ হন না[১৫]। সদাশয়, বলশালী, শীঘ্রহস্ত, অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক সুশিক্ষিত মাদ্রী-পুত্রেরাও দুই সহোদরে বিহঙ্গকুল-দলনকারী শ্যেনযুগলের ন্যায় নিঃশেষে শত্রুনিপাত না করিয়া নিরস্ত হইবার নহেন[১৬]। আমাদিগের এই বল-সকল সর্ব্বাংশেই পরিপূর্ণ হইয়াছে সত্য বটে, কিন্তু আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, উক্ত বীরবর্গের সম্মুখীন হইলে ইহারা অচিরেই সংহার-শয্যায় শয়ন করিবে। আমাদিগের ন্যায় পাণ্ডবদিগেরও সৈন্য-সংগ্রহের অপ্রতুল নাই। দেখ, অদ্বিতীয় তেজস্বী পাঞ্চালরাজ-নন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাদিগের মধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছেন[১৭]। শ্রবণ করিয়াছি, সোমকশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ অমাত্য-গণ-সমভিব্যাহারে সমাগত হইয়া পাণ্ডবদিগের কার্য্যসিদ্ধি নিমিত্ত আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন। অতুল্য-প্রভাব বৃষ্ণিসিংহ যাঁহার সৈন্য-গণের অগ্রণী হইয়াছেন, সেই অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরের পরাক্রম সহনে কোন্ ব্যক্তি সমর্থ হইতে পারে[১৮]? আমি ইহাও শ্রবণ করিয়াছি যে, পাণ্ডবেরা যাঁহার আবাসে অজ্ঞাত বাস করত বিস্তর উপকার সাধন করিয়াছিলেন, সেই বৃদ্ধাবস্থ মৎস্যাধিপতি বিরাটরাজও তাঁহাদের কার্য্যোদ্ধারে কৃতসঙ্কল্প হইয়া সপুত্রে যুধিষ্ঠিরের প্রতি সমধিক অনুরক্ত হইয়াছেন[১৯]। কৈকেয়গণ যে মহাধনুর্দ্ধারী পঞ্চ ভ্রাতাকে কেকয়রাজ্য হইতে অবরুদ্ধ, অর্থাৎ বহির্নিঃসারিত করিয়াছিল, সেই অমিত-বলশালী রাজপুত্রেরা কৈকেয়দিগের সমীপ হইতে স্বরাজ্যোদ্ধারের আকাঙ্ক্ষা করত

পূর্ব্বে আমাদিগের পক্ষ থাকিয়াও এক্ষণে পাণ্ডবদিগের অনুবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধার্থী রহিয়াছেন[২০]। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অসংখ্য মহীপালগণ সমাগত হইয়া পাণ্ডব-কার্য্যার্থে সম্যক্‌রূপে অভিনিবিষ্ট আছেন। আমি শ্রবণ করিতেছি, তাঁহারা সকলেই শূর, বীর ও মাননীয়; কেবল ধর্ম্মরাজের প্রতি প্রীতি-ও-ভক্তিযুক্ত হইয়াই তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছেন[২১]। শৈলাশ্রিত, দুর্গনিবাসী ও পৃথিবীস্থ সৎকুলজাত বৃদ্ধ যোধগণ এবং নানাবিধ-আয়ুধধারী বীর্য্যশালী ম্লেচ্ছবল, সকলেই সমাগত হইয়া পাণ্ডব-কার্য্যার্থে নিবিষ্ট রহিয়াছে[২২]। সমরে সুরেন্দ্র সদৃশ অপ্রতিম-তেজোবীর্য্য সম্পন্ন, লোক-প্রবীর, মহাত্মা পাণ্ড্য-ভূপতিও সমর দক্ষ বহুতর বীরবর্গের সহিত মিলিত হইয়া পাণ্ডবগণের সাহায্যার্থে সমাগত হইয়াছেন[২৩]। শ্রবণকরিতেছি, যিনি দ্রোণ, অর্জ্জুন, বাসুদেব, কৃপ ও ভীষ্মের নিকট হইতে অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছেন; লোকে যাঁহাকে কৃষ্ণ-পুত্র প্রদ্যুম্নের একমাত্র তুল্যবল বলিয়া বর্ণন করে, সেই মহাপ্রভাব সাত্যকিও পাণ্ডবার্থে প্রাণপণ করিয়াছেন[২৪]। চেদি রাজ ও করূষক মহীপালেরাও সর্ব্বপ্রকার উদ্যোগ-সহকারে সমবেত হইয়া পাণ্ডবদিগকে আশ্রয় করিয়াছেন। পূর্ব্বে ঐ সকল ভূপালগণ যখন যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে সমাগত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাদিগের মধ্যে চেদীশ্বরকে সূর্য্যের ন্যায় উত্তাপ প্রদ ও শোভা-নিচয়ে উদ্ভাসমান অবলোকন করিয়া, এবং ধরা মধ্যে ধনুর্দ্ধরগণের শ্রেষ্ঠতম ও সমরে দুরাধর্ষ বিবেচনা করিয়া, কৃষ্ণ, ক্ষত্রিয়গণের সর্ব্ব প্রকার উৎসাহ ভঙ্গ করত সহসা অসীম পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাকে সম্যক্ রূপে মর্দ্দন করিয়াছিলেন[২৫-২৬]। পূর্ব্বে করূষরাজ-প্রভৃতি সমুদয় নরেন্দ্রবর্গ যাঁহার মান বর্দ্ধন করিতেন, সেই শিশুপালকে কৃষ্ণ অবলোকন মাত্রেই

ছিন্ন করিয়া পাণ্ডবদিগের যশ ও সম্মানের সম্বর্দ্ধন করিয়াছিলেন[২৭]। তৎকালে অন্যান্য ভূপালেরা সেই কেশব কৃষ্ণকে সুগ্রীব-যোজিত-রথারূঢ় দর্শনে অসহ্য বোধ করিয়া চেদিপতিকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিংহের সমীপ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃগযূথের ন্যায় দ্রুতবেগে পলায়ন করিয়াছিলেন[২৮]। পরন্তু যিনি ঐ প্রতিকূলবর্ত্তী বাসুদেবকে দ্বৈরথ-সমরে পরাস্ত করিবার আশংসায় বল-পূর্ব্বক তাঁহার প্রতিকূলে উত্থিত হইতে পারিতেন সেই শিশুপালই কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক আহত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া, বাতমথিত কর্ণিকারের ন্যায়, ধরাশায়ী হইয়াছিলেন[২৯]। হে সঞ্জয়! বিশ্বাসভাজন জনগণ আমারে পাণ্ডবগণের নিমিত্ত কেশবের যে রূপ পরাক্রম প্রকাশের কথা বিজ্ঞাপন করিয়াছে তাহাতে সেই বিষ্ণুর কর্ম্ম-সকল স্মরণ করত আমি শান্তিলাভে বঞ্চিত হইয়াছি[৩০]। সেই বৃষ্ণিসিংহ কৃষ্ণ যাঁহাদের অগ্রণী হন, তাঁহাদিগকে কোন শত্রুই কখন সহ্য করিতে পারে না। কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন এক রথে সমবেত হইবেন শ্রবণকরিয়া ভয়ে আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে[৩১]। হে সঞ্জয়! আমার পুত্র মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধন তাঁহাদিগের সহিত যদি সমরে প্রবৃত্ত না হয়, তবেই মঙ্গল লাভ করিতে পারে, নতুবা যেমন ইন্দ্র ও বিষ্ণু সমুদায় দৈত্য সেনা নিহত করিয়াছিলেন; তদ্রূপ তাঁহারাও কুরুকুল নির্ম্মূল করিবেন, সন্দেহ নাই[৩২]। হে সঞ্জয়! আমি ধনঞ্জয়কে ইন্দ্র সদৃশ এবং বৃষ্ণিপ্রবীর কৃষ্ণকে সাক্ষাৎ সনাতন বিষ্ণু বলিয়াই জ্ঞান করি। ধর্ম্মরুচি, শীলনতা নিষেবী, বলশালী, মনস্বী, কুন্তীপুত্র অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির, দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক প্রবঞ্চিত হইয়াছিলেন, সম্প্রতি যদি রোষপরবশ হন, তবে অস্মৎপক্ষীয় প্রাণিমাত্রকেই কি দহন করিতে পারেন না? হে সুতপুত্র! আমি ক্রোধ প্রদীপ ধর্ম্মরাজের মন্যু হইতে

প্রতিনিয়তই যাদৃশ ভয়াকুল রহিয়াছি, অর্জ্জুন, বাসুদেব, ভীম অথবা নকুল সহদেব হইতে তাদৃশ ভীত হইতেছি না। যুধিষ্ঠির মহাতপা ও ব্রহ্মচর্য্য সম্পন্ন; সুতরাং তাঁহার এই মানসিক সঙ্কল্প অবশ্যই সিদ্ধ হইতে পারে[৩৩ ৩৫]। হে সঞ্জয়! আমি সম্যক্ বিবেচনা-পূর্ব্বক, তাঁহার ক্রোধোদয় হওয়া বিলক্ষণ সম্ভবপর বোধ করিতেছি, এই নিমিত্তই অদ্য সাতিশয় ভীত হইতেছি; অতএব তুমি অবিলম্বে রথারোহণে পাঞ্চালরাজের সেনা-সন্নিবেশ স্থানে গমন কর,[৩৬] অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরকে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া প্রীতি-সংযুক্ত বাক্য দ্বারা পুনঃপুন সম্ভাষণ কর এবং বীর্য্যশালী-শ্রেষ্ঠ মহাভাগ কৃষ্ণের সহিত সমবেত হইয়া আমার বাক্যে অনাময় জিজ্ঞাসান্তে এই কথা কহিবে, 'ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণের সহিত শান্তি স্থাপনে অভিলাষী হইয়াছেন'। হে সূত! বাসুদেব যে কোন কথা বলেন, যুধিষ্ঠির নিশ্চয়ই তাহা প্রতিপালন করেন;[৩৭ ৩৮] কৃষ্ণ তাঁহাদিগের পরমাত্মীয়, প্রিয়তম, বিদ্বান্ ও তদীয় প্রিয়কার্য্য সম্পাদনে নিত্য নিযুক্ত; অতএব তিনি যদি সন্ধি করা কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করেন তবে কখনই তাহার অন্যথা হইবে না। হে সঞ্জয়! তুমি অগ্রে আমার বচনে পাণ্ডবগণ, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, জনার্দ্দন, যুযুধান, বিরাট ও একত্রস্থিত সমুদয় সৃঞ্জয়গণকেই অনাময় বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিবে, পশ্চাৎ যে যে বাক্য তৎকালের উপযুক্ত ও ভারতগণের হিতকর বোধ হইবে, যাহাতে তাঁহাদেগের ক্রোধবর্দ্ধন না করে এবং যাহা যুদ্ধের হেতু হইয়া না উঠে, সমস্ত রাজগণ-মধ্যে সেই, সেই বাক্যেরই সম্ভাষণ করিবে[৩৯-৪০]।

ধৃতরাষ্ট্র বাক্যে দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় প্রারম্ভ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সঞ্জয় রাজা ধৃতরাষ্ট্রের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া অমিত-তেজস্বী পাণ্ডবগণের সন্দর্শনার্থে উপপ্লব্য নগরে যাত্রা করিলেন[১]। সেই সূতপুত্র তথায় উপনীত হইয়া কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির সমীপে সমাগমন ও যথাবৎ অভিবাদন-পূর্ব্বক পশ্চাদুক্ত রূপে সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন[২]।

গবল্গণ নন্দন সূতপুত্র সঞ্জয় প্রীতি প্রফুল্ল-চিত্তে অজাতশত্রুকে এই কথা কহিলেন, হে রাজন্! আমি ভাগ্যক্রমে আপনাকে সুস্থ-কায়, সহায়-সম্পন্ন ও সাক্ষাৎ মহেন্দ্র-সদৃশ দর্শন করিলাম[৩]। বৃদ্ধ রাজা অম্বিকা-নন্দন মনীষী ধৃতরাষ্ট্র আমার দ্বারা আপনাকে অনাময় বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। হে ভারত! পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ভীমসেন, ধনঞ্জয় ও মাদ্রী-পুত্র নকুল সহদেব কুশলে আছেন ত? আপনি কল্যাণকামী হইয়া যাঁহাতে সর্ব্ব প্রকার অভীষ্ট কামনার আশংসা করেন, সেই সত্যব্রত পরায়ণা মনস্বিনী বীরপত্নী দ্রুপদ রাজ-নন্দিনী কৃষ্ণা ত পুত্রগণের সহিত কুশলিনী আছেন?[৪-৫]

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে গবল্গণ-নন্দন সঞ্জয়! তোমার শোভন আগমন হইয়াছে; তোমারে অবলোকন করিয়া আমরা প্রীত হইলাম। হে বিদ্বন্! তোমার অনাময় প্রশ্ন স্বীকার করিয়া কহিতেছি, আমি অনুজগণের সহিত কুশলী আছি[৬]। হে সূত সঞ্জয়! আমি বহুদিনের পর অদ্য কুরুবৃদ্ধ অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের কুশলবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া এবং তোমাকে দর্শন করিয়া প্রীতিবশত এইরূপ মনে করিতেছি, যেন নরেন্দ্রকেই সাক্ষাৎ সন্দর্শন করিলাম[৭]। হে তাত! আমাদিগের পিতামহ সেই বৃদ্ধ সর্ব্ব ধর্ম্মজ্ঞ মহাপ্রাজ্ঞ মনস্বী কুরুশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম কুশলী আছেন ত? পূর্ব্বে আমাদিগের প্রতি তাঁহার যেরূপ স্নেহ ছিল, তাহার ত কিছু অন্যথা হয় নাই?[৮] হে

সূতপুত্র! বিচিত্রবীর্য্য-পুত্র মহাত্মা রাজা ধৃতরাষ্ট্র সপুত্রে কুশলী আছেন ত? প্রতীপ-নন্দন বিদ্যাবান্ মহারাজ বাহ্লিকেরও ত সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল[৯]? সোমদত্ত, ভূরিশ্রবা, সত্যসন্ধ, শল, সপুত্র দ্রোণ ও কৃপাচার্য্য, এই সমস্ত মহারথেরাও ত অরোগী আছেন[১০]? হে সঞ্জয়! ভূমণ্ডল-মধ্যে যাঁহারা প্রধান ধনুর্দ্ধর বলিয়া পরিগণিত, তাঁহারা সকলেই কুরুদিগের প্রতি স্পৃহা অর্থাৎ বিনা যুদ্ধে তাঁহাদের মঙ্গলবাঞ্ছা করেন ত? দর্শনীয়-মূর্ত্তি মহাধনুর্দ্ধারী শীলবান্ অশ্বত্থামা যাঁহাদিগের রাষ্ট্র মধ্যে বাস করিতেছেন, সেই কৌরবগণের মধ্যে ঐ মহাপ্রাজ্ঞ, সকল শাস্ত্রজ্ঞান-বিমলীকৃত, ধরামণ্ডলে ধনুর্দ্ধারিগণের প্রধানতম বীরপুরুষেরা সমুচিত সম্মান লাভ করিতেছেন ত? তাঁহারা সকলেই ত সুস্থ শরীরে কাল যাপন করিতেছেন[১১-১২]? তাত! বৈশ্যাগর্ভজাত মহাপ্রাজ্ঞ রাজপুত্র যুযুৎসু কুশলে আছেন ত? মন্দমতি সুযোধন যাঁহার নিদেশবর্ত্তী, সেই অমাত্য কর্ণেরও ত সমস্ত মঙ্গল[১৩]? হে সূত! ভারত-গণের বৃদ্ধা জননী, ভগিনী, বধূ, মহানসে পরিচারিকা ও দাসপত্নী-প্রভৃতি নিষ্কপট নারীগণ এবং পুত্র, দৌহিত্র, ভাগিনেয়-প্রভৃতি বালক সকলেও ত স্বচ্ছন্দে আছে[১৪]? হে তাত! রাজা ধৃতরাষ্ট্র ব্রাহ্মণদিগকে পূর্ব্বের ন্যায় যথাবৎ বৃত্তি প্রদান করেন ত? হে সঞ্জয়! দ্বিজাতিগণের প্রতি আমাদিগের যেরূপ দাতব্য নির্দ্দিষ্ট আছে, দুর্য্যোধন তাহার উচ্ছেদ-করণে প্রবৃত্ত হন নাই ত[১৫]? ব্রাহ্মণদিগের কোন প্রকার অতিক্রম হইলে ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের সহিত তাহা উপেক্ষা করেন ত? সামান্য-দোষ গ্রহণ করিয়া সাক্ষাৎ স্বর্গপথভূতা তাঁহাদিগের নিত্যবৃত্তির প্রতি ত উপেক্ষা করেন না[১৬]? প্রজাপতি বিধাতা এই জীবলোকে ধর্ম্মাধর্ম্ম-প্রকাশ-নিমিত্ত ব্রাহ্মণরূপ অনুত্তম বিশুদ্ধ জ্যোতিঃপদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন; অতএব

মন্দমতি কৌরবেরা যদি তাঁহাদিগের বৃত্তি-প্রতিঘাতরূপ দোষ সম্বরণ না করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সমস্ত কৌরবগণ বিনাশ হইবে[১৭]।

হে সঞ্জয়! রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও তদীয়পুত্রগণ অমাত্যবর্গের কৃতাকৃত ব্যবহার সকল অবগত হইতে অভিলাষ করেন ত? সুহৃদ্‌-রূপ-ধারী অমিত্র সকল ঐকমত্য অবলম্বন করিয়া ভেদোৎপাদন-দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে না ত[১৮]? হে তাত! সেই কৌরবেরা সকলেই পাণ্ডবদিগের কোন পাপের কথা জল্পনা করিতেছে না ত? বীর্য্যবান্ দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও মহাবীর কৃপ, আমাদিগের ত পাপ-প্রসঙ্গ করিতেছেন না[১৯]? সকল কৌরবেরাই সমবেত হইয়া সপুত্র ধৃতরাষ্ট্রকে রাজ্য-দানার্থে অনুরোধ করিতেছেন ত? দস্যু-সমূহের সমবেত অবলোকন করিয়া তাঁহারা যোধনায়ক ধনঞ্জয়কে স্মরণ করিতেছেন ত[২০]? হে তাত! অনবরত টঙ্কার-বিকম্পিত ধনুর্গুণ দ্বারা মৌর্ব্বীর ভুজাগ্র হইতে প্রেরিত, গাণ্ডীববিনির্ম্মুক্ত, মেঘনির্ঘোষের ন্যায় নিস্বন-বিশিষ্ট, প্রচণ্ডশর-সমূহও স্মরণ করেন ত[২১]? হে সঞ্জয়! যাঁহার শোভনপুঙ্খযুক্ত একষষ্টি সুশাণিত তীক্ষ্ণধারশর সম্মত হস্তক্ষেপ, অর্থাৎ একপ্রযত্নে ক্ষেপণীয়, সেই অর্জ্জুনের তুল্য বা অধিক হইতে পারে, এই ভূমণ্ডলমধ্যে এমন যোদ্ধাই দেখিতে পাই না[২২]। যে মহাতেজস্বী গদাপাণি ভীমসেন নলবন বিহারী মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় সমরে শত্রু-সমূহকে কম্পিত করত ইতস্তত সঞ্চরণ করেন, ইঁহাকেও তাঁহারা স্মরণ করেন ত[২৩]? যিনি বাম ও দক্ষিণ উভয় পার্শ্বেই অস্ত্রপুঞ্জ বিসর্জ্জন করত সমাগত কলিঙ্গদিগকে সমরে পরাজয় করিয়াছিলেন, সেই এই মহাবল মাদ্রীপুত্র সহদেবকেও স্মরণ করেন ত[২৪]? হে সঞ্জয়! পূর্ব্বে তোমার সমক্ষে

যিনি শিবি ও ত্রিগর্ত্তদিগকে জয় করিবার নিমিত্ত প্রেরিত হইয়া ছিলেন এবং সমস্ত পশ্চিমদিক্ আমার অধীন করিয়া দিয়াছিলেন, সেই নকুলকেও ত স্মরণ করেন[২৫]? দুষ্টমন্ত্রণার পরবশ হইয়া দ্বৈতবনে ঘোষযাত্রায় সমাগত হইলে, সেই মন্দবুদ্ধি দুরাশয়গণের যে দারুণ পরাভব হইয়াছিল; যাহাতে ভীমসেন ও অর্জ্জুন তাহাদিগকে শত্রুহস্ত হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন[২৬]। তৎকালে আমি পশ্চাতে অবস্থান করিয়া অর্জ্জুনকে রক্ষা করিয়াছিলাম এবং ভীমসেন ও নকুলসহদেবও রক্ষা করিয়াছিলেন; ধনঞ্জয় গাণ্ডীবহস্তে শত্রুদিগকে সুদূরে নিক্ষেপ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে আগমন করিলেন, তাহাও ত কখন স্মৃতিপথে উদিত হয়[২৭]? হে সঞ্জয়! যখন সর্ব্বতোভাবে যত্ন করিয়াও আমরা ধৃতরাষ্ট্রপুত্রকে বশীভূত করিতে পারিলাম না, তখন নিশ্চয় বোধ হইতেছে কেবল সৎকর্ম্ম দ্বারা ইহলোকে কিছুই করিতে পারা যায় না[২৮]।

যুধিষ্ঠির-প্রশ্নে ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় আরম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে পাণ্ডব! আপনি আমারে যেসকল কুরু ও কুরুশ্রেষ্ঠের কথা যে রূপ কহিলেন, তাহা সেইরূপই বটে, হে তাত পার্থ! আপনি কুরুশ্রেষ্ঠ যে সমস্ত মনস্বিগণের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহারা সকলেই কুশলে আছেন[১]। হে পাণ্ডুনন্দন! দুর্য্যোধন সন্নিধানে সাধু-চরিত্র বৃদ্ধগণও আছেন এবং অনেকানেক পাপাত্মারাও তাঁহার আত্মীয়রূপে অবস্থান করিতেছে। দুর্য্যোধন শত্রুগণকেও দান করিয়া থাকেন; তিনি যে ব্রাহ্মণগণের বৃত্তি সকল লোপ করিবেন; ইহা নিতান্ত অসম্ভব[২]।

আপনারা কস্মিন্ কালেও কৌরবদিগের বিদ্রোহাচরণ করেন নাই; সুতরাং তাঁহাদের প্রতি আপনাদিগের যে হিংস্রধর্ম্ম, অর্থাৎ ক্রূরতা আছে ইহা কোন ক্রমেই শ্রদ্ধেয় নহে। ঈদৃশ সাধুচরিত্র আপনাদিগের প্রতি বিদ্বেষ করিলে ধৃতরাষ্ট্রই পুত্রগণের সহিত মিত্রদ্রোহী ও অসাধু বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন [৩]; কিন্তু হে অজাতশত্রো। বৃদ্ধরাজ যুদ্ধবিষয়ে অনুমোদন করেন না এবং পুত্রগণের বিনাশ ভয়ে অতিমাত্র তাপান্বিত হন, এই নিমিত্তেই শোকাকুল হইতেছেন; যেহেতু মিত্রদ্রোহ যে সর্ব্ব প্রকার পাতক অপেক্ষা গুরুতর, তাহা ব্রাহ্মণদিগের মুখে সর্ব্বদাই শ্রবণ করিতেছেন [৪]। হে নরেন্দ্র। সমস্ত কৌরবগণেরাই আপনাকে ও যোধনায়ক জিষ্ণুকে রণস্থলে স্মরণ করিতেছেন। দুন্দুভি ও শঙ্খসকলের ঘোর নাদ বিস্ফারিত হইবামাত্র ভীমসেন গদাপাণি হইয়া অবস্থিতি করেন, ইহাও তাঁহারা স্মরণ করিতেছেন [৫]। অপিচ সংগ্রামে দুর্ধর্ষ মহারথ নকুল সহদেব সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া সর্ব্বদিকে প্রধাবন করত অজস্র বাণবর্ষণ দ্বারা সৈন্যগণকে যে অভিবৃষ্ট করেন, ইহাও তাঁহাদের স্মরণ হইতেছে [৬]। হে রাজন্ পাণ্ডব। আপনি সর্ব্বধর্ম্ম পরায়ণ হইয়াও যখন তাদৃশ সুদারুণ ক্লেশ-রাশি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখন পুরুষের অনাগত ভাবী অবস্থান বিষয় পূর্ব্বেই পরিজ্ঞাত হয়, এরূপ সিদ্ধান্তে আমি কোন ক্রমেই সম্মত হইতে পারি না। হে অজাতশত্রো। এক্ষণে আপনিই প্রজ্ঞাবলে এতৎ সমুদায়ের ও এতদতিরিক্ত অন্যান্য বিষয় সমূহের সামঞ্জস্য করুন [৭]। ইন্দ্রকল্প পাণ্ডুনন্দনেরা যে কামার্থে কখন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না তাহা আমি নিশ্চয়ই অবগত আছি, হে অজাতশত্রো। আপনিই প্রজ্ঞা দ্বারা এতদ্বিষয়ের সামঞ্জস্য করিয়া, যাহাতে কুরু পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ এবং সমবেত

অন্যান্য নরেন্দ্র সকল সর্ব্বথা শর্ম্মলাভ করিতে পারেন তাহা করুন। হে রাজন্ অজাতশত্রো! আপনার জ্যেষ্ঠ তাত ধৃতরাষ্ট্র, অমাত্য ও পুত্রগণের সহিত সমবেত হইয়া রজনীযোগে আমারে যে কথা বলিয়াছেন, তাহা যথাবৎ বর্ণন, করিতেছি শ্রবণ করুন[৮-১০]।

সঞ্জয়-বাক্যে চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ২৪॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায় প্রারম্ভ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সূতপুত্র সঞ্জয়! পাণ্ডবসকল, সৃঞ্জয়গণ, জনার্দ্দন, যুযুধান ও বিরাট-প্রভৃতি সকলে এইস্থানে সমাগত হইয়াছেন; অতএব ধৃতরাষ্ট্র তোমারে যেরূপ বাক্যের অনুশাসন করিয়াছেন, তাহা বর্ণন কর[১]।

সঞ্জয় বলিলেন, আমি যুধিষ্ঠির, বৃকোদর, ধনঞ্জয়, নকুল, সহদেব বাসুদেব, যুযুধান, চেকিতান, বিরাট, পাঞ্চালেশ্বর ও ধৃষ্টদ্যুম্ন-প্রভৃতি সকলকেই আমন্ত্রণ করিতেছি, সম্প্রতি কুরুগণের সমৃদ্ধি সম্বর্দ্ধনের নিমিত্ত যে বাক্যের প্রসঙ্গ করিব, আপনারা তাহা শ্রবণ করুন[২-৩]। রাজা ধৃতরাষ্ট্র শান্তি স্থাপনে অভিলাষী হইয়া সত্বর রথাঙ্গসজ্জা পূর্ব্বক আমাকে আপনাদিগের সমীপে প্রেরণ করিয়াছেন; এক্ষণে সহোদর, পুত্র ও স্বজনগণের সহিত রাজা যুধিষ্ঠিরের তাহাতে অভিরুচি হউক; পাণ্ডবদিগের শান্তি হউক[৪]। হে ভীষণ-সৈন্যবিশিষ্ট পার্থগণ! আপনারা সর্ব্ব ধর্ম্মেই উপপন্ন, কৃপান্বিত ও সারল্য-সমন্বিত, সৎকুলে সম্ভূত, সর্ব্বথা অনৃশংস, বদান্য, লজ্জাপরায়ণ এবং কর্ম্ম-সকলের নিশ্চয়জ্ঞ; অতএব ঈদৃশসত্ত্বশালী হইয়া জ্ঞাতি-বধাদি রূপ হীন-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া

আপনাদের কোন ক্রমেই উপযুক্ত নহে। যদি সেই রূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন ; তবে শুভ্রবস্ত্রে অঞ্জনবিন্দুর ন্যায় আপনাদিগের অপযশ সাতিশয় প্রকাশমান হইয়া উঠিবে[৫-৬]। যেস্থলে সংপূর্ণ সর্ব্বনাশ এবং উত্তরকালে পাপ ও বিনাশকারী নরক-সঞ্চয় দৃষ্ট হয়, বিশেষত যাহাতে জয় পরাজয় উভয়ই সমান, সে রূপ কর্ম্মে কোন্ বিচক্ষণ ব্যক্তি হস্তক্ষেপ করেন ? হে পাণ্ডবগণ ! যাঁহারা জ্ঞাতিকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, তাঁহারাই ধন্য এবং তাঁহারাই যথার্থ পুত্র, সুহৃদ্ ও বান্ধব ; অতএব কৌরবেরা যদি নিন্দিত জীবন পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহাদিগের নিয়ত বৈভবই হইবে[৭-৮] ; পরন্তু হে পার্থগণ ! জ্ঞাতিকার্য্য-পরায়ণ আপনারা যদি সমস্ত কৌরবদিগকে অমিত্র নির্ণয় করিয়া নিগ্রহ পূর্ব্বক তাহাদিগের অনুশাসন করেন, তবে জ্ঞাতিবধ দ্বারা জীবিত থাকিলেও আপনাদিগের তাদৃশ জীবিত মৃত্যুর সহিত তুল্য হইবে, সন্দেহ নাই[৯]। ফলত যুদ্ধ করিলে উভয় পক্ষেরই যে ক্ষয় হইবে তাহা স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে ; কেন না কেশব, চেকিতান, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি-প্রভৃতি মহা মহা বীর গণ সহায় হইলে, কোন্ ব্যক্তি আপনাদিগকে পরাজিত করিতে উৎসাহী হইবে ? মনুষ্যের কথা দূরে থকুক, সুরগণ সংকৃত সাক্ষাৎ শচীপতিও সেরূপ আশা করিতে পারেন না[১০]। অপিচ দ্রোণ, ভীষ্ম, অশ্বত্থামা, শল্য, কৃপ, রাধেয় ও অন্যান্য মহীপাল-সকলে রক্ষা করিলে কৌরবদিগকেই বা কোন্ ব্যক্তি সংগ্রামে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে[১১] ? হে রাজন্! কোন্ ব্যক্তি স্বয়ং অক্ষত থাকিয়া রাজা দুর্য্যোধনের সেই মহতী সেনার সংহার-সাধনে সমর্থ হইবে ? সুতরাং জয় ও পরাজয় উভয় পক্ষেই আমি কিছুমাত্র মঙ্গলের সম্ভাবনা দেখিতেছিনা[১২]। দুষ্কুল সম্ভূত নীচ

ব্যক্তির ন্যায়, পাণ্ডবেরাই বা কি প্রকারে ধর্ম্মার্থ বিরুদ্ধ করিবেন? অতএব আমি প্রণতভাবে অঞ্জলি বন্ধন-পূর্ব্বক বাসুদেব ও পাঞ্চালাধিপতি বৃদ্ধ রাজ দ্রুপদের শরণাপন্ন হইয়া প্রার্থনা করিতেছি আপনারা প্রসন্ন হইয়া যাহাতে কুরু ও সৃঞ্জয়গণের কল্যাণ-সংস্থান হয় তাহা করুন, কেশব কি ধনঞ্জয় আমার এই প্রার্থনা বাক্য রক্ষা করিবেন না এ কথা আমি কোন ক্রমেই মনে করিতে পারি না, কেন না অন্য বিষয়ের কথা দূরে থাকুক, যাচ্ঞা করিলে, ইহাঁরা প্রাণ পর্য্যন্তও প্রদান করিতে পারেন। হে বিদ্বন্! আমি সন্ধি স্থাপনের উদ্দেশেই আপনাদিগকে এ কথা বলিতেছি; আপনাদিগের সর্ব্বতোভাবে শান্তি হয়, রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্মের ইহাই অভিমত[১৩-১৫]।

সঞ্জয়-বাক্যে পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

ষড়্বিংশ অধ্যায় প্রারম্ভ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, সঞ্জয়! তুমি যুদ্ধেচ্ছা সূচক আমার এমন কোন্ বাক্য শ্রবণ করিলে যে যুদ্ধ হইতে ভয় পাইতেছ? হে তাত সূতপুত্র! সংগ্রামাপেক্ষা সন্ধিই সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ? সুতরাং সন্ধি লাভ করিতে পারিলে কোন্ অবোধ ব্যক্তি যুদ্ধার্থে প্রবৃত্ত হয়? হে সঞ্জয়! মনুষ্য মনে মনে যে কোন সঙ্কল্প করে, যদি কর্ম্ম না করিয়াও তাহা সিদ্ধ হয়, তবে আর কর্ম্ম করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইবে কেন? অতএব বিনা যুদ্ধে লঘুতম বস্তুও যে বহুমত হয় ইহা আমার বিদিত আছে[২]। বিনা কারণে কোন্ মনুষ্য যুদ্ধকে ইষ্টসাধন জ্ঞান করিয়া থাকে? কোন্ ব্যক্তি দেবতা কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া যুদ্ধ প্রার্থনা করিয়া থাকে? হে সঞ্জয়! পাণ্ডুনন্দন গণ সুখাভিলাষী হইলে, যাহা ধর্ম্মানুগত অথচ লোকের

পথ্য হয়, এইরূপ কর্ম্মই করিয়া থাকেন[৩]। যাঁহারা কেবল ধর্ম্মা-বহ সুখেরই আশংসা করেন, যুদ্ধাদি কষ্ট-সাধ্য কর্ম্ম তাঁহাদিগের যথার্থই দুঃখের নিমিত্ত হয়; কিন্তু যে ব্যক্তি শুদ্ধ ইন্দ্রিয়গণের প্রীতিরসানুগামী হইয়া দুঃখ-নাশ ও সুখলাভের অভিলাষ করে, তাহার দুঃখেরই বা পরিসীমা কি? প্রবলতর বিষয়-চিন্তা নিয়তই তাহার কলেবর দগ্ধ করিতে থাকে, তাহাতে আসক্ত হওয়াতেই সে পদে পদে দুঃখকর কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। যেমন অনলে ইন্ধন প্রদান করিলে তাহার তেজ ক্রমশই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ অভিলষিত অর্থ লাভ দ্বারা ইন্দ্রিয়-সুখৈষী পুরুষের বিষয়-তৃষ্ণাও অধিকতর বেগে বৃদ্ধি পায়; আহুতি প্রদানে প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় কিছুতেই আর তাহার তৃপ্তি হয় না। দেখ, পঞ্চাধিক পুত্রশত সমভি ব্যাহারে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের কত প্রকার সুমহৎ ঐশ্বর্য্যেরই উপভোগ না হইয়াছে, তথাপি এই সমুদায় বস্তু আমারই হউক, এই অভিপ্রায়ে আমাদিগকে রাজ্য হইতে দূরীকরণ করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতেছেন না তিনি অপ্রধান হইয়া কখন বিগ্রহ-সকলের ঈশ্বর হন নাই এবং অনুত্তম গীত-বাদ্য শ্রবণ, মালা গন্ধ অনুলেপনাদি সেবন, উত্তম উত্তম বসন পরিধান প্রভৃতি ভোগসুখের আস্বাদনও কখন অপ্রধান ভাবে করেন নাই, আমরা নিতান্ত হতভাগা, নচেৎ কি নিমিত্ত কুরুদেশ হইতে দূরীকৃত হইব? হে সঞ্জয়! বিষয়-স্পৃহা বিষয়ে অবোধ ব্যক্তির এইরূপ সঙ্কল্পই হইয়া থাকে যাহা এই শরীর মধ্যে স্থিত চিত্তকে প্রতিনিয়তই দুঃখিত করে[৪-৮]। রাজা স্বয়ং বিষমস্থ, অর্থাৎ রাগ লোভাদিতে আসক্ত থাকিয়া অপর সকলেতে যে তন্নিবারণের সমর্থতা অভিলাষ করিতেছেন, তাহা সাধু নহে; কেননা তিনি আপনার চরিত্র যেরূপ অবলোকন করিতেছেন, অপর সকলেরও তদ্রূপ

বিবেচনা করা তাঁহার কর্ত্তব্য [৯]। যেমন কোন ব্যক্তি আত্মবিনাশের নিমিত্ত বসন্তাগমে মধ্যাহ্ন কালে বহুতৃণ সম্পন্ন অরণ্য মধ্যে অনল বিসর্জন করিলে বায়ু যোগে তাহাকে বর্দ্ধিত হইতে অবলোকন করিয়া শোক পরায়ণ হয়, তদ্রূপ রাজা ধৃতরাষ্ট্র দুর্ব্বুদ্ধি, ক্রূরতা-নিরত, দুষ্টমন্ত্রিনিচয়ে পরিবৃত, মন্দমতি বিমূঢ় পুত্রকে গ্রহণ করত অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াও অদ্য কি নিমিত্ত দীনের ন্যায় বিলাপ করিতেছেন ? ফলত সুযোধন ও পুত্র-প্রিয়কামী রাজা ধৃতরাষ্ট্র নিরতিশয় বিশ্বাস-ভাজন বিদুরকে অবিশ্বস্তের ন্যায় জ্ঞান করিয়া তদীয় বাক্য অবহেলন-পূর্ব্বক অবগত হইয়াও কেবল অধর্ম্মকেই আশ্রয় করিতেছেন [১০-১২]। আহা ! যিনি মেধাবী, কুরুকুল হিতৈষী, বহুল শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন, বাগ্মী ও অদ্বিতীয় শীলবান্, এতাদৃশ মহাত্মা বিদুরকেও রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রলোভ ও কৌরবগণের হিতনিমিত্ত স্মরণ করেন নাই [১৩]। হে সঞ্জয় ! তিনি মান্যলোকের মান-বিলোপী, স্বয়ং মানকামী, ঈর্ষ্যাপরায়ণ, ক্রুদ্ধস্বভাব, অর্থ-ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত, দুর্ভাষী, দৈত্যভাজন-কর্ণাদির অনুগামী, কামাত্মা, দুরাশয়গণ-কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত, অশিক্ষণীয়, শুভবর্জ্জিত, দীর্ঘকোপী, মিত্রদ্রোহী ও নিতান্ত পাপবুদ্ধি দুরাত্মা দুর্য্যোধনের এই সমুদায় দর্শন করিয়াও রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার প্রিয়সাধন নিমিত্ত ধর্ম্ম-কাম পরিত্যাগ করিয়াছেন [১৪-১৫]। হে সঞ্জয় ! পাশক্রীড়া-সময়ে বিদুর শুক্রাচার্য্য-সম্বন্ধিনী নীতি বাণীর উক্তি করিয়া যখন ধৃতরাষ্ট্র হইতে প্রশংসা লাভ করিতে পারেন নাই, তখনই আমার প্রতীতি হইয়াছিল, কুরুবংশের ধ্বংস আগতপ্রায় [১৬]। হে সূত ! কৌরবগণ যখন বিদুরের বুদ্ধির অনুবর্ত্তী হয় নাই, তখনই তাহাদিগের সমুদয় কৃচ্ছ্রের সমাগম হইয়াছে। তাহারা যে কাল পর্য্যন্ত তাঁহার প্রজ্ঞানুসারে

কার্য্য করিয়াছিল, তাবৎ পর্য্যন্তই তাহাদিগের রাষ্ট্রবৃদ্ধি হইয়াছিল[১৭]। হে সঞ্জয়! সেই অর্থলোভী ধৃতরাষ্ট্র নন্দনের কতদূর মোহ দেখ, এক্ষণে দুঃশাসন, শকুনি ও কর্ণ তাহার মন্ত্রী হইয়াছে[১৮]। অতএব আমি এই সমস্ত পর্য্যালোচন করিয়া, কি প্রকারে কুরু সৃঞ্জয়গণের যে কল্যাণ লাভ হইবে, তাহা অবলোকন করিতেছিনা। ধৃতরাষ্ট্র যখন দূরদর্শী বিদুরকে প্রব্রাজিত করত অস্মদাদি শত্রুগণ হইতে অতুল ঐশ্বর্য্য সঙ্কলনপূর্ব্বক যথার্থ ধৃতরাষ্ট্র হইয়াছেন এবং পুত্রের সহিত একবাক্য হইয়া ভূমণ্ডলে অমিত্র বিরহিত মহাসাম্রাজ্য বিস্তারের আশংসা করিতেছেন, তখন তাঁহার নিকটে যে সম্পূর্ণ সন্ধিলাভ করা যাইবে, ইহা কোন মতেই সম্ভবপর বোধ হয় না। অস্মৎ সম্বন্ধীয় যে কিছু অর্থ সম্পত্তি আছে, তাহা তিনি স্বকীয় সম্পত্তি বলিয়াই মনে করিতেছেন[১৯ ২০], সুতরাং অকপট সন্ধিবন্ধনে তাঁহার আর প্রবৃত্তি হইবে কেন? একাকী কর্ণই অর্জ্জুনের বিজয়-সাধনে সমর্থ হইবেন বলিয়া তাঁহার নিশ্চয় প্রতীতি হইয়াছে; কিন্তু কর্ণ যে, সমরে অস্ত্রধারী অর্জ্জুনকে পরাস্ত করা অনায়াস সাধ্য মনে করিতেছেন, তাহা কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে? পূর্ব্বেও ত বহুবার মহৎ যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল; তৎকালে তিনি তৎসমুদায়ের দ্বীপ-স্বরূপ হইয়া পরিশ্রান্ত কৌরবগণকে আশ্রয় প্রদান করিতে পারেন নাই কেন[২১], অর্জ্জুনের অপেক্ষা অধিক হইতে পারে, এই ধরাধামে এমন ধনুর্দ্ধারীই যে অপ্রসিদ্ধ, তাহা সেই কর্ণও জানেন, দ্রোণও জানেন, ভীষ্মও জানেন এবং তথায় অন্যান্য যে সমস্ত কৌরবগণ আছেন, তাঁহারাও অবগত আছেন[২২]। অরিন্দম ধনঞ্জয় বিদ্যমান থাকিতে অস্মদীয় রাজ্য যে রূপে দুর্য্যোধনের হস্তগত হইয়াছে, তাহাও কাহারো অবিদিত নাই। যাবতীয় কুরু-

গণ ও সমবেত ভূমিপালবর্গ, সকলেই তাহা বিশেষরূপে বিদিত আছেন[২৩]। এক্ষণে আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে, ধৃতরাষ্ট্রতনয়, নব-বিতস্তি-প্রমাণ-আয়ুধধারী ধনুর্ব্বিদ্যাপারদর্শী সেই কিরীটীর সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া তদুপার্জ্জিত—পাণ্ডবগণের সত্ত্বাস্পদীভূত রাজ্য ধন হরণ করা সাধ্য বলিয়া মনে মনে স্থিরনিশ্চয় করিতে-ছেন[২৪]। ফলত যে পর্য্যন্ত সমরাঙ্গনে গাণ্ডীবের বিস্ফারিত নি-নাদ শ্রবণ গোচর না করিতেছে, সেই পর্য্যন্তই ধৃতরাষ্ট্র তনয়েরা জীবিত রহিয়াছে; যে কাল পর্য্যন্ত বৃকোদরের ক্রোধ-পূর্ণ মুখ-মণ্ডল অবলোকন না করিতেছেন, তাবৎ কাল পর্য্যন্তই সুযোধন অর্থসিদ্ধির অভিলাষ করিতেছেন[২৫]। হে তাত সঞ্জয়। সমর-সহিষ্ণু বীর্য্যবান্ বৃকোদর, ধনঞ্জয়, নকুল ও সহদেব জীবিত থাকি-তে ইন্দ্রও আমাদিগের ঐশ্বর্য্য-হরণে উৎসাহী হইতে পারেন না[২৬]। অতএব হে সুত। সেই বৃদ্ধরাজা পুত্রের সহিত যদি এই যুদ্ধের অনুগামী হন; অর্থাৎ রাজ্য প্রদান না করিলে সমুদায়ই বিনাশ হইবে; তাহা হইলে আর সমরে পাণ্ডব-কোপানলে দগ্ধ হইয়া কৌরবদিগকে বিনষ্ট হইতে হয় না[২৭]। হে সঞ্জয়! আমা-দিগের যে দুর্ব্বিষহ ক্লেশ ভোগ হইয়াছে, তাহা তোমার অবিদিত নাই; এক্ষণে তোমার অনুরোধ মান্য করত আমি তদ্বিষয়ে ক্ষমা করিতেছি। পূর্ব্বে কৌরবগণের সহিত আমাদিগের যে রূপ ভাব ছিল,—দুর্য্যোধনের সহিত আমাদের যে রূপ ব্যবহার হইত, এক্ষণেও সেই রূপ থাকুক; তোমার বাক্যানুসারে আমি শান্তি-মার্গেই প্রস্থিত হইব। ইন্দ্রপ্রস্থে আমার যাদৃশ রাজ্য ছিল সেই-রূপই হউক; ভরতশ্রেষ্ঠ সুযোধন আমাকে তাহা প্রত্যর্পণ করুন[২৮-২৯]।

যুধিষ্ঠির-বাক্যে ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশতি তমঅধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির। আপনি যে কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, লোক মধ্যে তাহা নিয়ত ধর্ম্মানুগত বলিয়া বিখ্যাত আছে এবং প্রত্যক্ষও দৃষ্ট হইতেছে; অতএব স্বীয় জীবনের ভূয়সী কীর্ত্তি অথচ অনিত্যতা কিম্বা চঞ্চলতা পর্য্যালোচনা করত ক্রোধভরে কৌরবদিগের সংহারে প্রবৃত্ত হইবেন না[১]। হে অজাতশত্রো' যদি যুদ্ধ ব্যতিরেকে কৌরবেরা আপনার অংশ প্রদানে অসম্মত হন, তবে, আমার বিবেচনায়, যুদ্ধ দ্বারা রাজ্য লাভ করা অপেক্ষা অন্ধক বৃষ্ণি-রাজ্যে ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা উদর পূর্ত্তি করাও শ্রেয়[২]। দেখুন, মনুষ্যের জীবিত কাল সহজেই অল্প, তাহাতে আবার বিঘ্নভূয়িষ্ঠ, দুঃখনিকরে নিত্য জড়িত ও চঞ্চল; বিশেষত তাহাতে যুদ্ধাদি ভয়ঙ্কর কর্ম্ম দ্বারা যে যশোলাভের চেষ্টা করা যায়, তাহাও আয়াসের অনুরূপ হয় না; অতএব হে পাণ্ডব। এতাদৃশ পাপ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হওয়াই আপনার কর্ত্তব্য[৩]। হে নরেন্দ্র। ধর্ম্মের বিঘ্নকার এই যে সমস্ত অভিলাষ আক্রমণ করে, মতিমান্ মনুষ্য পূর্ব্বে তৎসমুদায়ের প্রতিঘাত করিতে পারিলে লোক মধ্যে অনিন্দিত প্রশংসা লাভ করেন[৪]। হে পার্থ! সংসারে অর্থতৃষ্ণাই নিবন্ধনী, অর্থাৎ আবদ্ধ করিবার রজ্জু-স্বরূপা হইয়াছে; তাহাতে যাহারা অভিভূত হয়, তাহাদের পদে পদে ধর্ম্মের বাধা উপস্থিত হইয়া থাকে। কামনার মণ্ডল যত বিস্তৃত হয় ততই অর্থাগমের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পায় এবং মনুষ্যও সেই পরিমাণে ধর্ম্মচ্যুত হইতে থাকে। অতএব অযুক্ত অর্থানুরোধ পরিত্যাগ করিয়া যিনি সর্ব্বতোভাবে ধর্ম্মসঞ্চয়ের প্রার্থনা করেন, তাঁহাকেই বুদ্ধি মান্ বলা যাইতে পারে। হে তাত! ধার্ম্মিক ব্যক্তি ধর্ম্মকেই সর্ব্ব কর্ম্মের শ্রেষ্ঠরূপে নির্দ্দিষ্ট

করিয়া মহাপ্রতাপান্বিত তপনের ন্যায় বিরাজ করিতে থাকেন; আর ধর্ম্মহীন পাপবুদ্ধি নরাধম সমগ্র ভূমণ্ডলের আধিপত্য লাভ করিয়াও বিষাদকূপে নিরত নিমগ্ন হইয়া কাল যাপন করিতে হয়[৬]। যিনি পরলোকের প্রতি আস্থান্বিত হইয়া বেদাধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান, যজ্ঞ যাজন ও ব্রাহ্মণগণকে ধন প্রদান করিয়াছেন, তিনি অনন্ত কালের নিমিত্তে আত্মাকে অশেষ সুখের অধিকারে সমর্পণ করিয়া রাখিয়াছেন[৭]। যে ব্যক্তি যোগাভ্যাসের, অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি-নিরোধের উপযোগ প্রাণায়ামাদি কর্ম্ম না করিয়া নিরবচ্ছিন্ন সুখ প্রিয়েরই অতিমাত্র সেবন পরায়ণ হয়, সে অর্থনাশে সুখ বিবর্জ্জিত অথচ প্রবল কামবেগে প্রচোদিত হইয়া কেবল নিরতিশয় দুঃখ শয্যাতেই শয়ন করিয়া থাকে[৮]। এইরূপে যে অবোধ মনুষ্য অর্থ চর্য্যায় প্রসক্ত হইয়া ধর্ম্ম বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক অধর্ম্মকেই আলিঙ্গন করে এবং পরলোকের প্রতি বিশ্বাস-শূন্য হয়, সেই মন্দমতি মূঢ়াত্মা দেহ ত্যাগান্তে পরলোকগামী হইয়া বিষমতর সন্তাপ-নিকরে নিরন্তর তাপিত হইতে থাকে[৯]; যেহেতু পরলোকে, কি পুণ্য কি পাপ কোন কর্ম্মেরই একবারে বিপ্রণাশ হইবার সম্ভাবনা নাই; কর্ত্তার পাপ পুণ্য অগ্রে তথায় গমন করে পশ্চাৎ কর্ত্তা তাহার অনুগামী হয়[১০]। মাসিকাদি শ্রাদ্ধোপলক্ষে ব্রাহ্মণদিগকে যেমন ন্যায়ানুসারে শ্রদ্ধাপূত সুন্দর-গন্ধরসোপপন্ন অন্ন প্রদান করা যায়, উত্তম-দক্ষিণাবিশিষ্ট রাজসূয়াদি যজ্ঞেতে আপনারও সেই রূপ ন্যায়ানুগত কর্ম্মই সুবিখ্যাত রহিয়াছে[১১]। হে পার্থ! মনুষ্যের যে কোন কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য, তাহা ইহ লোকেই সম্পন্ন করিতে হয়, পরলোকে গমন করিয়া আর কিছুই করিতে হয় না; সজ্জনগণ পরলোক-সমুচিত যে সমস্ত সুমহৎ পুণ্য কর্ম্মের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়াছেন, তৎসমুদায়ের অনু-

ষ্ঠান করিতে আপনার কিছুমাত্র অবশিষ্ট নাই[১২]। পরলোকে প্রস্থিত হইলে মনুষ্য জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা ও পিপাসা এবং মনের সমুদয় অপ্রিয় পরিহার করে; কেবল ইন্দ্রিয় বর্গের প্রীতি সাধন ব্যতীত তথায় অন্য কোন কর্ম্মই করিতে হয়না[১৩]। হে নরেন্দ্র। কর্ম্মের ফল এই রূপ হইয়া থাকে; অতএব আপনি হৃদয়ের প্রীতিভাজন অচিরস্থায়ী বিষয়ের অনুরোধে রোষ হর্ষ-জনিত দ্বেষ-কামের বশম্বদ হইয়া চিরকালের নিমিত্তে উভয় লোকে অর্থাৎ স্বর্গ নরকে গমন করিবেন না[১৪]; কর্ম্ম সকলের চরম সীমায় উপনীত হইয়া অধুনা সত্য, দম, আর্জ্জব ও আনৃশংস্য ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন না; বরং লোকসংগ্রহের নিমিত্ত অশ্বমেধ ও রাজসূয় যজ্ঞ প্রভৃতি পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করুন; কিন্তু পাপ-কর্ম্মের সমীপে কদাচ গমন করিবেন না[১৫]; হে পাণ্ডবগণ! আপনারা যদি এই রূপ দ্বেষভাবে চিরকাল সেই জ্ঞাতি বধরূপ পাপ কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা হইলে আর এত বর্ষকাল বন মধ্যে দুঃখাতিশয়ে বাস করিতেন না[১৬]। হে যুধিষ্ঠির! পূর্ব্বে যে সৈন্য আপনার আত্মাধীন ছিল তাহা পরিত্যাগ না করিয়া তৎকালে আপনি যদি বন গমন না করিতেন, তাহা হইলেও আপনার নিত্য-বশীভূত এই সমস্ত সচিবগণ, জনার্দ্দন, বীর্য্যশালী যুযুধান, সম্প্রহার-কোবিদ বীর্য্যসম্পন্ন পুত্রগণের সহিত কাঞ্চন রথারোহী মৎস্যরাজ বিরাট এবং পূর্ব্বে যাঁহাদিগকে আপনি পরাজিত করিয়াছিলেন সেই সমস্ত ভূপালগণ আপনার পক্ষই অবলম্বন করিতেন; সুতরাং আপনি মহাসহায় সম্পন্ন, বলস্থ, প্রতাপশালী এবং বাসুদেব ও অর্জ্জুন কর্ত্তৃক পুরস্কৃত হইয়া রঙ্গ-মধ্যে প্রধান প্রধান অরাতি গণের সংহার সাধন পূর্ব্বক দুর্য্যোধনের দর্প চূর্ণ করিতে পারিতেন[১৭-১৯]; কিন্তু তখন তাহা না

করিয়া বহু বৎসর অরণ্যে বাস পূর্ব্বক শত্রু বর্গের বলবর্দ্ধন ও স্বকীয় সহায় গণের বল হ্রাস করিয়া এখন কিনিমিত্ত এই হীনাবস্থায় যুদ্ধাভিলাষী হইতেছেন[২০]? হে পাণ্ডব! যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, কি অপ্রাজ্ঞ, কি ধর্ম্মজ্ঞ, উভয় প্রকার লোকেই ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারে এবং প্রজ্ঞাবান্ ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষেরাও যুদ্ধে নিবৃত্ত থাকিয়া ঐশ্বর্য্য হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়[২১]। হে পার্থ! আপনার বুদ্ধি কখন অধর্ম্মে প্রবৃত্তা হয় নাই; ক্রোধের পরতন্ত্র হইয়া আপনি কস্মিন্ কালেও কোন প্রকার পাপাচরণ করেন নাই; তবে কি নিমিত্ত অধুনা এতাদৃশ প্রজ্ঞাবিরুদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অভিলাষী হইতেছেন বলুন[২২]। মহারাজ! অব্যাধি-জনিত স্বভাব-সিদ্ধ ক্রোধ এক প্রকার শিরঃপীড়াকর, যশো-নাশক ও পাপফলোপধায়ক তীব্রতর বিষ স্বরূপ; সে বিষ সজ্জনগণেরই পেয়; অসাধু লোকেরা তাহা পান করিতে পারে না; অতএব আপনি সেই রোষ-বিষ পান করিয়া প্রশান্ত হউন[২৩]। দেখুন, ইচ্ছা পূর্ব্বক কোন্ ব্যক্তি সেই পাপানুবন্ধী ক্রোধের প্রার্থনা করিয়া থাকে? হে পার্থ! আপনার পক্ষে ভোগ অপেক্ষা ক্ষমাই গরীয়সী; যে উপভোগের নিমিত্তে শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপ, শল্য, ভূরিশ্রবা, বিকর্ণ, বিবিংশতি, কর্ণ ও দুর্য্যোধন-প্রভৃতি আত্মীয়গণ নিহত হইবেন, তাহা কদাচ আপনার শ্রেয়স্কর নহে। এই সমস্ত স্বজনগণের নিধন সাধন করিয়া আপনি যে সুখ লাভ করিতে পারিবেন, তাহা কিরূপ হইবে বলুন দেখি[২৪-২৫]? এই সাগরান্তা বসুন্ধরার আধিপত্য লাভ করিয়াও কি জরা মৃত্যু পরিত্যাগ করিতে পারিবেন? কখনই নহে। অতএব হে রাজন্! এইরূপ প্রিয়াপ্রিয় ও সুখদুঃখ বিবেচনা করিয়া যুদ্ধাভিলাষ পরিত্যাগ করুন[২৬]। যদি অমাত্য গণের অভিলাষ

হেতুক এই অযুক্তকর্ম্ম করিতে অভিলাষ করিয়া থাকেন, তবে তাঁহাদিগের উপরেই ইহার ভার সমর্পণ করিয়া স্বয়ং অপসৃত হউন; চিরকাল স্বর্গ মার্গের অনুবর্ত্তী থাকিয়া, এখন তাহা হইতে পরিভ্রষ্ট হইবেন না[১]।

সঞ্জয়বাক্যে সপ্তবিংশ তিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশতি তমঅধ্যায় প্রারম্ভ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সঞ্জয়! তুমি যাহা বলিতেছ, সে কথা যথার্থ বটে; ধর্ম্মই যে সর্ব্ব কর্ম্মের শ্রেষ্ঠ তাহাতে আর সংশয় মাত্র নাই, কিন্তু আমি ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছি কি অধর্ম্মাচরণ করিতেছি, তাহা বিশেষ রূপে পরিজ্ঞাত হইয়া তুমি আমাকে নিন্দা কর[১]। যে মনুষ্যেতে অধর্ম্ম ধর্ম্মরূপ-সমস্ত ধারণ করে এবং সম্পূর্ণ ধর্ম্মও অধর্ম্ম-রূপে দৃশ্যমান হন অথবা স্বকীয় যথার্থ স্বরূপে প্রকাশ পান, প্রাজ্ঞব্যক্তিরা প্রজ্ঞাবলে তাঁহারে সম্যক্‌রূপে নিরীক্ষণ করিতে পারেন[২]। হে সঞ্জয়! নিত্যকালবর্ত্তী প্রকৃত ধর্ম্মাধর্ম্ম মনুষ্যের আপদ্ কালেও এইরূপ লক্ষণ ভজনা করিয়া থাকে; যাহার আদ্য লক্ষণ, অর্থাৎ অধর্ম্মের ধর্ম্মরূপ ধারণ দৃষ্টিগোচর হয়, সেই আপদ্ধর্ম্মকেই তাহার প্রমাণ বলিয়া জান[৩]। হে সঞ্জয়! প্রকৃতি, অর্থাৎ স্বধর্ম্মানুযায়িনী জীবিকা, বিলুপ্তা হইলে মনুষ্য শ্রীভ্রষ্ট ও বিপন্ন হইয়া পড়ে; সুতরাং তৎকালে যে কোন উপায়-দ্বারা তাহার কার্য্য নিষ্পত্তি হয়, সে তাহাই অবলম্বন করিতে পারে; এমন কি অত্যন্ত আপদকাল উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণেতর বর্ণত্রয় কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ ধর্ম্মও অনুষ্ঠান করিবে; কিন্তু যে ব্যক্তি প্রকৃতিস্থ অর্থাৎ নিরাপদ থাকিয়াও আপদ্ধর্ম্মানুযায়ী কর্ম্ম করে,

অথবা যে ব্যক্তি আপন্ন হইয়াও সম্পান্নধর্ম্মের অনুসারী হয় তাহারা অবশ্যই নিন্দনীয় হইয়া থাকে[৪]। বিধাতা যখন স্বধর্ম্মের অবিলোপাকাঙ্ক্ষী বৈদিক ধর্ম্মানুসারী ব্যক্তিগণের আপৎকালীন দুষ্কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন, তখন আপৎকালে বিধর্ম্মাবলম্বন বিধি সিদ্ধ হইয়াছে; অতএব হে সঞ্জয়! আপদ্বর্জ্জিত কর্ম্মস্থ ব্যক্তিদিগকে যদি বিকর্ম্মস্থ হইতে দর্শন কর, তবে তাহাদিগকেই নিন্দা কর; নতুবা যাহারা বিপন্ন হইয়া তৎকাল—বিহিত কোন প্রকার অধর্ম্মকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদিগের প্রতি দোষারোপ করা তোমার উচিত নহে[৫]। দেখ, মনীষিগণের সত্ত্বাবচ্ছেদ, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান অন্বেষণ নিমিত্তে সজ্জনগণ সমীপে ভিক্ষা করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করা শাস্ত্রসম্মত; কিন্তু ক্ষত্রিয় হইয়া যাহারা সন্ন্যাস অবলম্বন-পূর্ব্বক বেদবিহিত যজ্ঞদানাদি ধর্ম্মানুষ্ঠানে বিরত থাকে, তাহাদিগের হইতে সকল বৃত্তিরই উচ্ছেদ হয়, সন্দেহ নাই[৬]। আমাদিগের পিতৃপিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষগণ, অন্যান্য যজ্ঞান্বেষী এবং কর্ম্মত্যাগী সমুদায় মহাত্মাগণেরা পূর্ব্বোক্ত যে পথ অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন; আমিও আস্তিক সুতরাং তদ্ভিন্ন অন্য পথ স্বীকার করিতে পারি না[৭]। হে সঞ্জয়! এই পৃথিবীতে অমরগণেরও প্রার্থনীয় যে কিছু অর্থ-সম্পত্তি, কিম্বা দেবগণের উপরেও যে প্রাজাপত্য অধিকার, কি স্বর্গ, কি ব্রহ্মলোক, অধর্ম্মদ্বারা আমি কিছুই কামনা করি না[৮]। তথাপি যদি নিতান্তই আমার অধর্ম্ম-প্রবৃত্তি বোধ কর, তবে, যিনি অসামান্য বিজ্ঞান-প্রভাবে বহুবিধ মহাবল রাজন্যগণকেও অনুশাসন করেন, সেই সর্ব্বধর্ম্মের নিয়ন্তা, কার্য্যকুশল, নীতিমান্, ব্রাহ্মণ-গণের উপাসিতা, মনীষী কৃষ্ণ এই বিদ্যমান রহিয়াছেন, ইঁহাকেই এবিষয়ের মধ্যস্থ কর[৯]। সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে আমি স্বধর্ম্ম পরিহার করি, কি

সন্ন্যাস অবলম্বন করিলেই অনিন্দনীয় হই, মহাযশা কেশবই তাহা ব্যক্ত করুন, কেন না বাসুদেব কুরু ও পাণ্ডব উভয় পক্ষেরই হিতকামী[১০]। এই শিনিবংশধর সাত্যকি, এই, চেদি, অন্ধক, বাষ্ণেয়, ভোজ, কুকুর ও সৃঞ্জয় গণ সকলেই বাসুদেবের বুদ্ধির উপাসনা করিয়া শত্রুগণ দলন পূর্ব্বক সুহৃদ্বর্গের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছেন[১১]। কৃষ্ণের পরামর্শানুসারে পরিচালিত হইয়াই বৃষ্ণি, অন্ধক ও উগ্রসেন প্রভৃতি সকলে ইন্দ্রতুল্য প্রতাপশালী হইয়াছেন এবং মহাবল-সম্পন্ন, মনস্বী ও সত্যপরায়ণ যাবতীয় যদবগণ অনুত্তম ভোগ সুখ অনুভব করিতেছেন[১২]। কাশীবাসী বভ্রু ও এই মহাপ্রভাব কৃষ্ণকে ভ্রাতৃরূপে প্রাপ্ত হইয়া মহতী সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছেন। গ্রীষ্মাবসানে জলদজাল যেমন প্রজাদিগের সুখোদ্দেশে নিরন্তর বারি বর্ষণ করে, তদ্রূপ বাসুদেব ঐ বভ্রুকে ভূরি ভূরি অভিলষিত বস্তু প্রদান করিতেছেন[১৩]। হে তাত কেশব ঈদৃশ মহীয়ান্ পুরুষ; অতএব তুমি ইঁহারে কর্ম্মের নিশ্চয়জ্ঞ বলিয়া অবধারণ কর। কৃষ্ণ আমাদিগের যেমন প্রিয়পাত্র, সেই রূপ সাধু বলিয়াও অভিমত, সুতরাং আমি কেশবের বচন অতিক্রম করিতে পারি না[১৪]।

যুধিষ্ঠির-বাক্যে অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

একোন ত্রিংশত্তমোঽধ্যায় প্রারম্ভ।

বাসুদেব কহিলেন, হে সূত সঞ্জয়! আমি এই পাণ্ডবগণের যেমন অবিনাশ, কল্যাণ ও প্রিয় অভিলাষ করি, সেইরূপ বহুপুত্রশালী রাজা ধৃতরাষ্ট্রেরও সমৃদ্ধি আশংসা করি[১]। হে সঞ্জয়! তোমরা সমর-প্রবৃত্তি পরিহার পূর্ব্বক শান্তি মার্গ অবলম্বন কর'

এতদ্ব্যতীত তাঁহাদিগকে আর কোন পরামর্শ প্রদান করি না। অন্যান্য পাণ্ডবগণ সমক্ষে রাজা যুধিষ্ঠিরের মুখেও অনেকবার সন্ধি সংস্থাপনের কথা শ্রবণ করিয়াছি এবং পাণ্ডবদিগেরও ইহা সম্যক প্রয়োজনীয় বোধ করিতেছি[২]। কিন্তু হে সঞ্জয়! রাজ্যের নিমিত্তে শান্তি হওয়া যে নিতান্ত সুদুষ্কর, তাহা যুধিষ্ঠির সম্যক্রূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণের সহিত যাহাতে নিরতিশয় লুব্ধ রহিয়াছেন তদ্বিষয়ে ইহাদিগের ঘোরতর কলহ ঘটিবার আর অসম্ভ বনা কি[৩]? হে সঞ্জয়! তুমি আমা হইতে কি যুধিষ্ঠির হইতে কখন ধর্ম্মের ব্যতিক্রম দৃষ্টি কর নাই, ইহা অবগত হইয়াও তবে কি নিমিত্তে এক্ষণে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইবার আশঙ্কা করিতেছ? ইনি স্বকর্ম্ম সাধনার্থে উৎসাহী হইতেছেন[৪] এবং প্রাসঙ্গি ও শাস্ত্র অনুসারে পূর্ব্বের ন্যায় কুটুম্ব ভরণের অভিলাষ করিতেছেন এই নিমিত্তই কি তুমি ইহাকে সর্ব্বত্যাগী হইতে পরামর্শ প্রদান করিতেছ? ফলত ধর্ম্মের বিধি যথাবৎ বর্ত্তমান থাকিলেও ইহাতে ব্রাহ্মণ দিগের নানা প্রকার মতভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে[৫]। কেহ কেহ বলেন, কর্ম্ম দ্বারা পরলোকে সিদ্ধি লাভ হয়; আবার কোন কোন পণ্ডিতেরা নির্দ্দেশ করেন যে, কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুদ্ধ বিজ্ঞান দ্বারা সিদ্ধি হয়; কিন্তু যেমন ভোজন না করিলে তৃপ্তি লাভ হয় না, তদ্রূপ কর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া কেবল বেদজ্ঞ হইলে ব্রাহ্মণ গণের কদাচ মোক্ষ লাভ হয় না, ইহা শাস্ত্রে বিদিত আছে[৬]। যে সকল বিদ্যা ইহলোকে কর্ম্ম সাধিকা হয় তাহাদিগেরই ফল আছে, তদ্ভিন্ন যাহাতে কোন কর্ম্মানুষ্ঠানের বিধি নাই, সে বিদ্যা নিতান্ত নিষ্ফল। যেমন তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তির জলপান করিবা মাত্র তৃষ্ণাশান্তি হয়, তদ্রূপ কর্ম্মের ফল যে প্রত্যক্ষ, তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই[৭]। ফলত শাস্ত্রে কর্ম্মের সঙ্গে মিলিত

হইয়াই জ্ঞানের বিধি বিহিত হইয়াছে; অতএব হে সঞ্জয়। সেই সিদ্ধি বিষয়ে কর্ম্মের সাধনতা বিদ্যমান আছে; তাহাতে যে ব্যক্তি কর্ম্মের প্রতি অনাদর করিয়া শুদ্ধ বিজ্ঞান মাত্রেরই প্রশংসা করেন, তাঁহার কেবল বৃথা বাগাড়ম্বর মাত্র প্রকাশ পায়; কেননা তিনি স্বমত-রক্ষার্থে যে কোন প্রমাণ প্রদর্শন করেন, তাহা বলবৎ হইতে পারে না[৮]। দেখ, পরলোকে যে সমস্ত সুরগণ বিরাজ করিতেছেন, কেবল কর্ম্ম দ্বারাই তাঁহারা তাদৃশ উচ্চ-পদলাভের অধিকারী হইয়াছেন; কর্ম্ম দ্বারাই ইহলোকে সমীরণ সতত সঞ্চরণ করিতেছেন; ভুবনোল্লাসী ভাস্কর কর্ম্ম দ্বারাই দিন-যামিনীর বিধান করত নিরালস্য হইয়া নিত্যকাল প্রকাশমান হইতেছেন[৯]; সুধাকর সুধাংশুও অতন্দ্রিত হইয়া কর্ম্মযোগে মাস পক্ষ ও নক্ষত্র যোগ প্রাপ্ত হইতেছেন; সমিধ্যমান হুতাশন প্রজাপুঞ্জের উদ্দেশে কর্ম্ম নিষ্পাদন করত অবিশ্রান্ত প্রজ্বলিত হইতেছেন[১০]; বিশ্বম্ভরা বসুন্ধরাদেবী আলস্য-শূন্যা হইয়া অতিমাত্র বল-সহকারে এই সুদুর্ব্বহ মহাভার বহন করিতেছেন; তরঙ্গিনী সকল সর্ব্বভূতের তৃপ্তি সম্পাদন করত দ্রুতবেগে প্রতিক্ষণ বারি বহন করিতেছে[১১]; এবং অমিত বলশালী দেবরাজ ইন্দ্র নিরালস্য হইয়া দশদিক্ ও নভোমণ্ডল নিনাদিত করত অজস্র বারি রাশি বর্ষণ করিতেছেন। দেবগণ-মধ্যে প্রাধান্য ইচ্ছা করিয়াই ইন্দ্র মানসিক সুখ ও প্রিয়বস্তু সমুদায় পরিহার পূর্ব্বক অপ্রমত্তচিত্তে ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং সেই পুণ্য কর্ম্ম ফলে তাহা প্রাপ্তও হইয়াছেন সর্ব্বথা অপ্রমত্ত হইয়া সত্য ও ধর্ম্মের প্রতিপালন এবং দম, তিতিক্ষা, সমতা ও প্রিয়কার্য্য, এই সকলের যথাবৎ উপসেবন করাতেই সেই ইন্দ্র সর্ব্ব-প্রধান সুর রাজ্য লাভ করিয়াছেন। সংশিতাত্মা সুরগুরু বৃহস্পতিও সুখ-বিসর্জ্জন ও ইন্দ্রিয়-নিরোধ

পূর্ব্বক সমাহিত হইয়া যথাবিধি ব্রহ্মচর্য্য করিয়াছিলেন, তাহা-তেই যাবতীয় অমরগণের অগ্রমান্য গৌরব-ভাজন হইয়াছেন। হে সূত! কেবল কর্ম্ম প্রভাবে এই নক্ষত্র-পুঞ্জ, রুদ্র-বৃন্দ, আদিত্য-নিচয়, বিশ্বদেব-বর্গ, বাসব, যমরাজ, কুবের, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও অপ্সরোগণ, সকলেই পরলোকে বিরাজ করিতেছেন। তদ্ভিন্ন যে সমস্ত ঋষিগণ তাঁহারাও কেবল ব্রহ্মবিদ্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান প্রভাবেই তথায় অতুল্য প্রভায় উদ্ভাস মান হইতে-ছেন[১২.১৬]। অতএব হে সঞ্জয়! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যাদি সর্ব্ব-লোকের এইরূপ ধর্ম্ম তত্ত্ব অবগত হইয়া জ্ঞানিগণ মধ্যে বিশিষ্ট জ্ঞানবান্ হইয়াও তুমি কৌরবগণের হিতার্থে পাণ্ডবদি-গের ধর্ম্ম সংকোচ করিতে প্রয়াসপাইতেছ কেন[১৭]? এই যুধি-ষ্ঠিরের বেদ সমুদায়ে ও অশ্বমেধ রাজসূয়াদি কর্ম্মকাণ্ডে নিত্য সংযোগ রহিয়াছে এবং তুরঙ্গ মাতঙ্গ সতাঙ্গ প্রভৃতি যানারোহণ, বর্ম্ম-পরিধান, ধনুর্দ্ধারণ ও অস্ত্র শস্ত্র পরিচালনেও নৈপুণ্যও আছে, ইহা তুমি নিশ্চয় অবধারণ কর[১৮]; তথাপি সংসার যাত্রা-নির্ব্বাহ-নিমিত্তে পাণ্ডবেরা কৌরবদিগের বধ ভিন্ন যদি রাজ্যলা-ভের অন্য কোন উপায় প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে ভীমসেনকে কথঞ্চিৎ অহিংসা রূপ আর্য্যবৃত্তির বশম্বদ করিয়া ইহঁাদিগের ধর্ম্ম রক্ষার অনুকূল পুণ্য কর্ম্মই করা হয়[১৯]। নতুবা পিতৃ পিতামহাদি পূর্ব্ব পুরুষগণের আচরিত শৌর্য্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া ইহঁারা যথাশক্তি স্বীয় কর্ম্ম প্রতিপালন করত দৈব-ক্রমে যদি কৃতান্ত-কবলে নিক্ষিপ্ত হন, তবে কাপুরুষোচিত ব্যবহার করা অপেক্ষা তাদৃশ নিধনও ইহঁাদিগের প্রশস্ত হইতে পারে[২০]।

হে সঞ্জয়! তুমি যদি নিতান্তই শান্তিকে গরীয়সী মনে কর, তবে যুদ্ধে রাজন্যগণের ধর্ম্মানুষ্ঠান আছে, কি অযুদ্ধ পক্ষে

ধর্ম্মানুষ্ঠান আছে, তাহা বিবেচনা করিয়া বল, তোমার সেই বাক্যটিই আমি শ্রবণ করি[২১]। হে সঞ্জয়! তুমি প্রথমত চাতুর্ব্ব-র্ণের বিভাগ ও স্বীয় কর্ম্ম পর্য্যালোচনা করিয়া পশ্চাৎ পাণ্ডবদি-গের স্বকর্ম্ম কি, তাহাও নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখ, তাহার পর প্রশংসা কি নিন্দা, তোমার যাহা অভিপ্রেত হয় তাহাই কর[২২]।

ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজ্য যাজন, প্রধান প্রধান তীর্থ দর্শন, সৎপাত্রে দান ও সৎপাত্র হইতে প্রতিগ্রহ, এই সকল কর্ম্ম করিবেন[২৩]। ক্ষত্রিয় অপ্রমত্ত হইয়া ধর্ম্মতঃ প্রজা পালন, যজন, দান, সকল বেদাধ্যয়ন, দারপরিগ্রহ ও বহুল পুণ্য সঞ্চয় করত গৃহাশ্রমে বাস করিবেন[২৪], এইরূপ করিলেই তিনি ধর্ম্মাত্মা বলিয়া পরিগণিত হন এবং পবিত্র ধর্ম্মের অধ্যয়ন করিয়া যদৃচ্ছা ক্রমে ব্রহ্মলোকে গমন করেন। বৈশ্য পশুপালন, কৃষি ও বাণিজ্য দ্বারা অর্থের উপার্জ্জন ও অপ্রমত্ত ভাবে তাহার সংরক্ষণ, অধ্যয়ন এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় গণের প্রিয়কার্য্য সম্পা-দন করত ধর্ম্মশীল ও পুণ্যকারী হইয়া গৃহাশ্রমী হইবেন। শূদ্র, সম্পত্তির নিমিত্তে নিরালস্য ও নিত্য-উদ্যমশীল হইয়া, দ্বিজাতিগণের বন্দন ও পরিচর্য্যা কার্য্যেই নিযোজিত হইবেক, বেদাধ্যয়ন কি যজ্ঞানুষ্ঠান করিবেক না, কেন না পুরাতন শূদ্র-ধর্ম্মানুসারে উক্ত উভয় বিধকার্য্যই তাহার পক্ষে প্রতিষিদ্ধ হই-য়াছে[২৫-২৬]. রাজা অপ্রমত্তচিত্তে এই সমস্ত বর্ণ প্রতিপালন পূর্ব্বক স্ব স্ব ধর্ম্মে নিযোগ করিবেন, অধর্ম্মানুগত কামনা-সকলের অনু-রোধে কদাপি স্বেচ্ছাচারী ও প্রজাগণের প্রতি অসমদর্শী হইবেন না[২৭]। যদি রাজা অপেক্ষা অধিকতর অভিজ্ঞান ও সর্ব্ব ধর্ম্ম-সম্পন্ন কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বিদ্যমান থাকেন, তবে সেই ব্যক্তিকে

তিনি, প্রজাগণ-মধ্যে কোন অসাধু ব্যক্তি তাঁহার ঐশ্বর্য্যের প্রতি লোভাসক্ত হয় কি না' ইহা পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্তে অনুশাসন করিবেন[২৮]। ক্রূরমতি পাপাত্মা মনুষ্য বিধি-বৈগুণ্য-প্রযুক্ত বলাশ্রয় করিয়া যখন পরের সম্পত্তিতে লোভ করিতে পারে, সেই নিমিত্ত রাজন্যগণ মধ্যে এই যুদ্ধ সৃষ্টি হইয়াছে এবং যুদ্ধের নিমিত্তই বর্ম্ম, শস্ত্র ও শরাশনের উৎপত্তি হইয়াছে[২৯]। সুরপতি শতক্রতু দস্যুসংহারার্থে সমরের ও তৎসাধনভূত বর্ম্ম, শস্ত্র ও শরাসনের সৃষ্টি করিয়াছেন[৩০]; অতএব হে সঞ্জয়। সংগ্রামে দস্যুবধ-দ্বারা কেবল পুণ্যই লব্ধ হইয়া থকে, অধর্ম্মজ্ঞ কৌরবেরা ধর্ম্মের মর্ম্মাববোধে অসমর্থ হইয়া কপট দ্যূতক্রীড়ায় সেই তীব্ররূপ দস্যু-দোষের সম্পূর্ণ প্রাদুর্ভাব করিয়াছে[৩১]। সপুত্র রাজা ধৃতরাষ্ট্র অকস্মাৎ পাণ্ডবগণের ধর্ম্মানুগত পৈতৃক-রাজ্য অপহরণ করত পুরাতন রাজধর্ম্ম অবলোকনে অন্ধ হইতেছেন এবং অপরাপর কৌরবেরাও সকলেই তাঁহার অনুবর্ত্তী হইতেছে[৩২]। হে সঞ্জয়! চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক যে ব্যক্তি অদৃশ্য হইয়া পরধন হরণ করে, অথবা যে দুরাত্মা প্রকাশ্য-রূপেই বল-পূর্ব্বক তাহা লুণ্ঠিত করিয়া লয়, তাদৃশ উভয় প্রকার দস্যুই যে নিন্দনীয় তাহাতে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই; এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, দুর্য্যোধনের সেই দস্যুবৃত্তির কি কিছু অন্যথা-ভাব আছে[৩৩]? তিনি লোভপরতন্ত্র ও ক্রোধবশানুগামী হইয়া আপন ইচ্ছানুসারে ইহাকেই ধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করিতেছেন। যাহা হউক, পাণ্ডবগণের যে ন্যায্য অংশ তাহা এক্ষণে নিঃসন্দেহ প্রাপ্য হইয়াছে; অতএব কিনিমিত্ত আমাদিগের শত্রুরা তাহা গ্রহণ করিবে[৩৪]। এই অবশ্য-প্রাপ্য অংশের নিমিত্তে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া আমাদিগকে যদি কালগ্রাসে পতিত হইতে হয়, তাহাও শ্লাঘ্য; পররাজ্য

অপেক্ষা ইহঁাদিগের আপন পৈতৃক-রাজ্য যে শ্রেষ্ঠ তাহাতে আর সন্দেহ কি[৩৫]? হে সঞ্জয়! মন্দমতি যে সমস্ত মূঢ় নরপতি মৃত্যুর বশতাপন্ন হইয়া দুর্য্যোধন-কর্ত্তৃক সমানীত হইয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে তুমি কৌরবদিগকে এই সকল প্রাচীন ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিবে। কৌরবদিগের ব্যবহার দেখ, পাণ্ডবগণের প্রেয়সী মহিষী শীলবৃত্ত শালিনী যশস্বিনী দ্রুপদনন্দিনী স্ত্রীধর্ম্মিণী হইয়া অন্তঃপুরে নিরুদ্ধা থাকিলেও যখন সভায় গমন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তখন ভীষ্ম-প্রভৃতি কৌরবগণ তাঁহারে উপেক্ষা করিয়াছিলেন; তাঁহাদের এ কর্ম্মও অতিশয় পাপময়[৩৬.৩৭]। তৎকালে আবালবৃদ্ধ সমস্ত কৌরবেরা মিলিত হইয়া যদি তাঁহার সভাগমন নিবারণ করিত, তাহা হইলে আমার প্রিয়কার্য্য করা হইত এবং তাঁহার পুত্রগণেরও সুকৃত হইত[৩৮]। দুঃশাসন ক্রমের বৈপরীত্যে কৃষ্ণারে সভা-মধ্যে শ্বশুরগণ-সন্নিধানে আনয়ন করিয়াছিল! তথায় নীতা হইয়া তিনি যখন সকরুণনয়নে সকলের মুখাবেক্ষা করিয়া থাকিলেন, তখন একমাত্র বিদুর ব্যতীত আর কাহারও সহায়তা প্রাপ্তহইলেন না[৩৯]। সভাসমবেত রাজন্যগণ দীনতা-প্রযুক্তই তদ্বিষয়ে কিছু প্রত্যুত্তর করিতে পারেন নাই, কেবল ক্ষত্তাই একাকী ধর্ম্মবুদ্ধি-সহকারে ধর্ম্মানুগত অর্থযুক্ত বাক্যের প্রসঙ্গ করত সেই অল্পবুদ্ধি দুঃশাসনকে প্রত্যুত্তর করিয়াছিলেন[৪০]। হে সঞ্জয়! তুমি সভা-স্থলে এই ধর্ম্মের মর্ম্মবোধ না করিয়া এখন যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্মোপদেশ করিতে অভিলাষ করিতেছ? সভামধ্যে উপনীতা হইয়া কৃষ্ণাই সেই সুদুষ্কর পরিশুদ্ধ কর্ম্ম করিয়াছিলেন যদ্দ্বারা সাগর-প্রবাহ হইতে তরণির ন্যায়, আপনাকে ও পাণ্ডবদিগকে ঘোরতর কষ্ট হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। তিনি শ্বশুরগণ-সন্নিধানে

সভাস্থিতা হইলে সূতপুত্র কর্ণ তাঁহারে বলিয়াছিল “হে যাজ্ঞসেনি! তোমার আর অন্য গতি নাই, এক্ষণে দুর্যোধন ভবনে দাসীভাব অবলম্বন কর। হে ভাবিনি! তোমার পতিগণ পরাজিত হইয়াছেন; তাঁহারা আর তোমার ভর্ত্তা নহেন, তুমি এক্ষণে অন্য পতিরে বরণ কর[৪২-৪৩]।” কর্ণের সেই তীব্রতেজোযুক্ত মর্ম্মঘ তীক্ষ্ণদারুণ বাক্যময় বাণ, যাহা অর্জ্জুনের হৃদয়ে অস্থিভেদ করত প্রোথিত হইয়াছিল, অদ্যাপি তাঁহার হৃদয়মধ্যে সেইরূপ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে[৪৪]। যখন পাণ্ডবগণ বনে গমন করিবার নিমিত্ত কৃষ্ণাজিন পরিধানের উপক্রম করেন; তখন দুঃশাসন ইহাঁদিগকে লক্ষ্য করিয়া বহুতর কটূক্তি করত কহিয়াছিল” ইহারা সকলে নিষ্ফল তিলের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া দীর্ঘকালের নিমিত্ত নরকালয়ে গমন করিল[৪৫]।” অপিচ দ্যূতক্রীড়া-সময়ে গান্ধাররাজ শকুনি ধূর্ত্ততা-পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে কহিয়াছিল,” কনিষ্ঠ ভ্রাতাও যখন পরাজিত হইল তখন আর তোমার কি আছে, এখন কৃষ্টাকেই পণ রাখিয়া ক্রীড়া কর[৪৬]।” হে সঞ্জয়! দ্যূতকালে এইরূপ যে সমস্ত বিগর্হিত বাক্য উক্ত হইয়াছিল, সকলই তোমার বিদিত আছে, পরন্তু এই বিপদ্যুক্ত কার্য্যের সমাধান নিমিত্ত আমি স্বয়ং তথায় গমন করিতে অভিলাষ করিতেছি[৪৭]। যদি পাণ্ডবগণের কার্য্য-হানি না করিয়া কৌরবদিগের শান্তি সংস্থাপন করিতে পারি, তাহা হইলে আমারও মহাফলজনক পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয় এবং কৌরবেরাও মৃত্যুপাশ হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন[৪৮]। কুরুগণ-সমক্ষে উপস্থিত হইলে তাঁহারা যদি আমার যথাযোগ্য পূজা করেণ এবং হিংসা-পরিবর্জ্জিত অর্থযুক্ত ধর্ম্মানুগত পণ্ডিতোচিত নীতি-বাক্যের প্রসঙ্গ করিলে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা যদি সম্যক্‌রূপ আস্থা-সহকারে তাহা পর্য্যালোচন করেন,

তবেই মঙ্গল, নতুবা ইহার অন্যথা হইলে, মহারথী ধনঞ্জয় ও সমর-সন্নদ্ধ ভীমসেন তাঁহাদিগকে যে পরাসিক্ত, অর্থাৎ যুদ্ধ-যজ্ঞে প্রোক্ষিত করিবেন তাহা তুমি ধ্রুব জ্ঞান করিয়া রাখ; স্বকীয় পাপকর্ম্ম দ্বারা তাঁহারা আপনারাই দগ্ধ হইতে থাকিবেন[৩-৫০]। পাণ্ডব গণ পাশক্রীড়ায় পরাজিত হইলে দুর্য্যোধন তাঁহাদিগকে যে সমস্ত মর্ম্মচ্ছেদী নিস্নেহ বাক্যের উক্তি করিয়াছিলেন, ভীমসেন অপ্রমত্ত হইয়াগদা ধারণ করত যথাকালে তাঁহারে নিশ্চয়ই তৎসমুদায় স্মরণ করাইবেন[৫১]।

হে সঞ্জয়! সুযোধন একটা মন্যুময়, অর্থাৎ ক্রোধ দ্বেষ ঈর্ষা অসূয়া-প্রভৃতি নিকৃষ্ট-বৃত্তিময় মহাবৃক্ষস্বরূপ হইয়াছেন; কর্ণ ঐ বৃক্ষের স্কন্ধ; শকুনি শাখা; দুঃশাসন সমৃদ্ধিযুক্ত পুষ্প ও ফল; এবং অমনীষা অর্থাৎ মনোনিগ্রহে অসমর্থ রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাহার মূল[৫২]। আর যুধিষ্ঠির একটি ধর্ম্মময় মহাবৃক্ষ-স্বরূপ হইয়াছেন; অর্জ্জুন এই বৃক্ষের স্কন্ধ; ভীমসেন শাখা; নকুল সহদেব সমৃদ্ধ পুষ্প ফল; এবং আমি, বেদ ও ব্রাহ্মণগণ ইহার মূল। রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণের সহিত একটি বন-স্বরূপ আর পাণ্ডুপুত্রেরা তাহাতে ব্যাঘ্র-স্বরূপ হইয়াছেন[৫৩]। ব্যাঘ্রযুক্ত বনকে ছেদন করিও না এবং ব্যাঘ্রেরাও যেন বন হইতে পরিভ্রষ্ট না হয়[৫৪]। বনভ্রষ্ট হইলে ব্যাঘ্র নিহত হয় এবং ব্যাঘ্রশূন্য হইলে বনও ছিন্ন হয়; অতএব ব্যাঘ্র বন রক্ষা করিবেক এবং বনও ব্যাঘ্রকে পালন করিবেক[৫৫]। হে সঞ্জয়! ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা লতা-স্বরূপ, আর পাণ্ডবগণ শাল বৃক্ষ-স্বরূপ হইয়াছে; মহাবৃক্ষকে আশ্রয় না করিলে লতা সকল কদাচ পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে না[৫৬]। এই অরিন্দম পৃথা-পুত্রেরা শুশ্রূষা করিতে প্রস্তুত আছেন এবং যুদ্ধ কারতেও প্রস্তুত রাহয়াছেন, এক্ষণে নরাধিপ ধৃতরাষ্ট্রের যাহা

কর্ত্তব্য; তাহারই অনুষ্ঠান করুন[৫৭]। হে বিদ্বন্! ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা পাণ্ডবগণ সমৃদ্ধ সমর কার্য্যে সুনিপুণ হইয়াও যে শান্তি স্থাপনে প্রস্তুত আছেন, ইহা কৌরবগণ-সমীপে তুমি যথাবৎ বর্ণন করিবে[৫৮]।

কৃষ্ণবাক্যে ঊনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে নরেন্দ্র-প্রবর যুধিষ্ঠির! আপনার কল্যাণ হউক, আমি আপনারে আমন্ত্রণ করিয়া প্রস্থান করি। হে পাণ্ডব! আমার মনের আবেগ বশত বাক্য দ্বারা কোন অনিষ্ট প্রসঙ্গের উচ্চারণ করা হয় নাই ত[১]? আমি জনার্দ্দন, ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, সাত্যকি ও চেকিতান, সকলকেই আমন্ত্রণ পূর্ব্বক গমন করিতেছি; হে নরপালগণ! আপনাদিগের সর্ব্বথা সুখ ও মঙ্গল লাভ হউক, আপনারা আমাকে সৌম্যনয়নে নিরীক্ষণ করুন[২]।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি, এক্ষণে যথাসুখে গমন কর; হে বিদ্বন্! তুমি কদাপি আমাদিগের অপ্রিয় বিষয় স্মরণ করিও না; কৌরবেরা ও আমরা সকলেই তোমাকে শুদ্ধাত্মা ও মধ্যস্থ সভাসদ বলিয়া জানি[৩]। হে সঞ্জয়! তুমি আপ্ত দূত, আমার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র, কল্যাণভাষী, শীলবান্ ও দূরদর্শী। তুমি মতিভ্রমেও কখন বিমুগ্ধ হও না এবং কেহ দুর্ব্বাক্য বলিলেও ক্রোধ কর না[৪]। হে সূত! আমরা বিলক্ষণ জানি, তোমার আস্য হইতে মর্ম্মঘাতী, রুক্ষ, অশ্রবণীয় ও নিরর্থক কটু-বাক্য কদাপি নির্গত হয় না; তুমি ধর্ম্মসম্মত, অর্থযুক্ত ও অহিংস্র

বাক্যই ব্যবহার করিয়া থাক[৫]। পূর্ব্বে তুমি পুনঃ পুনঃ আমাদিগের নেত্রগোচর হইয়াছ, বিশেষত তুমি ধনঞ্জয়ের প্রাণতুল্য সখা, অতএব তুমিই আমাদিগের প্রিয়তম দূত;—অথবা বিদুর যদি দ্বিতীয় দূত হইয়া এখানে আগমন করেন, তবে তিনিও তোমার ন্যায় প্রিয়তম দূত বলিয়া গণ্য হইতে পারেন[৬]। হে সঞ্জয়! সম্প্রতি তুমি এস্থান হইতে সত্বর প্রস্থান করিয়া বিশুদ্ধ-বীর্য্য, ব্রহ্মচর্য্যাধ্যয়ন সম্পন্ন, সৎকুল-সম্ভূত, স্বধর্ম্মোপপন্ন, উপাসনার্হ ব্রাহ্মণগণ উপাসনা করিবে[৭]। আর আমার বাক্যে স্বাধ্যায়ী; ভিক্ষু, বনবাসে নিত্য তপস্বী যে সমস্ত ব্রাহ্মণগণ ও বৃদ্ধবৃন্দকে অভিবাদন এবং অন্যান্য লোকদিগকেও কুশল জিজ্ঞাসা করিবে[৮]। হে সূত! মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের যিনি পুরোহিত এবং যে সকল আচার্য্য ও ঋত্বিক্‌গণ আছেন, যথাযোগ্য কুশল প্রশ্ন-সহকারে তাঁহাদিগের সকলের সঙ্গেই সঙ্গত হইবে[৯]। হে তাত! মনস্বী ও শীল-বল-সম্পন্ন যে সমস্ত বৃদ্ধবর্গ বেদাধ্যয়ন-বিরহিত হইয়াও যথাশক্তি ধর্ম্মাংশের আচরণ করত অবস্থান করেন এবং আমাদিগের অভ্যুদয় আশংসা ও অনুস্মরণ করেন, তাঁহাদিগকে অগ্রে আমার কুশল-বার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিয়া পশ্চাৎ তাঁহাদিগের অনাময় জিজ্ঞাসা করিবে। অপিচ যাহারা রাজ্যমধ্যে বাণিজ্যাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে এবং যাহারা প্রজাপালন-যোগ্য স্থানাধিকারী হইয়া রাষ্ট্রমধ্যে বসতি করিতেছে, তাহাদিগকেও ঐরূপ অনাময় বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিবে[১০.১১]। হে সঞ্জয়! যিনি বেদাধ্যয়ন-কামনায় ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং অস্ত্রকে পুনর্ব্বার চতুষ্পাদ, অর্থাৎ মন্ত্র উপচার প্রয়োগ ও সংহার-রূপ সম্পূর্ণ মাত্রায় অবস্থাপিত করিয়াছেন, সেই নয়ানুগামী, বচনে-স্থিত, সুপ্রসন্ন, অভীষ্ট দ্রোণাচার্য্যকে অভিবাদন করি-

বে[১২]। যিনি পিতার ন্যায় ব্রহ্মচর্য্য-সম্পন্ন ও অধীত-বিদ্য হইয়া অস্ত্রকে পুনরায় চতুষ্পাদ করিয়াছেন, সেই গন্ধর্ব্ব-পুত্রতুল্য তেজস্বী অশ্বত্থামাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিবে[১৩]। হে সঞ্জয়! আত্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ মহারথ কৃপাচার্য্যের ভবনে গমন করিয়া তুমি পুনঃপুন আমার নাম কীর্ত্তন করত পাণি-দ্বারা তাঁহার পাদদ্বয় স্পর্শ করিবে[১৪]। যাঁহাতে শৌর্য্য, দয়া, তপস্যা, প্রজ্ঞা, শীল, শাস্ত্রজ্ঞান, সত্ত্ব ও সহিষ্ণুতা নিত্য প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেই কুরুসত্তম ভীষ্মদেবের চরণ-যুগল গ্রহণ করিয়া আমার বৃত্তান্ত নিবেদন করিবে[১৫]। হে সঞ্জয়! যিনি কুরুবংশের প্রণেতা বহুল-শাস্ত্রজ্ঞ, বৃদ্ধসেবী ও মনীষী; সেই প্রজ্ঞাচক্ষু বৃদ্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে অভিবাদন-পূর্ব্বক আমার অনাময় সংবাদ প্রদান করিবে[১৬]। হে তাত! অখণ্ড ভূমণ্ডলকে যে প্রশাসিত করিয়াছে, ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠপুত্র সেই মন্দমতি মূর্খ শঠ ও পাপশীল দুর্য্যোধনকে কুশল জিজ্ঞাসা করিবে[১৭]। তৎসদৃশ চিরদুশ্চরিত্র তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মন্দবুদ্ধি, মহাধনুর্দ্ধারী, কুরুগণ-মধ্যে শূরতম দুঃশাসনকেও কুশল জিজ্ঞাসা করিবে[১৮]। হে সঞ্জয়! ভারতগণের নিত্য-শান্তি কামনা ভিন্ন যাঁহার অন্য অভিলাষ নাই, সেই মনীষা-সম্পন্ন সাধুশীল বাহ্লীকরাজকে তুমি অভিবাদন করিবে[১৯]। যিনি বহুতর শ্রেষ্ঠগুণযুক্ত ও বিজ্ঞানবান্, কোন মতেই নিষ্ঠুর নহেন, প্রত্যুত স্নেহ-প্রযুক্ত সর্ব্বদাই রোষ সহ্য করিয়া থাকেন, আমার অভিমত সেই সোমদত্তকে পূজা করিবে[২০]। তাঁহার পুত্র ভূরিশ্রবা, যিনি কুরুগণ-মধ্যে পূজ্যতম, আমাদিগের ভ্রাতৃতুল্য ও সখা, মহাধনুর্দ্ধারী, উত্তম রথী এবং অমাত্যগণের সহিত তাঁহারও কুশল জিজ্ঞাসা করিবে[২১]। হে সূত! কুরুগণ-মধ্যে আর আর যে সকল প্রধান পুরুষ আছেন, এবং যে সমস্ত যুবকগণ আমাদিগের পুত্র, পৌত্র

অথবা ভ্রাতা, তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহাকে যেরূপ বলা উপযুক্ত বোধ হয় তাহাই বলিয়া অনাময় জিজ্ঞাসা করিবে[২২]। অপিচ পাণ্ডবগণের সহিত সংগ্রাম করিবার নিমিত্তে দুর্য্যোধন; বশাতি শাল্বক কেকয় অম্বষ্ঠ আবন্ত্য ত্রিগর্ত্ত প্রাচ্য উদীচ্য দাক্ষিণাত্য প্রতীচ্য পার্ব্বতীয় প্রভৃতি যে কোন অনৃশংস, সুশীল ও সদাচারসম্পন্ন প্রধান প্রধান শূরবীর রাজন্যগণকে সমানয়ন করিয়াছে, তাঁহাদিগের সকলকেই কুশল জিজ্ঞাসা করিবে[২৩.২৪]। গজারোহী অশ্বারোহী, রথী ও পদাতিগণের মধ্যে মাননীয় প্রধান প্রধান সেনানিচয়, সৈন্যাধ্যক্ষ সকল, অর্থে নিযুক্ত অমাত্যগণ, দৌবারিকবর্গ, যাহারা প্রত্যহ আয় ব্যয় গণনা করে এবং যাঁহারা গুরুতর কার্য্য চিন্তায় নিযুক্ত থাকেন, সকলকেই আমার কুশল বার্ত্তা বিজ্ঞাপণ-পূর্ব্বক অনাময় জিজ্ঞাসা করিবে[২৫ ২৬]।

হে তাত! যুদ্ধ বিষয়ে যাঁহার কদাচ অভিরুচি নাই, সেই শ্রেষ্ঠ কবি, অর্থ বিষয়ে অমূঢ, সর্ব্ব-ধর্ম্মোপপন্ন, মহাপ্রাজ্ঞ, বৈশ্যাপুত্র যুযুৎসুকে কুশল জিজ্ঞাসা করিবে[২৭]। যিনি মায়াময়ী দ্যূত-ক্রীড়ায় অদ্বিতীয়, ক্রীড়াসময়ে যাঁহার প্রযোজিত গূঢ় ছল-সকল কোন ব্যক্তিই প্রকাশ করিতে পারে না এবং দ্যূত-যুদ্ধে কোন যোদ্ধাই যাঁহাকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হয় না, সেই অক্ষপ্রিয়, উত্তম ক্রীড়াকারী চিত্রসেনকেও কুশল জিজ্ঞাসা করিবে[২৮]। হে সূত! পর্ব্বত প্রধান-দেশবাসী গান্ধাররাজ শকুনি, যিনি মায়াপ্রয়োগে অদ্বিতীয় অক্ষদেবী, দুর্য্যোধনের মানবর্দ্ধনকারী সেই মিথ্যা-বুদ্ধি প্রবঞ্চকেরও কুশল জিজ্ঞাসা করিবে[২৯]। যে বীর পুরুষ দুর্বাধর্ষ পাণ্ডবগণকে একরথে পরাজিত করিতে উৎসাহী হন, যিনি মোহশীল ধার্ত্তরাষ্ট্র দগের মোহ উৎপাদনে অদ্বিতীয়, সেই কর্ণেরও কুশল জিজ্ঞাসা করিবে[৩০]। যিনিই একাকী আমাদি-

গের ভক্ত, গুরু, ভর্ত্তা, পিতা, মাতা, সুহৃদ্ ও মন্ত্রী সেই দীর্ঘ-দর্শী অগাধবুদ্ধি বিদুরকে কুশল জিজ্ঞাসা করিবে[৭১]।

হে সঞ্জয়! তথায় গুণবতী যে সমস্ত বৃদ্ধা বনিতা আছেন, তাঁহারা আমাদিগের মাতা বলিয়া পরিজ্ঞাতা হয়েন; তুমি একত্র সমবেত সেই সমুদয় প্রাচীন মহিলাগণের সহিত মিলিত হইয়া অভিবাদন-পূর্ব্বক কহিবে[৭২], "আপনাদিগের পুত্র পৌত্র সকল কুশলে আছেন ত? জীবিকা নির্ব্বাহের ত কোন ব্যতিক্রম হয় নাই? তাহা অনিষ্ঠুর-ভাবে ও স্বচ্ছন্দ-রূপে চলিতেছে ত?" হে সঞ্জয়! প্রথমত এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়া পশ্চাৎ, 'অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির পুত্র সমভিব্যাহারে কুশলে আছেন' এই কথা কহিবে[৭৩]। হে তাত! যাহাদিগকে আমাদের ভার্য্যাপর্য্যায়ে পরিগণিতা বলিয়া জান, তাহাদের সকলকেই এই বলিয়া কুশল জিজ্ঞাসা কর, "তোমরা সুরক্ষিতা, অপ্রমত্তা, অনিন্দনীয়া ও যশস্বিনী থাকিয়া গৃহে বাস করিতেছ ত[৭৪]? হে কল্যাণীগণ! তোমাদের শ্বশুরগণের প্রতি তোমরা অনিষ্ঠুর-রূপ শুভ-ব্যবহার করিতেছ ত? তোমাদিগের স্বামিগণও যাহাতে অনুকূল হয়েন, তোমরা আপনাদিগের সেইরূপ ব্যবহার স্থাপন কর[৭৫]।" হে সঞ্জয়! তত্রত্য যে সমস্ত কামিনীগণকে আমাদিগের স্নুষা বলিয়া জান, যাঁহারা সৎকুল হইতে সমাগতা, গুণোপপন্না ও সন্তানবতী হইয়াছেন, তাঁহাদিগের সমীপেও গমন করিয়া কহিবে যে, যুধিষ্ঠির প্রসন্ন চিত্তে তোমাদিগকে কুশল সম্ভাষণ করিয়াছেন[৭৬]। হে সঞ্জয়! কন্যাগণের ভবনে গমন করিয়া আমার বাক্যে তাহাদিগকে অনাময় জিজ্ঞাসা-করিয়া আলিঙ্গন পূর্ব্বক এই কথা বলিবে, "তোমাদিগের পতিগণ কল্যাণযুক্ত ও অনুকূল হউন এবং তোমরাও তাঁহাদিগের অনুকূলা হও[৭৭]।"

হে তাত! যাঁহাদিগের দর্শন ও বাক্য উভয়ই লঘু, সেই অলঙ্কৃতা, সুবেশা, সৌরভবতী, অবীভৎসা অর্থাৎ মনোজ্ঞরূপ ধারিণী, সুখিনী, ও ভোগবতী বারবিলাসিনীদিগকেও কুশল জিজ্ঞাসা করিও[৩৮]। হে সঞ্জয়! কুরুদিগের যে সকল দাসীপুত্র, দাস ও কুব্জ খঞ্জ-প্রভৃতি বহুতর আশ্রিতব্যক্তি আছে, তাহাদিগের সকলকেই অগ্রে আমার কুশল বার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিয়া পাশ্চাৎ অনাময় জিজ্ঞাসা করিবে[৩৯]। দয়াশীল ধৃতরাষ্ট্র অঙ্গহীন, দীন ও বামন-প্রভৃতি যে সমস্ত নিরুপায় লোকদিগকে প্রতিপালন করিয়া থাকেন, তাহাদিগের পুরাতন বৃত্তির কিছু অন্যথা হয় নাই ত? দুর্য্যোধন তাহাদিগকে পূর্ব্ববৎ অন্নপান প্রদান করিয়া থাকেন ত[৪০]? তথায় অন্ধ বৃদ্ধ ও যাচক-প্রভৃতি যে সকল বহুসংখ্যক লোক আছে, তাহাদিগকে তুমি আমার কুশল বার্ত্তা বিজ্ঞাপন-পূর্ব্বক অনাময় জিজ্ঞাসা করিয়া এই কথা কহিবে[৪১], 'তোমরা পূর্ব্বজন্মে অবশ্যই পাপানুষ্ঠান করিয়াছ; তন্নিমিত্ত ক্লেশ কর কুৎসিত জীবিকায় কাল যাপন করিতেছ, কিন্তু কদাচ ভীত হইয়না; আমি শত্রুগণের নিগ্রহ-পূর্ব্বক যখন সুহৃদ্বর্গকে অনুগৃহীত করিব তখন তোমাদিগকে অন্নবস্ত্র-দ্বারা ভরণপোষণ করিব[৪২]।' হে সঞ্জয়! ব্রাহ্মণগণের উদ্দেশে আমার বার্ষিকাদি বৃত্তি প্রদান করা আছে; যাহা বর্ত্তমান আছে, তাহা কি পরে থাকিবে না! আমি সেই ব্রাহ্মণগণকে সেইরূপ বৃত্তিযুক্তই দর্শন করিতেছি; আমার তাদৃশী সিদ্ধিই তুমি সেই নরপতি দুর্য্যোধনকে শ্রবণ করাইবে[৪৩]। হে তাত! যে সকল অনাথ দুর্ব্বল লোক চিরকাল কেবল শরীর পোষণেই যত্নপরায়ণ হইতেছে, সেই মূঢ় কৃপণদিগকেও তুমি আমার বাক্যে সর্ব্বথা কুশল জিজ্ঞাসা করিও[৪৪]। অপিচ যাহারা নানাদিগ্দেশ হইতে অভ্যাগত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণকে আশ্রয় করিয়াছে,

তাহাদিগকে এবং সমুদায় মান্য-লোকদিগকে পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক কুশল ও অনাময় জিজ্ঞাসা করিবে[৪৫]। এইরূপ সর্ব্বদিক্ হইতে আগত ও অভ্যাগত যে সমস্ত রাজ দূতগণ আগমন করিয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের সকলকেও প্রথমতঃ কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া পশ্চাৎ আমার কুশলবার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিবে[৪৬]।

হে সঞ্জয়! দুর্য্যোধন যাদৃশ যোধগণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, ভূমণ্ডলে তাদৃশ যোদ্ধৃকুল আর কুত্রাপি বিদ্যমান নাই; কিন্তু ধর্ম্ম নিত্যকাল স্থায়ী; আমার পক্ষে সেই ধর্ম্মই অরাতি-সংহার-নিমিত্ত মহাবল-সম্পন্ন সহায় আছেন[৪৭]। হে সঞ্জয়! তুমি পুনরায় দুর্য্যোধনকে আমার এই কথাটি শ্রবণ করাইও যে "হে ভারত-মুখ্য! কুরুরাজ্য শাসন করিব বলিয়া যে অভিলাষ তোমার শরীর স্থিত হৃদয়কে ব্যথিত করিতেছে; আমি সেই অভিলাষকেই কুরুকুলের বিষম শত্রু বলিয়া নির্দ্দেশ করি[৪৮]; ঈদৃশ দুরভিলাষের কোন যুক্তিই নাই, ইহা নিতান্ত অযৌক্তিক। হে বীর! তুমি কদাচ এরূপ মনে করিও না যে, যাহাতে তোমার প্রিয় হইবে, আমরা তাহারই প্রতি বিধান করিব; তোমাকে অধিক কি বলিব, তুমি, হয় আমার ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্য প্রদান কর, না হয় যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হও[৪৯]।"

যুধিষ্ঠির-বাক্যে ত্রিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩০॥

একত্রিংশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সঞ্জয়! সাধুই হউক আর অসাধুই হউক, বালকই হউক বা বৃদ্ধই হউক, অবলই হউক অথবা সবলই হউক,

বিধাতা সকলকেই বশবর্ত্তী করেন[১]। সর্ব্ব নিয়ন্তা পরমেশ্বর বালককে পাণ্ডিত্য ও পণ্ডিতকে বালত্ব প্রদান করিয়া থাকেন; উৎপাদন করিবার পূর্ব্বেই তিনি সকলকেই পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে সমস্ত প্রদান করেন[২]। তথাপি দুর্য্যোধন আমাদিগের বল জিজ্ঞাসু হইলে তুমি এইরূপ যথার্থ কথাই বলিবে যে, তদীয় সৈন্যগণ পরস্পর কর্ত্তব্য কার্য্যের মন্ত্রণা করিয়া অতিমাত্র হৃষ্টচিত্ত রহিয়াছে[৩]। হে গবল্গন-তনয় সঞ্জয়! তুমি কুরু রাজ্যে গমন করিয়া প্রথমতঃ মহাবল ধৃতরাষ্ট্রকে অভিবাদন ও আলিঙ্গন করিয়া অনাময় জিজ্ঞাসা করিবে[৪], পশ্চাৎ তিনি কুরুগণে পরিবৃত হইয়া উপবিষ্ট হইলে পর, এই কথা কহিবে যে, 'হে রাজন্! আপনার বীর্য্যপ্রভাবেই পাণ্ডবগণ পরম সুখে জীবিত রহিয়াছে[৫]। হে অরিন্দম! তাহারা বালক হইয়াও কেবল আপনার প্রসাদে রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিল; অতএব অগ্রে তাঁহাদিগকে রাজ্যে স্থাপিত করিয়া এক্ষণে বিনষ্ট হইবার উপক্রমে উপেক্ষা করিবেন না; দেখুন, এই সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড এক জনের অধিকৃত হইতে পারে না[৬]; অতএব হে তাত! আমরা একত্র মিলিত হইয়াই পরম সুখে জীবন যাপন করিব; পৃথক্ পৃথক্ অবস্থান করিয়া অনর্থক শত্রুদিগের বশবর্ত্তী হইবেন না[৭]।'

হে সঞ্জয়! আমার নাম কীর্ত্তন করত ভারতগণের পিতামহ শান্তনু-তনয় ভীষ্মকে মস্তক-দ্বারা অভিবাদন করিয়া এই কথা বলিবে, 'হে পিতামহ! আপনি নিমগ্ন প্রায় শান্তনু-বংশের উদ্ধার করিয়াছিলেন, এক্ষণে আপনার পৌত্রেরা যাহাতে পরস্পর প্রীতিযুক্ত হইয়া জীবিত থাকে, স্বমত প্রকাশ দ্বারা সেই কার্য্যটি সমাধান করুন[১০]।'

কুরুগণের মন্ত্রধারী বিদুরকেও ঐরূপ কহিবে যে, 'হে সৌম্য!

আপনি যুধিষ্ঠিরের হিতকামী হইয়া, যাহাতে যুদ্ধ না হয়, সর্ব্বদা সেই প্রকার সম্ভাষণ করিবেন[১১]।'

অনন্তর কুরুগণ মধ্যে সমাসীন অমর্ষ পরায়ণ রাজ-নন্দন দুর্য্যোধনকে পুনঃপুন অনুনয় করিয়া বলিবে[১২], 'তুমি যে সভা-মধ্যগতা অপাপা একাকিনী নিরপরাধিনী দ্রুপদ নন্দিনীরে উপেক্ষা করিয়াছিলে, কেবল কুরুকুলের সংহার করিতে না হয়, এই মনে করিয়াই আমরা সেই দুঃখ সহ্য করিয়াছি[১৩]। অপিচ পাণ্ডবেরা নিরতিশয় বলবন্ত হইয়াও পূর্ব্বাপর যে সমস্ত ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন, তৎসমুদায়, যাবতীয় কৌরবগণেরই বিদিত আছে[১৪]। হে সৌম্য! তুমি যে অজিন পরিধান করাইয়া আমাদিগকে প্রব্রাজিত করিয়াছিলে, আমরা তাহাও সহ্য করিয়াছি[১৫], এবং তোমার অনুমতি ক্রমে দুঃশাসন কুন্তী দেবীর বাক্য অতিক্রম করিয়া কৃষ্ণার যে কেশাকর্ষণ করিয়াছিল, তাহাও উপেক্ষা করিয়াছি[১৬]; কুরুবংশের ধ্বংস না হয় মনে করিয়া আমাদিগকে সকলই সহিতে হইয়াছে; অতএব হে পরন্তপ! এক্ষণে যাহাতে যথোচিত প্রকারে অংশ প্রাপ্ত হই তাহাই কর;—লোভ-প্রবৃদ্ধা বুদ্ধিকে পরদ্রব্য হইতে নিবর্ত্তিত কর। হে নরর্ষভ! এরূপ করিলে শান্তি স্থাপন ও পরস্পর প্রীতিবর্দ্ধন হইবে। হে রাজন্! আমরা সন্ধিবন্ধনে নিতান্ত ইচ্ছুক হইয়াছি; অতএব যদ্যপি আমাদিগের সম্পূর্ণ অংশ প্রদান করিতে অসম্মত হও, অন্তত রাজ্যের কিয়দংশও প্রদান কর[১৭-১৮]। কুশস্থল, বৃকস্থল, মাকন্দী বারণাবত ও আর কোন একখানি গ্রাম, এই পাঁচখানি গ্রাম প্রদান করিলেই সমুদয় বিবাদের শেষ হইয়া যায়; অতএব হে সুযোধন! পঞ্চভ্রাতাকে এই পঞ্চ গ্রাম মাত্র প্রদান কর! হে মহাপ্রাজ্ঞ! জ্ঞাতিগণের সহিত আমাদিগের শান্তি স্থাপন

হউক[১৯.২০]; ভ্রাতা ভ্রাতার অনুবর্ত্তন করুন; পিতা পুত্রের সহিত মিলন করুন; এবং পাঞ্চালগণ সহাস্য-বদনে কৌরবগণের সহিত মিলিত হউন[২১]! হে ভরতর্ষভ! কুরু-পাঞ্চালদিগকে অক্ষত অবলোকন করি, ইহাই আমার কামনা; অতএব হে তাত! এক্ষণে আমার অভিলাষ এই যে, সকলে সুমনা হইয়া শান্তি-সংস্থাপন করি[২২]।"

হে সঞ্জয়! আমি শান্তি স্থাপন ও যুদ্ধ করণ, উভয় পক্ষেই সমর্থ; ধর্ম্মার্জ্জনে যেরূপ উদ্যুক্ত, অর্থোপার্জ্জনেও সেইরূপ প্রস্তুত আছি; আমি মৃদুভাব ধারণেও সম্মত আছি এবং কঠোরতা প্রকাশেও প্রস্তুত রহিয়াছি[২৩]।

যুধিষ্ঠির-বাক্যে একত্রিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত। ৩১॥

দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সঞ্জয় মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্রের সমস্ত শাসন সম্পাদন করিয়া যুধিষ্ঠিরের অনুজ্ঞাক্রমে হস্তিনাপুরে গমন করিলেন[১] এবং শীঘ্রই তথায় উপনীত হইয়া নগরমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক অন্তঃপুর-সমীপে উপস্থিত হইয়া দৌবারিককে কহিলেন[২], "দৌবারিক! তুমি ধৃতরাষ্ট্রকে নিবেদন কর; 'পাণ্ডবগণের নিকট হইতে সঞ্জয় আগমন করিয়াছেন[৩]।' সত্বর গমন কর আর বিলম্ব করিও না। হে দ্বাঃস্থ! যদি তিনি জাগরিত থাকেন তবেই তুমি বলিবে; আমি মহারাজের বিদিত হইয়া প্রবেশ করি; যেহেতু আমার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় নিবেদন করিতে আছে"। সঞ্জয়ের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দৌবারিক নরপতি সন্নিধানে গমন-পূর্ব্বক নিবেদন করিল, মহারাজ! প্রণাম; সঞ্জয় পাণ্ডব-

গণের নিকট হইতে দূত হইয়া আগমন করিয়া মহারাজের সহিত দর্শন করিবার মানসে দ্বার দেশে দণ্ডায়মান আছেন; এক্ষণে তিনি কি করিবেন, অনুমতি করুন[৪-৫]।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়কে আমার কল্যাণ সংবাদ প্রদান পূর্ব্বক স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাকে প্রবেশিত কর। আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহারে ত নিবারণ করি নাই; তবে তিনি কি নিমিত্ত আমার দ্বারদেশে নিরুদ্ধ রহিয়াছেন[৬]?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর সূতপুত্র সঞ্জয় বিচিত্রবীর্য্যাত্মজ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতিক্রমে প্রাজ্ঞ শূর ও সাধুগণ-কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত বিশাল রাজভবনে প্রবেশ পূর্ব্বক, সিংহাসন-সমাসীন মহীপালের সন্নিহিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন,[৭] মহারাজ! আমি সঞ্জয়, পাণ্ডবগণের নিকট হইতে আগত হইয়া আপনাকে প্রণাম করিতেছি। হে নরেশ্বর! মহানুভব পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির আপনাকে অভিবাদন-পূর্ব্বক কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন[৮]। কেবল আপনাকে কেন, তিনি প্রীত হইয়া আপনার পুত্রগণকেও অনাময় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। হে রাজন্! আপনি, পুত্র পৌত্র সুহৃদ ও মন্ত্রিবর্গ এবং যে সমস্ত লোক আপনার উপজীবী, সকলেরই সহিত সুখী আছেন কি না তিনি পুনঃপুন আমারে এই প্রশ্ন করিয়াছেন[৯]।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমি অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরকে সুখে অভিনন্দিত করিয়া তোমারে কহিতেছি, সেই কৌরব-রাজ যুধিষ্ঠির সহোদর, পুত্র ও অমাত্যগণের সহিত কুশলে আছেন ত[১০]?

সঞ্জয় কহিলেন, পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির অমাত্যগণের সহিত কুশলী আছেন; আপনার অগ্রে তাঁহার যেরূপ রাজ্য ধনাদি হইয়াছিল,

তিনি তাহাই লাভ করিতে অভিলাষ করিতেছেন[১১]। মহারাজ! তাঁহার সচ্চরিত্রের কথা কি কহিব, যাহাতে বিশুদ্ধ-ধর্ম্মার্থের সঞ্চয় হয়, তাহাই তাঁহার কামনা; তিনি মনস্বী, বহুল শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন, দীর্ঘদর্শী ও শীলবান; অহিংসা ও দয়াই তাঁহার প্রধান ধর্ম্ম; ধন-সঞ্চয় অপেক্ষা তিনি ধর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন; তাঁহার বুদ্ধি ধর্ম্মার্থ-বিহীন সুখপ্রিয়ের কদাপি অনুরোধ করে না[১২]। হে রাজন্! সূত্র গ্রথিতা কাষ্ঠময়ী পুত্তলিকা যেমন সূত্রধার-কর্ত্তৃক পরিচালিতা হইয়া হস্তপাদাদি সঞ্চালন করে, তদ্রূপ দৈব-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই মনুষ্য ইহলোকে ব্যাপার-বিশিষ্ট হয়; যুধিষ্ঠিরের এই নিগম অবলোকন করিয়া আমি পৌরুষ কর্ম্ম অপেক্ষা দৈবকর্ম্ম-কেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মান্য করিতেছি এবং আপনার এই উত্তর কালে অশুভ-ময়, অবর্ণনীয় ঘোরতর বর্ম্ম দোষ দর্শন করিয়া ইহাও মনে করিতেছি যে, ঈশ্বর যে পর্য্যন্ত ইচ্ছা করেন, সেই পর্য্যন্তই মনুষ্য অতিমাত্র প্রশংসা-ভাজন হইয়া থাকে[১৩-১৪]। সর্প যেমন ধারণের অযোগ্য জীর্ণ কঞ্চুক পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ বীরবর অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির পাপ পরিহার পূর্ব্বক আপনার উপরে নিক্ষিপ্ত করিয়া অকৃত্রিম উদারচরিত্রেই বিরাজমান হইতেছেন[১৫]। হে রাজন্! আপনি আপনার কর্ম্ম একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন। ইহা ধর্ম্মার্থ-সম্বলিত আর্য্যবৃত্ত হইতে বিবর্জ্জিত! হে রাজন্! ঈদৃশ দুষ্টকর্ম্ম দ্বারা আপনি ইহলোকেও নিন্দাভাজন হইয়াছেন এবং পরলোকেও নিরয়ভাগী হইবেন[১৬]। পুত্রের বশবর্ত্তী হইয়া আপনি যে, পাণ্ডবগণকে বঞ্চিত করত সংশয়াস্পদ রাজ্যপদ একাকী ভোগ করিবার আশংসা করিতেছেন, আপনার এই সুমহান্ অধর্ম্ম শব্দটি পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইয়াছে; হে ভরতশ্রেষ্ঠ! এ-কর্ম্ম কোন প্রকারেই আপনার উপযুক্ত নহে[১৭]। যে ব্যক্তি বুদ্ধিহীন,

দুষ্কুলজাত, নৃশংস দীর্ঘবৈর, যুদ্ধবিদ্যায় অধীর, হীনবীর্য্য ও অশিষ্ট হয়, সেই ব্যক্তিই এই প্রকার গ্রহণ করুক[১৮]। যে মতিমান্ মানব ধর্ম্মাধর্ম্ম বিভাগ করিয়া ধারণ করিতে পারেন, সেব্যক্তিই ভাগ্য বশত কুলীনত্ব, বলবত্ত্ব, যশস্বিত্ব, শাস্ত্রজ্ঞতা, সুখজীবিত্ব ও জিতাত্মত্ব এই গুণষট্কের অধিকারী হয়েন; তিনি আপদের হস্ত হইতে সর্ব্বথা স্বতন্ত্র থাকেন[১৯]। স্বয়ং বুদ্ধিজীবী, মন্ত্রণা কুশল ভীষ্ম প্রভৃতির আশ্রয়, আপদ্ কালে যথান্যায়ে ধর্ম্মার্থের প্রয়োগকারী, সর্ব্বপ্রকার সুমন্ত্রণা-সম্পন্ন উক্তরূপ অমূঢ় ব্যক্তি কি প্রকারে পাণ্ডবগণের নির্ব্বাসনরূপ নৃশংস কর্ম্ম করিতে পারেন[২০]? কর্ণ প্রভৃতি মন্ত্র বেত্তাগণ একত্র সমবেত হইয়া আপনার কর্ম্মে নিত্য নিযুক্ত রহিয়াছেন, তাঁহারা পাণ্ডবগণকে রাজ্য প্রদান করিব না বলিয়া স্থির নিশ্চয় করিয়াছেন? কিন্তু তাহাদিগের নিয়মানুসারেই কুরুক্ষয় উৎপন্ন হইল[২১]। যুধিষ্ঠির যদি আপনার উপরে পাপ বিসর্জ্জন করিয়া পাপের প্রতিক্রিয়া-নিমিত্ত পাপ ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে কৌরবেরা অকস্মাৎ কালগ্রাসে পতিত হইত, অথচ আপনার এই নিন্দাও লোকমধ্যে প্রচারিত হইত[২২]। দেবতাদিগের বিষয়ভিন্ন, সমুদায়ই দৈবাধীন; যে হেতু অর্জ্জুন পরলোক দর্শনার্থ সশরীরে ইহলোক অতিক্রম করিয়াছিলেন, এবং যিনি নারদাদির ন্যায় উভয় লোক সঞ্চরণ যোগ্যতানিবন্ধন সাধুগণ সমীপে সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; সেই অর্জ্জুনকে যখন বন বাস নিবন্ধন দারুণ ক্লেশ সহন করিতে হইয়াছে; তখন পুরুষকার যে কোন কার্য্যকারক নহে, তাহাতে আর সংশয়মাত্র নাই[২৩]।

বলিরাজা কর্ম্ম নিবন্ধন বৃদ্ধি হ্রাস যুক্ত এই সমস্ত শৌর্য্যাদি গুণ, বর্ত্তমান অনিত্য সুখ দুঃখ ও ভাবাভাব রূপ ঐশ্বর্য্য নৈশ্বর্য্য পর্য্যবেক্ষণ করত পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মকারণ পরম্পরার পার প্রাপ্ত না

হইয়া স্থির করিয়াছিলেন যে, একমাত্র ঈশ্বর ব্যতিরেকে তাহাতে আর কোন কারণই আমার উপলব্ধ হয় না[২৪]। দেখুন, জীবের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্ ও জিহ্বা, এই কয়েকটি জ্ঞানের আয়তন-স্বরূপ হইয়াছে; তৃষ্ণা ক্ষয়ের, অর্থাৎ স্বীয় স্বীয় বিষয়ভোগের অবসানে সেই ইন্দ্রিয় সমুদায় আপনা হইতেই চারতার্থ হইয়া থাকে; সুতরাং জীব ব্যথাশূন্য ও দুঃখহীন হইয়া সে সকলকে প্রকৃষ্টরূপে পরিচালিত করিতে পারে, পরন্তু পুরুষের কর্ম্ম যে চিরকাল যথা-রীতিক্রমে সুপ্রযুক্ত থাকিতে পারে আমার একপ প্রতীতি হয় না, কেননা মাতা পিতার কর্ম্মফলে সন্তান উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া বিধিবৎ ভোজন-দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইতে থাকে[২৫-২৬]; তৎকালে প্রিয়াপ্রিয়, সুখদুঃখ নিন্দা প্রশংসা-প্রভৃতি সমস্তই তাহারে আশ্রয় করে, তাহার অপরাধ দেখিলে লোকে নিন্দা করে, আবার তাহাকে সচ্চরিত্র হইতে দেখিলে প্রশংসা করিয়া থাকে, অতএব হে রাজন্! আমি এক্ষণে ভারত কুলের বিরোধ জন্য আপনারে নিন্দা করিতেছি। এই বিরোধ প্রজাকুলের নিঃসন্দেহ অন্তকর হইবে যদি পাণ্ডবগণকে রাজ্যাংশ প্রদান করা আপনার অভিপ্রেত না হয়, তাহা হইলে হুতাশন যেমন শুষ্ক তৃণ-রাশি দহন করে, সেইরূপ আপনার অপরাধ-নিবন্ধন মহাবীর ধনঞ্জয় কুরুকুল নির্ম্মূল করিবেন[২৭-২৮]। হে নরেন্দ্র! সর্ব্বলোকমধ্যে একাকী আপনিই কামচারী পুত্রের বশবর্ত্তী ও শ্লাঘাপর হইয়া পাশক্রীড়া-সময়ে শান্তি অবলম্বন করেন নাই, এক্ষণে তাহার পরিণাম দর্শন করুন[২৯]। হে কৌরবেন্দ্র! আপনি অনাপ্তগণের সংগ্রহ ও আপ্তবর্গের নিগ্রহ হেতু ভূসম্পত্তির বিলক্ষণ সমৃদ্ধিসাধন করিয়াছেন বটে, কিন্তু দুর্ব্বলত্ব প্রযুক্ত এই অনন্তা মেদিনীকে কখনই রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন না[৩০]। হে

নৃসিংহ! আমি রথবেগে কম্পিত হওয়ায় নিতান্ত পরিশ্রান্ত হই-য়াছি, অতএব অনুমতি প্রাপ্ত হইলে এক্ষণে শয়নে গমন করি; প্রাতঃকালে কৌরবগণ সকলে সভা মধ্যে সমবেত হইয়া, যুধিষ্ঠি-রের বাক্য শ্রবণ করিবেন[৩১]।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সূতপুত্র! তুমি অনুজ্ঞাত হইলে; গৃহে গমন পূর্ব্বক শয়ন কর, প্রাতঃকালেই কৌরবেরা সভায় সমবেত হইয়া অজাতশত্রুর যথাবৎ বাক্য শ্রবণ করিবেন[৩২]।

ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়-সংবাদে সঞ্জয়যান প্রকরণ ও দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩২॥

প্রজাগর পর্ব্বাধ্যায়।

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ!

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর মহাপ্রাজ্ঞ মহীপতি ধৃতরাষ্ট্র দৌবারিককে আজ্ঞা করিলেন, আমি বিদুরকে অবলোকন করি-তে অভিলাষ করিতেছি, অবিলম্বে তাঁহাকে এস্থানে আনয়ন কর[১]।

দ্বারী ধৃতরাষ্ট্র-কর্ত্তৃক দূত-স্বরূপে প্রেরিত হইয়া বিদুরকে কহিল, "হে মহাপ্রাজ্ঞ! প্রভু মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আপনাকে দেখিতে বাসনা করিতেছেন[২]"। এইরূপ উক্ত হইয়া বিদুর রাজ-ভবনে গমন-পূর্ব্বক দ্বাঃস্থকে কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র-সমীপে আমার আগমন বার্ত্তা নিবেদন কর[৩]।

ইহা শ্রবণ করিয়া দ্বারপাল ভূপালকে নিবেদন করিল, হে রা-জেন্দ্র! আপনার আজ্ঞানুসারে বিদুর সমাগত হইয়া আপনার

চরণদ্বয় দর্শন করিতে অভিলাষ করিতেছেন, এক্ষণে কি করিবেন আমারে আজ্ঞা করুন[৫]।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, মহাপ্রাজ্ঞ দীর্ঘদর্শী বিদুরকে প্রবেশ করাও; এই বিদুরের দর্শনে আমি কখনই অসমর্থ বা অসুস্থ নহি[৫]।

নরপতির অনুমতিক্রমে দ্বারী বিদুরকে কহিল, হে মহামতে! ধীমান্মহারাজের অন্তঃপুরে প্রবেশ করুন, কেননা মহারাজ আমাকে বলিলেন, আপনার দর্শনে তিনি কোন সময়েই অসমর্থ নহেন[৬]।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর বিদুর ধৃতরাষ্ট্র-ভবনে প্রবেশপূর্ব্বক চিন্তানিমগ্ন নরপতিকে কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন,[৭] হে মহাপ্রাজ্ঞ! আমি বিদুর, আপনার আজ্ঞানুসারে সমাগত হইলাম, যদি কিছু কর্ত্তব্য থাকে আজ্ঞা করুন, আমি এই উপস্থিত আছি[৮]।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, বিদুর! সঞ্জয় আগমন পূর্ব্বক আমারে তিরস্কার করিয়া এই গমন করিলেন; কল্য সভামধ্যে তিনি যুধিষ্ঠিরের বাক্য কহিবেন[৯]। কুরুবীর যুধিষ্ঠির কি বলিয়া দিয়াছেন, অদ্য যে তাহা অবগত হইতে পারিলাম না, তাহাতেই আমার গাত্র দাহ হইতেছে এবং নিদ্রা কোন ক্রমেই আমার নয়নাব লম্বিনী হইতেছে না[১০]। অতএব হে তাত! এই নিদ্রাশূন্য দহ্যমান ব্যক্তির পক্ষে যদি কোন মঙ্গল দেখিতে পাও, বল; যেহেতু তুমিই আমাদিগের ধর্ম্মার্থ-নির্দ্দেশে সুনিপুণ[১১]। যদবধি সঞ্জয় পাণ্ডবগণের নিকট হইতে আগমন করিয়াছেন, তদবধি আমার মনের আর যথাবৎ শান্তি হইতেছে না; কল্য তিনি কি বলিবেন,

এই চিন্তাই অদ্য বলবতী হওয়ায় আমার সকল ইন্দ্রিয়ই অপ্রকৃতিস্থ হইয়াছে[১২]।

বিদুর কহিলেন, যে ব্যক্তি কামী বা চৌর এবং যে ব্যক্তি দুর্ব্বল ও হীন সাধন হইয়া বলবান কর্ত্তৃক আক্রান্ত অথবা যাহার সর্ব্বস্ব অপহৃত হইয়াছে; এই সকল লোককে প্রজাগর আশ্রয় করিয়া থাকে[১৩]; হে নরেন্দ্র! আপনি ত এই সমস্ত মহাদোষের মধ্যে কোন দোষে লিপ্ত হন নাই? পরধনে ত লোভ করিয়া পরিতাপান্বিত হইতেছেন না[১৪]?

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, আমি তোমার ধর্ম্মানুগত নিরতিশয় কল্যাণ-সাধন অনুত্তম বাক্য শ্রবণ করিতে অভিলাষ করিতেছি, যেহেতু এই রাজর্ষি-বংশে তুমিই একমাত্র প্রাজ্ঞগণের সম্মত[১৫]।

বিদুর কহিলেন, প্রশংসনীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, নিন্দিত কর্ম্মের সেবা না করেন এবং অনাস্তিক ও শ্রদ্ধালু হয়েন, ইহাই পণ্ডিতের লক্ষণ[১৬]*। ক্রোধ, হর্ষ, দর্প, লজ্জা অবিনয় ও আত্মা-

* কচিৎ পুস্তকান্তরের শ্লোকানুবাদঃ

বিদুর কহিলেন, হে ধৃতরাষ্ট্র! লক্ষণ সম্পন্ন রাজা যুধিষ্ঠির ত্রৈলোক্যের অধিপতি হইতে পারেন। আপনি ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া অন্ধত্ব প্রযুক্ত রাজ লক্ষণ বিহীন হইয়াও রাজ্যাংশ প্রদানে অসম্মত হইয়া সকলের প্রার্থনীয় সেই পুরুষকে অরণ্যে প্রবাসিত করিয়াছেন। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির আপনার গৌরব সমালোচন করিয়া, স্বাভাবিক অনিষ্ঠুরতা দয়া ধর্ম্ম ও সত্য বল হেতু অশেষ বিধ ক্লেশ সহ্য করিতেছেন[১৭]। হে নরেন্দ্র! আপনি দুর্য্যোধন, শকুনি, কর্ণ ও দুঃশাসনের হস্তে ঐশ্বর্য্য বিন্যস্ত করিয়া কিরূপ শ্রেয়োলাভের আশা করিতেছেন? আত্মজ্ঞান, কর্ম্ম, তিতিক্ষা ও ধর্ম্মনিত্যতা এই সকলের সাহচর্য্যে যে পুরুষ অর্থদ্বারা বিচলিত না হয়েন, তাঁহাকেই পণ্ডিত বলা যায়[৪৫]।

ভিমান যাঁহারে অর্থ হইতে আকৃষ্ট করিতে না পারে, তাঁহাকেই পণ্ডিত বলা যায়[১৭]। যাঁহার ভাবী কর্ম্ম, মন্ত্রণা বা মন্ত্রিত বিষয় অপর লোকে জানিতে না পারে, কেবল অনুষ্ঠিত হইলেই জানিতে পারে, তাঁহাকেই পণ্ডিত বলা যায়[১৮]। শীত, উষ্ণ, ভয়, অনুরাগ, সমৃদ্ধি কি অসমৃদ্ধিতে যাঁহার বিঘ্ন উৎপাদন হয় না; তাঁহাকেই পণ্ডিত বলা যায়[১৯]। যাঁহার স্বভাবত অবস্থিতা বুদ্ধি (অর্থাৎ বহুবিষয় ব্যাপিনী বুদ্ধি) ধর্ম্ম ও অর্থের অনুবর্ত্তন করে; যিনি ঐহিক সুখ হইতে উভয়-লোক-সুখাবহ অর্থ প্রার্থনা করেন, তাঁহাকেই পণ্ডিত বলা যায়[২০]। পণ্ডিতের ন্যায় বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেরা শক্তি অনুসারে কর্ম্ম করিতে অভিলাষ করেন এবং শক্তি অনুসারেই অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; কোন বস্তুকেই তাঁহারা অবজ্ঞা করেন না[২১]। শীঘ্রই বুঝিতে পারেন অথচ বহুক্ষণ শ্রবণ করেন; বিশিষ্ট রূপে হৃদয়ঙ্গম না করিয়া কেবল কাম-বশত অর্থের অনুবর্ত্তী না হন এবং জিজ্ঞাসিত না হইয়া পরার্থে বাক্যব্যয় না করেন, ইহাই পণ্ডিতের প্রথম লক্ষণ[২২]। পণ্ডিতের ন্যায় বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেরা অপ্রাপ্য বিষয়ের অভিলাষ করেন না, বিনষ্ট বস্তুর নিমিত্ত শোক করিতে ইচ্ছা করেন না এবং আপদ্-কালেও কদাচ বিমুগ্ধ হন না[২৩]। যিনি নিশ্চয় করিয়া কর্ম্মের আরম্ভ করেন এবং আরম্ভ করিয়া মধ্যে ক্ষান্ত না হন, যিনি সময় কখন নিরর্থক অতিবাহিত করেন না; যিনি বশ্যাত্মা অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয় হয়েন, তাঁহাকেই পণ্ডিত বলা যায়[২৪]। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! পণ্ডিতেরা শিষ্টসমুচিত মহৎকার্য্যে অনুরক্ত হন এবং ঐশ্বর্য্যপ্রদ কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; তাঁহাদিগের পক্ষে যাহা হিতজনক বোধ হয়, কদাচ তাহার প্রতি দোষারোপ করেন না[২৫]। যিনি আপনার সম্মানে হর্ষযুক্ত ও অবমানে পরিতপ্ত না হইয়া গঙ্গাপ্রবাহের

ন্যায় অক্ষোভ্য ও অবিচলিত থাকেন, তাঁহাকেই পণ্ডিত বলা-যায়[২৬]। যে মনুষ্য সর্ব্বভূতের তত্ত্বজ্ঞ কর্ম্মের যোগজ্ঞ ও সকল মনুষ্যের উপায়াভিজ্ঞ হয়েন, তাঁহাকেই পণ্ডিত বলাযায়[২৭]। যিনি প্রবৃত্তবাক্ হয়েন, অর্থাৎ বক্তৃতা করিবার সময়ে যিনি অকুণ্ঠিত চিত্তে বাক্য প্রয়োগ করেন, যিনি লোক-সম্বন্ধীয় বহুতর বিচিত্র কথার প্রসঙ্গ করিতে পারেন, বিতর্ক ও প্রতিভা-বিশিষ্ট হয়েন এবং আশু গ্রন্থের অর্থ ব্যাখ্যা করিতে পারেন, তাঁহাকেই পণ্ডিত বলাযায়[২৮]। শাস্ত্র যাঁহার বুদ্ধির অনুগামী হয় এবং যাঁহার বুদ্ধিও শাস্ত্রের অনুগামিনী হইয়া থাকে, যিনি মহানুভব আর্য্যগণের মর্য্যাদাভঙ্গ না করেন, তিনিই পণ্ডিত নাম প্রাপ্ত হইতে পারেন[২৯]। আর, যেব্যক্তি শাস্ত্রজ্ঞান-শূন্য অথচ আপনাকে পণ্ডিত মনে করিয়া গর্ব্বিত হয়, দরিদ্র অথচ উদারচিত্ত হইতে অভিলাষ করে এবং হীন কর্ম্ম দ্বারা অর্থলাভের অভিলাষ করে, তাহাকেই পণ্ডিতেরা মূঢ় বলিয়া থাকেন[৩০]। যেব্যক্তি স্বার্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরার্থ সাধন করিতে যত্নবান্ হয় এবং মিত্রের প্রয়োজনে মিথ্যাচরণ করে তাহাকেই মূঢ় বলাযায়[৩১]। যে-ব্যক্তি ভক্তিহীন মানবকে অভিলাষ ও ভক্তব্যক্তিরে পরিত্যাগ এবং বল-সম্পন্ন লোকের দ্বেষ করে, তাহাকেই পণ্ডিতেরা মূঢ়চেতা বলেন[৩২]। যে নর শত্রুরে মিত্রজ্ঞান করে, মিত্রের প্রতি দ্বেষ ও হিংসা করে এবং সর্ব্বদা অসৎ কর্ম্মের আরম্ভ করিয়া থাকে, তাহাকেই পণ্ডিতেরা মূঢ়চেতা বলেন[৩৩]। হে ভরতর্ষভ! যেব্যক্তি আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম-সমস্ত ভৃত্যাদি দ্বারা সম্পন্ন করে, সকল বিষয়েই সংশয়যুক্ত হয়, আর আশু কর্ত্তব্য কর্ম্মে বহু সময় ব্যয় করে, সেই মূঢ়[৩৪]। যে মানব পিতৃলোকদিগকে শ্রাদ্ধ প্রদান ও দেবগণের অর্চ্চনা না করে

এবং সুহৃদ্ মিত্রলাভে পরাঙ্মুখ হয়, তাহাকেই পণ্ডিতেরা মূঢ়-চেতা বলেন[৩৫]। যে নরাধম বিনা আহ্বানে প্রবেশ করে জিজ্ঞাসিত না হইয়াও বহু সম্ভাষণ করে এবং অবিশ্বস্ত ব্যক্তির উপর বিশ্বাস করিয়া থাকে, সেই মূঢ়চেতা[৩৬]। যেব্যক্তি স্বয়ং কোন দোষে লিপ্ত থাকিয়াও অন্যের প্রতি সেই দোষ আরোপ করিয়া নিন্দা করে এবং কিছুমাত্র ক্ষমতাশালী না হইয়াও ক্রোধ প্রকাশ করে, তাহার পর মূঢ়তার দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই[৩৭]। যে ব্যক্তি ধর্ম্মার্থবিবর্জ্জিত স্বকীয় বল অবগত না হইয়া বিনা যত্নে অলভ্য বস্তু লাভের অভিলাষ করে, তাহাকেই মূঢ় বলা যায়[৩৮]। হে রাজন্! যে ব্যক্তি অশাস্য লোককে শাসন করে, রাজার অজ্ঞাতসারে তৎ পত্নীদিগের উপাসনা করে এবং অদাতার ভজনা করিয়া থাকে, তাহাকেই পণ্ডিতেরা মূঢ়চেতা বলেন[৩৯]।

যে মানব প্রভূত অর্থ, বিদ্যা বা ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াও অনুদ্ধত হইয়া বিচরণ করেন, তাঁহাকেই পণ্ডিত বলা যায়[৪০]। সম্পত্তিশালী হইয়া যে ব্যক্তি ভৃত্য-বর্গের যথোচিত ভাগ প্রদান না করিয়া একাকী উত্তম অশন ও শোভন বসন পরিধান করে, তাহার অপেক্ষা অধিক নৃশংস আর কে হইতে পারে[৪১]?

একজন পাপকর্ম্ম করে, অনেকে তাহার ফলভোগী হয়; কিন্তু যাহারা ভোগ করে তাহারা নিষ্কৃতি পায়, যে করে তাহাকেই দোষে লিপ্ত হইতে হয়[৪২]।

ধনুর্দ্ধারী ব্যক্তি বাণ বিমোচন করিলে তদ্দ্বারা এক জন নিহত হইতে পারে না হইতে ও পারে, কিন্তু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বুদ্ধি প্রয়োগ করিলে তদ্দ্বারা রাজাসমেত রাজ্যের বিনাশ হইয়া যায়[৪৩]।

হে রাজন্! একমাত্র বুদ্ধিদ্বারা কার্য্য ও অকার্য্য, এই দুইটি

সম্যক্‌রূপে অবধারণ করিয়া, সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড, এই উপায়চতুষ্টয়-দ্বারা মিত্র, উদাসীন ও শত্রু এই তিনকে বশীভূত করুন; এবং রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ, পাঁচটি জয় করিয়া, সুহৃদ্, অমাত্য, কোষ, দুর্গ, রাষ্ট্র ও বল, এই ছয়টি বিশেষরূপে অবগত হইয়া, আর স্ত্রী, দ্যূতক্রীড়া, মৃগয়া, পান, কটুবাক্য কঠোর দণ্ড ও অর্থদূষণ, এই সাতটি পরিত্যাগ করিয়া সুখী হউন[৪৪]।

বিষরস একজনকে বিনষ্ট করে এবং শস্ত্র-দ্বারাও একজন বিনষ্ট হয়, কিন্তু মন্ত্রের যে বিপ্লব, অর্থাৎ ইতস্ততঃ প্রচার, তাহা রাষ্ট্র ও প্রজাসমেত রাজাকে বিনাশ করে[৪৫]।

একাকী কোন সুস্বাদু দ্রব্য ভোজন করিবে না; একাকী অর্থচিন্তা করিবে না, পথিমধ্যে একাকী পর্য্যটন করিবে না; এবং বহুজন নিদ্রিত থাকিলে তন্মধ্যে একাকী জাগরিত থাকিবে না[৪৬]।

হে রাজন্! আপনি যাহারে বোধগম্য করিতে পারিতেছেন না, পারাবারের তরণীর ন্যায় স্বর্গের সোপানভূত সেই সত্য-স্বরূপ পরব্রহ্ম একমাত্র, দ্বিতীয় রহিত[৪৭]।

ক্ষমাবান্ মানব ক্ষমা প্রদর্শন করিলে লোকে তাঁহারে যে অশক্ত মনে করে, ক্ষমাশীল ব্যক্তিদিগের এই একমাত্র দোষ দৃষ্ট হয়, এতদ্ভিন্ন অন্য দোষ প্রাপ্ত হওয়া যায় না[৪৮]; কিন্তু তাঁহার সে দোষও গণনীয় নহে; কেননা ক্ষমাই পরম বল ক্ষমা অসমর্থ ব্যক্তির গুণ ও সমর্থ ব্যক্তির ভূষণ[৪৯]। এই জগতী তলে ক্ষমা অদ্বিতীয় বশীকরণ; ক্ষমাদ্বারা সমুদায় কার্য্যই সম্পন্ন হইতে পারে। যে ব্যক্তি ক্ষমারূপ খড়্গধারণ করিয়া থাকে; দুর্জ্জন গণ তাহার কিকরিতে পারে[৫০]। বহ্নিতৃণশূন্য স্থানে পতিত হইলে স্বয়ং

প্রশমিত হইয়া থাকে। ক্ষমাহীন ব্যক্তি অপরলোককে এবং আপনাকেও অশেষ দোষে নিযোজিত করে[৫১]।

একমাত্র ধর্ম্মই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কল্যাণ; একমাত্র ক্ষমাই উত্তমা শান্তি; একমাত্র বিদ্যাই পরমা তৃপ্তি: একমাত্র অহিংসাই সর্ব্ব-সুখের আকর[৫২]।

সর্প যেমন গর্ত্তাস্থিত জন্তুগণ গ্রাস করে, তদ্রূপ অযোদ্ধা রাজা ও অপ্রবাসী ব্রাহ্মণ, এই দুইজনকে পৃথিবী গ্রাস করিয়া রাখে, অর্থাৎ তাদৃশ ব্রাহ্মণ ও রাজন্যগণের কিছুমাত্র খ্যাতি-প্রতিপত্তি-লাভের সম্ভাবনা থাকে না[৫৩]

মনুষ্য ইহলোকে পরুষ বাক্য প্রয়োগ ও অসতের পূজা এই দুই কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে যশস্বী হয়[৫৪]।

হে পুরুষব্যাঘ্র! যে স্ত্রী কান্তকেই কামনাকরে ও যে পুরুষ পূজিত ব্যক্তিকেই পূজাকরে; এই দুই জন লোকের বিশ্বাস ভাজন হয়[৫৫]। যেব্যক্তি নির্দ্ধন হইয়া ভোগসুখের কামনা করে, এবং যেব্যক্তি প্রভুত্ব হীন হইযা ক্রোধ করে, এই দুই মনুষ্য স্বকীয় শরীর শোষণকারী সুতীক্ষ্ণ কণ্টক স্বরূপ[৫৬]।

গৃহস্থ অথচ উদাসীন, আর কার্য্যবান্ অথচ ভিক্ষুক, এই দুই মনুষ্য বিপরীত-কর্ম্ম-হেতুক কদাপি শোভা প্রাপ্ত হয় না[৫৭]।

হে রাজন্! প্রভু হইয়াও ক্ষমাযুক্ত, আর দরিদ্র হইয়াও দান-শীল, এইদুই পুরুষ স্বর্গের উপরিস্থলে অবস্থান করেন[৫৮]।

অপাত্রে দান, আর সৎপাত্রে অপ্রদান, ন্যায়ার্জ্জিত অর্থের এই দুইটি ব্যতিক্রম জানিবেন[৫৯]।

যেব্যক্তি অপরিমিত ধন সম্পন্ন হইয়াও অদাতা হয় এবং যে ব্যক্তি দরিদ্র হইয়াও তপঃ পরায়ণ না হয়; এই দুই ব্যক্তিকে

গলদেশে বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড বন্ধন-পূর্ব্বক সলিলে নিক্ষিপ্ত করা কর্ত্তব্য[৬০]।

পরিব্রাজক হইয়া যোগযুক্ত, আর সংগ্রামে অগ্রসর হইয়া নিহত হয়; লোকমধ্যে এই দুইপুরুষ সূর্য্য মণ্ডলভেদী হয়েন, অর্থাৎ ইঁহারা স্বর্গোপরি কোন অনির্দ্দেশ্য লোকের উপযুক্ত হইয়া থাকেন[৬১]।

হে ভরতর্ষভ! বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা এই বলেন, মনুষ্য গণের উপায় তিন প্রকার শ্রবণ করা যায়; কনিষ্ঠ, মধ্যম ও শ্রেষ্ঠ[৬২]।

হে রাজন্! উত্তম, অধম, ও মধ্যম এই ত্রিবিধ মনুষ্য হইয়া থাকে, তাহাদিগকে যথা ক্রম আপন আপন উপযুক্ত ঐরূপ তিন প্রকার কর্ম্মেই নিযোজিত করিবেক[৬৩]

হে রাজন্! ভার্য্যা, দাস ও পুত্র এই তিন জনই ধনের অনধিকারী; ইহারা যাহা কিছু উপার্জ্জন করে, তাহাতে ইহাদিগের স্বামিরই অধিকার থাকে[৬৪]।

পরধন হরণ, পরদারাভিমর্ষণ ও সুহৃদ্বর্জ্জন এই ত্রিবিধ দোষ মহাভয়ঙ্কর[৬৫]।

কাম, ক্রোধ ও লোভ, এই তিন রিপু নরকের ত্রিবিধ দ্বারস্বরূপ ও আত্মবিনাশের হেতু; এই নিমিত্ত এই ত্রয়কে পরিত্যাগ করিবেক[৬৬]।

বরপ্রদান, রাজ্যলাভ ও পুত্রজন্ম, এই তিনটি একদিকে, আর শত্রুকে কৃচ্ছ্র হইতে বিমোচন করা এক দিকে, এই উভয় পক্ষই তুল্যানুতুল্য[৬৭]।

যেব্যক্তি ভক্ত হইয়াছে, যে ভজনা করিতেছে এবং যেব্যক্তি "আমি তোমার হইলাম" এই কথা বলে, এই ত্রিবিধ শরণাগত

লোকদিগকে বিষমেও পরিত্যাগ করিবেক না, অর্থাৎ স্বয়ং বিপদ্গ্রস্ত হইলেও তাহাদিগকে রক্ষা করিবেক[৬৮]।

মহাবলসম্পন্ন ভূপতি চারিটি বিষয় পরিত্যাগ করিবেন; সেই চারিটি পণ্ডিত ব্যক্তিই জানেন; অর্থাৎ অল্পবুদ্ধি, দীর্ঘসূত্রী, অলস ও স্তাবক, এই চারিজনের সহিত রাজা কদাপি মন্ত্রণা করিবেন না[৬৯]।

হে তাত! গৃহস্থ-ধর্ম্মে অবস্থিত শ্রীসম্পন্ন আপনার ভবনে জ্ঞানবৃদ্ধ বা বয়োবৃদ্ধ জ্ঞাতি, অবসন্ন কুলীন, দরিদ্র সখা ও অনপত্যা ভগিনী এই চারি জন নিত্যকাল বসতি করুন[৭০]।

হে মহারাজ! সুরগুরু বৃহস্পতি সুরপতি কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তৎসন্নিধানে সদ্য ফলপ্রদ বলিয়া যে চারটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছিলেন; তৎসমুদায় আমি কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন[৭১]। দেবগণের সংকল্প, ধীসম্পন্ন মানবগণের অনুভব, কৃতবিদ্য লোকদিগের বিনয়, আর পাপকর্ম্মশীল দুরাত্মা লোকদিগের বিনাশ, এই চারটি বিষয়ই সদ্য ফল প্রদান করিয়া থাকে[৭২]।

অগ্নিহোত্র, মৌনব্রত, অধ্যয়ন ও যজ্ঞ, এই চারিটি কর্ম্ম যদি বেদ-প্রমাণানুসারে যথাবৎ অনুষ্ঠিত হয় তবেই অভয়প্রদ হইয়া থাকে, অন্যথা মহাভয়ঙ্কর হইয়া উঠে[৭৩]।

হে ভরতর্ষভ! মানবগণের কর্ত্তব্য এই যে, সর্ব্বপ্রযত্নে পিতা, মাতা, অগ্নি, আত্মা ও গুরু, এই পঞ্চ প্রকার অগ্নির পরিচর্য্যা করে[৭৪]। দেবগণ, পিতৃগণ, (অর্থাৎ অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণ) মনুষ্যগণ, (অর্থাৎ পিতৃ পিতামহাদিগণ) ভিক্ষুগণ ও অতিথিগণ, এই পাঁচটি গণের নিয়ত পূজা করিলেই লোকে অখণ্ড যশোলাভে সমর্থ হয়[৭৫]।

হে রাজন্! আপনি যেস্থানে গমন করিবেন, মিত্র, অমিত্র মধ্যস্থ, উপজীব্য ও উপজীবী, এই পাঁচটি নিয়তই আপনার অনুগামী হইবে[৭৬]।

যেমন জল পূর্ণ চর্ম্মময় পাত্রের কোন স্থানে ছিদ্র থাকিলে তদ্দ্বারা ক্রমে ক্রমে সমুদায় জল গলিত হয়; তদ্রূপ মনুষ্যের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যদি কোন একটি ইন্দ্রিয়ের ছিদ্র উপস্থিত হয়, তন্নিবন্ধন তাহার সমস্ত বুদ্ধি বিগলিত হইয়া যায়[৭৭]।

ঐশ্বর্য্যকামী পুরুষের নিদ্রা, জড়তা, ভয়, ক্রোধ, আলস্য ও দীর্ঘ-সূত্রতা, এই ষড় দোষ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য[৭৮]।

বুদ্ধিমান্ মনুষ্য অর্ণবে ভগ্ন তরণীর ন্যায়, অপ্রবক্তা আচার্য্য, অধ্যয়ন-শূন্য পুরোহিত, রক্ষণাসমর্থ নৃপতি, অপ্রিয়-বাদিনী ভার্য্যা, গ্রামাভিলাষী গোপাল আর বনাভিলাষী নাপিত, এই ছয় ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিবেক[৭৯,৮০]।

সত্য, দান, পরিশ্রম, অনসূয়া, ক্ষমা ও ধৈর্য্য, এই ছয়টি গুণ পরিত্যাগ করা কদাপি মনুষ্যের বিধেয় নহে[৮১]।

হে রাজন্! নিত্য অর্থাগম, অরোগিতা প্রিয়তমা ভার্য্যা ও প্রিয়বাদিনী পত্নী, বশ্য পুত্র ও অর্থকরী বিদ্যা, এই ছয়টি জীবলোকের সুখ[৮২]।

যে ব্যক্তি আত্মনিষ্ঠ কাম, ক্রোধ, শোক, মোহ, মদ ও মান, এই ছয়টি রিপুর উপরে নিত্য প্রভুত্ব লাভ করিতে পারেন, সেই জিতেন্দ্রিয় পুরুষ হিংসাদি পাপকর্ম্মে কদাপি লিপ্ত হয়েন না; সুতরাং তাঁহার আর অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা কি[৮৩]?

চৌর, চিকিৎসক, প্রমদা, যাজক, রাজা ও পণ্ডিত, এই ছয় ব্যক্তির, অসাবধান, রোগগ্রস্ত, কামুক, যজমান, বিবাদ-বিশিষ্ট

ও মূর্খ, যথাক্রমে এই ছয় ব্যক্তির উপরেই জীবনোপায় নির্ভর করে, এতদ্ভিন্ন তাহাদিগের অন্য কোন উপজীব্য উপলব্ধ হয় না[৮৪-৮৫]।

গো, সেবা, কৃষি, ভার্য্যা, বিদ্যা ও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান, এই ছয়টি মুহূর্ত্তকাল অবেক্ষিত না হইলেই বিনষ্ট হয়[৮৬]।

শিক্ষিত শিষ্য, কৃতবিবাহ, বিগতকাম, কৃতার্থ, দুস্তর পারাবার হইতে উত্তীর্ণ, আর রোগমুক্ত, এই ছয় ব্যক্তি যথাক্রমে আচার্য্য, মাতা, কামিনী, প্রয়োজন, নৌকা, ও চিকিৎসক, পূর্ব্বোপকারী এই ছয় ব্যক্তির প্রতি প্রায়ই অবজ্ঞা করে; অর্থাৎ শিক্ষিত ছাত্রগণ আচার্য্যের প্রতি, বিবাহিত ব্যক্তিগণ মাতার প্রতি, বিগত কাম পুরুষগণ নারীর প্রতি, কৃত কার্য্য ব্যক্তিগণ প্রয়োজনের প্রতি, পার প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ নৌকার প্রতি ও আরোগ্য প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ চিকিৎসকের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকে[৮৭-৮৮]

হে রাজন্! আরোগ্য আনৃণ্য অপ্রবাস, সাধুলোকের সহিত ব্যবহার, স্বানুকুল জীবিকা ও নির্ভয়ে বাস, এই ছয়টি জীবলোকের সুখ[৮৯]।

ঈর্ষাকারী, ঘৃণাযুক্ত, অসন্তুষ্ট, ক্রোধ পরায়ণ, নিত্যশঙ্কান্বিত ও পরভাগ্যোপজীবী, এই ছয় ব্যক্তি চিরদুঃখিত[৯০]।

স্ত্রী, দ্যূতক্রীড়া, মৃগয়া, পান, কটুবাক্য নিরতিশয় কঠোর-দণ্ড ও অর্থ দূষণ, ব্যসনের মূলীভূত এই সপ্ত দোষ পরিত্যাগ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য; কেননা রাজ্যপদে বদ্ধমূল হইলেও নরাধিপেরা এই সকল দোষে লিপ্ত হইয়া প্রায়ই বিনষ্ট হইয়া থাকেন[৯১-৯২]।

বিনষ্ট হইবার পূর্ব্বে মনুষ্যের পশ্চাদুক্ত এই আটটি নিমিত্ত

উপস্থিত হইয়া থাকে। প্রথমে সে ব্রাহ্মণগণের দ্বেষ করে. পশ্চাৎ তাঁহাদিগের সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হয়, বল পূর্ব্বক ব্রহ্মস্ব অপহরণ করে. ব্রহ্মহত্যায় অভিলাষী হয়, ব্রাহ্মণদিগের নিন্দা-প্রসঙ্গে আনন্দ প্রকাশ করে, তাঁহাদের প্রশংসায় কদাপি হৃষ্ট হয় না, কার্য্য কালে তাঁহাদিগকে স্মরণ করে না এবং যাচিত হইলে, প্রার্থনা পূরণ করা দূরে থাকুক, প্রত্যুত তাঁহাদিগের গুণে দোষারোপ করিয়া থাকে। বুদ্ধিমান্ মনুষ্য এই সমুদায় দোষ হৃদয়ঙ্গম করিবেন এবং হৃদয়ঙ্গম করিয়া পরিত্যাগ করিবেন[৯৩ ৯৫]।

হে ভারত! বন্ধুবর্গের সহিত সমাগম, প্রভূত ধনাগম, পুত্রের সহিত আলিঙ্গন, মৈথুনে রেতঃস্খলন, উপযুক্ত সময়ে প্রিয়-সমালাপ, স্বপক্ষের সমুন্নতি, অভিলষিত বিষয়ের লাভ ও জনসমাজে পূজা, এই আটটি বস্তু হর্ষের নবনীত, অর্থাৎ সারস্বরূপে বিদ্যমান দৃষ্ট হয়; অপিচ ঐ কয়েকটি সুন্দর সুখসাধন[৯৬ ৯৮]।

প্রজ্ঞা, কুলীনতা, দম, শাস্ত্রজ্ঞান, পরাক্রম, মিতভাষিত্ব, যথাশক্তি দান ও কৃতজ্ঞতা, এই আটটি গুণ পুরুষকে উজ্জ্বল করিয়া দেয়[৯৯]।

আমাদিগের এই যে দেহরূপ গৃহ, ইহার নেত্র কর্ণ-প্রভৃতি নয়টি দ্বার, বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মাত্মক তিনটি স্তম্ভ, আর ক্ষিতি অপ তেজঃ-প্রভৃতি পাঁচটি সাক্ষী বর্ত্তমান আছে, জীবাত্মা ইহাতে অধিষ্ঠিত আছেন; যে বিদ্বান্ ব্যক্তি এই গৃহের তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন, তিনি পরম পণ্ডিত[১০০]।

হে ধৃতরাষ্ট্র! মত্ত, প্রমত্ত, উন্মত্ত, শ্রান্ত, ক্রুদ্ধ, বুভুক্ষিত, ত্বরান্বিত, লব্ধ, ভীত ও কামী, এই দশ বিধ ব্যক্তি ধর্ম্ম অবগত হইতে পারেন না; এই নিমিত্ত ইহাদের সহিত সংসর্গ করা পণ্ডিতের কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে[১০১.১০২]। পূর্ব্বে অসুরেন্দ্র প্রহ্লাদ পুত্রের

নিমিত্ত সুধন্বা ব্রাহ্মণের নিকটে যেরূপ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, সেই পুরাতন ইতিহাসটিই এবিষয়ের উদাহরণরূপে উল্লিখিত হইয়াছে[১০৩]।

যে রাজা কাম ক্রোধ পরিত্যাগ করেন, সৎপাত্রে ধনদান করেন এবং বিশেষজ্ঞ অর্থাৎ গুণাগুণের তারতম্য বেদী, শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ও ক্ষিপ্রকারী হয়েন, তাঁহাকেই সকল লোকে প্রমাণ-স্বরূপে অবলম্বন করিয়া থাকে[১০৪]।

যিনি মনুষ্যদিগকে বিশ্বাস করাইতে জানেন, দোষ সপ্রমাণ হইলেই অপরাধী ব্যক্তিদিগের সমুচিত দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন এবং অপরাধানুসারে দণ্ডের পরিমাণ ও বিষয়-বিশেষে ক্ষমা-প্রদর্শন অবধারণ করিয়া থাকেন, তাদৃশ নরেন্দ্রই সম্পূর্ণ রাজলক্ষ্মীর আশ্রয় হয়েন[১০৫]।

কোন সুদুর্ব্বল রিপুকেও যিনি অবজ্ঞা না করেন, প্রত্যুত ছিদ্রান্বেষণে অবহিত হইয়া বুদ্ধি-পূর্ব্বক তাহার সেবা করেন এবং যিনি বলস্থব্যক্তিদিগের সহিত বিগ্রহে প্রবৃত্ত না হইয়া যথাকালে বিক্রম প্রকাশ করেন, তিনিই যথার্থ পণ্ডিত। যে মহাত্মা আপদে পতিত হইয়া কখন ব্যথিত না হন, অপ্রমত্ত হইয়া তাহার প্রতিকারের উদ্যোগ করেন এবং সময়ে দুঃখ ভার সহ্য করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ ধুরন্ধর, তাঁহার শত্রু সকল পরাজিত হইয়াই রহিয়াছে[১০৬]। যিনি গৃহ হইতে অনর্থক প্রবাস গমন, পাপাত্মাগণের সহিত সন্ধি ও পরদার হরণ না করেন এবং দম্ভ, চৌর্য্য, খলতা ও মদ্যপান, এই সমস্ত পাপ-কর্ম্মের সেবনে পরাঙ্মুখ থাকেন, তিনি সর্ব্বদাই সুখী[১০৮]। যিনি ক্রোধ পরবশ হইয়া ত্রিবর্গ, অর্থাৎ ধর্ম্মার্থ কামের আরম্ভ না করেন, যিনি জিজ্ঞাসিত হইলে যথার্থ উপদেশ প্রদান করেন; যিনি মিত্রের নিমিত্ত বিবাদ

করেন না এবং পূজিত না হইলেও ক্রুদ্ধ হন না; তিনিই জ্ঞানী[১০৯]। যিনি, কাহারো গুণে দোষারোপ না করেন, সকলকেই দয়া করেন, স্বয়ং দুর্ব্বল হইয়া কাহারো সহিত বিরোধ না করেন, অন্যের বাক্য অতিক্রম করিয়া আপনি কোন কথা না বলেন এবং কেহ বিবাদ করিলে তাহা সহ্য করেন, তাদৃশ সুবোধ ব্যক্তি সর্ব্বত্রই প্রশংসা লাভ করিয়া থাকেন[১১০]। যিনি কদাপি উদ্ধত-বেশ ধারণ না করেন, স্বকীয় পুরুষকার প্রকাশ পূর্ব্বক অন্যের নিন্দা না করেন এবং গর্ব্বাবমোহিত হইয়া কাহারও প্রতি কোন কটুবাক্য প্রয়োগ না করেন, তিনি সকলেরই প্রিয়পাত্র হন[১১১]। বৈরপ্রশান্ত হইলে যিনি আর তাহা উদ্দীপিত না করেন, দর্পা-রূঢ় না হন অথচ নিতান্ত নিস্তেজের ন্যায় ব্যবহার না করেন, এবং আপনার দুর্গতি বিবেচনা করিয়াও কোন অকার্য্য করণে প্রবৃত্ত না হন, সদাশয় পণ্ডিতেরা তাঁহারে সাতিসয় সাধুশীল বলিয়া উল্লেখ করেন[১১২]। যিনি আপনার সুখে অতিমাত্র হর্ষপ্র-কাশ না করেন, পরের দুঃখে প্রহৃষ্ট না হন এবং দান করিয়া পশ্চাৎ অনুতাপ না করেন, তাঁহাকে সৎপুরুষ ও সাধুশীল বলা যায়[১১৩]। যিনি দেশাচার, ভাষাভেদ ও জাতিধর্ম্ম-সমস্ত অবগত হইতে অভিলাষ করেন, তিনি উত্তম ও অধম বিষয়ের মর্ম্মজ্ঞ হয়েন। তিনি যথা তথা গমন করুন, সর্ব্বত্রই বহুজনের উপরে আধিপত্য করিতে পারেন[১১৪]। যে বুদ্ধিমান্ মানব দম্ভ, মোহ, মাৎসর্য্য, পাপকার্য্য, রাজদ্বেষ, খলতা, বহুব্যক্তির সহিত শত্রুতা এবং মত্ত উন্মত্ত ও দুর্জ্জন গণের সহিত বাদবিতণ্ডা পরিত্যাগ করেন, তিনিই প্রধান[১১৫]। যিনি দম, শৌচ, দৈবকার্য্য, বিবিধ মঙ্গল কার্য্য, প্রায়শ্চিত্ত ও লোকসিদ্ধ বহুবিধ, এই সমস্ত নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, দেবগণ তাঁহার অভ্যুদয়-সাধন করিয়া

থাকেন[১০৬]। যিনি তুল্যলোক ভিন্ন হীন লোকের সহিত বিবাহ-সম্বন্ধ না করেন, সমানলোকের সহিত সখ্য, ব্যবহার ও সমালাপ করেন এবং আপনার অপেক্ষা অধিকতর গুণ-বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে অগ্রে স্থাপন করেন, অর্থাৎ তাঁহাদিগের দৃষ্টান্তে কর্ম্ম করিয়া থাকেন, সেই বিচক্ষণ মনুষ্যের সমস্ত নীতিই সুনীতা হয়[১০৭]। যিনি আশ্রিত লোকদিগকে যথাযোগ্য ভাগ প্রদান পূর্ব্বক স্বয়ং পরিমিত ভোজন করেন, অপরিমিত কর্ম্ম করিয়া পরিমিত রূপে নিদ্রা যান এবং যাচ্ঞা করিলে শত্রুদিগকেও ধন দান করেন; সেই জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির কদাচ অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না[১০৮]। মন্ত্রিত-বিষয় গুপ্ত ও সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠিত হওয়াতে অন্য লোকে যাঁহার চিকীর্ষিত কোন কর্ম্মই অপকারের নিমিত্তে অনুষ্ঠিত হইতে না জানে, তাঁহার কোন সামান্য অর্থও ব্যর্থ হয় না[১০৯]। যিনি সর্ব্বভূতের শান্তি সাধনে রত, সত্যনিষ্ঠ, মৃদু, দানশীল ও বিশুদ্ধভাব হয়েন, তিনি উত্তম আকর সম্ভূত বিমল মহামণির ন্যায় জ্ঞাতিমধ্যে অতীব বিখ্যাত হইয়া থাকেন[১১০]। যে ব্যক্তি আপনার দুষ্কর্ম্ম অপরে জানিতে না পারিলেও আপনিই আপনার নিকটে অতিশয় লজ্জিত হন, তিনি সকল লোকের উপরে গৌরব ধারণ করেন; তাঁহার তেজের আর পরিসীমা থাকে না; সুমনা ও সমাহিত হইয়া তিনি স্বকীয় তেজঃপুঞ্জ দ্বারা প্রভাকরের ন্যায় প্রকাশমান হয়েন[১১১]।

হে অম্বিকানন্দন! ব্রহ্মশাপদগ্ধ পাণ্ডুরাজের পঞ্চ ইন্দ্র-তুল্য পঞ্চ পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল; তাহাদিগের বাল্যকালে আপনিই তাহাদিগকে বর্দ্ধিত ও শিক্ষিত করিয়াছিলেন; তাহারাও এক্ষণে আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছে[১১২]; অতএব হে তাত! তাহাদিগের সমুচিত রাজ্য ভাগ প্রদান করিয়া আপনি

পুত্রগণের সহিত সুখী ও হৃষ্টচিত্ত হউন। হে নরেন্দ্র! এরূপ হইলে, কি মনুষ্য, কাহারও নিকট আপনার শঙ্কা থাকিবে না[১১৩]।

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের হিতোপদেশ কথনে
ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৩॥

চতুস্ত্রিংশত্তমঅধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে তাত! এই জাগ্রদবস্থায় চিন্তানলে দহ্য-মান ব্যক্তির যেরূপ কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য বিবেচনা কর, তাহা বল; যেহেতু তুমিই একমাত্র আমাদিগের ধর্ম্মার্থ নির্দ্দেশে সুনিপুণ[১]। হে বিদুর! তুমি প্রজ্ঞাপূর্ব্বক আমারে যথাশাস্ত্র উপদেশ প্রদান কর! হে মহাসত্ত্ব! যাহা যুধিষ্ঠিরের হিতকর এবং কৌরবগণের শ্রেয়স্কর; তাহাই ব্যক্ত কর[২]। ভাবি অনিষ্টের আশঙ্কা করিয়া আমি কেবল পূর্ব্বতন অপরাধই দেখিতেছি, এই নিমিত্তই ব্যাকু-লিত-চিত্তে তোমারে জিজ্ঞাসা করিতেছি, হে সর্ব্বজ্ঞ! তুমি যুধি-ষ্ঠিরের যাহা যথার্থ অভিপ্রেত, তৎসমুদায় অবিকল বর্ণন কর[৩]।

বিদুর বলিলেন, যাঁহার পরাভব ইচ্ছা না করা যায়, তাঁহার শুভ হউক বা অশুভ হউক, দ্বেষ্য হউক, বা প্রিয় হউক, তিনি জিজ্ঞাসা না করিলেও তাহা যথার্থরূপে ব্যক্ত করা কর্ত্তব্য[৪]; অ-তএব হে রাজন্! আমি কুরুগণের কল্যাণ কামনা করত আপ-নাকে ধর্ম্মানুগত ও শ্রেয়স্কর বাক্যই বলিতেছি, শ্রবণ করুন[৫]।

হে ভারত! যে সকল কর্ম্ম অসদুপায় অবলম্বন করিয়া সিদ্ধ হইতে পারে, মিথ্যা-সম্বলিত তাদৃশ কপট কর্ম্মে আপনি কদাচ মন করিবেন না[৬]। সেইরূপ যুক্তি-বিহিত ও সমুচিত উপায় যুক্ত

হইয়াও যে কর্ম্ম সিদ্ধ না হয়, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহাতে ও মনকে গ্লানিযুক্ত করিবেন না[৭]। সকল কর্ম্মেরই অনুবন্ধ, অর্থাৎ অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন আছে; অতএব সেই অনুবন্ধগুলি অগ্রে নিশ্চয় করিয়া পশ্চাৎ তাহার অনুষ্ঠান করিবে; বিবেচনা না করিয়া সহসা কোন কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিবে না[৮]। ধীর-ব্যক্তি, কর্ম্মের অনুবন্ধ ও পরিণাম এবং আপনার উদ্যম পর্য্যালোচন করিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হইবেন, কিম্বা তাহাতে নিবৃত্ত থাকিবেন[৯]। যে রাজা দুর্গাদি স্থান, বৃদ্ধি, ক্ষয়, কোষ, সেনা ও জনপদ বিষয়ে প্রমাণ, অর্থাৎ নিশ্চয় করিবার উপায় না জানেন, তিনি রাজ্যপদে অধিক কাল অবস্থিত হইতে পারেন না[১০]। যিনি ঐ সমস্ত বিষয়ের যথোক্ত প্রমাণ সমস্ত বিলক্ষণরূপে অবগত আছেন এবং ধর্ম্মার্থের পরিজ্ঞানে অভিনিবিষ্ট হন, তিনিই রাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হন[১১]। রাজ্য লাভ হইয়াছে বলিয়াই স্বেচ্ছামতে অযুক্ত ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে; কেন না জরা যেমন রমণীয় রূপকে বিরূপ করিয়া দেয়, তদ্রূপ অবিনয় মহতী রাজলক্ষ্মীকেও বিনষ্ট করে[১২]। মৎস্য লোভে পতিত হইয়া উত্তম ভোজ্য সামগ্রী সমাবৃত লৌহময় বড়িশ গ্রাস করে, কিন্তু পরিণামে যে বন্ধন হইবে তাহা আর পর্য্যালোচনা করিয়া দেখে না;[১৩] অতএব যে কোন গ্রসনীয় বস্তু গ্রাস করিতে পারা যায়, গ্রস্ত হইয়া যাহার পরিপাক হয়, এবং পরিণামে যাহা হিতকর হইতে পারে, কল্যাণেচ্ছু ব্যক্তির তাহাই গ্রাস করা কর্ত্তব্য[১৪]। যে ব্যক্তি বনস্পতির অপরিপক্ক ফল সকল চয়ন করে, সে তৎ সমুদায় হইতে প্রকৃত রস প্রাপ্ত হয় না, অধিকন্তু তাহার বীজও বিনষ্ট হইয়া যায়[*]; পরন্তু যে বিচক্ষণ মানব যথাকালে পরিণত সুপক্ক ফল গ্রহণ করেন, তিনি ফল হইতেও রস লাভ করেনএবং বীজ হই-

তেও পুনরায় ফল প্রাপ্ত হন[১৬]। মধুকর যেমন কুসুম নিকর রক্ষা করিয়া মধু গ্রহণ করে, তদ্রূপ অহিংসা দ্বারা রাজা প্রজাগণ হইতে অর্থ গ্রহণ করিবেন[১৭]। উপবনে মালাকারের ন্যায় মূলোচ্ছেদনা করিয়া প্রত্যেক বৃক্ষ হইতেই পুষ্প চয়ন করিবেন, কিন্তু অঙ্গার কারকের ন্যায় কোন বৃক্ষেরই একবারে মূলোচ্ছেদ করিবেন না[১৮]। এ কর্ম্ম করিলে আমার কি ফল হইতে পারে, না করিলেই বা কি হয়, এইরূপ চিন্তা করিয়াই পুরুষ কর্ম্ম করিবেন, অথবা তাহা হইতে বিরত হইবেন[১৯]। যাহাতে পুরুষকার প্রকাশ করিলেও নিরর্থক হয়, তাদৃশ কতক গুলি কর্ম্ম নিশ্চয়ই অনারভ্য, অর্থাৎ কখনই সে সকলের আরম্ভ করা কর্ত্তব্য নহে[২০]। কামিনীরা যেমন ক্লীব পতি মনোনীত করে না, তদ্রূপ যে রাজার প্রসাদ নিষ্ফল ও ক্রোধ নিরর্থক, তাঁহাকে স্বামী করিতে প্রজাগণ কদাপি অভিলাষ করে না[২১]। প্রজ্ঞাবান্ মনুষ্য, লঘু উপায় সাধ্য অথচ মহাফল জনক একরূপ কতক গুলি কর্ম্ম শীঘ্রই আরম্ভ করেন, বিলম্ব করিয়া তাদৃশ কর্ম্মের ব্যাঘাত করেন না[২২]। যে রাজা প্রীতিপূর্ণ চক্ষুঃ নয়নে সরলভাবে অবলোকন করেন, তিনি মৌনভাব অবলম্বন করিয়া উপবেসন করিয়া থাকিলেও প্রজাগণ তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হয়[২৩]। বাক্যরূপ সুন্দর কুসুম-যুক্ত অথচ অফল হইবেক, অর্থরূপ-ফলশালী অথচ দুরারোহ হইবেক, যোগ্যকাল উপস্থিত না হওয়ায় অপক্ব অথচ পক্কের ন্যায় প্রতীয়মান হইবেক; এই রূপ হইলে নরপতি রূপ তরুর আর কদাপি শীর্ণ হইবার সম্ভাবনা থাকে না[২৪]। যিনি নয়ন, মন, বাক্য ও কর্ম্ম, এই চারি প্রকারে প্রজা বর্গকে প্রীতিযুক্ত করেন, প্রজারা অবশ্যই তাঁহার প্রতি প্রীত হয়[২৫]। ব্যাধ হইতে মৃগগণের ন্যায়, প্রাণিগণ যাঁহা হইতে ত্রাসযুক্ত হয়, তিনি সসাগরা বসুন্ধরা লাভ করিয়াও পরি-

হীন হন[২৬]। অনিল যেমন জলদাবলিকে ছিন্ন ভিন্ন করে, তদ্রূপ দুর্নীত নৃপতি পিতৃ-পিতামহাদি-সমাগত অথবা স্বকীয় তেজো-লব্ধ রাজ্যকে সমূলে বিনষ্ট করিয়া থাকেন[২৭]। যিনি সাধুগণের চির-সমাচরিত ধর্ম্ম আচরণ করেন, বসুপূর্ণা বসুন্ধরা সেই নৃপ-তির ঐশ্বর্য্য বর্দ্ধিনী করত বর্দ্ধিতা হইতে থাকেন[২৮]; আর যেমন অনলে নিক্ষিপ্ত চর্ম্ম পাত্র সঙ্কুচিত হয়; সেইরূপ এই পৃথিবী ও ধর্ম্মত্যাগী ও অধর্ম্মাচারী নরপতির নিকট সঙ্কুচিত হইয়া অল্প-ফল শালিনী হইয়া থাকে[২৯]। পররাজ্য বিমর্দ্দনে যাদৃশ যত্ন করি-তে হয়, স্বরাজ্য পরিপালন-বিষয়েও তাদৃশ যত্ন করা কর্ত্তব্য[৩০]।

ধর্ম্ম-দ্বারা রাজ্যলাভ ও ধর্ম্ম-দ্বারা-রাজ্য পরিপালন করিবেক; ধর্ম্মমূলক ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া আপনা হইতে তাহা আর পরিত্যাগ করিতে হয় না এবং তাহাও অধিকারীকে পরিত্যাগ করে না[৩১]।

যেমন প্রস্তর হইতে কাঞ্চন সকল সঙ্কলিত হয়; সেইরূপ উন্ম-ত্তদিগের প্রলাপ ও বালক গণের জল্প না হইতে সারগ্রহণ করি-বে[৩২]। শিলাহারী যেমন শিল, অর্থাৎ ক্ষেত্র হইতে শস্য গ্রহণ করিয়া গমন করিলে যাহা কিছু অবশিষ্ট পতিত থাকে সেই শস্য-কণা-সকল আহরণ করে, তদ্রূপ ধীর ব্যক্তি সকলের নিকট হই-তেই সাধুব্যবহার, সুভাষিত ও সুকৃত সঞ্চয় করিয়া সন্তোষে অবস্থিত হইবেন[৩৩]।

গো-সকল গন্ধ-দ্বারা, ব্রাহ্মণগণ বেদ-দ্বারা, রাজারা চর-দ্বারা এবং ইতর লোকেরা চক্ষুদ্বারা দর্শন করে[৩৪]।

হে রাজন্! যে ধেনু দুর্দ্দুহা হয়, অর্থাৎ দোহন-সময়ে বিস্তর দুঃখ প্রদান করে, সে বিস্তর ক্লেশ পায়; যে সুদুহা হয়, তাহারে আর কেহ যন্ত্রণা প্রদান করে না[৩৫]।

যাহা তপ্ত না হইয়াই প্রণত হয়, তাহাকে আর কেহ সন্তাপিত করে না; যে কাষ্ঠ আপনা হইতেই নত হয়, তাহাকে যত্ন সহকারে নামিত করিবার প্রয়োজন কি[৩৬]? এই উপমা দ্বারা ধীর ব্যক্তি বলবানের নিকটে প্রণত হইবেন; যিনি বলবানের নিকটে নত হন, তিনি বলাধিষ্ঠাত্রী দেবতা ইন্দ্রকেই প্রণাম করেন[৩৭]।

পশুগণের বন্ধু পর্জন্য ভূপতিগণের বান্ধব মন্ত্রী, কামিনী কুলের বান্ধব পতি, আর ব্রাহ্মণ-সকলের বান্ধব বেদ[৩৮]।

সত্য দ্বারা ধর্ম্ম রক্ষিত হন, যোগ, অর্থাৎ অভ্যাস দ্বারা বিদ্যা রক্ষিতা হন, অঙ্গ মার্জ্জন-দ্বারা রূপ রক্ষা করা যায় এবং সচ্চরিত্র দ্বারা কুল রক্ষা পায়[৩৯]। অপিচ, পরিমাণ-দ্বারা ধান্য, ব্যায়াম শিক্ষাদি-দ্বারা অশ্বগণ, সর্ব্বদা তত্ত্বাবধারণ দ্বারা গোধনগণ, আর কুৎসিত বস্ত্র-দ্বারা অঙ্গনাগণ রক্ষিত হইয়া থাকে[৪০]।

আমার বিবেচনায়, আচারহীন পুরুষের কুল কদাচ প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না; কেননা রজকাদি নীচবংশজাত ব্যক্তিদিগেরও যদি সদাচার থাকে, তবে তাহাই বিশিষ্ট প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে[৪১]। যে ব্যক্তি পরের ঐশ্বর্য্য, রূপ, বীর্য্য, কুল, বংশ, সুখ, সৌভাগ্য ও পুরস্কার দর্শনে ঈর্ষাযুক্ত হয়, তাহার ব্যাধির আর অন্ত নাই; সে চিরকালই পীড়া পাইতে থাকে[৪২]।

অকর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান, কর্ত্তব্য কর্ম্মের পরিত্যাগ ও ইষ্টসিদ্ধির পূর্ব্বকালে মন্ত্রভেদ, এই কয়েকটি বিষয় হইতে যে ব্যক্তি ভীত হন, তিনি যে বস্তু-দ্বারা মত্ত হইতে পারেন, তাহা যেন কদাপি পান না করেন[৪৩]। বিদ্যা-মদ, ধন-মদ ও কৌলিন্য-মদ, গর্ব্বিত লোকদিগের এই তিন প্রকার মদ প্রসিদ্ধ আছে; পরন্তু সাধু-

গণের পক্ষে ইহারা মদ না হইয়া দম হইয়া থাকে, অর্থাৎ অজ্ঞান লোকেরা ধনাদি-দ্বারা মত্ত হয়, আর সজ্জনগণ তদ্দ্বারা বিনয়াদি অধিকতর গুণ-সম্পন্ন হয়েন[৪৪]।

যদি সাধুগণ বিখ্যাত অসাধু ব্যক্তিরে কখন কোন কার্য্যোপলক্ষে অর্চ্চনা করেন; তাহা হইলে সে ব্যক্তি সেই কার্য্যের অত্যল্পমাত্র সুসম্পন্ন না করিয়াই আপনারে সাধু বলিয়া মনে করে[৪৫]। ফলতঃ সাধুরাই সাধুদিগের, জিতাত্মা মানবগণের এবং অসাধুবর্গের গতি-স্বরূপ হইয়াছেন, কিন্তু অসাধু লোকেরা কখন সাধুদিগের গতি হইতে পারে না[৪৬]। যিনি সুন্দর বেশভূষায় ভূষিত হন, তিনি সভা জয় করেন, গোধন সম্পন্ন ব্যক্তি মিষ্ট ভোজনাভিলাষ জয় করেন, যানসম্পন্ন ব্যক্তি পথ জয় করেন, কিন্তু শীলবান্ মানব সকলকেই জয় করিয়া থাকেন[৪৭]। শীলতাই পুরুষের প্রধান গুণ। ইহলোকে যাহার শীল নষ্ট হয়, তাহার জীবন, ধন কি বন্ধুগণ, কিছুতেই প্রয়োজন নাই[৪৮]।

হে ভরতর্ষভ! সমৃদ্ধিশালী লোকদিগের মাংস-প্রধান, মধ্যবিত্তগণের গব্যরস প্রধান, আর দরিদ্রগণের তৈলপ্রধান ভোজন হইয়া থাকে[৪৯], কিন্তু দরিদ্রেরা সর্ব্বদা ধনিগণ অপেক্ষাও সুমিষ্ট অন্ন ভক্ষণ করে; কেননা ক্ষুধা সকল বস্তুরই স্বাদুতা জন্মিয়া দেয়, আঢ্যগণের পক্ষে তাহা নিতান্ত দুর্ল্লভ[৫০]। হে রাজন্! শ্রীসম্পন্ন লোকদিগের প্রায়ই ভোজন শক্তি থাকে না; কিন্তু দরিদ্রদিগের জঠরানলে কাষ্ঠনকলও জীর্ণ হইয়া যায়[৫১]।

অধম লোকদিগের জীবিকার হানি হইতে এবং মধ্যম লোকদিগের মরণ হইতে ভয় হইয়া থাকে; কিন্তু উত্তম-প্রকৃতি মানবগণের অবমান হইতেই অতিশয় ভয় হয়[৫২]।

ঐশ্বর্য্য হইতে যে মদের উৎপত্তি হয়, তাহা পান-মদ, বিদ্যা-

মদ, কুল মদ-প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার মদ অপেক্ষা অধিকতর নিন্দনীয়; কারণ ঐশ্বর্য্য-মদ মত্ত ব্যক্তির পতন না হইলে চৈতন্যের উদয় হয় না[৫৩]। যেমন গ্রহগণ স্বকীয় কিরণরাজি দ্বারা তারকপুঞ্জকে তাপিত করে, তদ্রূপ ঐশ্বর্য্য-মদমত্ত মানবেরা শব্দাদি ইন্দ্রিয় বিষয়-সমূহে আসক্ত হইয়া অনিবারিত ইন্দ্রিয়গণ-দ্বারা এই সমস্ত ভুবনমণ্ডলকে সন্তাপিত করে[৫৪]। যে ব্যক্তি আত্মার আকর্ষণকারী স্বভাবসিদ্ধ পঞ্চবর্গ অর্থাৎ পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চভূত, পঞ্চ বায়ু চারি অন্তঃকরণ ও প্রকৃতি কর্ত্তৃক পরাজিত হয়, তাহার আপদ্-সমস্ত শুক্লপক্ষীয় শশধরের ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে[৫৫]। যে রাজা অগ্রে আত্মাকে জয় না করিয়া অমাত্যবর্গকে জয় করিতে অভিলাষ করেন এবং অমাত্য জয় না করিয়া অমিত্র জয়ে অভিলাষী হন, তাঁহারে অবশ্যই অবশ হইয়া পরিহীন হইতে হয়[৫৬]। অতএব প্রথমে আত্মাকেই দ্বেষ্যরূপে যোজনা করিবেক, অর্থাৎ শত্রুজ্ঞান করিয়া অগ্রে তাহারই জয়-সাধনে যত্নবান্ হইবেক, পশ্চাৎ অমাত্য ও অমিত্রবর্গকে জয় করিতে অভিলাষ করিলে তাহাতে নিঃসন্দেহ কৃতকার্য্য হইতে পারিবেক[৫৭]। যিনি ইন্দ্রিয়গণ ও মনকে পরাজয় বিরুদ্ধাচারীদিগের প্রতি দণ্ড বিধান ও পরীক্ষা করিয়া সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করেন, রাজলক্ষ্মী সেই ধীর ব্যক্তিকে অত্যন্ত সেবা করিয়া থাকেন[৫৮]।

হে রাজন্! পুরুষের শরীর রথ স্বরূপ, আত্মা সারথি-স্বরূপ, আর ইন্দ্রিয়গণ অশ্ব-স্বরূপ, হইয়াছে; ধীর ব্যক্তি অপ্রমত্ত হইয়া ঐ সমস্ত বশীভূত সদশ্ব দ্বারা রথীর ন্যায় কুশলে ও পরম সুখে গমন করেন[৫৯]। যেমন অবশীভূত ও অদান্ত অশ্ব-গণ পথিমধ্যে কু সারথিকে বিনষ্ট করে, সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণ নিগৃহীত না হইলে পুরুষের নিধন-সাধনে সমর্থ হইতে পারে[৬০]। যে দুর্ব্বোধ মনুষ্য অপবা-

জিত ইন্দ্রিয়গণের বশবর্ত্তী হইয়া অর্থ হইতে অনর্থ ও অনর্থ হইতে অর্থ লাভের প্রত্যাশা করে, সে সুদারুণ দুঃখকেই যথার্থ সুখ বলিয়া বিবেচনা করে[৬১]। যে ব্যক্তি ধর্ম্মার্থ পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়গণের বশানুগামী হয়, সে ব্যক্তি অবিলম্বে শ্রী, প্রাণ, ধন ও বনিতা হইতে পরিহীন হইয়া থাকে[৬২]। যে মূঢ় ইন্দ্রিয়গণের অনীশ্বর হইয়া প্রভূত অর্থ সম্পত্তির ঈশ্বর হয়, সে ইন্দ্রিয়গণের অনৈশ্বর্য্য হেতুক সমুদায় ঐশ্বর্য্য হইতে যে ভ্রষ্ট হইয়া যায়, ইহাতে সংশয় মাত্র নাই[৬৩]। আত্মা, মন, বুদ্ধি ও নিগৃহীত ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা আত্মারে অন্বেষণ করিবে; কারণ, আত্মাই আত্মার শত্রু এবং আত্মাই আত্মার বন্ধু[৬৪]। যে আত্মা আত্মারে জয় করিয়াছেন, তাঁহার আত্মাই তাঁহার নিয়ত বন্ধু ও অবশীভুত আত্মাই নিয়ত রিপু হইয়াছেন[৬৫]।

হে রাজন্! ক্ষুদ্র ছিদ্রযুক্ত জাল-মধ্যে আচ্ছাদিত মহামীন-যুগলের ন্যায়, কাম আর যে ক্রোধ, ইহারা স্বীয় আবরক প্রজ্ঞানরূপ জালকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে[৬৬]।

যে মানব ইহলোকে ধর্ম্ম ও অর্থের অনুরোধ জয় সাধন সামগ্রী সকল আহরণ করেন, তিনি ধন ধান্যাদি সর্ব্ব বিষয়ে পরিপূর্ণ হইয়া সতত পরম সুখলাভ করিতে থাকেন[৬৭]।

যে ব্যক্তি মনো-বিকার-সম্ভূত আন্তরিক পঞ্চ শত্রুকে অর্থাৎ শ্রবণাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে পরাজিত করিয়া অন্য শত্রু-সকলকে পরাজয় করিতে অভিলাষ করে, সে শত্রু জয় করিবে কি, শত্রুরাই তাহাকেই অভিভূত করে[৬৮]। লালসাহেতুক ইন্দ্রিয়গণের উপর প্রভুত্ব না থাকায় স্বকীয় দুষ্কর্ম্ম-সমূহ-দ্বারা বধ্যমান হয়, এরূপ অনেকানেক দুরাত্মা রাজা দৃষ্ট হইয়াছে[৬৯]. শুষ্কের সহিত মিশ্রিত থাকায় আর্দ্র কাষ্ঠও যেমন দগ্ধ হয়, সেইরূপ পাপকারীদিগকে

পরিত্যাগ না করিয়া তাহাদিগের সংসর্গে থাকিলে নিষ্পাপ মনুষ্যেরাও তুল্য-রূপ দণ্ডার্হ হয়েন; অতএব পাপীদিগের সহিত কদাপি সন্ধি করিবেক না[৭০]। যে ব্যক্তি পঞ্চ বিষয়াসক্ত সতত উৎপথগামী অন্তরস্থিত পঞ্চ শত্রুকে মোহ-প্রযুক্ত নিগৃহীত না করে, সে অবশ্যই আপদের গ্রাসে পতিত হয়[৭১]। দুরাত্মা মনুষ্যদিগের কস্মিন্ কালেও অনসূয়া, সরলতা, সন্তোষ, প্রিয়বাদিতা, দম, সত্য ও অচাঞ্চল্য হয় না[৭২]। হে ভারত! আত্মজ্ঞান; অচাঞ্চল্য তিতিক্ষা, ধর্ম্মে নিত্য অাভরতি, গুপ্ত কথা ও দান, এই কয়েকটি বিষয় অধম লোকদিগের অন্তঃকরণে কদাচ স্থান পায় না[৭৩]। অজ্ঞ ব্যক্তিরা কটু ও নিন্দাবাক্য দ্বারা পণ্ডিতগণের হিংসা করিয়া কেবল আপনারাই পাপের ভাগী হয়; পণ্ডিতেরা ক্ষমা করিয়া তাহা হইতে বিমুক্ত হয়েন[৭৪]। যেমন অসাধুদিগের বল হিংসা, রাজাদিগের বল দণ্ডবিধি, স্ত্রীদিগের বল পতিশুশ্রূষা, সেইরূপ গুণশালী পুরুষগণের ক্ষমাই পরম বল[৭৫]।

মহারাজ! বাক্যের সংযম করা অতীব সুদুষ্কর, অর্থযুক্ত অথচ বিচিত্র হয়, এরূপ বহু কথার প্রসঙ্গ করিতে কেহই সমর্থ হয় না[৭৬]। সুভাষিতা বাণী বিবিধ কল্যাণ উৎপাদন করে, কিন্তু দুর্ভাষিতা হইলে তাহাই আবার অনর্থের হেতু হইয়া উঠে[৭৭]। সায়ক বিদ্ধ অথবা পরশু ছিন্ন অরণ্য পুনরায় অঙ্কুরিত হয়, কিন্তু বাক্য-দ্বারা হৃদয় ক্ষত হইলে তাহার আর অঙ্কুর হইবার সম্ভাবনা থাকে না; দুর্ব্বাক্য অতীব ভয়ঙ্কর বিকার[৭৮]। কর্ণী নালীক নারাচ-প্রভৃতি অস্ত্র-সকল শরীর হইতে বহিষ্কৃত করা যায়, কিন্তু হৃদি প্রবিষ্ট বাক্য-রূপ শল্যকে কোন ক্রমেই উৎপাটিত করিতে পারা যায় না[৭৯]। বাক্য-বাণ বদন হইতে বিনির্গত হয়; যদ্দ্বারা লোক সকল আহত হইলে দিবা নিশি শোক করিতে থাকে। উক্ত রূপ শর-

সমস্ত শক্রর মর্ম্মস্থান ভিন্ন অন্যত্র পতিত হয় না; অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি শক্রবর্গের প্রতি তৎসমুদায় প্রয়োগ করিবেন না[৮০]। দেবতারা যে পুরুষকে পরাভব প্রদান করেন, অগ্রে তাহার বুদ্ধি অপকৃষ্ট হয় এবং সে ব্যক্তি নীচ কর্ম্মই দেখিতে পায়[৮১]। বুদ্ধি কলুষিতা ও বিনাশ উপস্থিত হইলে নীতির ন্যায় প্রতীয়মানা দুর্নীতি আর কখনই হৃদয় হইতে অপসৃতা হয় না[৮২]। হে ভরতর্ষভ! পাণ্ডবদিগের সহিত বিরোধ-হেতুক আপনার পুত্রগণেরও সেই দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু আপনি তাহা অনুধাবন করিতেছেন না[৮৩]। হে রাজেন্দ্র ধৃতরাষ্ট্র! রাজলক্ষণ-সম্পন্ন, আপনার শিষ্য ও প্রধান দায়াদ যে যুধিষ্ঠির ত্রিভুবন রাজ্যেরও প্রভু হইতে পারেন, তেজ ও প্রজ্ঞাযুক্ত, ধর্ম্মার্থ-তত্ত্বজ্ঞ যে ধর্ম্মধারিশ্রেষ্ঠ, দয়া আনৃশংস্য ও আপনার প্রতি গৌরব হেতুক অশেষ ক্লেশ-রাশি সহ্য করিতেছেন, সেই মহাত্মাই আপনার পুত্রসকলকে অতিক্রম করিয়া পৃথিবীর শাসনকর্ত্তা হউন[৮৪-৮৬]

বিদুর-বাক্যে চতুস্ত্রিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে মহাবুদ্ধে! তুমি অতিবিচিত্র বচনাবলির সম্ভাষণ করিতেছ; শ্রবণ করিয়া আমার আর তৃপ্তি হইতেছে না, অতএব পুনরায় এইরূপ ধর্ম্মার্থ-যুক্ত বাক্যের প্রসঙ্গ কর[১]।

বিদুর কহিলেন, সর্ব্ব তীর্থে স্নান সর্ব্বভূতে সরল ব্যবহার, এই উভয় বিষয়, পরস্পর তুল্য হইতে পারে, সারল্যই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইতে পারে,[২] অতএব বিভো! আপনি পুত্রগণের প্রতি সতত সরল ব্যবহার করুন; তাহাতে ইহলোকে উৎকৃষ্ট কীর্ত্তি

লাভ করিয়া পরলোকে স্বর্গ প্রাপ্ত হইবেন[৩]। হে পুরুষব্যাঘ্র! লোকে যাবৎ কাল পর্য্যন্ত মনুষ্যের পুণ্যকীর্ত্তি প্রকীর্ত্তিতা হয়, তিনি তাবৎ কাল পর্য্যন্ত স্বর্গলোকে পূজিত হইয়া থাকেন[৪]। পূর্ব্বে কেশিনীর নিমিত্তে সুধন্বার সহিত বিরোচনের যে বাদানুবাদ হইয়াছিল, সেই পুরাতন ইতিহাসটিই এ বিষয়ের উদাহরণ রূপে উল্লিখিত হয়[৫]।

হে রাজন্! কেশিনী-নাম্নী অপ্রতিম-রূপ-সম্পন্না কন্যা বিশিষ্ট পতি কামনায় স্বয়ম্বরে উদ্যুক্তা হইয়াছিলেন[৬]। যখন স্বয়ম্বরের কাল উপস্থিত হইল, তখন দিতি-নন্দন বিরোচন তাঁহাকে লাভ করিতে ইচ্ছুক হইয়া সেই স্থলে সমাগত হইলেন। তাহাতে কেশিনী ঐ দৈত্যেন্দ্রকে কহিলেন, হে বিরোচন! ব্রাহ্মণগণ শ্রেষ্ঠ, কি দানবেরা শ্রেষ্ঠ? আর সুধন্বা কি নিমিত্তই বা পর্য্যঙ্কে আরোহণ করিবেন না[৭-৮]?

বিরোচন কহিলেন, হে কেশিনি! প্রজাপতির বংশ-সম্ভূত আমরাই সত্তম ও শ্রেষ্ঠ; এই লোক-সমস্ত আমাদিগেরই অধিকৃত; আমাদিগের নিকটে দেবতারাই বা কে আর ব্রাহ্মণেরাই বা কে[৯]?

কেশিনী কহিলেন, হে বিরোচন! আমরা এই স্থলে প্রতীক্ষা করিব; সুধন্বা কল্য প্রাতঃকালে আমার উপাসনা করিবার নিমিত্ত আগমন করিবেন; সেই সময়ে আমি যেন তোমাদিগকে সমাগত, অর্থাৎ একাসনে উপবিষ্ট ও পরস্পর সম্ভাষমাণ দেখিতে পাই[১০]।

বিরোচন কহিলেন, হে ভদ্রে! হে ভীরু! তুমি যাহা কহিতেছ, তাহাই করিব, প্রাতঃকালে তুমি আমাকে ও সুধন্বাকে একত্র সমাগত অবলোকন করিবে[১১]।

বিদুর কহিলেন, হে রাজসত্তম! অনন্তর রজনী বিগতা ও সূর্য্য-মণ্ডল সমুদিত হইলে, সুধন্বা সেই স্থানে আগমন করিলেন। হে বিভো! যেস্থানে বিরোচন কেশিনীর সহিত অবস্থিত ছিলেন, সুধন্বা সেই স্থানে আগমন করিয়া তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন। হে ভরতর্ষভ! কেশিনী বিপ্রকে সমাগত সন্দর্শন করিয়া প্রত্যুত্থান পূর্ব্বক তাঁহারে আসন, পাদ্য অর্ঘ প্রদান করিলেন[১২-১৩]।

'আমার সহিত একাসনে উপবেশন কর' বিরোচনের এইরূপ প্রার্থনায় সুধন্বা কহিলেন, হে প্রহ্লাদ-তনয়! আমি তোমার এই সুবর্ণময় উৎকৃষ্ট আসন স্পর্শ করিলাম নতুবা তুল্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া তোমার সহিত একাসনে উপবেশন করিতে পারি না[১৪]।

বিরোচন উত্তর করিলেন, সুধন্বন্! কাষ্ঠ, পীঠ, তৃণ বা কুশ-নির্ম্মিত আসনই তোমার উপযুক্ত; তুমি আমার সহিত সমান আসনে উপবেশন করিবার যোগ্য নহ[১৫]।

সুধন্বা কহিলেন, পিতা পুত্র, অথবা সমবয়স্ক ও সমান অভিজ্ঞ দুই জন ব্রাহ্মণ, দুই জন ক্ষত্রিয়, দুই জন বৈশ্য কি দুই জন শূদ্র একাসনে উপবেশন করিতে সমর্থ হন, তদ্ভিন্ন অন্য কেহ পরস্পর একত্র বসিতে পারে না[১৬]। আমি সমাসীন হইলে তোমার পিতা অবশ্যই নিম্নদেশে উপবেশন করিয়া আমার উপাসনা করিতেন; তুমি বালক, গৃহমধ্যে সুখসেব্য দ্রব্য সামগ্রী উপভোগ করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছ, সুতরাং কিছুই জান না[১৭]।

বিরোচন কহিলেন, হে সুধন্বন্! হিরণ্য, গো অথবা অশ্ব, অসুরকুল-মধ্যে আমাদিগের যে কোন ধন আছে, আমি তাহা

পণ রাখিতেছি; চল, যাঁহারা জানেন, তাঁহাদিগের নিকট, 'আমাদের দুইজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?' এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি[১৮]।

সুধন্বা কহিলেন, বিরোচন। সুবর্ণ, গো অথবা অশ্ব, কোন বস্তুর প্রয়োজন নাই; তৎসমুদায় যেরূপ আছে, সেই রূপই থাকুক; পরন্তু আমরা প্রাণের পণ করিয়া অভিজ্ঞগণ-সমীপে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব[১৯]।

বিরোচন কহিলেন, প্রাণের পণ করিয়া আমরা কোথায় গমন করিব? আমি দেবগণের নিকটে উপস্থিত হইব না; মনুষ্যদিগের নিকটে ত কখনই গমন করিব না[২০]।

সুধন্বা কহিলেন, যখন প্রাণের পণ করা হইল, তখন আমরা তোমার পিতার নিকটেই গমন করিব; কেননা সেই প্রহ্লাদ, পুত্রের নিমিত্তেও মিথ্যা বলিতে পারিবে না[২১]।

বিদুর কহিলেন, এইরূপ পণ করিয়া বিরোচন ও সুধন্বা উভয়েই ক্রুদ্ধ হইয়া, যেস্থানে প্রহ্লাদ অবস্থিতি করিতেছেন, সেই স্থানে গমন করিলেন[২২]।

প্রহ্লাদ কহিলেন, যাহারা পরস্পর কখনই সহচর হইতে পারে নাই; সেই এই যুবক দ্বয় এক-পথবর্ত্তী কুপিত ভুজঙ্গ যুগলের ন্যায় এই স্থানে সমাগত দৃষ্ট হইতেছে[২৩]। বিরোচন! তোমরা পূর্ব্বে কখন একত্র বিচরণ কর নাই, এখন কি নিমিত্ত এইরূপ একত্র বিচরণ করিতেছ? বল সুধন্বার সহিত তোমার কি সৌহৃদ্য জন্মিয়াছে[২৪]?

বিরোচন কহিলেন, সুধন্বার সহিত আমার সখ্য নহে; আমরা প্রাণের পণ করিয়াছি; অতএব হে প্রহ্লাদ! আপনারে

সেই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি তাহা মিথ্যা বলিবেন না[২৫]।

প্রহ্লাদ কহিলেন, সুধন্বার নিমিত্তে উদক ও মধুপর্ক আনয়ন করুক।—হে ব্রহ্মন্! আপনি সর্ব্বথা পূজনীয়; আপনার নিমিত্তে শ্বেতবর্ণ মাংসল গবী প্রস্তুত রহিয়াছে[২৬]।

সুধন্বা কহিলেন, হে প্রহ্লাদ! উদক বা মধুপর্ক আমারে পথি-মধ্যেই অর্পিত হইয়াছে; এক্ষণে তোমাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি তাহার যথার্থ উত্তর প্রদান কর। ব্রাহ্মণেরা শ্রেষ্ঠ কি বিরোচন শ্রেষ্ঠ[২৭]?

প্রহ্লাদ কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমার এই একমাত্র পুত্র, এবং আপনিও এস্থানে সাক্ষাৎ অবস্থিত রহিয়াছেন; অতএব আপনাদিগের বিবাদ-স্থলে মাদৃশ ব্যক্তি কিরূপে প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে পারে[২৮]?

সুধন্বা কহিলেন, গো কিম্বা অন্য কোন প্রিয় ধন তোমার ঔরস পুত্রকে প্রদান কর; কিন্তু হে মতিমান্! আমাদের দুই জনের যখন পরস্পর বিবাদ হইতেছে, তখন আমাদিগের প্রশ্নের উত্তর তোমারে যথার্থ রূপে বলিতে হইবে[২৯]।

প্রহ্লাদ কহিলেন, হে সুধন্বন্! আপনাকে আমি এই এক কথা জিজ্ঞাসা করি; যেব্যক্তি সত্য না বলিয়া মিথ্যা সিদ্ধান্ত করে; সেই অন্যায় বক্তা কিরূপ দুঃখপ্রাপ্ত হইয়া থাকে[৩০]।

সুধন্বা কহিলেন, অধিবিন্না অর্থাৎ পতির অন্য দারপরিগ্রহ জন্য খেদান্বিতা রমণী যে রজনী বাস করে, ক্রীড়ায় পরাজিত অক্ষ-দেবী যে যামিনী যাপন করে এবং ভার-বহনে অভিতপ্তাঙ্গ ব্যক্তি যে রাত্রি অতিবাহন করে, দুর্ব্বিবক্তা অর্থাৎ অন্যায়বক্তা পুরু-

ষেরও সেই নিশায় বাস হয়; অর্থাৎ অধিবিন্না কামিনী-প্রভৃতির ন্যায় তাহাকে নিরতিশয় ক্লেশ প্রাপ্তহইতে হয়[৩১]। যে ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষ্য বলে, সে নগর-মধ্যে প্রতিরুদ্ধ, বুভুক্ষিত ও বহির্দ্বারে শত্রুগণ পরিবেষ্ঠিত ব্যক্তির ন্যায় দুঃখভোগ করে[৩২]। পশুর নিমিত্ত মিথ্যা বলিয়া পঞ্চ পুরুষ বিনষ্ট করে; গোধন নিমিত্ত মিথ্যা বলিয়া দশ পুরুষ নিহত করে; অশ্ব নিমিত্তে মিথ্যা বলিয়া শত পুরুষের সংহার করে; মনুষ্যের নিমিত্তে মিথ্যা বলিয়া সহস্র পুরুষের নিধন-হেতু হয়[৩৩]; সুবর্ণের নিমিত্ত মিথ্যা বলিয়া জাত ও অজাত পুরুষবর্গের হত্যাকারী হয় এবং ভূমির নিমিত্তে মিথ্যা বলিয়া সর্ব্বনাশ করে; অতএব ভূমির নিমিত্ত কদাপি মিথ্যা বলিওনা[৩৪]।

প্রহ্লাদ কহিলেন, হে বিরোচন! আমা অপেক্ষা অঙ্গিরা শ্রেষ্ঠ, তোমা হইতে সুধন্বা শ্রেষ্ঠ এবং তোমার জননী অপেক্ষাও সুধন্বার জননী গরীয়সী, অতএব তুমি অদ্য সুধন্বা কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে[৩৫]। হে বিরোচন! এক্ষণে এই সুধন্বা তোমার প্রাণের ঈশ্বর হইলেন।—হে সুধন্বন্! আমি প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আমার পুত্র বিরোচনকে প্রত্যর্পণ করুন[৩৬]।

সুধন্বা কহিলেন, হে প্রহ্লাদ! তুমি যে ধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করিলে, কাল-প্রযুক্ত মিথ্যা কহিলে না, সেই হেতু আমি তোমার দুর্ল্লভ পুত্রকে পুনরায় প্রদান করিতেছি[৩৭]। তোমার পুত্র বিরোচন আমা কর্ত্তৃক এই প্রদত্ত হইল, কিন্তু কুমারী কেশিনীর সন্নিধানে ইহারে আমার পাদ প্রক্ষালন করিয়া দিতে হইবে।

বিদুর কহিলেন, অতএব হে রাজেন্দ্র! পুত্রের নিমিত্ত সত্য না বলিয়া ভূমির নিমিত্ত মিথ্যা বলা আপনার উচিত নহে; মিথ্যা বলিয়া আপনি পুত্র ও অমাত্যগণের সহিত অনর্থক নাশ প্রাপ্ত

হইবেন না[৩৯]। দেবগণ সামান্য পশুপালকের ন্যায় যষ্টি গ্রহণ করিয়া কাহাকেও রক্ষা করেন না; কিন্তু যাহাকে রক্ষা করিবার অভিলাষ করেন, তাহাকে বুদ্ধিযোগে সংবিভক্ত করেন, অর্থাৎ দৈবানুগ্রহে সে সকল কার্য্যই বুদ্ধি পূর্ব্বক নিষ্পন্ন করিয়া থাকে[৪০]। পুরুষ যে যে পরিমাণে কল্যাণ কর কার্য্যে মনোনিবেশ করেন, তাঁহার সেই সেই পরিমাণেই সকল অর্থ সিদ্ধ হয়, সন্দেহ নাই[৪১]। বেদ-সমস্ত ছলজীবী মায়াবী ব্যক্তিকে কখন পাপ হইতে উত্তীর্ণ করেন না; পক্ষ উদ্গত হইলে পক্ষীরা যেমন নীড়পরিত্যাগ করে, সেইরূপ শ্রুতি-সকলও অন্তকালে মায়াবীকে পরিত্যাগ করেন[৪২]।

মদ্যপান, কলহ, অনেকের সহিত শত্রুতা, পতি-পত্নীর বিচ্ছেদ, জ্ঞাতিভেদ, রাজবিদ্বেষ, স্ত্রীপুরুষের বিবাদ ও দোষাশ্রিত পথ, এই কয়েকটি বর্জ্জনীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে[৪৩]।

চোর পূর্ব্ব বণিক্ (অর্থাৎ অগ্রে চৌর্য্য বৃত্তি দ্বারা ধন সঞ্চয় পূর্ব্বক বাণিজ্য কারী) সামুদ্রিক গ্রন্থবেত্তা, পাশক্রীড়ক, চিকিৎসক, শত্রু, মিত্র ও নাট্যজীবী, এই সাত ব্যক্তিকে সাক্ষ্যে প্রমাণ করিবেক না[৪৪]।

উৎকর্ষ নিমিত্ত অগ্নিহোত্র, ধ্যান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞ, এই চারিটি সংকল্পিত কাল পরিমাণানুসারে যথাবৎ অনুষ্ঠিত হইলেই অভয়প্রদ হয়, অন্যথা মহাভয়ঙ্কর হইয়া উঠে[৪৫]।

গৃহদাহী, বিষদায়ী, কুণ্ডাশী, (ভগভক্ষক বা জারজান্ন-ভোজী) সোমলতা-বিক্রয়ী, পর্ব্বকারী, (অর্থলোভে অপর্ব্বকালেও অমাবস্যাদি ক্রিয়া প্রবর্ত্তক) সূচী, (গ্রহনক্ষত্র বা পরদোষ-সূচক) মিত্রদ্রোহী, পরদারহারী[৪৬], ভ্রূণঘাতী, গুরুপত্নীগামী, মদ্যপায়ী, ব্রাহ্মণ, অতি পরুষভাষী, অতি ধৃষ্ট বা অশুচি, নাস্তিক, বেদনি-

ন্দক[৪৭], অভিচারার্থে যজ্ঞকারী, ব্রাত্য, (গর্ভাধানাদি দশ-সংস্কার-বিহীন) ধনবান্ হইয়াও অতিশয় কৃপণ, আর "রক্ষা কর" এই-রূপ প্রার্থিত হইয়াও যে, হিংসা করে, ইহারা ব্রহ্মঘাতীর তুল্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে[৪৮]।

তৃণাগ্নি-দ্বারা সুবর্ণের, চরিত্র-দ্বারা ভদ্রের, ব্যবহার-দ্বারা সাধুর, ভযাগমে শূরের, অর্থকৃচ্ছ্র সময়ে ধীরের এবং কষ্টতর আপদ্ কালে শত্রু মিত্রের পরীক্ষা হইয়া থাকে[৪৯]।

জরা রূপ হরণ করে; আশা ধৈর্য্যনাশ করে; মৃত্যু প্রাণ হরিয়া লয়; অসূয়া ধর্ম্মাচরণের প্রতি বদ্ধক জন্মায়; ক্রোধ শ্রীভ্রষ্ট করে; অসাধুসেবা শীল নষ্ট করে; কাম লজ্জা-বিলোপী হয়; অভিমান সকলই নাশ করিয়া থাকে[৫০]।

মঙ্গল কর্ম্ম হইতে শ্রীর উৎপত্তি হয়, প্রাগল্ভ্য (প্রত্যুৎপন্ন মতিত্ব) হইতে সম্যক্‌রূপ বৃদ্ধি হয়, ক্ষিপ্রকারিতা হইতে মূল সং-স্থান হয় এবং সংযম (মিত-ব্যয়িতা বা কাম-ক্রোধাদি নিরোধ) হইতে চিরস্থায়ী প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে[৫১]।

প্রজ্ঞা, কুলীনতা, দম, শাস্ত্রজ্ঞান, পরাক্রম, মিতভাষিতা, যথাশ-ক্তি দান ও কৃতজ্ঞতা, এই আটটি গুণ পুরুষকে সমুজ্জ্বল করে[৫২]। হে তাত! একটি গুণ এই মহাফলোপধায়ক গুণ-সকলকে সহসা আশ্রয় করে। যদি রাজা কোন মনুষ্যের প্রতি সৎকার প্রদর্শন করেন, তবে এই রাজ-সমাদর রূপ গুণটিই উক্ত সমুদায় গুণকে অতিক্রম করিয়া উদ্ভাসিত হয়[৫৩]।

হে নৃপ! মনুষ্যলোকে পশ্চাদুক্ত এই আটটি গুণ স্বর্গলোকের নিদর্শন স্বরূপ; তন্মধ্যে চারিটি গুণ সাধুলোকদিগের অনুগামী হয়, এবং সাধুরা অপর চারিটির অনুসরণ করিয়া থাকেন[৫৪]। সা-ধুগণ যজ্ঞ, দান, অধ্যয়ন ও তপস্যা, এই চারিটি গুণের নিয়ত

অনুগামী হন; আর দম, সত্য, সারল্য ও আনৃশংস্য, এই চারিটি গুণ সাধুদিগের অতি যত্ন পূর্ব্বক উপার্জন করিতে হয়[৫৫]। যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, তপস্যা, সত্য, ক্ষমা, করুণা ও অলোভ, ধর্ম্মের এই অষ্ট প্রকার পথ উক্ত হইয়াছে[৫৬]; তন্মধ্যে পূর্ব্বের চারিটি দম্ভের নিমিত্ত সেবা করিয়া থাকে শেষোক্ত চতুষ্টয় কেবল মহাত্মা লোকেতেই থাকে[৫৭]।

যে সভায় বৃদ্ধের সমাগম নাই, সে সভাই নয়; যে বৃদ্ধেরা ধর্ম্ম বলিতে না পারেন, তাঁহারা বৃদ্ধই নন; যে ধর্ম্মেতে সত্য নাই, তাহা ধর্ম্মই নহে আর যে সত্য কপটতা দ্বারা নিতান্ত কুটিল ভাব ধারণ করে, তাহা সত্যই নহে[৫৮]।

সত্য, রূপ, অধ্যয়ন, দেবোপাসনা, কৌলীন্য, শীল, বল, ধন, শৌর্য্য ও যুক্তি যুক্ত বাক্য, এই দশটি স্বর্গ হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে[৫৯]।

প্রসিদ্ধ পাপাত্মা ব্যক্তি পাপ করত কেবল পাপময় ফলই লাভ করে, আর পুণ্যকীর্ত্তি পুরুষ পুণ্যানুষ্ঠান করত অনন্ত পুণ্য সম্ভোগ করেন[৬০]; অতএব প্রশংসিত-ব্রতনিষ্ঠ পুরুষ কদাচ পাপা চরণ করিবেন না; কারণ পাপ পুনঃপুনঃ ক্রিয়মাণ হইলে বুদ্ধি নাশ করে[৬১]; নষ্টবুদ্ধি মানব নিয়ত পাপ কর্ম্মেরই আরম্ভ করিয়া থাকে; পুণ্য পুনঃপুনঃ ক্রিয়মাণ হইলে বুদ্ধি পরি বর্দ্ধন করে[৬২]। প্রজ্ঞা বৃদ্ধি হইলে মনুষ্য কেবল অনবরত পুণ্য কর্ম্মেরই আরম্ভ করেন। পুণ্যকীর্ত্তি পুরুষ পুণ্যের অনুষ্ঠান করত পুণ্যস্থানে গমন করিয়া থাকেন; অতএব মনুষ্য সুসমাহিত হইয়া পুণ্যেরই সেবা করিবেক[৬৩]।

যে ব্যক্তি অসূয়াকারী, মর্ম্মচ্ছেদী, পরুষভাষী, বৈরকারী ও শঠ হয়, সে পাপাচরণ করত অনতিকাল বিলম্বে মহাকষ্ট পায়[৬৪]।

অসূয়া-শূন্য কৃতবুদ্ধি পুরুষ সর্ব্বদা শোভনকর্ম্ম-সমুদায়ের আচরণ করত বিষমতর কষ্টভোগ করেন না; তিনি সর্ব্বত্রই শোভমান হইয়া থাকেন[৬৫]। যিনি প্রাজ্ঞগণ হইতে প্রজ্ঞা সংগ্রহ করিতে-পারেন; তিনিই পণ্ডিত; কেননা প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ধর্ম্মার্থ প্রাপ্ত হইয়া পরমসুখে বর্দ্ধিত হইতে পারেন[৬৬]।

দিবাভাগেই সেই কর্ম্ম করিবে, যদ্দ্বারা রাত্রিকালে সুখে বাস করিতে পারিবেক; আট মাসেই সেই কর্ম্ম করিবেক, যাহাতে বর্ষাকালে সুখে বাস করিতে পারিবেক[৬৭]; প্রথম বয়সেই সেই কর্ম্ম করিবে, যাহাতে বৃদ্ধাবস্থায় সুখে বাস করিতে পারিবে এবং যাবজ্জীবন সেই কর্ম্ম করিবে, যদ্দ্বারা পরলোকে সুখে বাস করি-তে পারিবে[৬৮]।

পণ্ডিতেরা জীর্ণ অন্নের, গত-যৌবনা ভার্য্যার, সমরবিজয়ী শূ-রের এবং তত্ত্বজ্ঞান-পারপ্রাপ্ত তপস্বীর প্রশংসা করিয়া থাকে-ন[৬৯]। অধর্ম্ম-লব্ধ ধন-দ্বারা যে ছিদ্র আবৃত করা যায়, তাহা ত অসংবৃতই থাকে, তদতিরিক্ত অন্য ছিদ্রও প্রকাশিত হইয়া পড়ে; অর্থাৎ অধর্ম্ম-লব্ধ ধন দ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত না হইয়া বরং বৃদ্ধি হইতেই থাকে[৭০]।

গুরু প্রশান্তচিত্ত মানবগণের শাসনকর্ত্তা এবং রাজা দুরাত্মাদি-গের শাস্তা হইয়া থাকেন; পরন্তু যাহারা গোপনভাবে পাপকর্ম্মা-নুষ্ঠান করিয়া থাকে, সূর্য্য-নন্দন শমনই তাহাদের শাসনকারী হন[৭১]। ঋষিগণের, নদী-নিবহের, কুল-সকলের, মহাত্মগণের ও স্ত্রীজাতীয় দুশ্চরিত্রের প্রভাব বোধগম্য হইবার নহে[৭২]।

হে রাজন্! যে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণগণের পূজায় অভিরত, দাতা, সুশীল ও জ্ঞাতিগণের প্রতি সরল-ব্যবহার করিয়া থাকেন; তি-নিই চিরকাল পৃথিবীপালন করেন[৭৩]।

শূর, কৃতবিদ্য ও পালনাভিজ্ঞ, এই তিন পুরুষ সুবর্ণ-পুষ্পা পৃথিবীলতার পুষ্প চয়ন করেন[৭৪]।

হে ভারত! বুদ্ধি-দ্বারা যে কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়, তাহাই শ্রেষ্ঠ; বাহু-বল সাধ্য যে কর্ম্ম সকল, তাহা মধ্যম; জঙ্ঘা-দ্বারা যাহা সম্পাদিত হয়, তাহা নিকৃষ্ট; আর ভার-বহন কর্ম্ম তদপেক্ষাও অপকৃষ্ট[৭৫]। আপনি মূঢ়মতি দুর্য্যোধন, শকুনি, দুঃশাসন ও কর্ণের উপরে ঐশ্বর্য্য সংস্থাপন করিয়া কি রূপে কল্যাণ কামনা করিতেছেন[৭৬]?

হে ভরতর্ষভ! সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন পাণ্ডবেরা আপনার প্রতি পিতার ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন; অতএব আপনিও তাঁহাদিগের প্রতি পুত্রবৎ ব্যবহার করুন[৭৭]।

বিদুর-হিত-বাক্যে পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

বিদুর কহিলেন, আমরা শ্রবণ করিয়াছি, অত্রি-কুমার ও সাধ্যগণের যে সংবাদ প্রসিদ্ধ আছে, সেই পুরাতন ইতিহাসটিই উক্ত বিষয়ের উদাহরণ রূপে উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্বকালে সাধ্য-নামক দেবগণ পরিব্রাজক-রূপে বিচরণকারী সংশিতব্রত মহাপ্রাজ্ঞ মহর্ষি আত্রেয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন[২], হে মহর্ষে! আমরা এই সাধ্যনামক দেবগণ আপনাকে দর্শন করিয়া, আপনি কে, অনুমান করিতে পারিতেছি না; আমাদিগের বিবেচনায় আপনি বুদ্ধিমান্ এবং শাস্ত্রজ্ঞান-দ্বারা পণ্ডিত হইবেন, অতএব আমাদিগের নিকটে পণ্ডিত-সমুচিত কোন উদার বাক্যের প্রসঙ্গ করুন[৩]।

পরিব্রাজক কহিলেন, হে সুরগণ! ইহাই কর্ত্তব্য বলিয়া আমার সম্যক্ রূপে শ্রুত হইয়াছে যে, ধৈর্য্য, ইন্দ্রিয়জয় ও সত্য-ধর্ম্মের অনুবৃত্তি-দ্বারা হৃদয়ের অহঙ্কারাদি সর্ব্বপ্রকার গ্রন্থি ছেদন করিয়া আত্ম-সম সুখদুঃখ ব্যবহার করিবে[৪]। কেহ নিন্দা বা তিরস্কার করিলে তাহার প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করিবেক না, কেননা সহনশীল ব্যক্তির মনোবেদনাই ঐ আক্রোশকারীকে দহন করে এবং তাহার সুকৃত হরণ করিয়া লয়[৫]।

আক্রোশী, পরাবমানী, মিত্রদ্রোহী, নীচোপসেবী, অভিমানী ও হীন-চরিত্র হইবেক না। পীড়াকর কঠোর বাক্য সর্ব্বথা বর্জ্জন করিবেক[৬]। রূক্ষ বাক্য মনুষ্যের মর্ম্ম, অস্থি, হৃদয় ও প্রাণ পর্য্যন্ত দহন করিতে থাকে; অতএব ধর্ম্ম-নিরত ব্যক্তি দাহকারিণী তীব্রতর কর্কশবাণী একবারেই পরিত্যাগ করিবেন[৭]। উগ্র ও পরুষভাষী যে নরাধম বাক্যরূপ কণ্টক নিকর দ্বারা মানবগণের মর্ম্মভেদ করে; সেই লক্ষ্মীহীন মানবের মুখ মণ্ডলে সকল লোকের অমঙ্গল বা মৃত্যু নিরন্তর বাস করিয়া থাকে; অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি তাহাকে মনুষ্যকুলের নিরতিশয় অলক্ষ্মীহেতু বলিয়া জানিবেন[৮]। পণ্ডিত পুরুষ যদি অপরের অনল ও তপন-তুল্য প্রদীপ্ত তাদৃশ সুতীক্ষ্ণ বাক্য-বাণ নিকরে নিরতিশয় বিধ্য হয়েন, তবে তদ্দ্বারা অতিমাত্র দহ্যমান হইলেও তাঁহার ইহাই মনে করা কর্ত্তব্য যে, এই মর্ম্মঘাতী ব্যক্তি আমার সুকৃতি বিধান করিতেছে[৯]।

যে মনুষ্য সাধু কি অসাধু, তপস্বী কি তস্কর, যাদৃশ লোক সকলের উপাসনা করে, সে নীলাদিবর্ণবশবর্ত্তী বসনের ন্যায় অবশ্যই তাহাদিগের বশতাপন্ন হয়[১০]।

কেহ কটূক্তি করিলে স্বয়ং বা অন্য দ্বারা তাহার প্রত্যুত্তর প্র-

দান করিবেনা; আহত হইলে স্বয়ং বা অন্য দ্বারা আঘাত করিবেনা। যিনি হন্তারে সংহার করিবার অভিলাষ না করেন; তিনি দেবগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ[১১]।

প্রথমত, অসম্বদ্ধ প্রলাপ অপেক্ষা মৌনাবলম্বন করাই শ্রেয়; দ্বিতীয়ত, যদি বাক্য কহিতে হয় তবে, সত্য বাক্য বলাই বিধেয়; তৃতীয়ত, প্রিয় বাক্য বলা কর্ত্তব্য; চতুর্থত, ধর্ম্মানুগত বাক্যই বক্তব্য[১২]।

যে পুরুষ যাদৃশ লোকের সহিত সহবাস করে, যাদৃশ লোকের উপাসনা করে, এবং যাদৃশ হইতে অভিলাষ করে, সে তাদৃশই হইয়া থাকে[১৩]। মানবগণ যে সকল বিষয় হইতে নিবৃত্ত হয়, সে তজ্জনিত দুঃখ সকল হইতেও বিমুক্ত হয়; এইরূপে সর্ব্ব বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইলে আর অণুমাত্র দুঃখও অনুভব করে না[১৪]। ঐ পুরুষ কাহাকেও জয় করিতে অভিলাষ করে না এবং অন্য কর্ত্তৃক পরাজিতও হয় না; কাহারো বৈরকারী হয় না এবং বাহাকে প্রতিঘাতও করে না; নিন্দা ও প্রশংসা উভয়ে সমভাব প্রদর্শন করিবে; তাহা হইলে শোক বা হর্ষ কিছুই থাকে না[১৫]। যিনি সকলেরই কল্যাণ ইচ্ছা করেন, কাহারও অকল্যাণে মন করেন না এবং সত্যবাদী, মৃদু ও দানশীল হয়েন, তিনিই উত্তম পুরুষ[১৬]; যিনি অন্যকে অনর্থক সান্ত্বনা না করেন, প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রদান করেন অথচ পরচ্ছিদ্রের অনুসন্ধান রাখেন, তিনি মধ্যম[১৭]; আর অধম পুরুষের লক্ষণ এই যে, যাহাকে শাসন করা নিতান্ত কঠিন; যে ব্যক্তি গদা দ্বারা তাড়িত ও শস্ত্রে বিদীর্ণ হইলেও ক্রোধাবেশ বশত কখনই সরলভাব ধারণ করে না এবং দৌরাত্ম্য ও কৃতঘ্নতা-প্রযুক্ত কাহারও মিত্র হইতে পারে না[১৮]।

যে ব্যক্তি গুরু লোকদিগের নিকট হইতে কোন প্রকার কল্যাণ

সঙ্কলনে আস্থা না করে, অথচ আপনার প্রতিও বিশ্বাস হীন হয় এবং মিত্রবর্গকে দূর করিয়া দেয়, সেই অধম পুরুষ[১৯]। যে মানব আপনার মঙ্গল প্রার্থনা করে, সে উত্তম পুরুষদিগেরই সেবা করিবেক, এবং সময়ক্রমে মধ্যম লোক-সকলেরও উপাসনা করিতে পারিবেক, কিন্তু অধম পুরুষের সেবা কদাচ করিবেক না[২০]। অধম পুরুষ নিয়ত উদ্যম-প্রযুক্ত বল, প্রজ্ঞা ও পুরুষকার-সহকারে অর্থ লাভ করিতে পারে বটে, কিন্তু কস্মিন্ কালেও সম্যক্‌রূপ প্রশংসা লাভ করিতে পারে না এবং মহৎ কুল সম্ভূত ব্যক্তিদিগের চরিত্র লাভ করিতে কদাচ সমর্থ হয় না[২১]।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বিদুর! ধর্ম্মার্থ নিরত বহুল-শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন দেবতারা মহাকুলের প্রতি স্পৃহা করিয়া থাকেন; অতএব তোমাকে এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করি, মহাকুল সকল কিরূপ[২২]?

বিদুর কহিলেন, যাহাতে তপস্যা, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, বেদাধ্যয়ন, জ্ঞান, যজ্ঞ, বিশুদ্ধ বিবাহ ও সতত অন্ন দান, এই সাতটি গুণ সম্যক্‌রূপে আচরিত হইয়া থাকে, তৎসমুদায়ই মহাকুল[২৩]। পিত্রাদি পূর্ব্ব পুরুষ যাঁহাদিগের চরিত্র দর্শনে ব্যথিত না হন, যাঁহারা বিশুদ্ধ জীবিকা-সহকারে সত্যাবলম্বী ধর্ম্মাচরণ করেন এবং স্বীয় বংশ মধ্যে মহীয়সী কীর্ত্তি সংস্থাপনের অভিলাষ করেন, তাঁহারাই মহাকুল প্রসূত[২৪]। যজ্ঞের অননুষ্ঠান, অবৈধ বিবাহ, বেদের উৎসাদন ও ধর্ম্মের অতিক্রম-দ্বারা প্রশস্ত কুল সকলও দুষ্কুলতা প্রাপ্ত হয়[২৫]। দেব দ্রব্য বিনাশ, ব্রহ্মস্ব হরণ ও ব্রাহ্মণের অতিক্রম-দ্বারা প্রশস্ত কুল-সকলও দুষ্কুলতা প্রাপ্ত হয়[২৬]। হে ভারত! ব্রাহ্মণগণের প্রতি অবজ্ঞা ও নিন্দা দ্বারা এবং ন্যস্ত ধনের অপহরণ-দ্বারা প্রশস্ত কুল-সকলও দুষ্কুলতা প্রাপ্ত হয়[২৭]। সদ্য-

বহ্বাম্নবিহীন কুল-সমস্ত ধন, বিদ্যা ও সৎ পুরুষ দ্বারা পরিপূর্ণ হইলেও কুল-সংখ্যা প্রাপ্ত হয় না; পরন্তু সদ্বৃত্তে অবিহীন কুল-সকল অল্প ধনশালী হইলেও কুল মধ্যে পরিগণিত হয় এবং প্রচুর যশোরাশি আকর্ষণ করে[২৮-২৯]। অতএব চরিত্রকেই যত্ন-পূর্ব্বক সংরক্ষণ করিবেক; ধনের ত আগম নির্গম হইয়াই থাকে, সুতরাং ধনাংশে কোন ব্যক্তি ক্ষীণ হইলেও তাহাকে বাস্তবিক ক্ষীণ বলা যায় না, কিন্তু যে ব্যক্তি চরিত্রে হত হয়, সেই যথার্থ হত হইয়া থাকে[৩০]। যে সমস্ত কুল সদ্বৃত্তবিহীন. তৎসমুদায় বিদ্যা, অশ্ব, পশু, কৃষি ও সমৃদ্ধি দ্বারা কখনই সমুজ্জ্বল হইতে পারে না[৩১]।

আমাদিগের কুলে কেহ যেন বৈরকারী, পরস্বাপ হারী, রাজার অমাত্য, কপটাচার, মিত্রদ্রোহী, প্রতারণা পরায়ণ, অনৃতবাদী এবং পিতৃ, দেব ও অতিথিগণের পুর্ব্বে ভোজনকারী না হয়[৩২]। আমাদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণের হিংসা বা দ্বেষকারী হইবেক, অথবা কৃষিকর্ম্মের উচ্ছেদ করিবেক, সে আমাদিগের সংসর্গ প্রাপ্ত হইবে না[৩৩]।

সাধুগণের নিকেতনে তৃণ, ভূমি, সলিল ও সুনৃত-বাক্য, এই চারিটির কখনই উচ্ছেদ হয় না[৩৪]। হে রাজন্! হে মহাপ্রাজ্ঞ! পুণ্যকর্ম্ম-শালী ধার্ম্মিকেরা অতিথিগণের সৎকারার্থে প্রবৃত্ত তৃণা-দি কয়েকটি বস্তু পরম শ্রদ্ধা-সহকারে উপনীত করেন[৩৫]।

হে নৃপতে! যেমন স্যন্দন বৃক্ষ (অর্থাৎ মথুরা দেশে প্রসিদ্ধ তিনিষ বৃক্ষ) সূক্ষ্ম হইলেও ভার-বহনে শক্ত হয়, অন্য মহীরুহ-সমূহ তাহা বহন করিতে পারে না; সেইরূপ সদ্বৃত্ত সম্পন্ন মহাকুলী-নেরা যাদৃশ ভার-সহ হইয়া থাকেন, অন্য মনুষ্যেরা কদাচ সেরূপ হইতে পারে না[৩৬]।

যাহার কোপ হইতে ভীত হইতে হয়, অথবা শঙ্কিত হইয়া যাহার সেবা করিতে হয়; তিনি কদাচ মিত্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন না; ফলত যে মিত্রের প্রতি পিতার ন্যায় আশ্বাস করা যায়, তিনিই মিত্র, তদ্ভিন্ন অন্য লোকদিগের সহিত কেবল মিত্রতা-সম্বন্ধ হয় মাত্র[৩৭]। সম্বন্ধ বা উপকারাদি কোন প্রকার বন্ধনে সম্বন্ধ না হইয়াও যে কোন ব্যক্তি মিত্রভাবে ব্যবহার করেন, তিনিই বন্ধু, তিনিই মিত্র, তিনিই গতি, তিনিই পরায়ণ অর্থাৎ পরম বিশ্বাস-ভাজন[৩৮]। চঞ্চলচিত্ত, স্থূল বুদ্ধি, বৃদ্ধোপদেশ পরাঙ্মুখ পুরুষের মিত্র সংগ্রহ করা নিয়তই অনিশ্চিত[৩৯]। যেমন হংসগণ শুষ্ক সরোবর পরিহার করিয়া যায়, তদ্রূপ অর্থ সকল ইন্দ্রিয়-বশানুগামী অনাত্মবান্ চপল-চিত্ত মনুষ্যকে অতিক্রম করে[৪০]। অসাধু লোকদিগের স্বভাবই এই যে, চঞ্চল জলদের ন্যায় তাহারা অকস্মাৎ কুপিত হয় এবং বিনা কারণেই প্রসন্ন হইয়া থাকে[৪১]। যাহারা মিত্রগণ-সমীপে সৎকৃত ও কৃতকার্য্য হইয়াও তাঁহাদের উপকার সম্পাদন না করে, তাদৃশ কৃতঘ্ন নরাধমেরা কলেবর পরিত্যাগকরিলেও মাংসভোজী জন্তুগণ তাহাদিগকে ভক্ষণ করে না[৪২]।

ধন থাকুক বা নাই থাকুক, মিত্রগণের অর্চ্চনা অবশ্যই করিবেক; অর্চ্চনা না করিলে তাঁহাদিগের সারবত্তার বা অসারতার পরিচয় পায় না[৪৩]।

সন্তাপ হইতে রূপ নষ্ট হয়; সন্তাপ হইতে বল ক্ষীণ হয়; সন্তাপ হইতে জ্ঞানভ্রষ্ট হয়; সন্তাপ হইতে ব্যাধি উৎপন্ন হয়[৪৪]। যে নিমিত্ত শোক করা যায়, শোক-দ্বারা তাহাও পাওয়া যায় না, শরীরকেও সন্তপ্ত করা হয়, এবং তাহাতে শত্রুরাও হর্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে; অতএব আপনি শোকে কদাচ মন করিবেন না[৪৫]।

দেখুন, মনুষ্যগণ পুনঃ পুনঃ মৃত্যু মুখে নিপতিত হয়, পুনঃ পুনঃ জন্ম পরিগ্রহ করে, পুনঃ পুনঃ হ্রাস ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, পুনঃ পুন যাচ্ঞা করে ও যাচিত হয়, এবং পুনঃপুন শোক করে ও শোচিত হইয়া থাকে[৪৬] সুখ দুঃখ, শুভাশুভ, লাভালাভ ও জন্ম মরণ সকলকেই পর্য্যায়ক্রমে স্পর্শ করে; অতএব ধীর ব্যক্তি তাহাতে হৃষ্টও হইবেন না, শোকও করিবেন না[৪৭]।

মনুষ্যের শ্রোত্রাদি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় নিত্যই চঞ্চল; তাহাদিগের মধ্যে যেটি যে যে বিষয়ে বর্দ্ধিত হয়, সেই সেই বিষয় হইতেই, ছিদ্রকুম্ভ হইতে জল নির্গমনের ন্যায়, তাহার বুদ্ধি নিয়ত বিগলিত হইতে থাকে[৪৮]।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, দাহ্যবস্তু প্রাপ্ত হইলে, অল্প অগ্নিও যেমন প্রবল হইয়া উঠে, সেইরূপ তপস্যায় কৃশ হইলেও উন্নত-প্রভাব-শালী রাজা যুধিষ্ঠিরকে আমি কপট-ব্যবহারে প্রবঞ্চিত করিয়াছি; সুতরাং তিনি যুদ্ধ-দ্বারা আমার মন্দবুদ্ধি পুত্রগণের নিঃশেষে বিনাশ করিবেন[৪৯]। এইরূপ ভাবনায় আমার পক্ষে সকলই নিয়ত উদ্বেগ-পূর্ণ বোধ হইতেছে;—আমার মন নিত্য উদ্বিগ্ন রহিয়াছে; অতএব হে মহামতে! যে পদ উদ্বেগ-শূন্য তাহাই আমারে বল[৫০]।

বিদুর কহিলেন, হে কল্যাণিন্‌! বিদ্যা ও তপস্যা ভিন্ন, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ ভিন্ন এবং সম্যক্‌ প্রকারে লোভ ত্যাগ ভিন্ন আর কিছুতেই আপনার শান্তি অবলোকন করিতেছি না[৫১]। লোকে বুদ্ধি-দ্বারা ভয়াপনোদন করে, তপস্যা-দ্বারা মহৎ বস্তু লাভ করে এবং গুরুশুশ্রূষা-দ্বারা জ্ঞান ও যোগ-দ্বারা শান্তি প্রাপ্ত হয়[৫২]। মোক্ষপথাবলম্বী মানবগণ দানজন্য পুণ্য কিংবা বেদোক্ত পুণ্য আশ্রয় না করিয়া শুদ্ধ রাগদ্বেষ-পরিত্যাগ পূর্ব্বক

এই পৃথিবীতে বিচরণ করেন[৫৩]। সুন্দর অধ্যয়নের, সুন্দর সংগ্রামের, সুকৃত কর্ম্মের এবং সুতপ্ত তপস্যার সুখ পরিণামে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়[৫৪]। হে রাজন্! ভেদপ্রাপ্ত মনুষ্যেরা সুন্দর আস্তরণযুক্ত সুখকর শয্যা প্রাপ্ত হইয়াও কদাচ নিদ্রা সুখ অনুভব করিতে পারে না, রমণী-নিকরেও রতি লাভ করিতে পারে না এবং সূত মাগধ বন্দীগণ-কর্ত্তৃক স্তুত হইয়াও সুখ প্রাপ্ত হয় না[৫৫]। ভেদগ্রস্ত মানবগণ কস্মিন্ কালেও ধর্ম্মাচরণে সমর্থ হয় না, সুখ লাভ করিতে পারে না, গৌরব প্রাপ্ত হয় না এবং শান্তি লোভেও স্পৃহা করিতে পারে না[৫৬]। হিতকর বাক্যে তাহাদিগের রুচি হয় না এবং অলব্ধ বিষয়ের লাভ ও লব্ধ বিষয়ের রক্ষা করাও তাহাদের একান্ত অসম্ভব পর হইয়া উঠে। হে মনুজেন্দ্র! ভেদ প্রাপ্ত লোকদিগের বিনাশ ভিন্ন আর অন্য গতি নাই[৫৭]। যেমন গোধনে ক্ষীরাদি সম্পত্তি হওয়া সম্ভব, ব্রাহ্মণে তপস্যা সম্ভবনীয়া, এবং রমণীগণে চাপল্য সম্ভবপর, সেইরূপ জ্ঞাতি হইতেও ভয় সম্ভাব্য[৫৮]। সমপরিমাণ, বহুসংখ্যক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আয়ত তন্তু-সকলও বহুত্ব-প্রযুক্ত তন্তুবায়ের বেমাঘাতাদি যে বহু ক্লেশ সহ্য করিয়া থাকে, ইহাই সাধু জ্ঞাতিদিগের উপমা। অথবা আপনি বাল্যাবস্থায় পাণ্ডবগণকে লালনপালন করিয়াছেন; পরে তাঁহারা বহু সংখ্যক বন্ধু ও স্বজনগণ সমভিব্যাহারে অনেক বৎসর অরণ্যে অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়াছেন এনিমিত্ত তাঁহারা সাধুলোকের নিদর্শন স্থান হইয়াছেন[৫৯]। হে ভরতর্ষভ ধৃতরাষ্ট্র! জ্ঞাতিগণ দগ্ধ কাষ্ঠের ন্যায় পৃথক্ পৃথক্ হইলে ধূমায়িত হয় এবং সমবেত হইলেই প্রজ্বলিত হইয়া উঠে[৬০]। যাহারা গো, ব্রাহ্মণ, স্ত্রী ও জ্ঞাতিগণের উপরে শৌর্য্য প্রকাশ করে, তাহারা বৃন্ত হইতে পক্ব-ফলের ন্যায় অচিরেই পতিত হয়[৬১]। একাকী সঞ্জাত

কোন মহী রুহ সুবৃহৎ বলশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেও সমীরণ ক্ষণ কালের মধ্যেই তাহাকে স্কন্ধের সহিত বিমর্দ্দিত করিতে পারে[৬২]; কিন্তু যে সমস্ত মহীরুহ অনেকে একত্র-মিলিত হইয়া সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে, তৎসমুদায় পরস্পর আশ্রিত হওয়ায় অতি বেগশালী সমীরণ সকলকেও সহ্য করিয়া থাকে[৬৩]। অতএব বায়ু যেমন একজাত মহীরুহের সহজেই নিধন-সাধন করে, তদ্রূপ একাকী কোন মনুষ্য গুণ-সমূহে সমন্বিত হইলেও শত্রুরা তাহার পরাভব অনায়াস সাধ্য বিবেচনা করে[৬৪]। যেমন সরোবর মধ্যে উৎপল সকল পরিবর্দ্ধিত হয়; তদ্রূপ জ্ঞাতিগণ পরস্পর সম্মেলন ও পরস্পর আশ্রয় দান-দ্বারাই সম্বর্দ্ধিত হয়[৬৫]। গো, ব্রাহ্মণ, জ্ঞাতি, শিশু, নারী, শরণাগত ও যাহাদিগের অন্ন ভোজন করা যায়, ইহারা সকলেই অবধ্য[৬৬]।

হে রাজন্! সাধনতা ভিন্ন মনুষ্যের কোন গুণই শোভা পায় না; পরন্তু আতুর না হইলেই আপনার মঙ্গল হইতে পারে, যে-হেতু রোগীরা মৃতের তুল্য[৬৭]। মহারাজ! অব্যাধি-জনিত স্বভাব সিদ্ধ দ্বেষ এক প্রকার শিরঃপীড়াকর, পাপ-ফলোপধায়ক মহা-কটু নিরতিশয় ক্লেশ দায়ক তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ বিষস্বরূপ: সে বিষ সজ্জনগণেরই পেয়, অসাধুলোকেরা কখনই তাহা পান করিতে পারে না; অতএব আপনি সেই দ্বেষ-বিষ পান করিয়া প্রশান্ত হউন[৬৮]। রোগাতুর মনুষ্যগণ পুত্র পশ্বাদি ফল সকলের প্রতি আদর-পরায়ণ হয় না এবং বিষয়-সমূহেও ইষ্টানিষ্ট লাভ করিতে পারে না। তাহারা প্রতিনিয়তই দুঃখিত;—না অর্থস-ম্ভোগ না সুখ, কিছুই অনুভব করিতে সমর্থ হয় না[৬৯]।

'হে রাজন্! পূর্ব্বে দ্রৌপদীরে দ্যূতে পরাজিতা অবলোকন ক-রিয়া আমি আপনাকে বলিয়াছিলাম, 'পণ্ডিতেরা অক্ষক্রীড়ায়

প্রতারণা পরিহার করেন, অতএব আপনি দুর্য্যোধনকে নিবারণ করুন;' কিন্তু আপনি তৎকালে আমার সে বাক্য গ্রাহ্য করেন নাই[৭০]। মার্দ্দব যে বলের বিরোধী হয়, তাহা বলই নহে; বল ও মার্দ্দব এই বিমিশ্রিত সূক্ষ্ম ধর্ম্মেরই ভজনা করা কর্ত্তব্য; নিরবচ্ছিন্ন ক্রূরতা অবলম্বন করিলে অবিলম্বেই রাজলক্ষ্মীর বিধ্বংস হয়; যে রাজশ্রী মৃদুতা ও উগ্রতা উভয়কেই আশ্রয় করে, তাহাই পুত্র পৌত্র পরম্পরায় সঞ্চরণ করে[৭১]! অতএব হে রাজন্! ধার্ত্ত রাষ্ট্রগণ পাণ্ডবদিগের প্রতিপালন করুন এবং পাণ্ডু নন্দনেরাও আপনার নন্দনগণের সংরক্ষণ করুন; এইরূপে তাঁহাদের এক শত্রু ও এক মিত্র হওয়ায় কৌরব ও পাণ্ডবগণ মহাসমৃদ্ধ হইয়া পরমসুখে জীবন যাপন করুন[৭২]। হে আজমীঢ়! এক্ষণে আপনিই কৌরবগণের স্বেচ্ছাচার নিরোধক; এই কুরুকুল আপনারই অধীন রহিয়াছে; অতএব হে তাত! স্বকীয় যশঃস্তম্ভ রক্ষা করত বনবাস-প্রতপ্ত বালক পাণ্ডবদিগকে প্রতিপালন করুন[৭৩]। হে কুরু-প্রবর নরদেব! আপনি পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করুন। শত্রুগণ যেন আপনাদিগের পরস্পর ভেদ প্রার্থনা না করে। হে নরেন্দ্র! পাণ্ডু-তনয়েরা সকলেই সত্যে অবস্থিত আছেন, এক্ষণে আপনি দুর্য্যোধনকেও যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করুন[৭৪]।

বিদুর-হিতবাক্যে ষট্‌ত্রিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৬ ॥

সপ্ত ত্রিংশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

বিদুর কহিলেন, হে বিচিত্রবীর্য্যাঙ্গজ, রাজেন্দ্র! আপনকার কল্যাণোদ্দেশে আমি আরও কিঞ্চিৎ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। স্বয়ম্ভু-নন্দন মনু পশ্চাদুক্ত এই সপ্তদশ প্রকার মনুষ্যকে মুষ্টি-দ্বারা

আকাশে আঘাতকারী, অনাম্য ইন্দ্রধনুর নমনকারী এবং গ্রহণ-যোগ্য অরুণ-কিরণের গ্রহণকারী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন[১.২]। হে নরেন্দ্র! যে ব্যক্তি অশাস্য লোককে শাসন করে, যে অল্প-লাভে সন্তুষ্ট হয়, (অর্থাৎ অর্থোপার্জনে যত্নাভাব) যে স্বকার্য্য সাধন নিমিত্ত শত্রুকে অতিমাত্র ভজনা করে, যে কামিনীদিগকে রক্ষা করিয়া কল্যাণ লাভ করে; যে অযাচ্য লোকের নিকটে যাচ্ঞা করে, যে কিঞ্চিন্মাত্র কার্য্য করিয়া আত্মশ্লাঘা করে[৩], সদ্বংশে জন্মিয়া যে ব্যক্তি অকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, দুর্ব্বল হইয়া যে ব্যক্তি বলবানের সহিত নিত্য-বৈরিতাচরণ করে, যে অশ্রদ্ধা-কারী ব্যক্তিকে কোন কথা বলে, যে অকাম্য বস্তুর কামনা করে[৪], শ্বশুর হইয়া যে বধুর প্রতি অন্যের পরিহাসে অনুমোদন করে, যে পুত্র বধূর সহিত সহবাস করিয়াও নির্ভয় ও মান-কামী হয়, যে পরক্ষেত্রে বীজ বপন করে, যে স্ত্রীকে অতিশয় নিন্দা করে[৫], যে লাভ করিয়াও "স্মরণ নাই" এই কথা বলে, পূর্ব্বে দান করিয়া পশ্চাৎ প্রার্থিত হইলে যে শ্লাঘা করে, এবং যে অসত্যের সত্যত্ব প্রতিপাদনে যত্ন করে, এই সপ্তদশ পুরুষকে পাশহস্ত যম-কিঙ্করেরা নিরয় গামী করে[৬]।

যে মনুষ্য যাহার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করে, তাহার প্রতিও ঐ ব্যক্তি সেইরূপ ব্যবহার করিবে, ইহাই ধর্ম্ম। যে ব্যক্তি কপ-টাচারী হয়, তাহার সহিত কপট-ব্যবহার করা এবং যিনি সদা-চারী হন, তাঁহার সহিত সদাচরণ করাই বিধেয়[৭]।

জরা রূপ হরণ করে, আশা ধৈর্য্য লোপ করে, মৃত্যু প্রাণ হরিয়া লয়, অসূয়া ধর্ম্মচর্য্যা হরণ করে; কাম লজ্জা হরণ করে, অসাধুসেবা চরিত্র নষ্ট করে, ক্রোধ শ্রীবিলোপী হয়, কিন্তু অভিমান সমুদায়ই হরণ করে[৮]।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, যখন সকল বেদ-মধ্যেই পুরুষ শতায়ু বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তখন কি নিমিত্ত লোকে সমস্ত আয়ুঃ প্রাপ্ত না হয়[৯]?

বিদুর কহিলেন, হে নরাধিপ! অভিমান, অতিবাদ, অত্যাগ, ক্রোধ, আত্মম্ভরিতা ও মিত্রদ্রোহ, এই ছয়টি সুতীক্ষ্ণ অসি-স্বরূপ হইয়া দেহিদিগের আয়ুশ্ছেদন করে; ইহারাই মানবগণের নিধন-সাধন হয়, মৃত্যু নহে; অতএব ইহাই বিবেচনা করিয়া আপনি কল্যাণ লাভ করুন[১০-১১]।

হে ভারত! যেব্যক্তি বিশ্বস্তলোকের দারাপ হরণ করে, যে গুরপত্নী গমন করে, যে দ্বিজ শূদ্রার পানি গ্রহণ ও মদ্যপান করে[১২]; যে ব্রাহ্মণগণের আদেশকারক, প্রেষক বা বৃত্তিহন্তারক হয়, আর যে শরণাগত ব্যক্তিকে বধ করে, ইহারা সকলেই ব্রহ্মঘাতীর সমান। শ্রুতি আছে যে, ইহাদিগের সহিত সংসর্গ হইলেও প্রায়শ্চিত্ত করা কর্ত্তব্য[১৩]।

পণ্ডিতগণের বাক্য গ্রহণ-কারী, নীতিজ্ঞ, দাতা, শেষান্নভোজী, অবিহিংসক, অনর্থকর কার্য্যে অনিপুণ, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী, মৃদু স্বভাব, ও বিদ্বান্ পুরুষ স্বর্গে গমন করেন[১৪]। হে রাজন্! প্রিয়-বাদী মনুষ্য-সকল সততই সুলভ; কিন্তু অপ্রিয় অথচ হিতকর বাক্যের বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই দুর্লভ[১৫]। যে ব্যক্তি ভর্ত্তার প্রিয় অপ্রিয় পরিহার করিয়া ধর্ম্মমাত্র অবলম্বন-পূর্ব্বক অপ্রিয় হিতকর বাক্য-সকলের উল্লেখ করে, তাহার দ্বারাই রাজা যথার্থ সহায়-সম্পন্ন হইয়া থাকেন[১৬]।

কুল রক্ষার নিমিত্তে তত্রত্য কোন এক পুরুষকে পরিত্যাগ করিবে; গ্রাম রক্ষার নিমিত্তে কুল ত্যাগ করিবে; জনপদ রক্ষার নিমিত্তে গ্রামও পরিত্যাগ করিবে; আত্ম-রক্ষার্থে পৃথিবী পর্য্যন্ত

পরিত্যাগ করিবে[১৭]। আপদুদ্ধারের নিমিত্তে ধন রক্ষা করিবে; ধনসমূহ-দ্বারাও স্ত্রীরে রক্ষা করিবে; পরন্তু ধন ও দারা উভয়-দ্বারাই আত্মাকে সতত রক্ষা করিবে[১৮]। এই যে দ্যূতক্রীড়া, ইহা পূর্ব্বকল্পে মানবগণের বৈরকর দৃষ্ট হইয়াছে; অতএব বুদ্ধিমান্ মনুষ্য পরিহাসের নিমিত্তেও দ্যূতসেবা করিবেন না[১৯]। হে রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র! আমি দ্যূতকালেও কহিয়াছিলাম 'ইহা যুক্তিযুক্ত নহে; কিন্তু হে বৈচিত্রবীর্য্য! পীড়িতের পথ্য ঔষধের ন্যায়, আপনার সেই বাক্যে রুচি হয় নাই[২০]। হে নরেন্দ্র! আপনি ধার্ত্তরাষ্ট্ররূপ বায়সগণ-কর্ত্তৃক বিচিত্র বর্হযুক্ত পাণ্ডব ময়ূরদিগকে পরাজিত করাইতে উৎসুক হইতেছেন; বলিতে কি, আপনি সিংহগণকে পরিত্যাগ করিয়া শৃগালগণকে রক্ষা করিতেছেন, কিন্তু কালপ্রাপ্তে অবশ্যই শোক-পরায়ণ হইবেন[২১]।

হে তাত! যিনি হিত কার্য্যে রত প্রভুভক্ত ভৃত্যের প্রতি নিরন্তর কোপ প্রকাশ না করেন, ভৃত্যেরা তাদৃশ ভর্ত্তার প্রতিই বিশ্বাস করিয়া থাকে এবং আপদ্‌কালেও তাঁহাকে পরিত্যাগ করে না[২২]।

ভৃত্যবর্গের জীবিকা সংরোধ-দ্বারা পরকীয় রাজ্য ও ধন সংগ্রহের অভিলাষ করিবেক না, কেন না বঞ্চিত ও ভোগবিহীন হইলে স্নেহান্বিত অমাত্যেরাও বিরুদ্ধ হইয়া প্রভুকে পরিত্যাগ করেন[২৩]।

প্রথমে সমুদয় কার্য্য সাধ্য কি অসাধ্য, ইহা নিশ্চয় করিয়া দেয়-বৃত্তি আয় ব্যয়ের অনুরূপ করিবে; পশ্চাৎ উপযুক্ত সহায়-সমগ্র সংগ্রহ করিবেক; যেহেতু দুষ্কর কার্য্য-সকলও সহায়-বলে সিদ্ধ হইয়া থাকে[২৪]।

যিনি ভর্ত্তার অভিপ্রায় অবগত হইয়া নিরালস্য হইয়া সমস্ত

কার্য্য করেন এবং যে ব্যক্তি হিত বাক্যের বক্তা, অনুরক্ত, মহানুভব ও শক্তিজ্ঞ হয়েন, তাঁহারে আত্মার ন্যায় অনুকম্পা করা কর্ত্তব্য[২৫] পরন্তু যে ব্যক্তি আদিষ্ট হইয়া প্রভু বাক্যে অনাদর করে এবং নিযোজিত হইযা যে অস্বীকার করে, তাদৃশ প্রজ্ঞাভিমানী ও প্রতিকূলবাদী ভৃত্যকে শীঘ্রই পরিত্যাগ করা বিধেয়[২৬]। পণ্ডিতেরা দূতকে দর্প-রহিত, সামর্থ্যশালী, ক্ষিপ্রকারী, সদয়, সুদৃশ্য, অন্য-কর্ত্তৃক অভেদ্য, রোগ মাত্র শূন্য, ও যুক্তি যুক্ত-বাক্য, এই অষ্ট-প্রকার গুণ সম্পন্ন বলিয়া ব্যাখ্যা করেন[২৭]।

সায়ং কালে অবিশ্বস্তের গৃহে বিশ্বাস প্রযুক্ত বিজ্ঞাপন করিয়া ও ভোজনের নিমিত্ত প্রার্থনা করিবে না; কখন গমন করিবে না; রজনী যোগে প্রাঙ্গনে লুক্কায়িত থাকিবে না এবং রাজ-কমনীয়া কামিনীরে কদাচ কামনা করিবে না[২৮]।

মন্ত্রণাসিদ্ধ বিষয়ের অপলাপ করিবে না; পরন্তু যে ব্যক্তি অনেকের সহিত মন্ত্রণা করে এবং কুসংসর্গে থাকে, তাহার নিকটে কোন কারণ প্রদর্শন-পূর্ব্বক ছল করিয়া মন্ত্রণা প্রদানে বিরত হইবে, 'তোমারে বিশ্বাস করি না' এ কথা কদাচ বলিবে না[২৯]।

করুণাবান্, রাজা, পুংশ্চলী, রাজভৃত্য, পুত্র, ভ্রাতা, বালপুত্রা বিধবা, সেনাজীবী ও অধিকারচ্যুত ব্যক্তি, ইহারা ঋণাদানাদি ব্যবহারে বর্জ্জনীয়[৩০]।

প্রজ্ঞা, কুলীনতা, দম, শাস্ত্রজ্ঞান, পরাক্রম, মিতভাষিতা, যথা-শক্তি দান ও কৃতজ্ঞতা, এই আটটিগুণ পুরুষকে সমুজ্জ্বল করিয়া দেয়[৩১]। হে তাত! একটি গুণ এই মহাফলোপধায়ক গুণ-সকলকে বল-পূর্ব্বক আশ্রয় করে। রাজা যদি কোন মনুষ্যের প্রতি

সৎকার প্রদর্শন করেন, তবে এই রাজসমাদর রূপ গুণটিই উক্ত সমুদায় গুণ ধারণ করে[৩২]।

বল, রূপ, স্বরশুদ্ধি, বর্ণবিশুদ্ধি, মৃদুতা, গন্ধ, বিশুদ্ধতা, শ্রী, সুকুমারতা ও বরারোহা কামিনীগণ, এই দশটি গুণ স্নানশীল-ব্যক্তিকে ভজনা করে[৩৩]; আর পরিমিতাহারী পুরুষ ছয় গুণের ভাজন হইয়া থাকে; তাহার আরোগ্য, আয়ুঃ, বল ও সুখ হয়, সন্তান-সন্ততি সকল দোষশূন্য ও বলিষ্ঠ হয় এবং তাহাকে কেহ বহুভোজী বলিয়া নিন্দা করে না[৩৪]।

অকর্ম্মশীল, বহুভোজী, লোকবিদ্বেষ-ভাজন, বহুতর ছলনাকারী, নৃশংস, দেশকালানভিজ্ঞ ও কৃপণ কাদি বেশধারী, এই সকল লোককে গৃহে বাস করাইবে না[৩৫]।

অত্যন্ত পীড়িত হইলেও কৃপণ, আক্রোশকারী, মূর্খ, কৈবর্ত্ত, ধূর্ত্ত, মানী ব্যক্তির অবমন্তা, নির্দয়, বাদী, দৃঢ়-বৈর ও কৃতঘ্ন, এই সমস্ত ব্যক্তির নিকট কদাপি যাচ্ঞা করিবে না[৩৬]।

আততায়ী, অতিশয় প্রমাদী, নিত্য-মিথ্যা বাদী, অদৃঢ়-ভক্তি, স্নেহশূন্য ও বহুমানী এই ষষ্ঠ প্রকার নরাধমদিগকে সেবা করিবে না[৩৭]

অর্থ সকল সহায়নিবন্ধন এবং সহায়-সকলও অর্থ-নিবন্ধন; পরস্পর অনুবন্ধী এই দুই বিষয় পরস্পরের আশ্রয় ব্যতিরেকে সিদ্ধ হয় না[৩৮]।

পুত্রোৎপাদন-পূর্ব্বক ঋণ শূন্য হইয়া, পুত্রদিগের কোন জীবিকা বিধান করিয়া এবং কুমারীগণকে সৎপাত্রে সংপ্রদান করিয়া পরিশেষে অরণ্য গমন পূর্ব্বক মুনি বৃত্তি অবলম্বন করিতে অভিপ্রায় করিবে[৩৯]।

যাহা সর্ব্বভুতের হিতকর এবং আপনারও সুখাবহ হয় তা-

হাই করিবে; ঈশ্বরের নিকট এইরূপ কর্ম্মই ধর্ম্মার্থ সিদ্ধির মূল[৪০]।

যাঁহার বুদ্ধি, প্রভাব, তেজ, সত্ত্ব, উদ্যম ও ব্যবসায় আছে, তাঁহার আর জীবিকার অভাব নিমিত্ত ভয় হইবে কেন[৪১]?

আপনি পাণ্ডবদিগের সহিত সংগ্রামে কতপ্রকার দোষ অবলোকন করুন, যাহাতে ইন্দ্র-সহ দেবগণও ব্যথিত হইতে পারেন; একে ত পুত্রগণের সহিত শত্রুতা তাহাতে নিত্য উদ্বেগে বাস, যশঃপ্রণাশ ও শত্রুগণের হর্ষ[৪২]। হে ইন্দ্র-সদৃশ! যেমন ধূমকেতু আকাশ হইতে বক্র ভাবে পতিত হইলে সমুদায় লোক নষ্ট হয়; তদ্রূপ ভীষ্মের, আপনকার, দ্রোণাচার্য্যের এবং রাজা যুধিষ্ঠিরের কোপ প্রবৃদ্ধ হইলে, এই সমস্ত লোকের ধ্বংসোৎপাদন করিতে পারে[৪৩]। আপনার শত পুত্র, কর্ণ ও পঞ্চ পাণ্ডব, ইহাঁরা সাগরাম্বরা অখিল ধরার অনুশাসন করিতে সমর্থ[৪৪]। হে রাজন্! আপনকার পুত্রেরা বন-স্বরূপ আর পাণ্ডু-নন্দনেরা ব্যাঘ্র-স্বরূপ হইয়াছেন; অতএব ব্যাঘ্রযুক্ত বনকে ছেদন করিবেন না এবং ব্যাঘ্রেরাও যেন বন হইতে বিনষ্ট না হয়[৪৫]। ব্যাঘ্রগণ ব্যতীত বন থাকিতে পারে না এবং বন ব্যতিরেকেও ব্যাঘ্রেরা থাকিতে পারে না; কেননা ব্যাঘ্রগণ-কর্ত্তৃক বন রক্ষিত হয় এবং বন ব্যাঘ্রদিগকে রক্ষা করে[৪৬]।

পাপচিত্ত দুর্য্যোধন প্রভৃতি পাণ্ডবগণের নির্গুণতা অবগত হইবার নিমিত্ত যে রূপ অভিলাষ করে, শুভময় গুণ সমস্ত বিদিত হইবার নিমিত্ত সেরূপ ইচ্ছুক হয় না[৪৭]।

অর্থে পরমা সিদ্ধি ইচ্ছা করত অগ্রে ধর্ম্মাচরণ করিবেক; যেমন স্বর লোক ব্যতীত অন্য স্থানে অমৃত নাই; তদ্রূপ ধর্ম্ম ব্যতীত অর্থ লাভের অন্য উপায়ান্তর নাই[৪৮]। যাঁহার আত্মা পাপ হইতে

বিরক্ত এবং কল্যাণে নিবেশিত হইয়াছে, তিনি এই অখিল সংসারের তত্ত্বজ্ঞ হইয়াছেন ;—প্রকৃতি আর যে বিকৃতি তাহা তিনিই অবগত হইয়াছেন[৪৯]। যিনি যথাকালে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সেবা করেন, তিনি ইহলোকে ও পরলোকে মিলিত ধর্ম্মার্থ-কামের অধিকারী হন[৫০]। হে রাজন্! যিনি ক্রোধ ও হর্ষের সমুত্থিত বেগকে সম্যক্‌রূপে নিরোধ করেন এবং যিনি আপদ্‌কালে বিমুগ্ধ না হন তিনিই লক্ষ্মীর ভাজন[৫১]।

পুরুষের পঞ্চ প্রকার বল নিত্যকাল প্রসিদ্ধ ; আপনকার মঙ্গল হউক, আপনি তৎসমুদায় আমার নিকটে শ্রবণ করুন। মহারাজ। যাহা বাহুবল বলিয়া প্রসিদ্ধ তাহাকে কনিষ্ঠ বল বলে[৫২] ; অমাত্যলাভকে দ্বিতীয় বল বলা যায় ; পণ্ডিতেরা ধনলাভকে তৃতীয় বল বলেন[৫৩] ; মনুষ্যের পিতৃপিতামহ-সম্বন্ধীয় স্বাভাবিক যে বল, আভিজাত্য-নামক সেই বল চতুর্থ বল বলিয়া স্মৃত হয়[৫৪]। হে ভারত! যে বল সকল বলের শ্রেষ্ঠ, যাহার দ্বারা উক্ত সমুদায় বল সংগৃহীত হয়, তাহাকে প্রজ্ঞাবল বলে[৫৫]।

যে ব্যক্তি মনুষ্যের মহান্ অপকার করিতে সমর্থ হয়, তাহার সহিত বৈর-বন্ধন করিয়া "দূরস্থ হইয়াও কদাচ আশ্বাস-যুক্ত হইবেন না[৫৬]। কোন্ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি স্ত্রী, রাজা, সর্প, স্বাধ্যায়, প্রভু, শত্রু, ভোগ ও আয়ুর প্রতি বিশ্বাস করিতে পারেন[৫৭] ?

প্রজ্ঞারূপ শর দ্বারা অভিহত প্রাণীর চিকিৎসক নাই, ঔষধও নাই ; তাহার পক্ষে হোমমন্ত্র, মঙ্গল কর্ম্ম, অথর্ব্ব মন্ত্র, কি পারদাদি অগদ, কিছুই সুসিদ্ধ হয় না[৫৮]।

হে ভারত! সর্প, অগ্নি, সিংহ ও জ্ঞাতি, ইহাদিগকে অবজ্ঞা করা মনুষের কর্ত্তব্য নহে ; যেহেতু ইহারা সকলেই অতিতেজস্বী[৫৯]। লোকে মহান্ তেজঃ-পদার্থ অগ্নি কাষ্ঠ-মধ্যে গূঢ় ভাবে

অবস্থিতি করেন; যে পর্য্যন্ত অন্য-কর্ত্তৃক দীপিত না হয়, তাবৎ কাল তিনি সেই কাষ্ঠকে ভক্ষণ করে না[৬০]; কিন্তু যখন নিষ্পেষণ-পূর্ব্বক কাষ্ঠ হইতে দীপিত হয়, তখন সেই অগ্নিই তেজঃ-দ্বারা সেই কাষ্ঠ ও অন্য বনকে অবিলম্বে নির্দ্দহন করে[৬১]। অনল-তুল্য-তেজস্বী ক্ষমাশীল পাণ্ডবেরাও অবিকল এইরূপ, তাঁহারা বাহ্য আকারের কোন বৈলক্ষণ্য প্রকাশ না করিয়া কাষ্ঠ-মধ্যে অগ্নির ন্যায় প্রশান্তভাবে অবস্থিতি করেন, কিন্তু উত্তেজিত হইলেই স্বাভাবিক প্রভাব-পুঞ্জ প্রকটিত করিয়া থাকেন[৬২]। হে রাজন্! আপনি পুত্রগণের সহিত একটি লতা স্বরূপ, আর পাণ্ডু-নন্দনেরা শাল বৃক্ষ-স্বরূপ হইয়াছেন; মহাদ্রুমকে আশ্রয় না করিলে, লতা কদাপি বর্দ্ধিত হইতে পারে না[৬৩]। হে অম্বিকা-নন্দন! আপনি পুত্রগণের সহিত একটি অরণ্য-স্বরূপ, আর পাণ্ডবগণ তাহাতে সিংহ-স্বরূপ হইয়াছেন; অতএব হে তাত! সিংহ-বিহীন হইলে অরণ্য যে বিনষ্ট হয় এবং অরণ্য ব্যতিরেকেও সিংহেরা যে বিনষ্ট হইতে পারে, ইহা আপনি নিশ্চয় বোধগম্য করুন[৬৪]।

বিদুর-হিতবাক্যে সপ্তত্রিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৭ ॥

অষ্ট ত্রিংশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

বিদুর কহিলেন, বৃদ্ধ আগমন করিলে যুবকের প্রাণ ঊর্দ্ধে উৎক্রমণ করে, পরে প্রত্যুত্থান ও অভিবাদন-দ্বারা তাহা পুনরায় প্রাপ্ত হয়; অর্থাৎ কোন প্রাচীন সম্ভ্রান্ত লোক গৃহে সমাগত হইলে, যুবক গৃহস্থব্যক্তি সম্ভ্রমে মহাব্যাকুলিত হয়, পশ্চাৎ তাঁহার সমুচিত সৎকারাদি করিয়া স্বস্তিলাভ করে[১]। ধীর পুরুষ অভ্যাগত সাধু ব্যক্তিকে অগ্রে পীঠ প্রদান করিয়া পানীয় আনয়ন-পূর্ব্বক পাদ-প্রক্ষালন করাইয়া স্বাগত প্রশ্নানন্তর স্বকীয় অবস্থা

বিজ্ঞাপন করিবেক; পশ্চাৎ সম্যক্‌রূপ অবেক্ষণ-পূর্ব্বক অন্ন প্রদান করিবে[২]। মন্ত্রাভিজ্ঞ পুরুষ যাহার গৃহে লোভ ভয় বা কার্পণ্য-হেতুক গো, মধুপর্ক ও জল গ্রহণ না করেন, আর্য্যগণ তাহার জীবন নিরর্থক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; অর্থাৎ গৃহস্থ হইয়া যে ব্যক্তি লোভাদি পরতন্ত্র হইয়া অভ্যাগত মান্য লোককে যথা-যোগ্য অতিথি-সৎকার প্রদান না করে, সে নিতান্ত পাষণ্ড[৩]।

চিকিৎসক, শল্য-নির্ম্মাণ-কারী, নষ্ট ব্রহ্মচর্য্য, চৌর, ক্রূর, মদ্য-পায়ী, ভ্রূণহত্যাকারী, সেনাজীবী ও বেদ-বিক্রায়ক অতিথি, জল-দানের যোগ্য না হইলেও অতিশয় প্রিয়, অর্থাৎ জামাতা-প্রভৃ-তির ন্যায় পূজনীয়[৪]।

লবণ, পক্ক অন্ন, দধি, ক্ষীর, মধু, তৈল, ঘৃত, তিল, মাংস, ফল, মূল, শাক, রঞ্জিত বস্ত্র, সর্ব্ব প্রকার গন্ধ-দ্রব্য ও গুড়, এই সকল বস্তু ব্রাহ্মণের অবিক্রেয়[৫]।

যাঁহার লোষ্ট্র, প্রস্তর ও কাঞ্চনে সমজ্ঞান, যিনি ক্রোধ-শূন্য শোক-রহিত, বিগত-সন্ধি-বিগ্রহ ও নিন্দা প্রশংসায় বিরত হইয়া উদাসীনের ন্যায় প্রিয়াপ্রিয় পরিহার করত বিচরণ করেন, তিনিই ভিক্ষুক[৬]। নীবার মূল ইঙ্গুদ ফল শাক-প্রভৃতি দ্বারা যাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহ হয়, যাঁহার আত্মা সুন্দররূপে সংযত হইয়াছে, যাঁহারে অগ্নি-কার্য্যে নিয়োগ করা যাইতে পারে, যিনি বনে বাস করিয়াও অতিথিগণের প্রতি অপ্রমত্ত থাকেন, তাদৃশ পুণ্যকারী ব্যক্তিই তাপস-ধুরন্ধর[৭]।

বুদ্ধিমানের অপকার করিয়া "দূরস্থ হইয়াও বিশ্বস্ত থাকিবেক না; কেননা বুদ্ধিমানের বাহুযুগল সুদীর্ঘ; তিনি হিংসিত হইয়া, হিংসকেরা দূরে থাকিলেও তদ্দ্বারা তাহাদিগকে হিংসা করেন[৮]।

অবিশ্বস্ত ব্যক্তিকে কদাচ বিশ্বাস করিবে না এবং বিশ্বাসযোগ্য

ব্যক্তিকেও অতিশয় বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে; কেননা বিশ্বাস হইতে ভয় উৎপন্ন হইয়া, যে বিষয়ে বিশ্বাস করা যায়, তাহার মূল পর্য্যন্তও ছেদন করিতে পারে[৯]।

ঈর্ষা-শূন্য হইবে, স্ত্রীকে যত্ন-পূর্ব্বক রক্ষা করিবে, সকলকে সং-বিভাগ করিয়া দিবে, সকলের প্রিয়বাদী হইবে এবং পত্নীর নিকটে পরিচ্ছন্ন ও মিষ্টভাষী হইবে, কিন্তু তাহাদিগের ব-শবর্ত্তী হইবে না[১০]। পণ্ডিতেরা পূজাযোগ্যা, পবিত্রা, গৃহের শোভা-স্বরূপা, মহাভাগ্যবতী পত্নীদিগকে গৃহ-লক্ষ্মী বলিয়া ব-র্ণন করিয়াছেন, অতএব তাঁহাদিগকে বিশেষ-রূপে রক্ষা করা কর্ত্তব্য[১১]।

পিতাকে অন্তঃপুর, মাতাকে পাকশালা, আর আত্মতুল্য কোন লোককে গো সমূহের রক্ষণাবেক্ষণে ভার অর্পণ এবং আপ-নিই কৃষিকর্ম্মে গমন করিবে ভৃত্যবর্গদ্বারা বানিজ্য কার্য্য ও পুত্র গণ দ্বারা দ্বিজ সেবা করাইবে[১২]।

জল হইতে অনলের, ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়ের এবং প্রস্তর হই-তে লোহের উৎপত্তি হইয়াছে[১৩]; তাহাদিগের তেজ অন্য সকল স্থানেই সঞ্চারিত হইয়া থাকে, কিন্তু স্বীয় স্বীয় যোনিতে লয় প্রাপ্ত হয়।

অনলতুল্য-তেজস্বী, সচ্চরিত্র ক্ষমাশীল কুলীনেরা বাহ্য আকা-রের কোন বৈলক্ষণ্য প্রদর্শন না করিয়া কাষ্ঠ-মধ্যে অগ্নির ন্যায় নিয়ত প্রশান্তভাবে অবস্থিতি করেন।

কি বহিশ্চর কি অন্তরঙ্গ কেহই যাঁহার মন্ত্রণা অবগত হই-তে না পারে, সর্ব্বত্রদর্শী সেই ভূপতি চিরকাল ঐশ্বর্য্য-সম্ভোগ করেন।

ধর্ম্মার্থ-কামোদ্দেশে যে সমস্ত কর্ম্ম করিতে হইবে, তৎসমুদায়

অগ্রে প্রকাশ করিবে না; কৃত হইলেই দর্শন করাইবে; এরূপ করিলে আর মন্ত্রভেদ হয় না। গিরিপৃষ্ঠে বা বিজন-প্রাসাদে আ-রোহণ করিয়া অথবা তৃণাদি ব্যবধান-শূন্য অরণ্য-মধ্যে অবস্থিত হইয়া মন্ত্রণা করা বিধেয়। হে ভারত! যে ব্যক্তি সুহৃদ্ না হয়, কিংবা সুহৃদ্ হইয়াও যদি অপণ্ডিত হয়, অথবা পণ্ডিত ও সুহৃদ্ হইয়াও যদি চঞ্চল বাক্য হয়, তবে তাদৃশ মনুষ্য উৎকৃষ্ট মন্ত্রণা অবগত হইবার যোগ্য নহে। মহীপাল পরীক্ষা না করিয়া কাহা-কেও আপনার সচিবপদ প্রদান করিবেন না[১৪-১৯]; কেননা অ-মাত্য-বর্গের উপরেই অর্থলিপ্সা ও মন্ত্ররক্ষণ নির্ভর করে। যাঁহার ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম-বিষয়ে যাবতীয় কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলেই পারি-ষদেরা অবগত হইতে পারেন, সেই রাজাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট রাজা। মন্ত্রিত বিষয় গুপ্ত থাকায় তাদৃশ নরপতির নিঃসন্দেহ সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে[২০-২১]। মোহ-প্রযুক্ত যে ব্যক্তি নিন্দ্যনীয় কার্য্য-সম-স্তের অনুষ্ঠান করে, সে সেই সেই কার্য্যের বিপরিণামে জীবিত হইতেও পরিভ্রষ্ট হয়[২২]। প্রশস্তকর্ম্ম-সকলের অনুষ্ঠান সুখাবহ হয়; আর তৎসমুদায়ের অননুষ্ঠানই পশ্চাত্তাপের হেতু হইয়া থাকে[২৩]। যেমন ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়ন না করিলে শ্রাদ্ধের-অধিকারী হয় না, তদ্রূপ যে ব্যক্তি রাজ্য রক্ষণের উপযোগী সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধীভাব ও সমাশ্রয়ন রূপ ষাড্‌গুণ্য বিষয়ে অন-ভিজ্ঞ; সে মন্ত্র শ্রবণের যোগ্য হইতে পারে না[২৪]।

হে রাজন্! স্থিতি বৃদ্ধি ও হ্রাসের অভিজ্ঞ, ষাড়্‌-গুণ্য-বেদী সমাদৃত-চরিত্র মহীপালের পৃথিবী স্বাধীনা হয়[২৫]।

যাঁহার ক্রোধ ও হর্ষ বৃথা না হয়, যিনি কর্ত্তব্য কর্ম্ম-সমস্ত স্বয়ং পর্য্যালোচন করেন এবং আপন প্রত্যয়ের অধীনে কোষ রক্ষা করেন, তাঁহার সম্বন্ধে বসুন্ধরা নিশ্চয়ই বসুপ্রদায়িনী হয়[২৬]।

কেবল নাম ও ছত্রমাত্র-দ্বারাই ভূপতি পরিতুষ্ট হইবেন ; ভৃত্যগণকে অর্থ-সমস্ত সম্বিভাগ করিয়া দিবেন, একাকীই সর্ব্বহারী হইবেন না[২৭]।

যেমন ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণকে, ভর্ত্তা স্ত্রীকে এবং নৃপতি অমাত্য ও রাজাকে অবগত আছেন[২৮]।

শত্রু বধ্যতা প্রাপ্ত হইয়া বশীভূত হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। হীন-বল হইয়া বধার্হ-শত্রুকে সর্ব্বতোভাবে উপাসনা করিবে, কিন্তু বল প্রাপ্ত হইলেই তাহাকে বধ করিবে; কেননা নিহত না করিলে তাহা হইতে অচিরেই ভয় উৎপন্ন হয়[২৯]।

দেবতা, রাজা, ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ, বালক ও আতুর, এই সকলের প্রতি প্রযত্ন-সহকারে সর্ব্বদা ক্রোধের সংযম করিবেক[৩০]।

প্রজ্ঞাবান্ মানব মূঢ়জন-সেবিত অনর্থক কলহ পরিত্যাগ করিবেন; তদ্দ্বারা তিনি লোক-মধ্যেও কীর্ত্তি লাভ করিতে পারেন এবং অনর্থেও যুক্ত হন না[৩১]।

রমণীগণ যেমন ক্লীব পতিকে অভিলাষ করে না, সেইরূপ যাঁহার প্রসাদ নিষ্ফল এবং ক্রোধও নিরর্থক, তাদৃশ ব্যক্তিকে প্রজারা স্বামী করিতে অভিলাষ করে না[৩২]।

বুদ্ধিও ধনলাভের নিমিত্ত নহে এবং আলস্যও অসমৃদ্ধির কারণ নহে; লোক দ্বয়ের পর্য্যায়-বৃত্তান্ত প্রাজ্ঞ ব্যক্তিই অবগত আছেন; ইতর ব্যক্তি তাহা অবগত হইতে পারে না ; অর্থাৎ দৈব ও প্রাক্তন কর্ম্মকেই পণ্ডিতেরা লোকের শুভাশুভ প্রাপ্তির হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করেন[৩৩]। হে ভারত ! মূঢ়লোকে বিদ্যাবৃদ্ধ, শীলবৃদ্ধ, বয়ো-বৃদ্ধ, বুদ্ধি-বৃদ্ধ, ধন-বৃদ্ধ ও কৌলীন্যবৃদ্ধ মনুষ্যদিগকে প্রতিনিয়ত অবমাননা করে[৩৪]। অসচ্চরিত্র, অপ্রাজ্ঞ, অসূয়াকারী,

অধার্ম্মিক, দুষ্টভাষী ও ক্রোধন ব্যক্তিকে শীঘ্রই অনর্থ আশ্রয় করিয়া থাকে[৩৫]।

বঞ্চনা শূন্য, দান, মর্য্যাদার অনুল্লঙ্ঘন ও সম্যক্‌ প্রণিহিত অর্থাৎ হিতকর বাক্য সমস্ত প্রাণিবর্গকে বশীভূত করে[৩৬]।

অবঞ্চক, কার্য্য দক্ষ, কৃতজ্ঞ, বুদ্ধিমান্‌ ও সরল মনুষ্য সর্ব্বতো-ভাবে ক্ষীণকোষ হইলেও মিত্রাদি পরিবারগণকে লাভ করিয়া থাকে[৩৭]।

ধৈর্য্য, শম, দম, শৌচ, কারুণ্য অনিষ্ঠুর-বাক্য ও মিত্রগণের অনভিদ্রোহ, এই সাতটি লক্ষ্মীর উদ্দীপক[৩৮]।

হে নরাধিপ! যে ব্যক্তি অসংবিভাগী অর্থাৎ পোষ্য বর্গকে প্রদান না করিয়া স্বয়ং ভোজী, দুষ্টাত্মা কৃতঘ্ন ও নির্লজ্জ হয়, লোক-মধ্যে তাদৃশ নরাধমকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য[৩৯]।

যে ব্যক্তি স্বয়ং সদোষ হইয়া কোন নির্দ্দোষ অন্তরঙ্গ লোককে কোপিত করে, সে সসর্প-গৃহবাসীর ন্যায় রাত্রিকালে সুখে শয়ন করিতে পারে না[৪০]।

হে ভারত! যাহারা দূষিত হইলে যোগক্ষেমের দোষোৎ-পত্তি হয়, তাহাদিগকে দেবতাদিগের ন্যায় সতত প্রসন্ন করি-বে[৪১]।

যে সকল অর্থ স্ত্রী, প্রমত্ত পতিত ও সাধু ব্যক্তির হস্তগত হইয়া-ছে, সে সকলই সংশয় প্রাপ্ত হইয়াছে; অর্থাৎ তাদৃশ অর্থের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী[৪২]।

হে রাজন্‌। স্ত্রীলোক, ধূর্ত্ত অথবা বালক যাহাদিগের শাসনকা-রী হয়, তাহারা অবশ হইয়া, নদীতে প্রস্তর-নির্ম্মিত ভেলার ন্যায়-নিমগ্ন হয়[৪৩]।

হে ভারত! যাঁহারা বিশেষ অর্থাৎ অবান্তর প্রয়োজনে সমুৎসুক না হইয়া মুখ্যপ্রয়োজন সাধনে উদ্যুক্ত হন, তাঁহাদিগকেই আমি পণ্ডিত বলিয়া মানি; কেননা বিশেষ সমস্ত প্রসঙ্গক্রমেই সিদ্ধ হইয়া থাকে[৪৪]।

ধূর্ত্ত, চর অথবা কুলটা কামিনীরা যাহাকে প্রশংসা করে, সে মানব আর জীবিত থাকে না; অর্থাৎ তাহাকে অবশ্যই প্রতারণাজালে আবদ্ধ হইতে হয়[৪৫]।

হে ভারত! আপনি সেই পরম ধনুর্দ্ধারী অমিত-তেজস্বী পাণ্ডবদিগকে পরিত্যাগ করিয়া দুর্য্যোধনের হস্তে সমস্ত মহৎ ঐশ্বর্য্য বিন্যস্ত করিয়াছেন[৪৬], কিন্তু যেমন বলিরাজা লোকত্রয় হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে; তদ্রূপ এই ঐশ্বর্য্য মদ মুগ্ধ দুর্য্যোধনকে অবিলম্বে রাজ্য ভ্রষ্ট অবলোকন করিবেন[৪৭]।

বিদুর-বাক্যে অষ্টত্রিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৮ ॥

একোন চত্বারিংশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ঐশ্বর্য্য বা অনৈশ্বর্য্য বিষয়ে এই পুরুষ সূত্রগ্রথিতা কাষ্ঠময়ী পুত্তলিকার ন্যায় ক্ষমতাহীন; বিধাতা ইহাকে দৈবের বশবর্ত্তী করিয়াছেন; অতএব তুমি কীর্ত্তন কর; আমি শ্রবণ করিতেছি[১]।

বিদুর কহিলেন, হে ভারত! অনুপযুক্ত সময়ে বাক্যের প্রসঙ্গ করিলে সুর গুরু বৃহস্পতিও মুর্খতাপবাদ ও অবমান প্রাপ্ত হন[২]। কেহ দান-দ্বারা প্রিয় হয়, কেহ প্রিয় বাক্য-প্রয়োগ করিয়া প্রিয় হয়, কেহ বা মন্ত্র ও ঔষধ-দ্বারা প্রিয় হইয়া থাকে; কিন্তু যে স্বভাবতঃ প্রিয়, সে প্রিয়ই থাকে[৩]। দ্বেষ্য ব্যক্তি কখন সাধু, মেধাবী বা পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হয় না; যেহেতু প্রিয়পাত্রে যাব-

তীর শুভকার্য্য এবং দ্বেষ-ভাজনে পাপকর্ম্ম-সমস্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে[৪]। হে রাজন্! দুর্য্যোধন জন্মিবামাত্রেই আমি আপনাকে কহিয়াছিলাম, 'আপনি এই একটি পুত্রকে পরিত্যাগ করুন; ই-হার পরিত্যাগে শত পুত্রের বৃদ্ধি আর অপরিত্যাগে শত পুত্রের বিনাশ হইবে[৫]।' যে বৃদ্ধি ক্ষয়-জনিকা হয়, তাদৃশী বৃদ্ধির প্রতি আদর করা কর্ত্তব্য নহে; পরন্তু যে ক্ষয় বৃদ্ধি আনয়ন করে, সেই ক্ষয়ের প্রতিও বহুমান করা বিধেয়[৬]। মহারাজ! যে ক্ষয় বৃদ্ধি আনয়ন করে, তাহা ক্ষয় নয়; কিন্তু যাহা লাভ করিয়া বহুবিনা-শের হেতু হয়, তাহাকেই ক্ষয় বলা যায়[৭]।

কেহ কেহ গুণ দ্বারা কেহ কেহ বা ধন-দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়া থা-কে; হে ধৃতরাষ্ট্র! আপনি গুণহীন ধনাঢ্য ব্যক্তিগণকে পরিত্যাগ করুন[৮]।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, তুমি সকলই প্রাজ্ঞজন-সম্মত, পরিণামে হিতকর বাক্য বলিতেছ; পরন্তু পুত্রকে পরিত্যাগ করিতে আ-মার উৎসাহ হইতেছে না; তুমি ইহা নিশ্চয় জান, যেস্থানে ধর্ম্ম সেই স্থানেই জয়[৯]।

বিদুর কহিলেন, অতীব গুণ-সম্পন্ন বিনয়ান্বিত ব্যক্তি প্রাণি-গণের স্বল্প মাত্র ক্লেশও কখন উপেক্ষা করেন না[১০]। পরাপবাদে নিরত সতত উত্থানশীল মনুষ্যেরা পরের দুঃখোদয় ও পরস্পর নিরোধ-বিষযেই যত্ন-পরায়ণ হয়[১১]।

যাহাদিগের দর্শনে দোষ, সহবাসে সুমহৎ ভয়, অর্থগ্রহণে মহান্ দোষ এবং প্রদানেও মহৎ ভয় হইয়া থাকে[১২]; যাহারা ভেদকারী, কাম পরায়ণ নির্লজ্জ ও শঠ, তাহারাই পাপাত্মা বলি-য়া বিখ্যাত এবং সহবাসে পরিগর্হিত[১৩]। যে সকল মনুষ্য এত-দ্ভিন্ন অন্যান্য মহাদোষ-সমূহে লিপ্ত হয়, তাহাদিগকেও পরিত্যাগ

করা বিধেয়। নীচলোকে যে প্রীতি, ফল-নিষ্পত্তি ও সৌহার্দ্দ নিবন্ধন সুখ, তাহা সৌহার্দ্দ নিবর্ত্তিত হইলেই প্রনষ্ট হইয়া যায় তখন সে পূর্ব্ব সুহৃদের অপবাদ ও বিনাশ সাধন নিমিত্ত যত্ন করিতে আরম্ভ করে[১৪-১৫], এবং নিজের অল্প মাত্র অপকার কৃত হইলে মোহ-প্রযুক্ত শান্তি অবলম্বন করিতে পারে না। অতএব বিদ্বান্ মানব বুদ্ধি-সহকারে বিলক্ষণ বিবেচনা করিয়া দূর হইতেই তাদৃশ নৃশংস অকৃতজ্ঞ নীচলোকদিগের সহিত সৌহার্দ্দ পরিত্যাগ করিবেন।

যে ব্যক্তি দরিদ্র, দীন ও আতুর জ্ঞাতিকে অনুগ্রহ করেন, তিনি পুত্র ও পশুবর্গ-দ্বারা বৃদ্ধি এবং অনন্ত কল্যাণ লাভ করেন।

যাঁহারা আত্মার শুভ ইচ্ছা করেন, জ্ঞাতিগণকে বর্দ্ধিত করা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য; অতএব হে রাজেন্দ্র! আপনি সর্ব্বতোভাবে কুলবর্দ্ধন করুন; জ্ঞাতিবর্গের সৎকার করিলে পরম কল্যাণযুক্ত হইবেন[১৬-১৯]। হে ভরতর্ষভ! জ্ঞাতিগণ গুণহীন হইলেও সম্যক্ প্রকারে রক্ষণীয়; আপনকার প্রসাদাকাঙ্ক্ষী গুণশালী পাণ্ডবগণের কথা আর কি আছে[২০]? অতএব হে বিশাম্পতে! সেই কুরুবীর পাণ্ডবগণের প্রতি প্রসন্ন হউন। হে ঈশ্বর! তাঁহাদিগের জীবিকা নিমিত্ত কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম প্রদান করুন[২১]। হে নরাধিপ! এরূপ করিলে আপনি লোক-মধ্যে যশোলাভ করিবেন। হে তাত! আপনি বৃদ্ধ; অতএব পুত্রগণের রক্ষা করা আপনার কর্ত্তব্য[২২] এবং আমারও হিত-বাক্য বলা উচিত; আমাকে আপনার হিতৈষী বলিয়াই জ্ঞান করিবেন। হে ভরতর্ষভ! ঐশ্বর্য্যাভিলাষী ব্যক্তিগণের সহিত বিগ্রহ করা কর্ত্তব্য নহে; যাবতীয় সুখ-সমস্ত জ্ঞাতিগণের সহিত সম্ভোগ করাই বিধেয়[২৩]। জ্ঞাতি-

বর্গের সহিত একত্র ভোজন, পরস্পর সমালাপ ও সম্প্রীতি করা-ই কর্ত্তব্য; বিরোধ করা কদাচ বিধেয় নহে[২৪]। সংসারে জ্ঞাতি-রাই উদ্ধার করে এবং জ্ঞাতিরাই নিমগ্ন করিয়া দেয়; যাঁহারা সচ্চরিত্র হন, তাঁহারাই উদ্ধার করেন, আর যাহারা দুর্বৃত্ত হয়, তাহারাই নিমগ্ন করে[২৫]। অতএব হে মানপ্রদ রাজেন্দ্র! পাণ্ডব-গণের প্রতি সচ্চরিত্র হউন; তাঁহাদিগের দ্বারা পরিবৃত হইলে আপনি অমিত্রগণের অধর্ষণীয় হইবেন[২৬]।

মৃগ যেমন বিষ-লিপ্ত-শরধারী অর্থাৎ বিনাশ হেতু ব্যাধকে প্রাপ্ত হইয়া বিনষ্ট হয়, সেইরূপ যে কোন শ্রীসম্পন্ন জ্ঞাতিকে প্রাপ্ত হইয়া কোন জ্ঞাতি অবসন্ন হয়, সে ঐ অবসন্ন জ্ঞাতির পাপভাগী হইয়া থাকে[২৭]। হে নরশ্রেষ্ঠ! হয় পাণ্ডবদিগকে না হয় পুত্রদিগকে নিহত শ্রবণ করিয়া আপনার অবশ্যই পশ্চাত্তাপ হইবে; অতএব এক্ষণে তাহা চিন্তা করুন[২৮]। যখন জীবনের স্থিরতা নাই, তখন অগ্রেই সেই কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেক, যদ্দ্বারা, চিন্তাগারে প্রবিষ্ট হইয়া, পরিতাপ করিতে না হয়[২৯]। নীতি-শাস্ত্র কর্ত্তা শুক্রাচার্য্য ব্যতীত অন্য কোন পুরুষ কখন অপরাধ করে না এমন নহে; কিন্তু শেষের কর্ত্তব্যজ্ঞান বুদ্ধিমান্ লোকে-তেই বর্ত্তে; অর্থাৎ শুক্রাচার্য্য যেমন কুবেরের ধন-হরণাপরাধে রুদ্রকর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া দশ সহস্র বৎসর তাঁহার কুক্ষিমধ্যে অব-স্থিত ছিলেন, পরে রুদ্রাণীকে স্তুতি-দ্বারা পরিতুষ্টা করিয়া তাঁহার সাহায্যে মুক্তি পাইয়াছিলেন, সেইরূপ আপনি অন্যায় দ্যূত-দ্বারা পাণ্ডব-গণের রাজ্য-হরণে অনুমোদন করিয়া সংপ্রতি যাহাতে সকল দিক্ রক্ষা হয় তাহা করুন[৩০]। হে নরেশ্বর! আপনি কুলের মধ্যে প্রবীণ; অতএব দুর্য্যোধন পূর্ব্বে পাণ্ডব-গণের প্রতি যে কোন পাপাচরণ করিয়াছেন, এক্ষণে আপনিই

তাহার অপনয়ন করুন[৩১]। হে নরশ্রেষ্ঠ! আপনি তাঁহাদিগকে স্ব-পদে প্রতিষ্ঠাপন (অর্থাৎ রাজ্যাংশপ্রদান) পূর্ব্বক বীতপাপ হইয়া ভূমণ্ডলে মনীষিগণের পরম পূজনীয় হইবেন[৩২]। যিনি পণ্ডিতগণের সুভাষিত সমস্ত ফলানুসারে পরিচিন্তন করিয়া কার্য্যে অধ্যবসায় (অর্থাৎ নিশ্চয়) করেন, তিনি চিরকাল যশে-প্রতিষ্ঠিত থাকেন[৩৩]। সুনিপুণ মানবেরাও জ্ঞানের সম্যক্ উপযোগিতা প্রাপ্ত হইতে পারেন না; কেননা যাহার উপলব্ধি হইতে পারে, তাহাও অবিদিত থাকে এবং বিদিত বস্তুও অননুষ্ঠিত রহে[৩৪]। যে বিদ্বান্ পুরুষ পাপ-ফলজনক কার্য্যের আরম্ভ না করেন, তিনি বর্দ্ধিত হন[৩৫]; কিন্তু যে ব্যক্তি বিবেচনা না করিয়া পূর্ব্বকৃত পাপের অনুবর্ত্তী হয়,[৩৬] সেই দুর্মেধা মনুষ্য বিষম অগাধনরকে নিপতিত হইয়া থাকে।

বুদ্ধিমান্ মানব মন্ত্রভেদের পশ্চাদুক্ত এই ছয়টি দ্বার লক্ষ করিবেন[৩৭]। এবং অবিচ্ছেদে অর্থ-সম্পত্তি বৃদ্ধি করিবার কামনা থাকিলে নিত্যই এই কয়েকটি রক্ষা করিবেন। মত্ততা, নিদ্রা, শত্রুনিয়োজিত গুপ্তচরাদির অবিজ্ঞান, আত্ম-সম্ভূত আকারভঙ্গী-বিশেষ,[৩৮]। দুষ্ট অমাত্যে বিশ্বাস ও কার্য্যাক্ষম দূত, এই সকল হইতে মন্ত্রভেদ হইয়া থাকে। ধর্ম্মার্থ-কামের অনুষ্ঠানে নিযুক্ত যে নরপতি মন্ত্রভেদের এই সমস্ত দ্বার অবগত হইয়া সর্ব্বদা তৎসমুদায় সংবৃত রাখেন, তিনি শত্রুগণের মস্তকে অধিষ্ঠান করেন।

বৃহস্পতি সদৃশ ব্যক্তি গণও শাস্ত্র অবগত না হইয়া অথবা বৃদ্ধগণের সেবা না করিয়া ধর্ম্মার্থপরিজ্ঞানে সমর্থ হন না।

সমুদ্রে পতিত বস্তু নষ্ট হয়; অশ্রবণকারীর নিকটে বাক্য নষ্ট

হয়; অযত্নশীল মূঢব্যক্তি বেদাধ্যয়ন করিলে তাহারি নষ্ট হয়; আর অনগ্নিক হুত অর্থাৎ ভস্মে আহুতি নষ্ট হয়।

মেধাবী ব্যক্তি যুক্তি-দ্বারা পরীক্ষা করিয়া বুদ্ধিদ্বারা বারংবার যোগ্যতা নিশ্চয় করিয়া, দর্শন, শ্রবণকরিয়া ও বিশেষরূপে অবগতহইয়া প্রাজ্ঞগণের সহিত মিত্রতা করিবেন।

বিনয় অকীর্ত্তি বিনাশ করে; পরাক্রম অনর্থ বিনাশ করে; ক্ষমা নিত্যই ক্রোধ নাশ করে; আর আচার অলক্ষণ বিনাশ করে।

হে রাজন্! যানবাহনাদি পরিচ্ছদ, জন্মস্থান, বাসস্থান, ভোজন ও আচ্ছাদন-দ্বারা কুলের পরীক্ষা হয়।

কাম্যবস্তু উপস্থিত হইলে জীবন্মুক্ত পুরুষেরও তাহাতে প্রতিবাদ অর্থাৎ ভোগের অনিচ্ছা হয় না; যে ব্যক্তি কামানুরক্ত তাহার কথা আর কি আছে?

রাজসেবী, বিদ্যাবান্, ধার্ম্মিক, প্রিয়দর্শন, মিত্রসম্পন্ন ও সুভাষী সুহৃদ্‌কে পরিপালন করিবেক।

দুষ্কুল-জাতই হউন বা কুলীনই হউন, যিনি মর্য্যাদার উল্লঙ্ঘন না করেন এবং ধর্ম্মাপেক্ষী, মৃদু-স্বভাব ও লজ্জাশীল হন, তিনি শত শত কুলীন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

যাঁহাদের চিত্তের সহিত চিত্ত, শান্তভাবের সহিত শান্তভাব এবং প্রজ্ঞার সহিত প্রজ্ঞা মিলিতা হয়, তাঁহাদের দুইজনের মিত্রতা আর কখনই জীর্ণা হয় না।

মেধাবী পুরুষ, দুর্ব্বুদ্ধি ও অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে তৃণাচ্ছন্ন কূপের ন্যায় পরিত্যাগ করিবেন; কেননা তাদৃশ মনুষ্যেতে যে মিত্রতা, তাহা অবিলম্বেই প্রনষ্ট হইয়া থাকে।

পণ্ডিত ব্যক্তি গর্ব্বিত, মূর্খ; কোপন স্বভাব, সাহসিক, ও ধর্ম্ম-চ্যুত মনুষ্যদিগের সহিত মিত্রতা করিবেন না।

কৃতজ্ঞ, ধার্ম্মিক, সত্য, উদারচিত্ত, দৃঢ়ভক্তি, জিতেন্দ্রিয়, মর্য্যাদায় অবস্থিত ও আপদকালে অপরিত্যাগী, এইরূপ মিত্রই প্রার্থনীয়।

ইন্দ্রিয়বর্গের অপরিচালন মৃত্যু হইতে অবশিষ্ট, অর্থাৎ শব্দাদি বিষয়-নিকরে ইন্দ্রিয় সকলের নিয়োগ না করা আর নির্জ্জীব থাকা উভয়ই তুল্য; কিন্তু সাতিশয় আসক্তি বশত তৎসমুদায়ের অতিরিক্ত পরিচালন করিলে দেবতারাও উৎসাদিত হন।

সমুদয় প্রাণিবর্গের প্রতি মৃদুতা, অনসূয়া, ক্ষমা, ধৃতি ও মিত্রগণের মাননা, এই কয়েকটিকে পণ্ডিতেরা আয়ুষ্কর বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

সুনিশ্চল সংকল্প অবলম্বন করিয়া যিনি দুর্নীতি দূষিত অর্থকে সুনীতি-দ্বারা প্রত্যানয়ন করিতে অভিলাষ করেন,৩৯ ৫৪। তাঁহারই অকাপুরুষব্রত, অর্থাৎ তাদৃশ পুরুষই পুরুষকারব্রতে যথার্থ-ব্রতী।

যে মানব উত্তরকালে দুঃখের প্রতিকার করিতে পারেন, বর্ত্তমানের দৃঢ়নিশ্চয় (অর্থাৎ বর্ত্তমান দুঃখ সহ্য করেন) এবং অতীতে কার্য্য-শেষ-পরিজ্ঞানে সমর্থ হন, (অর্থাৎ ভোগনাকরিলে দুঃখবিনষ্ট হয় না, এই বিবেচনা করিয়া অতীত দুঃখের নিমিত্ত অনুতাপ করেন না;) তাঁহাকে অর্থ-সকল কখন পরিত্যাগ করে না।

কর্ম্ম, মন ও বাক্য-দ্বারা পুনঃপুনঃ যাহার অনুবর্ত্তন করে, তাহাই মনুষ্যকে অপহরণ করিয়া থাকে; অতএব যাহাতে কল্যাণ হয়, তাহারই অনুষ্ঠান করিবেক।

মাঙ্গলিক দ্রব্য স্পর্শ, সহায়-সম্পত্তি, শাস্ত্রজ্ঞান, উদ্যম, সরলতা ও সাধুগণের পুনঃপুনঃ সন্দর্শন, এই সকলই ঐশ্বর্য্য-সাধন করে।

উদ্যোগপরায়ণতা লাভ, সম্পত্তি লাভ ও মঙ্গলের মূল; অনির্ব্বিণ্ণ পুরুষ মহান্ ও অনন্ত সুখ-সম্ভোগী হয়েন।

হে তাত! প্রভাবশালী পুরুষের সর্ব্বত্র সতত ক্ষমা করা অপেক্ষা অধিকতর শ্রীযুক্ত ও হিতজনক কার্য্য আর কিছুই নাই। অশক্ত মনুষ্য, সকলের প্রতিই ক্ষমা করিবেক; শক্তিমান্ মানব ধর্ম্মোপার্জ্জনের নিমিত্ত ক্ষমাব-লম্বী হইবেন; অপিচ যাঁহার অর্থ ও অনর্থ উভয়ই তুল্য তাঁহার পক্ষে ক্ষমা নিত্যই শ্রেয়স্করী[৫৫.৬০]।

যে সুখের সেবনে নিয়ত প্রবৃত্ত হইলেও পুরুষ ধর্ম্ম ও অর্থ হইতে পরিত্যক্ত না হয়, তাহা যথেষ্টরূপে সেবা করিবেক; মূঢ়ব্রতাচরণ অর্থাৎ ভোজনাদি বিষয়েই একান্ত আসক্তি করিবেক না[৬১]।

দুঃখার্ত্ত, অতিশয় ধীর, নাস্তিক, অলস, অজিতেন্দ্রিয় ও উৎসাহ-বিবর্জ্জিত মনুষ্য-সকলেতে লক্ষ্মী বসতি করেন না[৬২]।

মৃদুতা-প্রযুক্ত লজ্জান্বিত সারল্যযুক্ত মনুষ্যকে কুবুদ্ধি লোকেরা অশক্ত মনে করিয়া ধর্ষণ করে[৬৩]।

লক্ষ্মী অতিশরল-স্বভাব, অতি দাতা, অতিমাত্র শৌর্য্যশালী, অতিশয় ব্রতশীল ও প্রজ্ঞাভিমানী ব্যক্তির নিকট ভয় প্রযুক্ত গমন করেন না[৬৪]। এই লক্ষ্মী অতিশয় গুণ-বিশিষ্ট লোকেতেও অবস্থিতি করেন না এবং অত্যন্ত নির্গুণেও প্রতিষ্ঠিতা হন না; ইনি সগুণ বা নির্গুণের বশীভূত নহেন; পরন্তু উন্মত্তা গবীর ন্যায়

অন্ধা অর্থাৎ যোগ্যত্বাযোগ্যত্ব-বিবেক বিহীনা হইয়া কোন অনির্দ্দিষ্ট পুরুষেতেই অবস্থান করেন

বেদ-সকলের ফল অগ্নিহোত্র, শাস্ত্রজ্ঞানের ফল শীলতা ও সচ্চরিত্র, পত্নীদিগের ফল রতি ও পুত্র, আর ধনের ফল দান ও ভোজন।

যে ব্যক্তি অধর্ম্মোপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা ঔর্দ্ধদেহিক অর্থাৎ পরলোক হিতকর যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে, সে পরলোক-প্রাপ্ত হইয়া তাহার ফল ভোগ করিতে পারে না; কেননা যে অর্থ-দ্বারা তাহা নিষ্পাদিত হয়, তাহার আগমোপায় অতিনিকৃষ্ট।

সত্ত্ব-সম্পন্ন মানবগণের কি দুর্গম পথ, কি নিবিড় অরণ্য, কি বিষমতর আপদ্, কি সম্ভ্রম, কি উত্থাপিত শস্ত্র, কিছুতেই ভয় হয় না।

উদ্যম, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, দক্ষতা, অপ্রমাদ, ধৃতি, স্মৃতি ও সম্যক্ বিবেচনা-পূর্ব্বক আরম্ভ, এই কয়েকটিকে আপনি ঐশ্বর্য্যের মূল বলিয়া পরিজ্ঞাত হইবেন।

তপস্যা তাপসগণের বল, ব্রহ্ম ব্রহ্মজ্ঞদিগের বল, হিংসা অসাধুগণের বল ও ক্ষমা গুণবান্দিগের বল।

জল, ফল, মূল, দুগ্ধ, ঘৃত, ব্রাহ্মণের কামনা, গুরুবাক্য ও ঔষধ, এই আটটি অব্রতঘ্ন; অর্থাৎ জলাদি উক্ত ছয় দ্রব্য এবং ব্রাহ্মণের অনুরোধ বা গুরুর আজ্ঞাক্রমে কোন দ্রব্য ভক্ষণ করিলে ব্রতীদিগের ব্রত ভঙ্গ হয় না।

যাহা আপনার প্রতিকূল; তাহা অন্যেতে সংযোজিত করিবেক না,[৬৮-৭২] ইহাই সংক্ষিপ্ত ধর্ম্ম; এতদ্ভিন্ন অন্য ধর্ম্মও অভিলাষানুসারে প্রবর্ত্তিত হয়।

অক্রোধ-দ্বারা ক্রোধ জয় করিবে; সাধুতা-দ্বারা অসাধুকে জয় করিবেক; দান-দ্বারা কদর্য্য কার্য্য জয় করিবে; এবং সত্য-দ্বারা মিথ্যা জয় করিবেক।

লম্পট, অলস, ভীরু, কোপন, পুরুষমানী, তস্কর, কৃতঘ্ন ও নাস্তিক, এই সমুদায় লোককে বিশ্বাস করিবে না।

অভিবাদনশীল ও নিয়ত বৃদ্ধ-সেবী পুরুষের কীর্ত্তি, আয়ু, যশ ও বল, এই চারিটি সম্যক্ রূপে বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

অতিশয় ক্লেশ, ধর্ম্মের অতিক্রম অথবা শত্রুর নিকটে প্রণিপাত-দ্বারা যে সকল অর্থ লব্ধ হয়, তৎসমুদায়ে আপনি মন করিবেন না।

বিদ্যাশূন্য পুরুষ, সন্ততি-শূন্য মৈথুন, আহারবিহীন প্রজা ও অরাজক রাষ্ট্র, এই চারিটিই শোচনীয়।

দেহীদিগের জরা পথশ্রম; পর্ব্বত-সকলের জরা জল-পাত; নারীগণের জরা অসম্ভোগ; এবং মনের জরা বাক্যরূপ শল্য।

বেদের মল অনভ্যাস; ব্রাহ্মণের মল অনিয়ম; পৃথিবীর মল বাহ্লীক দেশ; পুরুষের মল অনৃত; সতীর মল কৌতূহল ও স্ত্রীদিগের মল প্রবাস[৭৩ ৮০] সুবর্ণের মল রৌপ্য; রৌপ্যের মল রঙ্গ রঙ্গের মল সীসক; আর সীসকের মল মল[৮১]।

শয়ন-দ্বারা নিদ্রাকে, কাম-দ্বারা স্ত্রীকে, ইন্ধন-দ্বারা অগ্নিকে এবং পান-দ্বারা সুরাকে জয় করিবে না[৮২]।

যিনি দান-দ্বারা মিত্রকে জয় করিয়াছেন, সংগ্রামে শত্রুদিগকে জয় করিয়াছে এবং অন্ন-পান-দ্বারা পত্নীকে জয় করিয়াছেন, তাঁহারই জীবন সার্থক[৮৩]। যিনি সহস্রমুদ্রার অধিপতি; তিনিও স্বীয় জীবিকানির্ব্বাহ করেন আর যিনি শত মুদ্রার অধিপতি; তিনিও-স্বীয় জীবিকা নির্ব্বাহ করেন; অতএব হে ধৃতরাষ্ট্র! আপনি

অতিবাসনা পরিত্যাগ করুন; কোন ক্রমে জীবন ধারণ করা না যায়, ইহা কোন প্রকারেই সম্ভবে না[৮৪]। যদি এক ব্যক্তি এই পৃথিবীস্থ-সমুদায় ধান্য, যব, হিরণ্য, পশু-ও স্ত্রীপ্রাপ্ত হয় তথাপি তাহার তৃপ্তি লাভ হয়না; ইহা বিবেচনা করিয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বিমুগ্ধ হন না[৮৫]। হে রাজন্! আমি পুনর্ব্বার আপনাকে বলিতেছি, যদি নিজ পুত্র ও পাণ্ডুপুত্রগণের প্রতি আপনার সমতা-বুদ্ধি থাকে, তবে উভয় পক্ষের প্রতি সমান আচরণ করুন।

বিদুর বাক্যে একোনচত্বারিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৯ ॥

চত্বারিংশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

বিদুর কহিলেন, যিনি সজ্জনগণ-কর্তৃক সংপুজিত হইয়া অভিমান-শূন্য হৃদয়ে যথাশক্তি অর্থ সম্পাদন করেন, সেই সাধু পুরুষকে শীঘ্রই যশঃকদম্ব আশ্রয় করে, কেননা সাধুরা প্রসন্ন হইলে সুখ-সম্পাদনে সমর্থ হইয়া থাকেন[১]।

যিনি অধর্ম্মযুক্ত বিপুল অর্থও পরিত্যাগ করেন, তিনি, জীর্ণ-কঞ্চুক-পরিত্যাগী ভুজঙ্গের ন্যায়, দুঃখ-সমস্ত পরিহার-পুর্ব্বক সুখে অবস্থান করেন[২]।

মিথ্যায় সম্যক্ উৎকর্ষ, রাজার প্রতি কাপট্য, আর গুরুজনের নিকট অলীক-নির্ব্বন্ধ অর্থাৎ মিথ্যাচরণের প্রকাশোদ্যম, এই তিনটি ব্রহ্মহত্যার সমান[৩]।

অসূয়া, হঠাৎ মৃত্যু ও অতিবাদ, এই তিনটি লক্ষ্মীর বধ-সাধন; আর শ্রবণে অনিচ্ছা, ত্বরা ও শ্লাঘা, এই তিনটি বিদ্যার শত্রু[৪]। আলস্য, মত্ততা-নিবন্ধন মোহ, চপলতা, গোষ্ঠি অর্থাৎ ক্রীড়া-নিমিত্ত অনেকের একত্র সমাবেশ, ঔদ্ধত্য, অভিমানিত্ব ও লুব্ধত্ব, এই সাতটি বিদ্যার্থীদিগের দোষ। সুখাভিলাষীর বিদ্যা কো-

খায়? বিদ্যাকাঙ্ক্ষীর সুখ সম্ভোগের সম্ভাবনা নাই[৫-৬]। সুখার্থী হইলে বিদ্যা পরিত্যাগ করিবেক, বিদ্যার্থী হইলে সুখ পরিত্যাগ করিবেক।

রাশি রাশি কাষ্ঠ প্রদান করিলেও অগ্নির তৃপ্তিলাভ হয় না; শতশত শৈবলিনী সমাগমেও সমুদ্রের তৃপ্তি লাভ হয় না; সমুদায় প্রাণী সংহার করিলেও অন্তকের তৃপ্তি লাভ হয় না এবং শতশত পুরুষ সম্ভোগেও কামিনীগণের তৃপ্তি লাভ হয় না[৭]।

হে রাজন্! আশা ধৈর্য্য নাশ করে; কৃতান্ত সমৃদ্ধি নাশ করেন; ক্রোধ শ্রী-বিলোপী হয়, কৃপণতা যশ অপনীত করে; অপালন পশুগণকে বিনষ্ট করে; কিন্তু একমাত্র ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইলে সমুদায় রাষ্ট্র বিনষ্ট করেন[৮]।

অজ, অশ্ব, কাংস্য, রজত, মধু, আকর্ষ, পক্ষী, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ জ্ঞাতি ও অবসন্ন বয়স্য, এই সকল নিয়তই আপনার গৃহে অবস্থান করুক[৯]।

হে ভারত! মনু বলিয়াছেন, দেবতা ব্রাহ্মণ ও অতিথিগণের পূজা নিমিত্ত ছাগ, বৃষ, চন্দন, বীণা, দর্পণ, মধু, ঘৃত, লৌহ, তাম্রপাত্র, দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ, শালগ্রাম ও গোরোচনা, এই সকল দ্রব্য গৃহে স্থাপিত করা কর্ত্তব্য; যেহেতু এ সমস্তই মঙ্গল-সাধন[১০-১১]।

হে তাত! আপনাকে এই আর একটি মহাফলোপধায়ক সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুণ্য পদও বলিতেছি; কাম, ভয় বা লোভ-হেতুক, এমন কি, জীবনের নিমিত্তেও কখন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেক না[১২]। ধর্ম্মই নিত্য, সুখ-দুঃখ অনিত্য; জীব নিত্য বটে, কিন্তু ইহার হেতু অবিদ্যা অনিত্য; অতএব আপনি অনিত্য বস্তু পরিত্যাগ করিয়া নিত্য বস্তুতেই প্রতিষ্ঠিত হউন এবং তদ্দ্বারা সন্তোষ লাভ

করুন; যেহেতু সন্তোষই পরম লাভ[১৩]। দেখুন, মহাবল-সম্পন্ন মহানুভব নরেন্দ্রগণ ধনধান্যপূর্ণা বসুন্ধরা শাসন করিয়া বিপুল ভোগৈশ্বর্য্য ও রাজ্য সমস্ত পরিহার-পূর্ব্বক কৃতান্তের বশানুগামী হইয়াছেন[১৪]। হে রাজন্! মনুষ্যেরা বহু দুঃখে প্রতিপালিত মৃত পুত্রকে স্বগৃহ হইতে উৎক্ষেপণ পূর্বিক শ্মশানে লইয়া যায় এবং মুক্তকেশ হইয়া করুণ স্বরে রোদন করিতে করিতে তাহারে কাষ্ঠের ন্যায় চিতা-মধ্যে নিঃক্ষিপ্ত করে[১৫]। মৃত ব্যক্তিরধন সম্পত্তি অন্যে সম্ভোগ করে এবং বিহঙ্গগণ ও অগ্নি তাহার মেদ-মাংসাদি শরীর-ধাতু-সমস্ত ভক্ষণ করে; কেবল দুইটি বস্তু পরলোকে তাহার সহচর হয়;—পুণ্য ও পাপ, ইহারাই তাহারে বেষ্টন করিয়া থাকে;[১৬] হে তাত। যেমন পক্ষিগণ ফলপুষ্প শূন্য বৃক্ষসকলকে পরিত্যাগ করে, সেইরূপ জ্ঞাতি, সুহৃদ্ ও পুত্রেরা মৃত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া নিবর্ত্তিত হয়[১৭]। পুরুষ চিতানলে নিক্ষিপ্ত হইলে কেবল স্বকৃত কর্ম্মই তাহার অনুগামী হইয়া থাকে; অতএব যত্নসহকারে ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মসঞ্চয় করাই জীবের কর্ত্তব্য[১৮]। হে রাজন্! এই লোকের ঊর্দ্ধে ও অধোভাগে ঘোরতর মহান্ অন্ধকার বিদ্যমান রহিয়াছে; তাহা ইন্দ্রিয়গণের মহামোহজনক; অতএব সাবধান হউন, যেন কোন ক্রমে তাহার আক্রান্ত না হন[১৯]। এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া যদি যথাবৎ প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে আপনি জীবলোকে পরম যশ প্রাপ্ত হইবেন এবং কি ইহলোকে কি পরলোকে, কুত্রাপি আপনার ভয় থাকিবে না[২০]।

হে ভারত! আত্মা একটি নদী স্বরূপ; পুণ্য তাহার তীর্থ, সত্য জল, ধৈর্য্য কূল এবং দয়া তরঙ্গ-স্বরূপ হইয়াছে; সেই নদীতে স্নান করিয়া লোভহীন পুণ্যকর্ম্মা পুরুষ পবিত্র হন; যেহেতু আ-

স্নাই সর্ব্বদা পবিত্র[২১]। আপনি দেহকে কাম-ক্রোধাদি-রূপ-কুম্ভীর-বিশিষ্ট; পঞ্চেন্দ্রিয়-রূপ-জল-যুক্তা নদী-স্বরূপ জানিয়া, ধৃতিময়ী নৌকা অবলম্বন করিয়া জন্ম রূপ-দুর্গ-সমস্ত সন্তরণ করুন[২২]।

যিনি প্রজ্ঞাবৃদ্ধ, ধর্ম্মবৃদ্ধ, বিদ্যাবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধ স্ববন্ধুকে পূজা ও প্রসাদন-পূর্ব্বক কার্য্যাকার্য্য জিজ্ঞাসা করেন, তিনি কদাপি মুগ্ধ হন না[২৩]।

ধৈর্য্য-দ্বারা শিশ্নোদর রক্ষা করিবে; চক্ষুর্দ্বারা হস্ত পদ রক্ষা করিবে; মনোদ্বারা চক্ষু কর্ণ রক্ষা করিবে; এবং কর্ম্ম-দ্বারা মন ও বাক্য রক্ষা করিবে[২৪]।

যে ব্রাহ্মণ নিত্য উদক কার্য্য সম্পাদন, নিত্য যজ্ঞোপবীত ধারণ, নিত্য বেদাধ্যয়ন, পতিতান্ন পরিত্যাগ, সত্য বাক্য প্রয়োগ ও গুরুর কার্য্য সাধন করেন; তাঁহারে ব্রহ্মলোক হইতে পরিচ্যুত হইতে হয় না[২৫]। ক্ষত্রিয় বেদাধ্যয়ন, অগ্নি-সংস্করণ, যজ্ঞ-যজন, প্রজা-পালন ও গো-ব্রাহ্মণ-রক্ষার্থে শস্ত্র সঞ্চালন পূর্ব্বক অন্তরাত্মাকে পবিত্র করিয়া সংগ্রামে হত হইয়া স্বর্গে গমন করেন[২৬]। বৈশ্য অধ্যয়ন করিয়া, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও আশ্রিতদিগকে যথাকালে ধন সংবিভাগ করিয়া, ত্রেতাগ্নির পবিত্র ধূম আঘ্রাণ করিয়া মরণোত্তর সুর লোকে দিব্য সুখ-সমস্ত সম্ভোগ করেন[২৭]। যে শূদ্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য-সকলকে যথান্যায়ে পূজা করত সন্তুষ্ট করিয়া, স্বীয় পাপ সকল দগ্ধ করিতে পারে; সে দেহ-ত্যাগান্তে স্বর্গসুখ ভোগ করে[২৮]। আপনকার নিকটে চাতুর্ব্বর্ণ্যের এই ধর্ম্ম বর্ণিত হইল; কিন্তু কিহেতু হইল, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। হে রাজন্! যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম হইতে পরিচ্যুত হইতেছেন, অতএব আপনি তাঁহাকে রাজধর্ম্মে নিয়োজিত করুন[২৯]।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সৌম্য! তুমি আমাকে নিত্য কাল

যেরূপ অনুশাসন করিয়া থাকে, তাহা যথার্থই বটে এবং আমারও তাদৃশই মন হয় ; কিন্তু আমি পাণ্ডবগণের প্রতি সর্ব্বদা সেইরূপ মতি করিলেও দুর্য্যোধনের নিকটস্থ হইলে পুনরায় আমার বুদ্ধির বৈপরীত্য জন্মে[৩০ ৩১]। ফলত কোন প্রাণীই দৈবকে অতিক্রম করিতে পারে না ; আমি দৈবকেই ধ্রুব জ্ঞান করি, পুরুষকার কোন কার্য্যকারক নহে[৩২]।

বিদুর-বাক্যে চত্বারিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪০ ॥

প্রজাগরপর্ব্ব সমাপ্ত ।

সনৎ সুজাত পর্ব্বাধ্যায় ।

এক চত্বারিংশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বিদুর ! যদি তোমার বাক্যের কিঞ্চিৎ অবশেষ থাকে, বল, আমার শ্রবণ করিতে অভিলাষ হইতেছে, যেহেতু তুমি বিচিত্র বচনাবলির সম্ভাষণ করিতেছ[১]।

বিদুর কহিলেন, হে ভরত-নন্দন ধৃতরাষ্ট্র ! পুরাতন সনাতন কুমার সনৎসুজাত, কহিয়া থাকেন, মৃত্যু নামে কোন একটী পদার্থ নাই[২]। হে মহারাজ ! সেই সকল বুদ্ধি জীবি শ্রেষ্ঠ আপনার হৃদয়গত গুহ্য ও প্রকাশ্য সমুদয় সংশয় অপনীত করিবেন[৩]।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সনাতন সনৎসুজাত আমারে যে কথা বলিবেন, তুমি কি তাহা অবিদিত আছ ? হে বিদুর ! যদি তোমার বুদ্ধির অবশেষ থাকে, তুমিই তাহা বর্ণন কর[৪]।

বিদুর কহিলেন, আমি শূদ্রযোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি ; অতএব এতদতিরিক্ত আর কোন কথা বলিতে আমার সাহস হয় না ; পরন্তু কুমার সনৎসুজাতের যে বুদ্ধি, তাহাই আমি চিরন্তনী

বলিয়া জ্ঞান করি[৫]। ব্রহ্ম-যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া যিনি অতি-গুহ্য বাক্য-সমস্তও ব্যক্ত করেন, তিনি তদ্দ্বারা দেবগণের নিন্দনীয় হয়েন না; এই নিমিত্তই আমি আপনাকে এ কথা বলিতেছি[৬]।

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, হে বিদুর! এই দেহ-দ্বারা ইহলোকেই সেই পুরাণ সনাতনের সহিত কিরূপে সমাগম হইতে পারে, বল[৭]।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, হে ভারত! তখন বিদুর সেই তীব্রব্রত মহর্ষিকে চিন্তা করিলেন এবং তিনিও তাঁহার সেই চিন্তা জ্ঞাত হইয়া তথায় আবির্ভূত হইলেন[৮]। বিদুর বিধি-বিহিত কর্ম্ম-দ্বারা তাঁহারে সমাদর-পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন এবং তিনি সুখোপবিষ্ট ও বিশ্রান্ত হইলে এই কথা কহিলেন[৯], ভগবন্! ধৃতরাষ্ট্রের মনোমধ্যে কোন একটি সংশয় উপস্থিত হইয়াছে. তাহা ছেদন করিতে আমার সাধ্য নাই, অতএব আপনিই ইহাঁর সমীপে ব্যক্ত করুন[১০]। যাহা শ্রবণ করিয়া এই মনুষ্যেন্দ্র ধৃতরাষ্ট্র সর্ব্বপ্রকার দুঃখ অতিক্রম করিতে পারেন এবং যাহাতে লাভ, অলাভ, প্রিয়, দ্বেষ্য, জরা, মৃত্যু, ভয়, অমর্ষ, ক্ষুধা, পিপাসা, মত্ততা, ঐশ্বর্য্য, অরতি, আলস্য, কাম, ক্রোধ, ক্ষয় ও বৃদ্ধি ইহাঁরে বাধিত করিতে সমর্থ না হয়, তাহাই কীর্ত্তন করুন[১১.১২]

বিদুর-বাক্যে একচত্বারিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪১ ॥

দ্বিচত্বারিংশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর মহাত্মা মনীষী রাজা ধৃতরাষ্ট্র সেই বিদুর বাক্য সমাদর পূর্ব্বক সনৎ-সুজাতকে সম্যক্-রূপে পূজা করিয়া পরমা বুদ্ধি অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা অবগত হইতে অভিলাষ

করত একান্তে তাঁহারে জিজ্ঞাসা করিলেন[১], "হে সনৎসুজাত! শ্রবণ করিয়াছি, আপনি কহিয়া থাকেন, "মৃত্যু নাই," কিন্তু দেবাসুরেরা মৃত্যু না হইবার নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্যের আচরণ করিয়াছিলেন, অতএব মৃত্যু নাই এবং আছে, এই দুই পক্ষের মধ্যে কোন্‌টি সত্য[২]?

সনৎসুজাত কহিলেন, হে রাজন! কর্ম্ম-দ্বারা মৃত্যু হয় না, অর্থাৎ মৃত্যু আছে, কর্ম্ম-বলে তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, আর স্বভাবত মৃত্যু নাই, এই যে দুই পক্ষ জিজ্ঞাসা করিলে, তদ্বিষয়ে যাহাতে তোমার সংশয় না হয়, তাহাই আমি ব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ কর[৩]। হে ক্ষত্রিয়! জীবের অবস্থাভেদে এই দুইটিই সত্য জানিবে। মোহাধীন মৃত্যু হয়, ইহাই পণ্ডিতগণের সম্মত; অতএব আমি প্রমাদ অর্থাৎ আত্মজ্ঞান-শূন্যতাকেই মৃত্যু আর অপ্রমাদকে অমৃতত্ব অর্থাৎ অমৃত্যু-হেতু বলিয়া থাকি[৪]। প্রমাদ-প্রযুক্তই অসুরেরা পরাভূত অর্থাৎ মৃত্যুর বশায়ত্ত হইয়াছে এবং অপ্রমাদ-প্রযুক্তই দেবগণ ব্রহ্মভাব লাভ করিয়াছেন। ফলত মৃত্যু ব্যাঘ্রের ন্যায় জন্তুগণকে ভক্ষণ করে না, কেননা তাহার রূপই উপলব্ধ হইতে পারে না[৫]।

কেহ কেহ উক্ত প্রমাদ-রূপ মৃত্যু-ভিন্ন যমকে মৃত্যু বলিয়া বর্ণন করেন, কিন্তু তাহা আত্মার অবসাদ-দশাতেই কল্পিত হইয়াছে; যেহেতু ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ আত্মানুসন্ধান করিলে আর মৃত্যুর অধিকার থাকে না। সেই কল্পিত মৃত্যু দেব শিবকর্ম্মকারীদিগের পক্ষে শিব এবং অশিবকর্ম্মকারীদিগের পক্ষে অশিব হইয়া পিতৃলোকে রাজ্য শাসন করিতেছেন[৬]। ইহাঁরই আদেশে মানবগণের ক্রোধ, প্রমাদ ও লোভ-রূপ মৃত্যু উৎপন্ন হইতেছে; লোকে অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়াই কুপথে ভ্রমণ করিতেছে, কেহই আর

আত্মযোগে অর্থাৎ স্বরূপ প্রাপ্ত হইতেছে না[৭]। তাহারা মোহ-প্রযুক্ত ঐ ক্রোধাদি-রূপ মৃত্যুর বশীভূত হইয়া দেহ-ত্যাগান্তে সেই যম-লোকে বারংবার নরকে নিপতিত হয়; তৎকালে ক্রীড়াকর ইন্দ্রিয়-সকলও তাহাদিগের সহগামী হইয়া থাকে; এই নিমিত্তই মৃত্যু মরণ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়[৮]। কর্ম্মফলানুরক্ত মানবেরা কর্ম্মের ফল-প্রাপ্তি-সময়ে দেহত্যাগ পূর্ব্বক ভোগ-সাধন স্বর্গাদি-স্থলে গমন করে, সুতরাং মৃত্যুকে আর উত্তীর্ণ হইতে পারে না। দেহাভিমানী জীব, ব্রহ্ম প্রাপ্তি-সাধন যম-নিয়মাদি যোগ প্রাপ্ত না হইয়া, কেবল ভোগ-যোগ অর্থাৎ ভোগলাভের বাসনাতেই ঊর্দ্ধ, অধ ও তির্য্যগ্ যোনি-সমুদায়ে প্রবর্ত্তিত হয়[৯]। পুরুষের মিথ্যা-বিষয়াসঙ্গে স্বাভাবিকী যে প্রবৃত্তি, তাহাই ইহার ইন্দ্রিয়গণের মহামোহ-জনক; সঙ্কল্পকৃত মিথ্যা-বিষয়-যোগ দ্বারা অন্তরাত্মা নিয়ত অভিহত হওয়ায় পুরুষ সর্ব্বতোভাবে অনুস্মরণ-পূর্ব্বক কেবল বিষয়-সকলেরই উপাসনা করে[১০]। বিষয়-চিন্তাই প্রথমে লোক-সকলকে নিহত করিয়া থাকে, পরে কাম ও ক্রোধ ক্রমে ক্রমে তাহার পশ্চাদ্গামী হয়। বিষয়-চিন্তা, কাম ও ক্রোধ, এই তিনে মিলিত হইয়া অবোধ মানবদিগকে শীঘ্রই মৃত্যু-সন্নিধানে লইয়া যায়; পরন্তু জিত-চিত্ত নিষ্কাম পুরুষেরা যোগাভ্যাস-রূপ ধর্ম্মের সাহায্যে মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ পান[১১]। ধৈর্য্য-সম্পন্ন যোগী পুরুষ উৎপতিত-বাসনাপুঞ্জ দ্বারা প্রতিবোধিত না হইয়া আত্মানুধ্যান করত তুচ্ছ জ্ঞানেই তৎসমুদায় নিহত করিবেন। যে বিদ্বান্ মনুষ্য এইরূপে কাম-সমস্ত বিনিহত করেন, অজ্ঞান আর যমের ন্যায় হইয়া তাঁহারে ভক্ষণ করে না[১২]। পুরুষ কামানুসার হইলে কামের সঙ্গে সঙ্গেই বিনষ্ট হয়; পরন্তু কামনা-সকল পরিত্যাগ করিতে পারিলে, দুঃখ-রূপ যে কিছু রজোগুণ থাকে,

সকলই দূর করিয়া দেয়[১৩]। কামই প্রাণিবর্গের অজ্ঞান ও নরক-রূপে দৃষ্ট হইতেছে; যেহেতু ইহাতে বিষয়-বিবেক-শূন্য হইয়া তাহারা অজ্ঞানের কার্য্য করত দুঃখ ভোগ করিতেছে। মদমত্ত মনুষ্যেরা পথ মধ্যে গমন করিতে করিতে যেমন গর্ত্তযুক্ত প্রদেশে ধাবমান হয়, তদ্রূপ কামাসক্ত লোকেরা সংসারে বর্ত্তমান থাকিয়া আশু-সুখপ্রদ ভার্য্যাদি বিষয়ের প্রতি ধাবমান হইতেছে[১৪]। কাম-দ্বারা যাঁহার চিত্ত অভিভূত হয় না, সেই অমূঢ়-বৃত্তি পুরুষের নিকটে মৃত্যু কি করিবে? তাঁহার পক্ষে মৃত্যু তৃণময় ব্যাঘ্রের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর হয়; অতএব হে ক্ষত্রিয়! কামের আয়ু অর্থাৎ হেতুভূত মূল অজ্ঞান অপনোদন করিতে হইলে, কোনপ্রকার কামনারই গণনা বা অনুস্মরণ করিবেক না[১৫]। ক্রোধ-লোভ-সম্বলিত ও মোহবান্ অর্থাৎ অনাত্মভূত দেহাদিতে আত্মজ্ঞান-বিশিষ্ট এই যে জীবাত্মা তোমার শরীরে বিদ্যমান রহিয়াছেন, ইনিই মৃত্যু; এইরূপে মৃত্যুর উৎপত্তি হয় জ্ঞাত হইয়া মনুষ্য জ্ঞানে নিষ্ঠা করত মৃত্যু হইতে আর ভয় প্রাপ্ত হয় না; কেননা মৃত্যুর গোচর প্রাপ্ত-হইয়া দেহ যেমন বিনাশ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ জ্ঞানের গোচর হইলে মৃত্যু স্বতই বিনষ্ট হইয়া যায়[১৬]।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, উপাসনা-বিশিষ্ট অশ্বমেধাদি যজ্ঞ-দ্বারা দ্বিজাতিগণের যে সমস্ত পুণ্যতম সনাতন লোক-প্রাপ্তির কথা বর্ণিত হইয়াছে, বেদ-সকল তৎসমুদায়ের পরার্থত্ব অর্থাৎ মোক্ষ-প্রাপ্তি-হেতুত্ব নির্ব্বাচন করেন; অতএব ইহা অবগত হইয়া মনুষ্য কর্ম্মকে আশ্রয় না করিবেন কেন? অর্থাৎ কর্ম্ম-দ্বারা মুক্তি হইলে জ্ঞানের আর প্রয়োজন কি[১৭]?

সনৎসুজাত বলিলেন, তুমি যেরূপ ক্রমমুক্তির কথা কহিতেছ, অবিদ্বান্ অর্থাৎ কর্ম্মপথাবলম্বী পুরুষ এইরূপেই সেই সত্যলো-

কে° উপগত হন এবং বেদসমস্তও ভোগ ও উভয় প্রয়োজনেরই সামান্যত উল্লেখ করেন। পরাত্মা অর্থাৎ অনাত্মভূত দেহাদিকে আত্মস্বরূপে গ্রহণকারী জীব কামনা-বিহীন হইলে একবারেই নির্গুণাত্মাকে লাভ করেন; যদি নিষ্কাম না হন, তবে সুসম্নানাড়ী-রূপ মার্গদ্বারা স্বর্গাদি-লোক-প্রাপক মার্গ-সমস্ত ক্রমে ক্রমে নিরস্ত করিয়া পরিশেষে ব্রহ্মলোক-দ্বারা ব্রহ্মত্ব লাভ করেন[৮]।

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, যদি অনুপ্রবেশ-দ্বারা পরমাত্মাই এই সমস্ত প্রপঞ্চ হইলেন, তবে সেই জন্মাদি-বিহীন সনাতন পুরুষকে কে নিযুক্ত করেন? অপিচ, নিষ্কামের কার্য্যেরই বা প্রয়োজন কি এবং সুখই বা কিপ্রকার? হে বিদ্বন্! এ সকল বিষয় যথাবৎ ব্যক্ত করুন[৯]।

সনৎসুজাত বলিলেন, তুমি যে বিশেষ ভেদযোগের কথা কহিতেছ, ইহাতে মহান্ দোষ হয়, অর্থাৎ সৃষ্টি-বিষয়ে পরমাত্মার কেহ নিয়োগকর্ত্তা আছেন এরূপ স্বীকার করিলে 'ঐ নিয়োগ কর্ত্তার নিয়োগ কর্ত্তা কে? তাঁহার আবার নিয়োগ কর্ত্তা কে? এইরূপ জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হয় না এবং অদ্বৈতেরও হানি হইতে পারে; যেহেতু পরমাত্মা ও জীবাত্মার বাস্তবিক ভেদ নাই, অনাদি প্রকৃতিযোগ-সম্ভূত স্থূল সূক্ষ্ম দেহাদি ক্ষেত্রযোগ সহকারে নিত্য পরমাত্মাই জন্মাদি-ভাজন জীব হয়েন। যেমন জলচন্দ্র কম্পিত হইলে বাস্তবিক চন্দ্রের কম্প হয় না, অথবা ঘটাকাশ চলিত হইলেও মুখ্য আকাশের চলন সম্ভবে না, তদ্রূপ ঐ ঔপাধিক-ভেদ-দ্বারাও পরমাত্মার স্বরূপের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য অর্থাৎ অদ্বৈতভঙ্গ হয় না। পরিদৃশ্যমান এই যে মিথ্যাময় প্রপঞ্চ সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে, ইহাই সেই সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন অবিকারী পরমাত্মা; বিকার-যোগে তিনি এই বিশ্বের সৃষ্টি করেন;

বেদে তাঁহার তাদৃশী শক্তিই স্বীকার করিয়া থাকেন এবং শক্তি ও শক্তি বিশিষ্টের অভেদ-সম্বন্ধ-রূপ লৌকিক অর্থযোগেও বেদসমস্তই প্রমাণ[২০.২১]।

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ, জগতের অসত্যতা এবং জগদুৎপত্তির নিমিত্ত-ভূতা প্রকৃতির ব্রহ্ম হইতে অভিন্নত্ব-হেতুক ব্রহ্মাদ্বৈত সিদ্ধ হইল; এবং তদ্দ্বারা মৃত্যু নাই এই পক্ষ, আর যাঁহাদিগের মতে কর্ম্ম-দ্বারা মৃত্যু নাশ হয়, তাঁহাদিগেরও ক্রমমুক্তি-সিদ্ধান্ত স্থির হইল; কিন্তু এই এক কথা জিজ্ঞাসা করি, এই ক্রমমুক্তির নিমিত্তে কেহ কেহ ধর্ম্ম অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি উপাসনাযুক্ত কর্ম্ম-সমস্ত আচরণ করেন, কেহ কেহ বা কর্ম্ম না করিয়া একবারেই মোক্ষ প্রাপ্তির উদ্দেশে সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া থাকেন; যাঁহারা ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগের সেই ধর্ম্ম কি রাগাদি দোষ-রূপ পাপ-দ্বারা প্রতিহত হয়, না পাপকেই প্রতিঘাত করে[২২]?

সনৎসুজাত বলিলেন, মোক্ষ-বিষয়ে সন্ন্যাস ও উপাসনাযুক্ত কর্ম্ম উভয়ের ফলই উপযোগী হয়। সেই মোক্ষে স্থিতি অর্থাৎ পরমাত্ম-স্বরূপে অবস্থান নিমিত্ত সন্ন্যাস ও উপাসনাযুক্ত কর্ম্ম, উভয়ই অবিচল; তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, বিদ্বান্ ব্যক্তি সন্ন্যাসপূর্ব্বক জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা-দ্বারা নিত্য-নির্ম্মুক্ত ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়েন, আর দেহাভিমানী পুরুষ উপাসনা-যুক্ত কর্ম্ম-দ্বারা পুণ্য অর্থাৎ প্রশস্ত দেবতাদি-ভাব লাভ করেন এবং কদাচিৎ তন্নিবন্ধন পাপও প্রাপ্ত হন[২৩.২৪]। সেই কর্ম্মাসক্ত পুরুষ কর্ম্ম-দ্বারা পুণ্যপাপের উভয়-প্রকার অস্থায়ী ফল প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার কর্ম্মেই যোজিত হন, কিন্তু বিদ্বান্ কর্ম্ম-যোগী ধর্ম্মদ্বারা পাপ ধ্বংস করেন; সুতরাং ধর্ম্ম বলবান্ হওয়ায় তাঁহার সিদ্ধিও হইয়া থাকে[২৫]।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, পুণ্যকারী দ্বিজাতিগণের স্বধর্ম্মের ফলভূত যে সমস্ত সনাতন লোক-প্রাপ্তির কথা বেদে বর্ণিত হইয়াছে, তৎ-সমুদায়ের ক্রম অর্থাৎ ধর্ম্মের তারতম্যানুসারে উচ্চনীচ-ভাব বর্ণন করুন এবং তদ্ভিন্ন অন্য লোক-সকল অর্থাৎ নিরতিশয় প্রত্যগা-নন্দ-রূপ মোক্ষ সুখেরও কীর্ত্তন করুন; হে বিদ্বন্! আমি এরূপ কর্ম্ম অর্থাৎ স্বাভাবিক প্রবৃত্তি-বিষয়-ভূত নিষিদ্ধ বা কাম্য কর্ম্ম অবগত হইতে অভিলাষ করিতেছি না[২৬]।

সনৎসুজাত কহিলেন, মল্লাদি বলশালীগণের বল বিষয়ে যেরূপ স্পর্দ্ধা হইয়া থাকে, তদ্রূপ যম-নিয়মাদি ব্রতকলাপে যাঁহাদিগের বিশেষ স্পর্দ্ধা হয়, সেই ব্রাহ্মণগণ কলেবর পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মলোকে বিরাজমান হয়েন[২৭]। আর যাঁহাদিগের ধর্ম্মে অর্থাৎ যজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ডে বিস্পর্দ্ধা থাকে, তাঁহাদিগের সেই যজ্ঞাদিই জ্ঞানের সাধন হয়। সেই ব্রাহ্মণেরা ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়া ত্রিপিষ্টপ অর্থাৎ দেবলোক প্রাপ্ত হয়েন[২৮]। বৈদক স্বাভি-মানী মানবেরা অকরণে প্রত্যবায় আশঙ্কায় বলিয়া থাকেন যে, ঐ ধর্ম্মের সম্যক্ অনুষ্ঠান সাধু, কিন্তু তদ্দ্বারা ঐহিক বা পারত্রিক কোন ফলের কামনা করেন না; সেই বাহ্য অর্থাৎ আত্মাতে বর্ণা-শ্রমাদির অভিমানিত্ব-প্রযুক্ত বহির্ম্মুখ অথচ আভ্যন্তর অর্থাৎ বৈ-দিকত্ব ও নিষ্কামত্ব প্রযুক্ত আত্মোৎকর্ষ-নিষ্ঠ জনগণকে অধিক মান্য করিবেক না[২৯]। যে গৃহে, বর্ষাকালে প্রচুর তৃণাদির ন্যায়, সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণের উপযুক্ত ভূয়িষ্ঠ অন্ন-পান আছে, এরূপ বিবেচনা করিবেক, সেই গৃহ প্রাপ্ত হইয়াই প্রাণ-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবেক, কিন্তু ক্ষীণ-বৃত্তি গৃহস্থকে কদাচ উৎপীড়িত করিবেন না এবং আত্মাকেও ক্ষুধায় পীড়িত করিবেন না[৩০]। যে স্থানে আত্মমহিমা প্রকাশ না করিলে অশুভ ভয়-প্রাপ্তির সম্ভাবনা, সেই ভয়প্রদ

প্রদেশে অবস্থিত হইয়াও যিনি তত্রত্য জনগণ-মধ্যে স্বকীয়-বিদ্যাদি-দ্বারা আপনাকে অতিরিক্ত না করেন, অর্থাৎ আত্মোৎকর্ষ প্রদর্শনে পরাঙ্মুখ হন, তিনিই শ্রেষ্ঠ, অন্যে নহে[৩১]। অপিচ যিনি মাহাত্ম্য-বর্ণনকারী ব্যক্তির উপরে আপনাকে সংজ্বরিত না করেন, অর্থাৎ অন্যের উৎকর্ষ প্রদর্শনে অসূয়া-পরবশ না হন এবং ব্রহ্মস্ব-ভোজন অর্থাৎ যতি ও ব্রহ্মচারী-প্রভৃতি মানবগণকে প্রদান না করিয়া স্বয়ং ভক্ষণ না করেন, তাঁহার অন্নই সাধুদিগের সম্মত[৩২]। কুক্কুর যেমন নিত্য অকল্যাণের নিমিত্ত স্বকীয় বান্ত ভোজন করে, অর্থাৎ যাহা বমন করে তাহাই ভক্ষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ স্বীয় পাণ্ডিত্য প্রকাশ-দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহকারী সন্ন্যাসীরাও বান্তভোজী হয়[৩৩]। যে ব্রাহ্মণ জ্ঞাতিগণ-মধ্যে বাস করিয়াও "তাঁহারা যেন কদাচ আমার ধর্ম্মাচরণ অবগত হইতে না পারেন" এইরূপ মনন করেন, সেই প্রচ্ছন্ন-তেজা ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিকেই পণ্ডিতেরা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন[৩৪]। ঈদৃশী অজ্ঞাতচর্য্যা ব্যতিরেকে কোন্ ব্রাহ্মণ উপাধিকৃত-ব্যবধান শূন্য, অনুমানাদির অগম্য, সর্ব্বব্যাপক, সঙ্গ-রহিত ও সর্ব্বদ্বৈত-বিবর্জ্জিত অর্থাৎ স্বজাতীয় বিজাতীয় ও স্বগতভেদ-শূন্য পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইতে পারেন[৩৫]? উক্ত প্রকার অজ্ঞাতচর্য্যা-প্রযুক্ত ক্ষত্রিয় পুরুষকেও ব্রহ্মস্বপ্রাশ-দ্বারা নিত্যকাল আশ্রয় করিয়া থাকেন, অর্থাৎ ব্রহ্মণ না হইয়াও কেবল অজ্ঞাতচর্য্যা-প্রভাবে ক্ষত্রিয় আপনার ব্রহ্মভাব সন্দর্শন করেন[৩৬]। যে ব্যক্তি একপ্রকার প্রতিপাদন করে, সেই আত্মাপহারী তস্কর কি পাপ না করে[৩৭]? অশ্রান্ত, প্রতিগ্রহ-শূন্য, সাধুসম্মত, নিরুপদ্রব, শিষ্ট হইয়াও শিষ্টত্বের অপ্রকাশকারী, ব্রহ্মনিষ্ঠ, ব্রহ্মজ্ঞ ও কবি অর্থাৎ অতীতদর্শী হইবেক; এরূপ হইলেই আত্মাবিজ্ঞানে সমর্থ হইতে পারিবে[৩৮]। যাঁহারা ধন-দারাদি

লৌকিক অর্থে দরিদ্র এবং দৈব অর্থে অর্থাৎ পারলৌকিক ধর্ম্মাদি বিষয়ে ও ঈশ্বরোপা-সনায় সমৃদ্ধ হয়েন, তাঁহারা দুর্দ্ধর্ষ ও দুষ্প্র-কম্প্য হন; অর্থাৎ বৈরাগ্য-পূর্ব্বক কর্ম্ম ও উপাসনা-পরায়ণ মানবগণের কোন ভয়ই থাকে না, তাঁহাদিগকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মের কলেবর বলিয়া অবগত হইবে[৩৯]। যজ্ঞ-দ্বারা প্রীত হইয়া যাঁহারা যজমানের শোভন ইষ্ট করেন, অর্থাৎ দিব্য-স্ত্রী উত্তম অন্ন-পানা-দি ভোগ্যবস্তুর অভিলাষ পূর্ণ করিয়া দেন, সংসার মধ্যে যে কোন ব্যক্তি সেই দেবগণকে জ্ঞাত হইতে পারেন, অর্থাৎ অশ্বমে-ধাদি যাবতীয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহাদের সাক্ষাৎ-কার-লাভে সমর্থ হন, তিনিও ব্রহ্মনিষ্ঠের সমান নহেন; যেহেতু তদ্বি-ষয়ে তিনি স্বয়ং প্রযত্ন করেন। ক্রিয়া সাধ্যত্ব-প্রযুক্ত তাঁহার যজ্ঞা-দির ফল অনিত্য, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞের নিকটে স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্মের অভি-ব্যক্তি হওয়ায় তৎপরিজ্ঞান-ফলভূত মোক্ষও নিত্য, সুতরাং যজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ড ব্রহ্মজ্ঞানের তুল্য হইতে পারে না[৪০]। অপ্রযতমান অর্থাৎ আরম্ভ-শূন্য হওয়াতে যাঁহাকে দেবতারা মান্য করেন, তিনিই যথার্থ মানিত, নতুবা যজ্ঞাদি কর্ত্তা বলিয়া যিনি মানিত হন, তিনি দেবতাদিগের কেবল পশুমাত্র, বাস্তবিক মান্য হইতে পারেন না; অতএব অন্য-কর্ত্তৃক মান্যমান হইলেও আপনাকে মান্যজ্ঞান করিবেক না এবং অবমানেও পীড়িত হইবেক না[৪১]। মানিত ব্যক্তি এইরূপ মনে করিবেন যে, নিমেষ ও উন্মেষের ন্যায় লোকে নিয়তই স্বভাব-বৃত্তি, অর্থাৎ যাহার যেরূপ স্বভাব সে তাহাই করিয়া থাকে; বিদ্বান্ পুরুষেরাই মান্য লোকের সম্মান করিয়া থাকেন[৪২]; নতুবা যাহারা অধর্ম্ম-নিপুণ এবং লোক-মধ্যে ছলনায় বিশারদ, সেই মান্যাবমানী মূঢ় লোকেরা মানভাজন মানবকে কদাচ মান্য করিবে না[৪৩]। মান ও মৌন, অর্থাৎ অভি-

মান ও মুনিধর্ম্ম-যোগচর্য্যা, উভয়ই একত্র বাস করিতে পারে না; ইহলোক মানের, আর পরলোক মৌনের, ইহাই তত্ত্বজ্ঞগণের সম্মত[৪৩]। হে ক্ষত্রিয়! ইহলোকে ধন অভিজন ও ঐশ্বর্য্যাদি-রূপা লক্ষ্মী মানরূপ সুখের আবাস-স্থান বটেন, কিন্তু তিনি পরলোকের প্রতিবন্ধক-ভূতা; যেহেতু ব্রাহ্মী অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-যোগ্যা বেদময়ী লক্ষ্মী প্রজ্ঞাহীন ব্যক্তির দুর্ল্লভা; অপ্রাজ্ঞ লোকেরা কদাচ বেদ-রহস্য প্রাপ্ত হইতে পারে না[৪৫]। পণ্ডিতেরা সেই ব্রাহ্মসুখের বহু-প্রকার সাধন নির্দ্ধারণ করেন। তৎসমুদায় সম্যক্-রূপে রক্ষা করা অতি কঠিন ব্যাপার। তন্মধ্যে সত্য, সারল্য, লোক-লজ্জা, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, শৌচ ও শাস্ত্র জ্ঞান, এই ছয়টি মান ও মোহের প্রতিরোধক হইয়াছে[৪৬]।

সনৎসুজাত বাক্যে দ্বিচত্বারিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪২ ॥

ত্রিচত্বারিংশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বিদ্বন্! কাহার নিমিত্ত মৌন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, অপিচ বাক্য-মনের সংযম-রূপ লোকপ্রসিদ্ধ মৌন, আর শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন-রূপ বেদোক্ত মৌন, এই দুই প্রকার মৌনের মধ্যে কোন্‌টি আপনকার অভিপ্রেত? মৌনের লক্ষণই বা কি? মৌন-দ্বারা বিদ্বান্ ব্যক্তি মৌন অর্থাৎ পরম-নির্ব্বিকল্প পদ প্রাপ্ত হয়েন কি না এবং কিপ্রকারেই বা তাঁহারা মৌনাচরণ করেন? হে মুনে! এই কয়েকটি বিষয় প্রকাশ করিয়া ব্যক্ত করুন[১]।

সনৎসুজাত কহিলেন, হে রাজন্! যেহেতু এই পরমাত্মাতে মন ও বেদ-সমস্ত অনুপ্রবেশ করিতে পারেন না, এই নিমিত্তই ইহাঁর নাম মৌন; যাঁহাতে প্রণব-রূপ বেদশব্দ এবং ইনি অর্থাৎ জী

বাক্য-রূপ লৌকিক শব্দ স্বভাবত উত্থিত হইয়াছে, তিনি তন্ময়ত্ব রূপেই প্রকাশমান হয়েন; অর্থাৎ যে পদ বাক্য-মনের অগোচর, তাহা প্রাপ্ত হওয়াই মৌনের প্রয়োজন; বাগাদি বাহেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের নিগ্রহই মৌন; বাগাদি সংযম-ক্রমে বাহ্য ও আন্তরিক প্রপঞ্চ দ্বয়ের ভান না হওয়াই মৌনের লক্ষণ; ঐরূপ অভান-দ্বারা বাঙ্মনসাতীত পরম পদ প্রাপ্য হয়; এবং গুরূপদিষ্ট যুক্তি-ক্রমে প্রণবময়ত্ব-রূপে পর-ব্রহ্মের ভাবনা দ্বারাই মৌনাচরণ সিদ্ধ হইয়া থাকে[২]।

যদি বেদশব্দময়ত্ব রূপে পরম-পদ প্রকাশ এবং তদ্দ্বারা সর্ব্ব-পাপের বিধ্বংস হয়, তবে মৌন-হীন ব্যক্তিরও ঋগাদি বেদাভ্যাস-দ্বারা উভয়ই সিদ্ধ হইতে পারে, এই আশঙ্কায় ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, যে ব্যক্তি ঋক্, যজুঃ ও সাম বেদ সমস্ত বিজ্ঞাত হইয়াছেন, তিনি পাপ অনুষ্ঠান করিলে পাপ-দ্বারা লিপ্ত হন কি না[৩]?

সনৎসুজাত কহিলেন, ঐ অবিচক্ষণ অর্থাৎ বাক্য-মনের নিগ্রহে অসমর্থ ব্যক্তিকে পাপকর্ম্ম হইতে পরিত্রাণ করিতে, না সাম, না ঋক্, না যজুঃ কেহই পারেন না; হে রাজন্! আমি তোমাকে মিথ্যা বলিতেছি না[৪]। বেদ-সকল ছলজীবী মায়াবী ব্যক্তিকে কখন পাপ হইতে উত্তীর্ণ করেন না; পক্ষ উদ্গত হইলে পক্ষীরা যেমন কুলায় পরিত্যাগ করিয়া গমন করে, বেদ-সকলও অন্তকালে মায়াবীকে পরিত্যাগ করেন, অর্থাৎ সে সময়ে তাহার বেদের আর স্ফূর্ত্তি থাকে না[৫]।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, যদি শমদমাদি স্বাভাবিক ধর্ম্ম-ব্যতিরেকে বেদ সকল অবিচক্ষণ ব্যক্তিকে পরিত্রান করিতে অশক্ত হন, তবে ব্রাহ্মণগণের মাহাত্ম্য সূচক নিত্যকাল প্রসিদ্ধ, "ঋক্, যজুঃ ও সাম-দ্বারা পূত হইয়া ব্রহ্মলোকে পূজিত হয়েন" "যাবতীয় দেবতা

আছেন, সকলেই বেদস্থ ব্রাহ্মণে অধিষ্ঠান করেন[৫] এই প্রলাপ-বাক্য-সকল কোথা হইতে হইল[৬]?

সনৎসুজাত কহিলেন, হে মহানুভাব! এই বেদশাস্ত্রাদি প্রপঞ্চ যাঁহার প্রলপিত, স্বভাবত নির্ব্বিকার হইলেও নাম-রূপাদি বিশেষ সম্বন্ধে বিকার প্রাপ্ত, সেই পরমাত্মারই স্বরূপে এই জগৎ প্রতিভাত হইতেছে। বেদ-সকল অধ্যারোপ-প্রসঙ্গে দৃশ্য ও অদৃশ্য সমস্ত বিশ্বকে ব্রহ্মরূপত্বে নির্দ্দেশ করিয়া ইহাই সম্যক্‌রূপে ব্যক্ত করিতেছেন, এবং অপবাদ-প্রসঙ্গে বিশ্ব হইতে ব্রহ্মের বৈলক্ষণ্যও উদাহরণ করিতেছেন; অতএব যাঁহা হইতে আবির্ভূত হওয়াতে বেদের সম্মান হইয়াছে, বেদোক্ত মার্গের অননুষ্ঠান-দ্বারা সেই পরমাত্মাকে যে ব্যক্তি অবজ্ঞা করে, তাহার বেদাধ্যয়নও নিষ্ফল হয়[৭]। সেই ব্রহ্মলাভ নিমিত্তই এই তপস্যা ও যাগাদি উক্ত হইয়াছে, এত-দুভয়-দ্বারা বিদ্বান্ পুরুষ পুণ্য প্রাপ্ত হয়েন এবং পুণ্য-দ্বারা পাপ ধ্বংশ করিয়া পরিশেষে জ্ঞানবিদীপিতাত্মা হয়েন, অর্থাৎ ব্রহ্মাকারা চিত্তবৃত্তি হওয়ায় তাঁহার নিকটে আত্মতত্ত্ব স্বতঃ প্রকাশিত হয়[৮]। বিদ্বান্ পুরুষ জ্ঞান-দ্বারাই পরম পুরুষার্থ আত্মলাভ করেন, অন্যথা আত্মভিন্ন বস্তুতে আত্মবুদ্ধি বশত বিষয়-সুখাভিলাষী হইয়া ইহলোকে অনুষ্ঠিত পুণ্য-পাপ-সমস্ত পরিগ্রহ-পূর্ব্বক পরলোকে তৎসমুদায়ের ফলভোগ করেন এবং পরিশেষে পুনর্ব্বার ইহলোকেই উপাগত হন[৯]। বেদাধ্যয়নমাত্রনিরত জ্ঞান-হীন মানবেরা ইহলোকে যে তপস্যা করেন, তাহার ফল পরলোকে দৃষ্ট হয়, কিন্তু শমদমাদি-অবশ্য-কর্ত্তব্য-তপোনিষ্ঠ জ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণের এই লোক সমস্তই ফলপ্রদ হইয়া থাকে[১০]।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সনৎসুজাত! একমাত্র তপস্যা কি প্রকারে

সমৃদ্ধ ও অসমৃদ্ধ হইয়া থাকে? তাহা আপনি কীর্ত্তন করুন, যদ্দ্বারা আমরা সেই দ্বৈবিধ্য বোধগম্য করিতে পারি[১১]।

সনৎসুজাত কহিলেন, নিষ্কল্মষ অর্থাৎ কাম ও অশ্রদ্ধাদি রহিত যে তপস্যা, কৈবল্য-সাধনহেতুক তাহাকে 'কেবল' শব্দে উক্ত করা যায় এবং শ্রদ্ধাদি-যুক্ত হইলেও যদি সকাম হয়, তবে ইহাকেই সমৃদ্ধ বলা যায়; কিন্তু কেবল দম্ভের নিমিত্ত যাহা অনুষ্ঠিত হয় তাদৃশ তপস্যাকে আর সমৃদ্ধ বলা যায় না, তাহাকে ঋদ্ধ বলা যাইতে পারে[১২]। হে ক্ষত্রিয়! আমাকে যে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন; সে সমস্তই তপস্যা-মূলক; বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা কেবল তপস্যা দ্বারাই পরম অমৃত অর্থাৎ মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন[১৩]।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সনৎসুজাত! নিষ্কল্মষ তপস্যা শ্রবণ করা হইল কিন্তু তপস্যার কল্মষ কি তাহা ব্যক্ত করুন, যদ্দ্বারা সাবধান হইয়া আমি গুহ্য সনাতন ব্রহ্মকে অবগত হইতে পারি[১৪]।

সনৎসুজাত কহিলেন, হে রাজন্! ক্রোধ প্রভৃতি দ্বাদশ ও আত্মশ্লাঘা প্রভৃতি ত্রয়োদশ নৃশংসাচার তপস্যায় দোষ বলিয়া অভিহিত হয়; শাস্ত্রে দ্বিজাতিগণের যাহা গুণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে; সেই ধর্ম্মাদি দ্বাদশ পিতৃগণের অর্থাৎ বংশকর্ত্তা মন্বাদির শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে[১৫]। ক্রোধ, (ইচ্ছা-প্রতিঘাতে আক্রোশ তাড়নাদি হেতু মনস্তাপ) কাম, (স্ত্রীসঙ্গাভিলাষ) লোভ, (ধনব্যয়-ভীরুতা) মোহ, (কৃত্যাকৃত্য-বিবেকরাহিত্য) বিধিৎসা, (উত্তরোত্তর লাভেও তৃষ্ণার অনিবৃত্তি) অকৃপা, (নির্দ্দয়তা) অসূয়া, (পর-গুণে দোষ-দর্শন) মান, (আপনাতে পূজ্যবুদ্ধি) শোক, (ইষ্টার্থ নাশে চিত্ত-বৈকল্য) স্পৃহা, (ভোগ্যবর্গে সমধিক আদর) ঈর্ষা, (পরের উৎকর্ষ-দর্শনে সহ্য না করা) ও জুগুপ্সা, (পরনিন্দা বা

বীভৎসতা) মনুষ্যের এই দ্বাদশটি দোষ মনুষ্যমাত্রেরই নিত্য বর্জ্জনীয়[১৬]। হে মনুজর্ষভ! যেমন ব্যাধ মৃগগণের বধ নিমিত্ত ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া থাকে; তদ্রূপ উক্ত দোষ-সকলের মধ্যে প্রত্যেকেই মনুষ্যগণের ছিদ্রলাভার্থী হইয়া তাহাদিগকে পর্য্যুপাসনা করে[১৭]। বিকত্থন, (পরগুণের অপলাপ-পূর্ব্বক স্বগুণোৎকর্ষ কথনশীল) স্পৃহয়ালু, (অতিযত্ন-পূর্ব্বক পরদারাদি-সম্ভোগেচ্ছু) মনস্বী, (গর্ব্বাধিক্য-প্রযুক্ত পরাবমানে তৎপর) কোপধারী, (কারণ ব্যতিরেকেও সর্ব্বদা ক্রোধন অথবা যে ব্যক্তি চিরকাল কোপ করিয়া থাকে) চপল, (মিত্রতাদি বিষয়ে অস্থির) ও অরক্ষণ, (শক্তি থাকিতেও স্বীকৃত বনিতাদির অপালনকারী) এই ছয় প্রকার পাপাত্মা মনুষ্য সুদুর্গে অর্থাৎ ঐহিক বা পারত্রিক শঙ্কটে ভীত না হইয়া এই সমস্ত পাপ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে[১৮]। অপিচ সম্ভোগ-সম্বিদ্বিষম, (যে ব্যক্তি বনিতা সম্ভোগই পুরুষার্থ জ্ঞান করিয়া নিতান্ত দুর্ব্যবস্থিত হয়;) অতিমানী, (অত্যন্ত দর্প-বিশিষ্ট) দত্তানুতাপী, (দান করিয়া পশ্চাত্তাপকারী) কৃপণ, (প্রাণান্তেও অর্থব্যয়ে অসহিষ্ণু) বলীয়ান্, (অতিশয় বল-পূর্ব্বক ব্যবহারকারী) বর্গপ্রশংসী, (পরাভিভবের প্রশংসাকারী অর্থাৎ পরদুঃখে সুখী) ও বনিতার প্রতি দ্বেষকারী, (পরিণীতা পত্নীর প্রতি বিদ্বেষ-পূর্ব্বক পরকামিনী-সঙ্গে আসক্ত) এই সপ্ত অপর নৃশংস বর্গ[১৯]।

ধর্ম্ম, (বর্ণাশ্রম নিয়ত সন্ধ্যা উপাসনাদি) সত্য, (হিংসা ব্যতিরেকে যথার্থ সম্ভাষণ) দম, (ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ) তপস্যা, (কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি) অমাৎসর্য্য, (পরগুণে অসহিষ্ণু না হওয়া) হ্রী, (লজ্জা) তিতিক্ষা, (ক্রোধের কারণ উপস্থিত হইলেও ক্রুদ্ধ না হওয়া) অনসূয়া, (পরগুণে দোষাবিষ্কার না করা) যজ্ঞ, দান, ধৃতি,

অত্যন্ত আপদ্‌কালেও ব্রতাদির অপরিত্যাগ, ও শ্রুত, (অর্থগ্রহ সহিত বেদাধ্যয়ন) এই দ্বাদশটি ব্রাহ্মণের ব্রত[২০]। যিনি এই দ্বাদশ ব্রত সাধনে সমর্থ হন; তিনি সমগ্র বসুন্ধরা-শাসনে সমর্থ হয়েন। যে ব্যক্তি এই গুণ সকলের মধ্যে তিন, দুই বা একটিরও অধিকারী হয়েন, তাঁহারে ঐশ্বর্য্যশালী বলিয়া জ্ঞান করা কর্ত্তব্য[২১]। ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, ত্যাগ ও অপ্রমাদ, এই তিনটি অমৃত অর্থাৎ মুক্তির আধার হইয়াছে; মনীষী ব্রাহ্মণগণ এই তিনটি গুণকে সত্য প্রধান বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন[২২]।

দম অষ্টাদশ গুণ-সম্পন্ন। কৃত ও অকৃত কর্ম্মে প্রতিকূলতা অর্থাৎ বৈদিক কর্ম্মে অশ্রদ্ধা এবং উপবাস ব্রতাদি কর্ম্মে ভোজন-লালসা, মিথ্যা, অভ্যসূয়া, কাম, অর্থ, (ধনোপার্জ্জনার্থে অতি-যত্ন) স্পৃহা, ক্রোধ, শোক, তৃষ্ণা, লোভ, পৈশুন্য, (পর-দোষ বর্ণনে তৎপরতা) মাৎসর্য্য, বিহিংসা, পরিতাপ, অরতি, (সৎ-কর্ম্মে অনভিলাষ) অপস্মার, (কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিস্মরণ) অতিবাদ, (পরগ্লানি) ও আত্মাতে সম্ভাবনা, (মহত্ত্ববুদ্ধি) এই সমস্ত দোষ হইতে যিনি বিমুক্ত হইয়াছেন; সাধুগণ তাঁহারে দম গুণ সম্পন্ন বলিয়া থাকেন[২৩-২৫]। দম যেমন অষ্টাদশ গুণ-বিশিষ্ট সেইরূপ দমের বিপর্য্যয় মদেরও অষ্টাদশ দোষ; অপিচ ত্যাগ ছয় প্রকার হয়; এই সকলের বিপর্য্যয় ছয় দোষ; সমুদায়ে চতুর্ব্বিংশতি প্রকার মদ-দোষ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে[২৬]। উক্ত ছয় প্রকার ত্যাগ অতীব প্রশস্ত; তন্মধ্যে তৃতীয়টি অত্যন্ত দুষ্কর হয়; তদ্দ্বারা লোকে নিশ্চয়ই দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পায়, কেননা তাহার অনুষ্ঠান করিতে পারিলে দ্বৈত জয় করা হয়[২৭]।

হে রাজেন্দ্র! ষড়্‌বিধ শ্রেষ্ঠ ত্যাগের বিবরণ এই প্রথমত শ্রীলাভ করিয়া হৃষ্ট না হওয়া, অর্থাৎ ধন বিদ্যাদি ঐশ্বর্য্য লাভে

সর্ব্ব-ত্যাগ। দ্বিতীয়ত নিত্য বৈরাগ্য-যোগ-হেতুক ইষ্ট। পূর্ত্তের অর্থাৎ যজ্ঞ ও বাপী তড়াগাদি প্রতিষ্ঠা-রূপ কর্ম্ম কাণ্ডের পরিত্যাগ। পূর্ব্বে যে তৃতীয় ত্যাগের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা কাম-ত্যাগ ;—পণ্ডিতেরা পুরুষকে যে গুণের দ্বারা অনির্ব্বচনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহাই তৃতীয় গুণ বলিয়া স্মৃত হইয়াছে[২৮-২৯]। বৈরাগ্য-প্রযুক্ত বনিতাদি ভোগ্যবস্তু-সমুদায়ের পরিত্যাগ-দ্বারা যে কামত্যাগ হয়, তাহাকেই যথার্থ কামত্যাগ বলা যায়, নতুবা কাম-পূর্ব্বক যথেষ্ট উপভোগ করিয়া তৎসমুদায় পরিত্যাগ করিলে, কি বহুতর ধন লাভ করিলে অথবা কাম্যবস্তুর নিমিত্ত ঐ সমস্ত ধন ব্যয় করিলে কাম ত্যাগ হয় না[৩০]। অপিচ যে ব্যক্তি সর্ব্বগুণযুক্ত ও ধনবান্ হয়, তাহারও কর্ম্ম-সকল অসিদ্ধ হইলে দুঃখ করা এবং তদ্দ্বারা আপনাকে গ্লানিযুক্ত করা কর্ত্তব্য নহে[৩১]। চতুর্থত কীর্ত্তিনাশাদি অপ্রিয় উপস্থিত হইলেও কোন ক্রমে ব্যথা প্রাপ্ত না হওয়া। পঞ্চমত অভীষ্ট বন্ধু বান্ধব ও পুত্র কলত্রাদির নিকটেও যাচ্ঞা না করা। ষষ্ঠত যোগ্য যাচককে প্রদান করায় শুভ হয়।

এই সমস্ত ত্যাগ-দ্বারা অপ্রমাদী হইবেক। সেই অপ্রমাদও অষ্টগুণ-বিশিষ্ট[৩২-৩৩]। সত্য, ধ্যান, (আত্মানু-সন্ধান) সমাধান, (পরোক্ষ ও অপরোক্ষ উভয়-বিধ সমাধি) চোদ্য, (তর্ক) বৈরাগ্য, অস্তেয়, (চৌর্য্য-রাহিত্য) ব্রহ্মচর্য্য, (স্ত্রীসঙ্গ-রাহিত্য) ও অসংগ্রহ, (পরিগ্রহ-শূন্যতা) এই আটটি অপ্রমাদের গুণ[৩৪]।

হে ভারত! মদের এইরূপ দোষ-সমস্ত উক্ত হইয়াছে; সেই সমুদায় দোষ পরিত্যাগ করিবেক। অপিচ ত্যাগ ও অপ্রমাদও কথিত হইল! ঐ অপ্রমাদের যেমন অষ্টগুণ অভিমত, সেইরূপ প্রমাদেরও অষ্ট প্রকার দোষ। সেই দোষ-সমস্তও পরিবর্জ্জন

করিবেক। পঞ্চ ইন্দ্রিয়, মন ও অতীত অনাগত দুঃখ-সমূহ হইতে ঐ অষ্ট প্রকার প্রমাদের উৎপত্তি হইয়া থাকে; অতএব তৎসমুদায় হইতে বিমুক্ত হইয়া সুখী হইবেক[৩৫-৩৬]। হে রাজেন্দ্র! আপনি সত্য পরায়ণ হউন; লোক সকল সত্যেই প্রতিষ্ঠিত আছে। পণ্ডিতেরা উল্লিখিত দম, ত্যাগ ও অপ্রমাদকে সত্যপ্রধান বলিয়া বর্ণন করেন, যেহেতু সত্যেই অমৃত সঞ্চিত আছে[৩৭]। বিধাতৃকৃত ধর্ম্ম এই যে, দোষ নিবৃত্তি হইলেই ইহলোকে তপোব্রতাচরণ সিদ্ধ হইয়া থাকে; অতএব সাধুদিগের সত্যই ব্রত[৩৮]। উক্ত দোষসমস্ত হইতে বিমুক্ত ও গুণ-সমূহে সমন্বিত হইলেই কৈবল্যসাধন অত্যর্থ সমৃদ্ধ তপশ্চরণ হয়[৩৯]। হে রাজেন্দ্র! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, সেই এই পাপহর, জন্ম-মৃত্যু-জরা-বিমোচক, পবিত্র প্রসঙ্গ সংক্ষেপে তোমার সমীপে ব্যক্ত করিলাম[৪০]।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ইতিহাসাদি আখ্যান ও ঋগাদি চতুর্ব্বেদে ভূমানন্দ পরমাত্মাকে জন অর্থাৎ স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ বলিয়া উল্লেখ করেন; আবার অন্য কতকগুলি শাখী চতুর্ব্বেদী, (বেদ্যচতুষ্টয় প্রতিপাদক) কতকগুলি ত্রিবেদী, (বেদ্যত্রয় প্রতিপাদক) কতকগুলি দ্বিবেদী, (বেদ্য-দ্বয় প্রতিপাদক) কতকগুলি একবেদী (এক বেদ্য প্রতিপাদক) এবং কতকগুলি অনৃচ (ব্রহ্মাদ্বৈত প্রতিপাদক) আছেন; তন্মধ্যে যাঁহাকে আমি ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া জানিতে পারি সেই ব্যক্তি কে[৪১.৪২]?

সনৎসুজাত কহিলেন ব্রহ্মই এক মাত্র বেদ্য ও সত্য; সেই সত্যের অজ্ঞান-হেতুক বহু-সংখ্য বেদ্য অর্থাৎ উপাস্য সকল কল্পিত হইয়াছে। হে রাজেন্দ্র! ব্রহ্ম-লাভ অতিশয় দুর্ঘট। সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মে অবস্থিত হইয়াছে, এমন লোক অতি বিরল[৪৩]

সেই অদ্বয়ানন্দ বেদ্য পুরুষকে পরিজ্ঞাত না হইয়াই লোকে আপনাকে প্রাজ্ঞ বলিয়া মনে করে এবং বাহ্যসুখ-লোভে দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়[৪৪]। সত্যভ্রষ্ট ব্যক্তিদিগের সংকল্পও সেইরূপ হইয়া থাকে; অর্থাৎ যাহারা পরমানন্দ লাভ হইতে পরিচ্যুত হয়, তাহাদিগের সামান্য আনন্দ লাভ বিষয়ে স্বভাবতই অভিলাষ জন্মে; সুতরাং তাহারা "স্বর্গাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ করিবেক" ইত্যাদি বেদ বাক্যের প্রামাণ্য-নিশ্চয়-হেতুক জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে[৪৫]। কাহারো মানস দ্বারা, কাহারো বাক্য-দ্বারা, কাহারো বা কর্ম্ম-দ্বারা যজ্ঞ সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ কেহ কেহ দেবতা-ধ্যানাদি-রূপ যজ্ঞ করেন, কেহ কেহ অধ্যয়ন-জপাদি-রূপ যজ্ঞ করেন, কেহ কেহ বা প্রসিদ্ধ জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; পরন্তু সত্য-সংকল্প ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ সংকল্প অর্থাৎ কল্পনীয় ব্রহ্মলোকাদির অধিষ্ঠাতা হন[৪৬]। আত্ম-জ্ঞানাভাবে সংকল্পের সাফল্য না হইলে মস্তক-মুণ্ডন বাক্য-সংযমনাদি দীক্ষিত ব্রতের আচরণ করিবেক; পরন্তু 'দীক্ষিত' শব্দটি দীক্ষ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; কর্ম্ম-দ্বারা যে সংস্কার নিষ্পন্ন হয়, তাহা অবশ্যই বিনাশী; অতএব সাধুদিগের পক্ষে অকৃত্রিমত্ব ও অবিনাশিত্ব প্রযুক্ত 'সত্য' অর্থাৎ ব্রহ্মই শ্রেষ্ঠ[৪৭]। জ্ঞানই প্রত্যক্ষ, তপস্যা পরোক্ষ হইয়া থাকে; অর্থাৎ শোকমোহাদি-নিবৃত্তি-রূপ জ্ঞান ফল ইহলোকেই দৃষ্ট হয়, আর কায়িক, বাচিক বা মানসিক তপস্যা পরলোকে ফল প্রদান করে; সুতরাং যিনি বিস্তর অধ্যয়ন করেন, তাঁহারে বহুপাঠী ব্রাহ্মণ-মাত্র বলিয়াই পরিজ্ঞাত হইবেক[৪৮]। অতএব হে ক্ষত্রিয়! 'কেবল অধ্যয়ন-দ্বারাই ব্রাহ্মণ হয়' এরূপ মনে করিও না; যিনি সত্য হইতে প্রচ্যুত না হন, তাঁহাকেই তুমি ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিজ্ঞাত হইবে[৪৯]।

হে রাজন্! উপনিষৎ-প্রসিদ্ধ মহামুনি অথর্ব্বা পূর্ব্বে মহর্ষিগণ-সন্নিধানে যাহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তৎসমুদায়ই 'ছন্দঃ' এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছে, যেহেতু উহারা দুরিতকর্ম্ম হইতে পুরুষকে ছাদিত অর্থাৎ রক্ষিত করে; অতএব যাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যার্থী না হইয়া কেবল কর্ম্ম প্রার্থনায় উপনিষদের সহিত বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারাও ছন্দোবিৎ নহেন; যেহেতু তাঁহারা বেদবেদ্য পুরুষের যথার্থ-তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন নাই[৫০]। হে মনুজ-প্রবর! বেদ-সমস্ত সেই সত্য-স্বরূপ ব্রহ্ম-বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য-সম্বন্ধেই উপযোগী হন, অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডার্থ জ্ঞান ও ব্রহ্মকাণ্ডার্থ জ্ঞান, এই উভয় প্রকার জ্ঞান-দ্বারাই ব্রহ্ম প্রাপ্তির হেতু হইয়া থাকেন; তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, কর্ম্মকাণ্ডার্থ জ্ঞান যেমন মধ্যে অনুষ্ঠানান্তর অপেক্ষা করে, ব্রহ্মকাণ্ডার্থ জ্ঞান সে রূপ অনুষ্ঠানের অপেক্ষা করে না। অতএব কেবল কর্ম্মমাত্র-জ্ঞান-দ্বারা কেহ বেদজ্ঞ হইতে পারেন না, সত্য-জ্ঞান-দ্বারাই যথার্থ বেদজ্ঞ হন। অনেকানেক মহানুভব লোক সেই বেদজ্ঞগণ সমীপে উপগত হইয়া বেদ-বেদ্য পরব্রহ্মকে নিঃসন্দেহ প্রাপ্ত হইয়াছেন[৫১]। হে রাজন্! বেদ-সকলের নিগূঢ় মর্ম্মজ্ঞ কেহই নাই, তবে চিত্ত-শুদ্ধির আতিশয্য প্রযুক্ত কোন কোন ব্যক্তি তাহা বোধগম্য করিতে পারেন; যিনি রহস্য-প্রতিপাদক বেদ-সমস্ত জ্ঞাত হইয়াছেন, তিনি আবার বেদ্য বিজ্ঞাত হইতে পারেন নাই, অর্থাৎ সবি-কল্পক হওয়াতে তাঁহার নিকট, সকল মনোবৃত্তির প্রলয়-কালে প্রকাশমান নির্ব্বিকল্পক ব্রহ্ম প্রতিভাত হন নাই; পরন্তু যিনি সত্যে অর্থাৎ সকল বৃত্তিবায়ের অবধিভূত প্রত্যক্ চৈতন্যে অবস্থিত হইয়াছেন, তিনিই নির্ব্বিকল্প সুখ পরিজ্ঞাত হইয়াছেন[৫২]। অহঙ্কারাদি অচেতন বেদ্যবর্গের মধ্যে কেহই বেদিতা নাই, সুতরাং বেদ্য অন্তঃকরণ দ্বারা কেহ বেদ-

স্বাধ্য আত্মাকে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন নাই এবং অনাত্মাকেও পরিজ্ঞাত হইতে পারেন নাই; যিনি আত্মাকে পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, তিনি অনাত্মাকেও পরিজ্ঞাত হইয়াছেন; পরন্তু যিনি কেবল অনাত্মাকে পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, তিনি সত্য-স্বরূপ ব্রহ্মাকে অবগত হইতে পারেন নাই[৫৩]। অপিচ যে চিদাত্মা বেদ অর্থাৎ প্রমাণ সমস্ত বিজ্ঞাত হইয়াছেন, তিনিই প্রমেয়কেও জ্ঞাত হইয়াছেন, কিন্তু সেই প্রমাণের প্রমাণকে না বেদ, না বেদজ্ঞ অর্থাৎ প্রমাণ কি প্রমাতা, কেহই জ্ঞাত হইতে পারেন নাই; তথাপি যে সকল ব্রাহ্মণেরা পাঠ, অর্থ ও অনুষ্ঠানক্রমে বেদজ্ঞ হয়েন, অধ্যয়ন ও যজ্ঞাদি-দ্বারা বিশুদ্ধি-চিত্ত হওয়াতে তাঁহারাই বেদিতা আত্মাকে বেদ বাক্যানুসারে লক্ষণাবৃত্তি-দ্বারা বোধ-গম্য করেন[৫৪]। পণ্ডিতেরা এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন যে, যেমন প্রতিপদ্ তিথিতে চন্দ্রকলার জ্ঞাপন-বিষয়ে বৃক্ষশাখাকে নির্দ্দেশ করা যায়, তদ্রূপ পরমাত্মার সেই পরম পুরুষার্থ যথার্থ তত্ত্ব বিজ্ঞাপন-বিষয়ে বেদ-সকল নির্দ্দিষ্ট হন[৫৫]। নিদিধ্যাসনের পরিপাক হেতু অপরোক্ষের সাক্ষাৎকার লাভ করায় যিনি স্বয়ং সংশয়-শূন্য হইয়া যথার্থ ব্যাখ্যান-দ্বারা অপরের সমুদয় সংশয় অপনীত করেন, সেই ব্যাখ্যাতা (উপক্রম উপসংহারাদি ষড়বিধ তাতপর্য্য লিঙ্গ অনুসারে বাক্যার্থ-বর্ণনে সুনিপুণ) ও বিচক্ষণ (যুক্তি-সহকারে শ্রুতিসিদ্ধ অর্থের অনুচিন্তনে সমর্থ) ব্যক্তিকেই আমি ব্রাহ্মণ (বেদজ্ঞ) বলিয়া স্বীকার করি[৫৬]। কি পূর্ব্ব পশ্চিম, কি উত্তর দক্ষিণ, কি ঊর্দ্ধ অধঃ, কি তির্য্যক্, কি অদিক্, কুত্রাপি কোন প্রকারে পরমাত্মার অন্বেষণ স্থান প্রাপ্ত হইবেক না[৫৭]। আত্মত্ব রূপে প্রতীয়মান বাস্তবিক অনাত্মভূত অন্নময়াদি পঞ্চ কোষ-মধ্যে কোনক্রমে তাঁহার অন্বেষণ করিবেক। ধ্যানপরায়ণ তপস্বী বেদে

আত্মার অনুসন্ধান না করিয়া আলোচন বিশিষ্ট ধ্যান-যোগে সেই প্রভুকে সন্দর্শন করেন[৫৮]। রাগাদি বাহ্যেন্দ্রিয়-ব্যাপার-রহিত হইয়া উপাসনা করিবেক; এমন কি, মনে মনেও কোন চেষ্টা করিবেক না। হে রাজন্! তুমি এইরূপ শারীরিক ও মানসিক ব্যাপার-পরিশূন্য হইয়া হৃদয়াকাশে সেই বেদ-পরিকীর্ত্তিত বাক্য-মনের অগোচর পরব্রহ্মের সন্নিহিত হও[৫৯]। কেবল মৌনভাব অবলম্বন ও অরণ্যে বাস করিলেই কেহ মুনি হইবেন এমন নহে; যিনি প্রত্যগাত্মার লক্ষণ (জগজ্জন্মাদি-হেতুত্ব ও সচ্চিদানন্দকত্ব) অবগত হইয়াছেন, তাঁহাকেই শ্রেষ্ঠ মুনি বলা যায়, অর্থাৎ সন্ন্যাসী ও যোগীদিগের অপেক্ষা জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ হন[৬০]। সর্ব্বজ্ঞতা-প্রযুক্ত সর্ব্ব বিষয়ের ব্যাকরণ অর্থাৎ প্রকটন করাতে জ্ঞানী পুরুষ বৈয়াকরণ বলিয়া উক্ত হন। সেই ব্যাকরণ, মূল কারণ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়াই হয়, যেহেতু ব্রহ্মই সমুদয় বিষয় ব্যাকৃত করেন[৬১]। যে ব্যক্তি লোক সকলকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন; তিনি সর্ব্বদর্শী হয়েন;—ব্রহ্মবিদ্যাবান্ ব্রাহ্মণ সত্যে অবস্থান করতই সর্ব্বজ্ঞ হইয়া থাকেন[৬২]। হে ক্ষত্রিয়! এইরূপ সাধন-বিশিষ্ট পুরুষ পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মাদি ও বেদ-সমুদায়েতে সোপানারোহণের ন্যায় আনুপূর্ব্বীক্রমে অধিরূঢ় হইয়া ব্রহ্ম সন্দর্শন করেন; ইহা আমি বুদ্ধি-যোগে তোমার নিকটে বর্ণন করিলাম[৬৩]।

সনৎসুজাত-বাক্যে ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৩ ॥

চতুশ্চত্বারিংশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সনৎসুজাত! আপনি যাহা কীর্ত্তন করিলেন, তদপেক্ষাও উৎকৃষ্টা, বিশ্বপ্রকাশিকা ও ব্রহ্মপ্রাপিকা এই যে উপনিষদ্বাণী অবগত আছেন, বিষয়-সম্পর্ক পরিবর্জ্জিতা সেই

সুদুর্ল্লভা কথা বর্ণন করুন[১]। হে কুমার! আমার এই প্রা-
র্থনা-বাক্যে অবধান করুন। সনৎসুজাত কহিলেন, তুমি
অতিনির্ব্বন্ধ-সহকারে যাহা আমারে জিজ্ঞাসা করত অতি-
মাত্র প্রবিষ্ট হইতেছ, সেই ব্রহ্ম ঈদৃশ ত্বরান্বিত ব্যক্তির
লভ্য হয়েন না; 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিতে
সংকল্পাত্মক মন বিলীন হইলে যে একটি অনির্ব্বচনীয় অবস্থা
উপস্থিত হয়,—যাহাতে সমুদয় বৃত্তির নিরোধ হইয়া কেবল চিন্ত-
নীয় ব্রহ্মমাত্র চিন্তার বিষয় থাকেন,—তাহাই ব্রহ্ম-প্রাপিকা বি-
দ্যা; সেই বিদ্যা ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ গুরুকুল-বাস-দ্বারা লভ্য হইয়া
থাকে[২]।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "আপনি সামান্য কার্য্যের অসদৃশ ব্রহ্মচর্য্য
ব্রত সিদ্ধ যে সনাতন ব্রহ্ম বিদ্যার কথা উল্লেখ করিলেন; তাহা
ব্রাহ্মণের যোগ্য অমৃতত্ব কি প্রকারে লব্ধ হইতে পারে? অর্থাৎ
লব্ধবস্তুর লাভার্থে যত্নের অপেক্ষা না থাকায় ব্রহ্মচর্য্যাদির অনু-
ষ্ঠান নিরর্থক না হয় কেন?[৩]

সনৎসুজাত কহিলেন, ব্রহ্ম যদিও নিত্য প্রত্যক্ষ, তথাপি বুদ্ধি-
নামক-উপাধি-সম্বন্ধ-জনিত কলুষতা প্রযুক্ত প্রকাশিত না হওয়ায়
অব্যক্ত হয়েন, সুতরাং যে বিদ্যা তাঁহাকে অভিব্যক্ত করিয়া দেয়,
তাহা নিত্যসিদ্ধা হইলেও তাহার সাধনার্থে অবশ্যই যত্নের
অপেক্ষা থাকে; অতএব যাহা শ্রেষ্ঠতম গুরু-পরম্পরাতে নি-
ত্যসিদ্ধা, তাঁহাদের বুদ্ধিযোগে ব্রহ্মচর্য্য-দ্বারা যাহা প্রকাশিত
হয় এবং যাহা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা এই মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ
করেন, আমি সেই সনাতনী অব্যক্ত (ব্রহ্ম) বিদ্যা কীর্ত্তন ক-
রিব[৪]।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! ব্রহ্মচর্য্য-দ্বারা সহজে যে বিদ্যা

জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহার সাধনভূত সেই ব্রহ্মচর্য্য কি প্রকার হয়, ইহা আপনি কীর্ত্তন করুন[৫]।

সনৎসুজাত কহিলেন, ব্রহ্মবিদ্যা সাধনার্থে যাঁহারা আচার্য্যের সদনে প্রবেশ-পূর্ব্বক অকপট সেবা-দ্বারা তাঁহার অন্তরঙ্গ হইয়া ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করেন, তাঁহারা ইহলোকেই শাস্ত্রকার অর্থাৎ ব্রহ্ম হয়েন এবং কলেবর পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মের সহিত একতা-রূপ পরম যোগ লাভ করেন[৬]। ব্রহ্মপদ-লাভের উদ্দেশে যাঁহারা ইহলোকে শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব সমস্ত সহ্য করত বিষয় কামনা সকল জয় করেন, সেই সত্ত্বগুণ-ভাজন মানবগণ, মুঞ্জ হইতে ইষীকার ন্যায়, দেহ হইতে আত্মাকে পৃথক্ করিয়া থাকেন[৭]। হে ভারত! পিতা ও মাতা, ইহাঁরা কেবল শরীর উৎপাদন করিয়া দেন, পরে আচার্য্যের উপদেশক্রমে ব্রহ্ম-প্রাপ্তি-রূপ যে জন্মান্তর হয়, মোক্ষের হেতু হওয়ায় তাহাই পবিত্র, অজর ও অমর[৮]। যিনি বাক্য-দ্বারা ব্রহ্মপ্রতিপাদন এবং তৎফলভূত মোক্ষ প্রদান করত ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-সকলকে সত্য দ্বারা প্রকৃষ্ট রূপে আবৃত করেন অর্থাৎ দ্বৈত-জনিত ভয় নিবারণ-দ্বারা প্রতিপালিত করিয়া থাকেন, সেই আচার্য্যকেই পিতা ও মাতা স্বরূপ বিবেচনা করিবে এবং তৎকৃত উপকার স্মরণ করিয়া কদাচ তাঁহার অপকারে প্রবৃত্ত হইবে না। শিষ্য গুরুকে নিত্য অভিবাদন করিবেক এবং শুচি ও অপ্রমত্ত হইয়া স্বাধ্যায় ইচ্ছা করিবেক; কদাচ অভিমান বা রোষ ধারণ করিবে না, ইহাই ব্রহ্মচর্য্যের প্রথম পাদ[১০]। যিনি শুচি হইয়া শিষ্যবৃত্তি-ক্রমে অর্থাৎ গুরুর উপরে জীবিকা নির্ভর না করিয়া স্বয়ং সায়ং ও প্রাতঃকালে ভিক্ষা-দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করতই বিদ্যা লাভ করেন, ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতান্বিত সেই শিষ্যের ঐরূপ অনুষ্ঠানকেও ব্রহ্মচর্য্যের প্রথম পাদ বলা যায়[১১]। কর্ম্ম,

মন ও বাক্য-দ্বারা, এমন কি, ধন ও প্রাণ-দ্বারাও আচার্য্যের প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিবেক; ইহাকে ব্রহ্মচর্য্যের দ্বিতীয় পাদ বলে[১২]। গুরুর প্রতি যে রূপ সমঞ্জসীভূত ব্যবহার করিবে, গুরু-পত্নী ও তৎপুত্রের প্রতিও তদ্রূপ আচরণ করিবেক; ইহাকেও ব্রহ্মচর্য্যের দ্বিতীয় পাদ বলা যায়[১৩]। বিদ্যা-দানাদি-দ্বারা আচার্য্য-কৃত স্বকীয় উপকার বিশেষ রূপে অবগত হইয়া এবং দুঃখ নিবৃত্তি ও আনন্দ-প্রাপ্তি রূপ তাহার প্রয়োজন হৃদয়ঙ্গম করিয়া শিষ্য গুরুর প্রতি প্রীতচিত্তে "ইনি আমারে সর্ব্বথা বর্দ্ধিত করিয়াছেন" এইরূপ যে মনে করেন, তাহাই ব্রহ্মচর্য্যের তৃতীয় পাদ[১৪]। প্রজ্ঞাবান্ শিষ্য, আচার্য্যের বিদ্যাদান-রূপ ঋণ দক্ষিণা প্রদান দ্বারা পরিশোধ না করিয়া, আশ্রমান্তরে অবস্থিতি করিবেন না এবং "আমি এই অর্থ প্রদান করিতেছি" ইহা বাক্য-দ্বারা ব্যক্ত করা দূরে থাকুক, মনেও চিন্তা করিবেন না; ইহাই ব্রহ্মচর্য্যের চতুর্থ পাদ[১৫]। শিষ্য, ব্রহ্মচর্য্যের প্রয়োজনভূত ব্রহ্মবিদ্যার একপাদ, কাল অর্থাৎ বুদ্ধিপরিপাক-সহকারে লাভ করেন, আচার্য্যের উপদেশ-দ্বারা এক পাদ প্রাপ্ত হন, উৎসাহ-যোগ অর্থাৎ বুদ্ধি-বৈভব দ্বারা এক পাদ লাভ করেন এবং সহাধ্যায়ীদিগের সহিত বিচার দ্বারা এক পাদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন[১৬]। পণ্ডিতেরা বলেন যে, ধর্ম্মাদি দ্বাদশ, আসন প্রাণায়ামাদি অন্যান্য অঙ্গ ও বল অর্থাৎ যোগে নিত্য উদ্যম যাহার স্বরূপ হইয়াছে, সেই ব্রহ্মচর্য্য আচার্য্যের উপদেশে বেদার্থ-যোগ অর্থাৎ কর্ম্ম ও ব্রহ্মের প্রাপ্তি-দ্বারা সিদ্ধ হয়[১৭]। এই রূপ গুর্ব্বর্থ প্রবৃত্ত শিষ্য যে কিছু অর্থ-উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে; তাহা আচার্য্যকে দান করিবে; গুরু এই বৃত্তি বহুগুণ সম্পন্ন বলিয়া স্বীকার করেন এবং এই প্রকার বৃত্তি গুরু পুত্রের প্রতিও অভিহিত হইয়া থাকে[১৮]।

শিষ্য পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থান করত সর্ব্বতোভাবে বর্দ্ধিত হন এবং বহুল পুত্র ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন; অপিচ দিগ্‌-দিগন্তর-বাসী জনগণ তাঁহারে বারি বর্ষণের ন্যায় ধন দান করে এবং অনেকানেক শিষ্যেরাও ব্রহ্মচর্য্যার্থে তাঁহার ভবনে অবস্থিতি করেন[১৯]। এইরূপ ব্রহ্মচর্য্য-দ্বারা দেবগণ দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং মনীষা-সম্পন্ন মহাভাগ ঋষিগণও ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াছেন[২০]। ইহার দ্বারাই গন্ধর্ব্ব অপ্সরাগণের সৌন্দর্য্য প্রাপ্ত হইয়া- এবং সূর্য্যও এই ব্রহ্মচর্য্য-দ্বারা প্রতি দিন গগণমণ্ডলে সমুদিত হইতেছেন[২১]। যাঁহারা চিন্তিতবস্তুপ্রদ চিন্তামণি-নামক পারদ-গুটিকা-বিশেষ প্রার্থনা করেন, তাঁহাদের ঐ প্রার্থিত-বিষয়ের প্রাপ্তি হইলে যাদৃশ ভাব হইয়া থাকে, উক্ত দেবাদি সকলেও ঐ রূপে এই ব্রহ্মচর্য্য প্রাপ্ত হইয়া তাদৃশ ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, অর্থাৎ সংকল্পানুসারে চিন্তিতবস্তু প্রদানের অধিকার লাভ করিয়াছেন[২২]। হে রাজন্! যিনি তপস্যার অনুষ্ঠান করত উক্ত প্রকার চতুষ্পাদ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন এবং তদ্দ্বারা দেহ পবিত্র করেন, সেই বিদ্বান্ পুরুষ ঐরূপ অনুষ্ঠান-দ্বারা যাবজ্জীবন রাগ দ্বেষাদি-পরিশূন্য থাকেন অথবা যুক্তি পূর্ব্বক বেদান্ত অর্থ-সকলের অনুধ্যান দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান-লাভে সমর্থ হন এবং অন্তকালে মৃত্যুকে জয় করেন[২৩]। হে ক্ষত্রিয়! ব্রহ্মবিদ্যা-বিহীন মানবগণ বিশুদ্ধ কর্ম্ম-দ্বারা অনিত্য লোক-সমস্ত জয় করিয়া থাকেন; পরন্তু বিদ্যাবান্ ব্যক্তি জ্ঞান-দ্বারা বিশ্বাত্মা ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন; জ্ঞান ব্যতিরেকে মুক্তি লাভের আর কোন পথই বিদ্যমান নাই[২৪]।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, যে বিদ্বান্ পুরুষ হৃদয়ে ব্রহ্মের সৎ রূপ সন্দর্শন করেন, তৎ সমীপে উহা শুক্ল, লোহিত, শ্যামল, কজ্জল ও ধূমল বা পিঙ্গল বর্ণের ন্যায় প্রতিভাত হয়; অতএব সেই

সর্ব্বব্যাপী অবিনাশী পরব্রহ্ম কিরূপ রূপ-বিশিষ্ট, এক্ষণে তাহা কীর্ত্তন করুন[২৫]।

সনৎসুজাত কহিলেন, হে রাজন্! ব্রহ্মের রূপ শুক্ল, লোহিত, শ্যামল, ধূমল বা পিঙ্গল বর্ণের ন্যায় প্রতীয়মান হয় বটে কিন্তু তাহা না পৃথিবীতে, না অন্তরীক্ষে, না সমুদ্রের জলে, কুত্রাপি বিদ্যমান নাই[২৬]। কি তারকাপুঞ্জ, কি বিদ্যুদাবলী, কি মেঘমালা, কি বায়ুচক্র, কোন স্থানে ব্রহ্মের রূপ আশ্রিত দেখা যায় না। তাহা না দেবতা-সমূহে, না চন্দ্র-মণ্ডলে, না সূর্য্যমণ্ডলে[২৭], না ঋক্‌বেদে, না যজুর্ব্বেদে, না অথর্ব্ববেদে, না সুবিমল সামবেদে, না রথন্তরে, না বার্হদ্রথে, না মহাব্রত যজ্ঞে, কুত্রাপি দৃষ্ট হইবার নহে; যেহেতু ব্রহ্ম নিত্য; তাঁহার নাম রূপের প্রসক্তিই নাই[২৮]। তাঁহারে কোন ক্রমে অতিক্রম করা যায় না; তিনি অজ্ঞান-রূপ উপাধির অতীত। প্রলয় কালে কালও তাঁহাতে বিলীন হইয়া থাকে। তাঁহার রূপ অতি দুর্লক্ষ্য; উহা ক্ষুরধারার ন্যায় সূক্ষ্মতম, অথচ পর্ব্বতাদি মহত্তর বস্তু সকলের অপেক্ষাও মহৎ[২৯]। তিনি প্রতিষ্ঠা, তিনি বিমুক্তি, তিনি সমুদায় লোক, তিনি যশ ও তিনিই ব্রহ্ম। তাঁহা হইতে প্রাণিগণ উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাঁহাতেই লীন হইতেছে[৩০]। তিনি অনাময় (দ্বৈতরোগ-বিবর্জ্জিত) উদ্যত (জগদাকারে উদ্ভূত) ও মহৎ যশঃ স্বরূপ (পরমব্যাপক) পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, তাঁহার বিকার কেবল বাক্য-মাত্রে, স্বরূপে নহে। তাঁহাতেই এই সমুদয় জগৎ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যে সকল মহাত্মারা তাঁহারে বিদিত হন; তাঁহারা অমৃত অর্থাৎ মুক্ত হন[৩১]।

সনৎসুজাত-বাক্যে চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সনৎসুজাত কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! শোক, ক্রোধ. লোভ, (স্পৃহা) কাম, মোহ, (প্রজ্ঞার অভাব) পরাসুতা, (নিদ্রা-পরতা) ঈর্ষ্যা, অভিমান, বিধিৎসা, কৃপা, (স্নেহ) অসূয়া ও জুগুপ্সা, মানবগণের প্রাণ-বিনাশী এই দ্বাদশটি মহাদোষ। এই সকলের মধ্যে প্রত্যেকেই মনুষ্যদিগকে আশ্রয় করিবার নিমিত্তে তাহাদিগের পর্য্যুপাসনা করে। মনুষ্য ঐ সমস্ত দোষে আবিষ্ট ও মূঢ়বুদ্ধি হইয়া পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়[১-২]; স্পৃহয়ালু, উগ্র, (নির্দ্দয়) পরুষ, (রুক্ষ-বাক্য) বদান্য, (বহুভাষী) মনে মনে কোপধারী ও বিকত্থন, এই ষষ্ঠ নৃশংসধর্ম্মা মনুষ্য অর্থ প্রাপ্ত হইয়াও তাহার উপযুক্ত ব্যবহার করে না, প্রত্যুত শ্রেষ্ঠ লোকের অবমাননা করিয়া থাকে[৩]। সম্ভোগসম্বিদ্বিষম, (স্ত্রী-সঙ্গাদি বিষয়ে পুরুষার্থ বুদ্ধি হওয়ায় দুর্ব্যবস্থিত) অতিমানী, দান করিয়া আত্মশ্লাঘাকারী, কৃপণ, দুর্ব্বল, (বল-দ্বারা পরের অনিষ্ট কারী) বহুপ্রশংসী, (আত্মস্তুতি-পরায়ণ) ও সর্ব্বদা বনিতা বিদ্বেষী, এই সাতজন পাপশীল মনুষ্যও নৃশংস বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে[৪]। ধর্ম্ম, সত্য, তপস্যা, দম, অমাৎসর্য্য, হ্রী, তিতিক্ষা, অনসূয়া, দান, শ্রুত, ধৃতি ও ক্ষমা, এই দ্বাদশটি ব্রাহ্মণের মহাব্রত বলিয়া অবিহিত হয়[৫]। যিনি এই দ্বাদশটি হইতে পরিচ্যুত না হন, তিনি এই সমগ্র বসুন্ধরা শাসন করিতে পারেন। যে ব্যক্তি এই সকলের মধ্যে তিন, দুই বা একটিরও অধিকারী হয়েন, তাঁহার স্বকীয় কোন বস্তুই নাই, ইহা জ্ঞান করা কর্ত্তব্য; অর্থাৎ ধর্ম্মাদির মধ্যে একটির প্রতিও যাঁহার পক্ষপাত হয়, তিনি তদর্থে সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করেন[৬]। দম, ত্যাগ ও অপ্রমাদ, এই তিনটি অমৃতের অধিষ্ঠান; মনীষা সম্পন্ন ব্রহ্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ গণেরই এ সকলেতে অধিকার হয়[৭]।

সত্যই হউক বা অসত্যই হউক, ব্রাহ্মণের দোষ কীর্ত্তন করা সাতিশয় অপ্রশস্ত; যাহারা এরূপ করে, তাহাদিগের নরকই অধিষ্ঠান হয়[৮]। পূর্ব্বে ' মদ অষ্টাদশ দোষযুক্ত' এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু সেই দোষগুলি প্রকৃষ্ট রূপে কীর্ত্তিত হয় নাই ; অতএব এক্ষণে তৎসমুদায়ের নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। লোক-দ্বেষ্য, (পরদারহরণাদি) প্রাতিকূল্য, (ধর্ম্মাদি বিষয়ে বিস্মারণ) অভ্যসূয়া, (মুনিগণের প্রতি দোষারোপ) মিথ্যা কথা, কাম, ক্রোধ, পারতন্ত্র্য, (মদ্যাদির বশীভূত হওয়া) পরিবাদ, পৈশুন, (রাজ-দ্বারাদি-স্থলে পরদোষ-সূচন) অর্থহানি, (নট নর্ত্তক বেশ্যাদিতে অথবা রাজদণ্ডে বিনিয়োগ দ্বারা ধনক্ষয়) বিবাদ, (শত্রুতা) মাৎসর্য্য, প্রাণিপীড়ন, ঈর্ষা, মোহ, (দর্পের হেতুভূত হর্ষ) অতিবাদ, (মর্য্যাদার অতিক্রম-পূর্ব্বক বাক্যপ্রয়োগ) সংজ্ঞানাশ, (কার্য্যাকার্য্য-বিবেক-রাহিত্য) ও অভ্য-সূয়িতা, (অনবরত পর-দ্রোহশীলতা) মদের এই অষ্টাদশ দোষ; অতএব প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কদাচ তাহাতে মত্ত হইবেন না, কেন না মত্ত হওয়া সততই বিগর্হিত[৯-১১]।

সৌহৃদ্যে ছয়টি গুণ জানিতে হইবে। সুহৃদের প্রিয় ঘটনায় সুহৃদেরা হৃষ্ট হন এবং অপ্রিয় ঘটনায় ব্যথিত হইয়া থাকেন। তৃতীয়ত, যিনি আপনার অত্যন্ত হিতকর বস্তু যাচমান ব্যক্তিকে দান করেন, যাচ্ঞা করিবার অযোগ্য বস্তুও সেই সুহৃদের নিঃসন্দেহ দেয় হয়। অন্তঃকরণের ভাব যাঁহার শুদ্ধ, তিনি প্রার্থিত হইয়া অতিমাত্র প্রেমাস্পদ ঐশ্বর্য্য ও পুত্র কলত্র পর্য্যন্তও প্রদান করিতে পারেন[১২]। চতুর্থত, সুহৃদ্ব্যক্তি কোন লোককে সর্ব্বস্ব দান করিয়াও 'আমি ইহার উপকার করিয়াছি' ভাবিয়া তাহার গৃহে বাস করেন না। পঞ্চমত, তিনি মিত্রাদির উপরে নির্ভর না করিয়া আপনার উপার্জ্জিত দ্রব্যই ভোগ করেন। ষষ্ঠত, মিত্রের

হিতার্থে তিনি স্বীয় মঙ্গলের হানি করিতেও পরাঙ্মুখ হন না। যে ধনশালী গৃহস্থ উক্ত রীতিক্রমে গুণবান্, দানশীল ও সাত্ত্বিক হন, তাদৃশ পুরুষ শব্দাদি পঞ্চ বিষয় হইতে শ্রোত্রাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয় নিবর্ত্তিত করেন[১৩-১৪]; স্বীয় স্বীয় বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণের নিবর্ত্তন-রূপ এই তপশ্চরণ সমৃদ্ধ হইলেও জ্ঞান-যোগ-ব্যতিরেকে ঊর্দ্ধগতিপ্রদ হয় মাত্র, জ্ঞানের ন্যায় ইহলোকেই কৃতকার্য্য করিতে পারে না। যাঁহারা তীব্রতর বৈরাগ্যের অভাবে ধৈর্য্য হইতে পরিচ্যুত হন, তাঁহাদের "ব্রহ্মলোকে দিব্য সুখ সমস্ত সম্ভোগ করিব" এইরূপ সংকল্প-দ্বারাই উক্ত প্রকার তপশ্চরণ সঞ্চিত হইয়া থাকে[১৫]। যাহা হইতে যজ্ঞ সকল প্রবর্দ্ধিত হয়, সেই সত্য সংকল্পের অনুরোধ-বশতই কাহারো মানস-দ্বারা, কাহারো বাক্য-দ্বারা, কাহারো বাঁ কর্ম্ম-দ্বারা যজ্ঞ সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ কেহ কেহ ধ্যানাদি-রূপ যজ্ঞ করেন, কেহ কেহ অধ্যয়ন জপাদি-রূপ যজ্ঞ করেন, কেহ কেহ বা প্রসিদ্ধ জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন[১৬]। রাজা যেমন ভৃত্যের উপরে আধিপত্য করেন, সেইরূপ সংকল্প-শূন্য চিদাত্মা সগুণ-ব্রহ্মবেদী সত্য-সংকল্প পুরুষের অধিষ্ঠাতা হন। অপিচ আমার আরও কিঞ্চিৎ মত শ্রবণ কর। সংকল্প-বিহীন ঈশ্বর নির্গুণ-ব্রহ্মবেদী ব্রাহ্মণের সংকল্পে বিশেষ রূপে অধিষ্ঠান করেন, অর্থাৎ সগুণোপাসক অপেক্ষা নির্গুণবেদী ব্রাহ্মণেতে সত্য-সংকল্পত্বাদি অতিশয় আবির্ভূত হয়[১৭]।

ব্রহ্ম প্রাপ্তির নিদানভূত এই যোগ-শাস্ত্র শিষ্য-বর্গকে অধ্যয়ন করাইবেক। পণ্ডিতেরা বলেন, এতদ্ভিন্ন অন্য সকল শাস্ত্র কেবল বাক্যের বিকার মাত্র। এই যোগশাস্ত্রে সমস্ত বিশ্বপ্রপঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অর্থাৎ সকলই যোগীর অধীন রহিয়াছে; যাঁহারা ঐ

যোগ সম্যক রূপে জ্ঞাত হইয়াছেন; তাঁহারা অমৃত অর্থাৎ মুক্ত হন[১৮]। হে রাজন্! সুন্দর রূপে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম দ্বারা সত্য জয় করিতে অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইতে পারিবেক না। হে নরেন্দ্র! অবিদ্বান্ পুরুষ হোমই করুক বা যজ্ঞই করুক, তদ্দ্বারা কদাচ মুক্তি লাভ করিতে পারে না এবং অন্তকালেও আনন্দ লাভ করিতে সমর্থ হয় না[১৯]। রাগাদি-বাহ্যেন্দ্রিয়-ব্যাপার-রহিত হইয়া একাকী উপাসনা করিবেন; এমন কি, মনে মনেও কোন চেষ্টা করিবেন না। অপিচ প্রশংসা ও নিন্দাতে প্রীতি ও রোষ পরিত্যাগ করিবেন[২০]। হে ক্ষত্রিয়! যোগী পুরুষ সোপানারোহণের ন্যায় আরোপ, ব্যাপিশ্র ও অপবাদ-ক্রমে পূর্ব্বোক্ত বেদ অর্থাৎ দৃষ্টিভেদ সমুদায়ে অবস্থান করত ইহলোকেই ব্রহ্মকে দর্শন করেন এবং তাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হন। হে বিদ্বন্! কর্ম্ম অপেক্ষা ব্রহ্মবিদ্যা যে শ্রেয়সী, ইহা আমি তোমার নিকটে বর্ণন করিলাম[২১]।

সনৎসুজাত-বাক্যে পঞ্চ চত্বারিংশ অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ৪৫ ॥

ষট্চত্বারিংশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সনৎসুজাত কহিলেন, বিশ্বের উৎপত্তি স্থিতি ও সংহারের বীজ-স্বরূপ, সর্ব্ব-চেষ্টা-প্রবর্ত্তক, আনন্দরূপ, বৃত্তিরূপ উপাধি-শূন্য, বিজ্ঞানময়, সূর্য্যাদিরূপে প্রকাশমান, মহদ্যশো-নামক সেই যে ব্রহ্ম, তাঁহাকেই ইন্দ্রিয়গণ উপাসনা করিতেছে এবং সেই মূল কারণ হইতেই সূর্য্য (জগৎ-প্রসব-ধর্ম্মা মায়া-রূপ উপাধি-যুক্ত ঈশ্বর) বিরাজমান হইতেছেন। যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্ পরমাত্মাকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন, অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি-নিরোধ-

রূপ যোগ-দ্বারাই সর্বৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন অখণ্ডৈকরস পরমাত্মার দর্শন পাওয়া যায়[১]।

ব্রহ্ম অব্যাকৃত নিত্যবস্তু হইয়াও শুক্র অর্থাৎ আনন্দ-রূপ চৈতন্য প্রতিবিম্বকে প্রাপ্ত হইয়া জগ জন্মাদি কার্য্যে সমর্থ হন এবং তদ্দ্বারাই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকেন। ভীষণবস্তু-সকলেরও ভয়-প্রদ সেই স্বয়ং-জ্যোতিঃ শুক্র, সূর্য্যাদি জ্যোতিঃ পদার্থ-সকলের মধ্যে অবস্থিতি করিয়া, সমুদয় প্রকাশিত করিতেছেন। যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্ পরমাত্মাকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন[২]।

পৃথিবী-প্রভৃতি পঞ্চভূত সলিলের ন্যায় একরস ব্রহ্মেতে অবস্থিত আছে; চৈতন্য রূপে দ্যোতমান জীব ও ঈশ্বর সেই পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন পাঞ্চভৌতিক দেহকে হৃদয়াকাশে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছেন। সুষুপ্তি কালে জীব এবং প্রলয় কালে ঈশ্বরও তন্দ্রা-যুক্ত হন, কিন্তু পরমাত্মা অতন্দ্রিত। সেই মায়াচ্ছাদন-পরিশূন্য, সূর্য্যেরও সূর্য্য অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন সচ্চিদ্রূপ নিত্য-প্রকাশ ও সর্ব্বাধিষ্ঠানভূত পরমাত্মা ঐ জীব ও ঈশ্বরকে এবং পৃথিবী ও স্বর্গকে ধারণ করিতেছেন যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্ পরমাত্মাকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন[৩]।

শুক্র জীব ও ঈশ্বরকে এবং পৃথিবী স্বর্গ-দিঙ্মণ্ডল-প্রভৃতি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করিতেছেন। তাঁহা হইতে দিক্ ও নদী-সকল প্রবাহিত হইতেছে এবং তাঁহা হইতেই মহাসমুদ্র-সকল নির্ম্মিত হইয়াছে। যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্ পরমাত্মাকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন[৪]।

স্বয়ং অধ্রুব অর্থাৎ বিনাশশীল হইলেও যাহার কর্ম্মের বিনাশ হয় না, সেই শরীর-রূপ রথের প্রাক্তন কর্ম্ম-রূপ চক্রে অবস্থান করত ইন্দ্রিয়-রূপ তুরঙ্গগণ প্রজ্ঞাবান্ জীবকে হৃদয়াকাশে সেই

দব্য (অশনায়াদির অতীত অলৌকিক) ও অজর (সর্ব্ববিকার-বিবর্জ্জিত) পরমাত্মার সন্নিধানে লইয়া যায়, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ বশীকৃত হইলে প্রজ্ঞাবান্ জীব তদ্দ্বারা পরমাত্মতা প্রাপ্ত হন, অন্যথা, শরীর নষ্ট হইলেও তৎকৃত কর্ম্মের ধ্বংস না হওয়ায় তৎক্ষণমাত্র তাঁহারে শরীরান্তরে নিবদ্ধ হইতে হয়। যোগীরা সেই ভগবান্ পরমাত্মাকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন[৫]। ইহাঁর রূপ সাদৃশ্যে থাকে না, অর্থাৎ ইনি অনুপম-স্বরূপ; কোন ব্যক্তিই নেত্রদ্বারা ইহাঁরে সন্দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। যাঁহারা মনীষী, (মনের নিগ্রহ) সূক্ষ্ম মন ও হৃদয়-দ্বারা ইহাঁরে অবগত হন, তাঁহারা অমৃত অর্থাৎ মুক্ত হন। যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্ পরমাত্মাকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন[৬]।

শুক্র নামক অধিষ্ঠানে ভাসমানা অবিদ্যা নাম্নী তরঙ্গিণী মহা-ভয়ঙ্করা। উহা চিন্তাদি, স্মরণাদি, শ্রোত্রাদি, শ্রবণাদি, বাগাদি, বচনাদি, শব্দাদি, বিষয়াদি, প্রাণাদি, শ্বসনাদি, সংস্কার ও সুকৃতা-দি, এই দ্বাদশ প্রকার সমুদায় দ্বারা সতত প্রবাহবতী এবং চক্ষু-রাদির অনুগ্রাহক, তত্তদ্বিষয়-প্রদর্শন-দ্বারা অশেষ সংস্কার-পরম্প-রার বিস্তারকারী সূর্য্যাদি দেবগণ কর্তৃক সংরক্ষিতা। জীবগণ সেই অবিদ্যা তরঙ্গিণীকে পান অর্থাৎ তৎকৃত অভীষ্ট পুত্র পশু প্রভৃতি দ্বারা তৃপ্তি লাভ করত তাহার মধু অর্থাৎ উক্ত পুত্র পশু প্রভৃতি মধুর ফলের প্রত্যাশায় ইহাতে বারংবার সঞ্চরণ করিতে-ছেন। জীবগণ যে অধিষ্ঠানে পরিভ্রমণ করিতেছেন, যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্ পরমেশ্বরকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন[৭]।

ইতস্তত ভ্রমণশীল জীব-রূপ ভ্রমর সম্যক্ প্রকারে চিন্তা করিয়া, অর্দ্ধমাস অর্থাৎ চন্দ্র যাহাতে ভোগ্য হন, সেই কর্ম্মফল-রূপ মধু-পান করেন, অর্থাৎ পারলৌকিক ফল-ভোগানন্তর ঐহিক-ফল

ভোগ-বাসনায় পরলোকে সোম রূপ অর্দ্ধ কর্ম্মফল ভোগ করিয়া অপরার্দ্ধ দ্বারা পুনর্ব্বার ইহলোকে অবতীর্ণ হন। সেই জীবই অন্তর্যামী-রূপে সর্ব্বভূতে অবস্থান করেন এবং তিনিই যজ্ঞের কল্পনা করিয়াছেন; অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে অভিন্ন জীবাত্মাই বৈদিক-মার্গের প্রবর্ত্তক। যিনি যজ্ঞ-কল্পনা করিয়াছেন, যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্ পরমাত্মাকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন[৮]। পক্ষহীন (উৎক্রমণ-হেতু প্রাণ-রূপ উপাধি-শূন্য) চিদাত্মা-রূপ বিহঙ্গগণ আপাত-রমণীয় স্ত্রীপুত্রাদি-রূপ পত্র-যুক্ত অবিদ্যা-রূপ বিনশ্বর বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া তথায় পক্ষযুক্ত (প্রাণাদি উপাধি লাভে উৎক্রমণ-যোগ্য) হইয়া বাসনানুসারে নানা দিকে অর্থাৎ বহুতর যোনিতে পতিত হন। যিনি প্রাণাদি উপাধি সম্বন্ধে জীবত্ব প্রাপ্ত হন, যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্ পরমাত্মাকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন[৯]।

প্রাণাদি উপাধি-রূপ দর্পণ-সকল চিৎপ্রতিবিম্বভূত জীব-সমুদায়কে চিদাকাশ হইতে পৃথক্ করিয়া দেয়। উক্ত প্রাণাদি ব্রহ্ম হইতেই উৎপাদিত হইয়াছে। ব্রহ্মেতে তৎসমুদায়ের অধ্যাস হইলে যখন সম্যক্ পর্য্যালোচন-সহকারে ব্রহ্ম হইতে তাহাদিগকে পৃথক্ করা যায়, তখন জীবেশ্বর-ভেদ-হেতু উপাধির অসম্ভাব প্রযুক্ত একমাত্র ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন। যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্ পরমেশ্বরকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন[১০]।

তাঁহা হইতে বায়ু-প্রভৃতি ভূতবর্গ উৎপাদিত হইয়াছে এবং তাঁহাতেই লয়প্রাপ্ত হইবে। তাঁহা হইতে অগ্নি, সোম ও প্রাণ, অর্থাৎ ভোক্তা, ভোজ্য ও দেহেন্দ্রিয়াদি উৎপন্ন হইয়া তাঁহাতেই বিস্তৃত রহিয়াছে[১১]। এই দৃশ্যমান সমস্ত ভূত-প্রপঞ্চ তাঁহা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে জানিবেক; আমরা তাঁহার স্বরূপ নির্ব্বাচন করিতে

সমর্থ নহি। যোগীরা সেই বাক্যের অগোচর সনাতন ভগবান্ পরমেশ্বরকে সন্দর্শন করেন[১২]।

প্রাণ বায়ুতে অপান বায়ুর, মনেতে প্রাণ বায়ুর, বুদ্ধিতে মনের এবং পরমাত্মাতে বুদ্ধির উপসংহার হইয়া থাকে। যাঁহাতে বুদ্ধির লয় হয়, যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্ পরমাত্মাকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন[১৩]। যেমন হংস সময়ানুসারে এক চরণ গোপন করিয়া থাকে; তদ্রূপ জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়াখ্য পাদ-চতুষ্টয় বিশিষ্ট হংস (পরমাত্মা) অগাধ সংসার-সাগরের ঊর্দ্ধে পাদ-ত্রয়-দ্বারা বিচরণ করত অবশিষ্ট তুরীয়াখ্য শিব অদ্বৈত পাদ প্রকাশিত করেন না। বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ নামক ঊর্দ্ধতন পাদ-ত্রয়ের পরিচালনার্থে ব্যাপ্ত সেই তুরীয়পাদকে যাঁহারা অবলোকন করেন, তাঁহাদের আর মৃত্যু বা মৃত্যুর অভাব হয় না, অর্থাৎ জ্ঞান হইলেই অজ্ঞানকৃত মৃত্যু অমৃত্যুর বিধ্বংস হইয়া পড়ে। যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্ পরমাত্মাকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন[১৪]।

অঙ্গুষ্ঠ-মাত্র (অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত হৃদয়-পুণ্ডরীকে প্রতিষ্ঠিত) পূর্ণ অন্তরাত্মা প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও দশেন্দ্রিয়াত্মক লিঙ্গ শরীর সংযোগে নিত্য কাল ইহলোক পরলোক ও জাগ্রত-স্বপ্ন প্রাপ্ত হইতেছেন। সেই সর্ব্ব-নিয়ন্তা, স্তবনীয়, উপাধি-সহযোগে সর্ব্বকার্য্যে সমর্থ, মূল কারণ পরমাত্মা প্রত্যক্ চৈতন্যরূপে প্রকাশমান থাকিলেও মূঢ়েরা তাঁহারে সন্দর্শন করিতে সমর্থ হয় না কিন্তু যোগিরা সেই সনাতন ভগবান্‌কে সন্দর্শন করিয়া থাকেন[১৫]। মানব-মণ্ডলি-মধ্যে কেহ কেহ শমদমাদি সাধন-বিহীন, কেহ কেহ বা সাধন-সম্পন্ন আছেন, পরন্তু ব্রহ্মকে সকলের পক্ষেই সমান অর্থাৎ নির্ব্বিকার দেখা যায়। কি মুক্ত, কি বদ্ধ, উভয়ের নিকটেই ইনি সমান; তন্মধ্যে যাঁহারা মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা ব্রহ্মরসের পরা-

কাষ্ঠাপ্রাপ্ত হইয়াছেন; অর্থাৎ এক অবস্থায় যে দুঃখ থাকে, অবস্থান্তরে তাহা দৃষ্ট না হওয়ায় ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, দুঃখ উপাধিরই ধর্ম্ম, তবে, যেমন জবা পুষ্পের রক্তিমাবর্ণ স্ফটিকে সংলগ্ন হইলে স্ফটিককে রক্তবর্ণ দর্শন করা যায়, সেইরূপ ভ্রান্তি-বশত উপাধি বিশিষ্টেতে দুঃখের উপলব্ধি হইয়া থাকে অতএব সর্ব্বতোভাবে উপাধি-পরিত্যাগ হওয়ায় যাঁহাদের মুক্তি হইয়াছে, তাঁহাদের আর দুঃখের সংস্পর্শ থাকে না, সুতরাং তাঁহারা অবশ্যই নিরতিশয় আনন্দ-ভাজন হইয়াছেন। যিনি সর্ব্বভূতে এইরূপ সমান, যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্ পরমাত্মাকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন"[৬]।

বিদ্বান্ পুরুষ বিদ্যা (ব্রহ্মাকারা অন্তঃকরণ-বৃত্তি এবং 'আমিই এই সমস্ত বিশ্ব-প্রপঞ্চ' এইরূপ সর্ব্বাত্ম্যাকারা বৃত্তি) দ্বারা সবিশেষঃ জ্ঞাত হইয়া উভয় লোক (আত্মলোক ও অনাত্ম লোক) প্রকাশিত করিয়া সঞ্চরণ করেন। তৎকালে তিনি অগ্নিহোত্রে আহুতি প্রদান না করিলেও তাহার ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, অর্থাৎ জ্ঞানে সমুদয় কর্ম্মফলই অন্তর্ভূত হয়। অতএব ব্রাহ্মী বাণী তোমার যেন নীচত্ব সম্পাদন না করেন, অর্থাৎ তুমি জ্ঞানবান্ হইয়া 'আমি মহান্' এই কথা বলিবারই যোগ্য হও, 'আমি দাস' এ কথা যেন চিরকাল বলিতে না হয়। ব্রহ্মের নামই 'প্রজ্ঞান;' যাঁহারা ধীর অর্থাৎ ধ্যান-সম্পন্ন হন, তাঁহারাই ইহা লাভ করিতে পারেন। যাঁহার নাম প্রজ্ঞান, যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্ পরমাত্মাকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন[১৭]।

সেই বাক্য মনের অগোচর, জগদুৎপত্তি-প্রভৃতির মূল কারণ, নির্ব্বিকার, যোগৈকগম্য পরমাত্মা এইরূপ হয়েন। তিনি ভোক্তা জীবকে আপনাতে সংহৃত অর্থাৎ বিলীন করিতেছেন। যে ব্যক্তি

সেই পরমারাধ্য পূর্ণ পরমাত্মাকে অবগত হইয়াছেন, ইহলোকে তাঁহার অর্থ (মোক্ষ) ব্যাহত হয় না, অর্থাৎ কর্ম্মফলের ন্যায় জ্ঞানফল অনিত্য নহে। যাঁহাকে জানিতে পারিলে পুরুষার্থের হানি হয় না, যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্ পরমাত্মাকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন[১৮]।

যাহা সহস্র সহস্র পক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক দূরে গমন করে, তাহা মনের ন্যায় বেগ-বিশিষ্ট হইলেও শরীর মধ্যে মধ্যস্থ পরমেশ্বরে সমাগত হয়, অর্থাৎ যোগীদিগের হৃদয়াকাশে অতিদূরস্থ অর্থও সর্ব্বদা দৃষ্টচর হইয়া থাকে। যাঁহাতে দূরস্থ বস্তুও সন্নিহিত থাকে, যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্ পরমেশ্বরকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন[১৯]

সেই পরমাত্মার রূপ নয়ন গোচর হয় না; বিশুদ্ধসত্ত্ব সম্পন্ন পুরুষেরা বিশুদ্ধ চিত্ত-দ্বারাই ইহাঁরে দর্শন করিয়া থাকেন। যৎকালে পুরুষ জগতের মিত্র ও মনোনিগ্রহে সমর্থ হন এবং পুত্রাদির বিনাশ হইলেও শোক না করেন, তৎকালেই তাঁহার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে জানিতে হইবে। যাঁহারা এইরূপ চিত্তশুদ্ধি পরিজ্ঞাত হইয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করেন, তাঁহারা অমৃত, অর্থাৎ ব্রহ্ম হন। যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্‌কে সন্দর্শন করিয়া থাকেন[২০]।

ভুজঙ্গগণ যেমন গর্ত্তাদি-মধ্যে লুক্কায়িত হইয়া আপনাদিগকে আচ্ছাদিত করে, সেইরূপ মনুষ্যেরা স্বকীয় শিক্ষা অর্থাৎ গুরু পরম্পরার উপদেশ এবং স্বীয় স্বীয় চরিত্র-দ্বারা মদ্য মাংস পরস্ত্রীসেবনাদি পাপ-সমস্ত আচ্ছাদিত করিয়া থাকে। আপাতরমণীয় সেই সকল মনুষ্যের নিকটে বিমূঢ় লোকেরা প্রকৃষ্ট-রূপে মুগ্ধ হইয়া পড়ে; যেহেতু সেই বঞ্চকেরা প্রকাশে শিষ্টাচারের

অতিক্রম না করিয়া উহাদিগকে ভয়ের নিমিত্তে মোহিত করে অর্থাৎ নরকগ্রস্ত করিবার অভিপ্রায়ে উহাদিগকে মদ্যমাংস-সেবনাদি অশুচি ব্রতের উপদেশ-দ্বারা প্রতারিত করিতে থাকে। অতএব সম্যক্ পরীক্ষিত লোকদিগের সঙ্গেই সহবাস করা কর্ত্তব্য। যাঁহাকে লাভ করিবার উদ্দেশে সাধুসঙ্গ বিধেয়, যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্ পরমেশ্বরকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন[২১]।

জীবন্মুক্তদিগের এইরূপ অনুভব হইয়া থাকে যে, দেহেন্দ্রিয়াদি সমুদয় অসৎ (অনিত্য) সুতরাং তাহারা আমাকে কস্মিন্ কালেও অসৎকৃত অর্থাৎ সুখ দুঃখ জরামরণাদি ধর্ম্মযুক্ত করিতে পারে না। আমার জন্ম-মরণ-প্রবাহ-রূপ মৃত্যু-নামক বন্ধই যখন নাই, তখন দেহ বিয়োগ-রূপ মৃত্যুও নাই এবং জন্ম-লাভ-রূপ অমৃত্যুও নাই। অপিচ যিনি সত্য ও সমান, অর্থাৎ কস্মিন্ কালেও যাঁহার বাধা নাই এবং যিনি সর্ব্বকালে ও সর্ব্ব দেশে একরূপ, সেই ব্রহ্ম ঘটাদি-রূপ সত্য ও রজ্জুসর্পাদি-রূপ মিথ্যা উভয়েরই নিগ্রহ-স্থান হওয়াতে সমুদয় জগৎই যখন তাঁহার অধীন রহিয়াছে, তখন আমার মোক্ষই বা কোথা হইতে হইবে? আমিই একাকী কার্য্য ও কারণ উভয়েরই উৎপত্তি প্রলয়-স্থান। যোগীরা সেই অহংরূপী সনাতন ভগবান্ পরমেশ্বরকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন[২২]।

এই ব্রহ্মজ্ঞ-রূপ ব্রহ্ম সাধু-কর্ম্ম-দ্বারাও উৎকৃষ্ট হন না এবং অসাধু-কর্ম্ম-দ্বারাও অপকৃষ্ট হন না। দেহাভিমানী মানবগণ-মধ্যেই শুভাশুভ কর্ম্মফল দৃষ্ট হইয়া থাকে, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষে নহে; যেহেতু ব্রহ্মজ্ঞরূপ ব্রহ্ম কৈবল্যের সমান, অর্থাৎ কৈবল্যে পুণ্য পাপের স্পর্শ না থাকা যেমন সর্ব্ববাদি-সম্মত, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষেতেও সেইরূপ। অতএব এইপ্রকারে যোগ-যুক্ত হইয়া সর্ব্বতোভাবে সেই

ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ করিবেক। যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্ পরমেশ্বরকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন[২৩]।

অতিবাদ অর্থাৎ নিন্দা-বাক্য-সমস্ত ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির হৃদয় পরিতপ্ত করিতে সমর্থ হন না, এবং 'আমি অধ্যয়ন করি নাই, আমি অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করিনাই' এইরূপ চিন্তাতেও ইঁহার মনস্তাপ হয় না। তিনি ব্রহ্ম-প্রভাবে অতি শীঘ্র ধ্যান পরায়ণ পুরুষ লভ্য প্রজ্ঞান লাভ করেন। ব্রহ্ম বিদ্যা প্রভাবে শোক-মোহ-নিবৃত্তি ও সর্ব্বজ্ঞতা লাভ হইলে যাঁহার স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায়, যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্ পরমেশ্বরকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন[২৪]।

এই প্রকারে যিনি গুরূপদেশান্তে ধ্যান-যোগে আত্মারে সর্ব্বভূত মধ্যে দর্শন করেন, ভিন্ন ভিন্ন বিষয়-কর্ম্মে আসক্ত অন্য অন্য মানবগণ থাকিতে তাঁহাকে কি আর শোক করিতে হয়[২৫]? সর্ব্ব দিকে জলাকীর্ণ বিস্তীর্ণ জলাশয়ে অল্পমাত্র জল-দ্বারাই তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তির যেমন স্নানপানাদি নির্ব্বাহ হয়, তদ্রূপ সমুদায় বেদমধ্যে আত্মজ্ঞানের উপযোগী সারভাগ মাত্র গুরু-বাক্যানুসারে গ্রহণ করিলেই ধ্যানপরায়ণ আত্মজিজ্ঞাসু পুরুষের ইষ্টসিদ্ধি হইতে পারে[২৬]। হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট অঙ্গুষ্ঠ-মাত্র মহাত্মা পুরুষ দর্শনের বিষয় নহেন। তিনি জন্মাদি-বিহীন হইলেও দিবা-রাত্র অতন্দ্রিত হইয়া বিচরণ করিতেছেন। আত্ম-জিজ্ঞাসু ব্যক্তি তাঁহাকেই আত্মা অবগত হইয়া কৃতকৃতাতা-প্রযুক্ত কর্ম্ম-সকল হইতে উপরত হন, সুতরাং উপাধি-জনিত কলুষতা পরিত্যাগ-হেতু নির্ম্মল হইয়া থাকেন[২৭]। আমিই মাতা পিতা বলিয়া স্মৃত হইয়াছি এবং আমি আবার পুত্র হইতেছি। যাহা অতীত হইয়াছে ও পরে হইবে এবং যাহা বিদ্যমান রহিয়াছে সে সকলেরই আত্মা আমি[২৮]। হে ভারত! আমি বৃদ্ধ পিতামহ, পিতা ও

পুত্র; তোমরা আমারই আত্মাতে অবস্থান করিতেছ, অথচ তোমরা আমার নহ এবং আমিও তোমাদের নহি[২৯]। আত্মাই আমার অধিষ্ঠান এবং আত্মাই আমার জন্মজননের হেতু। আমি বিশ্বকার্য্যে ওত প্রোত অর্থাৎ বস্ত্রে সূত্র সকলের ন্যায় বক্র ও উৰ্দ্ধভাবে অনুস্যূত রহিয়াছি। আমি অজর-প্রতিষ্ঠ—আমার অধিষ্ঠানের ভ্রংশ নাই। আমি জন্মাদি-বিহীন হইলেও দিবা-নিশি নিরালস্য হইয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছি। আমাকে বিশেষ-রূপে বোধগম্য করিয়া অর্থাৎ সর্ব্ব-ভূতের অন্তরাত্মা সর্ব্বেশ্বর ও সর্ব্ব-কর্ত্তা অবগত হইয়াই পরিণামদর্শী আত্ম-জিজ্ঞাসু পুরুষ প্রসন্ন থাকেন[৩০]। সূক্ষ্ম অপেক্ষাও সূক্ষ্ম, (দুর্লক্ষ্য) সুমনা, (অতীতাদি সর্ব্ব-প্রকাশক মায়া-নামক শোভন দিব্য লোচন বিশিষ্ট) প্রত্যগাত্মা সর্ব্বভূতে অন্তর্যামী-রূপে জাগ-রূক রহিয়াছেন। ব্রহ্মজ্ঞেরা জরায়ু-জাদি সর্ব্বভূতের সেই পিতাকে সর্ব্ব-শরীরে হৃদয়-পুণ্ডরীকে অব-স্থিত জানেন[৩১]।

সনৎসুজাত-বাক্যে সনৎসুজাত প্রকরণ ও ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৬ ॥

যানসন্ধি প্রকরণ।

সপ্তচত্বারিংশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, ধীসম্পন্ন বিদুর ও সনৎসুজাতের সহিত এইরূপে কথোপকথন করিতে করিতে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সেই বিভাবরী অতীতা হইল[১]। রজনী প্রভাতা হইলে পূর্ব্বোল্লিখিত সেই সমস্ত রাজগণ সঞ্জয়ের দর্শনেচ্ছায় হর্ষাবিষ্ট হইয়া সভায় প্রবেশ করিলেন[২]। পাণ্ডব গণের ধর্ম্মার্থ-যুক্ত বাক্যাবলি শ্রবণ করিতে সমুৎসুক হইয়া ধৃতরাষ্ট্র-প্রভৃতি সকলেই সেই সুধাবদাতা,

কনক মণ্ডিত-চত্বরা, চন্দন-রসাভিষিক্তা, সুবিস্তৃত রমণীয়-আস্তরণ যুক্ত প্রস্তরসারময় কাঞ্চনময় মস্তময় ও দারুময় আসন-নিকরে পরিকীর্ণা, চন্দ্রপ্রভা, সুরুচিরা, সুবিস্তীর্ণা রাজ-সভায় গমন করিলেন[৩৫]। হে ভরতর্ষভ! তথায় ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, শল্য, কৃতবর্ম্মা, জয়দ্রথ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্ত, বাহ্লিক, মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর, মহারথ যুযুৎসু ও অন্যান্য শূরবীর সকলে মিলিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রে করত প্রবিষ্ট হইলেন এবং দুঃসাসন, চিত্রসেন, সুবলনন্দন শকুনি, দুর্ম্মুখ, দুঃসহ, কর্ণ, উলূক ও বিবিংশতি, ইহাঁরা অমর্ষণ কুরুরাজ দুর্য্যোধনকে অগ্রে করিয়া পুরন্দর-পারিষদ অমরবৃন্দের ন্যায় সেই সভায় গমন করিলেন। মহারাজ! পরিঘ তুল্য ভুজ-বিশিষ্ট সেই সমস্ত শূরগণ প্রবেশ করিলে সেই চিত্তহারিণী রাজ-সভা মৃগেন্দ্রবৃন্দ পরিবৃতা গিরিগুহার ন্যায় শোভা ধারণ করিল। সেই সূর্য্য-সম-দীপ্তিশালী মহাধনুর্দ্ধার মহাতেজস্বী রাজন্য-গণ সভায় প্রবেশ করিয়া বিচিত্র আসন-সমস্ত গ্রহণ করিলেন।

হে ভারত! সেই সমগ্র রাজবর্গ আসনস্থ হইলে দৌবারিক আগমন করিয়া "সূত-পুত্র সঞ্জয় উপস্থিত" এই কথা নিবেদন করত কহিল, "যে রথ পাণ্ডব-গণের সমীপে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা এই আগমন করিতেছে[১৩]; আমাদিগের দূত বহন-কুশল তুরঙ্গ গণের সাহায্যে শীঘ্রই আগত হইয়াছেন।" অনন্তর কুণ্ডলধারী সঞ্জয় সত্বর সমীপস্থ হইয়া রথ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক মহাত্ম-মহীপাল সমূহে পরিপূর্ণা সভা মধ্যে প্রবেশ করিলেন[১৪]।

সঞ্জয় কহিলেন, হে কৌরবগণ! আপনারা অবগত হউন, আমি পাণ্ডবগণের সমীপে গমনানন্তর এই আগত হইলাম। পাণ্ডবেরা

যথা-বয়ঃক্রমানুসারে সমস্ত কৌরবদিগকে প্রতিনন্দিত করিলেন[১৫];—বৃদ্ধগণকে অভিবাদন, বয়স্য-বর্গকে বয়স্যের ন্যায় সম্ভাষণ এবং যুবক-সকলকে বয়ঃক্রমানুরূপ প্রতিপূজা করিয়া সাদর সমালাপ করিলেন[১৬]। হে পার্থিব বর্গ! পূর্ব্বে আমি ধৃতরাষ্ট্রের অনুশাসনক্রমে পাণ্ডবগণ-সমীপে গমন-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে যেরূপ বলিয়াছিলাম, তাহা শ্রবণ করুন[১৭]।

সঞ্জয় প্রত্যাগমনে সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! তোমাকে রাজগণ-মধ্যে জিজ্ঞাসা করিতেছি, দুরাত্মগণের জীবিতচ্ছেদী অসীম-সত্ত্ব সম্পন্ন যোধ নায়ক মহাত্মা ধনঞ্জয় কি কহিয়াছেন বল[১]।

সঞ্জয় কহিলেন, ভাবিসংগ্রামকামী মহাত্মা ধনঞ্জয় কেশবের সমক্ষে যুধিষ্ঠিরের অনুমত্যনুসারে যে কথা বলিয়াছেন, দুর্য্যোধন তাহা শ্রবণ করুন[২]। ভুজবীর্য্য-বিজ্ঞানবান্ ত্রাস-শূন্য বীরাগ্রগণ্য কিরীটী, বাসুদেবের সন্নিধানে আমাকে বলিলেন, "হে সূত! তুমি যাবতীয় কুরুগণের মধ্যে, আর আমার সহিত যে সর্ব্বদাই যুদ্ধ অভিলাষ করে, সেই মন্দবুদ্ধি অতিমাত্র মূঢ়মতি, কালপক্ক, দুর্ভাষী, দুরাত্মা, সূতপুত্রের সমক্ষে এবং পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত যে সমস্ত রাজগণ সমানীত হইয়াছেন, তাঁহাদিগেরও সাক্ষাতে ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রকে আমার এই কথা বলিও;—যাহাতে তিনি অমাত্য-গণের সহিত মদুক্তসমগ্র বাক্য শ্রবণ করেন তাহা করিও[৩-৫]।"

মহারাজ! দেবগণ যেমন বজ্রপাণি পুরন্দরের বাক্য শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করেন, বোধ হয়, পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণও কিরীটীর উক্ত সেই

সম্যক্ অর্থ-যুক্ত বাক্য সেইরূপ আদর পূর্ব্বক শ্রবণ করিলেন[৮]। গা-ণ্ডীবধম্বা অর্জ্জুন ভাবী সমরে সমুৎসুক হইয়া রক্তোৎপল-তুল্য লোহিত-নয়নে এই কথা বলিলেন, " দুর্য্যোধন যদি অজমীঢ়-বং-শোদ্ভব রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্য পরিত্যাগ না করেন, তবে নিশ্চয়ই ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণের অনুপভুক্ত পূর্ব্বকৃত কোন পাপকর্ম্ম আছে। অস্ত্রধারী ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, বাসুদেব, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডীর সহিত এবং যিনি অপকার চিন্তা-মাত্রে পৃথিবী ও স্বর্গকেও নির্দ্দহন করিতে পারেন, সেই ইন্দ্রকল্প যুধিষ্ঠিরের স-হিত যাহাদিগের যুদ্ধ ইচ্ছা, তাহাদের পাপের কর্ম্ম বৈ আর কি ব-লা যাইতে পারে[৭-৯]? দুর্য্যোধন যদি এই সকলের সহিত যুদ্ধ কামনা করেন, তবে পাণ্ডবদিগের সমুদয় অর্থই সিদ্ধ হইয়াছে। যুধিষ্ঠিরের অর্থসিদ্ধি নিমিত্তে তুমি আর সন্ধির প্রস্তাব করিও না; যদি অভি-লাষ হয়, তবে যুদ্ধই প্রাপ্ত হও[১০]। ধর্ম্মচারি যুধিষ্ঠির প্রব্রাজিত হই-য়া অরণ্য মধ্যে যে নিরন্তর দুঃখ-শয্যায় বাস করিয়াছিলেন, এক্ষণে দুর্য্যোধন পরাসু অর্থাৎ মৃত হইয়া সেই নিরতিশয়-দুঃখদায়িনী অনর্থকরী অন্তিম-শয্যা প্রাপ্ত হউক[১১]। অন্যায়-ব্যবহারী দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্র পুত্র যে সকল লোকের উপরে আধিপত্য করিয়াছিল, এক্ষণে উহার মৃত্যু হইলে তুমি লজ্জা, জ্ঞান, তপস্যা, দম, শৌর্য্য, ধর্ম্ম-রক্ষা ও বলে উপপন্ন যুধিষ্ঠিরের প্রতি তাহা-দিগকে অনুরক্ত কর[১২]। আমাদিগের এই বিনয়ী, সারল্য-সম্পন্ন, তপোদম-বিশিষ্ট ধর্ম্ম-রক্ষক, বল-শালী ও সত্যবাদী, নরপতি যুধিষ্ঠির বহুবিধ কপট বাদ ও অতিমাত্র ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়াও সহ্য করিতেছেন[১৩]। বিশুদ্ধাত্মা জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যখন উদ্ভ্রান্ত-চিত্ত হইয়া কুরুগণের প্রতি বহুবর্ষ-পর্য্যন্ত সংযত মহাঘোর রোষ বিসর্জ্জন করিবেন, তখনই দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবে[১৪]। নিদাঘ কালে প্রজ্ব-

লিত সমিদ্ধ হুতাশন যেমন শুষ্ক তৃণ-রাসি দহন করে, সেইরূপ যুধিষ্ঠির ক্রোধ প্রদীপ্ত হইয়া দুর্য্যোধনের সেনাগণকে দগ্ধ করিবেন অবলোকন করিয়া অবশ্যই তাহাকে অনুতাপ করিতে হইবে[১৫]।

"যখন রথস্থ, গদা-হস্ত, অমর্ষণ, ভীষণ বেগ-বিশিষ্ট ভীমসেনকে ক্রোধ-বিষবমন করিতে অবলোকন করিবে তখনই দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবে[১৬]। সেই অভিমানী যখন সেনাগ্রগামী, বর্ম্মধারী, স্বকীয় অসাধারণ লক্ষণ-যুক্ত অর্থাৎ গদাপাণি, পরবীর-ঘাতী বৃকোদরকে সাক্ষাৎ শমনের ন্যায় সৈন্য-সংহার করিতে দর্শন করিবে তখনই এই বাক্যের স্মরণ করিবে[১৭]। যখন ভীমসেন-কর্ত্তৃক নিপাতিত, গিরি-শৃঙ্গ-সদৃশ, ভিন্নকুম্ভ কুঞ্জর পুঞ্জকে যেমন কুম্ভ-সমূহ দ্বারা রুধির বমন করিতে দর্শন করিবে, তখনই দুর্য্যোধনকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে[১৮]। গদাপাণি ভীম-রূপী ভীমসেন গোগণ-মধ্যে প্রবিষ্ট মহামৃগেন্দ্রর ন্যায় ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সমীপবর্ত্তী হইয়া তাহাদিগকে সংহার করিবেন, তখনই দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবে[১৯]। মহাভয়েও নির্ভীক, সুশিক্ষিতাস্ত্র, সমরে শত্রুবল-বিমর্দ্দী এই মহাবীর একমাত্র রথে অপ্রতিম রথ-সমূহ ও পদাতি-বৃন্দকে গদাদ্বারা নিহত[২০] এবং মাতঙ্গগণকে শিক্য-সদৃশ পাশ দ্বারা বল-পূর্ব্বক নিগৃহীত করত যখন পরশু ছিন্ন অরণ্যের ন্যায় দুর্য্যোধনের সমস্ত সৈন্যকে বিক্ষিপ্ত করিবেন, তখনই সে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবে[২১]। যখন অনল দ্বারা তৃণ গৃহ-সমাকীর্ণ গ্রামের ন্যায় ধৃতরাষ্ট্র তনয়গণকে দগ্ধ হইতে সন্দর্শন করিবে এবং হতপ্রবীর, বিমুখ, ভয়াকুল, পরাঙ্মুখ প্রায়ই অপ্রগল্‌ভ যোধ-পূর্ণ স্বকীয় বিপুল বল-সমূহকে বজ্রাগ্নি-দগ্ধ পক্ক শস্যের ন্যায় ভীমসেনের শস্ত্র জ্বালায় পরাহত

অবলোকন করিবে তখনই দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ পরায়ণ হইবে[২২ ২৩]।

"রথিশ্রেষ্ঠ বিচিত্র যোধী নকুল যখন দক্ষিণ-পার্শ্বস্থ তূণীর হইতে শত শত শর বর্ষণ করত রথীগণকে ব্যথিত করিবেন, তখনই দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবে[২৪]। চির-সুখোচিত হইয়াও নকুল অরণ্য-মধ্যে দীর্ঘকাল যে দুঃখ-শয্যায়-শয়ন করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করত যখন রোষ পরবশ আশীবিষের ন্যায় রোষ বিষ বমন করিতে থাকিবেন, তখনই দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবে[২৫]।

"হে সঞ্জয়! ত্যক্তাত্মা অর্থাৎ জীবিত-ত্যাগেও সমুৎসুক পার্থিবগণ ধর্ম্মরাজ-কর্তৃক যুদ্ধার্থে সমাদিষ্ট হইয়া শোভন রথ-নিকর-দ্বারা সৈন্য প্রতি ধাবিত হইবেন অবলোকন করিয়া দুর্য্যোধন অবশ্যই পশ্চাত্তাপ করিবে[২৬]।

"শিশু হইয়াও কার্য্যে অশিশু, কৃতাস্ত্র, শৌর্য্য-সম্পন্ন প্রতিবিন্ধ্যাদি পঞ্চ দ্রৌপদী-তনয়কে যখন প্রাণ প্রতি যত্ন পরিত্যাগ করিয়া কৌরবগণের অভিমুখে প্রধাবিত হইতে অবলোকন করিবে, তখনই দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবে[২৭]।

"যখন আততায়ী অর্থাৎ বধার্থে উদ্যত সহদেব অমুক্ত-গতি, নিঃশব্দ-চক্র, সুবর্ণ-তারক-পুঞ্জ খচিত, সুদান্ত-হয়-নিচয়-যোজিত রথোপরি আরূঢ় হইয়া শরনিকর-সহকারে রাজগণের মস্তক-সমস্ত ভূতলে বিন্যস্ত করিবেন[২৮];—মহাভয়ঙ্কর সমর-ব্যাপার সমারব্ধ হইলে যখন সেই রথস্থ কৃতাস্ত্র বীরবরকে বামে ও দক্ষিণে বিবর্ত্তমান এবং সর্ব্ব দিকে সম্পাতিত হইতে দর্শন করিবে, তখনই দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবে[২৯]। লজ্জাশীল, সুদক্ষ, সত্যবাদী, মহাবলশালী, সর্ব্বধর্ম্মে উপপন্ন, ক্ষিপ্রকারী,

বেগবান্ সহদেব তুমুল সমরে যখন গান্ধার-নন্দন শকুনিকে আক্রমণ করত সৈনিকদিগকে বিক্ষিপ্ত করিবেন, তখনই দুর্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবে[৩০]।

“ মহাধনুর্দ্ধারী, শৌর্য্যশালী, কৃতাস্ত্র, রথযুদ্ধ-কোবিদ দ্রৌপদী-পুত্রগণকে যখন মহাবিষ আশীবিষ-সকলের ন্যায় আগমন করিতে অবলোকন করিবে, তখনই দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবে[৩১]।

“ যখন পরবীরঘাতী কৃষ্ণ-তুল্য কৃতাস্ত্র অভিমন্যু শর-সমূহ-দ্বারা ধারা-ধরের ন্যায় অরাতিগণকে অভিবৃষ্ট করত বিমর্দ্দিত করিতে থাকিবেন, তখনই দুর্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবে[৩২]। বালক হইয়াও অবালক অর্থাৎ প্রৌঢ়ের ন্যায় বীর্য্যশালী, ইন্দ্র-প্রতিম, কৃতাস্ত্র সুভদ্রা-নন্দনকে যখন কৃতান্তের ন্যায় শত্রু-সৈন্যোপরি আপতিত হইতে অবলোকন করিবে, তখনই দুর্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবে[৩৩]।

“ সিংহসমান-বীর্য্য, শীঘ্রহস্ত, রণ-বিশারদ প্রভদ্রক-নামক যুবকগণ যখন সসৈন্য ধৃতরাষ্ট্র নন্দন-গণকে বিক্ষিপ্ত করিবেন, তখনই দুর্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবে[৩৪]।

“ যখন বৃদ্ধ মহারথ বিরাট ও দ্রুপদকে পৃথক্ পৃথক্ সৈন্য সমভিব্যাহারে সসৈন্য ধার্ত্তরাষ্ট্র গণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন; তখনই দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবে[৩৫]। যখন কৃতাস্ত্র দ্রুপদ রাজ রথারোহন পূর্ব্বক রোষাবেশে অনায়াস সাধ্য পুষ্প-চয়নের ন্যায় যুবাগণের মস্তক-সমস্ত চয়ন করিতে উদ্যত হইয়া সমর চাপমুক্ত সর-সমূহ-দ্বারা তৎসমুদায় ছেদন করিতে থাকিবেন, তখনই দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবে[৩৬]।

"পরবীর-ঘাতী বিরাটরাজ যখন মদীয় অবসর কালে অনিষ্ঠু-রাকৃতি মৎস্য-দেশীয় সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে শত্রুসৈন্যে প্রবিষ্ট হইবেন, তখনই দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবে[৩৭]।

"মৎস্যপতি বিরাটের শ্রেষ্ঠ পুত্র অনিষ্ঠুরাকৃতি উদার-মূর্ত্তি রথিশ্রেষ্ঠ উত্তরকে যখন সমরসম্মুখে পাণ্ডবগণের কার্য্যার্থে বর্ম্মধারী অবলোকন করিবেন; তখনই দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবে[৩৮]।

"আমি এই অসংশয়িত সত্য-বাক্য বলিতেছি, কৌরবগণ-মধ্যে প্রকৃষ্ট বীর সাধুতম শান্তনু তনয় সমরে শিখণ্ডি-কর্ত্তৃক নিহত হইলে আমাদিগের শত্রুরা আর কখনই জীবিত থাকিতে পারিবে না[৩৯]। যখন সেনাপতি শিখণ্ডী সুরক্ষিত রথোপরি আরূঢ় হইয়া রথিগণকে নিপাতিত এবং দিব্য অশ্বগণ-দ্বারা রথ-সমূহকে বিমর্দ্দিত করিতে করিতে ভীষ্মের অভিমুখে ধাবিত হইবেন, তখনই দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবে[৪০]।

"ধীমান দ্রোণাচার্য্য যাঁহারে গুহ্য অস্ত্রের কথা বলিয়াছেন, সেই ধৃষ্টদ্যুম্নকে যখন সৃঞ্জয়গণের সৈন্য-মধ্যে সম্মুখে বিরাজমান অবলোকন করিবে, তখনই দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবে[৪১]। যখন শত্রু-সহন-সমর্থ সেই অসীম-প্রভাব-সম্পন্ন ধৃষ্ট-দ্যুম্ন সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইয়া শরনিকর-দ্বারা ধার্ত্তরাষ্ট্র-দিগকে সমরে বিমর্দ্দিত করত দ্রোণের অভিমুখে গমন করিবেন, তখনই দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবে[৪২]।

"হ্রীমান্, মনীষী, বলবান্, মনস্বী, লক্ষ্মীবান্, সোমক-শ্রেষ্ঠ বৃষ্ণিসিংহ সাত্যকি যাঁহার সৈন্যের অগ্রণী হয়েন, তাঁ-হারে কোন শত্রুই কখন সহিতে পারেনা[৪৩]। যদি তুমি এ

কথা বল যে, লোক-মধ্যে রথারূঢ় দ্বিতীয় কোন ব্যক্তিকে যুদ্ধে সহায়-রূপে বরণ করিও না, তাহা হইলে আমরা শিনির পৌত্র বীতভয় কৃতাস্ত্র মহাবল-সম্পন্ন একমাত্র সাত্যকিকেই বরণ করি[৪৪]। এই পরমাস্ত্র-বেত্তা, বৈরিকুল-বিমর্দ্দনকারী, মহারথ সাত্যকি যুদ্ধে অদ্বিতীয়, কৃতাস্ত্র ও ভয়-শূন্য। ইঁহার বক্ষস্থল অতি বিস্তীর্ণ, ভুজ-যুগল সুদীর্ঘ এবং শরাসনের পরিমাণ চারি হস্ত[৪৫]। শিনি-বংশাধিপতি শক্রহন্তা সাত্যকি যখন আমার বাক্যানুসারে শর-নিকর-দ্বারা ধারাধরের ন্যায় অরাতিগণকে প্রবৃষ্ট করত প্রধান প্রধান যোধগণকে অচ্ছাদিত করিবেন, তখনই দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবে[৪৬]। সেই সুদৃঢ়-শরাশন-ধারী, দীর্ঘবাহু, মহাত্মা সাত্যকি যখন যুদ্ধের নিমিত্ত অধ্যবসায় অবলম্বন করেন, তখন সিংহের গন্ধ আঘ্রান করিয়া গো-সকলের ন্যায়, শক্রুরা সমরের অগ্রে তাঁহার নিকট হইতে পলায়ন করে[৪৭]। দীর্ঘবাহু, দৃঢ়ধন্বা, অস্ত্রে কৃতী, সুদক্ষ, ক্ষিপ্রহস্ত সেই মহাত্মা অচল সকলও ভেদ করিতে পারেন এবং সকল-লোক-সংহারেও সমর্থ হন। রণ স্থলে তিনি গগন-মণ্ডলস্থ সূর্য্যের ন্যায় বিরাজমান হইতে থাকেন[৪৮]। বৃষ্ণি-সিংহ বাসুদেবের অস্ত্র-যোগ যে প্রকারে বিস্ময়কর, দুর্লক্ষ্য ও সুশিক্ষিত, এবং যাদৃশ অস্ত্র-যোগ প্রসস্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে; সাত্যকি তৎসমুদায় গুণেই উপপন্ন[৪৯]। রণস্থলে যৎকালে মধুবংশীয় সাত্যকির শ্বেতবর্ণ হয়-চতুষ্টয়-যুক্ত সুবর্ণময় রথ নিরীক্ষণ করিবে, তখনই সেই অকৃতাত্মা মন্দমতি দুর্য্যোধন অনুতাপান্বিত হইবে[৫০]।

"আমারও এই সুবর্ণমণি-সমুজ্জ্বল, শ্বেতাশ্ব-যুক্ত, ভয়ঙ্কর, বানর কেতু রথখানিকে যখন কেশব-কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত অবলোকন করিবে, তখনই সেই অকৃতাত্মা মন্দমতি অনুতাপান্বিত হইবে[৫১]।

মহাসংগ্রামে আমি গাণ্ডীব সঞ্চালন করিতে থাকিলে, উহার জ্যাতল-নিষ্পেষ-জনিত বজ্র-নিষ্পেষ-সদৃশ ঘোরতর মহাশব্দ যখন শ্রবণ করিবে[৫২] এবং স্বকীয় সৈন্যগণকে বাণ-বর্ষ জনিত অন্ধকার সমাচ্ছন্ন সমর-সম্মুখে গো-সমূহের ন্যায় প্রভগ্ন হইতে অবলোকন করিবে, তখনই সেই দুঃসহায়-সম্পন্ন, দুর্ম্মতি, মন্দবুদ্ধি, মূঢ় দুর্য্যোধন যুদ্ধ-বিষয়ে অনুতাপ করিবে[৫৩]। যখন জলদাবলি-সমুদ্গত ভীষণ বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ-পুঞ্জের ন্যায় গাণ্ডীবের জ্যামুখ-বিনির্গত, সুতীক্ষ্ণাগ্র, ঘোর রূপ সমরে সহস্র সহস্র শত্রুঘাতী, অস্থিচ্ছেদী, মর্ম্মভেদী, সুপুঙ্খ-যুক্ত অসংখ্য শরসমূহ সমাপতিত হইয়া তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও বর্ম্মিতাঙ্গ যোদ্ধাদিগকে গ্রাস করিতেছে দেখিবে, তখনই দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবে[৫৪.৫৫]। শত্রু-নির্ম্মুক্ত বাণ-সকলকে যখন মদীয় বিবিধ শর-নিকর-দ্বারা সংহৃত হইয়া প্রতীপগামী হইতে অথবা বক্রভাবে বিদ্ধ হইয়া ছিদ্যমান হইতে সন্দর্শন করিবে, তখনই মন্দমতি দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবে[৫৬]। বিহঙ্গগণ যেমন তরুশিখর হইতে ফল চয়ন করে, তদ্রূপ মদ্বাহু-বিমুক্ত বিপাঠাস্ত্র-সকল যখন যুবকবৃন্দের উত্তমাঙ্গ-সমস্ত রাশীকৃত করিবে, তখনই দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবে[৫৭]। রঙ্গ-মধ্যে যখন প্রধান প্রধান রথী গজারোহী ও অশ্বারোহদিগকে মদীয় শর-নিকর-দ্বারা নিহত ও নিপাতিত হইতে অবলোকন করিবে, তখনই ধৃতরাষ্ট্র তনয় যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবে[৫৮]। যখন সহোদরদিগকে শত্রুর অস্ত্রপথে পতিত না হইতে হইতেই উহা সমর-কার্য্য পরিহার করত দর্শন মাত্রেই ইতস্তত জীবন পরিত্যাগ করিতে অবলোকন করিবে, তখনই ধৃতরাষ্ট্র-তনয় যুদ্ধবিষয়ে অনুতাপ করিবে[৫৯]। বিস্তৃতাননন কৃতান্তের ন্যায় আমি যখন শরাসন বিস্তার পূর্ব্বক অবিচ্ছি-

মধাৱার প্রজ্বলিত বাণ-সমস্ত বর্ষণ করত পদাতি ও রথারোহী অরাতিদিগকে দূরে বিক্ষিপ্ত করিব, তখনই সেই মন্দবুদ্ধি তাপান্বিত হইবে[৬০]। স্বকীয় সৈন্যগণকে যখন সর্ব্বদিকে প্রধাবিত মদীয় রথ-দ্বারা ধূলি-সমাকীর্ণ এবং গাণ্ডীব-দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন ও সংমূর্চ্ছিত হইতে অবলোকন করিবে, তখনই সেই মন্দবুদ্ধি পশ্চাত্তাপ করিবে[৬১]। দুর্য্যোধন যখন সমস্ত সৈন্যকে ভয়-পলায়িত, ছিন্নগাত্র, সংজ্ঞাশূন্য, পিপাসিত, শ্রান্ত-বাহন ও ভয়াকুল দৃষ্টি করিবে;—যখন অবলোকন করিবে, তুরঙ্গ, মাতঙ্গ, বীরেন্দ্র ও নরেন্দ্রগণ নিহত হইয়াছে, অবশিষ্ট সকলেই আর্ত্তনাদ করিতেছে, কতকগুলি হত হইয়াছে, কতক বা হইতেছে এবং প্রজাপতির অর্দ্ধনিষ্পাদিত অবয়ব নির্ম্মাণের ন্যায় কেশ অস্থি ও কপাল-সমস্ত ইতস্তত বিকীর্ণ রহিয়াছে; রঙ্গ ভূমি যেন বাজপেয় যজ্ঞ ভূমি হইয়া উঠিয়াছে তখনই সেই মন্দচেতা তাপ-পরায়ণ হইবে[৬২.৬৩]। যখন তিনি আমার রথে গাণ্ডীব, বাসুদেব, দিব্যপাঞ্চজন্যশঙ্খ, তুরঙ্গ বৃন্দ, অক্ষয় তূণীর যুগল এবং দেবদত্তশঙ্খ ও আমারে দৃষ্টিগোচর করিবেন; তখনই ধৃতরাষ্ট্র-তনয় যুদ্ধ বিষয়ে অনুতাপ করিবে[৬৪]। যেমন যুগান্ত কালীন হুতাশন সমবেত দস্যুগণকে উন্মূলিত করিয়া যুগান্তর প্রবর্ত্তিত করে; তদ্রূপ আমি যখন কৌরবগণকে দগ্ধ করিয়া যুগান্তর উপস্থিত করিব; তখনই দুর্য্যোধন সপুত্রে তাপান্বিত হইবে[৬৫]। ক্রোধবশবর্ত্তী ক্ষুদ্রচেতা মন্দমতি ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধন, ঐশ্বর্য্যভ্রষ্ট ও হত দর্প হইয়া সৈন্যগণ এবং ভ্রাতৃগণের সহিত আহত ও কম্পিত কলেবর হইবেন; তখন তাঁহারে অনুতাপ করিতে হইবে[৬৬]।

"কোন দিন পূর্ব্বাহ্ণে আমার সন্ধ্যাবন্দনাদি উদক ক্রিয়া ও জপাবসানে একজন ব্রাহ্মণ আমারে এই রুচিকর বাক্য বলিলেন

' সব্যসাচিন্‌! তোমাকে অতিশয় দুষ্কর কর্ম্ম করিতে হইবে,—শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে[৬৭]। তৎকালে হয় হরিবাহন পুরন্দর বজ্র-হস্ত হইয়া সমরে শত্রুকুল সংহার করত তোমার অগ্রে অগ্রে গমন করুন, না হয় বসুদেব-নন্দন কৃষ্ণ সুগ্রীব-হয়যোজিত রথে আরূঢ় হইয়া তোমার পশ্চাতে রক্ষা করুন[৬৮]। ব্রাহ্মণের সেই কথায় আমি বজ্রধারী মহেন্দ্রকে অনাদর করিয়া এই যুদ্ধে বাসুদেবকেই সহায় রূপে বরণ করিয়াছি;—সেই কৃষ্ণকে আমি দস্যু-বধার্থে প্রাপ্ত হইয়াছি। বোধ হয়, দেবতারা আমার প্রতি অনুকূল হইয়াই এইরূপ বিধান করিয়াছেন[৬৯]। কৃষ্ণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া মনে মনেও যে পুরুষের জয়াভিনন্দন করেন, পুরন্দর-প্রভৃতি দেবগণ তাঁহার শত্রু হইলেও তিনি সকলকে অতিক্রম করিতে পারেন; মানবগণ-মধ্যে তাঁহার আর চিন্তার বিষয় কি[৭০]? যে ব্যক্তি অত্যন্ত শৌর্য্য-সম্পন্ন মহাতেজস্বী বাসুদেব কৃষ্ণকে সমরে জয় করিতে অভিলাষ করে, সে বাহু-দ্বারা অপ্রমেয়-সলিল শালী মহাসাগর উত্তীর্ণ হইতে অভিলাষ হয়[৭১]। যে নির্ব্বোধ করতল সহকারে অত্যুচ্চ কৈলাস পর্ব্বতকে ভেদ করিতে অভিলাষ করে, সে পর্ব্বতের কিছুই করিতে পারে না, কেবল তাহারই নখসহ হস্ত বিশীর্ণ হইয়া যায়[৭২]। যাঁহার গর্ভে মহাত্মা প্রদ্যুম্নের জন্ম হয় সেই দীপ্তিশালিনী যশস্বিনী রুক্মিণীকে যিনি এক রথে সমরে ভোজ-বংশীয় রাজন্য-গণের উৎসাদন-পূর্ব্বক বলাৎকারে ভার্য্যা রূপে বহন করিয়াছিলেন সেই বাসুদেবকে সমরে জয় করিতে যে অভিলাষ করে, সে প্রজ্ব-লিত হুতাশনকেও হস্ত-দ্বারা নির্ব্বাপণ করিতে পারে, চন্দ্র সূর্য্যেরও প্রভা রোধ করিতে পারে এবং বল-পূর্ব্বক দেবগণের অমৃত হরি-তেও সমর্থ হয়[৭৩.৭৪]। দেবগণের ভূষণ স্বরূপ এই বাসুদেব বল-সহ-কারে গান্ধারদিগকে সম্যক্‌ রূপে প্রমথিত এবং নগ্নজিৎ নরপতির

সমগ্র পুত্রবর্গকে পরাজিত করিয়া গভীর গর্জ্জনকারী আবদ্ধ সুদর্শন রাজাকে মুক্ত করিয়াছিলেন[৬]। ইনি বক্ষস্থটের আঘাত-দ্বারা পাণ্ড্য-রাজকে নিহত এবং দন্তকূর অর্থাৎ সংগ্রামে কলিঙ্গদিগকে মর্দ্দিত করিয়াছিলেন। ইহাঁ-কর্ত্তৃক দগ্ধা হইয়া বারাণসী নগরী বহু-বর্ষ পর্য্যন্ত রাজ-শূন্যা ছিল[৭৬]। একলব্য নামক সেই প্রসিদ্ধ নিষাদ-রাজ, যাহাকে ইনি যুদ্ধে অন্যের অজেয় বোধ করিতেন, সে শৈলোপরি বেগে অভিহত জম্ভাসুরের ন্যায় কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক নিহত হইয়া মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়াছিল[৭৭]। অপিচ ইনি বলদেবের সহিত মিলিত হইয়া বৃষ্ণি ও অন্ধকদিগে সভা-মধ্যগত সুদুষ্ট উগ্রসেন-তনয় কংসকে নিপাতিত করিয়াছিলেন এবং তাহাকে নিহত করিয়া উগ্রসেনকে রাজ্য প্রদান করিয়াছেন[৭৮]। ইনি মায়া-প্রভাবে ভয়-শূন্য আকাশ-স্থিত শাল্বরাজ সৌভের সহিত যুদ্ধ করিয়া ছিলেন এবং সৌভ-দ্বারে কর-যুগল-দ্বারা শতঘ্নী শক্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন; অতএব কোন্ মরণ-ধর্ম্ম-শীল ব্যক্তি ইহাঁর পরাক্রম সহ্য করিতে পারে[৭৯]?

"অসুরগণের প্রাগ্‌জ্যোতিষ-নামে এক অতি-ভয়ঙ্কর, অসহনীয় দুর্গম নগর ছিল; তথায় ভূমি-পুত্র মহাবল পরাক্রান্ত নরকাসুর অদিতির শোভন মণিময় কুণ্ডল-দ্বয় হরণ করিয়া সেই স্থানে রাখিয়া ছিল[৮০]। মৃত্যু-ভয়-শূন্য সুরগণও শক্র-সহ সমাগত হইয়া তাহাকে সমরে পরাস্ত করিতে পারেন নাই; পরে কেশবের সেই প্রসিদ্ধ বিক্রম, বল ও অনিবার্য্য অস্ত্র অবলোকন করিয়া এবং দস্যু সংহার করা ইহাঁর স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম্ম অবগত হইয়া ইহাঁকেই তাঁহারা দস্যু-বধার্থে নিয়োজিত করিয়া ছিলেন। সিদ্ধি-সমূহে ঐশ্বর্য্যবান্ বাসুদেবও সেই দুষ্কর কর্ম্ম অঙ্গীকার করিয়া ছিলেন[৮১-৮২]। এই মহাবীর সহসা নির্ম্মোচন নগরে ষট্ সহস্র অসুর নিহত করিয়া, মুরের

নির্ম্মিত তিক্ষ্ণধার ভয়ঙ্কর পাশ-সমস্ত ছেদন-পূর্ব্বক মুরাসুর ও ওঘ রাক্ষসকে নিহত করিয়া নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন[৮৩]। ঐ স্থানেই সেই মহাবল পরাক্রান্ত নরকাসুরের সহিত এই অতিবল-শালী বিষ্ণুর সংগ্রাম হইয়াছিল, তাহাতে সে বায়ুমথিত কর্ণি-কার কুসুমের ন্যায় কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক নিহত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া-ছিল[৮৪]। অপ্রতিম-প্রভাব-সম্পন্ন বিদ্যাবান্ কৃষ্ণ এইরূপে ভূমি-পুত্র নরক ও মুরাসুরকে নিপাতিত করিয়া সেই মণি-ময়-কুণ্ডল দ্বয় আহরণ করত শ্রী ও যশঃ-পুঞ্জে পরিবৃত হইয়া প্রত্যাগত হইয়া-ছিলেন[৮৫]। তখন দেবগণ সমরে ইঁহার সেই ভীষণ কর্ম্ম অবলোকন করিয়া ইঁহারে এই বর প্রদান করিলেন যে, হে কেশব; অদ্যাবধি সমর সময়ে তোমার পরিশ্রম হইবেক না; আকাশে কি জল-মধ্যে সর্ব্বত্রই তোমার গতি হইবেক[৮৬] এবং শস্ত্র-সমস্ত তোমার শরীর-মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবেক না' এইরূপ বর লাভ করিয়া কৃষ্ণও কৃতার্থ হইয়াছিলেন। ঈদৃশ অপ্রমেয়, গুণ-সম্পত্তি-সমৃদ্ধ, অনন্তবীর্য্য, অসহনীয়, মহাবল বসুদেব নন্দন বিষ্ণুকে দুর্য্যোধন জয় করিতে আশংসা করিতেছে; যেহেতু সেই দুরাত্মা সর্ব্বদাই ইঁহারে আবদ্ধ করিতে যত্ন করিতেছে; পরন্তু ইনি আমাদিগের মুখাবেক্ষায় তাহাও সহ্য করিতেছেন[৮৭.৮৮]। দুর্য্যোধন আমার ও কৃষ্ণের মধ্যে সহসা কলহ উৎপাদন করিতে অভিলাষ করে; কিন্তু পাণ্ডবদিগের প্রতি কৃষ্ণের আত্মীয়তা বা স্নেহ অপহরণ করিতে সমর্থ, তাহা কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে গমন করিয়াই বিজ্ঞাত হইতে পারিবে[৮৯]।

"আমি রাজ্য-লাভে সমুৎসুক হইয়া শান্তনুতনয় ভীষ্ম, সপুত্র দ্রোণ ও অপ্রতিদ্বন্দ্বি কৃপাচার্য্যকে নমস্কার-পূর্ব্বক সমরে প্রবৃত্ত হইব[৯০]। যে পাপবুদ্ধি, পাণ্ডব-গণের সহিত সংগ্রাম করিতে সমুৎ-সুক হইবে আমার বিবেচনায় তাহার নিধন হওয়া ধর্ম্মতঃ প্রাপ্ত,

অর্থাৎ যদি ধর্ম্ম থাকেন তবে অবশ্যই তাহার মৃত্যু হইবে। সেই নৃশংসেরা কেবল কপট পাশ ক্রীড়ায় আমাদিগকে দ্বাদশ বৎসরের নিমিত্ত জয় করিয়াছিল। আমরা রাজ-পুত্র হইয়াও সেই দীর্ঘকাল মহাকষ্টে অরণ্যে বাস করিয়াছিলাম এবং এক বৎসর অজ্ঞাত বাস করিতেও বাধ্য হইয়াছিলাম; সুতরাং পাণ্ডবেরা জীবিত থাকিতে তাঁহাদিগের রাজ্যপদে অধিষ্ঠিত হইয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা আর কি প্রকারে আনন্দ লাভ করিতে পারে[১১.১২]? আমরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে তাহারা যদি পুরন্দর প্রভৃতি সুরগণকে সহায় করিয়াও আমাদিগকে জয় করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বোধ করিতে হইবে যে, ধর্ম্মাপেক্ষা অধর্ম্মাচরণই গরীয়ান্ এবং জগতে কোন সৎকর্ম্মই বিদ্যমান নাই[১৩]। দুর্য্যোধন যদি এই জীবাত্মাকে কর্ম্ম-বদ্ধ এবং আমাদিগকে আপন অপেক্ষা বিশিষ্ট বোধ না করে, তবে বাসুদেবের সাহায্যে আমি নিশ্চয়ই তাহাকে স্বজনগণের সহিত নিহত করিবার আশংসা করি[১৪]। হে নরেন্দ্র! দুর্য্যোধনের অস্মদীয় রাজ্য-হরণ-রূপ পাপ-কর্ম্ম যদি নিষ্ফল না হয় এবং আমাদিগের গন্ধর্ব্ব-হস্ত হইতে তদীয় মোচনাদি পুণ্য কর্ম্মও যদি বৃথা না যায় তবে এই উভয় পক্ষ পর্য্যালোচন করিয়া অবলোকন করিলে দুর্য্যোধনের পরাজয়ই নিঃসন্দেহ সাধু[১৫]। হে কৌরবগণ! আমি যে কথা বলিতেছি, ইহা তোমাদিগের প্রত্যক্ষই হইবে;—যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে ধৃতরাষ্ট্র নন্দনেরা আর জীবিত থাকিবে না। যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিলে কৌরবেরা জীবিত থাকিতে পারে, কিন্তু যুদ্ধে তাহাদিগের কিছুমাত্র অবশেষ থাকিবে না[১৬]। আমি কর্ণের সহিত ধৃতরাষ্ট্র পুত্র দিগকে নিহত করিয়া কুরুগণের সমগ্র রাজ্য জয় করিব; অতএব তোমাদের যাহা কর্ত্তব্য থাকে, তাহা এই সময়ে

কর ;—স্ব স্ব অভিলষিত প্রেয়সী সমাগম সুখ সম্ভোগ করিয়া তৃপ্তি লাভ কর[৯৭]। আগত ও অনাগত বহু প্রকার দৈবযুক্ত রহস্য কুরু-সৈন্যগণের মহান্ বিধ্বংস এবং পাণ্ডবগণের বিজয় বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিতে পারেন, এইরূপ বহুল শাস্ত্র-জ্ঞান-সম্পন্ন, শীলবন্ত, কুলীন, সম্বৎসর-বেদী, চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণ বিজ্ঞানে সুনিপুণ, নক্ষত্র যোগের নিশ্চয়জ্ঞ, দিব্য প্রশ্ন কোবিদ, (অনাগত অর্থের বিজ্ঞাপক শৈবাগম প্রসিদ্ধ সর্ব্বতো ভদ্রাদি চক্র সকলের অনুসন্ধানকারী অর্থাৎ কোন্ নক্ষত্র কোন্ গ্রহ-দ্বারা বিদ্ধ হইয়াছে ইত্যাদি বিষয়ের বিচারক, শুভাশুভ মুহূর্ত্ত বেদী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ যদিও বিদ্যমান না থাকেন, তথাপি প্রত্যক্ষদর্শী বৃষ্ণিসিংহ জনার্দ্দনও তাদৃশ লক্ষণ-সমস্ত নিঃসন্দেহ সন্দর্শন করিতেছেন, যাহাতে আমাদিগের অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির অরাতিগণের নিগ্রহ নিমিত্ত আপনাকে কৃতকার্য্য বোধ করিতে পারেন[৯৮-১০০]। অপিচ আমিও স্বয়ং অপ্রমত্ত হইয়া বুদ্ধি দ্বারা সেই ভাবী বৃত্তান্ত সকল সংদর্শন করিতেছি। আমার যোগ-প্রভাব-বতী দৃষ্টির কোন ব্যাঘাত হয় নাই। আমি নিশ্চয়ই অবগত হইতেছি, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে ধৃতরাষ্ট্র নন্দনেরা আর জীবিত থাকিবে না[১০১]। আমার এই গাণ্ডীব-কোদণ্ড স্পৃষ্ট না হইয়াও বিস্ফারিত হইতেছে, আহত না হইয়াও ধনুর্গুণ কম্পিত হইতেছে এবং বাণ-সকল তূণ-মুখ হইতে মুহুর্মুহু বিনির্গত হইয়া গমনে উদ্যত হইতেছে[১০২]। স্বকীয় জীর্ণ নির্ম্মোক পরিত্যাগ করিয়া ভুজঙ্গ যেমন নির্গত হয়, সেইরূপ আমার এই খড়্গ খানি প্রসন্ন হইয়া কোষ হইতে নিঃসৃত হইতেছে এবং ধ্বজের উপরেও 'হে কিরীটিন্! কতদিনে তোমার রথ-যোজিত হইবে' এইরূপ ভয়ঙ্কর উগ্র বাক্য-সকল উক্ত হইতেছে[১০৩]। নিশাকালে গোমায়ুগণ ঘোরতর নিনাদ করিতেছে এবং অন্তরীক্ষ হইতে রাক্ষস-গণ নিপতিত হইতেছে।

আমার শ্বেতাশ্বযুক্ত শতাঙ্গ সন্দর্শন করিয়া মৃগ, শৃগাল, ময়ূর, কাক, গৃধ্র, বক, তরক্ষু ও সুবর্ণ-পক্ষ পক্ষি-সকল পশ্চাৎ পতিত হইতেছে; যেহেতু আমিই একাকী শর নিকর বর্ষণ করত যাবতীয় যোধগণকে শমন সদনে প্রেরণ করিতে পারি[১০৪-১০৫]। নিদাঘ সময়ে গহন দহনকারী সমিদ্ধ হুতাশনের ন্যায় আমি তাহাদিগের বধার্থে সুসজ্জিত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ অস্ত্রমার্গ অবলম্বন-পূর্ব্বক অতিবেগশালী মহাস্ত্র স্থূণা-কর্ণ, পাশুপত ব্রহ্মাস্ত্র এবং ইন্দ্র আমাকে যে অস্ত্র প্রদান করিয়াছেন, সকলই বিসর্জ্জন করত প্রজা-কুলের আর কিছুমাত্র অবশেষ রাখিবনা। হে সঞ্জয়! তুমি তাহাদিগকে বলিও যে এইরূপ করিয়াই আমি শান্তি লাভ করিব, যেহেতু ইহাই আমার প্রধান ও স্থির অভিপ্রায়[১০৬-১০৭]। হে সুত! দুর্য্যোধনের কত দূর মোহ তাহা অবোলোকন কর ইন্দ্র-প্রভৃতি সমবেত সুরগণের সাহায্য লাভ করিয়াও যাহাদিগকে সমরে পরাজয় করা সাধ্য নয়; তাহাদিগের সহিত বল পূর্ব্বক কলহ করা সে শ্রেয় বোধ করিতেছে! যাহা হউক সম্প্রতি শান্তনু নন্দন বৃদ্ধ ভীষ্ম, কৃপ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও ধীমান্ বিদুর, ইহাঁরা সকলে যে কথা বলিতেছেন তাহাই হউক;—সমস্ত কৌরবেরা আয়ুষ্মন্ত হউক[১০৮-১০৯]।

যানসন্ধি প্রকরণে অর্জ্জুন বাক্য কথনে অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৮ ॥

উনপঞ্চাশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! অনন্তর শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম সেই সমবেত সমস্ত রাজগণ-মধ্যে দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিতে লাগিলেন[১]।

পুর্ব্বে একদা বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য্য ব্রহ্মার সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং ইন্দ্র-সহ মরুদ্‌-গণ, অগ্নি সহ বসুগণ, আদিত্য-গণ, সাধ্যগণ, অম্বরস্থ সপ্তর্ষিগণ, গন্ধর্ব্ব বিশ্বাবসু ও শোভন অপ্সরোগণ, এই সমস্ত স্বর্গবাসীরাও তথায় গমন করিয়া সেই লোক-বৃদ্ধ বিশ্বেশ্বর পিতামহকে নমস্কার-পুর্ব্বক বেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট হইয়াছিলেন[২-৪]। তৎকালে পুর্ব্বদেব নর ও নারায়ণ ঋষি অসীম তেজঃ-পুঞ্জ-সহকারে যেন তাঁহাদিগের মন ও তেজ গ্রহণ করত সকলকেই অতিক্রম করিয়া গমন করিলেন[৫]। তাহাতে বৃহস্পতি ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পিতামহ! আপনাকে উপাসনা না করিয়া গমন করিলেন; এই দুই ব্যক্তিকে? ইহাঁদের বৃত্তান্ত আমাদিগের সমীপে ব্যক্ত করুন[৬]।

ব্রহ্মা কহিলেন, ভুলোক ও দ্যুলোকের উদ্ভাসনকারী, দেদীপ্যমান, বিরাজমান, মহাসত্ত্ব, পরাক্রম, মহাবল-সম্পন্ন, তপস্বী যে দুই ঋষি সকলকে ব্যাপিয়া অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহারাই এই নর নারায়ণ। স্বকীয় তপস্যা-দ্বারা তেজস্বী হইয়া ইহাঁরা মনুষ্য-লোক হইতে ব্রহ্মলোকে সমাশ্রিত হইয়াছেন[৭.৮]। হে ব্রহ্মন্! ইহাঁরা কর্ম্ম-দ্বারা লোকের নিশ্চয়ই আনন্দ-বর্দ্ধন করিয়াছেন; মহাপ্রাজ্ঞ এই দুই পরন্তপ বস্তুত অভেদ হইলেও দেব-গন্ধর্ব্বগণ-পুজিত হইয়া দনুজ কুল বিনাশার্থে দ্বিধাভূত হইয়াছেন[৯]।

ব্রহ্মার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সুরপতি বৃহস্পতি-প্রভৃতি সুরগণের সহিত, যে স্থানে নর নারায়ণ তপস্যা করিতেছিলেন, তথায় গমন করিলেন[১০]। এবং তৎকালে দেবাসুরের সমরে সুরগণের মহাভয় উৎপন্ন হওয়ায় ঐ দুই মহাত্মা নর নারায়ণ সমীপে বর প্রার্থনা করিলেন[১১]। হে ভারত-সত্তম! তখন তাঁহারা "কি প্রার্থনা আছে, বল" এই কথা বলিলে ইন্দ্র কহিলেন, আপনারা

আমার সাহায্য করুন[১২]। অনন্তর তাঁহারা ইন্দ্রকে " তুমি যাহা অভিলাষ করিতেছ তাহা করিব," এই কথা কহিলেন এবং ইন্দ্রও তাঁহাদিগের সহিত দৈত্য দানবগণকে জয় করিলেন[১৩]। পরন্তপ নরদেব পৌলোম ও কালকঞ্জ-প্রভৃতি পুরন্দরের শত শত সহস্র সহস্র শত্রু-সমূহ সংগ্রামে সংহার করিয়াছিলেন[১৪]। যুদ্ধ কালে জম্ভাসুর এই অর্জ্জুনকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইলে ইনি ভ্রমণ শীল রথোপরি অবস্থান করত ভল্ল-দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদন করিয়াছিলেন[১৫]। ইনি সমুদ্র-পারে সমরে ষষ্টি সহস্র নিবাতকবচদিগকে জয় করিয়া হিরণ্য পুরের উৎপীড়ক হইয়াছিলেন[১৬]। এই পরপুর-বিজয়ী মহাবাহু অর্জ্জুন শক্র-সহ সুরগণকেও পরাজিত করিয়া হুতাশনের তৃপ্তি-সম্পাদন করিয়া-ছিলেন[১৭]। সেইরূপ নারায়ণও অন্যান্য ভূরি ভূরি দৈত্যদানবদিগকে সংহার করিযাছিলেন। এতাদৃশ মহাবীর্য্য-সম্পন্ন সেই এই পুরুষ-যুগলকে একত্র মিলিত অবলোকন কর[১৮], শ্রুতি আছে যে, পূর্ব্বদেব নরনারায়ণ দেবেরাই বীরবর মহারথ বাসুদেব ও অর্জ্জুন রূপে সমবেত হইয়াছেন[১৯]। মনুষ্যলোকে ইন্দ্র-সহ সুরাসুরেরাও ইহাঁদিগকে পরাজয় করিতে কদাচ সমর্থ হয় না। কৃষ্ণই সেই নারায়ণ এবং অর্জ্জুনই নরদেব বলিয়া স্মৃত হইয়াছেন। এক আত্মাই দ্বিধাকৃত হইয়া নরনারায়ণ রূপ ধারণ করিয়াছেন[২০]। ইহাঁরা কর্ম্ম-দ্বারা অক্ষয় ধ্রুবলোক-সমস্ত ব্যাপ্ত করেন এবং যুদ্ধকাল উপস্থিত হইলে সেই-সেই স্থানে পুনঃপুন জন্ম-গ্রহণ করিয়া থাকেন[২১]। এই হেতু বেদবিৎ নারদ বৃষ্ণি-দিগের সমীপে এই সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করত কহিয়াছেন যে, যুদ্ধই ইহাঁদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম[২২]।

তাত দুর্য্যোধন। যখন সনাতন মহাত্মা কৃষ্ণার্জ্জুনকে এক রথে অবস্থিত অবলোকন করিবে,—যখন কেশবকে শঙ্খ, চক্র ও গদা

হস্তে গ্রহণ করিতে এবং ভীমধন্বা অর্জ্জুনকে অস্ত্র-সমস্ত গ্রহণ করিতে দৃষ্টি করিবে,—তখনই আমার এই বাক্য স্মরণ করিবে[২৩,২৪]। যদি না কর, তবে কৌরবগণের নিশ্চয়ই এই বিনাশ উপস্থিত। হে তাত। ধর্ম্ম ও অর্থ হইতে তোমার বুদ্ধি পরিভ্রষ্টা হইয়াছে[২৫]। তুমি যদি আমার বাক্য গ্রহণ না কর, তাহাহইলে অসংখ্য স্বজনগণকে নিহত শ্রবণ করিবে। সমস্ত কৌরবেরা তোমারই মতানুবর্ত্তী হইতেছেন[২৬]। পরন্তু তুমি পরশুরামের শাপগ্রস্ত হীনজাতি সূত-পুত্র কর্ণ সুবল-নন্দন শকুনি এবং নিজ সহোদর ক্ষুদ্রাশয় পাপাত্মা দুঃশাসন, এই তিনজনের মতকেই শ্রেয় বোধ করিতেছ[২৭-২৮]।

কর্ণ কহিলেন, হে পিতামহ। আপনি আমাকে যে কথা কহিলেন, ইহা আপনার বক্তব্য নহে; কেননা আমি স্বধর্ম্ম হইতে অপগত না হইয়া ক্ষত্রধর্ম্মে অবস্থিত আছি[২৯]; বিশেষত আমাতে এমন কোন দুশ্চরিত্র নাই, যাহাতে আপনি আমাকে নিন্দা করিতে পারেন। কস্মিন্ কালেও আমার কিছুমাত্রপাপের অনুষ্ঠান নাই; ধৃতরাষ্ট্র তনয়েরা তাহা বিশেষ রূপে অবগত আছেন[৩০]। আমি দুর্য্যোধনের কখন কোন অনিষ্টাচরণ করি নাই, বরং এই ইষ্ট-সাধনই করিব যে, রণস্থ সমস্ত পাণ্ডব-দিগকে নিহতকরিব[৩১]। পূর্ব্বে যাহাদিগের সহিত বিরোধ হইয়াছে, সজ্জনেরা তাহাদিগের সহিত পুনর্ব্বার কি প্রকারে সন্ধি করিতে পারেন? সে যাহা হউক; এক্ষণে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সর্ব্ব-প্রকার প্রিয় সাধন করা আমার নিতান্তই কর্ত্তব্য এবং দুর্য্যোধনের প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করাও বিধেয়, যেহেতু তিনিই রাজ্যপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন[৩২]।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে সম্ভাষণ-পূর্ব্বক পুনরায় এই কথা বলি-

লেন[৩৩], কর্ণ "পাণ্ডবগণকে সংহার করিব" বলিয়া সর্ব্বদাই শ্লাঘা করে, কিন্তু এ মহাত্মা পাণ্ডবগণের ষোড়শাংশের সম্পূর্ণ এক অংশও নহে[৩৪]। তোমার দুরাত্মা পুত্রগণের যে মহান্ অনর্থ আগত হইতেছে, সে কেবল এই দুর্ম্মতি সূত-পুত্রেরই কর্ম্ম জানিবে[৩৫]। তোমার পুত্র মন্দমতি সুযোধন কেবল ইহাকে আশ্রয় করিয়াই সেই বীর-বর অরিন্দম দেব-পুত্রদিগকে অবমানিত করিয়াছে[৩৬]। পূর্ব্বে সেই পাণ্ডব গণ একেএকে যে সুদুষ্কর কর্ম্ম করিয়াছে, কর্ণ তাদৃশ কোন্ কর্ম্ম সম্পাদনে সমর্থ হইয়াছে[৩৭]? যখন বিরাট নগরে ধনঞ্জয় বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক ইহার প্রিয়তম ভ্রাতাকে নিহত করিয়াছিলেন, তাহা অবলোকন করিয়া তখন এ কি করিয়াছিল[৩৮]? যখন ধনঞ্জয় সমবেত কৌরবগণকে একাকী আক্রমণ করিয়া সম্যক্ প্রকারে প্রধর্ষণানন্তর বল-পূর্ব্বক সকলের বস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন কি এ প্রবাসে গমন করিয়াছিল? সে স্থলে কি উপস্থিত ছিল না[৩৯]? এক্ষণে ইনি বৃষের ন্যায় আস্ফালন করিতেছেন; কিন্তু ঘোষযাত্রার সময়ে গন্ধর্ব্বগণ যখন তোমার পুত্রকে হরণ করিয়াছিল, তখন এই সূতপুত্র কোথায় ছিল[৪০]? সে স্থলেও যে, মহাত্মা ভীম, অর্জ্জুন ও নকুল সহদেব-সমাগত হইয়া সেই গন্ধর্ব্বগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন[৪১]। হে ভরতর্ষভ! এই শ্লাঘাকারী ধর্ম্মার্থ-বিলোপী কর্ণের এইরূপ বহুতর মিথ্যা বাক্যই সর্ব্বদা উক্ত হইয়া থাকে, অতএব ইহা বিবেচনা করিয়া তুমি মঙ্গল চেষ্টা কর[৪২]।

ভীষ্মের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহানুভব ভরদ্বাজ-নন্দন রাজগণ মধ্যে পূজা করত ধৃতরাষ্ট্রকে এই কথা বলিলেন[৪৩], হে নরেন্দ্র! ভরতশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম যে কথা বলিতেছেন, তাহাই করুন; অর্থলিপ্সুদিগের অভিলাষানুরূপ বাক্য রক্ষা করা আপনার উচিত নহে[৪৪]।

যুদ্ধের পূর্ব্বে পাণ্ডবদিগের সহিত মিলন করাই আমি শ্রেয়স্কর বোধ করি। সঞ্জয় ধনঞ্জয়ের উক্ত যে বাক্য নিবেদন করিলেন[৪৫], তৎসমুদায় আমি অবগত আছি; ধনঞ্জয় তাহা নিশ্চয়ই সম্পন্ন করিবেন, কেননা ত্রিলোক মধ্যে তৎসদৃশ ধনুর্দ্ধর আর বিদ্যমান নাই[৪৬]।

রাজা ধৃতরাষ্ট্র দ্রোণ ও ভীষ্মের তাদৃশ অর্থযুক্ত বাক্যে অনাদর করিয়া সঞ্জয়কে পাণ্ডবদিগের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন[৪৭]। তিনি যখন ভীষ্ম দ্রোণের সহিত সম্যক্ রূপে সম্ভাষণে পরাঙ্মুখ হইলেন; তখনই সমুদয় কৌরবেরা জীবনে নিরাশ হইল[৪৮]।

ভীষ্মাদির উপদেশ-কথনে ঊনপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৯ ॥

পঞ্চাশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমাদিগের প্রীতির নিমিত্ত এস্থলে বহুল সৈন্য সমাগত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া সেই ধর্ম্ম-পুত্র রাজা যুধিষ্ঠির কি কহিলেন[১]? ভাবী যুদ্ধের উদ্দেশে তিনিই বা কি রূপ চেষ্টা করিতেছেন? ভ্রাতা ও পুত্রগণ মধ্যে কেবা আজ্ঞা-লাভার্থী হইয়া তাঁহার মুখ অবলোকন করিতেছে[২]? মন্দমতি মৎ-পুত্রগণ-কর্ত্তৃক প্রতারণা ও অবমাননা-দ্বারা কোপিত সেই ধর্ম্মজ্ঞ ধর্ম্মচারী যুধিষ্ঠিরকে "শান্তি অবলম্বন করুন" এই কথা কহিয়া কে বা যুদ্ধ হইতে নিবারণ করিতেছে[৩]?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনার মঙ্গল হউক, বলিয়া পাণ্ডব-সহ পাঞ্চালেরা রাজা যুধিষ্ঠিরের মুখ নিরীক্ষণ করিতেছেন এবং তিনিও সকলকে অনুশাসন করিতেছেন[৪]। পাণ্ডব ও পাঞ্চা-

লগণের রথ-সমূহ পৃথগ্ভূত হইয়া সমরে সমাগত কুন্তি নন্দন যুধিষ্ঠিরকে অভিনন্দিত করিতেছে[৫]। যেমন নভোমণ্ডল উদয়োন্মুখ প্রভাকরের প্রতি অভিনন্দন করিয়া থাকেন, তদ্রূপ পাঞ্চালগণ সমুদিত তেজোরাশি-সদৃশ প্রদীপ্ত-তেজা কুন্তী-তনয়ের প্রতি অভিনন্দন করিতেছেন[৬]। পাঞ্চাল, মৎস্য ও কেকয়গণ-মধ্যে গোপাল ও মেষপাল পর্য্যন্ত সকলেই আনন্দিত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে প্রতিনন্দিত করিতেছে[৭]। ব্রাহ্মণ-দুহিতা, ক্ষত্রিয়-কুমারী ও বৈশ্য-কন্যারাও ক্রীড়া করিতে করিতে, যুদ্ধার্থে সন্নদ্ধ পার্থকে অবলোকন করিবার নিমিত্ত সমাগতা হইতেছে[৮]।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! পাণ্ডবেরা ধৃষ্টদ্যুম্ন ও অন্যান্য সোমকগণের যে যে সৈন্যের সহিত আমাদিগের যুদ্ধযোগ অবধারণ করিয়াছে, তাহা বর্ণনকর[৯]।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সঞ্জয় কুরুসভা-মধ্যে সেই কথা জিজ্ঞাসিত হইয়া মনে মনে যেন কিছু চিন্তা করত বারংবার উৎকট দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে দৈবক্রমে অকস্মাৎ মূর্চ্ছান্বিত হইলেন। তখন বিদুর সভা-মধ্যে কুরুগণ-সমীপে ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন[১০-১১], মহারাজ! সঞ্জয় এই মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন; বুদ্ধিহীন ও চেতন-রহিত হওয়ায় কোন বাক্য উচ্চারণ করিতে পারিতেছেন না[১২]।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয় মহারথ পাণ্ডবগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, বোধ হয়, সেই পুরুষব্যাঘ্রেরাই ইঁহার চিত্তকে অত্যন্ত উদ্বেজিত করিয়াছেন[১৩]।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সঞ্জয় চেতন লাভ-পূর্ব্বক আশ্বাসিত হইয়া সভা-মধ্যে কুরুগণ-সন্নিধানে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে এই কথা বলিলেন[১৪], হে রাজেন্দ্র! আমি মহারথ কুন্তীপুত্রদিগকে বিরাট-

ভবনে নিরুদ্ধ-রূপে আবাস-হেতু কৃশকায় অবলোকন করিয়াছি[15]। মহারাজ! পাণ্ডবেরা যাঁহাদিগের সহিত আপনাদিগের যুদ্ধ-যোগ অবধারণ করিয়াছেন, শ্রবণ করুন! তাঁহারা বীর্য্যবান্ ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত আপনাদিগের যুদ্ধ যোগ নিশ্চয় করিয়াছেন[16]। যে ধর্ম্মাত্মা না রোষ, না ভয়, না লোভ, না অর্থ, না হেতুবাদ, কোন কারণেই কখন সত্য পরিত্যাগ করেন না[17]; ধর্ম্মধারিশ্রেষ্ঠ যে মহাত্মা ধর্ম্ম-বিষয়ে প্রমাণ-স্বরূপ রহিয়াছেন; সেই অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরের সহিত পাণ্ডবেরা আপনাদিগের যুদ্ধ-যোগ অবধারণ করিয়াছেন[18]। যাঁহার বাহুবলে তুল্য হইতে পারে, ভূমণ্ডল-মধ্যে এমন কেহই বিদ্যমান নাই; যে ধনুর্দ্ধারী, সমস্ত মহীপালগণকে বশবর্ত্তী করিয়াছিলেন; যিনি কাশি, অঙ্গ, মগধ ও কলিঙ্গ-দেশীয়দিগকে সমরে জয় করিয়াছিলেন; সেই ভীমসেনের সহিত পাণ্ডবেরা আপনাদিগের যুদ্ধ যোগ অবধারণ করিয়াছেন। যাঁহার বীর্য্য-প্রভাবে যুধিষ্ঠিরাদি চারিজন প্রধান মানব জতুগৃহ হইতে সহসা ভূ-পৃষ্ঠে নিঃসারিত হইয়াছিলেন; যে কুন্তী-পুত্র বৃকোদর নর-ভক্ষক রাক্ষস হইতে তাঁহাদিগের রক্ষক হইয়াছিলেন[19-20]; সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ যখন দ্রৌপদীকে হরণ করেন, তখন যে কুন্তী-পুত্র বৃকোদর তাঁহার আশ্রয় হইয়াছিলেন[22]; এবং যিনি বারণাবত নগরে সমবেত দগ্ধ-প্রায় পাণ্ডব-সকলকে মুক্ত করিয়াছিলেন; তাঁহারা সেই ভীমসেনের সহিত আপনাদিগের যুদ্ধ-যোগ অবধারণ করিয়াছেন[23] যিনি দ্রৌপদীর প্রীতি-সম্পাদনের নিমিত্ত বিষমতর ভয়ঙ্কর গন্ধমাদন-পর্ব্বতে প্রবেশ-পূর্ব্বক ক্রোধবশ-নামক রাক্ষসগণকে নিহত করিয়াছিলেন[24]; যাঁহার বাহুযুগলে দশ সহস্র মাতঙ্গের তুল্য বীর্য্যসার সমর্পিত হইয়াছে; সেই ভীমসেনের সহিত পাণ্ডবেরা আপনাদিগের যুদ্ধ-যোগ অবধারণ করিয়াছেন[25]। যে বীর

পূর্ব্বে হুতাশনের তৃপ্তি নিমিত্ত কৃষ্ণের সাহায্যে ও আপন বিক্রমে সমরে প্রবৃত্ত পুরন্দরকে পরাজয় করিয়াছিলেন[২৬]; যিনি সাক্ষাৎ শূলপাণি দেবদেব উমাপতি গিরীশ মহাদেবকে যুদ্ধ দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন[২৭]; যে ধনুর্দ্ধারী, সমগ্র লোকপালবর্গকে বশীভূত করিয়াছিলেন; সেই ধনঞ্জয়ের সহিত পাণ্ডবেরা আপনাদিগকে সমরে অভিযুক্ত করিয়াছেন[২৮]। যিনি ম্লেচ্ছগণ-পরিবৃত পশ্চিম দিক্‌কে বশবর্ত্তী করিয়াছিলেন, সেই বিচিত্র-যোধী নকুল তথায় যোদ্ধা-রূপে ব্যবস্থিত হইয়াছেন[২৯]। হে কুরু-শ্রেষ্ঠ! পাণ্ডবেরা সেই অতিধনুর্দ্ধারী বীরবর সুদৃশ্য মাদ্রী-পুত্রের সহিত আপনাদিগের যুদ্ধ যোগ অবধারণ করিয়াছেন[৩০]; যিনি কাশী অঙ্গ মগধ ও কলিঙ্গ বাসীদিগকে সমরে পরাজয় করিয়াছিলেন, পাণ্ডবেরা সেই সহদেবের সহিত আপনাদিগের যুদ্ধ যোগ অবধারণ করিয়াছেন[৩১]। হে রাজন্! পৃথিবী মধ্যে অশ্বত্থামা, ধৃষ্টকেতু, রুক্মী ও প্রদ্যুম্ন, এই চারিজন মনুষ্য-মাত্র যাঁহার বীর্য্যের সদৃশ, মাদ্রীর আনন্দ-বর্দ্ধন সেই নরবীর কনিষ্ঠ পাণ্ডব সহদেবের সহিত আপনাদিগের মহাধ্বংস-কর সমর-ব্যাপার হইবে[৩২-৩৩]। হে ভরত-র্ষভ! পূর্ব্বে যে সাধ্বী কাশী রাজ কন্যা প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াও ভীষ্মের বধ ইচ্ছা করত ঘোরতর তপস্যা করিয়াছিলেন[৩৪], হে পুরুষ ব্যাঘ্র! যিনি পাঞ্চালরাজের কন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া যিনি স্ত্রীপুরুষের গুণাগুণ সমস্ত অবগত আছেন[৩৫]; যুদ্ধদুর্ম্মদ যে পাঞ্চাল-নন্দন কলিঙ্গদিগকে যুদ্ধার্থে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; পাণ্ডবেরা সেই কৃতাস্ত্র শিখণ্ডির সহিত আপনাদিগের যুদ্ধ-যোগ অবধারণ করিয়াছেন[৩৬]। ভীষ্মের নিধনেচ্ছায় বনস্থ যক্ষ যাঁহাকে পুরুষ করিয়াছিলেন, সেই মহাধনুর্দ্ধারী উগ্রমূর্ত্তি শিখণ্ডির সহিত পাণ্ডবেরা আপনাদিগের যুদ্ধ-যোগ অবধারণ করিয়াছেন[৩৭]। কে-

কয়-দেশীয় রাজ-পুত্র মহাধনুর্দ্ধারি ও বর্ম্ম-সন্নদ্ধ যে শূরবীর পঞ্চ সহোদর আছেন, তাঁহাদের সঙ্গেও পাণ্ডবেরা আপনাদিগের যুদ্ধ-যোগ অবধারণ করিয়াছেন[৩৮]। যিনি দীর্ঘবাহু, ক্ষিপ্রাস্ত্র, ধৈর্য্য-শালী ও সত্যবিক্রম; সেই বৃষ্ণিবীর যুযুধানের সহিত আপনাদি-গের যুদ্ধ হইবে[৩৯]। অজ্ঞাতবাসকালে যিনি মহাত্মা পাণ্ডবগণের রক্ষক হইয়াছিলেন, সেই বিরাটের সহিত আপনাদিগের সমরে সমাগম হইবে[৪০]। যে মহারথ রাজা কাশীপতি বারাণসীতে প্রতি-ষ্ঠিত আছেন, তিনিও পাণ্ডবদিগের যোদ্ধা হইয়াছেন;—পাণ্ডবেরা সেই কাশীরাজের সহিত আপনাদিগের যুদ্ধ-যোগ অবধারণ করি-য়াছেন[৪১]। শিশু হইয়াও সমরে দুর্জ্জয়, বিষধর-সদৃশ ভীষণ-মূর্ত্তি, মহাত্মা দ্রৌপদী-পুত্রগণের সহিত পাণ্ডবেরা আপনাদিগের যুদ্ধ-যোগ অবধারণ করিয়াছেন[৪২]। যিনি বীর্য্যে কৃষ্ণ-সদৃশ এবং ইন্দ্রিয়-নিগ্রহে যুধিষ্ঠির-তুল্য, সেই অভিমন্যুর সহিত পাণ্ডবেরা আপনা-দিগের যুদ্ধ-যোগ অবধারণ করিয়াছেন[৪৩]। বীর্য্যে অপ্রতিম, মহা-রথ, মহাযশা, শিশুপাল-নন্দন যে ধৃষ্টকেতু ক্রুদ্ধ হইলে সমরে দুঃসহনীয় হয়েন[৪৪]; যিনি অক্ষৌহিণী সেনায় পরিবৃত হইয়া পাণ্ড-বদিগকে আশ্রয় করিয়াছেন; সেই চেদিরাজের সহিত পাণ্ডবেরা আপনাদিগের যুদ্ধ-যোগ অবধারণ করিয়াছেন[৪৫]। দেবগণের প-ক্ষে বাসবের ন্যায়, যিনি পাণ্ডবগণের আশ্রয় হইয়াছেন, পাণ্ডবেরা সেই বাসুদেবের সহিত আপনাদিগের যুদ্ধ-যোগ অবধারণ ক-রিয়াছেন[৪৬]। হে ভরতর্ষভ! তাঁহারা চেদিপতির ভ্রাতা শরভ ও করকর্ষের সহিতও আপনাদিগের যুদ্ধ যোগ অবধারণ করি-য়াছেন[৪৭]। জরাসন্ধ-পুত্র সহদেব ও জয়ৎসেন, যুদ্ধে অপ্রতিরথ এই দুই বীরেরা পাণ্ডব-কার্য্যার্থে ব্যবস্থিত হইয়াছেন[৪৮] মহাবল পরি-বৃত মহাতেজা দ্রুপদরাজও পাণ্ডবার্থে আত্ম-সমর্পণ-পূর্ব্বক সমরে

সমুৎসুক হইয়া ব্যবস্থিত আছেন[৯]। এতদ্ভিন্ন পূর্ব্ব ও উত্তর-দেশীয় অন্যান্য অসংখ্য মহীপালগণকেও আশ্রয় করিয়া ধর্ম্মরাজ সংগ্রামার্থে ব্যবস্থিত রহিয়াছেন[১০]।

সঞ্জয়-বাক্যে পঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫০ ॥

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! তুমি যাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিলে, ইঁহারা সকলেই মহোৎসাহ-সম্পন্ন; তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু একদিকে একাকী ভীমসেন ও অন্যদিকে সেই সকল নরপতি একত্র মিলিত হইলে তাঁহার তুল্য বল হইতে পারেন[১]। হে তাত! যেমন ব্যাঘ্র হইতে মহামৃগ সকল ভীত হয়; তদ্রূপ অমর্ষণ ক্রোধ-পরীত ভীমসেন হইতে আমার অত্যন্ত ভয় হইয়া থাকে[২]। হে তাত! যেমন সিংহ হইতে অপর পশু ভীত হয়; সেই রূপ বৃকোদর হইতে ভীত হইয়া আমি দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত সমস্ত রাত্রি জাগরণ করি[৩]। সেই বাসব-সম তেজস্বী মহাবাহুর সমকক্ষ হইয়া সমরে তাঁহাকে সহ্য করিতে পারে, এই সৈন্য-মধ্যে আমি এরূপ এক জনকেও অবলোকন করিতেছি না[৪]। সেই অমর্ষণ, দৃঢ়-বৈর, পরিহাসেও হাস্য-শূন্য, উদ্ধত-স্বভাব, কুটিল দৃষ্টি, তাহার গর্জ্জন ও বেগ অতিভয়ঙ্কর, মহোৎসাহ, মহাবাহু, মহাবল, কুন্তী-পুত্র কুরুশ্রেষ্ঠ মধ্যম পাণ্ডব বৃকোদর রণক্ষেত্রে দণ্ডপাণি কৃতান্তের ন্যায় গদা ধারণ করত যুদ্ধ-দ্বারা, উৎকট-নির্ব্বন্ধ-প্রস্ত মন্দবুদ্ধি মদীয় পুত্রগণের অন্তকারী হইবে[৫-৭]! আমি মনে মনে সমুদ্যত ব্রহ্মদণ্ডের ন্যায় সেই অষ্টকোণ-যুক্তা কাঞ্চন-ভূষণা লৌহময়ী ভীষণ গদা সন্দর্শন করিতেছি[৮]! সম্পূর্ণ যৌবনাবস্থার বল-প্রাপ্ত মৃগেন্দ্র যেমন মৃগযূথ-মধ্যে বিচরণ করে, তদ্রূপ ভীমও

মদীয় সৈন্যগণ-মধ্যে বিচরণ করিবে[৯]! সেই বহুভোজী, প্রতিকূল ও সতত বেগবান্ বৃকোদর একাকী আমার সমস্ত পুত্রগণের উপরে বাল্যকালেও ক্রূর-বিক্রম প্রকাশ করিত[১০]। বাল্যকালেও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সে যে মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় দুর্য্যোধনাদি মদীয় পুত্রদিগকে বিমর্দ্দিত করিত, তাহা স্মরণ করিলে অদ্যাপি আমার হৃদয় কম্পিত হয়[১১]! আমার পুত্রেরা সর্ব্বদাই তাহার বীর্য্য-প্রভাবে ক্লেশ প্রাপ্ত হইত; সুতরাং সেই ভীমপরাক্রম ভীমসেনই গৃহ-বিচ্ছেদের হেতু হইয়াছে[১২]! আমি যেন সম্মুখে অবলোকন করিতেছি, ভীম ক্রোধ-মূর্চ্ছিত হইয়া সমরে মনুষ্য, মাতঙ্গ ও তুরঙ্গ সৈন্য-সকলকে গ্রাস করিতেছে[১৩]। হে সঞ্জয়! অস্ত্রে দ্রোণার্জ্জুন-সদৃশ, বেগে পবন-তুল্য এবং ক্রোধে মহেশ্বর-সম সমর-ভীষণ অমর্ষণ শূরবীর ভীমসেনকে কোন্ ব্যক্তি সমরে নিহত করিতে সমর্থ হয় বল! সেই রিপুঘাতী মনস্বী তৎকালেই আমার পুত্র সকলকে যে নিহত করে নাই, ইহাই আমি পরম লাভ বোধ করি। যে ব্যক্তি পূর্ব্বে ভীমবল যক্ষ ও রাক্ষস-সকল বধ করিয়াছে, মনুষ্য কি প্রকারে সমরে তদীয় বেগ সহ্য করিতে পারিবে? হে সঞ্জয়। সে বাল্যকালেও কখন আমার বশীভূত হয় নাই, এক্ষণে আমার কুপুত্রগণ হইতে ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া আর কিরূপে বশবর্ত্তী হইবে। সে নিতান্ত নিষ্ঠুর ও অত্যন্ত কোপন-স্বভাব; বরং ভগ্ন হইবে তথাপি সন্নত হইবার নহে। যে বৃকোদর রোষ-প্রযুক্ত বক্রভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এবং যাহার ভ্রূ-মধ্যভাগ সতত সঙ্কুচিত থাকে, সে আর কি-প্রকারে শান্তি অবলম্বন করিতে পারে[১৪-১৮]? ভীমের যে প্রকার রূপ ও বীর্য্য তাহা আমি পূর্ব্বে তাহার বাল্যকালেই ব্যাস-মুখে যথার্থ ও সুনিশ্চিত-রূপে শ্রবণ করিয়াছিলাম। তিনি ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে, মধ্যম পাণ্ডব বৃ-

কোদর অতিশয় শৌর্য্যশালী, অপ্রতিমবল সম্পন্ন, গৌরবর্ণ, তাল-বৃক্ষের ন্যায় উন্নত, প্রমাণে অর্জ্জুন অপেক্ষা প্রাদেশ-মাত্র অধিক-বেগে তুরঙ্গগণের এবং বলে কুঞ্জরগণের অতিক্রমকারী, অব্যক্ত স্বরে জল্পনাকারী ও মধুবর্ণ-তুল্য নয়ন-বিশিষ্ট[১৯-২১]। সেই উগ্র-মূর্ত্তি ক্রুর-পরাক্রম ভীমসেন সমরে ক্রোধপূর্ণ হইয়া লৌহময় দণ্ড-সহকারে শতাঙ্গ, মাতঙ্গ, তুরঙ্গ ও নরগণকে নিহত করিবে সন্দেহ নাই[২২]। হে তাত! পূর্ব্বে আমি প্রতিকূলাচরণ করত সেই অমর্ষী নিত্য ক্রোধী, প্রহারিশ্রেষ্ঠ ভীমকে অবমানিত করিয়াছি[২৩]; এক্ষণে আমার পুত্রগণ কি প্রকারে তাহার সেই কাঞ্চন-ভূষণা, লৌহময়ী, স্থূলা, সুপার্শ্ব-যুক্তা, শতনাশিনী, মহাশব্দবতী ভয়ঙ্করী গদার আঘাত সহ্য করিবে[২৪]! হে তাত! মন্দবুদ্ধি মদীয় পুত্রগণ অপার, অপ্লব, অগাধ, শরের ন্যায় বেগ সম্পন্ন, ভীমসেন-রূপ দুর্গম সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে অভিলাষ করিতেছে[২৫]! আমি বারং-বার চীৎকার করিলেও পণ্ডিতমানী অবোধেরা তাহা শ্রবণ করে না। ইহারা কেবল মধুই অবলোকন করিতেছে, পশ্চাৎ যে কি বি-পৎ পাত হইবে, তাহা আর বোধগম্য করিতেছে না[২৬]। যাহারা সেই নররূপী কৃতান্তের সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করিবে, তাহা-রা মৃগেন্দ্র-নিহত মৃগযূথের ন্যায়, অবশ্যই বিধাতা-কর্ত্তৃক প্রে-রিত অর্থাৎ নিধন প্রাপ্ত হইবে[২৭]! হে তাত! শিক্য-স্থাপিতা, চারিহস্ত-পরিমিতা, ষট্ কোণ-সমন্বিতা অপরিমিত-তেজো-যুক্তা, দুঃখ জনক স্পর্শান্বিতা গদা নিক্ষিপ্তা হইলে, মদীয় পুত্রগণ তাহা কিরূপে সহ্য করিতে পারিবে[২৮]! বৃকোদর যখন চতুর্দ্দিকে গদা সঞ্চালন করিতে করিতে হস্তিগণের মস্তক সমস্ত ভেদ করিবে; সৃক্কণী-দ্বয় লেহন, মুহুর্মুহু বাষ্প পরিত্যাগ ও ভৈরব রব বিস্তার করিতে করিতে গজগণ উদ্দেশে ধাবিত হইবে; প্রতিকূলে আপ-

ভিত প্রমত্ত কুঞ্জর-পুঞ্জের প্রতি প্রতিগর্জ্জন করিবে[৬৯. ৭০] এবং রথপথে অবগাহন-পূর্ব্বক প্রধান প্রধান সৈন্যগণকে লক্ষ্য করিয়া পীড়িত করিতে থাকিবে, তখন প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় তাহার নিকট হইতে কোন মনুষ্য কি আর নিষ্কৃতি পাইবে[৭১]? সেই মহাবাহু মদীয় সৈন্যগণকে ভগ্ন করত পথ প্রস্তুত করিয়া গদা হস্তে যেন নৃত্য করিতে করিতে যুগান্ত প্রদর্শন করিবে[৭২]। হে সঞ্জয়! কুসুমিত তরুরাজি ভগ্নকারী মত্ত মাতঙ্গের ন্যায়, বৃকোদর সমরে আমার পুত্রগণের সেনা-মধ্যে প্রবেশ করিবে[৭৩]; রথ সকলকে রথি-শূন্য, সারথি-বিহীন, অশ্ব-রহিত ও ধ্বজ-বিচ্যুত করিবে এবং রথী ও গজারোহীদিগকে সম্যক্-রূপে পীড়িত করিতে থাকিবে; যেমন জাহ্নবীবেগ অনূপ-দেশস্থ (অর্থাৎ সজলদেশস্থিত) তীরবর্ত্তী বহুবিধ বৃক্ষ-সকল ভগ্ন করে, তাহার ন্যায় সমরে আমার পুত্রগণের সেনা-সমস্ত ভগ্ন করিবে[৭৪.৭৫]। হে সঞ্জয়? যে বীরবর পূর্ব্বে বাসুদেবকে সহায় করিয়া মহাবীর্য্য-সম্পন্ন রাজা জরাসন্ধের অন্তঃপুরে প্রবেশ-পূর্ব্বক তাঁহাকে নিপাতিত করিয়াছিল, সেই ভীমসেনের ভয়ে পীড়িত হইয়া আমার পুত্র ও ভৃত্যগণ এবং অন্যান্য রাজবর্গ অবশ্যই দিগ্‌দিগন্তরে পলায়ন করিবে[৭৬-৭৭]।

মগধাধিপতি বলিশ্রেষ্ঠ ধীমান্ জরাসন্ধ এই সমগ্রা বসুন্ধরা দেবিকে বশে আনয়ন করিয়া নিপীড়িত করিয়াছিলেন[৭৮]। ভীষ্মের প্রতাপে কৌরবগণ এবং নীতি-দ্বারা অন্ধক ও বৃষ্ণিগণ তাঁহার যে বশবর্ত্তী হয় নাই, সে কেবল দৈবমাত্র[৭৯]। মহাবাহু বৃকোদর তাদৃশ মহাবীর-সন্নিধানে গমন-পূর্ব্বক কোন প্রকার আয়ুধ গ্রহণ না করিয়াই কেবল বাহুবল মাত্র সহকারে তাঁহারে বিনষ্ট করিয়াছিল; তাহা অপেক্ষা আর কি অধিক হইতে পারে[৮০]?

হে সঞ্জয়! যেমন আশীবিষ দীর্ঘকাল সঞ্চিত গরল পরিত্যাগ করে; তদ্রূপ বৃকোদর সমর সময়ে চিরসন্নিরুদ্ধ তেজঃপুঞ্জ মদীয় পুত্রগণের উপরে অবশ্যই পরিত্যাগ করিবে[৪১]। দেবরাজ মহেন্দ্র যেমন অশনি-দ্বারা দানব দল দলন করেন, ভীমসেনও সেইরূপ গদা পাণি হইয়া মদীয় পুত্রদিগকে প্রধর্ষিত করিবে[৪২]। অসহনীয় অনিবার্য্য, তীব্র-বেগশালী, অতিপরাক্রান্ত, তাম্রনেত্র বৃকোদরকে আমি যেন আপতিত হইতে অবলোকন করিতেছি[৪৩]। বৃকোদর গদা বিহীন, শরাসন-শূন্য, রথ ও কর্ম্ম-বিচ্যুত হইয়া কেবল বাহু-যুগল-দ্বারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেও কোন্ বলশালী পুরুষ তাহার অগ্রে অবস্থিত হইতে পারে[৪৪]? ভীষ্ম, দ্রোণ ও শরদ্বৎ-পুত্র এই বিপ্র কৃপাচার্য্য ইহারাও আমার ন্যায়, সেই ধীসম্পন্ন ভীমসেনের বীর্য্যবল অবগত আছেন[৪৫]। তথাপি এই নরবরগণ আর্য্য ব্রত-বোধ সমরে স্ব স্ব সংহার বিধানের নিমিত্ত আমাদিগের সেনা মুখে অবস্থিত হইবেন[৪৬]।

হে সঞ্জয়! দৈব সর্ব্বত্রই সমধিক-বলশালী, বিশেষত পুরুষের পক্ষে; কেননা আমি পাণ্ডবগণের নিশ্চয়ই জয় হইবে অবলোকন করিতেছি, তথাপি আমার পুত্রদিগকে নিবারণ করিতেছি না[৪৭]। ভীষ্ম-প্রভৃতি এই সমস্ত মহাধনুর্দ্ধরগণ পুরাতনঐন্দ্রমার্গ অর্থাৎ স্বর্গ মার্গ আশ্রয় করিয়া পার্থিবোচিত যশোরক্ষা করত তুমুল সমরে প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন[৪৮]। হে তাত! ইহাঁদিগের সমীপে আমার পুত্রেরা যেরূপ, পাণ্ডবেরাও সেইরূপ; ইহারা সকলেই ভীষ্মের পৌত্র এবং দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যের শিষ্য[৪৯], হে সঞ্জয়! তবে এই বৃদ্ধ-ত্রয়কে আমাদিগের কর্তৃক যৎ কিঞ্চিৎ আশ্রয় দান-আশ্রয় প্রদত্ত হইয়াছে; ইহারা পণ্ডিত প্রযুক্ত অবশ্যই তাহার নিষ্কৃতি-বিধান করিবেন[৫০]; যেহেতু পণ্ডিতেরা বলেন যে, ক্ষত্র-

ধর্ম্মলাভার্থী শস্ত্রধারী ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সমরে নিহত হওয়াই সর্ব্বোত্তম[৫১]। যাঁহারা যাঁহারা পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষ করিতেছেন, তাঁহাদিগের সকলের নিমিত্তই আমি শোক করিতেছি। হা! বিদুর অগ্রে উচ্চৈঃ স্বরে যাহা ব্যক্ত করিয়াছিলেন, সেই ভয় এই আগত হইল[৫২]। হে সঞ্জয়। জ্ঞান দুঃখের বিনাশ-হেতু হয়, ইহা আমার বিবেচনা-সিদ্ধ নহে; কারণ এই আগতপ্রায় অতিফলশালী দুঃখ জ্ঞানেরও বিঘাতক হইতেছে[৫৩]। লোক-সংগ্রহদর্শী জীবন্মুক্ত ঋষিগণও যখন সুখের সময় সুখ ও দুঃখের সময়ে দুঃখ অনুভব করিয়া থাকেন[৫৪], তখন কলত্র, পুত্র, পৌত্র, রাজ্য ও বন্ধুগণ-প্রভৃতি নানা বিষয়ে সহস্র প্রকারে আসক্ত থাকিয়া আমি যে দুঃখে অভিভূত হইব, তাহা আর বিচিত্র কি[৫৫]? এই যে মহান্ সংশয় উপস্থিত হইতেছে, ইহাতে কি আমার মঙ্গল আছে? আমি সম্যক্-রূপে অনুধ্যান করিয়া কেবল উত্তরকালে কৌরবগণের বিনাশই দর্শন করিতেছি[৫৬]। দ্যূত-ক্রীড়াই কুরুগণের এই মহাবিপদের মূল বলিয়া প্রতীত হইতেছে! ঐশ্বর্য্যকামী মন্দমতি দুর্য্যোধন কেবল লোভ-প্রযুক্তই এই পাপকর্ম্ম করিয়াছিল[৫৭]। আমার বোধ হইতেছে, ইহা দ্রুতগামী কালের বিপরীত ধর্ম্ম; এই কালের চক্রে আমি নেমির ন্যায় আসক্ত রহিয়াছি, সুতরাং ইহা হইতে আমার পলায়ন করিবার সাধ্য নাই[৫৮]! হে সঞ্জয়! এক্ষণে আমি কোথায় গমন করি! কি করি! কিপ্রকারেই বা কার্য্য করি! এই মন্দমতি কৌরবগণ কালের বশগামী হইয়া অচিরেই বিনষ্ট হইবে[৫৯]! হে তাত! আমার শত পুত্র যখন নিহত হইবে, তখন আমি অবশ হইয়া কিরূপে স্ত্রীগণের রোদন-ধ্বনি শ্রবণ করিব! হা! কি প্রকারে আমার মরণ হব[৬০]। নিদাঘে সমীরণ-সমুত্তেজিত সমিদ্ধ হুতাশন যেমন শুষ্কতৃণ-

রাশি দহন করে, তদ্রূপ গদাপাণি ভীমসেন অর্জ্জুনের সহিত মিলিত হইয়া মদীয় পুত্রগণকে নিহত করিবে[৩১]!

ধৃতরাষ্ট্র-বিলাপে এক পঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, যাঁহার মিথ্যা-বাক্য কদাচ কাহারও শ্রবণ গোচর হয় নাই এবং ধনঞ্জয় যাঁহার যোদ্ধা, সেই যুধিষ্ঠিরের ত্রিভুবন রাজ্যও সম্ভবিতে পারে[১]। আমি নিরন্তর চিন্তা করিয়াও এমন কোন ব্যক্তিকে অবলোকন করি না, যে রথ-দ্বারা সমরে সেই গাণ্ডীবধন্বার প্রতিপক্ষে গমন করিতে পারে[২]। ধনঞ্জয় যখন সমরে গাণ্ডীব ধারণ-পূর্ব্বক কর্ণিনালীক-প্রভৃতি হৃদয়চ্ছেদী সায়ক-সমস্ত নিক্ষেপ করিতে থাকিবে, তখন কেহই তাহার তুল্যবল হইয়া তাহাকে নিবারণ করিতে পারিবে না[৩]। কৃতাস্ত্র, বলিশ্রেষ্ঠ, সমরে অপরাজিত বীর্য্য-সম্পন্ন নরর্ষভ দ্রোণ ও কর্ণ যদি তাহার প্রতিকূলে গমন করেন, তাহা হইলে লোক-মধ্যে বিজয় বিষয়ে মহান্ সংশয় উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু বস্তুত আমার বিজয় হইবে না[৪]; কেননা কর্ণ কারুণ্য রসের বশম্বদ ও অনবধান-যুক্ত এবং আচার্য্যও বৃদ্ধ ও উভয় পক্ষের গুরু; ওদিকে পার্থ সমর্থ, বলবান্, দৃঢ়ধন্বা ও ক্লম-রহিত[৫]। ইহাঁরা সকলেই শূর ও অস্ত্রকোবিদ এবং সকলেই মহতী খ্যাতি লাভ করিয়াছেন; সুতরাং ইহাঁদিগের ঘোরতর তুমুল সংগ্রাম এবং সকলেরই অপরাজয় হইতে পারে[৬]। ইহাঁরা অমরগণের ঐশ্বর্য্যও পরিত্যাগ করিতে পারেন, তথাপি বিজয় ত্যাগ করিতে পারেন না; অতএব দ্রোণ কর্ণের, অথবা ধনঞ্জয়ের বধ হইলেই যুদ্ধের শান্তি হইতে পারে[৭]; কিন্তু অর্জ্জুনের

বক্তা বা জেতা কেহই বিদ্যমান নাই, যে ব্যক্তি অপকারী মৎপু-
ত্রগণের প্রতি সম্যক্ উদ্যম-সহকারে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইয়াছে,
এক্ষণে কি প্রকারে তাহার ক্রোধ-শান্তি হইবে[৮]? অন্যান্য অনেক
লোকেও অস্ত্র-বিদ্যা জানেন, জয়লাভ করেন ও পরাজিত হইয়া
থাকেন; কিন্তু ধনঞ্জয়ের কেবল জয়লাভই শ্রবণ গোচর হইয়া
থাকে[৯]। ত্রয়স্ত্রিংশৎ বৎসর অতীত হইল, পার্থ খাণ্ডবারণ্যে
অগ্নিকে আহ্বান পূর্ব্বক তাহার তৃপ্তি সাধন করিয়াছিলেন এবং
তদুপলক্ষে সমস্ত দেবগণকেও জয় করিয়াছিলেন ফলত আমরা
কুত্রাপি তাঁহার পরাজয় শ্রবণ করি নাই। হে তাত। সমান-শীলতা
ও চরিত্র-সম্পন্ন হৃষীকেশ সমর সময়ে যাঁহার সারথি হইবেন,
ইন্দ্রের বিজয়ের ন্যায় তাঁহার নিশ্চয়ই জয় হইবে। শ্রবণ করি-
য়াছি, এক রথে দুই কৃষ্ণ, ও অধিজ্য গাণ্ডীবধনু, এই তিন তেজঃ
পদার্থ একত্র সমবেত হইয়াছে। আমাদিগের তাদৃশ শরাসনও
নাই যোদ্ধাও নাই এবং সারথিও নাই[১০.১৩], ইহা দুর্য্যোধনের
বশানুগামী মন্দবুদ্ধিরা অবগত নহে হে সঞ্জয়! মস্তকে নিপতিত
প্রদীপ্ত অশনিও নিঃশেষিত হইয়া যায়[১৪]; কিন্তু তাত! অর্জ্জুন-নি-
ক্ষিপ্ত শর-সমস্ত কোন ক্রমেই নিঃশেষিত হয় না। আমি যেন দেখি-
তেছি, ধনঞ্জয় বাণ বিসর্জ্জন করত সৈন্যগণকে নিহত করিতেছে
ও বহুল-শর-বর্ষণ-সহকারে দেহ হইতে মস্তক-সমস্ত উচ্ছেদন করি-
তেছে; গাণ্ডীবোত্থিত বাণ-ময় তেজঃপুঞ্জ সর্ব্বতঃ প্রদীপ্ত হইয়া
সমরে আমার পুত্রগণের সৈন্য গণকে দহন করিতেছে; এবং
সব্যসাচীর রথ-নির্ঘোষ-ভয়ে ভীতা ও ব্যাকুলতা হইয়া ভারতী-
সেনা সর্ব্বদিকে পলায়মানা হইতেছে। ফলত, যেমন প্রবৃদ্ধ
শিখা-যুক্ত অনিল-সমিদ্ধ মহানল [illegible] করত শুষ্কতৃণ
কক্ষ দহন করে, অর্জ্জুনের অস্ত্রাগ্নিও মদীয় সৈন্যগণকে তদ্রূপ দহন

করিবে[১৫-১৮]। হে তাত! আততায়ী কিরীটী যখন সেই নিশিত শর সমূহ সমরে উদ্বমন করত বিধিসৃষ্ট সর্ব্বহর অন্তকের ন্যায় অসহনীয় হইয়া উঠিবে;—যখন আমি ভবনে অবস্থিতি করিয়া বারম্বার শ্রবণ করিব যে, কৌরবগণ ছিন্ন ভিন্ন ও পলাইত হইতেছে; রণাগ্রে ও তাহাদিগের চতুস্পার্শ্বে বহুপ্রকার দুর্নিমিত্ত ঘটনা হইতেছে; তখনই ভারতদিগকে মহান্ বিধ্বংস আশ্রয় করিবে[১৯ ২০]।

ধৃতরাষ্ট্র-বিলাপে দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫২ ॥

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, জয়লাভোৎসুক পাণ্ডবগণ যেরূপ পরাক্রান্ত; তাঁহাদের অগ্রসর যোদ্ধাগণও সেইরূপ আত্মা প্রদানে কৃতনিশ্চয় ও সমুৎসুক হইয়াছেন[১]। হে বৎস! শত্রুপক্ষীয় পাঞ্চাল, কেকয়, মৎস্য, মাগধ-প্রভৃতি পরাক্রান্ত মহীপালগণের কথা তুমিই যে এই বর্ণন করিলে[২]। যিনি ইচ্ছা করিলে ইন্দ্র-সহ এই অখিল লোকচয়কে বশীভূত করিতে পারেন, সেই মহাবল পরাক্রান্ত, জগৎ স্রষ্টা শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণের জয় সাধনে স্থিরনিশ্চয় রহিয়াছেন[৩]। যিনি অর্জ্জুনের নিকটে অচির-কাল-মধ্যেই সমস্ত বিদ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই শিনি বংশধর সাত্যকি বীজের ন্যায় শর বপন করত সমরে অবস্থান করিবেন[৪]। পাঞ্চাল-নন্দন ক্রূরকর্ম্মা পরমাস্ত্রবেত্তা মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্নও মদীয় সৈন্যগণের সহিত সংগ্রাম করিবে[৫]। হে তাত! যুধিষ্ঠিরের ক্রোধ ও অর্জ্জুনের বিক্রম হইতে এবং ভীম ও নকুল সহদেব হইতেও আমার অতিশয় ভয় হইতেছে[৬]। হে সঞ্জয়! সেই মানবেন্দ্র পাণ্ডবগণ যখন সৈন্য মধ্যে অলৌকিক অস্ত্ররূপ জাল বিস্তার করিবে, তখন আমার সৈন্যেরা

কোন ক্রমেই তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না, এই নিমিত্তই আমি এরূপ আক্ষেপ করিতেছি[৭]। পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডু-নন্দন যুধিষ্ঠির দর্শনীয়, মনস্বী, লক্ষ্মীবান্, ব্রহ্ম-তেজোযুক্ত, মেধাবী, সুকৃত-বুদ্ধি, ধর্ম্মাত্মা, মিত্র অমাত্য ও সমরোদ্যোগী পুরুষগণে সুসম্পন্ন, মহারথ মহাবীর সহোদর ও শ্বশুরবর্গে উপপন্ন, ধৈর্য্যশালী, গূঢ়-মন্ত্র, বিনয়ান্বিত, অনিষ্ঠুর, বদান্য, লজ্জাপরায়ণ, সত্যপরাক্রম, বহুল শাস্ত্রজ্ঞ, কৃতাত্মা, বৃদ্ধসেবী ও জিতেন্দ্রিয়; সেই সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন, প্রজ্জ্বলিত সমিদ্ধ হুতাশন-সদৃশ অনিবার্য্য পাণ্ডবাগ্নি-মধ্যে কোন্ চেতন-শূন্য মুমূর্ষু মন্দমতি, পতঙ্গের ন্যায় পতিত হইবে[৮ ১২]? দাহ্যবস্তু প্রাপ্ত হইলে অল্প অগ্নিও যেমন প্রবল হইয়া উঠে, সেইরূপ তপস্যায় কৃশ হইলেও উন্নত-প্রভাবশালী রাজা যুধিষ্ঠিরকে আমি কপট-ব্যবহারে প্রবঞ্চিত করিয়াছি, সুতরাং তিনি যুদ্ধ-দ্বারা আমার মন্দমতি পুত্রগণের বিনাশ করিবেন[১৩]। হে কৌরবগণ; তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ না করাই আমি শ্রেয়ঃকল্প বিবেচনা করি; এক্ষণে তোমরাও তাহা সম্যক্-রূপে বোধগম্য কর। যুদ্ধ করিলে সমস্ত কুরুরই নিশ্চয় বিনাশ হইবে[১৪]। অতএব যদি যুদ্ধ না করা তোমাদিগের ইষ্ট হয়, তাহা হইলে আমরা শান্তির নিমিত্ত যত্ন করি; ইহাই আমার বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা এবং ইহাতেই আমার মনের শান্তি হইতে পারে[১৫], আমাদিগকে ক্লিশ্যমান হইতে অবলোকন করিলে যুধিষ্ঠির কখনই উপেক্ষা করিতে পারিবেন না, কেন না তিনি যখন অধর্ম্ম-দ্বারা কলহ উৎপাদন বিষয়ে আমাকেই হেতু নির্দ্দেশ করিয়া নিন্দা করেন, তখন প্রার্থিত হইলে কদাচ কলহে প্রবৃত্ত হইবেন না[১৬]।

ধৃতরাষ্ট্র বাক্যে ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৩ ॥

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনি যেরূপ বলিতেছেন, তাহা যথার্থ; যুদ্ধ হইলে গাণ্ডীব-দ্বারা ক্ষত্রিয়-কুলের যে বিনাশ হইবে, তাহা প্রত্যক্ষই দৃষ্ট হইতেছে[১]; পরন্তু নিত্য-কাল ধীর-স্বভাব থাকিয়া, বিশেষত সব্যসাচীর বল বিক্রম অবগত হইয়াও আপনি যে কি নিমিত্ত পুত্রগণের বশবর্ত্তী হইতেছেন, ইহাই আমি বুঝিতে পারিতেছি না[২]। হে ভরতর্ষভ! আপনি প্রথম হইতে পাণ্ডবগণকে বঞ্চিত করিয়া আসিয়াছেন; তবে এক্ষণে যে আপনার এপ্রকার বুদ্ধি উপস্থিত হইতেছে; বোধ হয় ইহা চিরকাল থাকিবে না[৩]. যিনি জ্যেষ্ঠ তাত, শ্রেষ্ঠ-সুহৃদ্ এবং সম্যক্ সাবধান-চিত্ত, তাঁহার হিত বিধান করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য; অনিষ্টকারী ব্যক্তিকে কখন গুরু বলা যায় না[৪]। হে মহারাজ! দ্যুতকালে আপনি পাণ্ডবদিগকে পরাজিত শ্রবণ করিয়া "এই জিত হইল, এই লব্ধ হইল" বলিয়া বালকের ন্যায় হাস্য করিয়াছিলেন[৫], এবং তাঁহারা পূর্ব্বে বহুতর কটু বাক্য দ্বারা তিরস্কৃত হইলেও আপনি উপেক্ষা করিয়াছিলেন; ভাবিয়াছিলেন, পুত্রেরা সমস্ত রাজ্য জয় করিল, কিন্তু অচিরেই যে বিনিপাত হইবে, তাহা আর অবলোকন করেন নাই[৬]। মহারাজ! জাঙ্গল-সম্বলিত কুরুরাজ্য আপনার পৈতৃক রাজ্য; তাদ্ভিন্ন আপনি বীরগণ কর্ত্তৃক উপার্জ্জিত সমগ্রা বসুন্ধরা-রাজ্যও প্রাপ্ত হইয়াছেন[৭]। হে রাজসত্তম! পাণ্ডবগণ নিজভুজবীর্য্য-সহকারে পৃথিবী উপার্জ্জন করিয়া আপনাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু আপনি মনে করেন, "আমি স্বয়ং ইহা লাভ করিয়াছি[৮]।" হে রাজসত্তম! পাণ্ডবেরা দ্যুতে পরাজিত এবং অরণ্য গমনে উদ্যত হইলে আপনি যে বালকের ন্যায় পুনঃপুন হাস্য করিয়াছিলেন, সেই নিমিত্তেই অর্জ্জুন আপনার পুত্র

গণ গন্ধর্ব্বরাজের হস্তে পতিত হইয়া অপার বিপদ্ সাগরে নিমগ্ন-প্রায় হইলে, তাঁহাদিগকে প্রত্যানয়ন করিয়াছিলেন[৯-১০], হে রাজন্! অর্জ্জুন নিশিত শর-নিকর বর্ষণ করিলে, মাংসযোনি মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, সাগর-সকলও শুষ্ক হইয়া যায়[১১]। মহারাজ! বান-নিক্ষেপকারীদিগের মধ্যে ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠ, শরাসন-সমুদায়ের মধ্যে গাণ্ডীব শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বলোক-মধ্যে মাধব শ্রেষ্ঠ, চক্র-সমুদায়-মধ্যে সুদর্শন শ্রেষ্ঠ[১২] এবং ধ্বজ-সকলের মধ্যে বিরাজমান বানর-ধ্বজ শ্রেষ্ঠ; সেই ধ্বজধারি-প্রধান শ্বেতাশ্ব যুক্ত কপি-ধ্বজ রথখানি এই কয়েকটিকে বহন করত সমরে কালচক্রের ন্যায় উদ্যত হইয়া আমাদিগকে নিঃসন্দেহ বিনষ্ট করিবে। হে ভরত-র্ষভ! ভীম ও অর্জ্জুন যাঁহার যোদ্ধা, তিনি অদ্যই এই সমগ্রা বসুন্ধরা অধিকার করিতে পারেন, এবং সেই রাজাই সর্ব্বপ্রধান রাজা। হে রাজন্! আপনার বাহিনী ভীম-কর্ত্তৃক হত-প্রায় হইয়া সমর সাগরে মগ্ন হইতেছে অবলোকন করিয়া দুর্য্যোধন-প্রভৃতি কৌরবেরা অবশ্যই ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। হে বিভো! আপনার পুত্রগণ ও অনুগামী ভূপতিগণ ভীম ভয়ে ভীত হইয়া কদাচ বিজয় লাভ করিতে পারিবেন না। মৎস্য, পাঞ্চাল, কেকয়, শাল্ব ও শূরসেনগণ এক্ষণে আপনাকে অর্চ্চনা করিতেছেন না, বরং সকলেই অবজ্ঞা করিতেছেন; কেন না তাঁহারা সেই ধীসম্পন্ন-যুধিষ্ঠিরের বাধ্য হইয়া সকলেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন[১৩-১৪] এবং তাঁহার প্রতি ভক্তিহেতুক আপনার পুত্রগণের সহিত সর্ব্বদাই বিরোধ নিমিত্ত যত্ন করিতেছেন। মহারাজ! সর্ব্বথাবধানর্হ ধর্ম্মযুক্ত পাণ্ডবদিগকে যে ব্যক্তি অপকর্ম্ম-দ্বারা ক্লেশ প্রদান করিয়াছে এবং এক্ষণেও তাঁহাদের প্রতি বিদ্বেষ করিতেছে, আপনার পুত্র সেই পাপ পুরুষ দুর্য্যোধনকে অনুচরবর্গের সহিত সর্ব্বোপায়-

দ্বারা শাসিত করাই কর্ত্তব্য, তন্নিমিত্ত শোক করা আপনার উচিত নহে। দ্যূতক্রীড়া সময়েও আমি এবং ধীমান্ বিদুর উভয়েই আপনাকে এ কথা কহিয়াছিলাম[১৯-২১]। হে রাজেন্দ্র! আপনি অক্ষমের ন্যায় পাণ্ডবগণের প্রতি এই যে বিলাপ করিতেছেন, এ সকলই নিরর্থক[২২]।

সঞ্জয় বাক্যে চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫৪॥

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

দুর্য্যোধন কহিলেন, মহারাজ! আপনি ভয় করিবেন না এবং আমাদিগের নিমিত্তেও শোক করিবেন না; হে প্রভো! আমরা সমরে শত্রুপরাজয় করিতে সমর্থ হইব[১]। হে ভরতর্ষভ! যৎকালে মধুসূদন, পররাষ্ট্র-বিমর্দ্দী সুমহৎ বলচক্রে পরিবৃত হইয়া, বনে প্রব্রাজিত পাণ্ডবগণ সন্নিধানে আগমন করিয়াছিলেন[২], এবং কেকয়, ধৃষ্টকেতু, দ্রুপদ নন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন ও অন্যান্য অসংখ্য অনুযায়ী রাজবর্গ তাহাদিগের অনুগত হইয়াছিল[৩];—যখন কৃষ্ণ-প্রমুখ সেই সমস্ত মহারথগণ ইন্দ্রপ্রস্থ-সমীপে সমাগত ও একত্র মিলিত হইয়া যাবতীয় কুরুগণের সহিত আপনাকে নিন্দা করিয়াছিল এবং কৃষ্ণসার-মৃগ-চর্ম্মধারী সমাসীন যুধিষ্ঠিরের উপাসনা করত স্বজনগণ-সম্মিলিত আপনার সমুচ্ছেদ-বিধানে অভিলাষী হইয়া তাঁহাকে "পুনরায় রাজ্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য" এইরূপ প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছিল;- তখন সেই বৃত্তান্ত শ্রবণে আমি জ্ঞাতিক্ষয়-ভয়ে ভীত হইয়া ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যকে বলিয়াছিলাম[৪-৭] "হে মহাত্মগণ! আমার বোধ হয়, পাণ্ডবগণ সমর সময়ে অবস্থান করিবেন কেন না বাসুদেব আমাদিগের সম্পূর্ণ সমুচ্ছেদ ইচ্ছা করিতেছেন[৮]। আমার বিবেচনায় কেবল বিদুর-ব্যতিরেকে আপনারা

সকলেই বধ্য হইবেন। কুরুসত্তম ধর্ম্মজ্ঞ ধৃতরাষ্ট্রও, বোধ হয়, বধার্হ হইবেন না[৯]। জনার্দ্দন আমাদিগের সম্পূর্ণ সমুচ্ছেদ করিয়া এই অদ্বিতীয় কুরুরাজ্য যুধিষ্ঠিরে প্রতিষ্ঠিত করিতে অভিলাষ করিয়াছেন[১০]। অতএব সে বিষয়ে আমাদিগের কর্ত্তব্য কি? আমরা কি প্রণতি স্বীকার করিব, পলায়ন-পরায়ণ হইব, না প্রাণের প্রতি আস্থা ত্যাগ করিয়া শত্রুদিগের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিব[১১]? প্রতিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে আমাদিগের নিশ্চয়ই পরাজয় হইবে, যেহেতু সকল ভূপতিই যুধিষ্ঠিরের বশবর্ত্তী[১২]; বিশেষত রাষ্ট্রীয় সমস্ত লোক আমাদিগের প্রতি বিরক্ত হইয়াছে; মিত্রগণ কুপিত হইয়াছেন এবং অখিল রাজন্যগণ ও স্বজনবর্গ আমাদিগকে সর্ব্বথা ধিক্কার প্রদান করিতেছেন[১৩]। এ অবস্থায় অবনতি স্বীকার করিলে দোষ নাই, কেন না সন্ধি করা আমাদিগের চিরকাল প্রসিদ্ধ আছে; পরন্তু যুদ্ধই আমার অভিপ্রেত, সুতরাং আমার পিতা প্রজ্ঞানেত্র জনাধিপ ধৃতরাষ্ট্র যে আমার নিমিত্ত দুঃসহ দুঃখ ও অনন্ত ক্লেশ প্রাপ্ত হইবেন, সেই জন্যই আমি শোক করিতেছি। —হে নরোত্তম! আপনার অপর পুত্রেরাও যে আমার প্রীতিনিমিত্ত শত্রুদিগের অবরোধ করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই আপনার বিদিত আছে[১৪-১৫]।—সেই মহারথ পাণ্ডবেরা সম্প্রতি অমাত্য গণ সহ ধৃতরাষ্ট্রের কুলোচ্ছেদ দ্বারা বৈর-নির্যাতন করিবে[১৬]।

হে ভারত! অনন্তর দ্রোণ, ভীষ্ম, কৃপ ও অশ্বত্থামা আমাকে মহতী চিন্তায় আবিষ্ট ও বিকলেন্দ্রিয় অবলোকন করিয়া কহিলেন,[১৭] "হে পরন্তপ! যদি অরাতিগণ আমাদিগের প্রতি বিদ্রোহাচরণ করে, তাহাতে ভীত হইও না। সমরে সমাস্থিত হইলে শত্রুগণ আমাদিগকে কদাচ পরাজিত করিতে পারি-

বেনা[১৮]। আমরা প্রত্যেকে সকল ভূপালবর্গকে জয় করিতে সমর্থ; তাহারা আগমন করুক, আমরা নিশিত শর-নিকর-দ্বারা সকলেরই দর্প চূর্ণ করিব[১৯]। হে ভারত! পূর্ব্বে কুরুসত্তম ভীষ্ম পিতার মরণে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া একরথে একাকীই অখিল পার্থিবকুলকে জয় করিয়াছিলেন এবং অসীম রোষভরে তাহাদিগের অনেককেই সংহার দশায় উপনীত করিয়াছিলেন; অনন্তর তাহারা ভয়-প্রযুক্ত এই দেবব্রতের শরণাপন্ন হইয়াছিল[২০-২১]। সেই এই ভীষ্ম আমাদিগের সহিত মিলিত হইয়া সমরে শত্রু-দিগকে জয় করিতে অবশ্যই সুসমর্থ হইবেন; অতএব হে ভরতর্ষভ! তোমার ভয় দূর হউক[২২]।" এই অমিত-তেজস্বী বীরগণের তৎকালে এইরূপ নিশ্চয় হইয়াছে। হে রাজন্! পূর্ব্বে সমগ্রা বসুন্ধরা শত্রুগণের বশবর্ত্তিনী ছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহারা সমরে আমাদিগকে আর পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে না। হে ভরতর্ষভ! শত্রুভূত পাণ্ডবেরা অধুনা সহায়-শূন্য ও বীর্য্যহীন হইয়াছে এবং পৃথিবীও এক্ষণে আমাতেই প্রতিষ্ঠিতা আছে। হে পরন্তপ। আমি যে সকল ভূপাল বর্গকে আনয়ন করিয়াছি, তাঁহারা কি সুখ, কি দুঃখ; সর্ব্বাবস্থাতেই এক-বাক্য[২৩-২৫]। আপনি নিশ্চয় অবগত হউন, সেই সকল ভূপালেরা আমার নিমিত্ত অনলে বা সমুদ্রেও প্রবেশ করিতে পারেন[২৬]। আপনাকে পরের শ্লাঘায় ভীত হইয়া বহুবিধ বিলাপ করিতে এবং দুঃখিত হইতে অবলোকন করিয়া ইঁহারা উন্মত্ত বোধে উপহাস করিতেছেন[২৭]। হে কুরুসত্তম! এই সকল রাজগণ-মধ্যে প্রত্যেকে পাণ্ডবদিগের প্রতিরোধে সমর্থ। বিবেচনা করিয়া অবলোকন করুন, আপনাকে সকলেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করে; অতএব আপনার এই আগত ভয় অপগত হউক[২৮]। আমার সমগ্র সৈন্যকে জয় করিতে সুরপতিও সমর্থ হন না;

এমন কি, হননে উদ্যত হইলে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার নিকটেও ইহা অক্ষয় হয়[২৯]।

হে বিভো! যুধিষ্ঠির মদীয় সৈন্য ও প্রভাব হইতে ভীত হইয়াই নগরের প্রত্যাশা পরিত্যাগ করিয়া কেবল পাঁচখানি গ্রামমাত্র যাচ্ঞা করিয়াছে[৩০]। হে ভারত! আপনি যে বৃকোদরকে সমর্থ মনে করিতেছেন সে বৃথা; আমার সমগ্র প্রভাব আপনি অবগত নহেন, এই নিমিত্তই এরূপ মনে করিয়াছেন[৩১]। গদাযুদ্ধে পৃথিবী মধ্যে আমার সমান কোন ব্যক্তিই নাই; তদ্বিষয়ে কেহ আমাকে কখন অতিক্রম করিতে পারে নাই এবং পারিবেওনা[৩২]। আমি সমাহিত-চিত্ত হইয়া অতিদুঃখের সহিত গুরুকুলে বাস করত যুদ্ধ-বিদ্যার পারপ্রাপ্ত হইয়াছি; অতএব কি ভীম, কি অন্য কেহ, কোন ব্যক্তি হইতেও কখন আমার ভয় নাই[৩৩]। আমি যখন শিষ্য-ভাবে বলদেবের উপাসনা করিয়াছিলাম, তৎকালে তাঁহার এইরূপ নিশ্চয় হইয়াছিল যে, 'গদা-যুদ্ধে দুর্য্যোধনের তুল্য কেহই নাই[৩৪]।' ফলত আমি যুদ্ধে হলধর-সদৃশ, এবং বলেও পৃথিবী-মধ্যে আমার অধিক কেহই নাই। ভীমসেন যুদ্ধে আমার গদা-প্রহার কদাপি সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না[৩৫]। হে নরপতে! আমি কুপিত হইয়া ভীমকে যদি একবার আঘাত করি, তবে সেই ঘোর-তর প্রহারই তাহাকে গ্রহন করিয়া অবিলম্বে সমন-ভবনে গমন করিতে পারে[৩৬]। হে রাজন্! আমার ভয়ের কথা দূরে থাকুক, বৃকোদরকে গদা-হস্তে অবলোকন করিবার নিমিত্ত আমি ইচ্ছাই করিয়া থাকি, যেহেতু ইহাই আমার সুচির-প্রার্থিত নিত্য-মনোরথ[৩৭]। সমরে আমি গদাঘাত করিলে বৃকোদর, অবশ্যই বিশীর্ণ-গাত্র ও গত জীবন হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইবে[৩৮]। আমার গদা-প্রহারে একবার অভিহত হইলে পর্ব্বময় হিমালয়

গিরিও শত সহস্রধা বিদীর্ণ হইয়া যায়[৩৯]। 'গদাযুদ্ধে দুর্য্যোধনের তুল্য কেহই নাই' ইহা যে নিশ্চয় তাহা সেই ভীমও বিশেষ রূপে অবগত আছে এবং কৃষ্ণার্জ্জুনও অবগত আছে[৪০]। অতএব হে রাজন্! আপনার বৃকোদর ভয় দূরীভূত হউক; মহাসমরে আমি অবশ্যই তাহাকে নিহত করিব; আপনি বিমনা হইবেন না[৪১]। হে ভরতর্ষভ সে আমা-কর্ত্তৃক হত হইলে, তুল্য-রূপ অথবা অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট বহুসংখ্যক রথিগণ ধনঞ্জয়কে শরজালে বিক্ষিপ্ত করিতে থাকিবেন[৪২]। মহারাজ! ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, কর্ণ, ভূরিশ্রবা, প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপতি শল্য ও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, ইঁহাদিগের এক এক জন সমস্ত পাণ্ডবগণকে সংহার করিতে সমর্থ; সকলে মিলিত হইলে ক্ষণকাল-মধ্যেই তাহাদিগকে শমন-সদনে প্রেরণ করিবেন। ভূপতিগণের সমগ্র সেনা যে একাকী ধনঞ্জয়কে জয় করিতে অসমর্থ হইবে; তাহার কোন হেতুই বিদ্যমান নাই। ভীষ্ম, দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্যের শর-নিকর দ্বারা শত শতবার পরিব্যাপ্ত ও অবশ হইয়া পার্থ অবশ্যই কৃতান্ত ভবনে গমন করিবে। হে ভারত! গঙ্গা-নন্দন পিতামহ, শান্তনু হইতেও অধিক, ব্রহ্মর্ষি-সদৃশ এবং দেবগণেরও সুদুঃসহ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। কোন ব্যক্তিই ভীষ্মের নিহন্তা নাই[৪৩-৪৭]; কেন না ইঁহার পিতা প্রসন্ন হইয়া ইঁহারে বর প্রদান করিয়াছিলেন যে "ইচ্ছা না করিলে তোমার মৃত্যু হইবে না"। মহারাজ! দ্রোণাচার্য্যও ব্রহ্মর্ষি ভরদ্বাজ হইতে দ্রোণী মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; পরমাস্ত্র-বেত্তা অশ্বত্থামা এই দ্রোণ হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং এই আচার্য্য-মুখ্য শ্রীমান্ কৃপও মহর্ষি গৌতম হইতে শরস্তম্বে উৎপন্ন হইয়াছেন; আমার নিশ্চয় বোধ আছে যে, কেহই ইঁহাদিগকে বধ করিতে সমর্থ হইবে না। মহারাজ! অশ্বত্থামার পিতা, মাতা, ও

মাতুল, এই তিন জন অযোনিজাত; সেই শৌর্য্যশালী অশ্বত্থামাও আমার পক্ষে অবস্থিতি করিতেছেন। এই মহারথগণ সকলেই দেবতুল্য[৪৮-৫১]; সমরে ইঁহারা শক্রেরও পীড়া উৎপাদন করিতে পারেন। হে ভরতর্ষভ! ধনঞ্জয় ইঁহাদিগের এক এক জনের প্রতিও অবলোকন করিতে পারে না[৫২]; সকলে মিলিত হইলে ইঁহারা অবশ্যই অর্জ্জুনকে বধ করিবেন, সন্দেহ নাই। হে নরব্যাঘ্র! আমার বিবেচনায় কর্ণও ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যের সদৃশ[৫৩]! পরশুরাম স্বয়ং ইঁহাকে অনুজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তুমি আমার সমান। অপিচ ইঁহার স্বভাবজাত মনোহর কুণ্ডল যুগল ছিল[৫৪]; মহেন্দ্র শচীর নিমিত্তে অতিশয় ভীষণা অমোঘা শক্তির বিনিময়ে ইঁহার নিকট হইতে তাহা যাচ্ঞা করিয়াছিলেন[৫৫]। অতএব তাদৃশ শক্তি দ্বারা রক্ষিত এই শত্রুতাপন বীরবর হইতে অর্জ্জুন কিরূপে জীবিত থাকিবে? হেরাজন্! করতল-বিন্যস্ত ফলের ন্যায় নিশ্চয়ই আমার বিজয়-লাভ হইবে এবং শত্রুগণেরও ভূমণ্ডলে নিঃসন্দেহ সম্পূর্ণ পরাজয় হইবে তাহা অভিব্যক্ত হইয়া আছে।

হে ভারত! এই ভীষ্ম এক দিনে দশ সহস্র সৈন্য নিহত করেন এবং মহাধনুর্দ্ধারী দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্যও তাঁহার সদৃশ। সংশপ্তক ক্ষত্রিয়গণ "হয় আমরা অর্জ্জুনকে সংহার করিব, না হয় অর্জ্জুন আমাদিগকে সংহার করিবে" এইরূপ স্থির-প্রতিজ্ঞ আছেন। অপিচ অর্জ্জুনবধে কৃতনিশ্চয় অন্যান্য পার্থিবেরাও তাঁহাকে অসমর্থ বোধ করিয়া থাকেন; অতএব আপনি পাণ্ডবগণ হইতে অকস্মাৎ ব্যথা পাইতেছেন কেন? ভীমসেন নিহত হইলে আর কোন্ ব্যক্তি যুদ্ধ করিবে[৫৬-৬০]? হে পরন্তপ! যদি আপনি তাহাঁদের আর কোন ব্যক্তিরেও অবগত থাকেন তবে আমারে বলুন। হে রাজন্! তাহারা পঞ্চ ভ্রাতা, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকি, এই যে

সাতজন যোদ্ধা, ইহাই শত্রুদিগের শ্রেষ্ঠবল বলিয়া অভিমত; কিন্তু আমাদিগের প্রধান বল ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, কর্ণ, সোমদত্ত, বাহ্লিক, প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপতি শল্য, অবন্তিপতি বিন্দ ও অনুবিন্দ, জয়দ্রথ এবং আপনার পুত্র দুঃশাসন, দুঃসহ, দুর্ম্মুখ, শ্রুতায়ু, চিত্রসেন, পুরুমিত্র, বিবিংশতি, শল, ভূরিশ্রবা ও বিকর্ণ এই সমস্ত বিশিষ্ট সৈন্যাধ্যক্ষ। মহারাজ! আমি একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সংগ্রহ করিয়াছি,[৬১.৬৫] আর শত্রুদিগের সাত অক্ষৌহিণী মাত্র সমানীত হইয়াছে; অতএব আমা অপেক্ষা তাহারা ন্যূন-সংখ্য হইলেও কিরূপে আমার পরাজয় হইবে স্থির করিতেছেন?

হে রাজন্! বৃহস্পতি বলেন, শত্রু-সৈন্য আপন সৈন্যের তৃতীয়াংশে হীন হইলে তাহার সহিত যুদ্ধ করা বিধেয়। আমারও এই সেনা শত্রুগণ অপেক্ষা তৃতীয়াংশে অধিক[৬৬]। অপিচ আমি শত্রুদিগের সৈন্যকে বিস্তর গুণহীন অবলোকন করিতেছি এবং আমারও বহুগুণে গুণোদয় দৃষ্টি করিতেছি; অতএব হে ভারত! মদীয় বলের আধিক্য এবং পাণ্ডবগণের ন্যূনতা ইত্যাদি সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়াও মোহ প্রাপ্ত হওয়া আপনার উচিত নহে[৬৭.৬৮]।

পরপুর-বিজয়ী দুর্য্যোধন ধৃতরাষ্ট্রকে এই কথা বলিয়া প্রতিপক্ষের সমুদায় চেষ্টা পরিজ্ঞানান্তে ইতিকর্ত্তব্যতা বিধানেচ্ছু হইয়া সঞ্জয়কে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন[৬৯]।

দুর্য্যোধন-বাক্যে পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৫ ॥

ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে সঞ্জয়! কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির সপ্ত অক্ষৌ-

হিণী লাভ করিয়া যুদ্ধ-কামনায় রাজগণ সহ কিরূপ ইচ্ছা করিতেছে[১]?

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! যুধিষ্ঠির যুদ্ধ-লাভার্থী হইয়া অতিশয় হৃষ্টচিত্ত আছেন; ভীম ও অর্জ্জুন, ইঁহারাও উভয়ে আহ্লাদিত রহিয়াছেন এবং নকুল সহদেবও কিঞ্চিন্মাত্র ভীত হইতেছেন না[২]। কুন্তী-নন্দন বীভৎসু অস্ত্রপ্রয়োজক মন্ত্র পরিক্ষা করিবার অভিলাষে দিব্য রথ সংযোজিত করিয়া সমস্ত দিগ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিতেছেন[৩]। মহারাজ! বর্ম্মধারী ধনঞ্জয়কে যেন বিদ্যুদ্যুক্ত জলধরের ন্যায় অবলোকন করিলাম। তিনি সর্ব্বতোভাবে চিন্তা করিয়া হৃষ্টচিত্তে আমাকে এই কথা কহিলেন,[৪] "সঞ্জয়! আমরা যে কৌরবদিগকে জয় করিব, তাহার এই পূর্ব্ব লক্ষণ অবলোকন কর।" ফলত অর্জ্জুন আমাকে যে কথা বলিলেন, আমিও তাহাই বোধ করিতেছি[৫]।

দুর্য্যোধন কহিলেন, তুমি অক্ষ পরাজিত পাণ্ডবগণকে অভিনন্দিত করতই প্রশংসা করিতেছ; সে যাহা হউক, সম্প্রতি অর্জ্জুনের রথে কিরূপ অশ্ব এবং কি প্রকার ধ্বজ তাহা বর্ণন কর[৬]।

সঞ্জয় কহিলেন, হে বিশাম্পতে! ত্বষ্টা বিশ্বকর্ম্মা ইন্দ্র ও প্রজাপতির সহিত মিলিত হইয়া অর্জ্জুনের রথে অতি বিচিত্র-রূপে রূপ-সমস্ত নির্ম্মাণ করিয়াছেন[৭]। দেবমায়া-সহকারে তাঁহারা তদীয় ধ্বজোপরি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বৃহৎ মহামূল্য দিব্য মূর্ত্তিসকল কল্পিত করিয়াছেন[৮]। অপিচ ভীমসেনের অনুরোধে পবন নন্দন হনুমান্ তাহাতে আত্ম-প্রতিমূর্ত্তি আরোপিত করিবেন[৯]। বিশ্বকর্ম্মা সেই ধ্বজেতে এরূপ মায়া বিধান করিয়াছেন যে, তাহা সর্ব্ব দিকে বক্র ও উর্দ্ধভাবে এক যোজন স্থান ব্যাপ্ত করিয়াছে, তথাপি তরু-নিকরে সংবৃত হইলেও তাহার গতিরোধ হয় না[১০]।

গগণমণ্ডলে নানা বর্ণযুক্ত শক্রধনু যেরূপ প্রকাশ পায় এবং সে যে কি পদার্থ তাহা যেমন জানিতে পারি না, বিশ্বকর্ম্মাও সেই ধ্বজকে তদ্রূপ নির্ম্মাণ করিয়াছেন; তাহার বহু প্রকার রূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে[১১]। অগ্নিযুক্ত ধূম যেমন তেজোময় বহুবিধ বিচিত্র রূপ বর্ণ ধারণ করত আকাশ রোধ করিয়া উত্থিত হয়, বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত সেই ধ্বজও তদ্রূপ উচ্ছ্রিত হইয়াছে; তাহার ভার কি নিরোধ কিছুই হইবে না[১২]। হে নরেন্দ্র! সেই কপিধ্বজ রথে গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথের প্রদত্ত শ্বেতবর্ণ বাতবেগী শত-সংখ্যক উত্তম দিব্য তুরঙ্গ যোজিত আছে; কি পৃথিবী কি অন্তরিক্ষ কি স্বর্গ কুত্রাপি সেই তুরঙ্গমগণের গতি রোধ হয় না। পূর্ব্বে এই বর প্রদত্ত হইয়াছে যে, বারম্বার নিহত হইলেও তৎসমুদায়ের সংখ্যা নিত্যকাল পরিপূর্ণ থাকিবে[১৩]। রাজা যুধিষ্ঠিরের রথেও অর্জ্জুনের অশ্ব-তুল্য বীর্য্য-শালী শুভ্রবর্ণ বৃহদাকার ঘোটক-সমস্ত যুক্ত আছে। ভীমসেনের রথে পবন-তুল্য বেগশালী সপ্তর্ষি-সদৃশ-তেজো-বিশিষ্ট হয়-নিচয় রহিয়াছে[১৪]। কৃষ্ণগাত্র তিত্তিরি বিহঙ্গের ন্যায় চিত্রিত-পৃষ্ঠ হৃষ্টপুষ্ট বাহনগণ সহদেবকে বহন করিতেছে। তাঁহার ভ্রাতা অর্জ্জুন প্রীত হইয়া তাঁহারে তৎসমুদয় প্রদান করিয়াছিলেন। বীরবর অর্জ্জুনের স্বীয় অশ্বগণ অপেক্ষাও ঐ সকল অশ্ব উৎকৃষ্ট[১৫]। পবনতুল্য বল ও বেগ বিশিষ্ট মহেন্দ্রদত্ত হরিদ্বর্ণ উত্তম তুরঙ্গমগণ, বৃত্রশত্রু বাসবের ন্যায় নকুল বীরকে বহন করিতেছে[১৬]। এবং তত্তুল্য বয়স্ ও বিক্রমশালী মহাবেগযুক্ত, বৃহৎকায়, বিচিত্র-রূপ, দেবদত্ত সদশ্ব সকল অভিমন্যু প্রভৃতি কুমারগণকে বহন করিতেছে[১৭]।

সঞ্জয়-বাক্যে ষট্পঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৬ ॥

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! পাণ্ডবগণের নিমিত্ত প্রীতি-পরবশ হইয়া দুর্য্যোধনের সেনাগণের সহিত সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত কে কে সমাগত হইয়াছে অবলোকন করিলে[১]?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশের শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণকে এবং চেকিতান ও যুযুধান সাত্যকিকে তথায় উপস্থিত দেখিলাম[২]। এই শেষোক্ত পুরুষমানী সুবিখ্যাত মহারথেরা উভয়েই এক এক অক্ষৌহিণী সমভিব্যাহারে পাণ্ডবদলকে আশ্রয় করিয়াছেন[৩]। পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ, বীর্য্য-সম্পন্ন সত্যজিৎ ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি দশ তনয়ে পরিবৃত এবং শিখণ্ডি-কর্ত্তৃক পরিপালিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের মান বর্দ্ধন করত সমস্ত সৈন্যগণের শরীর আচ্ছাদিত করিয়া এক অক্ষৌহিণী সেনা সমভিব্যারে সমাগত হইয়াছেন[৪.৫]। পৃথিবীপাল বিরাটরাজ বীর্য্যশালী সূর্য্যদত্ত ও মদিরাক্ষ প্রভৃতি ভ্রাতৃ ও তনয়গণের সহিত এক অক্ষৌহিণী সৈন্য পরিবৃত হইয়া শঙ্খ ও উত্তর নামক পুত্র-দ্বয় সমভিব্যাহারে পার্থকে আশ্রয় করিয়াছেন[৬.৭]। জরাসন্ধ-পুত্র মগধাধিপতি সহদেব ও চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু ইঁহারা পৃথক্ পৃথক্ এক এক অক্ষৌহিণী সেনাগণে পরিবৃত হইয়া সমাগত হইয়াছেন[৮]। রক্তধ্বজ কেকয় রাজ-কুমারেরা পঞ্চ সহোদর এক অক্ষৌহিণী সৈন্য পরিবৃত হইয়া পাণ্ডবদিগকে আশ্রয় করিয়াছেন[৯]। যাঁহারা পাণ্ডবার্থে দুর্য্যোধনের সৈন্যসহিত সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত তথায় সমাগত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে এতাবৎসংখ্যক দৃষ্টি করিলাম[১০]। যিনি মানুষ, দৈব, গন্ধর্ব্ব ও আসুর ব্যূহবেত্তা সেই মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন সেনাগণের অগ্রে অবস্থান করিবেন[১১]।

হে রাজন্! শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, শিখণ্ডির ভাগরূপে কল্পিত হ-

ইয়াছেন; বিরাট রাজ মৎস্যদেশীয় যোদ্ধাগণের সহিত সেই শিখণ্ডির পাষ্ণিরক্ষক হইবেন[১২]। মদ্রাধিপতি বলশালী শল্যরাজ জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবের অংশে পরিকল্পিত হইবেন; তদ্বিষয়ে কেহ কেহ বলিলেন যে, আমাদিগের মতে উক্ত বীর-দ্বয় পরস্পর সদৃশ নহেন[১৩]। শত সহোদর ও পুত্রগণের সহিত দুর্য্যোধন এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম দেশীয়-রাজন্যগণ ভীমসেনের অংশে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন[১৪]। অর্জ্জুনের ভাগে ভাস্কর-তনয় কর্ণ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ ও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, এই কয়েক জন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন[১৫]। এতদ্ভিন্ন যাঁহারা পৃথিবী-মধ্যে অসামান্য শূরমানী এবং দুর্দ্ধর্ষ বলিয়া পরিগণিত, তাঁহাদিগকেও পার্থ অর্জ্জুন নিজ ভাগরূপে কল্পনা করিয়াছেন[১৬]। মহাধনুর্দ্ধারী কেকয়রাজপুত্রেরা পঞ্চ সহোদর কৈকেয়দিগকেই সমরে ভাগরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া যুদ্ধ করিবেন[১৭]। কেবল কৈকেয়েরা নহে, মালব ও শাল্বকগণ এবং ত্রিগর্ত্তদিগের প্রধান সেই প্রসিদ্ধ সংশপ্তক দ্বয়, ইঁহারাও তাঁহাদিগেরই ভাগে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন[১৮]। সুভদ্রা-নন্দন অভিমন্যু দুর্য্যোধন ও দুঃশাসনের পুত্রদিগকে এবং বৃহদ্বল রাজাকে নিজঅংশে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন[১৯]। হে ভারত! সুবর্ণধ্বজ মহাধনুর্দ্ধারী দ্রৌপদেয়ও ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি বীরগণ দ্রোণের অভিমুখে যুদ্ধ যাত্রা করিবেন[২০]। চেকিতান সোমদত্তের সহিত দ্বৈরথ সংগ্রাম অর্থাৎ যুগ্ম-যুদ্ধ অভিলাষ করিতেছেন এবং সাত্যকিও ভোজরাজ কৃতবর্ম্মার সহিত ঐরূপ সমরাভিলাষী হইতেছেন[২১]। সমরে ঘোরতর আরাবকারী শূরবীর মাদ্রী পুত্র সহদেব, আপনার শ্যালক সুবল নন্দন শকুনিকে নিজভাগে কল্পিত করিয়াছেন[২২], এবং ঐ ধূর্ত্তের পুত্র উলূককে ও সারস্বতদিগকে মাদ্রী নন্দন নকুল বীর নিজভাগ রূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন[২৩]। হে রাজন্! এতদ্ভিন্ন অন্যান্য যে সমস্ত পার্থিবগণ সংগ্রামে গমন করিবেন, পাণ্ডবেরা তাঁহাদিগে-

রও নিজ নিজ নামানুসারে ভাগ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন[২৪]। ইঁহাদিগের সেনাগণ এবম্প্রকার ভাগানুসারে বিভক্ত হইয়াছে, এক্ষণে পুত্রগণ সহিত আপনার যে রূপ কর্ত্তব্য হয় তাহা অবিলম্বে সম্পন্ন করুন[২৫]।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমার এই দ্যূত পরায়ণ মূঢ় মতি পুত্রগণ আর জীবিত রহিল না। রণমধ্যে বলশালী ভীমের সহিত যাহাদিগের যুদ্ধ হইবে তাহারা আর কিরূপে জীবনের প্রত্যাশা করিতে পারে[২৬]? পৃথিবীস্থ সমস্ত রাজগণ কালধর্ম্ম অর্থাৎ মৃত্যু-কর্ত্তৃক পশুবৎ সংস্কৃত হইয়া, পাবকে পতঙ্গ সঙ্ঘের ন্যায়, গাণ্ডিবাগ্নি মধ্যে প্রবেশ করিবে[২৭]। কৃতবৈর মহাত্মা পাণ্ডবগণ সমরে মদীয় বাহিনীকে যে প্রভগ্ন করিয়া দিবেন, তাহা আমি নিশ্চয়ই মনে করিতেছি। কোন্ ব্যক্তি পাণ্ডব-যুদ্ধে প্রভগ্না সেই সেনার অনুগামী হইবে[২৮]? পাণ্ডবগণ সকলেই অতিরথ, শূর, কীর্ত্তিমন্ত, প্রতাপী, তেজে সূর্য্য ও অনল তুল্য এবং সমর-বিজয়ী[২৯]। হে সঞ্জয়! যাঁহাদিগের যুধিষ্ঠির নায়ক, মধুসূদন রক্ষক এবং ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, সাত্যকি, দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, উত্তমৌজা, দুর্জ্জয় যুধামন্যু, শিখণ্ডী ক্ষত্রদেব, বিরাট নন্দন উত্তর, বভ্রু, কাশী, চেদি, মৎস্য ও পাঞ্চাল দেশীয় সমস্ত সৃঞ্জয়গণ ও প্রভদ্রকগণ যোদ্ধা; ইচ্ছা না করিলে ইন্দ্রও যাঁহাদিগের নিকট হইতে এই পৃথিবী হরণ করিতে সমর্থ হন না; যাঁহারা পর্ব্বতপুঞ্জ ভেদ করিতেও সমর্থ; সেই অলৌকিক প্রতাপশালী সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন, রণধীর বীরদিগের সহিত আমার এই দুষ্ট পুত্র যুদ্ধ অভিলাষ করিতেছে! আমি বহুতর বিলাপ করিলেও তাহা শ্রবণ করিতেছে না[৩০-৩৫]!

দুর্য্যোধন কহিলেন, আমরা উভয় পক্ষই এক-জাতীয় এবং উভয় পক্ষই ভূমিগোচর; তবে আপনি কি নিমিত্ত কেবল পাণ্ডব-

দিগের জয়-সম্ভাবনা করিতেছেন[৩৬]? হে তাত! পাণ্ডবেরা কি, সুরগণ-সহকৃত সাক্ষাৎ শচীপতিও এই অমিত-তেজস্বী মহাধনু-র্দ্ধারী ভীষ্ম দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, জয়দ্রথ, সোমদত্ত ও অশ্বত্থামাকে সমরে পরাজয় করিতে পারেন না[৩৭-৩৮]। অস্ত্রধারী, শূর ও আর্য্য ভূমিপালগণ আমার নিমিত্ত পাণ্ডবদিগকে প্রতিবাধিত করিতে সমর্থ[৩৯]। পাণ্ডবেরা মদীয় সৈন্যগণের প্রতি নিরীক্ষণ করিতেই সমর্থ হইবে না। সপুত্র পাণ্ডবগণের সহিত সমরে যুদ্ধ করিতে আমি সম্পূর্ণ পরাক্রান্ত, সন্দেহ নাই[৪০]। হে ভারত! যে সকল পার্থিবগণ আমার প্রিয়করণে সমুৎসুক আছেন, ইহাঁরা, তন্তুদ্বারা কুরঙ্গ-শাবকদিগের ন্যায়, পাণ্ডবদিগকে শরজালে রুদ্ধ করিবে-ন[৪১]। পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ আমাদিগের প্রকাণ্ড রথ দণ্ড ও শর-জাল-দ্বারা অভিভূত হইবে; তাহার সন্দেহ নাই[৪২]।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমার এই পুত্র উন্মত্তের ন্যায় বিলাপ করিতেছে; ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সমরে পরাজয় করিতে এ কখনই সমর্থ নহে[৪৩]। সেই যশস্বী, ধর্ম্মজ্ঞ, মহাত্মা পাণ্ডবদি-গের ও তদীয় পুত্রগণের যেরূপ বলবত্তা, তাহা ভীষ্মই অবগত আছেন[৪৪]; যেহেতু ইনি সেই মহাত্মগণের সহিত যুদ্ধ করিতে নিস্পৃহ হইয়াছেন। কিন্তু হে সঞ্জয়! তুমি পুনরায় আমার নিকটে তাঁহাদিগের বিচেষ্টিত বর্ণন কর[৪৫]। কোন্ ব্যক্তি সেই প্রভা-প্রদীপ্ত, তেজঃপুঞ্জ, মহাধনুর্দ্ধারী পাণ্ডবগণকে ঘৃত-দ্বারা অনলের ন্যায় অধিকতর পুনঃপুনঃ উদ্দীপিত করিতেছে[৪৬]?

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! ধৃষ্টদ্যুম্ন সর্ব্বদাই পাণ্ডবগণকে এই বলিয়া সমুত্তেজিত করিতেছেন, "হে ভরতসত্তমগণ! যুদ্ধে প্র-বৃত্ত হও, যুদ্ধ হইতে কদাচ ভীত হইবেন না[৪৭]। তথায় দুর্য্যোধন-কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া যে কোন পার্থিবেরা ক্রোধপরীত হইয়া শস্ত্র

সঙ্কুল তুমুল সমরে সমাগত হইবে, অনুচরগণের সহিত তাঁহাদিগের সকলকেই আমি একাকী, তিমি যেমন উদকমধ্য হইতে মৎস্যজাত গ্রহণ করে, সেইরূপ করিয়া গ্রহণ করিব[৪৮-৪৯]। অপিচ উপকূল যেমন সাগরকে নিরুদ্ধ করিয়া রাখে, আমি ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, শল্য ও সুযোধনকেও সেইরূপ রোধ করিব[৫০]। ধৃষ্টদ্যুম্ন এইরূপ উক্তি করিলে ধর্ম্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে কহিলেন, হে মহাবাহো! পাণ্ডবসহ পাঞ্চালগণ তোমারই ধৈর্য্য ও বীর্য্যের উপরে অধিরোহণ করিয়া আছে; অতএব তুমি আমাদিগকে সংগ্রাম হইতে উদ্ধার কর। আমি তোমাকে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে বিশেষ-রূপে অবস্থিত এবং একাকীই কৌরবগণ-বিনিগ্রহে বিলক্ষণ সমর্থ বলিযা অবগত আছি। হে পরন্তপ! কৌরবগণ যুদ্ধাভিলাষী হইয়া সম্মুখে উপগত হইলে তুমি যেরূপ বিধান করিবে, তাহা অবশ্যই আমাদিগের শ্রেয়ঃকল্প হইবে। নীতিজ্ঞগণের মত এই যে, যে শূর পুরুষ পৌরুষ প্রদর্শন করত সংগ্রাম হইতে অপগত, ভগ্ন অথবা শরণেচ্ছুদিগের অগ্রে অবস্থান করেন তাঁহাকে সহস্র গুণ মূল্য-দ্বারা ক্রয় করিবে[৫১-৫৫]। হে নরর্ষভ! তুমি সেই রূপ শৌর্য্যশালী, বীর্য্যবান্ ও পরাক্রান্ত; অতএব সমরে ভয়ার্ত্তগণের পরিত্রাণকারী হইবে, সন্দেহ নাই[৫৬]।

কুন্তীনন্দন ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিলে, ধৃষ্টদ্যুম্ন আমাকে ভয়লেশ-পরিশূন্য এই বাক্য বলিলেন, "হে সূত! তুমি অবিলম্বে শীঘ্র গমন কর, এবং দুর্য্যোধনের সমরে দীক্ষিত যাবতীয় জানপদগণকে,—বাহ্লিক ও প্রতীপবংশধর অল্পায়ু কুরুগণকে, তথা কৃপ, কর্ণ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা জয়দ্রথ, দুঃশাসন, বিকর্ণ, রাজা দুর্য্যোধন ও ভীষ্মকে এই কথা বল,[৫৭-৫৯] যে দেবরক্ষিত ধনঞ্জয় তোমাদিগকে বধ না করেন এ নিমিত্ত কোন সাধু ব্যক্তি দ্বারাই

যুধিষ্ঠিরকে বশীভূত করা তোমাদিগের কর্ত্তব্য ; অতএব তোমরা ধর্ম্মরাজের রাজ্য প্রদান নিমিত্ত এই লোকপ্রবীব পাণ্ডুর সমীপে শীঘ্র যাত্রা কর[৬০]। সত্যবিক্রম সব্যসাচী পাণ্ডব যেরূপ যোদ্ধা' পৃথিবী-মধ্যে তাদৃশ কোন যোদ্ধাই বিদ্যমান নাই[৬১]; যেহেতু দেবগণ এই গাণ্ডীব-ধন্বার দিব্য রথ রক্ষা করিয়া থাকেন ; সুতরাং মনুষ্য-কর্ত্তৃক তাহা পরাজিত হইবার বিষয় নহে ; অতএব তোমরা যুদ্ধে চিত্তাকর্ষণ করিও না[৬২]।”

সঞ্জয়বাক্যে সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, আমি বিলাপ করিতেছি তথাপি এই মন্দমতি মূঢ়েরা' কুমার কাল হইতেই ব্রহ্মচারী' ক্ষত্রিয় তেজোযুক্ত যুধিষ্ঠিরের সহিত যুদ্ধাভিলাষী হইয়াছে?—হে ভরতসত্তম দুর্য্যোধন। যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হও! হে অরিন্দম! পণ্ডিতেরা কোন অবস্থাতেই যুদ্ধের প্রশংসা করেন না[২]। অমাত্যগণের সহিত তোমার জীবিকানির্ব্বাহার্থে পৃথিবীর অর্দ্ধাংশই যথেষ্ট; অতএব হে অরিন্দম! পাণ্ডবগণের যথোচিত অর্দ্ধাংশ প্রদান কর[৩]। তুমি মহাত্মা পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি ইচ্ছা কর, ইহা সমস্ত কৌরবেরাই ধর্ম্মযুক্ত বোধ করেন[৪]। হে পুত্র। তুমি আপনার এই সেনাগণের প্রতিই সম্যক্ রূপে দৃষ্টিপাত কর ; ইহারা তোমার মৃত্যু স্বরূপ হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে' কিন্তু তুমি মোহ প্রযুক্ত তাহা অবগত হইতে পারিতেছ না[৫]। দেখ' না আমি' না বাহ্লিক' না ভীষ্ম, না দ্রোণ, না অশ্বত্থামা, না সঞ্জয়, না সোমদত্ত, না শল, না কৃপ, না সত্যব্রত, না পুরুমিত্র' না জয়' না ভূরিশ্রবা' কেহই যুদ্ধ অভিলাষ করিতেছেন

না[৬.৭]। হে তাত! শত্রুগণ-কর্ত্তৃক পীড়িত হইলে কৌরবেরা যাঁহাদিগের উপরে নির্ভর করিবে, তাঁহারা যুদ্ধ করিতে সমুৎসুক হইতেছেন না, কিন্তু তুমি তাহাতে অভিলাষ করিতেছ[৮]। তুমি স্বয়ং অভিলাষানুসারে করিতেছ এমনও নহে; কর্ণ, পাপাত্মা দুঃশাসন সুবল-নন্দন শকুনি, ইহারাই তোমাকে প্রবৃত্ত করিতেছে[৯]।

দুর্য্যোধন কহিলেন, না আপনি, না দ্রোণ, না অশ্বত্থামা, না সঞ্জয়, না বিকর্ণ, না কাম্বোজ, না কৃপ, না বাহ্লিক, না সত্যব্রত, না পুরুমিত্র, না ভূরিশ্রবা, না আপনার অন্য কোন সম্পর্কীয় লোক, কাহারও উপরে নির্ভর না করিয়া আমি যুদ্ধার্থে স্পর্দ্ধা করিতেছি[১০-১১]। হে তাত! কেবল আমি ও কর্ণ এই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠই যুধিষ্ঠিরকে পশু করিয়া সমরযজ্ঞে দীক্ষিত হইব[১২]। আমার রথ তাহাতে বেদী হইবে; কবচ সভা হইবে; খড়্গ ও গদা স্রুব ও স্রুক্ হইবে; ঘোটক-চতুষ্টয় হোতা হইবে; শর-সকল কুশের কার্য্য করিবে এবং যশই ঘৃত-স্বরূপ হইবে[১৩]। হে নৃপতে! এইরূপে আমরা স্বয়ং আত্ম-রূপ যজ্ঞ-দ্বারা সমরে যমরাজের যজন করিয়া বিজয়লাভান্তে হতামিত্র ও শ্রীসমন্বিত হইয়া সমাগত হইব[১৪]। হে তাত! আমি, কর্ণ ও আমার ভ্রাতা দুঃশাশন, আমরা এই তিনজনেই সমরে সমস্ত পাণ্ডুগণকে নিহত করিব[১৫]। হয় আমি পাণ্ডবগণকে সংহার করিয়া এই বসুন্ধরা শাসন করিব, না হয়, আমাকে বিনষ্ট করিয়া পাণ্ডুপুত্রেরা এই অখিল ভূমণ্ডলের ভোক্তা হইবে[১৬]। হে অক্ষয়-সত্ত্ব-সম্পন্ন অবনীনাথ! আমার রাজ্য, ধন, জীবন, সকলই পরিত্যক্ত হউক, তথাপি আমি পাণ্ডবগণের সহিত কখনই একত্র অবস্থান করিতে পারিব না[১৭]। হে গুরো! সুতীক্ষ্ণ সূচীর অগ্রভাগ-দ্বারা

যাহা বিধ্য হইতে পারে, আমাদিগের তাবৎ-পরিমিত ভূমিও পাণ্ডবগণকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না[১৮]।

দুর্য্যোধনের এই বাক্যে ধৃতরাষ্ট্র ভূপতিদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভূপতিগণ! আমি দুর্য্যোধনকে ত পরিত্যাগ করিলাম, এক্ষণে তোমাদিগের নিমিত্ত শোক করিতেছি, যেহেতু তোমরা শমন-ভবনে গমনোন্মুখ এই মন্দমতির অনুগমন করিবে[১৯]। মৃগযুথ-মধ্যে ব্যাঘ্র সকলের ন্যায়, প্রহারিশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা, সমরে সমবেত তোমাদিগের মধ্যে প্রধান প্রধান সৈনিকগণকে নিশ্চয়ই নিহত করিবে[২০]; আমার বোধ হইতেছে যেন দীর্ঘবাহু সাত্যকি, করতল-গৃহীতা বিমর্দ্দিতা সীমন্তিনীর ন্যায় ভারতীসেনাকে স্ববশে আনয়ন ও প্রধর্ষণ করত প্রতিকূলে বিক্ষিপ্তা করিতেছেন[২১]। ফলত, মধুবংশধর সাত্যকি, পার্থের সম্পূর্ণ বলকে অধিকতর পরিপূর্ণ করিয়া, বীজের ন্যায় শর-নিকর বপন করত সমরে অবস্থান করিবেন[২২]। ভীমসেন, যুদ্ধে প্রবৃত্ত সৈন্যগণের প্রমুখে অবস্থিত থাকিবে, এবং সৈনিকেরা তাহাকে দুর্গের ন্যায় জ্ঞান করিয়া সকলেই অকুতোভয়ে আশ্রয় করিবে[২৩]। যখন তোমরা দেখিবে, ভীমসেন পর্ব্বত প্রতিম কুঞ্জর পুঞ্জকে নিপাতিত করিয়াছে; তাহাদিগের দন্ত সমুদায় বিশীর্ণ এবং কুম্ভ সকল বিদীর্ণ ও শোনিতাক্ত হইয়াছে; তাহারা বিশীর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় রণক্ষেত্রে শয়ন রহিয়াছে; তখনই ভীমসেনের আক্রমন ভয়ে ভীত হইয়া আমার এই বাক্য স্মরণ করিবে[২৪ ২৫]। যখন ভীমরূপ হুতাশনে তুরঙ্গ, মাতঙ্গ, শতাঙ্গ ও সৈন্যগণ, অগ্নিপথের ন্যায় নিঃশেষে দগ্ধ হইতে দেখিবে, তখনই তোমরা আমার এই বাক্য স্মরণ করিবে[২৬]। তোমরা যদি পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি না কর, তাহা হইলে তোমাদিগের মহাভয় আগত হইবে; ভীমের গদা-

যাতে নিহত হইয়াই তোমরা শান্তি লাভ করিবে[২৭]। যখন কৌরব বল ছিন্ন মহাবনের ন্যায় ভীমসেন-কর্ত্তৃক পাতিত অবলোকন করিবে, তখনই তোমরা আমার এই বাক্য স্মরণ করিবে[২৮]।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, মহারজ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র সেই সমস্ত পৃথিবীপতিদিগকে এই কথা বলিয়া পুনরায় সঞ্জয়কে সম্ভাষণপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন[২৯]।

ধৃতরাষ্ট্র-বাক্যে অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৮ ॥

ঊনষষ্ঠিতমঅধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ! মহাত্মা বাসুদেব ও ধনঞ্জয় যে কথা বলিয়াছেন, তাহা আমার সমীপে কীর্ত্তন কর; তোমার বাক্য শ্রবণ করিতে আমি ইচ্ছা করিতেছি[১]।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! আমি কৃষ্ণার্জ্জুনকে যেরূপ দর্শন করিলাম, তাহা শ্রবণ করুন। সেই বীরদ্বয় যাহা কহিয়াছেন, তাহাও আপনাকে বলিব[২]। সেই নরদেব-যুগলের সমীপে কথাপ্রসঙ্গ করিবার নিমিত্ত আমি সংযত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া নম্রবদনে পদাঙ্গুলি নিরীক্ষণ করিতে করিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলাম[৩]। মহারাজ! যেস্থানে কৃষ্ণার্জ্জুন এবং ভামিনী দ্রৌপদী ও সত্যভামা অবস্থান করেন, সে স্থানে অভিমন্যু অথবা নকুল সহদেবও গমন করিতে পারেন না[৪]। তথায় ঐ অরিন্দমেরা উভয়েই মাধ্বী-সুরাপানে মত্ত, চন্দন-চর্চ্চিত এবং মাল্য, উত্তম বস্ত্র ও দিব্যআভরণে-ভূষিত হইয়া বহুরত্ন-বিচিত্রিত, বিবিধ আস্তরণাকীর্ণ, কাঞ্চন-ময় মহাসনে আসীন ছিলেন[৫-৬]। দেখিলাম, কেশবের চরণ যুগল অর্জ্জুনের ক্রোড়ে এবং মহাত্মা অর্জ্জুনের এক চরণ দ্রুপদ নন্দিনীর অঙ্কে ও অন্যচরণ সত্য ভামার অঙ্কে আরোপিত আছে[৭]। তখন ধনঞ্জয়

আমারে কাঞ্চনময়-পাদপীঠ প্রদান করিলেন; কিন্তু আমি কর-দ্বারা তাহা স্পর্শ করিয়া ভূতলে উপবেশন করিলাম[৮]। যখন পার্থ পাদপীঠ হইতে পাদদ্বয় উত্তোলন করিলেন, তখন দেখিলাম তাহা অতীব শুভলক্ষণাক্রান্ত। তাহার তলদেশে ঊর্দ্ধরেখা রহিয়াছে[৯]। মহারাজ! শ্যামকলেবর, বৃহদাকার, তরুণ-বয়স্ক, শাল-স্কন্ধের ন্যায় উদ্দাত্ত কৃষ্ণার্জ্জুনকে একাসনে আসীন নিরীক্ষণ করিয়া আমি মহাভয়াবিষ্ট হইলাম[১০]। মন্দাত্মা দুর্য্যোধন ভীষ্ম ও দ্রোণের প্রশ্রয়ে এবং কর্ণের আত্মশ্লাঘায় ইন্দ্র ও বিষ্ণু সদৃশ এই উভয় বীরকে অবগত হইতে পারেন নাই[১১]। তৎকালে আমার নিশ্চয় বোধ হইল, এই বীর-দ্বয় যাঁহার নিদেশবর্ত্তী, সেই ধর্ম্ম-রাজের মানসিক সঙ্কল্প অবশ্যই সিদ্ধ হইবে[১২]। আমি অন্ন পান ও বস্ত্রাভরণ-দ্বারা সংকৃত হইয়া এবং মধুর সম্ভাষণাদি অন্যান্য সৎক্রিয়া লাভ করিয়া মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন-পূর্ব্বক আপনার সন্দেশ বাক্য নিবেদন করিলাম[১৩]। তখন ধনঞ্জয় ধনুর্গুণ-কিণাঙ্কিত কর-দ্বারা কেশবের শুভলক্ষণ-যুক্ত পদ আনমন করত বাক্য-প্রয়োগ নিমিত্ত তাঁহাকে নিয়োজিত করিলেন[১৪]। সর্ব্বাভরণ-ভূষিত, ইন্দ্র-বীর্য্যোপম, বাগ্মিশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণও ইন্দ্রকেতুর ন্যায় উত্থিত হইয়া উপবেশন-পূর্ব্বক আমাকে কথনযোগ্যা, আহ্লাদকরী, ধার্ত্ত-রাষ্ট্রগণের ত্রাস-বিধায়িনী, মৃদুপূর্ব্বা, সুদারুণ বাণী দ্বারা সম্ভাষণ করিলেন[১৫.১৬]। পশ্চাৎ আমি বচনযোগ্য কৃষ্ণের সেই উপদেশাক্ষর-সমন্বিত, ইষ্টার্থযুক্ত, হৃদয়শোষণ বাক্য শ্রবণ করিলাম[১৭]

বাসুদেব কহিলেন, "হে সঞ্জয়! তুমি আমাদিগের বাক্যানুসারে জ্যেষ্ঠদিগকে অভিবাদন আর কনিষ্ঠদিগকে কুশল জিজ্ঞাসা করণানন্তর কুরু প্রধান ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যের শ্রুতিগোচরে মনীষী ধৃতরাষ্ট্রকে এই কথা কহিবে যে, তোমাদিগের মহাভয় আগত

হইল। তোমরা এই সময়ে ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা দান করত বিবিধ যজ্ঞ-দ্বারা যজন, পুত্রদারাদির সহিত সুখ সম্ভোগ, সৎপাত্রে অর্থ প্রদান অভিলষিত পুত্র লাভ ও প্রিয়জনের প্রতি প্রিয়াচরণ কর; যেহেতু রাজা যুধিষ্ঠির বিজয়-বিষয়ে ত্বরান্বিত হইতেছেন[১৮-২১]। আমি দ্রৌপদীর বস্ত্রাপহরণ সময়ে অতি দূরে ছিলাম, তিনি যে সেই সময়ে করুণ স্বরে হা গোবিন্দ! হা গোবিন্দ! বলিয়া বারম্বার রোদন করিয়াছিলেন; কিন্তু আমি সমুপস্থিত হইতে পারি নাই, কেবল মাত্র বস্ত্র প্রদান করিয়াছিলাম, এক্ষণে সেই ঋণ ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, অতএব কৌরবগণের বিনাশ বিনা তন্নিবন্ধন যন্ত্রণা আমার হৃদয় হইতে অপসারিত হইতেছে না[২২]। তেজোময় দুরাধর্ষ গাণ্ডীব যাঁহার শরাসন এবং মৎসদৃশ সেই সব্যসাচীর সহিত তোমাদিগের শত্রুতা হইয়াছে[২৩]। কালপ্রেরিত না হইলে কোন্ ব্যক্তি মদ্দ্বিতীয় পার্থকে যুদ্ধে প্রার্থনা করিতে অভিলাষ করে? অন্যের কথা দূরে থাকুক, সাক্ষাৎ পুরন্দরও পারেন না[২৪]। যিনি অর্জ্জুনকে সমরে জয় করিতে পারেন; তিনি ক্রুদ্ধ হইলে বাহুযুগল-দ্বারা ধরাকে উদ্বহন, সমস্ত প্রজাপুঞ্জ দহন, ও স্বর্গ হইতে দেবগণকেও পাতিত করিতে সমর্থ হন[২৫]। ফলতঃ, আমি দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অসুর, মনুষ্য ও পন্নগগণ-মধ্যে এমন ব্যক্তিকে দেখিতে পাই না যে, সমরে সব্যসাচীর অভিমুখে গমন করিতে পারে[২৬]। বিরাটনগরে একের ও বহু-সংখ্য যোধগণের মধ্যে সেই যে মহান্ অদ্ভুত ব্যাপার শ্রবণ করা যায়, তাহাই ইহার যথেষ্ট নিদর্শন[২৭]।--বিরাট-নগরে তোমরা একাকী পাণ্ডুপুত্র ধনঞ্জয়-কর্ত্তৃক ভগ্ন হইয়া দিগ্‌দিগন্তরে যে পলায়ন করিয়াছিলে, তাহাই ইহার যথেষ্ট নিদর্শন[২৮]। বল, বীর্য্য, তেজ, শীঘ্রতা লঘুহস্ততা অবিষাদ

ধৈর্য্য, একাধারে এই কয়েকটি গুণ পার্থ ভিন্ন অন্যত্র বিদ্যমান নাই[২৯]"।

মহারাজ! যেমন বর্ষাকালে পাকশাসন গগণে গর্জ্জন পূর্ব্বক বারিবর্ষণ করেন; সেই রূপ হৃষীকেশ গর্জ্জন করিতে করিতে বচনাবলি-দ্বারা পার্থকে আনন্দিত করত এইরূপ কহিলেন[৩০]। শ্বেতবাহন কিরীটী অর্জ্জুনও কেশবের বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই লোমাঞ্চ-কর মহাবাক্যের উল্লেখ করিলেন[৩১]।

সঞ্জয়-বাক্যে একোনষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৯ ॥

ষষ্টিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর প্রজ্ঞানেত্র নরেশ্বর রাজা ধৃতরাষ্ট্র, সঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাহার দোষ-গুণ-পর্য্যালোচনে প্রবৃত্ত হইলেন[১]। পুত্রগণের বিজয়কামী বিচক্ষণ বুদ্ধিমান্ মহীপতি যথামতি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম-রূপে গুণ দোষ গণনা করিয়া এবং উভয় পক্ষের বলাবল যথার্থরূপে অবধারিত করিয়া প্রভাব উৎসাহ ও মন্ত্র-জনিত ত্রিবিধ শক্তি-সংখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন[২-৩]; পরিশেষে পাণ্ডবগণকে দেব-মানুষ-সম্বন্ধীয় তেজ ও শক্তি-সম্পন্ন এবং কৌরবগণকে অল্পতর শক্তিশালী স্থির করিয়া দুর্য্যোধনকে কহিলেন[৪], হে দুর্য্যোধন! আমার চিরকাল এই চিন্তা হইতেছে; কিছুতেই ইহার নিবৃত্তি হয় না। কেবল অনুমানাধীন নহে, আমি ইহা প্রত্যক্ষই সত্য বোধ করিতেছি[৫]। সকল জীবই পুত্রগণের প্রতি স্নেহ করে এবং সাধ্যানুসারে তাহাদিগের প্রিয় ও হিতানুষ্ঠানও করিয়া থাকে[৬]। যাঁহারা উপকার করেন, তাঁহাদিগের পক্ষেও প্রায় এইরূপ লক্ষিত হয়। সাধুরা উপকারীদিগের বহুতর উৎকৃষ্ট প্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা প্রত্যুপকার করিতে সম্পূর্ণ অভিলাষ

করেন[৭]। অতএব হুতাশন খাণ্ডবারণ্যে অর্জ্জুনকৃত উপকার স্মরণ করত এই ভয়ঙ্কর কুরু-পাণ্ডব-যুদ্ধে অবশ্যই তাঁহার সাহায্যকারী হইবেন[৮] এবং সম্যক্-রূপে আহূত হইলে, ধর্ম্মাদি দেবগণও পুত্র প্রেমে পাণ্ডবগণের প্রতি যুগপৎ অনুকূল হইয়া সাহায্যার্থে আগমন করিবেন[৯]। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, এই সকল দেবতা পাণ্ডবগণকে ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাদির ভয় হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অশনি-সদৃশ ভীষণ ক্রোধ প্রাপ্ত হইবেন[১০]। অতএব সেই বীর্য্যশালী, অস্ত্রপারপ্রাপ্ত, নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা দেবগণ-সহকৃত হইলে, মানুষে আর তাহাদিগের প্রতি নিরীক্ষণ করিতেই সমর্থ হইবে না[১১]। যাঁহার দেবলোক-সম্ভূত দুরাসদ উৎকৃষ্ট গাণ্ডীব শরাসন, বরুণ-প্রদত্ত শস্ত্রপূর্ণ অক্ষয় দিব্যতূণীর-দ্বয়[১২], কুত্রাপি নির্লিপ্ত, ধূমের ন্যায় গতি-বিশিষ্ট দিব্য কপিধ্বজ এবং পৃথিবী-মধ্যে অতুল্য রথ[১৩]; যাঁহার শত্রুকুল-ভয়ঙ্কর মহামেঘ-সদৃশ ও মহাবজ্র-সম ঘোর নিনাদ জনগণ-কর্ত্তৃক শ্রুত হইয়া থাকে[১৪]; সমস্ত লোকে যাঁহারে বীর্য্যে লোকাতীত জ্ঞান করে এবং ভূপালগণ যাঁহাকে সমরে দেবগণেরও জেতা বলিয়া অবগত আছেন;[১৫] যিনি এককালে পঞ্চশত বাণ গ্রহণ করত নিমেষমাত্রে সুদূরে নিক্ষিপ্ত করেন, অথচ কেহই তাহা দেখিতে পায় না;[১৬] বাহুবীর্য্যে কার্ত্তবীর্য্য সদৃশ, যুদ্ধার্থে অবস্থিত, রথিশ্রেষ্ঠ, অরিন্দম যে পার্থকে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, মদ্ররাজ শল্য ও মধ্যস্থ মানবগণ, অলৌকিক-পরাক্রমশালী ভূপালগণেরও অপরাজেয় বলিয়া ব্যাখ্যা করেন; যিনি একবেগে পঞ্চ শত শর নিক্ষেপ করিয়া থাকেন; সেই মহাধনুর্দ্ধর মহেন্দ্র ও উপেন্দ্র-তুল্য বিক্রমশালী ধনঞ্জয়কে আমি যেন এই মহাভয়ঙ্কর সমরে সৈন্য-সমূহ সংহার করিতে অবলোকন করিতেছি[১৭-২০]। হে ভারত! সমস্ত

দিবারাত্র এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, কি প্রকারে কৌরবগণের শান্তি হইবে, সেই ভাবনাতেই নিমগ্ন হইয়া আমি নিদ্রা-শূন্য ও সুখহীন হইয়া রহিয়াছি[২১]। হে তাত! কুরুগণের এই সুমহান্ বিধ্বংস উপস্থিত, অতএব যদি শান্তি ভিন্ন এই কলহের অন্তকারী অন্য কোন উপায় থাকে, তবে পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি করাই আমার নিত্য-স্পৃহণীয়, বিগ্রহ নহে; কেননা আমি পাণ্ডবগণকে কুরুগণ অপেক্ষা সমধিক শক্তি সম্পন্ন জ্ঞান করিতেছি[২২-২৩]।

ধৃতরাষ্ট্র-বিবেচনে ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬০ ॥

একষষ্টিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অতি কোপন স্বভাব ধৃতরাষ্ট্র-তনয়, পিতার এই বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পুনরায় এই কথা বলিলেন[১], হে রাজ-সত্তম! আপনি যে দেব-সচিব পাণ্ডবগণকে অপরাজেয় বিবেচনা করিতেছেন, আপনার সে ভয় অপগত হউক[২]। হে ভারত! পূর্ব্বে দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব, মহাতপা নারদ ও জমদগ্নি নন্দন পরশুরাম আমাদিগকে এই কথা বলিয়াছিলেন যে, কাম দ্বেষের অসংযোগ, লোভ ও বিষয়-সকলের প্রতি উপেক্ষা দ্বারাই দেবতারা দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন[৩-৪]। হে ভরতর্ষভ! দেবগণ মানুষের ন্যায় কাম, লোভ, দয়া অথবা দ্বেষের বশীভূত হইয়া কদাচ কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হন না[৫]। অগ্নি, বায়ু, ধর্ম্ম, ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমার-দ্বয় যদি কাম-নায় অনুগত হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা হইলে আর পাণ্ডবগণেরা দুঃখ প্রাপ্ত হইত না[৬]। অতএব হে ভারত! আপনি কোন ক্রমেই এ চিন্তা করিবেন না, কেননা এই দেবতারা শম-দমাদি দৈবভাব-সকলের প্রতি নিত্যকাল অপেক্ষা রাখেন[৭]। তবে যদি কামযোগ-

বশত ইহঁাদিগের দ্বেষ ও লোভ লক্ষিত হয়, তাহা হইলে বেদ-প্রামাণ্য অনুসারে কদাচ বিক্রম প্রকাশ করিতে পারিবে না[৮]। অগ্নি-যদি সর্ব্বদিকে ব্যাপ্ত হইয়া সকল লোক-দংনেচ্ছু হন, তথাপি আমা-কর্ত্তৃক মন্ত্রপূত হইয়া তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবেন[৯]। হে ভারত। দেবগণ পরম তেজোযুক্ত, কিন্তু তাঁহাদিগের অপেক্ষাও আমার তেজ অনুপম জানিবেন[১০]। হে রাজন্ বসুন্ধরা বিদীর্য্যমানা অথবা অচল-শিখর সমস্ত বিদীর্ণ হইলেও আমি লোক-সমক্ষে মন্ত্রপূত করত পুনরায় তৎসমুদায় যথাস্থানে স্থাপিত করিতে পারি[১১]। এই চেতনাচেতনাত্মক স্থাবর জঙ্গম জগতের বিনাশ নিমিত্ত যে ভীষণ প্রস্তর বৃষ্টি ও যে সমীরণ মহাশব্দ করিয়া সমুৎপন্ন হয়, আমি প্রাণিগণের প্রতি অনুকম্পা করিয়া সমস্ত জগতের সাক্ষাতেই তাহা পুনঃপুন নিবারণ করিতে পারি[১২-১৩]। আমি জল-সকল স্তম্ভিত করিলে তন্মধ্যে রথ পদাতি-সমস্তও গমন করিতে পারে; অতএব আমিই একাকী সুরাসুর-সম্বন্ধীয় যাবতীয় জীবগণের প্রবর্ত্তয়িতা[১৪]। কোন কার্য্যোপলক্ষে আমি অক্ষৌহিণীগণে পরিবৃত হইয়া যে সকল দেশে গমন করি, তথায় যেখানে যেখানে ইচ্ছা করি, সেই সেই স্থলে আপনা হইতেই আমার অশ্বগণ গমন করিতে প্রবৃত্ত হয়[১৫]; আমার অধিকারে ভুজঙ্গ প্রভৃতি ভীষণ জন্তু সকল নাই; প্রাণিগণ মন্ত্রবলে রক্ষিত হওয়ায় হিংস্রকেরা আর তাহাদিগকে হিংসা করিতে পারে না[১৬]। হে রাজন্! জলধর আমার অধিকারস্থ লোকদিগের পক্ষে নিকামবর্ষী অর্থাৎ যথেষ্ট-জলদায়ী হয়। আমার প্রজাগণ সকলেই ধর্ম্মিষ্ঠ, সুতরাং আমার অধিকারে অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি-প্রভৃতি শস্য-হানিকর উৎপাত-সকলেরও সম্ভাবনা নাই[১৭]। অতএব আমার শত্রুগণকে রক্ষা করিতে, কি অশ্বিনীকুমার-দ্বয়, কি অগ্নি, কি মরুদ্গণ-সহ বাসব,

কিঁ ধর্ম্মা, কেহই উৎসাহান্বিত হইবেন না[১৮]। ইঁহারা যদি আমার শত্রুদিগকে বলপূর্ব্বক পরিত্রাণ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে আর পাণ্ডবগণকে ত্রয়োদশ বৎসর দুঃখ ভোগ করিতে হইতনা[১৯]। আমি আপনাকে ইহা সত্য বলিতেছি যে, আমার দ্বেষভাজন ব্যক্তিকে না দেব, না গন্ধর্ব্ব, না অসুর, না নিশাচর কেহই পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হইবে না[২০]। হে পরন্তপ! মিত্রগণ কি অমিত্রগণ উভয়ের পক্ষেই আমি চিরকাল শুভ বা অশুভ, যাহা চিন্তা করি, পূর্ব্বে আর কখনই তাহাতে আমার অনিষ্ট ঘটনা হয় নাই[২১]। অথবা যে কোন বিষয়ে 'ইহা হইবে' এই কথা বলি, পূর্ব্বে আর কখন তাহা অন্যথা হয় নাই, এই নিমিত্তে লোকে আমারে সত্যবাক্ বলিয়া জানে[২২]। হে নৃপ! সকল লোকেই আমার এই দিগ্বিখ্যাত মাহাত্ম্যের সাক্ষী আছে; আমি কেবল আপনার আশ্বাসন নিমিত্তেই আমি ইহা উক্ত করিলাম, শ্লাঘা করিয়া নহে[২৩]। হে রাজন্! আমি পূর্ব্বে আর কদাচ শ্লাঘা করি নাই; কেননা আপনাকে প্রশংসা করা অসতের আচরণ[২৪]। আপনি পাণ্ডব, মৎস্য, পাঞ্চাল ও কেকয়গণকে এবং সাত্যকি ও বাসুদেবকেও আমা কর্ত্তৃক পরাজিত শ্রবণ করিবেন[২৫]। যেমন তরঙ্গিনী সকল সাগর প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বতোভাবে বিনষ্ট হয়, সেইরূপ পাণ্ডবগণ আমার সহিত সমাগত হইলেই সবংশে বিনষ্ট হইবে[২৬]। তাহাদিগের অপেক্ষা আমার বুদ্ধি, তেজ, বীর্য্য, বিদ্যা ও উপায়, সকলই সমধিক শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট[২৭]। অস্ত্র-বিষয়ে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, শল্য ও শল, যাহা অবগত আছেন, তাহা সকলই আমাতে বিদ্যমান আছে[২৮]।

হে ভারত! অরিন্দম ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনের কথিত সমস্ত বাক্য সঞ্জয়কে কথনানন্তর পাণ্ডবানুরক্ত বৈশ্যা পুত্র যুযুৎসুর কার্য্য

সমস্ত পরিজ্ঞাত হইয়া পুনর্ব্বার অর্জুন মাহাত্ম্য জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন[৯]।

দুর্য্যোধন-বাক্যে একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৬১॥

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে সেইরূপে অর্জুন মাহাত্ম্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন এমন সময়ে, কর্ণ অতি-বিচিত্র-বীর্য্যশালী সেই রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে চিন্তা না করিয়া কুরুসভা-মধ্যে ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রকে প্রহর্ষিতা করত কহিলেন[১], পূর্ব্বে আমি মিথ্যা প্রতিজ্ঞা করিয়া অর্থাৎ "আমি ব্রাহ্মণ-কুমার" এইরূপ ছল করিয়া পরশুরামের নিকট হইতে ব্রহ্মময় অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা তিনি অবগত হইয়া তৎকালেই কহিলেন, "তোমার অন্ত-কালে এ অস্ত্রের প্রতিভা থাকিবে না[২]" সেই মহর্ষি গুরুদেব তাদৃশ মহাপরাধেও আমাকে এই মাত্র শাপ প্রদান করিয়া-ছিলেন; সেই তীব্রতেজা মহর্ষি ক্রুদ্ধ হইলে সসাগরা বসুন্ধরাকেও দগ্ধ করিতে পারেন[৩], কিন্তু আমি শুশ্রূষা ও স্বীয় পৌরুষ-দ্বারা তাঁহার মনপ্রসাদিত করিয়াছিলাম। আমার সেই অস্ত্র বিদ্যমান আছে এবং পরমায়ুরও অবশেষ আছে, অতএব ধনঞ্জয়কে জয় করা আমারই ভার; আমি তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ সমর্থ[৪]। ঋষির সেই প্রসাদ লাভ করিয়া আমি পাঞ্চাল, করূষও মৎস্যগণ এবং পুত্র-পৌত্র-সহ পাণ্ডবগণকে নিমেষ মাত্রে নিহত করিয়া শস্ত্র-বিজিত সমস্ত লোকই প্রাপ্ত হইব[৫]। ভীষ্ম, দ্রোণ ও প্রধান প্রধান নরেন্দ্র-গণ, সকলেই আপনার সমীপে অবস্থান করুন; আমি স্বকীয় প্রধান বলমাত্র-সহকারে সমরে গমন পূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে নিহত করিব; ইহা আমারই ভার[৬]।

কর্ণ এইরূপ কহিতেছেন, এমন সময়ে ভীষ্ম তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, হে কর্ণ! কালপ্রভাবে তোমার নিতান্ত বুদ্ধি-ভ্রংশ হইয়াছে; তুমি অনর্থক শ্লাঘা করিতেছ কেন? ইহা কি তুমি জান না যে, প্রধান হত হইলেই ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রেরা নিহত হইবে[৭]? ধনঞ্জয় কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া খাণ্ডব দহন করত যে কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া তোমার সবন্ধুবান্ধবে আত্মাকে উপশম করাই কর্ত্তব্য[৮]। ত্রিদশাধিপতি মহাত্মা ভগবান্ মহেন্দ্র তোমাকে যে শক্তিটি প্রদান করিয়াছেন, সমর সময়ে চক্রীর চক্রাঘাতে তাহাকে বিশীর্ণা ও ভস্মীকৃতা হইতে অবলোকন করিবে[৯]। অহে কর্ণ! সর্পমুখ-নামে তোমার যে শরটি প্রদীপ্ত হইতেছে; যাহাকে তুমি মনোহর মাল্য দ্বারা সর্ব্বদা প্রযত্ন-সহকারে পূজা করিয়া থাক; সেইশর অর্জ্জুনের শর-নিকরে অভিহত হইয়া তোমার সহিত বিনাশ প্রাপ্ত হইবে[১০]। অহে কর্ণ! যিনি প্রগাঢ় তুমুল সমরে তোমার সদৃশ এবং তোমা অপেক্ষাও সমধিক শ্রেষ্ঠ শত্রুগণকে নিহত করিয়াছেন, বাণ ও ভূমিপুত্র নরকের নিগ্রহকারী সেই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে রক্ষা করিতেছেন[১১]।

কর্ণ কহিলেন, মহাত্মা যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ বর্ণিত হইলেন, সেইরূপই, বরং তদপেক্ষাও তিনি শ্রেষ্ঠ, সন্দেহ নাই; কিন্তু আমি যে কিঞ্চিৎ পরুষ-বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি, তাহার ফল আপনি শ্রবণ করুন[১২]। আমি এই শস্ত্র-সমস্ত পরিত্যাগ করিলাম; পিতামহ আমাকে আর কদাপি যুদ্ধে দেখিতে পাইবেন না, সভাতেই দেখিবেন।—হে পিতামহ! আপনি শান্তভাব অবলম্বন করিলে ভূমণ্ডলস্থ সমুদয় ভূপালগণ আমার প্রভাব সন্দর্শন করিবেন[১৩]।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! সেই মহাধনুর্দ্ধারী কর্ণ এইরূপ কহিয়া সভা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক স্বভবনে গমন করিলেন।

তখন ভীষ্ম হাস্য করত কুরুগণ-মধ্যে দুর্য্যোধনকে বলিলেন[১৪], সূত-পুত্র কর্ণ সত্যপ্রতিজ্ঞ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে; কিন্তু সে অবন্তিপতি, কলিঙ্গরাজ, জয়দ্রথ, চেদিপতি ও বাহ্লিক-প্রভৃতি বিদ্যমানে 'আমিই শত্রুগণের শত শত, সহস্র সহস্র সর্ব্বদা নিহত করিব' বলিয়া যে ভার গ্রহণ করিল, তাহা কিরূপে সহ্য করিবে? এই দেখ, ভীমসেন ব্যূহের প্রতিকূল ব্যূহ রচনা-পূর্ব্বক মস্তক-সমস্ত চূর্ণ করিয়া লোক-সংহারে প্রবৃত্ত হয়[১৫.১৬]। নরাধম কর্ণ যৎকালে অনিন্দনীয় ভগবান্ পরশুরাম-সন্নিধানে "আমি ব্রাহ্মণ" এই কথা বলিয়া অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিল, তখনই তাহার ধর্ম্ম ও তপস্যা বিনষ্ট হইয়াছে[১৭]।

হে নৃপ ভীন্দ্র! ভীষ্ম সেই কথা কহিলে এবং কর্ণ অস্ত্র পরিত্যাগ-পূর্ব্বিক গমন করিলে, ধৃতরাষ্ট্র নন্দন অল্পবুদ্ধি দুর্য্যোধন শান্তনু-নন্দনকে সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন[১৮]।

কর্ণাদি-বাক্যে দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬২ ॥

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে পিতামহ! পাণ্ডবেরা সকলেই মনুষ্য-গণ-মধ্যে তুল্য রূপ এবং সকলেই তুল্য-জন্মা; তবে আপনি তাহাদিগেরই একান্ত জয় স্থির করিতেছেন কেন[১]? দেখুন, বীর্য্য, পরাক্রমে, বয়সে, বুদ্ধিতে, শাস্ত্র-জ্ঞানে, অস্ত্র-শিক্ষায়, যুদ্ধাভ্যাসে, শীঘ্রত্বে ও কৌশলে, তাহারা এবং আমরা সকলেই সমান, সকলেই সমজাতীয় এবং সকলেই মনুষ্যযোনি; তবে তাহা-দিগেরই বিজয় হইবে, ইহা কিরূপে আপনি অবগত হইতে-ছেন? হে রাজন্! আমি না আপনাতে, না দ্রোণে, না কৃপে, না বাহ্লীকে, না অন্য কোন নরেন্দ্রে, কাহারও উপরে নির্ভর না

করিয়াই পরাক্রম প্রকাশের উপক্রম করিতেছি। আমি, বৈকর্ত্তন কর্ণ, আর আমার ভ্রাতা দুঃশাসন, আমরা এই তিন জনেই সমরে নিশিত শর-নিকর-দ্বারা পঞ্চ পাণ্ডবকে নিহত করিব; পরিশেষে বহুল-দক্ষিণা-যুক্ত বহুবিধ মহাযজ্ঞদ্বারা এবং গো অশ্ব ও ধনরাশি-দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে পরিতৃপ্ত করিব। মদীয় সৈন্যাধ্যক্ষগণ যখন তন্তু-দ্বারা সমাকুলিত মৃগশাবক-সমূহের ন্যায় এবং বাহুজালে সমাকুলিত জল মধ্যগত তরণী-বিহীন ব্যক্তিদিগের ন্যায় শত্রু-দিগকে রথ-কুঞ্জর-নিকরে সমাকুল অবলোকন করিয়া পরিবেষ্টিত করিবে, তখনই পাণ্ডবেরা এবং সেই বাসুদেব দর্প পরিহার করিবে[২-৮]।

বিদুর কহিলেন, নিশ্চিতদর্শী পণ্ডিতেরা ইহলোকে দমকেই পরম শ্রেয়ঃসাধন বলিয়া থাকেন; বিশেষত, ব্রাহ্মণের পক্ষে দম সনাতন ধর্ম্ম[৯]। দমসম্পন্ন ব্যক্তির দান, ক্ষমা ও সিদ্ধি প্রকৃত-রূপে উপপন্ন হয়। দম দান, তপস্যা, জ্ঞান ও অধ্যয়নের অনুবর্ত্তন এবং তেজের সংবর্দ্ধন করে। দমই উত্তম পবিত্র বস্তু। দমপ্রভাবে পুরুষ বিগত-পাপ ও সমৃদ্ধতেজা হইয়া পরম পদার্থ লাভ করেন[১০.১১]। রাক্ষস হইতে প্রাণিগণের যেরূপ ভয় হয়, অদান্ত লোক সকল হইতেও সর্ব্বদা সেইরূপ ভয় হইয়া থাকে। অদান্তদিগের দমন নিমিত্তই ব্রহ্মা ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন[১২]। পণ্ডিতেরা আশ্রম-চতুষ্টয়েতেই দমকে উত্তম ব্রত বলিয়া বর্ণন করেন। দম যে সকল গুণের উৎপত্তি-হেতু হয়, তৎসমুদায়কে উহার লক্ষণ বলিতে হইবে[১৩]। হে রাজেন্দ্র! যাঁহার ক্ষমা, ধৃতি, অহিংসা, সমদর্শিতা, সত্য, সরল ও ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, ধৈর্য্য, প্রিয়ভাষিতা, লজ্জা, অচঞ্চলতা, অকার্পণ্য, অক্রোধ, সন্তোষ ও শ্রদ্ধালুতা থাকে, সেই মহাপুরুষকেই দান্ত বলা যায়[১৪-১৫]। দান্ত পুরুষ কাম,

লোভ, দর্প, ক্রোধ, নিদ্রা, শ্লাঘা, অভিমান, ঈর্ষা ও শোক, এ সকলের সেবা করেন না। অকুটিলতা, অশঠতা ও শুদ্ধতা, ইহাই দান্তের লক্ষণ[১৬]। যে পুরুষ অলোলুপ, অল্পপ্রার্থী, কাম-সমস্তের অবিচিন্তনকারী ও সমুদ্রবৎ গম্ভীর হন, তিনিই দান্ত বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হন[১৭]। সুচরিত্র, শীল-সম্পন্ন, শুদ্ধচিত্ত, আত্মতত্ত্বজ্ঞ, বিজ্ঞানবান্ পুরুষ ইহলোকে সম্মান ভাজন হইয়া পরলোকে সদ্গতি লাভ করেন[১৮]। প্রাণিগণ হইতে যাঁহার ভয় নাই এবং প্রাণিগণেরও যাঁহা হইতে ভয়ের সম্ভাবনা হয় না; যিনি সর্ব্বভূতের হিতকারী ও বন্ধু, সেই পরিণত-বুদ্ধি পুরুষই পুরুষোত্তম বলিয়া বিখ্যাত হন। তাঁহা হইতে কোন মনুষ্যই উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না। প্রজ্ঞায় পরিতৃপ্ত হওয়ায় তিনি সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর হইয়া প্রশান্ত থাকেন[১৯-২০]। পূর্ব্ব কালে শিষ্টলোকদিগের যজ্ঞাদি কর্ম্ম-দ্বারা যাহা অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং বর্ত্তমান কালে সাধুরা যাহার আচরণ করিয়া থাকেন, তাহাই অবলম্বন করিয়া শম-পরায়ণ দান্ত পুরুষেরা আনন্দিত হন[২১]। অথবা জ্ঞানে তৃপ্ত হওয়ায় যে জিতেন্দ্রিয় পুরুষ নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থাৎ কাম্য-কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সময় প্রতীক্ষা করত ইহলোকে বিচরণ করেন, তিনি ব্রহ্মত্ব লাভের উপযুক্ত হন[২২]। গগণে বিহঙ্গগণের সঞ্চরণ-মার্গ যেমন উপলব্ধ হয় না, সেইরূপ প্রজ্ঞান-তৃপ্ত মুনিগণের পথও দৃষ্ট হইবার নহে[২৩]। অথবা যিনি গৃহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সন্ন্যাস-ধর্ম্মেতেই অভিমনস্ক করেন, স্বর্গলোকে তাঁহার শাশ্বত তেজোময় লোক-সমস্ত কল্পিত হয়[২৪]।

বিদুর-বাক্যে ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৩॥

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

বিদুর কহিলেন, হে তাত! প্রাচীন লোকের মুখে শ্রবণ করিয়াছি,

কোন পক্ষিহন্তা পক্ষি ধৃতকরিবার নিমিত্ত ভূমিতে পাশ যোজনা করিয়াছিল[১]। তাহাতে দুইটি সহচারী বৃদ্ধ পক্ষী যুগপৎ বদ্ধ হইবা মাত্র সেই পাশ গ্রহণ-পূর্ব্বক উভয়েই আকাশে উড্ডীন হইল[২]। তখন সেই দরিদ্র পক্ষিহন্তা তাহাদিগকে গগণাক্রান্ত অবলোকন করিয়া তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল[৩]। মৃগয়ু শকুনার্থী হইয়া সেইরূপে অনুধাবন করিতেছে, এমন সময়ে, আহ্নিক ক্রিয়া সমাপনান্তে আশ্রমস্থিত কোন মুনি তাহাকে দেখিতে পাইলেন[৪]। হে কৌরব্য! তখন সেই মুনি, ভূচর হইয়াও অন্তরীক্ষচর বিহঙ্গ-যুগলের সত্বর অনুসরণকারী ঐ ব্যাধকে এই ভাবের এক শ্লোক-দ্বারা জিজ্ঞাসিলেন "অহে শাকুনিক! তুমি পদ-সঞ্চারী হইয়া উড্ডীয়মান বিহঙ্গ-যুগলের যে অনুসরণ করিতেছ, ইহা আমার অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয় বোধ হইতেছে[৬]।"

শাকুনিক কহিল, ইহারা উভয়ে মিলিত হইয়া আমার একমাত্র পাশ অপহরণ করিতেছে, কিন্তু যেস্থানে পরস্পর বিবাদ করিবে সেই স্থানেই আমার বশবর্ত্তী হইবে[৭]।

বিদুর কহিলেন, সেই কালগ্রস্ত সুদুর্ব্বুদ্ধি পক্ষিদ্বয় পশ্চাৎ বিবাদ প্রাপ্ত হইল এবং পরস্পর বিগ্রহ করিয়া ভূতলে পতিত হইল[৮]। তখন ব্যাধ সেই মৃত্যু-পাশ-বশানুগামী বিহঙ্গদ্বয়কে ক্রুদ্ধ ও যুদ্ধ-প্রবৃত্ত দেখিয়া অজ্ঞাতসারে নিকটে গমন পূর্ব্বক গ্রহণ করিল[৯]। এইরূপে যে সকল জ্ঞাতিগণ অর্থ নিমিত্ত পরস্পর বিগ্রহ করে, তাহারা ঐ বিবাদকারী বিহঙ্গযুগলের ন্যায় শত্রুর বশবর্ত্তী হয়[১০]। একত্র আহার বিহার, সমালাপ, কার্য্যাকার্য্যের জিজ্ঞাসা ও মিলন, এই সকলই জ্ঞাতির কার্য্য, বিরোধ করা কদাচ বিধেয় নহে[১১]। যে সকল জ্ঞাতি পরস্পর সুমনা হইয়া যথাকালে বৃদ্ধগণের উপাসনা করে, তাহারা সিংহরক্ষিত অরণ্যের ন্যায় অধর্ষণীয়

হয়[১]। হে ভরতর্ষভ! যাহারা নিরন্তর অর্থপ্রাপ্ত হইয়াও দীনের ন্যায় অবস্থান করে, তাহারা শত্রুগণ হস্তে শ্রীসম্প্রদান করে[১৩]। হে ধৃতরাষ্ট্র! জ্ঞাতিগণ উল্মুক অর্থাৎ দগ্ধকাষ্ঠের ন্যায় পৃথক্ পৃথক হইলে ধূমায়িত হয়, আর সমবেত হইলেই প্রজ্বলিত হইয়া থাকে[১৪]। হে কুরু-নন্দন! আমি পর্ব্বতে যেরূপ অবলোকন করিয়াছিলাম, সেই আর একটি বিষয় বলিতেছি তাহাও শ্রবণ করিয়া যাহা শ্রেয় বোধ হয় করুন[১৫]। কোন সময়ে আমরা কিরাতগণ এবং মন্ত্রৌষধি-বিদ্যা ও ধাতু-বিদ্যার অভিজ্ঞ দেবকল্প ব্রাহ্মণগণের সহিত মিলিত হইয়া সিদ্ধ-গন্ধর্ব্ব-সেবিত ওষধি নিচয়ে দীপ্যমান, চতুর্দিকে লতাপরিকীর্ণ হওয়ায় কুঞ্জের ন্যায় প্রতীয়মান উত্তরগিরি গন্ধমাদনে গমন করিয়াছিলাম[১৬-১৭]। তথায় দেখিলাম, বিষম মরু-প্রপাতে অর্থাৎ পর্ব্বতের অবলম্বন-শূন্য অত্যুন্নত প্রদেশে সন্নিবিষ্ট, কুম্ভপরিমিত স্বর্ণ মাক্ষিক নামে ধাতুবিশেষ রহিয়াছে[১৮]। আমাদিগের সমভিব্যাহারী সেই কুহক-বিদ্যাসাধক ব্রাহ্মণেরা কহিলেন যে, ঐ ধাতু কুবেরের অত্যন্ত প্রীতিকর; আশীবিষগণ উহা রক্ষা করিয়া থাকে; উহা প্রাপ্ত হইলে মনুষ্য মরণধর্ম্মশীল হইয়াও অমরত্ব প্রাপ্ত হয়, অন্ধ ব্যক্তিও লোচন লাভ করে এবং বৃদ্ধও যুবা হইয়া থাকে[১৯-২০]। অনন্তর কিরাতগণ তাহা অবলোকন করিয়া গ্রহণে অভিলাষ করত সেই সর্প-সঙ্কুল বিষম গিরিগহ্বরে বিনষ্ট হইল[২১]। হে মহীপতে! আপনার এই পুত্রটিও সেইরূপ একাকী পৃথিবী ভোগ করিতে অভিলাষ করিতেছেন; ইনি মোহ-প্রযুক্ত কেবল মধুই দেখিতেছেন, কিন্তু পরে যে প্রপাত আছে, তাহা আর দেখিতে পাইতেছেন না[২২]। দুর্য্যোধন সমরে সব্য-সাচীর সহিত যুদ্ধ কামনা করিতেছেন বটে, কিন্তু আমি ইঁহার তাদৃশ তেজ বা বিক্রম কিছুই দেখিতেপাইনা[২৩]। অর্জ্জুন একাকী

রথারোহণ পূর্ব্বক পৃথিবীজয় করিয়াছিলেন এবং বিরাট-নগরে সংধুযায়ী অর্থাৎ বহুল সৈন্য-সামন্ত সমভিব্যাহারে যুদ্ধ-যাত্রাকারী ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতিকে সন্ত্রস্ত ও ভগ্ন করিয়া দিয়াছিলেন; আপনি কি তাহা বিস্মৃত হইয়াছেন? দেখুন! সেই মহাবীর কেবল আপনকার মুখ প্রতীক্ষা করিয়াই কর্ণাদি বীরগণকে ক্ষমা করিতেছেন; কিন্তু সম্যক্-রূপে ক্রুদ্ধ হইলে সেই ধনঞ্জয় এবং দ্রুপদ ও মৎস্য-রাজ সমরে সমীরণ যুক্ত হুতাশনের ন্যায় কিছুই আর অবশিষ্ট-রা খবেন না[২৪.২৬]। অতএব হে ধৃতরাষ্ট্র রাজা যুধিষ্ঠিরকে ক্রোড়-গত করুন; কেন না যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে উভয় পক্ষের ই একান্ত জয় হয় না[২৭]।

বিদুর-বাক্যে চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৪ ॥

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, বৎস দুর্য্যোধন! আমি তোমাকে যে কথা-বলিতেছি, তাহা বিশেষ রূপে বোধগম্য কর। অনভিজ্ঞ পথিকের ন্যায় তুমি কেবল কুপথকেই পথ বিবেচনা করিতেছ[১]; যে-হেতু সকল লোকধারী পঞ্চ মহাভূতের ন্যায় পঞ্চ পাণ্ডবের তেজোহরণে অভিলাষী হইতেছ[২]। তুমি পরমগতি অর্থাৎ মৃত্যুর প্রতিক্ষা না করিয়া আর ইহলোকে পরম ধর্ম্মনিষ্ঠ কুন্তী নন্দন যুধিষ্ঠিরকে জয় করিতে কদাচ সমর্থ হইবে না[৩]। বৃক্ষ যেমন প্রবলোত্থিত মহাবায়ুকে পরাভূত করিবার নিমিত্ত আশংসা করে সেইরূপ তুমি অনুপম-বলশালী রণান্তকারী ভীমসেনকে পরাস্ত করিবার নিমিত্ত আশংসা করিতেছ[৪]। অচল সকল মধ্যে সুমেরুর ন্যায় সকল শস্ত্রধারি-শ্রেষ্ঠ গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয়ের সহিত কোন্ বুদ্ধিমান্ মানব যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়[৫]? পাঞ্চালকুমার ধৃষ্টদ্যুম্নই

বা অশনি-নিক্ষেপকারী ইন্দ্রের ন্যায়, শত্রু মধ্যে শর-সমূহ নিক্ষিপ্ত করত কোন্ ব্যক্তিকে অদ্য নিপাতিত করিতে না পারেন[৬]? অং-ধক ও বৃষ্ণি-বংশে সমাদৃত, পাণ্ডব-হিতকার্য্যে নিরত, সমরদুর্দ্ধর্ষ সাত্যকিও তোমার সৈন্যসংহার করিবেন[৭]। গৌরব ও উৎকর্ষের তুলনায় যিনি লোকত্রয় অতিক্রম করেন, সেই পুণ্ডরীকাক্ষ কৃষ্ণের সহিত কোন্ বুদ্ধিমান্ মানব যুদ্ধ করিতে উৎসাহী হইবে[৮]? তাঁহার কলত্র, জ্ঞাতি, বান্ধব, আত্মা ও এই পৃথিবী-রাজ্য এক দিকে, আর ধনঞ্জয় এক দিকে[৯]। পাণ্ডবগণ যেস্থানে অবস্থান করেন; দুর্দ্ধর্ষ যতাত্মা বাসুদেবও সেই স্থানে বর্ত্তমান থাকেন; অতএব কৃষ্ণ যাঁহাদিগের সহায় পৃথিবীও তাঁহাদিগের বল সহ্য করিতে সমর্থ হননা[১০]। অতএব হে তাত! হিতবাদী সাধু সুহৃদ্গণের বাক্যে আস্থা কর;—শান্তনু তনয় বৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্মের বাক্য গ্রহণ কর[১১]। আমি যাহা বলিতেছি এবং কুরুগণের হিতদর্শী দ্রোণ, কৃপ, বিকর্ণ ও মহারাজ বাহ্লিক্ যাহা বলেন, তাহাও মনোযোগ-পূর্ব্বক শ্রবণ কর[১২]। হে ভারত! ইহারাও আমার তুল্য; তুমি আমাকে যেরূপ মান্য কর, ইহাদিগকেও সেইরূপ মান্য করিবে; যেহেতু ইহারা সকলেই ধর্ম্মজ্ঞ এবং সমান স্নেহ-যুক্ত[১৩]। বিরাট নগরে তোমার সহিত ভ্রাতৃবর্গের সহিত সৈন্যগণ অতিমাত্র ভীত হইয়া তোমার সম্মুখে গো-সমস্ত পরিত্যাগ-পূর্ব্বক যে পলায়ন করিয়াছিল[১৪] এবং ঐ নগরে একের ও অনেকের মধ্যে সেই যে মহা অদ্ভুত-ব্যাপার হইয়াছিল শ্রবণ করা যায়, তাহাই ইহার যথেষ্ট নিদর্শন[১৫]। ধনঞ্জয় একাকী যখন সেইরূপ করিয়াছিল, তখন সকল ভ্রাতা একত্র হইলে কি না করিতে পারে? অতএব তুমি পাণ্ডবগণকে রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করিয়া তাহাদিগের সহিত সৌভ্রাত্র সংস্থাপন কর[১৬]।

ধৃতরাষ্ট্র-বাক্যে পঞ্চ ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৫ ॥

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাপ্রাজ্ঞ মহাভাগ ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিয়া পুনরায় সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসিলেন[১], হে সঞ্জয়! বাসুদেবের পর অর্জ্জুন অবশিষ্ট যে কিছু বলিয়াছিলেন, তাহা ব্যক্ত কর; যেহেতু শ্রবণ করিতে আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে[২]।

সঞ্জয় কহিলেন, কুন্তীপুত্র দুর্দ্ধর্ষ ধনঞ্জয় বাসুদেবের বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহার শ্রুতিগোচরেই আমাকে বলিতে লাগিলেন[৩], "হে সঞ্জয়! তুমি পিতামহ শান্তনু-তনয় ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, মহারাজ বাহ্লিক, অশ্বত্থামা, সোমদত্ত, সুবল-পুত্র শকুনি, দুঃশাসন, শল, পুরুমিত্র, বিবিংশতি, চিত্রসেন, জয়ৎসেন, অবন্তিপতি বিন্দ ও অনুবিন্দ, কুরুবংশীয় দুর্ম্মুখ, জয়দ্রথ, দুঃসহ, ভূরিশ্রবা, ভগদত্ত, জলসন্ধ এবং প্রদীপ্ত পাণ্ডবানলে হবনার্থে দুর্য্যোধন-কর্ত্তৃক সমানীত যে সমস্ত মুমূর্ষু ভূপতিগণ কৌরবদিগের প্রিয়-সাধন নিমিত্ত যুদ্ধার্থে সমাগত হইয়াছেন[৪-৮], সকলকেই আমার বাক্যানুসারে ন্যায়ানুগত কুশল-প্রশ্ন ও বন্দনা করিবে, পরে পাপকারিগণের অগ্রগণ্য সুযোধনকে রাজবর্গ-মধ্যে এই কথা বলিবে[৯]। হে সঞ্জয়! সেই অমর্ষণ, দুর্ম্মতি, পাপাত্মা, অতিলুব্ধ রাজপুত্র দুর্য্যোধন যাহাতে অমাত্যগণের সহিত আমার এই সমগ্র বাক্য শ্রবণ করিতে পায় তাহা করিও[১০]। লোহিত-প্রান্ত-সুদীর্ঘ-নেত্রযুক্ত ধীমান্ ধনঞ্জয় আমাকে এইরূপে বচন-বদ্ধ করিয়া পারশেষে বাসুদেবের মুখাবলোকন-পূর্ব্বক এই ধর্ম্মার্থ-যুক্ত বাক্যের উক্তি করিলেন[১১], "তুমি মধুপ্রবীর বাগ্মী মহাত্মা মধুসূদনের সমাধানযুক্ত যেরূপ বাক্য শ্রবণ করিলে, সমাগত ভূপালগণ-মধ্যে আমারও সেই রূপ বাক্যই কহিবে[১২]। তন্মধ্যে এই একটি কথা

বিশেষ করিয়া বলিবে যে, হে ভূপালগণ! যাহাতে এই মহাসমর-যজ্ঞে অস্ত্রবলপরিত্যাগী শরাসন-রূপ স্রুবদ্বারা রথচক্র নিনাদ রূপ মন্ত্রে সন্ধুক্ষিত মহাশরানলে হোমকার্য্য সম্পন্ন করিতে না হয়, তোমরা সকলে সমবেত হইয়া আদর-পূর্ব্বক তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্নপরায়ণ হও[১৩]। যদি তোমরা শত্রুঘাতী যুধিষ্ঠিরের প্রার্থিত স্বকীয় অংশ প্রদান না কর, তাহা হইলে আমি নিশিত শর-সমূহ সহকারে অশ্ব, পদাতি ও কুঞ্জরগণের সহিত তোমাদিগকে পিতৃ-গণের অশিব দিগ্ভাগে (অর্থাৎ প্রেতরাজভবনে) প্রেরণ করিব[১৪]।”

হে অমরকল্প মহারাজ! তদনন্তর আমি বিদায়কাল-সমুচিত সম্ভাষণ-পূর্ব্বক চতুর্ভুজ হরি ও ধনঞ্জয়কে নমস্কার করিয়া আপনার নিকটে সেই উদার-বাক্য আনয়ন করিবার নিমিত্ত সত্বর হইয়া বেগে এস্থানে উপস্থিত হইলাম[১৫]।

সঞ্জয়-বাক্যে ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৬ ॥

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র-তনয় দুর্য্যোধন সঞ্জয়ের সেই বাক্যে অনাদর করিলে এবং সকলেই মৌনাবলম্বন করিলে সভাস্থ রাজগণ গাত্রোত্থান করিলেন[১]। মহারাজ! পৃথিবীস্থ সকল ভূপালগণ উত্থিত হইলে পুত্রবশানুগামী রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদিগের বিজয় বিষয়ে আশংসমান হইয়া আপনার, পাণ্ডবগণের ও অপর সকলের কিরূপ নিশ্চয়, তাহা নির্জ্জনে সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন[২-৩]।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমাদিগের নিজ সেনা-মধ্যে যে কিছু সার অসার আছে তাহা বল। অপিচ তুমি পাণ্ডবদিগেরও

সমস্ত বৃত্তান্ত বিশেষ রূপে অবগত আছ; অতএব তাহাদিগের কি শ্রেষ্ঠ, কি বা নিকৃষ্ট, তাহাও যথাবৎ ব্যক্ত কর[৪]। তুমি উভয় পক্ষেরই সারবেত্তা, সর্ব্বদর্শী, ধর্ম্মার্থ বিষয়ে সুনিপুণ ও নিশ্চয়জ্ঞ; এই নিমিত্তই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি সমুদায় প্রকাশ করিয়া বল। পাণ্ডব ও কৌরবগণ পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে কোন্ পক্ষ বিনষ্ট হইবে[৫]?

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! আমি নির্জ্জনে আপনাকে কদাচ-কোন কথা কহিব না, কেননা তাহাতে আপনি অসূয়াবিষ্ট হই-বেন; অতএব মহাব্রতনিষ্ঠ পিতা ব্যাসদেবকে এবং মহিষী গান্ধা-রীকে আনয়ন করুন[৬]। তাঁহারা ধর্ম্মজ্ঞঃ নিপুণ ও নিশ্চয়াভিজ্ঞ; সুতরাং আপনার অসূয়ার খণ্ডন করিতে পারিবেন। হে নরেন্দ্র! তাঁহাদিগের সন্নিধানেই আমি ধনঞ্জয় ও বাসুদেবের সম্পূর্ণ অভি-প্রায় ব্যক্ত করিব[৭]।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এইরূপ উক্ত হইয়া ধৃতরাষ্ট্র বিদুরদ্বারা-গান্ধারী ও ব্যাসদেবকে আনয়ন করাইলেন এবং তাঁহারাও আগ-মন করিয়া সত্বর সভাপ্রবেশ করিলেন[৮]। অনন্তর মহাপ্রাজ্ঞ কৃ-ষ্ণদ্বৈপায়ন, সঞ্জয়ের ও আত্মজ ধৃতরাষ্ট্রের সেই মত পরিজ্ঞাত হ-ইয়া অনুমোদন-পূর্ব্বক কহিলেন[৯], সঞ্জয়! ইনি তোমাকে যে কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—তুমি বাসুদেব ও অর্জ্জুন-বিষয়ক যে সমস্ত তথ্য অবগত আছ, এই জিজ্ঞাসু ধৃতরাষ্ট্র-সন্নিধানে তৎসমুদায় যথাবৎ ব্যক্ত কর[১০]।

ব্যাস-বাক্যে সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৭ ॥

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, লোকানুগ্রহার্থে পরম পূজিত ব্রহ্ম স্বরূপ ধনু-

র্দ্ধারী বাসুদেব ও অর্জ্জুন ইচ্ছানুসারে অন্যত্র অর্থাৎ বদরিকাশ্রম হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন[১]। হে বিভো! মনস্বী বাসুদেবের চক্রের অভ্যন্তরভাগ পঞ্চহস্ত-পরিমিত স্থান ব্যাপ্ত করিয়া তুল্লক্ষ্যরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে, এবং উহা যথা ভিলাষ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে[২]। তেজঃপুঞ্জে অবভাসিত সেই সংহারক চক্র কৌরবদিগের প্রতি অপ্রকাশ্য ভাবে অবস্থিত আছে। পাণ্ডবগণের সার বল ও অসার বল পরিজ্ঞাত হইবার নিমিত্তে তাহাই উত্তম প্রমাণ[৩]। মহাবল মাধব যেন ক্রীড়া করিতে করিতে ঘোর-রূপ নরক শম্বর, কংস ও চেদিপতি শিশুপালকে জয় করিয়াছিলেন[৪]। ঐশ্বর্য্যবান্ শ্রেষ্ঠ রূপ পুরুষোত্তম বাসুদেব পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গকে সংকল্প মাত্রেই আত্মবশে আনয়ন করিতেপারেন[৫]। হেরাজন্! আপনি যে সারাসার বল অবগত হইবার নিমিত্ত পুনঃপুন পাণ্ডবগণের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহা সংক্ষেপে শ্রবণ করুন[৬]। যদি সমস্ত জগৎ এক দিকে, আর জনার্দ্দন একদিকে অবস্থিতি করেন, তথাপি সারাংশে জনার্দ্দন সম্পূর্ণ জগৎ অপেক্ষা অতিরিক্ত হইবেন[৭]। জনার্দ্দন সংকল্প মাত্রেই এই জগৎকে ভস্ম করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাকে ভস্ম করিতে সম্পূর্ণ জগৎও সমর্থ হয় না[৮]। যেস্থানে সত্য, যেস্থানে ধর্ম্ম, যেস্থানে লজ্জা, যেস্থানে সরলতা, সেইস্থানেই গোবিন্দ অবস্থান করেন; যে পক্ষে কৃষ্ণ অবস্থান করেন, সেই পক্ষেই জয় হয়[৯]। সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা পুরুষোত্তম জনার্দ্দন যেন ক্রীড়া করিতে করিতে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গকে পরিচালিত করিতেছেন[১০]। বোধ হয়, তিনি লোকের সম্যক্ মোহোৎপাদন করিবার অভিপ্রায়ে পাণ্ডবদিগকে উপলক্ষ করিয়া, আপনার অধর্ম্ম-নিরত মূঢ় পুত্রগণের দহনেচ্ছু হইতেছেন[১১]। ভগবান্ কেশব চৈতন্য-যোগে কালচক্র, জগচ্চক্র ও কর্ম্ম-

চক্র সমস্ত নিরন্তর পরিবর্ত্তিত করিতেছেন[১২]। আমি আপনাকে ইহা সত্য বলিতেছি, সেই একমাত্র ভগবান্, কালের, মৃত্যুর ও স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত বিশ্বের উপরে প্রভুত্ব করিতেছেন[১৩]। যেমন কৃষকগণ ধান্যাদি পরিবর্দ্ধিত করিয়া স্বয়ং ছেদন করে; তদ্রূপ মহাযোগী হরি সমস্ত জগতের ঈশ্বর হইয়াও মনুষ্যগণকে সংহার করেন[১৪]। এবং সেই মায়া-যোগদ্বারা লোক সকলকে বঞ্চিত করেন। যে সমস্ত মানব তাঁহারে লাভ করেন, তাঁহারা আর বিমুগ্ধ হন না[১৫]।

সঞ্জয়-বাক্যে অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৮ ॥

একোন সপ্ততিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! তুমি মাধবকে কি প্রকারে সর্ব্ব-লোক-মহেশ্বর বলিয়া অবগত হইলে এবং আমিই বা কি নিমিত্ত তাঁহাকে বিদিত হইতে সমর্থ হইতেছিনা? তুমি এক্ষণে তাহা আমার সমীপে কীর্ত্তন কর[১]।

সঞ্জয় কহিলেন, রাজন্! তাহার কারণ শ্রবণ করুন। আপনার বিদ্যা নাই, কিন্তু আমার বিদ্যার হানি হয় নাই; যে ব্যক্তি বিদ্যা-হীন ও তমোধ্বস্ত হয় অর্থাৎ "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" প্রভৃতি ব্রহ্ম-প্রতিপাদক বাক্য-সকলের তাৎপর্য্যগ্রহ না হওয়ায় অজ্ঞান-প্রযুক্ত নির্ব্বিষয়ানন্দমাত্র স্বস্বরূপ হইতে পরিভ্রষ্ট হয়, সে কেশবকে অব-গত হইতে পারে না[২]। হে তাত! আমি বিদ্যা-দ্বারা সেই মধুসূদ-নকে ত্রিযুগ, (স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ-শরীরযুক্ত) বিশ্বের কর্ত্তা অথচ স্বয়ং অকৃত ও সর্ব্বভূতের উৎপত্তি-লয় স্থান বলিয়া বিদিত হই-তেছি[৩]।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! জনার্দ্দনের প্রতি তোমার যে

নিত্যকাল অধিক ভক্তি অবস্থিতি করিতেছে, সেটি কিরূপ, যদ্দ্বারা তুমি তাঁহাকে ত্রিযুগ বলিয়া অবগত হইতেছ[৪]?

সঞ্জয় কহিলেন, আপনার মঙ্গল হউক, আমি স্ত্রীপুত্রাদিরূপে পরিণতা মায়া বা কাপটোর সেবা করি না এবং ঈশ্বরে সমর্পণ-ব্যতিরেকে অনর্থক ধর্ম্মাচরণেও আমার প্রবৃত্তি হয় না; কেবল ভক্তি-যোগে শুদ্ধভাব প্রাপ্ত অর্থাৎ কামক্রোধাদি বর্জ্জিত হইয়া শাস্ত্র হইতে জনার্দ্দনকে বিদিত হইতেছি[৫]।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, দুর্য্যোধন! হৃষীকেশ জনার্দ্দনকে আশ্রয় কর! হে তাত! সঞ্জয় আমাদিগের হিতকারী; অতএব তুমি কেশবের শরণাপন্ন হও[৬]!

দুর্য্যোধন কহিলেন, দেবকী-পুত্র ভগবান্ কেশব যদি অর্জ্জুনের সহিত সৌহৃদ্য সংস্থাপন করত সমস্ত লোক সংহার করেন, তথাপি আমি এক্ষণে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে পারি না[৭]।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে গান্ধারি! তোমার এই পুত্র ঈর্ষাযুক্ত, দুরাত্মা, অভিমানী, হিতকারিদিগের বচনাতিবর্ত্তী, সুদুর্ম্মতি, অতএব উহারে নরকে গমন করিতে হইবে[৮]।

গান্ধারী কহিলেন, রে ঐশ্বর্য্যকাম! রে দুরাত্মন্! রে মূর্খ! তুমি বৃদ্ধগণের শাসনাতিগামী হইয়া পিতাকে ও আমাকে পরিত্যাগ করিয়া এবং ঐশ্বর্য্যে ও জীবনে জলাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক শত্রুগণের প্রীতিবর্দ্ধন ও আমাকে শোকানলে দগ্ধ করত যখন ভীমসেন-কর্ত্তৃক নিপাতিত হইবে, তখনই পিতার বাক্য স্মরণ করিবে[৯-১০]।

ব্যাস কহিলেন, রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র! আমি তোমাকে যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। তুমি কৃষ্ণের প্রিয়পাত্র; সঞ্জয় যখন তোমার দূত হইয়াছেন, তখন অবশ্যই ইনি তোমাকে কল্যাণে নিয়োজিত

করিবেন[১১]। ইনি সনাতন পরাৎপর হৃষীকেশকে বিশেষরূপে অবগত হইয়াছেন; অতএব তুমি একাগ্র হইয়া শ্রবণ-পরায়ণ হইলে তোমাকে মহাভয় হইতে মুক্ত করিবেন[১২]। হে বৈচিত্র-বীর্য্য। মনুষ্যেরা ক্রোধ ও হর্ষ-দ্বারা সমাবৃত হইয়া কাম প্রভৃতি বিবিধ পাশে আবদ্ধ রহিয়াছে; যাহারা স্বকীয় ধন-সমূহে তুষ্ট না হয়, সেই কাম-মোহিত পুরুষেরা অন্ধ-কর্তৃক নীয়মান অন্ধ সকলের ন্যায় স্ব স্ব কর্ম্ম-দ্বারা বারংবার কৃতান্তের বশীভূত হয়[১৩-১৪]। যদ্দ্বারা মনীষী সাধুগণ গমন করেন, তাহাই এক মাত্র ব্রহ্মপ্রাপক পথ; মহান্ পুরুষ সেই পথ বিদিত হইয়া সংসারে আর আসক্ত হন না, অনায়াসেই তাহা অতিক্রম করেন[১৫]।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে তাত! আমি যে পথ অবলম্বন পূর্ব্বক হৃষীকেশকে প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষ লাভ করিতে সমর্থ হই; সেই নির্ভর পথ কি প্রকার? তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর[১৬]।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অজিতাত্মা পুরুষ কখন নিত্যসিদ্ধ জনার্দ্দনকে অবগত হইতে পারে না; আত্মক্রিয়ার উপায়ও ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ ভিন্ন আর কিছুই নাই[১৭]। উদ্ধত ইন্দ্রিয়-বর্গের কাম-ত্যাগ, অর্থাৎ যে কামনায় তৎসমুদায় নিয়োজিত হয় তাহার নিবৃত্তি কেবল অপ্রমাদ প্রযুক্তই হইয়া থাকে। অপ্রমাদ ও হিংসা-রাহিত্য, এই দুইটিই জ্ঞানের উৎপত্তিস্থান, সন্দেহ নাই[১৮]। অতএব হে রাজন্! আপনি নিরালস্য হইয়া ইন্দ্রিয়-সংযমে যত্ন করুন; আপনার বুদ্ধি যেন তত্ত্ব হইতে প্রচ্যুত না হয়; উহাকে নানাপ্রকার বিষয়-মার্গে সঞ্চরণ হইতে নিবৃত্ত করুন[১৯]। বিপ্রেরা ইন্দ্রিয়-সংযমকেই নিশ্চল জ্ঞান বলিয়া বর্ণন করেন। ইহাই জ্ঞান এবং মনীষীরা যে পথে গমন করেন, ইহাই সেই পথ[২০]। হে রাজন্! অজিতেন্দ্রিয় মনুষ্যেরা কেশবকে প্রাপ্ত হইতে পারে না;

বশী অর্থাৎ ঈশ্বরই শাস্ত্র, যুক্তি ও চিত্ত বৃত্তি নিবৃত্ত বলে প্রসন্ন হইয়া তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিয়া থাকেন[২১]।

সঞ্জয়-বাক্যে একোন সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৯ ॥

সপ্ততিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি পুনরায় আমাকে কৃষ্ণের কথা কীর্ত্তন কর। হে তাত! নাম কর্ম্মের অর্থজ্ঞ হইলে আমি সেই পুরুষোত্তমকে প্রাপ্ত হইতে পারিব[১]।

সঞ্জয় কহিলেন, মহাত্মা বাসুদেব অপ্রমেয়, অর্থাৎ বাক্য দ্বারা তাঁহার পরিমাণ করা যায় না, তথাপি আমি যে পরিমাণে বাসুদেবের শুভনামার্থ শ্রবণ করিয়া যাহা অবগত আছি, তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিতে ... করুন[২]। সর্ব্বভূতের বসন অর্থাৎ মায়াদ্বারা আবরণ-হেতুক বসুত্ব অর্থাৎ তেজোময়ত্ব হেতুক এবং দেবগণের কারণত্ব-হেতুক তিনি বাসুদেব বলিয়া বেদ্য হন এবং ব্যাপকত্ব প্রযুক্ত বিষ্ণু শব্দে উক্ত হইয়া থাকেন[৩]। হে ভারত! মৌন অর্থাৎ তিনি মুনির কর্ম্ম তত্ত্বালোচন, ধ্যান ও যোগ অর্থাৎ নিশ্চিত-তত্ত্বে চিত্তের প্রণিধান ও তাহার নিরোধ-হেতু, মা (আত্মার উপাধিভূতা বুদ্ধিবৃত্তিকে) ধবন (দূরীকরণ) করেন, এই নিমিত্তে তাঁহাকে মাধব বলিয়া জানিবেন। সর্ব্বতত্ত্ব ময়ত্ব অর্থাৎ চতুর্ব্বিংশতি সংখ্যা তত্ত্ব স্বহেতু প্রধান তিনি মধুনামক দৈত্যের এবং মধুশব্দবাচ্য পৃথিব্যাদি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের সংহার-স্থান হইয়াছেন বলিয়া মধুসূদন নামে কীর্ত্তিত হন[৪]। কৃষি শব্দ সত্তামাত্র বাচক, আর ণ শব্দ সুখ-বাচক, এই উভয় শব্দের 'সন্মাত্রানন্দরূপত্ব' এই প্রকার ভাবার্থযোগে যদুকুল-সম্ভূত কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম প্রাপ্ত হই-

য়াছেন[৫]। পুণ্ডরীক শব্দে তাঁহার পরম ধাম অর্থাৎ স্বরূপ প্রতিপন্ন হয়; ঐ ধাম নিত্য, অক্ষয় ও অব্যয়; অক্ষয়-পুণ্ডরীক রূপত্ব-হেতু তিনিপুণ্ডরীকাক্ষ এবং দস্যুজনের ত্রাসোৎপাদন অর্থাৎ অর্দ্দন করেন, বলিয়া জনার্দ্দন হইয়াছেন[৬]। যেহেতু সত্ত্বগুণ তাঁহা হইতে পরিচ্যুত হয় না এবং তিনিও সত্ত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট হন না, এই নিমিত্তই তাঁহার নামসাত্ত্বত হইয়াছে। বৃষ শব্দে ধর্ম্ম আর ভা শব্দে দীপ্তি বুঝায়; ধর্ম্মের দীপ্তি যাহা হইতে হয়, এই অর্থে বৃষভ শব্দ দ্বারা বেদ প্রতিপন্ন হয়; বৃষভ যাঁহার ঈক্ষণ অর্থাৎ চক্ষুর ন্যায় বিজ্ঞাপক হয়, তাঁহাকে বৃষভেক্ষণ বলা যায়। কৃষ্ণ বেদবেদ্য পুরুষ, একারণ বৃষভেক্ষণ নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন[৭]। সমর বিজয়ী কেশব জনয়িতা দ্বারা জন্মগ্রহণ করেন না বলিয়া তাঁহার অজ নাম হইয়াছে। দাম শব্দে দমশালী আর উদর শব্দে উৎকৃষ্ট রূপে প্রকাশমান বুঝায়; বিভু মধুসূদন দমশালী এবং ইন্দ্রিয়গণ মধ্যে স্বয়ং প্রকাশমান বলিয়া দামোদর নাম ধারণ করেন[৮]। যদ্দ্বারা হর্ষান্বিত হওয়া যায়, এই হৃষীক শব্দ প্রতিপন্ন হয়। ইহার অর্থ স্বরূপানন্দ এবং ঈশ শব্দের অর্থ ঐশ্বর্য্যবান্; কৃষ্ণের হর্ষ, সুখ ও ঐশ্বর্য্য আছে বলিয়া তিনি হৃষিকেশ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং বাহু-যুগল-দ্বারা স্বর্গ ও পৃথিবী ধারণ করায় মহাবাহু নামে বিখ্যাত হইয়াছেন[৯]। অধঃপ্রদেশে তাঁহার কদাচ ক্ষয় হয় না অর্থাৎ সতত ঊর্দ্ধ-রূপতা-প্রযুক্ত তিনি সংসার ধর্ম্মে কখন লিপ্ত হন না, একারণ অধোক্ষজ এবং নরগণের অয়ন অর্থাৎ আশ্রয় স্থান হেতুক নারায়ণ নামে কীর্ত্তিত হইয়াছেন[১০]। যিনি পূরণ করেন, তাঁহাকে 'পুরু' এবং যাঁহাতে অবসন্ন হয়, তাঁহাকে 'স' বলা যায়; এই দুই শব্দের যোগে পুরুষ শব্দ নিষ্পন্ন হয়; কৃষ্ণ পূরণ ও সদন অর্থাৎ বিশ্বের সৃষ্টি ও সংহার করেন বলিয়া উত্তম পুরুষ হইয়াছেন, একারণ তাঁহার নাম

পুরুষোত্তম হইয়াছে তিনি সমস্ত কারণ ও কার্য্যের উৎপত্তি বিনাশ-হেতু হইয়াছেন[১১]। এবং সর্ব্বদা সর্ব্ব বিষয় জানিতেছেন, একারণ পণ্ডিতেরা তাঁহাকে সর্ব্ব বলিয়া কীর্ত্তন করেন। কৃষ্ণ সত্যে প্রতিষ্ঠিত এবং সত্যও কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; গোবিন্দ সত্য হইতেও সত্য, একারণ নামেতেও সত্য হইয়াছেন। তিনি বিক্রমণ-হেতুক বিষ্ণু, জয়শীলহেতুক জিষ্ণু, নিত্যতাহেতুক অনন্ত এবং গো অর্থাৎ ইন্দ্রিয় গণের প্রকাশ-হেতুক গোবিন্দ নামে পরিকীর্ত্তিত হন। তিনি মিথ্যাভূত জগৎকে স্বকীয় সত্তার স্ফূর্ত্তি প্রদান দ্বারা সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান করেন এবং তদ্দ্বারা প্রজা সকলকে মোহিত করিয়া থাকেন[১২-১৪]। এবম্বিধ ধর্ম্মনিত্য মহাবাহু ভগবান্ মধুসূদন অচ্যুত, কুরুকুলের বিনাশ না হয়, এ নিমিত্ত কৃপা-প্রকাশার্থে আগমন করিবেন[১৫]।

সঞ্জয়-বাক্যে সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭০ ॥

একসপ্ততিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন হে সঞ্জয়! পরম বপুঃ দ্বারা উদ্ভাসমান ও দিগ্বিদিক্ সমস্ত প্রকাশকারী বাসুদেবকে যাঁহারা সমীপে দর্শন করিবে, সেই লোচন-যুক্ত ব্যক্তি সকলের ভাগ্যের প্রতি আমি স্পৃহা করিতেছি[১]। সমবেত কৌরবেরা পাণ্ডবগণের পূজনীয় স্বঞ্জয়দিগের কল্যানকারী ঐশ্বর্য্যকামী ব্যক্তিবর্গের গ্রহণীয়া মুমূর্ষুগণের অগ্রহণীয়া অনিন্দনীয়া বচনাবলির উক্তিকারী, শত্রুগণের সংহার ক্ষোভোৎপাদন ও যশোনাশ-বিধায়ী, উদ্যমশালী, যাদবদিগের শ্রেষ্ঠ-প্রণেতা, অদ্বিতীয় একবীর, মহাত্মা কৃষ্ণকে সন্দর্শন করিবে এবং সেই শত্রুঘাতী বরণীয় বৃষ্ণিসিংহও সদয়-বাক্য দ্বারা মদীয় জনগণকে

মোহিত করিবেন[২-৪]। আমি সেই সনাতনতম আত্মতত্ত্বজ্ঞ ঋষি, বাক্যের সমুদ্র, যতিগণের কলস অর্থাৎ অনায়াস-লভ্য, শোভন পক্ষযুক্ত অরিষ্টনেমি-নামা গরুড় প্রজাগণের সংহর্ত্তা, ভুবনের আলয়, আদিবীজের বিধাতা, বিশ্বযোনি, অজ, নিত্য, শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ, আদিমধ্য-চরম-শূন্য, অনন্তকীর্ত্তি, সহস্রশীর্ষ, পুরাণ পুরুষকে রক্ষক-রূপে আশ্রয় করি[৫-৬]! সেই ত্রৈলোক্য-নির্ম্মাণকারী দেবাসুরনাগরাক্ষসাদি ভূত-বর্গের জনয়িতা, বিদ্যা-সম্পন্ন নরাধিপগণের শ্রেষ্ঠ, পরাৎপর ইন্দ্রানুজ কেশবের শরণাপন্ন হই[৭]!

ধৃতরাষ্ট্র-বাক্যে যানসন্ধি প্রকরণ ও একসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭১ ॥

ভগবদ্‌যান প্রকরণ।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সঞ্জয় প্রতিগমন করিলে পর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সর্ব্বযাদব-শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণকে বলিলেন[১], হে মিত্রবৎসল! মিত্রগণের মিত্রতা প্রকাশ করিবার এই এক উপযুক্ত সময় উপস্থিত; তোমা ভিন্ন আমি এমন কোন লোককেও দেখিতে পাই না যে ব্যক্তি আমাদিগকে উপস্থিত আপদ্ হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ হয়[২]। তোমাকে আশ্রয় করিয়াই আমরা নির্ভয়চিত্ত বৃথা গর্ব্বিত দুর্যোধনকে অমাত্যগণের সহিত পরাজয় করিয়া স্বকীয় অংশ-প্রাপ্তি নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেছি[৩]। হে অরিন্দম! সর্ব্ব প্রকার আপদ্ সময়ে তুমি বৃষ্ণিবংশীয়গণের যেমন পরিত্রাণ করিয়া থাক, অধুনা পাণ্ডবেরাও তোমার সেইরূপ রক্ষণীয় হইবে; অতএব তুমি এই মহাভয় হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর[৪]।

ভগবান্ কহিলেন, হে মহাবাহো! এই আমি উপস্থিত আছি, যাহা ব্যক্ত করিতে অভিলাষ হয় তাহা ব্যক্ত করুন। হে ভারত! আপনি আমাকে যে রূপ আজ্ঞা করিবেন, আমি নিঃসন্দেহ তাহাই সম্পাদন করিব[৫]।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে কৃষ্ণ! ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার পুত্রের যেরূপ অভিলষিত তাহা সকলই শ্রবণ করিয়াছ; সঞ্জয় আমাকে যে সমস্ত বাক্য বলিলেন, তৎ সমুদায়ই ধৃতরাষ্ট্রের সম্মতি-ব্যতীত নহে। সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের আত্মা স্বরূপ হইয়া তাঁহার মনোগত সমুদায় ভাব প্রকাশ করিয়া কহিয়াছেন। রাজার বাক্য যথার্থ রূপে কীর্ত্তন করা দূতের অবশ্য কর্ত্তব্য; যে দূতে তাহার অন্যথাচরণ করে; সে বধ্য[৬.৭]। ধৃতরাষ্ট্র অসমদর্শিতা-প্রযুক্ত পাপমনা ও লোভ-পরতন্ত্র হইয়া আমাদিগকে রাজ্য প্রদান না করিয়াই শান্তি সংস্থাপনের বাসনা করিতেছেন[৮]। হে প্রভাব-সম্পন্ন কৃষ্ণ! 'ধৃতরাষ্ট্র আমাদিগের সেই প্রতিজ্ঞায় নিশ্চল থাকিবেন' এবং চতুর্দ্দশ বর্ষে আমাদিগকে রাজ্য প্রদান করিবেন এই মনে করিয়া আমরা যে তাঁহার আজ্ঞাক্রমে দ্বাদশ বর্ষ বনবাস এবং প্রচ্ছন্ন-বেশে এক বৎসর অজ্ঞাত বাস করিয়াছিলাম, কোনক্রমে প্রতিজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করি নাই, তাহা আমাদিগের সমভিব্যাহারী ব্রাহ্মণেরাই অবগত আছেন[৯.১০]। এক্ষণে বৃদ্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্র মন্দ-লোকের শাসনানুবর্ত্তী হইয়া পুত্র স্নেহ-বশত স্বধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি করিতেছেন না[১১], হে জনার্দ্দন! তিনি সুযোধনের বশীভূত হইয়া আত্ম-হিত-কামনায় লোভ করত আমাদিগের প্রতি নিতান্ত মিথ্যাচরণ করিতেছেন[১২]। হে জনার্দ্দন! আমি স্বীয় মাতা ও মিত্র-গণের পোষণে সমর্থ হইতেছি না ইহার পর আমার অধিক দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে[১৩]? হে মধুসূদন! কাশীরাজ,

চেদিপতি, পাঞ্চালেশ্বর, মৎস্যপাল ও তুমি আমার সহায় থাকিতেও আমি পাঁচখানি গ্রামমাত্র প্রার্থনা করত অন্ধরাজ-সমীপে এইরূপ নিবেদন করিয়াছিলাম "হে তাত! অবিস্থল, বৃকস্থল, মাকন্দী, বারণাবত ও অপর কোন একটি বাসস্থান, এই পঞ্চ গ্রাম বা নগর আমাদিগকে প্রদান করুন, আমরা পঞ্চ সহোদরে মিলিত হইয়া সেই সেই স্থলে বাস করিব; আমাদিগের নিমিত্ত ভরতবংশের ধ্বংস হয়, ইহা কোন মতেই আমাদিগের মতসিদ্ধ নহে[১৪-১৬];" কিন্তু দুষ্টাত্মা ধৃতরাষ্ট্র-তনয় আপনাতে স্বামিত্ব মানিয়া সেই পাঁচখানি গ্রাম প্রদান করিতেও সম্মত হন না; ইহার পর অধিক দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে[১৭]!

হে কৃষ্ণ! যে ব্যক্তি সৎকুলে জাত ও জ্ঞান-শিক্ষাদি-দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া পর-ধন-লালসায় লুব্ধ হয়, তাহার সেই লোভই বুদ্ধিনাশের নিদান হয়; বুদ্ধিনাশ হইলেই লজ্জা গমন করে; লজ্জা বিগতা হইয়া ধর্ম্মকে নষ্ট করে; ধর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া শ্রীকে হতশ্রী করেন; শ্রী হতশ্রী হইয়াই পুরুষকে বধ করেন; যেহেতু নির্ধনতাই পুরুষের মরণ। পক্ষিগণ যেমন ফল-পুষ্প বিবর্জ্জিত বৃক্ষ পরিত্যাগ করে; তদ্রূপ জ্ঞাতি সুহৃদ্ ও দ্বিজগণ নির্ধন ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন[১৮-২০]। হে তাত! প্রাণ বায়ু যেমন মৃত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে, সেইরূপ জ্ঞাতিগণ আমারে পতিতের ন্যায় বোধ করিয়া যে পরিত্যাগ করিবেন, ইহাই আমার মৃত্যু[২১]। শম্বর কহিয়াছিলেন, যে অবস্থায় 'অদ্য গৃহে ভোজনদ্রব্য নাই, কল্য কি হইবে!' সর্ব্বদা এইরূপ চিন্তা করিতে হয়, তদপেক্ষা পাপীয়সী দশা আর হইতে পারে না[২২]। সংসার-তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা ধনকে পরম ধর্ম্ম বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, যেহেতু ধনই সকলের মূলাধার। এই জগতীতলে

ধনশালী ব্যক্তিরাই যথার্থ জীবিত থাকে; যাহারা নির্ধন, তাহারা কেবল জীবন্মৃত[২৩]। যাহারা স্বীয় বল অবলম্বন পূর্ব্বক কোন লোকের ধন হরণ করে, তাহারা ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এবং সেই ব্যক্তিরে এক কালে বিনষ্ট করে[২৪]। নির্ধনতা প্রাপ্ত হইয়া কোন কোন লোকে মৃত্যুকামনা করিয়াছে, কেহ কেহ নগর পরিত্যাগ-পূর্ব্বক গ্রামবাসী হইয়াছে, কেহ কেহ প্রব্রজ্যা-ধর্ম্ম অবলম্বন করত গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যাশ্রয় করিয়াছে, কেহ কেহ প্রাণবিনাশের নিমিত্ত একবারে দেশান্তরে গমন করিয়াছে[২৫]। অর্থের নিমিত্তে অনেকে উন্মাদ দশা প্রাপ্ত হইয়াছে অপরে শত্রুর বশীভূত হইয়াছে, কেহ কেহ বা পরের দাস্যবৃত্তি পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছে[২৬]। পুরুষের অর্থনাশ-রূপ যে আপদ্, তাহা মরণ অপেক্ষাও গুরুতর; যেহেতু অর্থই তাহার ধর্ম্ম কামের একমাত্র সাধন[২৭]। উহার ধর্ম্মানুযায়ী স্বাভাবিক যে মৃত্যু, তাহা ত চিরন্তন লোকবর্ত্ম; ভূমণ্ডলস্থ সম্প্রদায় প্রাণিগণ মধ্যে কেহই তাহা অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না[২৮]। হে কৃষ্ণ! যে ব্যক্তি মহতী সম্পত্তি-লাভে চিরকাল সুখ-সম্ভোগে সম্বর্দ্ধিত হইয়া পরিশেষে সম্পত্তি বিহীন হয়; তাহার নির্দ্ধনতা যেরূপ যন্ত্রণা আজন্ম ধনহীন ব্যক্তির পক্ষে তাহা তাদৃশ কষ্টজনক হয় না[২৯]। ধন বিচ্যুত মনুষ্য আপন অপরাধে মহা দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া তখন ইন্দ্রাদি দেবগণের নিন্দা করিতে থাকে, আপনাকে কোন ক্রমে নিন্দা করে না[৩০]। তৎকালে সমস্ত শাস্ত্র-শিক্ষাও তাহার দুঃখনাশ করিতে সমর্থ হয় না। সে কখন ভৃত্যবর্গের উপর ক্রোধ ও সুহৃদ্‌গণের প্রতি অসূয়া করে[৩১]। এইরূপে নিরন্তর ক্রোধাভিভূত হইয়া সে পুনঃপুন মোহ প্রাপ্ত হয়, মোহের বশীভূত হইয়া ক্রূর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে[৩২] এবং পাপাসক্ত হইয়া পাপসঙ্কর সমুপস্থিত হয়। পাপ-সঙ্কর যে পাপ-কর্ম্মের অগ্রগণ্য

এবং নরক প্রাপ্তির অসাধারণ-হেতু তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই[৩৩]। হে কৃষ্ণ! পাপানুষ্ঠায়ী ব্যক্তি যদি কোন প্রকারে প্রবোধ প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে তাহাকে অবশ্যই নরকে গমন করিতে হয়। একমাত্র প্রজ্ঞা ব্যতীত তাহার প্রবোধ লাভেরও অন্য উপায় নাই। প্রজ্ঞাচক্ষু প্রাপ্ত হইলে সে পাপহইতে কথঞ্চিৎ উত্তীর্ণ হইতে পারে[৩৪]. প্রজ্ঞালাভ করিলেই মনুষ্য শাস্ত্র-সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করে এবং শাস্ত্রনিষ্ঠ হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। তৎকালে লজ্জা তাহার প্রধান্ অঙ্গ স্বরূপ হয়[৩৫]; লজ্জাশীল ব্যক্তি পাপের দ্বেষ করিয়া থাকে; তন্নিবন্ধন তাহার সমৃদ্ধিরও বৃদ্ধি হইতে থাকে। পুরুষ যাবৎ শ্রীসম্পন্ন থাকে, তাবৎকাল পর্য্যন্তই তাহাকে যথার্থ পুরুষ বলিয়া গন্য করা যায়[৩৬]। যিনি নিত্য ধর্ম্মানুষ্ঠায়ী ও প্রশান্তাত্মা হন এবং সর্ব্বদা বিচার করিয়া কার্য্য করেন, তিনি কদাচ অধর্ম্মে মতি করেন না এবং পাপকর্ম্মেও কখন প্রবৃত্ত হন না[৩৭]। লজ্জাশূন্য ও বিমূঢ় ব্যক্তি না স্ত্রী, না পুরুষ; তাহার ধর্ম্মে অধিকার থাকে না; সে শূদ্রের ন্যায় নিকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত[৩৮]। হ্রীমান্ পুরুষ দেবগণের, পিতৃগণের ও আত্মার প্রীতি সম্পাদন করেন এবং তদ্দ্বারা মুক্তিলাভে সমর্থ হন। মুক্তিই পুণ্যকর্ম্মা মানবগণের পরাকাষ্ঠা[৩৯]।

হে মধুসূদন! আমি যে কথা বলিলাম, তাহা আমাতেই তুমি প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছ; আমরা রাজ্য হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া যে প্রকারে এই কয়েক বৎসর বাস করিতেছি, তাহা তোমার অগোচর নাই[৪০]; অতএব এক্ষণে কোন ন্যায়ানুসারে আমরা শ্রী পরিত্যাগ করিতে পারি না। স্বকীয় রাজ্য লাভের নিমিত্ত যত্ন করত যদি আমাদিগকে নিহত হইতে হয়, তাহাও শ্রেয়[৪১]। হে মাধব! তদ্বিষয়ে আমাদিগের প্রথম কল্প এই যে, আমরা ও তাহারা

সকলেই সন্ধিবন্ধন-দ্বারা পরস্পর প্রশান্ত হইয়া সমভাবে রাজ্য-ভোগ করি[৪২]। যদি একান্তই সে রূপ না হয়, তাহা হইলে অনিচ্ছাতেও কৌরবগণকে বধ করিয়া অপহৃত রাষ্ট্র-সমস্ত পুনরায় হস্তগত করিতে হইবে; কিন্তু সমরে প্রবৃত্ত হইয়া নিদারুণ সংহার-কার্য্যে লিপ্ত হওয়া অতীব নিকৃষ্ট-কল্প[৪৩]। হে কৃষ্ণ! যে সকল শত্রু অতিশয় দুর্ব্বৃত্ত ও অবজ্ঞা-ভাজন হয়;—যাহাদের সহিত কিছুমাত্র সম্বন্ধ থাকে না, তাহাদিগকেও বধ করা অনুচিত; যাহাদিগের সহিত ঈদৃশ নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে, সেই কৌরবদিগের কথা আর কি বলিব[৪৪]? অসংখ্য জ্ঞাতিবর্গের এবং আমাদের সহায়ভূত গুরুজনগণের বধ করা যে অতিমাত্র পাপ কর্ম্ম, তাহাতে আর সন্দেহ কি? ফলত যুদ্ধ কার্য্যে কোন প্রকার মঙ্গলেরই সম্ভাবনা নাই[৪৫]। পরন্তু এই পাপময় কর্ম্মই ক্ষত্রিয়গণের ধর্ম্ম হইয়াছে এবং আমরাও এই অধম ক্ষত্রিয়-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; সুতরাং ধর্ম্মই হউক বা অধর্ম্মই হউক যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কোন বৃত্তি অবলম্বন করা আমাদিগের পক্ষে নিন্দনীয়[৪৬]। শূদ্রেরা শুশ্রূষা করে, বৈশ্যেরা বাণিজ্য করে, আমরা হিংসা করি এবং ব্রাহ্মণেরা ভিক্ষা-দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, ইহাই চিরন্তন ধর্ম্ম[৪৭]। হে দাশার্হ! যাহার যে রূপ ধর্ম্ম সে তদনুরূপ ব্যবহারেই প্রবৃত্ত হয়; দেখ, যেমন মৎস্যেরা মৎস্যভক্ষণ দ্বারা জীবন ধারণ করে এবং কুক্কুরেরা কুক্কুর হিংসা করে, সেইরূপ ক্ষত্রিয়েরাও ক্ষত্রিয়দিগকে নিহত করিয়া থাকে[৪৮]। হে কৃষ্ণ কলি যুদ্ধস্থলে নিয়তই অবস্থান করে; কেন না যুদ্ধে মহাপ্রাণী-সকল অজস্র বিনষ্ট হয়। বল নীতি প্রাপ্ত হইলে, তদনুসারেই যুদ্ধে জয় পরাজয় হইয়া থাকে[৪৯]। হে যদুশ্রেষ্ঠ! জীবগণের জীবন কি মরণ কাহারো স্বেচ্ছাধীন হয় না এবং কাল প্রাপ্ত না হইলে কেহই সুখ দুঃখের অধিকারী হইতে পারে না[৫০]। এক ব্যক্তি-

ও বহুসংখ্যক লোকের প্রাণ সংহার করিতে পারে, আবার বহু-
লোকে সমবেত হইয়াও একজনকে নিহত করে; পুরুষকার-বর্জ্জিত
হীন-বল মনুষ্যও শূরবীরকে বিনষ্ট করিতে পারে এবং অযশস্বীও
যশস্বীর ধ্বংসবিধান করিয়া থাকে[৫১]। উভয় পক্ষেরই যুগপৎ জয়
পরাজয় দৃষ্ট হয় না; পরাজয়ভয়ে পলায়ন করিলে দীনতা প্রকাশ
হয় এবং সম্পত্তি বিনাশ ও মৃত্যু হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে[৫২]।
ফলত, যুদ্ধ-ব্যাপার সর্ব্বথাই পাপ কর্ম্ম; একজনকে আহত করি-
য়া কোন্ ব্যক্তি প্রতিহত না হয়? আহত ব্যক্তির জয় পরাজয়
উভয়ই সমান[৫৩]। আমার বিবেচনায় পরাজয় মৃত্যু হইতে বিশেষ
নহে; যাহার জয় হয়, তাহারও নিঃসন্দেহ অপচয় অর্থাৎ দীনতা
হইয়া থাকে[৫৪]। হে অঙ্গ! শত্রুগণ তাহাকে নিহত করিতে না পা-
রুক, অন্তত তাহার কোন না কোন প্রীতিভাজন ব্যক্তিকেও বিনষ্ট
করে; সুতরাং একে বল বিহীন, তাহাতে আবার পুত্র-সহোদরাদি
প্রিয়-জনগণকে দেখিতে না পাইলে অবশ্যই তাহার জীবনের
প্রতি সর্ব্বতোভাবে বৈরাগ্য জন্মে। যাঁহারা ধীর, লজ্জাশীল, সজ্জন
ও কারুণ্য রস সম্পন্ন হন, তাঁহারাই সংগ্রামে নিহত হইয়া থা-
কেন; নিকৃষ্ট লোকে প্রায়ই পরিত্রাণ পায়। হে জনার্দ্দন! শত্রু-
সকলকে বিনষ্ট করিয়াও নিত্য অনুতাপ করিতে হয়[৫৫-৫৭]; বিশে-
ষত, যদি হতাবশিষ্ট কোন শত্রু থাকে, তবে বৈর-বিষয়ে তাহার
পাপময়ী আসক্তিও অবশিষ্ট থাকে; ঐ অবশিষ্ট ব্যক্তি ক্রমে
সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বিজয়ী পক্ষের হতাবশিষ্টদিগের আর কিছু-
মাত্র অবশেষ রাখে না[৫৮]; শত্রুতার শেষ করিবার অভিলাষে সে
সর্ব্বসংহারে যত্নবান্ হয়। এইরূপে জয় শত্রুতার সৃষ্টি করে এবং
পরাজিত ব্যক্তি দুঃখে কালাতিপাত করিতে থাকে[৫৯]। যে ব্যক্তি
জয় পরাজয় পরিত্যাগ করিয়া প্রশান্তচিত্ত হয়; সে সুখে নিদ্রা যা-

য়; কিন্তু জাতবৈর পুরুষের সদাই দুঃখ; সসর্প আবাসে বাস করিলে মনে মনে যাদৃশ উদ্বেগ জন্মে, তাহাকেও সেইরূপ চিন্তাকুল-চিত্তে শয়ন করিতে হয়। যেব্যক্তি সকলের উচ্ছেদক হয়, সে কদাপি যশোভাজন হইতে পারে না[৬০-৬১]; সহস্র সহস্র যশ থাকিলেও সে তাহা হইতে পরিচ্যুত হয় এবং সর্ব্বলোক-মধ্যে চিরস্থায়িনী অকীর্ত্তি সঞ্চয় করে। দীর্ঘকাল প্রজ্বলিত থাকিলেও বৈরানল নির্ব্বাণ হইবার নহে[৬২]। শত্রুকুলে যদি কোন পুরুষ বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে তাহা পূর্ব্বপুরুষ-কৃত বৈর-বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিবার লোকও অনেক থাকে। হে কেশব! বৈরকদাচ বৈর-দ্বারা উপশম হয় না; বরং ঘৃতাহুতবহ্নির ন্যায় তাহা কেবল পুনঃ পুনঃ বর্দ্ধিত হইতেই থাকে। অতএব যখন ছিদ্র নিত্যস্থায়ী, কোন ক্রমে তাহার পরিহার করা যায় না, তখন এক পক্ষের বিনাশ ব্যতিরেকে আর শান্তি নাই[৬৩-৬৪]। যাহারা ছিদ্রলাভে ইচ্ছুক হয়, তাহাদের এই দোষ নিত্যকাল-সংসক্ত থাকে। পুরুষকার-নিবন্ধন যে একটি প্রবল মানসিক সন্তাপ নিরন্তর অন্তর্দাহ করিতে থাকে, হয় তাহার পরিহার, না হয় মরণ, এই উভয়ের অন্যতর উপায়-দ্বারা শান্তি হইতে পারে[৬৫]। হে মধুসূদন! শত্রুগণের সমূলোচ্ছেদ করিতে পারিলেও রাজ্য-প্রাপ্তি-রূপ প্রচুর ফল লাভ হয়; পরন্তু শত্রুগণের সমূলোচ্ছেদ অতিশয় নিষ্ঠুরের কার্য্য[৬৬]। রাজ্যের ত্যাগ-দ্বারা যে শান্তি হইতে পারে, রাজ্য ব্যতিরেকে বধের সহিত তাহার কিছুমাত্র বিশেষ থাকে না; কেন না তাহাতে বিপক্ষপক্ষের সংশয় এবং আত্ম-পক্ষের সমুচ্ছেদ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা[৬৭]। অতএব রাজ্য পরিত্যাগ করিতেও আমাদের অভিলাষ হয় না এবং কুলক্ষয় করিতেও অভিরুচি হয় না। এতদ্বিষয়ে যাহাতে কোন প্রকারে যুদ্ধ করিতে না হয়, সর্ব্বপ্রযত্নে এরূপ চেষ্টা করিয়া যদি

অবনতি দ্বারা শান্তি লাভ করা যায়, তাহা হইলেই সর্ব্বাংশে উত্তম হয়; যেহেতু সেইরূপ শান্তিই গরীয়সী। সান্ত্ববাদ-দ্বারা কোন ফল না দর্শিলে যুদ্ধত প্রসিদ্ধই রহিয়াছে; তখন আর পরাক্রম প্রকাশে নিরস্ত থাকা কোন রূপেই উচিত নহে[৬৮-৬৯]। কিন্তু সান্ত্ব প্রতিহত হইলে অবশ্যই নিদারুণ যুদ্ধ ব্যাপারের সংঘটন হইয়া থাকে; কুক্কুরগণের কলহ-কালে পণ্ডিতেরা তাহার বিলক্ষণ উপমার স্থল দৃষ্টি করিয়াছেন[৭০]। কুক্কুরগণ কোন আমিষেরজন্য পরস্পর প্রথমে লাঙ্গুল-চালন, গর্জ্জন পূর্ব্বক ছিদ্র অন্বেষণ, প্রত্যুত্তর প্রদান, অর্থাৎ পরস্পর নিন্দা ও আত্ম প্রশংসা চক্রাকারে পরিভ্রমণ, দন্তপ্রদর্শন ও ঘন ঘন চীৎকার ধ্বনি করে, পরে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়[৭১]। হে কৃষ্ণ! তন্মধ্যে যে বলবান্ হয়, সে অন্যকে পরাজয় করিয়া সেই আমিষ ভক্ষণ করে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, মনুষ্যের মধ্যেও এইরূপ, কিছুমাত্র বিশেষ নাই[৭২]। পরন্তু দুর্ব্বলদিগের প্রতি আদর ও বিরোধ না করাই বলিষ্ঠদিগের সর্ব্বথা কর্ত্তব্য, কেন না দুর্ব্বল ব্যক্তি সহজেই অবনতি স্বীকার করে[৭৩]। জনার্দ্দন! পিতা, রাজা ও বৃদ্ধ সর্ব্বতোভাবে মাননীয়; অতএব ধৃতরাষ্ট্র আমাদের পরম পূজনীয় ও মান্য তাহাতে আর সন্দেহ কি[৭৪]? কিন্তু হে মাধব! ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র-স্নেহ অতীব বলবান্; তিনি পুত্রের বশীভূত হইয়া আমাদিগের প্রণিপাত অস্বীকার করিবেন[৭৫]। অতএব অনন্তর কর্ত্তব্য বিষয়ে তুমি কি উপযুক্ত বিবেচনা কর? কি প্রকারে আমরা ধর্ম্ম ও অর্থ হইতে পরিচ্যুত না হই[৭৬]? হে মধুসূদন! হে পুরুষোত্তম! ঈদৃশ বিষমতর অর্থকৃচ্ছ্র সময়ে তোমা ভিন্ন আর কোন্ ব্যক্তির নিকটে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিব[৭৭]? হে কৃষ্ণ তোমার সদৃশ প্রিয়, হিতৈষী, সর্ব্বকর্ম্মের

গতিজ্ঞ এবং সর্ব্ব বিষয়ের যথার্থ-সিদ্ধান্ত-কারী সুহৃদ্ আমাদিগের আর কে আছে[৭৮]?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাত্মা জনার্দ্দন যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহারে প্রত্যুত্তর করিলেন, মহারাজ! আমি আপনাদিগের উভয়েরই প্রয়োজন সিদ্ধি নিমিত্তে কৌরব সভায় গমন করিব[৭৯]; তথায় তোমাদের অভিপ্রেত বিষয় পরিত্যাগ না করিয়া যদি শান্তি লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে আমার মহাফলোপধায়ক সুমহৎ পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়[৮০]। সন্ধি করিতে পারিলে আমি কোপাবিষ্ট কুরু সৃঞ্জয়দিগকে, পাণ্ডবগণকে, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র-সকলকে এবং এই সমগ্র ভূমণ্ডলকে মৃত্যুপাশ হইতে মুক্ত করি[৮১]।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি কৌরব সন্নিধানে গমন কর, ইহা কোন প্রকারেই আমার অভিমত নহে। তুমি সদুক্তি করিলেও সুযোধন কদাচ তোমার বাক্য রক্ষা করিবে না[৮২]। হে কৃষ্ণ! দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তী অসংখ্য ক্ষত্রিয়গণ তথায় সমবেত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে; অতএব তন্মধ্যে তোমার প্রবেশ করা কোন মতেই আমার অভিরুচি হইতেছে না[৮৩]। হে মাধব! তোমার প্রতি কেহ অনিষ্টাচরণ করিলে আমার রাজ্য ধন বা সুখের কথা দূরে থাকুক, স্বর্গ-পুরের সমস্ত ঐশ্বর্য্য অথবা সাক্ষাৎ দেবত্ব পদার্থও কদাপি প্রীতি-জনক হইবে না[৮৪]।

ভগবান্ কহিলেন, মহারাজ! দুর্য্যোধনের যেরূপ পাপবুদ্ধি, তাহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি; তথাপি তৎসন্নিধানে গমন করিলে আমরা সর্ব্বলোকবর্ত্তী রাজন্যগণ-সন্নিধানে নিন্দা-শূন্য থাকিব[৮৫]। যেমন ক্রোধান্বিত সিংহ সমীপে ইতর পশুবর্গ সুস্থির থাকিতে পারে না, তদ্রূপ আমি ক্রুদ্ধ হইলে, যাবতীয় পার্থিবগণ

মিলিত হইয়াও আমার সম্মুখে সুস্থির থাকিতে পারিবে না[৮৬]। যদি তাহারা আমার প্রতি কোন প্রকার অযুক্ত-ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে আমি সমস্ত কুরুকুল ভস্মীভূত করিব, এইরূপ নিশ্চয় করিতেছি[৮৭]। হে পার্থ! কৌরবগণ সমীপে আমার গমন করা কদাচ নিরর্থক হইবে না; যদিও প্রয়োজন-সিদ্ধি না হয়, তথাপি পরিশেষে আর আমাদিগকে পরিবাদগ্রস্ত হইতে হইবে না[৮৮]।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, কৃষ্ণ! তোমার যাহা রুচি হয় কর। সর্ব্বথা কুশলী হইয়া কৌরবগণ-সমীপে গমন কর। প্রত্যাগমন সময়ে তোমাকে যেন কৃতকার্য্য ও কল্যাণ-যুক্ত দেখিতে পাই[৮৯]। হে প্রভাব-সম্পন্ন জনার্দ্দন! তুমি কুরুকুলে গমন করিয়া এরূপ শান্তি স্থাপন করিবে যে, আমরা যেন দেবগণের ন্যায় প্রশান্ত চিত্তে সকলে মিলিত হইয়া পরস্পর আমোদ প্রমোদে কাল যাপন করিতে পারি[৯০]। তুমি আমাদিগের ভ্রাতা অথচ সখা;—আমার ও অর্জ্জুনের তুল্যরূপ প্রিয়; তোমার সহিত আমাদিগের এরূপ সৌহৃদ্য জন্মিয়াছে যে কোন বিষয়েই তোমার প্রতি শঙ্কার সম্ভাবনা নাই; অতএব তোমার মঙ্গল হউক মঙ্গল-সাধনার্থে শুভযাত্রা কর[৯১]। হে কৃষ্ণ! তুমি আমাদিগকে ও আমাদের শত্রুগণকে বিশেষ রূপে অবগত আছ; যেরূপ প্রয়োজন তাহাও তোমার অগোচর নাই এবং যেরূপ প্রস্তাব করা উচিত তাহাও অবিদিত নাই; অতএব যাহাতে আমাদের হিত হয়, দুর্য্যোধনকে তদনুরূপ উপদেশ প্রদান করিবে[৯২]। হে কেশব! সান্ত্ববাদই হউক অথবা যুদ্ধের প্রসঙ্গই হউক, যাহা আমাদিগের হিতকর অথচ ধর্ম্মানুযায়ী হইবে, তাহাই সুযোধনের নিকট ব্যক্ত করিবে[৯৩]।

যুধিষ্ঠির-বাক্যে দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭২ ॥

—

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

যুধিষ্ঠিরের বাক্যাবসানে কৃষ্ণ কহিলেন, আমি সঞ্জয়ের বাক্যও শ্রবণ করিয়াছি এবং আপনার কথাও শ্রবণ করিলাম ; কৌরবগণের এবং আপনার যেরূপ অভিপ্রায় তাহাও আমার অবিদিত নাই[১]। তোমার বুদ্ধি ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াছে; কৌরবগণের মতি কেবল শত্রুতার অনুবর্ত্তন করিতেছে। বিনা যুদ্ধে যাহা লভ্য হয়; তুমি তাহারই বহুমান করিয়া থাক[২]। হে বিশাম্পতে! ব্রহ্মচর্য্যাদি কার্য্য ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বিধেয় নহে। সমুদায় আশ্রমীরা ক্ষত্রিয়ের ভৈক্ষ্যাচরণ নিষেধ করিয়া থাকেন[৩]। বিধাতা সমরে জয় ও বধের যে বিধান করিয়াছেন, তাহাই ক্ষত্রিয়ের সনাতন ধর্ম্ম; কৃপণতা প্রকাশ করা তাহার পক্ষে কদাচ প্রশংসার বিষয় নহে[৪]। হে মহাবাহো যুধিষ্ঠির! দীনভাব অবলম্বন করিলে ক্ষত্রিয়ের জীবিকা নির্ব্বাহ করা অতীব দুঃসাধ্য হয়; অতএব হে পরন্তপ! সমুচিত বিক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক শত্রু বিনাশ করুন[৫]। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা অতিমাত্র লুব্ধ হইয়া অনেকানেক বীর পুরুষদিগের সহিত দীর্ঘকাল সহবাস করত নিরতিশয় স্নেহ ও মিত্রতা প্রকাশদ্বারা যেরূপ বল-সম্পন্ন হইয়াছে, তাহাতে কোন ক্রমেই তাহারা আপনার সহিত সন্ধি করিবে না[৬]। হে বিশাম্পতে! ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য-প্রভৃতি বীর পুরুষগণ সহায় রহিয়াছেন মনে করিয়া তাহারা আপনাদিগের অতিশয় বলশালী জ্ঞান করিতেছে; সুতরাং যে পর্য্যন্ত আপনি মৃদুভাব অবলম্বন পূর্ব্বক তাহাদিগের নিকট নম্রতা প্রকাশ করিবেন, সে পর্য্যন্ত তাহারা অবশ্যই আপনাকে রাজ্যভোগে বঞ্চিত করিয়া রাখিবে, সন্দেহ নাই[৭,৮]। হে অরিন্দম! আপনি কৃপা, দৈন্য, ধর্ম্ম অথবা অর্থই প্রদর্শন করুন; ধৃতরাষ্ট্র-তনয়েরা কদাচ আপ-

নার অভিলাষ পূর্ণ করিতে সমর্থ হইবে না[৯]। হে পাণ্ডব! আপনাকে তাদৃশ দুষ্কর কৌপীন ধারণ করাইয়াও তাহারা যে অনুতাপান্বিত হয় নাই, ইহাই সন্ধি না করিবার নিমিত্ত বলিয়া স্বীকার করুন[১০]।

হে রাজন্! আপনি এতাদৃশ ধর্ম্ম-পরায়ণ, মৃদু, দান্ত, দানশীল ও ব্রতনিষ্ঠ হইলেও যে ব্যক্তি ভীষ্ম, দ্রোণ, ধীমান্ বিদুর, মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ, রাজা ধৃতরাষ্ট্র, প্রধান কৌরব-সকল ও নগরস্থ সমুদয় লোকের সাক্ষাতেই আপনাকে কপট-দ্যূতক্রীড়ায় বঞ্চিত করিয়া স্বকীয় নিকৃষ্ট কর্ম্ম জন্য কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করে নাই, তাদৃশ দুঃশীল, দুরাচার, ক্রূরমতি দুর্য্যোধনের প্রতি আপনি কদাচ স্নেহ করিবেন না। হে ভারত! আপনার কথা দূরে থাকুক, তাহারা সমস্ত লোকেরই বধ্য[১১-১৪]। একবার মনে করিয়া দেখুন দেখি, দুর্য্যোধন ভ্রাতৃবর্গের সহিত মিলিত হইয়া মহাপ্রহৃষ্ট-মনে আত্মশ্লাঘা করিতে করিতে বহুতর অসদৃস বচনাবলি দ্বারা আপনাকে ও আপনার সহোদরদিগকে কিরূপ মর্ম্ম-পীড়া প্রদান করিয়াছিল[১৫]। সে মুক্তকণ্ঠে কহিয়াছিল “এই ভূমণ্ডল মধ্যে পাণ্ডবগণের ‘এই বস্তু নিজস্ব’ এমন কিছুই নাই; তাহা হইলে হীন বীর্য্য হইয়া আমার নিকট পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে; সুতরাং নাম ও গোত্র আর কিছুই থাকিবেনা[১৬-১৭]। মহাকাল-সহকারে ইহারা অবশ্যই পরাভব প্রাপ্ত হইবে; আরও দেখুন, দ্যূতক্রীড়া প্রবর্ত্তিত হইলে, পাপমতি দুরাত্মা দুঃশাসন, অনাথার ন্যায় রোরুদ্যমানা দ্রৌপদী দেবীকে কেশাকর্ষন পূর্ব্বক রাজসভামধ্যে আনয়ন করিয়া ভীষ্ম দ্রোণাদির সাক্ষাতেই বারম্বার গৌ গৌ অর্থাৎ গাভিরন্যায় তুমি সকলের ভোগ্যা এই বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছিল[১৮, ১৯]। তৎকালে আপনি ভীম-পরাক্রম ভ্রাতৃদিগকে বারণ করিয়া রাখি-

লেন, সুতরাং তাঁহারা ধর্ম্মপাশে নিবদ্ধ থাকিয়া তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও প্রতিক্রিয়া করিতে পারিলেন না[২০]। আপনি বনে গমন করিলেও দুর্য্যোধন জ্ঞাতিবর্গমধ্যে পূর্ব্বোক্তরূপ ও অন্যান্য বহুবিধ পরুষ বাক্যের উক্তি করত শ্লাঘা করিয়াছিল[২১]; সে স্থলে যে সকল সংস্বভাবসম্পন্ন লোক সমানীত হইয়াছিলেন, তাঁহারা আপনাকে নিরপরাধ মনে করিয়া কেবল অশ্রুকণ্ঠে রোদন করত সভামণ্ডপে উপবিষ্ট ছিলেন[২২]। ব্রাহ্মণগণ কি রাজন্যগণ, কেহই তাহার বাক্যে আহ্লাদ প্রকাশ করেন নাই, বরং সভাসদ্‌গণ সকলেই দুর্য্যোধনকে নিন্দা করিয়াছিলেন[২৩]। হে শত্রুতাপন মহারাজ! কুলীন ব্যক্তির যে নিন্দা তাহাই বধ; বরং নিন্দা-দূষিত জঘন্য জীবন বহন করা অপেক্ষা একবারে বিনষ্ট হওয়া শতগুণে শ্রেষ্ঠ[২৪]। হে মহারাজ! পৃথিবীস্থ সমস্ত ভূপালবর্গের নিন্দাস্পদ হইয়াও সে যখন লজ্জা বোধ করে নাই, তখন আর তাহার নিহত হইবার অপেক্ষা কি আছে? যাহার চরিত্র ঈদৃশ জঘন্য, তাহাকে বিনষ্ট করা অনায়াস সাধ্য অন্যান্য মূল সকল ছিন্ন হইলে কেবল মধ্যম মূল অবলম্বন দ্বারা যাহার পতন নিরুদ্ধ থাকে, তাদৃশ বৃক্ষের ন্যায় এবং সর্পের ন্যায় ভয়াবহ সেই ক্ষুদ্রাশয় দুর্ম্মতি সকল লোকেরই বধ যোগ্য; অতএব হে শত্রুনাশন! তাহাকে বিনষ্ট করুন; তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় করিবেন না[২৬-২৭]।

হে অনঘ! ধৃতরাষ্ট্র কি ভীষ্মের সমীপে আপনি যে প্রণিপাত স্বীকার করেন, ইহা সর্ব্ব প্রকারেই আপনার উপযুক্ত এবং আমারও অভিমত[২৮]; অতএব হে রাজন্! আমি কুরু সভায় গমন করিয়া, দুর্য্যোধনের প্রতি যাহাদিগের দ্বিধা ভাব অর্থাৎ সাধু কি অসাধু আছে, তাহাদের সকলেরই সংশয় ছেদন করিব[২৯]; সমবেত রাজমণ্ডলী মধ্যে আপনার সর্ব্ব-পুরুষ-সাধারণ গুণ-সমূহের

এবং দুর্য্যোধনেরও দোষ রাশির সংকীর্ত্তন করিব[৩০]। নানা জনপদেশ্বর ভূপাল বর্গ আমার সেই ধর্ম্মার্থযুক্ত হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়া অবশ্যই আপনাকে ধর্ম্মাত্মা ও সত্যবাদী বলিয়া বিশ্বাস করিবেন এবং দুর্য্যোধন লোভ পরবশ হইয়া যেরূপ দুষ্টাচার করিতেছে তাহাও বুঝিতে পারিবেন[৩১-৩২]। কেবল রাজমণ্ডলী কেন, সমাগত ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-চতুষ্টয়-মধ্যে কি জনপদবাসী কি নাগরিক, কি বালক কি বৃদ্ধ, সকলের সমক্ষে আমি দুর্য্যোধনের নিন্দা করিব[৩৩]। আপনি যখন শান্তি প্রার্থনা করিতেছেন, তখন আপনাকে আর কে অধার্ম্মিক বলিবে? কিন্তু মনুষ্য মাত্রেই যাবতীয় কৌরবদিগকে, বিশেষত ধৃতরাষ্ট্রকে ভূরি ভূরি নিন্দা করিবে সন্দেহ নাই[৩৪]। হে রাজন্! সেই সর্ব্বলোক-পরিত্যক্ত পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধন নিন্দা-নিহত হইলে আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্মের আর অবশিষ্ট কি থাকিবে? আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিবেন[৩৫], অতএব ভারত! আমি কুরুগণ সমীপে গমন পূর্ব্বক আপনার অর্থহানি না করিয়া শান্তি স্থাপনে সর্ব্বথা যত্নবান্ হইব এবং তাহাদিগের যুদ্ধ বিষয়িণী প্রবৃত্তি ও যাবতীয় চেষ্টিত অবলোকন করিয়া অচিরেই আপনার জয়ের নিমিত্ত প্রত্যাগমন করিব[৩৬-৩৭]।

হে ভারত! দুর্নিমিত্ত সমুদায়ের যেরূপ প্রাদুর্ভাব অবলোকন করিতেছি, তাহাতে শত্রুগণের সহিত যে যুদ্ধ করিতে হইবে ইহা সর্ব্বথাই প্রতীত হইতেছে[৩৮]। দেখুন, সন্ধ্যা সময়ে মৃগ ও বিহঙ্গগণ ভয়ঙ্কর শব্দ করিতেছে; প্রধান প্রধান মাতঙ্গ ও তুরঙ্গ সকলের ঘোর রূপ লক্ষিত হইতেছে এবং হুতাশন বহু প্রকার বিকটতর বর্ণ ধারণ করিতেছে[৩৯]। অতএব হে নরেন্দ্র! মনুষ্য লোকান্তকারী দুরন্ত অন্তকের আবির্ভাব হইবার সম্ভাবনা না হইলে কদাচ

এরূপ ঘটিত না। অতএব এই সময়ে আপনার যোধগণ কৃত নিশ্চয় হইয়া শস্ত্র যন্ত্র* কবচ রথ হয় হস্তিপ্রভৃতি সামরিক সামগ্রী সমস্ত সজ্জিত করিয়া তুরঙ্গ মাতঙ্গ ও শতাঙ্গ-সমূহের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হউক। হে নরেন্দ্র! সংগ্রাম নিমিত্ত যাহা যাহা সংগ্রহ করিতে হইবে, আপনি সমগ্ররূপে তৎসমুদায়ের আয়োজন করিয়া রাখুন[৪০.৪১]। হে পাণ্ডবরাজ। দুর্য্যোধন পূর্ব্বে দ্যূত দ্বারা আপনার যে প্রচুর-সমৃদ্ধিশালী রাজ্যটি হরণ করিয়াছে, এক্ষণে সে জীবিত থাকিতে কোন প্রকারেই আপনাকে তাহা প্রত্যর্পণ করিতে সমর্থ হইবে না[৪২]।

শ্রীকৃষ্ণ-বাক্যে ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৭৩ ॥

চতুঃ সপ্ততিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ভীম কহিলেন, হে মধুসূদন। যাহাতে কুরুদিগের মধ্যে শান্তি স্থাপন হয় এইরূপ প্রস্তাব করিও; যুদ্ধ প্রসঙ্গ দ্বারা তাহাদিগকে কদাচ ভয় প্রদর্শন করিও না[১]। ক্রোধ-পরবশ, উৎসাহ-সম্পন্ন, কল্যাণ-বিদ্বেষী ও মহাভিমানী দুর্য্যোধনকে কোন প্রকারে উগ্র-বাক্য বলা উপযুক্ত হইবে না, অতএব সান্ত্ববাদ-দ্বারাই তাহাকে সান্ত্বনা করিও[২]। হে কৃষ্ণ। যে ব্যক্তি স্বভাবত পাপাত্মা, দস্যুনির্ব্বিশেষ-চিত্ত, ঐশ্বর্য্যমদ-মত্ত, পাণ্ডবদিগের সহিত কৃত-বৈর, অদীর্ঘদর্শী, নিষ্ঠুর, নিন্দক, ক্রূর-পরাক্রম, চিরক্রোধী অবিনীত, পাপ-মতি ও বঞ্চনা-প্রিয়; যে মূঢ়মতি বরং প্রাণ প্রদান করিতেও স্বীকৃত হয়, তথাপি স্বমত পরিহার-পূর্ব্বক স্বেচ্ছা ভঙ্গ করিতে কোন প্রকারে সম্মত হয় না; তাদৃশ পামরের সহিত সন্ধি করা

---

* গোলোকোৎক্ষেপণ যন্ত্র গোলা যাহা দ্বারা নিক্ষেপ করা যায় অর্থাৎ কামান ইতি খ্যাতে।

নিতান্ত দুঃসাধ্য[৩-৫]। সে আপনিও ধর্ম্মের মর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইতে পারে না এবং সুহৃদ্বাক্যেরও বশম্বদ হয় না, সুতরাং ধর্ম্মত্যাগী ও মিথ্যা-প্রিয় হইয়া কেবল সুহৃদ্গণের বাক্য ও মনের প্রতি প্রতিঘাত করে মাত্র[৬]। যেমন ভুজঙ্গ তৃণ-দ্বারা আচ্ছন্ন থাকিয়াও স্বভাবসিদ্ধ খল-স্বভাব প্রকাশ করিয়া থাকে, দুর্য্যোধনও সেইরূপ স্বাভাবিক দুষ্টভাব অবলম্বন করত ক্রোধের বশীভূত হইয়া পাপ সংকলন করে[৭]।

হে কেশব! দুর্য্যোধনের যত সেনা, যেরূপ শীল, যেমন স্বভাব, যে প্রকার বল ও যাদৃশ পরাক্রম, তাহা সকলই তোমার বিদিত আছে[৮]। দেখ, পূর্ব্বে কৌরবগণ ও আমরা জ্যেষ্ঠভ্রাতারে ইন্দ্র তুল্য বোধ করিয়া পুত্র ও বন্ধু বান্ধবগণ সমভিব্যাহারে প্রসন্নচিত্তে পরস্পর আহ্লাদ আমোদে কালযাপন করিতাম[৯]; কিন্তু হে মধুসূদন! যেমন শিশির-বিগমে হুতাশন বন সকল দগ্ধ করে; তদ্রূপ দুর্য্যোধনের ক্রোধ-হুতাশনে এক্ষণে যাবতীয় ভরত বংশ ভস্মীভূত হইবে[১০]। হে কৃষ্ণ! যাহারা জ্ঞাতি, সুহৃদ্ ও বান্ধব সমুদায়ের সমুচ্ছেদ করিয়াছিল, পশ্চাদুক্ত সেই অষ্টাদশ নৃপতি সুবিখ্যাত আছে[১১]। ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন কাল সমাগত হইলে তেজঃ-পুঞ্জে প্রজ্বলিত সমৃদ্ধ অসুরদিগের বংশে যেমন কলির উৎপত্তি হইয়াছিল[১২], তদ্রূপ হৈহয়-বংশে উদাবর্ত্ত, নীপবংশে জনমেজয়; তালজঙ্ঘ-বংশে বহুল, কৃমিবংশে উদ্ধত স্বভাব বসু[১৩], সুবীর-বংশে অজবিন্দু, সুরাষ্ট্র-বংশে রুষর্দ্ধিক, বলীহ-বংশে অর্কজ, চীন-বংশে ধৌতমূলক[১৪], বিদেহ-বংশে হয়গ্রীব, মহৌজস-বংশে বরযু, সুন্দর বংশীয়দিগের বাহু, দীপ্তাক্ষ-বংশীয়দিগের পুরূরবা[১৫], চৈদিমৎস্য-বংশীয়দিগের সহজ, প্রবীর-বংশীয়দিগের বৃষধ্বজ, চন্দ্রবৎস-বংশীয়দিগের ধারণ, মুকুট বংশীয়দিগের বিগা-

হন[১৬] এবং নন্দিবেগ-বংশে সম রাজা উৎপন্ন হইয়াছিল। যুগান্ত সময়ে এই সমস্ত কুলনাশন নরাধমেরা যেমন উক্ত কুল-সমূহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল[১৭], তদ্রূপ উপস্থিত যুগাবসানে কাল-প্রেরিত কুলাঙ্গার জঘন্য দুর্য্যোধনও সাক্ষাৎ পাপের অবতার স্বরূপ হইয়া আমাদিগের কুরুবংশে উৎপন্ন হইয়াছে[১৮]। অতএব হে উগ্রপরাক্রম! উগ্রতা পরিহার-পূর্ব্বক তৎসমীপে মৃদুমন্দভাবে, যাহাতে তাহার চিত্ত আকৃষ্ট হইতে পারে, এরূপ অভিলষিত বিষয়ের বাহুল্য-সমন্বিত, ধর্ম্মার্থ-সংযুক্ত ও হিতকর বাক্য প্রয়োগ করাই কর্ত্তব্য[১৯]। হে কৃষ্ণ! আমরা নম্রভাব ধারণ করিয়া বরং দুর্য্যোধনের অনুগত হইয়া চলিব, তথাপি আমাদিগের ভরত-বংশের যেন ধ্বংস না হয়[২০]। হে বাসুদেব! কৌরবগণের সহিত কোন বিষয়ের সংস্রব না থাকায় আমাদের পরস্পর উদাসীনের ন্যায় ব্যবহার যাহাতে না হয়, তোমাকে তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে; তাহাদিগের দুর্ব্বুদ্ধি বশত যেন কোন প্রকারে কুরুকুলে কুলক্ষয়-নিবন্ধন দোষস্পর্শ না হয়[২১]। হে কৃষ্ণ! বৃদ্ধ পিতামহ ও অন্যান্য সভাসদবর্গকে কহিবে, সকলে যত্নপর হইয়া দুর্য্যোধনকে প্রশান্ত করুন; ভ্রাতৃগণ মধ্যে সৌভ্রাত্র সংস্থাপিত হউক[২২]। শান্তি বিষয়ে আমি এইরূপ কহিতেছি এবং রাজাও ইহার প্রশংসা করেন, অর্জ্জুনও যুদ্ধার্থী নহেন, কেন না উঁহার শরীরে বিস্তর দয়া আছে[২৩]।

ভীম-বাক্যে চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৪ ॥

পঞ্চ সপ্ততিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পর্ব্বতের লঘুত্ব অথবা পাবকের শীতত্ব

যেমন অসম্ভবিত তদ্রূপ কৃপাপরীত ভীমসেনের এই অভূতপূর্ব্ব মার্দ্দবযুক্ত বাক্য শ্রবণকরিয়া শূরনন্দন শার্ঙ্গধন্বা রামানুজ মহাবাহু কেশব তাঁহারে পরিহাস করিবার উদ্দেশে এবং বায়ু-সংযোগে বহ্নির ন্যায়, প্ররোচনা বাক্যে উত্তেজিত করিবার মানসে কহিতে লাগিলেন[১-৩], হে ভীমসেন্! অন্য সময়ে আপনি ত হিংসা-প্রিয় ক্রূরতম ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণের বিমর্দ্দনাভিলাষে যুদ্ধেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন[৪]। হে পরন্তপ! ঐ চিন্তায় আপনার নিদ্রা হয় না; আপনি অধোমুখে শয়ন করিয়া জাগরিতাবস্থাতেই রজনী অতিবাহিত করেন; সতত দারুণ অপ্রশান্ত ক্রোধজ্ঞাপক বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন[৫]। হে ভীম! আপনি যখন স্বকীয় ক্রোধানলে সন্তপ্ত হইয়া অপ্রশান্ত চিত্তে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করেন; তৎকালে আপনারে সধূম হুতাশনের ন্যায় বোধ হয়[৬]। যখন ভারার্ত্ত ও দুর্ব্বলব্যক্তির ন্যায় একান্তে শয়ন করিয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে থাকেন; তখন আপনার আন্তরিক ভাবানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ আপনাকে উন্মত্ত বলিয়াই স্থির করে[৭]। হে বৃকোদর! কোন মাতঙ্গ নির্ম্মূল বৃক্ষ সকল দলন-পূর্ব্বক ক্ষিতিলে পদাঘাত করত তৎসমুদায় বক্রীকৃত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া যেরূপ শব্দ করে, আপনিও কখন কখন সেইরূপ ঘোর শব্দ করিতে করিতে ধাবমান হন[৮]। হে পাণ্ডব! এই ব্রাহ্মণগণের সহবাসে আনন্দিত হন না; নির্জ্জনে কাল যাপন করেন এবং কি দিবা কি রজনী কোন সময়েই যুদ্ধ চিন্তা ব্যতীত আর কিছুতেই মনোনিবেশ করেন না[৯]। হে ভীম! আপনি একান্তে আসীন হইয়া নির্জ্জন সময়ে অকস্মাৎ হাস্য বা রোদন করিতে করিতে জানু-দ্বয়োপরি মস্তক অবলম্বন-পূর্ব্বক নিমীলিত নেত্রে বহুক্ষণ উপবেশন করেন; আবার সহসা ভ্রূকুটি বন্ধন ও ওষ্ঠ-দ্বয় দংশন করিতে করিতে বিকটভাবে

বারম্বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন ; এই সমস্ত ব্যাপার কেবল ক্রোধের অনুভাব মাত্র [১০-১১]।

হে পরন্তপ পূর্ব্বে ভ্রাতৃগণ-মধ্যে আপনি এইরূপ প্রতিজ্ঞা-পূর্ব্বক গদা গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, "ভানুমান্ সূর্য্য যেমন পূর্ব্ব-দিকে স্বকীয় তেজঃপুঞ্জ উদ্গত করিতে দৃষ্ট হন এবং পশ্চিম দিকে অস্তমিত হইয়া পুনঃ পুনঃ মেরু প্রদক্ষিণ করেন, কোনকালে তা-হার ব্যতিক্রম হয় না, আমি সেইরূপ সত্য করিয়া বলিতেছি, অ-মর্ষপরবশ দুর্য্যোধনের সন্নিহিত হইয়া এই গদা-দ্বারা তাহাকে নি-হত করিব, কদাচ ইহার অন্যথা হইবে না।" কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আপনার সেই বুদ্ধি অদ্য শান্তি পথানুবর্ত্তিনী হইতেছে [১৩-১৪]। অহো ভীম! যখন আপনাকেও ভয় আশ্রয় করিতেছে, তখন ইহা বিলক্ষণ প্রতীত হইতেছে যে, যুদ্ধকাল উপস্থিত হইলে যুদ্ধা-কাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের চিত্তবৃত্তির বৈপরীত্যজন্মে [১৫]। অহো পার্থ! আপনি কি জাগরিত, কি নিদ্রিত, সর্ব্বাবস্থাতেই বিপরীত নিমিত্ত সমুদায় সন্দর্শন করিয়া থাকেন, বোধ হয়, তন্নিমিত্তই শান্তি পথা বলম্বনে কৃত যত্ন হইয়াছেন [১৬]। হা! আপনি ক্লীবের ন্যায় আপনাতে কিছুমাত্র পুরুষকারের আশংসা করিতেছেন না। আপনি মোহে অভিভূত হইয়াছেন, তন্নিমিত্তই আপনার মন এরূপ বিকৃত হইয়াছে, সন্দেহ নাই [১৭]। আপনার হৃদয় কম্পিত হইতেছে; মন বিষণ্ণ হইতেছে; এবং আপনি উরু স্তম্ভে অভিভূত হইয়াছেন; তন্নিমিত্তই শান্তি সংস্থাপনে যত্ন করিতেছেন [১৮]। হে পার্থ! মানবীয় চিত্তের কিছুমাত্র স্থিরতা নাই; বাতবেগ-প্রচ-লিত শাল্মলিবীজের ন্যায়, উহা কখন চঞ্চল কখন বা স্থির হইয়া থাকে [১৯]। গো-সকলের মুখে মানুষী বাণীর ন্যায় আপনার এই অসম্ভাবিত বিকৃতা বুদ্ধি দর্শনে পাণ্ডু-পুত্রেরা নিতান্তই উদ্বিগ্ন

হইতেছেন; তাঁহাদিগের চিত্ত-ভূমি যেন উড়ুপ-বিহীন হইয়া বিষাদ সাগরে নিমগ্ন হইতেছে[২০]। হে ভীমসেন! আপনার ঈদৃশ অসদৃশ বাক্য শ্রবণে আমার অতিশয় আশ্চর্য্য জ্ঞান হইতেছে! যেমন শৈলের সঞ্চরণ অসম্ভব, আপনার মুখ হইতে এরূপ বাক্য নিঃসরণ হওয়াও তদ্রূপ অসঙ্গত[২১]। অতএব হে ভারত! আপনি আপনার কর্ম্ম ও যে কুলে উৎপন্ন হইয়াছেন তৎসমুদায় পর্য্যালোচন করিয়া উৎসাহ-সম্পন্ন হউন। হে বীর! বিষাদ পরিহারপূর্ব্বক চিত্ত স্থির করুন[২২]। হে অরিন্দম! ভবাদৃশ অসম-শৌর্য্যশালী ব্যক্তির এরূপ গ্লানিযুক্ত হওয়া কদাচ উপযুক্ত নহে। স্বকীয় তেজঃ প্রভাবে যাহা লাভ না হয়; ক্ষত্রিয়গণ তাহা কদাচ ভোগ করেন না[২৩]।

ভীমোত্তেজক শ্রীকৃষ্ণ-বাক্যে পঞ্চ সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৫ ॥

ষট্ সপ্ততিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নিত্যক্রোধী, অসহনশীল ভীমসেন বাসুদেবের উক্ত রূপ বাক্য শ্রবণে সুশিক্ষিত অশ্বের ন্যায় তৎক্ষণমাত্র উত্তেজিত ও প্রত্যুত্তর প্রদানে সত্বর হইয়া কহিতে লাগিলেন[১], হে অচ্যুত! আমি অন্য প্রকার অনুষ্ঠানের মানস করিতেছি, কিন্তু তুমি আমাকে অন্য এক প্রকার বিবেচনা করিতেছ! সংগ্রামে আমার যে নিরতিশয় প্রীতি আছে এবং আমার পরাক্রম যে কখন মিথ্যা হয় না[২], দীর্ঘকাল একত্র সহবাস করায় তুমি অবশ্যই আমার হৃদ্গত ভাব সকল অবগত হইতে পার; অথবা যেমন হ্রদ স্নাত ব্যক্তিরা হ্রদ মধ্যস্থ দ্রব্যজাতের বিষয় কিছুই অবগত হইতে পারে না; তদ্রূপ তুমিও আমার আন্তরিক অভি-

প্রায় অবগত হইতে পার নাই ; তন্নিমিত্তই আমাকে ঈদৃশ অযুক্ত-বাক্য দ্বারা ভৎসনা করিতেছ। হে মাধব! ভীমসেনের প্রকৃত স্বরূপ জানিতে পারিয়া কোন্ ব্যক্তি তোমার মত এতাদৃশ অপ্রতিরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে সমর্থ হয়? হে বৃষ্ণি নন্দন! তুমি যে আমার যথার্থ স্বরূপ জানিতে পার নাই এই নিমিত্তই আমাকে আপনার অসাধারণ পৌরুষ ও পরাক্রমের কথা ব্যক্ত করিতে হইল। স্বয়ং আত্ম প্রশংসা করা সর্ব্বথাই গর্হিত কর্ম্ম সন্দেহ নাই[৩-৬], কিন্তু কি করি তোমার অতিশয় ভৎসনা বাক্যে তিরস্কৃত হইয়া আত্মবলের পরিচয় আর ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না! হে কৃষ্ণ! অখিল প্রজাপুঞ্জের উৎপত্তি স্থান ও আধারভূত এই যে অচল, অসীম ও অনন্ত ভূলোক ও দ্যুলোক অবলোকন করিতেছ, যদ্যপি স্যাৎ ইহারা ক্রুদ্ধ হইয়া শিলাদ্বয়ের ন্যায় সহসা মিলিত হইয়া যায়[৭-৮], তাহা হইলেও আমি ভুজ-যুগল দ্বারা এই সচরাচর লোকদ্বয়কে নিগৃহীত করিতে পারি। প্রকাণ্ড পরিঘ-যুগলের ন্যায় আমার এই বাহু-দ্বয়ের মধ্যভাগে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া অবলোকন কর : ইহাতে পতিত হইয়া পরিত্রান পায়, এই সমগ্র ভূমণ্ডল মধ্যে এমন মনুষ্যই আমি দেখিতে পাই নাই। আমি কোন ব্যক্তিকে আক্রমণ করিলে, গিরিরাজ হিমালয়, অপার জলনিধি, অথবা বজ্রধারী স্বয়ং পুরন্দর, ইহাঁরাও বল প্রকাশ করিয়া আমার হস্ত হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে পারেন না। হে অচ্যুত! পাণ্ডবগণের প্রতি আততায়ী, সমরযোগ্য ক্ষত্রিয় সকলকে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া আমি অনায়াসেই পাদতল দ্বারা নিষ্পেষণ করিতে থাকিব। হে জনার্দ্দন! পূর্ব্বে রাজন্যবর্গকে পরাজয়পূর্ব্বক যে রূপে বশীভূত করিয়াছিলাম, তাহা কিছু তোমার অবিদিত নাই; তদ্দ্বারাই তুমি আমার বিক্রমের বিলক্ষণ

পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছ। অথবা যদি উত্থানশীল প্রভাকরের দেদীপ্যমান প্রভা-নিকরের ন্যায় আমার প্রচণ্ডতর প্রতাপপুঞ্জের বিষয় অবগত হইয়া না থাক, তবে সেই ঘোরতর তুমুল সমর-সময়ে তাহা বোধগম্য করিতে পারিবে। দুর্গন্ধ-যুক্ত ব্রণ স্থান উদ্ঘাটনের ন্যায় তুমি আমাকে ঈদৃশ পরুষ বাক্য-সহকারে তিরস্কার করিতেছ, কিন্তু আমি স্বীয় মতি অনুসারে তোমাকে এই যে কথা বলিলাম, তাহা অপেক্ষাও আমাকে অধিক করিয়া জানিবে। যে দিন সেই তুমুল সংগ্রাম সমারম্ভ হইবে, সেই দিনেই সমুদয় সম্যক্ রূপে দৃষ্টি গোচর করিবে[৯-১৫]। কেবল তুমি কেন? সকল লোকেই অবলোকন করিবে, আমি কখন গজারোহী, রথী ও অশ্বারোহিদিগকে দূরে নিঃক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিতেছি, কখন অসীম রোষভরে ক্ষত্রিয়-শ্রেষ্ঠ মহা মহা বীরগণকে সংহার দশায় উপনীত করিতেছি, কখন বা প্রধান প্রধান সৈনিকদিগকে বিকর্ষণ করিতেছি। হে মধুসূদন! আমার মজ্জা-প্রভৃতি দেহসার-সমস্তও অবসন্ন হয় নাই এবং চিত্তও কম্পিত হয় নাই; সমুদয় লোক ক্রুদ্ধ হইলেও আমার ভয় জন্মে না। তবে কৃপাপর হইবার তাৎপর্য্য আর কিছুই নহে, কেবল সৌহৃদ্য প্রকাশ করা মাত্র। আমাদিগের ভরতবংশের যেন ধ্বংস না হয়, এই অভিলাষেই কৃপা করিয়া সকল ক্লেশ সহ্য করিতেছি[১৬-১৮]।

ভীম-বাক্যে ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৬ ॥

সপ্ত সপ্ততিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ভগবান্ কহিলেন, আপনকার অভিপ্রায় অবগত হইবার নিমিত্তই আমি প্রণয়-হেতু ইহা বলিয়াছিলাম, নতুবা ভর্ৎসনা, পাণ্ডিত্য, ক্রোধ কি বলিবার ইচ্ছাহেতু বলি নাই[১]। আপনার

যেরূপ মাহাত্ম্য, যাদৃশ পরাক্রম ও যে প্রকার কর্ম্ম, তৎসমুদয়ই আমি বিশেষ রূপে অবগত আছি; অতএব সে নিমিত্ত আপনাকে তিরস্কার করিতেছি না[২]। হে পাণ্ডব! আপনি আপনাতে যাদৃশ কল্যাণের সম্ভাবনা করিতেছেন, আমি তদপেক্ষা সহস্রগুণ মঙ্গলের আশংসা করিতেছি[৩]। হে ভীম! সর্ব্ব-রাজগণ-পূজিত যেরূপ বংশে আপনার জন্ম হইয়াছে, আপনি বন্ধু, বান্ধব ও সুহৃদ্বর্গের সহিত সর্ব্বাংশেই তাহার উপযুক্ত, সন্দেহ নাই[৪]। কিন্তু হে বৃকোদর! মনুষ্যেরা দেব ও মনুষ্য সম্বন্ধীয় ধর্ম্মের সন্দিগ্ধ উপস্থিত হইলে তন্নিরাকরণার্থ বিজ্ঞতমলোককে জিজ্ঞাসা করিয়াও কৃত নিশ্চয় হইতে পারে না; কেন না ধর্ম্মই পুরুষের অর্থসিদ্ধির হেতু হয়, তাহাই আবার তাহার বিনাশের কারণ হইয়া থাকে; অতএব পুরুষের কর্ম্ম সর্ব্বথাই সন্দিগ্ধ[৫.৬]। দোষদর্শী পণ্ডিতগণ বিশেষ বিবেচনা করিয়া যে কর্ম্ম কর্ত্তব্য পক্ষে নিশ্চয় করিয়াছেন; তাহাও সমীরণ-বেগের ন্যায় অন্যথা পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে[৭]। মনুষ্য উত্তম রূপে মন্ত্রণা করিয়া ন্যায়ানুসারে কার্য্য সম্যক রূপে অনুষ্ঠান করিলেও দৈব প্রভাবে উহা নিষ্ফল হইয়া যায়[৮]। আবার শীত উষ্ণ বর্ষা ক্ষুধা পিপাসা প্রভৃতি অননুষ্ঠিত দৈব কর্ম্মও পৌরুষ-সহকারে বিফল হইয়া থাকে[৯]। যাহা ফলভোগের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই প্রারব্ধ কর্ম্ম ব্যতীত পুরুষ স্বয়ং যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে তাহাতেও তাহাকে বদ্ধ থাকিতে হয় না; কেন না তদ্বিষয়ে 'জ্ঞান বা প্রায়শ্চিত্ত-দ্বারা সঞ্চিত পাপের নাশ হয়' এইরূপ শ্রুতি-স্মৃতি-সিদ্ধ প্রমাণ আছে[১০]। হে পাণ্ডব! মনুষ্য পুরুষকার পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল দৈব অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে না। অতএব দৈবকর্ম্ম ও পৌরুষ কর্ম্ম উভয়ের সমন্বয়ে ফল সিদ্ধি হয়, এইরূপ বিবে-

চনা করিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য[১১]। যিনি এইরূপ কর্ত্তব্য বোধে কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাঁহার সেই কার্য্য সিদ্ধি না হইলে ব্যথিত বা কার্য্য সিদ্ধি হইলে সন্তুষ্ট হন না[১২]। হে ভীমসেন! তদ্বিষয়ে এইরূপ নিশ্চয়ই আমার বিবক্ষিত ছিল; শত্রুগণের সহিত সংগ্রাম করিলে একান্তই সিদ্ধি-লাভ হইবে, একথা বক্তব্য নহে[১৩]। অপিচ মানসিক ভাবের বিপর্য্যয় হইলে একবারে তেজোহীন হইয়া বিষণ্ণ ও গ্লানি প্রাপ্ত হওয়া উচিত নহে, এ নিমিত্তেও আমি আপনাকে ঐ সকলকথা বলিয়াছি[১৪]। হে পাণ্ডব! কল্য ধৃতরাষ্ট্র-সন্নিধানে গমন-পূর্ব্বক আপনাদিগের অর্থ হানি না করাইয়া শান্তি-সংস্থাপন নিমিত্ত যত্নবান্ হইব[১৫]। যদি কৌরবগণ সন্ধিকরে, তাহা হইলে আমারও অনন্ত যশোলাভ, আপনাদিগেরও অভীষ্টসিদ্ধি এবং তাহাদিগেরও অনুত্তম মঙ্গল লাভ হইবে[১৬]; কিন্তু তাহা না করিয়া যদি সেই অবোধ কৌরবগণ মদীয় বাক্য অবহেলন-পূর্ব্বক স্বমত রক্ষার্থেই অভিনিবিষ্ট হয়, তবে অবশ্য ঘোরতর সমর কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবে, সন্দেহ নাই[১৭]। হে ভীমসেন! এই যুদ্ধে আপনার উপরেই সমস্ত ভার নিহিত রহিয়াছে। আপনি ও অর্জ্জুন উভয়েই সেই ভার ধারণ করিয়া অন্যান্য যোধগণকে বহন করিতে বাধ্য হইবেন[১৮]; কেন না যুদ্ধ হইলে আমাকে অর্জ্জুনের সারথি হইতে হইবে; আমি সারথ্য কার্য্যে নিযুক্ত হই ইহাই ধনঞ্জয়ের কামনা, নতুবা আমার যুদ্ধ করিবার অভিলাষ নাই এমন নহে[১৯]। অতএব হে বৃকোদর। আপনার ক্লীব-তুল্য বাক্য সম্ভাষণ করাতে মতির প্রতি আশঙ্কা করিয়া আমি আপনার প্রভা-হীন তেজঃপুঞ্জ পুনরুদ্দীপিত করিয়া দিলাম[২০]।

শ্রীকৃষ্ণ-বাক্যে সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭৭ ॥

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে জনার্দ্দন! আমার যাহা কিছু বক্তব্য, তাহা ধর্ম্মরাজই বলিয়াছেন; পরন্তু তোমার বাক্য শ্রবণ করিয়া বোধ হইতেছে[১], তুমি ধৃতরাষ্ট্রের লোভ বশতই হউক অথবা আমাদিগের উপস্থিত দৈন্যতা জন্যই হউক, শান্তি হওয়া কদাচ সুসাধ্য জ্ঞান করিতেছ না[২]। অপিচ তুমি ইহাও মানিতেছ যে, পরাক্রম প্রকাশ না করিলে পুরুষের সকলই নিষ্ফল হয়; পুরুষকার ভিন্ন কোন কর্ম্মও হইতে পারে না এবং তজ্জন্য কোন ফলোদয় হইবারও সম্ভাবনা নাই[৩]। আরও কহিয়াছ যে, তোমার যুদ্ধ করিতে বিলক্ষণ অভিলাষ আছে; যদি উহা যথার্থ হয়; তবে যুদ্ধেই প্রবৃত্ত হও; কিন্তু তুমি ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই শান্তি সংস্থাপন করিতে পার; তোমার অসাধ্য কিছুই নাই[৪]। তুমি যুদ্ধ সাতিশয় কষ্টদায়ক বলিয়া অঙ্গীকার করিতেছ; আর কৌরব ও পাণ্ডব উভয়েরই শমতা অসম্ভব হেতু যুদ্ধও অভিলাষ করিতেছ; কিন্তু যাহাদের নিকট কর্ম্ম সকল সফল হয় না; তাহাদের পক্ষে সামাদি উপায়ও বিনাশ কর হইয়া উঠে[৫]। হে প্রভো! কর্ম্ম সম্যক্ রূপে সম্পাদন করিলে অবশ্যই সফল হইতে পারে। অতএব হে কৃষ্ণ! তুমি এইরূপ কার্য্য করিবে; যাহাতে শত্রুগণের নিকট আমাদের শ্রেয়ো লাভ হইতে পারে[৬]। হে বীর জনার্দ্দন! প্রজাপতি ব্রহ্মা যেমন সুর ও অসুর উভয় বর্গেরই সখা, তদ্রূপ পাণ্ডব ও কুরুদিগের মধ্যে তুমিই আমাদের প্রথম সখা[৭]। অতএব কুরু পাণ্ডবগণের কুশল চিন্তা কর; আমাদিগের হিতানুষ্ঠান করা তোমার পক্ষে দুষ্কর নহে[৮]। হে জনার্দ্দন! তুমি কুরু সভায় গমন মাত্রেই আপন কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিবে[৯]। হে বীর! যদি দুরাত্মা দুর্য্যোধনের প্রতি অন্য প্রকার আচরণ করা

তোমার অভিপ্রেত হয়, তবে তোমার স্বেচ্ছানুসারেই তাহা নিষ্পন্ন হইবে[১০]। ফলত, তাহাদের সহিত আমাদিগের সন্ধিই হউক অথবা তোমার অভিপ্রেত যুদ্ধ করিতেই হউক, সুবিচার-সহকারে তুমি যেরূপ অভিলাষ প্রকাশ করিবে, তাহাই আমাদি-গের গুরুতর ও সর্ব্বথা আদরণীয়। হে মধুসূদন! সেই দুষ্টাত্মা যখন ধর্ম্ম-নন্দনের সুখৈশ্বর্য্য দর্শনে অধৈর্য্য হইয়া যুদ্ধাদি উপা-য়ের অসম্ভাবে কপট পাশক্রীড়ারূপ নিষ্ঠুর উপায় অবলম্বন দ্বারা তাঁহার সমস্ত রাজ্যধন অপহরণ করিয়াছে, তখন তাহাকে সপুত্র-বন্ধু বান্ধবে বিনষ্ট করা কি আমাদের কর্ত্তব্য নহে? ক্ষত্রিয়-কুলে এমন কোন্ ধনুর্দ্ধারী পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যে ব্যক্তি যুদ্ধার্থে আহূত হইয়া প্রাণত্যাগ উপস্থিত হইলেও পরাঙ্মুখ হইতে পারে? হে যদুপতে! সুযোধন যখন আমাদিকে অধর্ম্মে পরাজিত ও বনে প্রব্রজিত করিয়াছে, তখনই আমার বধ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছে। অত-অতএব হে কৃষ্ণ! তুমি মিত্রের নিমিত্ত সম্প্রতি যেরূপ অনুষ্ঠানের অভিলাষ করিতেছ, ইহা বিচিত্র নহে; কেননা সন্ধি বা বিগ্রহ যে উপায়দ্বারা হউক, কার্য্যসিদ্ধি হইলেই শ্রেয়োলাভ হয়[১১.১৫] অথবা যদি তোমার মতে তাহাদিগের এখনই বধ করা শ্রেয়ঃকল্প বোধ হয়, তবে অবিলম্বে তাহাই নিষ্পন্ন কর, তাহাতে কিছুমাত্র বিচার করিবার প্রয়োজন নাই[১৬]। পাপবুদ্ধি দুর্য্যোধন সভা-মধ্যে দ্রৌপ-দীরে যেরূপ ক্লেশ প্রদান করিয়াছিল এবং তাহা সকলই তোমার বিদিত আছে[১৭]; অতএব হে মাধব! সে যে এক্ষণে পাণ্ডবগণের প্রতি সম্যক্ ন্যায়ানুসারে সম্মত হইবে, ইহা কখনই আমার বু-দ্ধিতে অনুভব হইতেছে না; বরং ইহাই বোধ হইতেছে যে, মরু ভূমিতে বীজবপনের ন্যায় তাহা নিতান্তই নিষ্ফল হইবে[১৮]। অত-এব হে বৃষ্ণিনন্দন! সম্প্রতি পাণ্ডবগণের হিতসাধন ও অনন্তর

কর্ত্তব্য বিষয়ে যাহা তোমার যুক্তিযুক্ত বোধ হয়, তাহার অনুষ্ঠান কর[৯]।

অর্জ্জুন-বাক্যে অষ্ট সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৮ ॥

একোনাশীতিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

কৃষ্ণ কহিলেন, হে মহাবাহো পাণ্ডব! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাই হইবে; আমি কুরু ও পাণ্ডব উভয় বর্গেরই কল্যাণ-প্রতিপাদনে সমুৎসুক হইব[১]; কিন্তু হে অর্জ্জুন! দৈব ও মানবীয় উভয় প্রকার কর্ম্মের মধ্যে দৈবই ইহা সম্পূর্ণ রূপে আমার আয়ত্ত। দেখ মানুষ-কর্ম্মসহকারে ক্ষেত্র সকল রসবৎ ও পরিশোধিত হইলেও দৈবকৃত বর্ষণ-ব্যতীত তৎসমুদায়ে কদাপি ফল-নিষ্পত্তি হয় না। যাহাতে জল সেচন করা যায়, তদ্বিষয়ে কেহ কেহ পৌরুষের কথা বলিতে পারেন, কিন্তু জল-সেচন করিলেও দৈবপ্রভাবে শুষ্ক হওয়াও নিঃসন্দেহ দেখিতে পান। অতএব ইহাই নিশ্চয় করিয়া মহাত্মা পণ্ডিতগণ 'দৈব কর্ম্ম ও মানুষ কর্ম্ম উভয়েতেই লোক-হিতকার্য্য সংযুক্ত রহিয়াছে' বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। আমিও পুরুষকারে যত দূর হইতে পারে তাহা করিব[২-৫]; কিন্তু প্রাক্তন কর্ম্মের অন্যথা করিতে কোন প্রকারেই সমর্থ হইব না। হে পার্থ! সেই দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন ধর্ম্ম ও লোক-ভয় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক যদৃচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইয়াও তথাবিধ পাপকর্ম্ম জন্য কিছুমাত্র সন্তপ্ত হয় না, তাহাতে আবার শকুনি, কর্ণ ও ভ্রাতা দুঃশাসন-প্রভৃতি দুষ্ট মন্ত্রিগণ নিয়তই তাহার সেই পাপিষ্ঠ-বুদ্ধির বর্দ্ধন করিতেছে; সুতরাং সপরিবারে বিনষ্ট হওয়া ব্যতিরেকে সে যে রাজ্য ত্যাগ করিয়া শান্তি-বিধানে সম্মত হইবে, ইহা কোন প্রকারেই আমার বোধগম্য হয় না। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও

অবনতি-দ্বারা আপন রাজ্য পরিত্যাগের অভিলাষ করিতেছেন না এবং আমরা যাচ্ঞা করিলেও দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন কদাচ রাজ্য প্রদান করিবে না[৬-৯]; সুতরাং তৎ সন্নিধানে ধর্ম্মরাজের অনুশাসন বাক্য ব্যক্ত করাই আমার অনুচিত বোধ হইতেছে। হে ভারত! ধর্ম্মরাজ যে প্রয়োজনের কথা উক্ত করিলেন, পাপ দুর্য্যোধন তৎসমুদায় কদাচ নিষ্পন্ন করিবে না। কিন্তু তাহা না করিলেই যে সকল লোকের বধ্য হইবে, সন্দেহ নাই[১০-১১]। হে ভারত! সেই দুরাত্মা তোমাদিগের কৌমার কালে যখন সর্ব্বদা অনিষ্ট-চেষ্টা করিয়াছে এবং পরিশেষে ধর্ম্ম রাজের সম্পত্তি সন্দর্শনে অসহিষ্ণু হইয়া নিষ্ঠুরতর উপায়-দ্বারা তাঁহার রাজ্য বিলুপ্ত করিয়াছে, তখন আমার ত নিশ্চয়ই বধার্হ হইয়া রহিয়াছে, অধিকন্তু উপস্থিত পাপাচরণ নিমিত্ত সম্প্রতি ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত মানবেরই বিনাশাস্পদ হইবে[১২-১৩]।

হে কৌন্তেয়! যাহাতে তোমার সহিত আমার বিচ্ছেদ হয়, তদ্বিষয়ে দুর্য্যোধন বারম্বার যত্ন করিয়াছিল; পরন্তু তাহার সেই পাপময় অভিসন্ধি আমি কদ্যাপি গ্রহণ করি নাই[১৪]। হে মহাবাহো! তাহার যেরূপ মত তাহাও তুমি অবগত আছ এবং আমি যে ধর্ম্মরাজের প্রিয়কার্য্য সাধনেই নিরত রহিয়াছি, তাহাও তোমার বিদিত আছে[১৫]। অতএব হে অর্জ্জুন! তাহার দুর্ম্মতি এবং আমার অভিপ্রায় বিলক্ষণ রূপে অবগত হইয়াও তুমি অনভিজ্ঞের ন্যায় এক্ষণে কি নিমিত্ত আমার প্রতি এরূপ আশঙ্কা করিতেছ[১৬]? বিশেষত, ভূভার-হরণ জন্য সুরলোক হইতে সুরগণের অবতরণরূপ যে দিব্য বিধান আছে, তাহাও তোমার অগোচর নাই; অতএব হে পার্থ! শত্রুদিগের সহিত বিধিবিহিত সন্ধি-বন্ধন কি প্রকারে হইতে পারে[১৭]? হে পার্থ! তবে আমা হইতে বাক্য বা কর্ম্ম

দ্বারা যত দূর হওয়া সম্ভব, তাহা অবশ্যই আমি করিব, কিন্তু তাহাদিগের সহিত যে সন্ধি করিতে সমর্থ হইব, এরূপ আশা করিতে পারি না[১৮]। গত সংবৎসরে গো-হরণ সময়ে ভীষ্ম পথি-মধ্যে তাহারে কি এই হিতজনক শান্তির কথা বলেন নাই? তিনি যাচ্ঞা করিলেও সে তাহাতে সম্মত হয় নাই[১৯]। ফলত তুমি যখন তাহাদিগকে বধ্য বলিয়া নিশ্চিত করিয়াছ, তখনই তাহারা পরাভূত হইয়াছে। সুযোধন অল্পমাত্র রাজ্য প্রদানেও তুষ্ট না হউক, তথাপি ধর্ম্মরাজের শাসন আমাকে সর্ব্বথাই প্রতিপালন করিতে হইবে এবং সেই দুরাত্মার পাপ-কর্ম্মও পুনর্ব্বার পর্য্যালোচন করিতে হইবে[২০-২১]।

শ্রীকৃষ্ণ-বাক্যে একোনাশীতিতম-অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৯ ॥

অশীতিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

নকুল কহিলেন, হে মাধব! ধর্ম্মজ্ঞ ধর্ম্মরাজ স্বভাবসিদ্ধ বদান্যতা গুণের অনুবর্ত্তী হইয়া যে সকল বিবিধ বাক্যের উল্লেখ করিলেন, তাহা আপনি শ্রবণ করিলেন[১]; ভীমসেন রাজার মতানুসারে যেরূপ শান্তি ও স্বকীয় ভুজ বীর্য্য, উভয়েরই প্রসঙ্গ করিলেন[২] এবং অর্জ্জুন যাহা যাহা কহিয়াছেন; আপনি তৎসমুদায় শ্রবণ ও তদ্বিষয়ে বারম্বার স্বীয়মত প্রকাশ করিলেন[৩]। কিন্তু হে পুরুষোত্তম! অগ্রে শত্রুগণের মত শ্রবণ করিয়া পশ্চাৎ এ সমুদয় অতিক্রম-পূর্ব্বক সময়ানুসারে যাহা উপযুক্ত বোধ হয় তাহাই করিবেন[৪]। হে শত্রু-দমন কেশব! নিমিত্তের বিভিন্নতানুসারে বিভিন্নতা হইয়াথাকে এবং তাহা করিলেই মনুষ্য সমুচিত কার্য্যনির্ব্বাহে সমর্থ হইতে পারে[৫]। হে পুরুষসত্তম! লোকের কোন বিষয় এক প্রকারে অবধারিত হয়, কিন্তু সময়ান্তরে তাহার অন্যথা

হইয়া থাকে। ফলত পৃথিবীর সকল মনুষ্যই অনিত্য-মতি;—চিরকাল একরূপ মতের অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে পারে, এমন লোক অপ্রসিদ্ধ[৬]। হে কৃষ্ণ! দেখুন, যৎকালে আমরা অরণ্যে বাসকরিতাম; তখন আমাদিগের এক প্রকার বুদ্ধি ছিল, যখন অজ্ঞাত বাস করিয়াছিলাম; তখন আর এক প্রকার হইয়াছিল; এক্ষণে দৃশ্যভাবে বাস করিতেছি; বুদ্ধিও অন্য প্রকার হইয়াছে[৭]। হে বৃষ্ণি নন্দন! সম্প্রতি রাজ্যের প্রতি আমাদের যেরূপ আদর হইতেছে, বনবাস সময়ে কখনই সেরূপ হয় নাই[৮]। হে বীর জনার্দ্দন! আপনকার প্রসাদে আমরা বনবাস হইতে নিবৃত্ত হইয়াছি শ্রবণ করিয়া এই সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা সমাগত হইয়াছে[৯]। এই সকল অচিন্ত্য বলশালী বিক্রম পুরুষসিংহদিগকে এই সমরস্থলে শস্ত্র ধারণ করিতে অবলোকন করিলে কোন্ ব্যক্তি ব্যথিত না হইবে[১০]? অতএব হে পুরুষ-সত্তম! আপনি কুরুমণ্ডলী-মধ্যে গমন করিয়া প্রথমে সান্ত্ববাদ এবং পশ্চাৎ ভয়-প্রদর্শন-পূর্ব্বক এরূপে বাক্য-প্রয়োগ করিবেন যাহাতে সেই মন্দমতি সুযোধন ক্রুদ্ধ না হয়[১১]। হে কেশব! দেখুন, যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অপরাজিত অর্জ্জুন, সহদেব, আমি, আপনি, বলরাম[১২], মহাবীর্য্য সাত্যকি, মহাভুজ মৎস্যরাজ, অমাত্য-সহ দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন[১৩], বিক্রমশালী কাশিরাজ, চেদিপতি ধৃষ্টকেতু-প্রভৃতি বীর পুরুষগণ সমরে প্রবৃত্ত হইলে, মাংসশোণিতধারী কোন্ মনুষ্য আমাদিগের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিতে পারিবে[১৪]? অতএব হে মহাবাহো! আপনি কৌরব সভায় গমন মাত্রেই ধর্ম্মরাজের অভিলষিত অর্থ সম্পূর্ণ রূপে সাধন করিবেন, সন্দেহ নাই[১৫]। হে অনঘ! আপনার উক্ত হিতবাক্য-সমস্ত অন্য কেহ বুঝিতে পারুক বা না পারুক, অন্তত বিদুর, ভীষ্ম, দ্রোণ ও বাহ্লিক, ইঁহারাও হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ

হইবেন[১৬] এবং তদনুসারে অনুনয় বিনয়-দ্বারা জনাধিপ ধৃত-রাষ্ট্রকে এবং সহামাত্য দুরাচার দুর্য্যোধনকেও তাহা বুঝাইতে পারিবেন[১৭]। হে জনার্দ্দন! আপনি বক্তা এবং বিদুর শ্রোতা হইলে আপনারা কোন্ বিশৃঙ্খল বিষয়কে সুশৃঙ্খল করিতে না পারেন[১৮]?

নকুল-বাক্যে অশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৮০॥

একাশীতিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সহদেব কহিলেন, হে অরাতিনিপাতন! ধর্ম্মরাজ যে বাক্যের উল্লেখ করিলেন, যদিও তাহা সনাতন ধর্ম্মানুযায়ী বটে, তথাপি যাহাতে যুদ্ধ হয়, আপনি তদ্রূপ কার্য্য করিবেন[১]। হে দাশার্হ! যদি কৌরবগণ আপনা হইতেই পাণ্ডবগণের সহিত শান্তি অভিলাষ করে, তথাপি তাহাদিগকে আমাদের সহিত সমরে প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে[২]। হে কৃষ্ণ! দ্রুপদনন্দিনী পাঞ্চালীকে সেইরূপে সভাস্থলে আনয়ন করিতে সন্দর্শ করিয়া, সুযোধনের সংহার ব্যতীত কি প্রকারে তাহার প্রতি আমার ক্রোধের শান্তি হইতে পারে[৩]। হে কৃষ্ণ! ভীমার্জ্জুন ও ধর্ম্মপরায়ণ ধর্ম্মরাজ যদিচ ধর্ম্মানু-সারেই যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইতেছেন; কিন্তু আমি সে ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সমরে তাহার সহিত কেবল যুদ্ধ করিতেই অভিলাষী হইতেছি[৪]।

সাত্যকি কহিলেন, হে মহাবাহো! মহামতি সহদেব যথার্থই ক-হিয়াছেন; সুযোধনের প্রতি আমারও যে কোপ আছে, তাহাকে সংহার করিলেই সে কোপের শান্তি হইতে পারে[৫]। অরণ্য-মধ্যে পাণ্ডবগণকে চীরাজিনধারী ও বহুতর-দুঃখ-পরীত দৃষ্টি করিয়া আপনারও যাদৃশ ক্রোধোদয় হইয়াছিল, তাহা কি আপনার স্মরণ

হয় না? অতএব হে পুরুষোত্তম! রণ-কর্কশ মহাবীর মাদ্রীপুত্র যে বাক্যের প্রসঙ্গ করিলেন, সমগ্র যোধগণেরও তাহাতেই সম্মতি আছে[৭]।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহামতি সাত্যকি এই বাক্য বলিয়া নিরস্ত হইলে, সর্ব্বদিক্‌হইতেই সৈনিক গণের ঘোরতর সিংহনাদ হইতে লাগিল[৮]; যুদ্ধাভিলাষী বীরপুরুষগণ হৃষ্টচিত্তে সাত্যকির বাক্যে অভিনন্দন করিয়া বারম্বার তাঁহারে সাধু বাদ প্রদান করিতে লাগিলেন[৯]।

সহদেব-বাক্যে একাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮১ ॥

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অতি কৃষ্ণ বর্ণ ও সুদীর্ঘ কেশ ধারিণী যশস্বিনী দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা মহারথ সহদেবও সাত্যকিরে পূজাকরত ধর্ম্মরাজের প্রস্তাবিত ধর্ম্মার্থসংযুক্ত ও হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়া, বিশেষত ভীমসেনকে শান্তি-সমুৎসুখ অবলোকন করিয়া অত্যন্ত দুর্ম্মনায়মানা ও শোকাকুলা হইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে রোদন করিতে করিতে আসন-সমাসীন দাশার্হ কৃষ্ণকে কহিতে লাগিলেন[১-৩] হে মহাবাহো ধর্ম্মজ্ঞ মধুসূদন জনার্দ্দন! ধৃতরাষ্ট্র নন্দন অমাত্য-বর্গের সহিত মিলিত হইয়া প্রতারণা অবলম্বন-পূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে যে রূপে সুখভ্রংশিত করিয়াছে, তাহা তোমার বিদিত আছে এবং সঞ্জয় এস্থানে আগমন করিলে রাজা যুধিষ্ঠির তাহাকে নির্জ্জনে অগ্রে আপনার যে মন্ত্রণা শ্রবণ করাইয়াছিলেন, পরে বিদায় কালে তাহাকে যে রূপ কথা বলিয়াছিলেন, তাহাও তোমার সুগোচর আছে[৪-৬]। হে মহাদ্যুতি-সম্পন্ন কেশব! তিনি দুর্য্যোধন ও তাহার সুহৃদ্‌বর্গকে বলিবার নিমিত্ত এইরূপ নির্দ্দেশ

করিয়াছিলেন, যে আমাদিগকে অবিস্থল, বৃকস্থল, মাকন্দী, বা-
রণাবত ও অন্য কোন জনপদ এই পঞ্চ গ্রাম প্রদান করিতে
হইবে[৭.৮], কিন্তু হে কৃষ্ণ! সুযোধন সন্ধিপ্রার্থনাকারী শ্রীমান্ যুধি-
ষ্ঠিরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া গ্রাহ্য করিল না[৯]। অতএব হে
জনার্দ্দন! যদি দুর্য্যোধন রাজ্য-প্রদান না করিতে ইচ্ছুক হয়, তবে
সেস্থানে গমন করিয়া কোন ক্রমে তাহা করা কর্ত্তব্য নহে[১০]। হে
মহাবাহো! পাণ্ডবেরা সৃঞ্জয়গণের সহিত মিলিত হইয়া অবশ্যই
সেই ক্রোধান্বিত ভয়ঙ্কর কৌরব সৈন্যের প্রতিকূলে অবস্থিত
হইতে পারিবেন[১১]। হে মধুসূদন! যখন সাম বা দান-দ্বারা তাহা-
দিগের নিকট কোন অর্থই সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই, তখন
আর তাহাদের প্রতি কৃপা করা তোমার কর্ত্তব্য নহে[১২]? হে কৃষ্ণ!
যে শত্রুগণ সাম বা দান-দ্বারা প্রশান্ত না হয়, স্বীয় জীবন রক্ষার্থ
সেই সকল শত্রুর প্রতি দণ্ড প্রয়োগ করাই যথার্থ কর্ত্তব্য[১৩]। অত-
এব হে মহাবাহো অচ্যুত! পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণের সহিত মিলিত
হইয়া তোমারও কৌরবগণের উপরে অবিলম্বে মহাদণ্ড নিক্ষেপ
করা কর্ত্তব্য হইতেছে[১৪]। হে কৃষ্ণ! এ কর্ম্ম উপযুক্ত এবং তোমা-
রও যশস্কর, বিশেষত ইহা নিষ্পন্ন করিতে পারিলে ক্ষত্রিয়গণের
পক্ষে অতীব সুখাবহ হয়[১৫]; কেন না ক্ষত্রিয়ই হউক বা ব্রাহ্মণ
ব্যতীত অন্যান্য জাতিই হউক, লোভ-পরায়ণ হইলে তাহাকে
নিহত করা স্বধর্ম্মানুষ্ঠায়ী ক্ষত্রিয়জনের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম[১৬]।
পরন্তু ব্রাহ্মণ সর্ব্ব পাপে অবস্থিত হইলেও কোন প্রকারে বধার্হ
হইতে পারেন না; যেহেতু তাঁহারা সর্ব্ব বর্ণের গুরু এবং দানীয়
দ্রব্য সকলের অগ্রভোক্তা[১৭]। হে জনার্দ্দন! অবধ্যকে বধ করিলে
যাদৃশ দোষের সম্ভাবনা, বধ্যকে বধ না করিলেও তাদৃশ দোষের
আস্পদ হইতে হয়, তাহা ধর্ম্মজ্ঞ পাণ্ডবেরা স্পষ্টই ব্যক্ত করিয়া-

ছেন[১৮]। অতএব হে দাশার্হ কৃষ্ণ! যাহাতে সেই দোষ তোমাকে স্পর্শ করিতে না পারে, সসৈনিক সৃঞ্জয় ও পাণ্ডবগণের সহিত একবাক্য হইয়া তুমি তাহারই বিধান কর[১৯]।

হে কেশব! তোমার নিকটে আমার কোন বিষয়ই গোপন করিবার নাই, যখন যাহা বলিতে হইয়াছে তাহাই অসঙ্কোচে ব্যক্ত করিয়াছি; এক্ষণে পুনরুক্ত হইলেও বিশ্বাশ-হেতুক তোমারে আরও কতকগুলি কথা বলিতেছি শ্রবণ কর। এই ভূমণ্ডল মধ্যে আমার তুল্য সীমন্তিনী আর কে আছে[২০]? হে কৃষ্ণ! আমি দ্রুপদরাজের দুহিতা, বেদীমধ্য হইতে সমুত্থিতা, ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী এবং তোমার প্রিয় সখী[২১]। আজমীঢ়-কুলে পরিণীতা হইয়া আমি মহাত্মা পাণ্ডুরাজের স্নুষা এবং পঞ্চ-বাসব-সম-তেজস্বী পাণ্ডুপুত্রগণের মহিষী হইয়াছি[২২], ঐ পঞ্চ বীরের ঔরসে আমার পঞ্চ মহারথ পুত্র সমুৎপন্ন হইয়াছে। হে কৃষ্ণ! অভিমন্যু তোমার যাদৃশ স্নেহভাজন, আমার পুত্রেরাও ধর্ম্মত তোমার সেইরূপ প্রীতি-পাত্র[২৩], হে কেশব! আমি এতাদৃশ সৌভাগ্য-শালিনী হইয়াও তুমি জীবিত থাকিতে, পাণ্ডুপুত্রগণের সমক্ষে সভামধ্যে কেশগ্রহণাদি-জনিত দুঃসহ ক্লেশ অনুভব করিয়াছি[২৪]! পাণ্ডবগণ এবং পাঞ্চাল ও বৃষ্ণি বংশীয়েরা জীবিত থাকিতেও আমি সভামধ্যে অবস্থিতি করিয়া পাপিষ্ঠগণের দাসী হইয়াছিলাম[২৫]! যখন দেখিলাম পাণ্ডবগণ রোষ-শূন্য ও নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন, তখন আমি ‘হে গোবিন্দ! আমারে পরিত্রাণ কর’ এই বলিয়া মনে মনে কেবল তোমাকেই চিন্তা করিয়াছিলাম[২৬]। অনন্তর যৎকালে আমার শ্বশুর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আমাকে বলিলেন “পাঞ্চালি! তুমি আমার বহুমতা ও বর-প্রদান-যোগ্যা; অতএব বর প্রার্থনা কর[২৭]” হে কেশব! তখন আমি ‘পাণ্ডবগণের দাসত্ব না

থাকে এবং তাঁহারা স্ব স্ব রথ ও আয়ুধ সমস্ত প্রাপ্ত হউন, ইহাই আমার প্রার্থনা' এই কথা বলিলে সকলে দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া বনবাসার্থে প্রস্থান করিয়াছিলেন[২৮]। অতএব হে পুণ্ডরীকাক্ষ জনার্দ্দন! তুমি আমার এবম্বিধ দুঃখ সমূহের বিষয় বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত আছ; এক্ষণে পতি, জ্ঞাতি ও বান্ধবগণের সহিত আমারে পরিত্রাণ কর[২৯]।

হে কৃষ্ণ! আমি ধর্ম্মত ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্র উভয়েরই পুত্রবধূ; কিন্তু তাঁহাদিগের সাক্ষাতেই দুরাত্মা দুর্য্যোধন আমাকে বল-পূর্ব্বক দাসী করিয়াছিল[৩০], অতএব হে কৃষ্ণ! যখন সেই দুর্য্যোধন মুহূর্ত্ত কাল মাত্রও জীবিত রহিয়াছে, তখন পার্থের ধনুষ্মত্তাতেও ধিক্ এবং ভীমসেনের পরাক্রমেও ধিক্[৩১]। হে কৃষ্ণ! যদি আমি তোমার অনুগ্রহের পাত্রী হই,—আমার প্রতি যদি তোমার কৃপা থাকে, তবে ধৃতরাষ্ট্র তনয়গণের প্রতি তুমি সম্পূর্ণ কোপ-বিধান কর[৩২]।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, লোহিতাপাঙ্গী পদ্মাক্ষী গজেন্দ্রগামিনী বরবর্ণিনী দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা কাতর ভাবে এইরূপ সম্ভাষণ করিয়া বেণীরূপে সমাহৃত কুটিল অগ্রভাগ-যুক্ত, সুন্দর নীলবর্ণ, নয়নানন্দকর, সর্ব্বগন্ধে অধিবাসিত, সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্ন, মহাভুজগ-সদৃশ কেশ কলাপ বাম হস্তে ধারণ-পূর্ব্বক পদ্মপলাশলোচন কৃষ্ণের সমীপ-বর্ত্তিনী হইয়া সজল নয়নে দীন বচনে পুনরায় এই কথা বলিলেন[৩৩-৩৫], হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তুমি শত্রুগণের সহিত সন্ধি করিতে অভিলাষ করিতেছ, কিন্তু সমস্ত কার্য্য কালে, দুঃশাসনকরোদ্ধৃত এই কেশ-কলাপের কথা তোমার যেন স্মরণ থাকে[৩৬]। হে কৃষ্ণ! যদি ভীমার্জ্জুন কৃপণের ন্যায় একান্তই সন্ধি-বন্ধনে অভিলাষ করেন, তথাপি আমার বৃদ্ধ পিতা মহারথ পুত্রগণের সহিত

মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিবেন[৩৭]। হে মধুসূদন! আমার মহাবীর্য্যশালী পঞ্চ পুত্রেরাও অভিমন্যুকে পুরস্কৃত করিয়া কৌরবগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইবে[৩৮]। যদি আমি দুঃশাসনের সেই শ্যামবর্ণ ভুজ সম্পূর্ণ রূপে ছিন্ন ও পাংশু-সমাকীর্ণ হইতে অবলোকন না করি, তবে আর আমার হৃদয়ের শান্তি লাভের সম্ভাবনা কোথায়[৩৯]? আমি প্রদীপ্ত-অনল-তুল্য প্রবল ক্রোধানল হৃদয়-মধ্যে স্থাপন করিয়া কেবল সময় প্রতীক্ষায় এই ত্রয়োদশ বর্ষকাল কথঞ্চিৎ অতিবাহিত করিয়াছি[৪০], কিন্তু এক্ষণে ভীমের বাক্যশল্যে পীড়িত হইয়া আমার সেই হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে! হা! এতকাল পরে অদ্য এই মহাবাহুর ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি হইল[৪১]!

নিবিড়নিতম্বিনী আয়ত-লোচনা কৃষ্ণা বাষ্প-গদ্গদ কণ্ঠে এইরূপ বহুতর কাতরোক্তি বিন্যাস-পূর্ব্বক ঘন ঘন উৎকম্পের সহিত সশব্দে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার শরীরস্থ ধাতু-সমস্ত যেন প্রদীপ্ত দুঃখানলে দ্রবীভূত ও নেত্রজলে পরিণত হইয়া নিবিড়তর স্তন যুগলে অভিবর্ষণ করত বক্ষস্থল প্লাবিত করিতে লাগিল[৪২.৪৩]। তখন মহাবাহু কৃষ্ণ তাঁহারে সান্ত্বনা করিবার উদ্দেশে কহিতে লাগিলেন, কৃষ্ণে! তুমি যেমন এক্ষণে রোদন করিতেছ, সমুদায় ভরতকুল-কামিনীদিগকেও অচির কাল মধ্যেই এইরূপে রোদন করিতে দেখিবে[৪৪]। হে ভীরু! জ্ঞাতি বান্ধব সমস্ত নিহত হইলে তাহাদিগকে তোমার ন্যায় রোদন করিতে হইবে। হে ভামিনি! তুমি যাহাদিগের প্রতি কুপিতা হইয়াছ, তাহারা অবশ্যই হতমিত্র ও হত বল হইবে, সন্দেহ নাই[৪৫]। আমি যুধিষ্ঠিরের নিয়োগানুসারে ভীমার্জ্জুন ও নকুল সহদেবের সহিত মিলিত হইয়া এবং বিধি নির্ম্মিত অদৃষ্টের নিয়োগ নিশ্চয়ই কৌরবগণের বধ সাধনে প্রবৃত্ত হইব[৪৬]। কাল-পক্ক ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রেরা যদি আমার বাক্য শ্রবণ ন

করে, তবে নিঃসন্দেহ নিহত ও শৃগাল কুক্কুরাদির ভক্ষ্য হইয়া ধরাতলে শয়ন করিবে[৪৭]। হে পাঞ্চালি! যদি হিমালয় পর্ব্বতও কখন স্বস্থান হইতে চলিত, যদি বসুন্ধরাও শতধা বিদীর্ণা হইয়া যায়, যদি নক্ষত্র-পুঞ্জ-সম্বলিত নভোমণ্ডলও নিপতিত হয়, তথাপি আমার এই বাক্য ব্যর্থ হইবার নহে[৪৮]। হে কৃষ্ণে! বাষ্প সম্বরণ কর; আমি সত্য করিয়া তোমার নিকটে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তুমি অচিরকাল মধ্যেই স্বীয় পতিগণকে হতশত্রু ও শ্রীসমন্বিত দেখিতে পাইবে[৪৯]।

দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণ-সম্বাদে দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮২ ॥

ত্র্যশীতিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে কেশব! তুমিই এক্ষণে কুরুবংশীয়দিগের অনুত্তম সুহৃদ্। তুমি উভয় পক্ষেরই নিত্য সম্বন্ধী ও প্রীতিপাত্র এবং উভয় পক্ষের শান্তি সংস্থাপনেও সমর্থ। অতএব যাহাতে কুরুপাণ্ডবদিগের মঙ্গল হয়, এরূপ কার্য্য কর[১-২]। হে শত্রুনাশন পুণ্ডরীকাক্ষ! তুমি অতি ক্রোধন ভ্রাতা সুযোধন-সন্নিধানে গমন করিয়া শান্তি নিমিত্ত যাহা বক্তব্য হয় বল[৩]। তাহাতেও যদি সেই নির্ব্বোধ ধর্ম্মার্থসংযুক্ত ভবদুক্ত কল্যাণময় হিতবাক্য গ্রহণ না করে, তবে নিতান্তই দুর্দ্দৈবের বশবর্ত্তী হইবে[৪]।

কৃষ্ণ কহিলেন, যাহা ধর্ম্মসম্মত, আমাদিগের হিত-জনক অথচ কুরুগণের মঙ্গল-কর হয়, তাহাই সম্পাদন করিবার নিমিত্ত আমি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রসমীপে গমন করিব[৫]।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, শরৎ ঋতুর শেষে হিমাগম হইলে যৎকালে সকল শস্য সম্পত্তির আবির্ভাব হয়, সেই কার্ত্তিক মাসের রেবতীনক্ষত্রযুক্ত কোন এক দিবসে, নিশাবসানে

কোমল করশালী মরীচিমালী নভোমণ্ডল প্রাপ্ত হইলে, মৈত্রমুহূর্ত্তে, অর্থাৎ জন্মতারা হইতে অষ্টম তারাতে স্বাস্থ্য সুখ-সম্পন্ন বলিশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ, ঋষিবৃন্দের স্তুতিপাঠ শ্রবণে বাসব যেমন বীত-নিদ্র হন, সেইরূপ বিস্বস্ত ব্রাহ্মণগণের মঙ্গল্য, পবিত্র ও সুনৃত বচনাবলি শ্রবণকরিতে করিতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমস্ত সমাপনান্তর স্নাত, শুচি ও অলঙ্কৃত হইয়া প্রথমত সূর্য্য ও অগ্নির উপসনা করিলেন[৮-৯], পরে বৃষ-পৃষ্ঠ-স্পর্শন, ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদন, অগ্নি-প্রদক্ষিণ এবং সম্মুখে সকল দ্রব্য কল্যাণকর সন্দর্শন করিয়া যুধিষ্ঠিরের বাক্য অনুস্মরণপূর্ব্বক সমীপে আসীন শিনির পৌত্র সাত্যকিকে কহিলেন,[১০-১১], শঙ্খ, চক্র, গদা, তূণ, শক্তি ও অন্যান্য প্রহরণ-সমস্ত রথোপরি স্থাপিত কর[১২]; যেহেতু দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনি-প্রভৃতি সকলেই দুরাত্মা; শত্রু দুর্ব্বল হইলেও বলবান্ ব্যক্তির তাহাকে অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য নহে[১৩]।

অনন্তর অগ্রগামী ভৃত্যেরা গদাধারী চক্রপাণি বাসুদেবের সেই আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া তদীয় রথসজ্জা নিমিত্ত অগ্রসর হইল[১৪]। প্রদীপ্ত-কালানল-তুল্য সেই রথ গগণগামী সূর্য্যের ন্যায় দ্রুত-সঞ্চারী, চন্দ্রসূর্য্য-সদৃশ চক্রদ্বয়ে সমলঙ্কৃত, অর্দ্ধচন্দ্র চন্দ্র মৎস্য ও মৃগ পক্ষি-সমূহের প্রকৃতি এবং বিবিধ পুষ্প ও মণিরত্নাদি-দ্বারা সর্ব্বত্র সুশোভিত, তরুণ অরুণ সদৃশ-সমুজ্জ্বল, সুবৃহৎ অথচ চারু-দর্শন, সর্ব্বাঙ্গেই মণিকাঞ্চনাদি-বিচিত্রিত, শোভন ধ্বজ-পতাকা-সমন্বিত, সর্ব্বসামগ্রী-সুসজ্জিত, ব্যাঘ্র-চর্ম্মে পরিবেষ্টিত, শত্রু-গণের যশো-নাশক, যাদবগণের আনন্দবর্দ্ধন, অসামান্য রথখানি সর্ব্বভূষায় ভূষিত করিয়া পরিশেষে শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহক নামা সকল গুণ-সম্পন্ন সুপ্রসিদ্ধ অশ্ব-চতুষ্টয়কে স্নানাহার

করাইয়া তাহাতে সংযোজিত করিল[১৫.১৯]। অনন্তর বিহঙ্গরাজ গরুড় আগমন করিয়া রথ-ধ্বজে অধিষ্ঠিত হইল, দেখিলে বোধ হয় যেন শ্রীকৃষ্ণের অসীম মহিমার সমধিক কীর্ত্তন করিতেছে[২০]।

তখন পুরুষোত্তম কৃষ্ণ কামগবিমান সদৃশ, সুমেরুশিখর-তুল্য, সজল-জলধর ও দুন্দুভির গম্ভীর নিস্বন স্যন্দনে আরোহণ করিলেন[২১]। পরে পুরুষোত্তম সাত্যকিরে তথায় আরোপিত করিয়া রথ নির্ঘোষে ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল নিনাদিত করত শুভ যাত্রা করিলেন[২২]। ক্ষণ কাল মধ্যে গগণ মণ্ডল মেঘশূন্য হইল। শুভ-সূচক অনুকূল বায়ু বহন করিতে লাগিল। ধূলি-সমস্ত প্রশান্ত হইল[২৩]। মঙ্গল-কর মৃগপক্ষি-সকল যথাক্রমে অনুকূলগামী হইয়া বাসুদেবের দক্ষিণা বর্ত্তে অনুগমন করিতে লাগিল[২৪]। সারস, শতপত্র ও হংস সমস্ত মাঙ্গল্যার্থপ্রদ ধ্বনি করিতে করিতে সর্ব্ব-দিকেই মধুসূদনের অনুবর্ত্তন করিতে লাগিল[২৫] মন্ত্রাহুতি-সহকারে মহাহোম কার্য্য হইবার সময়ে আহুয়মান হুতাশন দক্ষিণাবর্ত্ত-শিখ ও ধূম শূন্য হইল[২৬]। বশিষ্ঠ বামদেব, ভূরিদ্যুম্ন, গয়, ক্রথ, শুক্র, নারদ, বাল্মীক, মরুত, কুশিক, ভৃগু-প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষি ও দেবর্ষিগণ সমবেত হইয়া যদুকুল-সুখাবহ বাসবানুজ কৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন[২৭.২৮]। ভগবান্ বাসুদেব এইরূপে এই সমস্ত মহাভাগ সাধু মহর্ষিগণ-কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া কুরুগণের ভবনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন[২৯]। কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন, মাদ্রীপুত্র নকুল সহদেব এবং মহাবলপরাক্রান্ত চেকিতান, চেদিপতি ধৃষ্টকেতু, মহারথ দ্রুপদ, কাশীরাজ, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, কেকয় ও পুত্রগণের সহিত বিরাট-প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ কার্য্য-সংসাধন নিমিত্ত বিয়ৎ দূর পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়র্ষভ বাসুদেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন[৩০-৩২]। অনন্তর দ্যুতিমান, ধর্ম্ম-

রাজা যুধিষ্ঠির বহুক্ষণ পর্য্যন্ত গোবিন্দের অনুগমন করিয়া রাজগণ-সন্নিধানে তৎকালোচিত এই কথা বলিলেন[৩৩]। যিনি কাম, ক্রোধ, ভয় বা কোন প্রকার প্রয়োজন-সাধন নিমিত্ত কখন অন্যায়ের অনুবর্ত্তন করেন না; যিনি স্থিরবুদ্ধি, লোভ-বর্জ্জিত, ধর্ম্মজ্ঞ, ধৃতিমান্, সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী ও সর্ব্বজীবের ঈশ্বর; সেই সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন, শ্রীবৎসলাঞ্ছন, প্রতাপবান্ দেব দেব কেশবকে আলিঙ্গন করিয়া কুন্তীতনয় এইরূপ কহিতে লাগিলেন[৩৪ ৩৬]।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে জনার্দ্দন! যিনি আমাদিগকে বাল্যকালাবধি পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন; যিনি নিরন্তর উপবাস, তপস্যা, স্বস্ত্যয়ন, দেবতা-পূজা, অতিথি-সৎকার ও গুরুজন-শুশ্রূষায় নিরতা আছেন; যাঁহার পুত্রের প্রতি প্রীতি বৎসলতার পরিসংখ্যা নাই; যাঁহার প্রতি প্রীতি করা ব্যতীত আমাদিগেরও অন্য গতি নাই; হে অমিত্রকর্শন-মাধব! তরণী যেমন তিমি-মকর-কুম্ভীরাদি ভীষণ-জলজন্তু-কুল-সঙ্কুল সাক্ষাৎ কৃতান্ত স্বরূপ অর্ণব হইতে উদ্ধার করে, সেইরূপ যিনি দুর্য্যোধন-প্রযোজিত মহা মহা ভয় হইতে আমাদিগকে বারম্বার রক্ষা করিয়াছেন এবং আমাদিগের নিমিত্তে নিরন্তর বহুতর দুঃখ অনুভব করিয়াছেন; দুঃখসহনের অযোগ্যা সেই অবলা দেবীকে কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিবে[৩৭-৪০] হে মাধব! দারুণ পুত্র-শোকে তিনি অতীব বিধুরা আছেন অতএব তাঁহারে অভিবাদন পূর্ব্বক পাণ্ডবগণের নাম পরিকীর্ত্তন করিয়া বারম্বার আশ্বাস প্রদান করিবে[৪১]। হে অরিন্দম! কোন প্রকারে ক্লেশের পাত্রী না হইয়াও তিনি বিবাহকালাবধি শ্বশুরাদি-কৃত দুঃখ ও অবমাননা অবলোকনে কেবল দুঃখই অনুভব করিতে-ছেন[৪২]। হে কৃষ্ণ! আমার এমন সুখের সময় কি কখন উপস্থিত হইবে, যৎকালে আমি অশেষ-ক্লেশ-পতিতা জননীকে সুখিনী

করিতে পারিব[৪৩]! আহা! বন-গমন-সময়ে তিনি পুত্রগণের আ-সঙ্গ-লালসায় দীনভাবে রোদন করিতে করিতে আমাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমানা হইয়াছিলেন, কিন্তু আমরা তাঁহারে পরিত্যাগ করিয়াই অরণ্যে গমন করিয়াছিলাম[৪৪]! হে কেশব! দুঃখ সমূহে পতিত হইলেই যে মনুষ্যের মৃত্যু হয়, এমনও নিশ্চয় নাই। জননী পুত্রগণের মনঃপীড়ায় গাঢ়তর পীড়িতা আছেন, বিশেষত যদুবংশীয়েরা তাঁহার যথোচিত সৎকার করিতেছেন, সুতরাং এপর্য্যন্ত জীবিতা থাকিলেও থাকিতে পারেন; যদি থাকেন, তবে আমার বাক্যে তুমি তাঁহারে অভিবাদন করিও এবং কুরুবর ধৃতরাষ্ট্র, বয়োধিক রাজগণ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ হি-অশ্বত্থামা, বাহ্লিক, সোমদত্ত ও ভরতবংশীয় সমস্ত মান ন্দ্রের মানবগণকে, তথা কুরুগণের মন্ত্রধারী অগাধ-ধীশক্তি-সম্প ক্ষণগণ ল-ধর্ম্মাভিজ্ঞ মহাপ্রাজ্ঞ বিদুরকে আমার প্রণাম ও আ- রত জানাইও[৪৫-৪৮]।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভূপতিগণ মধ্যে কেশি-নিসূদন কৃষ্ণকে এই-রূপ কহিয়া পরিশেষে তাঁহার অনুমতি গ্রহণ-পূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করি-য়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন[৪৯]। অনন্তর অর্জ্জুন গমন করিতে করিতে স্বীয় সখা পরবীরঘাতী অপরাজিত পুরুষোত্তম দাশার্হকে কহি-লেন[৫০], বিভো গোবিন্দ! পূর্ব্বে যখন মন্ত্রণা স্থির করা যায়, তখন আমাদিগের অর্দ্ধরাজ্যের প্রার্থনা করাই যে অবধারিত হয়, তা-হা সমুদয় রাজগণের বিদিত আছে[৫১]। হে মহাবাহো মধুসূদন! সম্প্রতি সুযোধন যদি কোন প্রকারে আমাদিগকে অবমাননা না করিয়া যথোচিত সৎকার-প্রদর্শন-পূর্ব্বক অকপটে ও স্বচ্ছন্দে তাহা প্রদান করে, তাহা হইলে আমারও প্রীতি হয় এবং তাহা-রাও মহাভয় হইতে পরিত্রাণ পায়[৫২]। কিন্তু হে জনার্দ্দন! তাহা

না করিয়া যদি সেই দুরূপায়দর্শী দুষ্টমতি অন্য কোন অভি- সন্ধিতে প্রবৃত্ত হয়, তবে নিশ্চয়ই আমি ক্ষত্রিয়াধমগণের ধ্বংস-বিধান করিব[৫৩]।

বৈশম্পায়ন কহিলেন ধনঞ্জয় এই কথা কহিলে বৃকোদরের আর আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না; তিনি হর্ষ ও রোষভরে মুহুর্মুহুঃ কম্পিত হইতে লাগিলেন[৫৪] এবং কম্পায়মান-কলেবর হইয়া সাতিশয় হর্ষাভিষিক্তচিত্তে এরূপ ভয়ঙ্কর রব করিতে লাগিলেন যে, তত্রত্য যাবতীয় ধনুর্দ্ধারিগণ তাঁহার সেই ভীষণনি স্বন শ্রবণে অতিমাত্র কম্পিত-কায় হইল এবং তুরঙ্গ মাতঙ্গ-প্রভৃতি সমুদায় ···হনগণ মূত্র পুরীষ পরিত্যাগ করিতে লাগিল[৫৫.৫৬]।

স্বস্ত্যঃ ···র্জ্জুন কেশবকে ঐ কথা কহিয়া এবং স্বকীয় বিনিশ্চয় বিজ্ঞাপন রতা অ··· তদীয় অনুজ্ঞা গ্রহণ-পূর্ব্বক আলিঙ্গনানন্তর প্রতিনিবৃত্ত নাই; ···ন[৫৭]। অনন্তর সমস্ত রাজগণ প্রতি-নিবৃত্ত হইলে জনার্দ্দন না··· হৃষ্টচিত্তে শৈব্য-সুগ্রীবাদি-বাহন-চতুষ্টয়-সমন্বিত-রথারোহণে সত্বর কৌরব নগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন[৫৮]। সেই বাসুদেবের অশ্বগণ দারুক কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিল, দেখিলে বোধ হয় যেন তাহারা গগণ মণ্ডলকে গ্রাস করিতে করিতে পন্থাকে পান করিয়া গমন করিতেছে[৫৯]।

কিয়ৎদূর গমনানন্তর মহাবাহু কেশব পথি-মধ্যে কতিপয় মহর্ষিরে সন্দর্শন করিলেন। তাঁহারা ব্রাহ্মী শ্রীতে দেদীপ্যমান হইয়া পথের উভয় পার্শ্বে অবস্থিত ছিলেন[৬০]। জনার্দ্দন রথ হইতে সত্বর অবতীর্ণ হইয়া সেই সকল ঋষিবৃন্দকে অভিবাদন-পূর্ব্বক যথাবিধি পূজা করত এই বলিয়া সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন[৬১], হে মহর্ষিগণ! সমস্ত লোক-মধ্যে সকলে কুশলী আছে ত? ধর্ম্ম সুন্দর রূপে

অনুষ্ঠিত হইতেছে ত? ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয় ব্রাহ্মণগণের শাসনে অবস্থান করিতেছে ত[৬২]?

ঋষিগণের প্রতি এইরূপে পূজা-প্রয়োগ করিয়া মধুসূদন পুনরায় তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কোথায় সংসিদ্ধ হইয়াছেন? সম্প্রতি কোন্ পথ অবলম্বন করিয়াছেন[৬৩]? আপনারা কি নিমিত্ত মহীতলে আগমন করিয়াছেন? কি কার্য্যই বা উপস্থিত হইয়াছে? আপনাদিগের কোন্ কার্য্য আমাকে সম্পন্ন করিতে হইবে[৬৪]?

সুরাসুরপতি পিতামহের সখা জামদগ্ন্য, মধুসূদন গোবিন্দের এই বাক্য শ্রবণে তাঁহার সন্নিহিত হইয়া আলিঙ্গন-পূর্ব্বক কহিলেন[৬৫], হে মহাদ্যুতে দাশার্হ কেশব! পুরাতন সুরাসুর বৃন্দের সর্ব্ব-বৃত্তান্তদর্শী এই সমস্ত পুণ্যকৃৎ দেবর্ষিবর্গ, বহুশ্রুত ব্রাহ্মণগণ ও মহাতপস্বী মানভাজন রাজর্ষিগণ, সর্ব্বদিক্ হইতে সমবেত পার্থিব ক্ষত্রিয়গণের সন্দর্শন-কামনায় হস্তিনায় গমন করিতেছেন। হে জনার্দ্দন। যেস্থলে অশেষ সভাসদবর্গ, বহুল-রাজ-বর্গ এবং সত্যস্বরূপ তুমি অবস্থান করিবে তাহা যে অতীব দর্শনীয় হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অতএব হে কেশব। আমরা সেই বিশিষ্ট দ্রষ্টব্য বস্তুর দর্শন নিমিত্তই গমন করিতেছি। হে পরন্তপ মাধব। কুরু-সদন-সমবেত রাজগণ-মধ্যে তুমি ধর্ম্মার্থ-সংযুক্ত যে সমস্ত বাক্যের প্রসঙ্গ করিবে, তৎসমুদায় শ্রবণ করিতে আমাদিগের অভিলাষ হইয়াছে। ভীষ্মদ্রোণাদি সাধুসমূহ, মহামতি বিদুর, যদুকুল-চূড়ামণি তুমি, সকলেই তোমরা সভা-মধ্যে সমবেত থাকিবে; অতএব হে গোবিন্দ! তোমার এবং তাঁহাদিগের উক্ত সত্য, হিত অথচ রমণীয় বচনাবলি শ্রবণ করাই আমাদিগের অভিপ্রেত। হে মহাবাহো! তুমি এই নিমিত্তই আমন্ত্রিত হইলে;

আমরা পুনর্ব্বার তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব[৬৬-৭১]। হে বীর! সম্প্রতি তুমি নির্ব্বিঘ্নে গমন কর, পশ্চাৎ আমরা গমন করিয়া সভাগত এবং বল-প্রতাপ-সহকারে রমণীয় আসনে সমাসীন অবলোকন করিব[৭২]।

ভগবৎপ্রস্থানে ত্র্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৩ ॥

চতুরশীতিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে পরন্তপ মহারাজ! মহাবাহু দেবকী-নন্দনের গমনকালে পরবীর-সংহারকারী শস্ত্রপাণি, দশজন মহারথ, সহস্র অশ্বারোহী ও পদাতি এবং বিপুল ভোজন দ্রব্য সমেত শত শত কিঙ্কর-বর্গ তাঁহার অনুগমন করিয়াছিল[১-২]।

জনমেজয় কহিলেন, যদুকুলপতি মহাত্মা মধুসূদন কিরূপে গমন করিয়াছিলেন, কি প্রকার নিমিত্তসমস্তই বা তৎকালে আবির্ভূত হইয়াছিল[৩]?

বৈশম্পায়ন বলিলেন, মহাত্মা বাসুদেবের প্রয়াণ-সময়ে যে সকল দৈব ও ঔৎপাতিক নিমিত্ত-সমুদায়ের আবির্ভাব হইয়াছিল, আমি সমুদায়ই কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন[৪]। হে রাজন্! কৃষ্ণ যে যে স্থানে গমন করিয়াছিলেন, তদ্ব্যতীত অপর সমস্ত প্রদেশেই ঘনশূন্যগগণে ঘন ঘন বিদ্যুৎ-সম্বলিত অশনি-নিস্বন হইয়াছিল। পর্জ্জন্য মেঘ-শূন্য নভোমণ্ডলে পশ্চাদ্বর্ত্তী থাকিয়াও সাতিশয় বর্ষণ করিয়াছিল[৫]। সিন্ধু-প্রভৃতি সপ্ত মহানদী পূর্ব্বাভিমুখী হইয়াও পশ্চিম-বাহিনী হইয়াছিল। দিক্-সমুদায় বিপরীত হইয়াছিল। কিছুই আর বোধগম্য হইবার বিষয় ছিল না[৬]। সর্ব্বত্রই অগ্নি প্রজ্বলিত ও ভূমণ্ডলকম্পিত হইয়াছিল। কূপ ও কুম্ভ-সমস্ত

সহসা উচ্ছলিত হইয়া শতধা জলসেক করিয়াছিল[৭]। হে রাজন্! এই সমুদায় জগৎ ধূলিপটল প্রভাবে সমাকীর্ণ ও অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছিল, সুতরাং না দিক্ না বিদিক কিছুই বোধগম্য হয় নাই[৮]। সর্ব্বদেশেই এই এক বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় সংঘটিত হইয়াছিল যে, কোন শরীর দৃষ্ট না হইয়াও অকস্মাৎ এক একটা ভয়ঙ্কর মহা শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল[৯]। দক্ষিণ-পশ্চিম মারুত, অশনি-সদৃশ সাতিশয় কর্কশ শব্দ সহকারে নিরন্তর প্রবাহিত হইয়া, শত শত তরুবর উন্মূলিত করত হস্তিনানগর এককালে প্রমথিত করিয়াছিল[১০]। হে ভারত! বাসুদেব যে যে পথে গমন করিয়াছিলেন, সুখ-স্পর্শ দক্ষিণ সমীরণের সঞ্চার এবং পদ্ম প্রভৃতি বিবিধ সুগন্ধ কুসুম-সমূহের বর্ষণ হইয়াছিল। যে পথে গোবিন্দ গমন করিয়াছিলেন, তাহা সমতল ও সর্ব্বপ্রকার সুখকর ছিল তাহাতে কুশাঙ্কুর কি কণ্টকাদি কোন বিঘ্নই ছিল না[১১-১২]। সর্ব্বত্রই সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণগণ সমাগত হইয়া ধনপ্রদ কৃষ্ণকে বহুতর আশীর্ব্বচনে সম্বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরা মধুপর্ক ও ধনদান দ্বারা তাঁহার যথাবিহিত অর্চ্চনা করিয়াছিল[১৩]। কামিনীগণ পথিমধ্যে আগমন করিয়া সেই সর্ব্বভূতের হিতানুষ্ঠাননিরত মহাত্মা কেশবের মস্তকোপরি সুগন্ধ বন্য-পুষ্পসমস্ত বর্ষণ করিয়াছিল[১৪]।

হে ভরতর্ষভ! ভগবান্ কৃষ্ণ প্রস্থানানন্তর হৃদয়তোষণ পরমরমণীয় পশু-ভূয়িষ্ঠ গ্রাম-সকল সন্দর্শন এবং বিবিধ নগর ও রাষ্ট্রপুঞ্জ অতিক্রম করিয়া একটি সর্ব্বশস্য-সমাকীর্ণ পরমপবিত্র সুখাধার ও রমণীয় শালীক্ষেত্র প্রদেশে উপনীত হইলেন[১৫-১৬]। তাঁহারে দর্শন করিবার অভিলাষে নগর হইতে অসংখ্য পুরবাসিবর্গ সমাগত হইয়া পথি-মধ্যে অবস্থিত ছিল ভারতেরা সম্যক্ প্রকারে

তাহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন, সুতরাং পরচক্র হইতে নিরুদ্বিগ্ন এবং কোন প্রকার ব্যসনের অনভিজ্ঞ থাকায় তাহারা নিত্য সন্তুষ্ট ও হৃষ্টচিত্ত ছিল[১৭-১৮]; এক্ষণে অসীম-প্রভাব-সম্পন্ন পরম পূজনীয় কৃষ্ণকে প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় স্ব-দেশ মধ্যে সমাগত অবলোকন করিয়া তাহারা সমুচিত অতিথি-সৎকার-দ্বারা তাঁহার পূজা করিল[১৯]।

অনন্তর মরীচিমালী দিনমণির কিরণ-জাল সুদূরবিস্তীর্ণ এবং নভো-মণ্ডল লোহিত-বর্ণ হইলে পরবীর-হন্তা বাসুদেব বৃকস্থল প্রাপ্ত হইয়া সত্বর রথ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক সারথিকে রথ হইতে অশ্ব মোচনের অনুজ্ঞা প্রদানকরিয়া যথাবিধি শৌচ-ক্রিয়া সমাপনানন্তর সন্ধ্যা উপাসনা করিতে লাগিলেন[২০-২১]। দারুকও রথ হইতে অশ্ব সমস্ত উন্মোচন-পূর্ব্বক শাস্ত্রানুসারে তাহাদিগের পরিচর্য্যা ও গাত্র হইতে সমুদায় যোক্ত্রাদি মোচন করিয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিলেন[২২]।

সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন হইলে মধুসূদন কহিলেন, যুধিষ্ঠিরের কার্য্য নিমিত্ত অদ্য এই স্থানে আমাদিগকে রজনী অতিবাহিত করিতে হইবে[২৩]। অনুচরবর্গেরা তাঁহার সেই আজ্ঞার অনুসারে তথায় বস্ত্রাবাস সন্নিবেশ করিয়া ক্ষণকাল মধ্যে গুণযুক্ত অন্ন পান সমস্ত প্রস্তুত করিল[২৪]। হে হেনৃপ! সেই গ্রামে যে সকল প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণেরা আর্য্য, কুলীন, শালীনতা-সম্পন্ন ও প্রকৃত-ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের অনুষ্ঠায়ী ছিলেন, তাঁহারা অরাতি কুলকালান্তক মহাত্মা হৃষীকেশ-সমীপে আগমন পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ ও মঙ্গল-সংযুক্ত বচনা-বলি-দ্বারা তাঁহার যথাবিধি পূজা করিলেন[২৫-২৬]। তাঁহারা সর্ব্বলোক-পূজিত যদুপতিকে কেবল পূজা করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন এমন নহে, বহুল-রত্নরাজি-বিরাজিত স্ব স্ব ভবনে আনয়ন

করিবার নিমিত্তেও তৎসমীপে প্রার্থনা করিলেন[২৭]। ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহাদিগের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া যথাযোগ্য সংকার-পুরঃসর তাঁহাদের ভবনে গমন করিয়া পুনরায় তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে স্বস্থানে আগমন করিলেন[২৮]। অনন্তর কেশব সেই সমস্ত ব্রাহ্মণ-গণকে সুস্বাদু ভক্ষ্য ভোজ্য-সকল সুন্দর রূপে ভোজন করাইয়া এবং আপনিও সকলের সহিত ভোজন করিয়া পরম সুখে যামিনী যাপন করিলেন[২৯]।

ভগবদ্যানে চতুরশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৪ ॥

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এদিকে ধৃতরাষ্ট্র দূতগণ-মুখে মধুসূদনের আগমন-বার্ত্তা শ্রবণে লোমাঞ্চিত কলেবর হইয়া মহাভুজ ভীষ্ম, দ্রোণ, সঞ্জয় ও মহামতি বিদুরকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া অমাত্যগণ সমবেত দুর্য্যোধনকে এই কথা কহিলেন[১-২], হে কুরুনন্দন! সর্ব্বত্রই একটা অদ্ভুত ও মহা আশ্চর্য্যের বিষয় শ্রবণ গোচর হইতেছে। গৃহে গৃহে, কি স্ত্রী, কি বালক, কি বৃদ্ধ, সকলেই কহিতেছে[৩], "প্রভূত-পরাক্রমশালী যদুপতি পাণ্ডবগণের কার্য্য-সাধন-নিমিত্ত এস্থানে উপাগত হইবেন"। কি স্বদেশস্থ, কি আগন্তুক, সকলেই সমাদর পূর্ব্বক ঐ কথায় আন্দোলন করিতেছে এবং চত্বরে ও সভা-সমূহেও উহার পৃথক্ পৃথক্ বাদানুবাদ হইতেছে। মধুসূদন কৃষ্ণ যে সর্ব্বথাই আমাদিগের মাননীয় ও পূজার্হ তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই[৪-৫]! তিনি সমুদায় ভূতগণের ঈশ্বর এবং ধৃতি, বীর্য্য, প্রজ্ঞা ও প্রতাপের অদ্বিতীয় আধার। তাঁহাতেই লোক-যাত্রা প্রতিষ্ঠিতা আছে[৬]! অতএব সেই পুরুষোত্তমের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর, যেহেতু তিনিই সনাতন ধর্ম্ম।

তিনি পূজিত হইলে যেমন সুখের নিমিত্ত হন, সেইরূপ অপূজিত হইলেও দুঃখের প্রতি কারণ হইয়া থাকেন[৭]। হে অরিন্দম! যদি যাদবেন্দ্র বাসুদেব সুবিহিত পরিচর্য্যা-দ্বারা আমাদিগের প্রতি পরিতুষ্ট হন, তাহা হইলে আমরা সমগ্র রাজবর্গ-মধ্যে সম্পূর্ণ রূপে সর্ব্বপ্রকার অভীষ্টার্থ প্রাপ্ত হইতে পারিব[৮]। অতএব হে পরন্তপ! তুমি অদ্যই তাঁহার পূজার উপযোগী সমস্ত বস্তুর সন্নিধান কর। পথি-মধ্যে সর্ব্বকাম-সমন্বিত সভা-সমূহ নির্ম্মিত করাও[৯]। হে মহাবাহো গান্ধারি নন্দন! যাহাতে তোমার প্রতি তাঁহার প্রীতি জন্মে তাহার অনুষ্ঠান কর।—হে ভীষ্ম! ইহাতে আপনকারই বা অভিমত কি[১০]?

অনন্তর ভীষ্ম-প্রভৃতি সকলেই জনাধিপ ধৃতরাষ্ট্রের এই কথায় যথেষ্ট প্রশংসা করত কহিলেন, "ইহা অতীব কর্ত্তব্য কর্ম্ম"[১১]। তখন রাজা দুর্য্যোধন তাঁহাদিগের সকলেরই অভিমত বোধ করিয়া রমণীয় সভা-বস্তু সমস্ত নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন[১২]। অনুজ্ঞাত অনুচরবর্গেরা যাবতীয় সুরম্য-দেশে বিভাগক্রমে সর্ব্বরত্ন সমাকীর্ণ বহুতর সভা-নিচয় নির্ম্মাণ করিল[১৩]। রাজা দুর্য্যোধন তৎসমুদায়ের শোভা সম্পাদনার্থে বিবিধগুণযুক্ত বিচিত্র আসন, স্ত্রী, গন্ধ, অলঙ্কার, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বস্ত্র, সুগন্ধি-পুষ্পমালা, রসবৎ অন্ন পান ও অন্যান্য বিবিধ ভোজ্যবস্তু সমস্ত প্রদান করিলেন[১৪-১৫]। যদিও কৌরবরাজ স্থানে স্থানে এইরূপ অনুপম সভা-সকল প্রস্তুত করাইলেন, তথাপি কৃষ্ণের বাস নিমিত্তে সবিশেষ যত্নপর হইয়া বৃকস্থল গ্রাম-মধ্যে বহুরত্ন-সমন্বিতা একটি পরমরমণীয়া সভা-সংস্থাপিতা করিলেন[১৬]।

রাজা দুর্য্যোধন দেবভোগ্য অতিমানুষ কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া তখন ধৃতরাষ্ট্রকে সংবাদ প্রদান করিলেন[১৭]। দাশার্হ কেশব সেই

সকল সভা ও বিবিধ রত্নরাশি প্রতি দৃষ্টিপাতও না করিয়া কৌরব-ভবনে উপনীত হইলেন[১৮]।

ভগবদ্‌যানে পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৫ ॥

ষডশীতিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে ক্ষত্তঃ! জনার্দ্দন বাসুদেব উপপ্লব্য নগর হইতে এস্থানে উপাগত হইয়াছেন; অদ্য বৃকস্থলে অবস্থিতি করিতেছেন, কল্য প্রাতঃকালে এস্থলে আগমন করিবেন[১]। তিনি আহুক বংশীয় যাবতীয় যাদবগণের অধিপতি, ও অগ্রগ, মহামনা, মহাবীর্য্য ও মহাসত্ত্ব-সম্পন্ন[২]। সুবিস্তীর্ণ বৃষ্ণিরাজ্যের তিনিই এক মাত্র ভর্ত্তা ও রক্ষিতা। কেবল বৃষ্ণিরাজ্যের কেন, সেই ভগবান্ মাধব এই অখিল লোক-ত্রয়ের প্রপিতামহ[৩]। যেমন আদিত্য, বসু ও রুদ্রগণ বৃহস্পতির বুদ্ধিকেই অবলম্বন করেন, তদ্রূপ বৃষ্ণি ও অন্ধক-বংশীয়গণ মহামতি বাসুদেবের মহতী প্রজ্ঞার উপাসনা করিয়া থাকেন[৪]। অতএব হে ধর্ম্মজ্ঞ! তাদৃশ মহাত্মা ব্যক্তিকে যেরূপ পূজা করিতে হইবে, তাহা তোমার সাক্ষাতে বলিতেছি শ্রবণ কর[৫]।

আমি তাঁহারে বাহ্লিকদেশীয় এক-বর্ণ সুসজ্জিতাঙ্গ চারি চারি উত্তম তুরঙ্গম-সম্বলিত ষোড়শ-সংখ্যক সুবর্ণ নির্ম্মিত রথ প্রদান করিব[৬]। হে কৌরব! ঈষ (লাঙ্গলদণ্ড) সদৃশ দন্তযুক্ত নিত্য-প্রমত্ত; প্রহার-দক্ষ অষ্ট মাতঙ্গ প্রদান করিব। উহাদিগের প্রত্যেকের প্রতি অষ্ট অষ্ট জন অনুচর নিযুক্ত থাকিবে[৭]। সুবর্ণবর্ণা শুভান্বিতা অজাতগর্ভা এক শত দাসী এবং তাবৎ-সংখ্যক দাস প্রদান করিব[৮]। এতদ্ভিন্ন আমি তাঁহারে পর্ব্বত-বাসী লোকদিগের প্রদত্ত অষ্টাদশ সহস্র সুখস্পর্শ মেষ[৯], চীন-দেশোদ্ভব এক সহস্র মৃগ-

চর্ম্ম এবং অন্যান্য যে কোন বস্তু তাঁহার যোগ্য হইতে পারে, সকলই উপঢৌকন প্রদান করিব[১০]। মদীয় ভবনে উত্তম-কান্তি-সমন্বিত যে একটি সুবিমল মণি আছে, যাহা দিবা নিশি সমভাবে সমুজ্জ্বল থাকে, তাহাও তাঁহারে উপহার স্বরূপ প্রদান করিব; যেহেতু কেশবই উহার যথার্থ উপযুক্ত পাত্র[১১]। অপিচ অশ্বতরী-সংযুক্ত যে রথখানি এক দিবসের মধ্যে চতুর্দ্দশ যোজন পরিভ্রমণ করিতে পারে, আমি তাহাও তাঁহারে প্রদান করিব[১২]। বাসুদেবের সদা ভব্যাহারে যাবৎসঙ্খ্যক বাহন ও পুরুষবর্গ আছে, তাঁহার অষ্টগুণ পরিমাণে নিত্য নিত্য দ্রব্য প্রদান করিব[১৩]। কেবল দুর্য্যোধন ব্যতীত আমার যাবতীয় পুত্র ও পৌত্রগণ দিব্য অলঙ্কার ধারণ পূর্ব্বক সুসংস্কৃত রথে আরোহণ করিয়া যদুপতির প্রত্যুদ্গমনার্থ অগ্রসর হইবে[১৪]। সর্ব্বালঙ্কার-শোভিতা, সর্ব্বকল্যাণী-সংযুক্তা, সহস্র সহস্র প্রধানা বারাঙ্গনারা পদব্রজেই মহাভাগ কেশবের প্রত্যুদ্গমন করিবে[১৫]। নগর হইতেও যে সকল কল্যাণযুক্তা কন্যাগণ জনার্দ্দনের সন্দর্শনার্থ গমন করিবে, তাহারা বিনা আবরণে গমন করিবে[১৬]। অধিক আর কি বলিব, প্রজাগণ যেমন অভিনব-সমুদিত দিবাকরকে নিরীক্ষণ করে, তদ্রূপ কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি বালক, নগরস্থ সমস্ত লোকই মহাত্মা মধুসূদনকে অবলোকন করুক[১৭]। গোবিন্দের আগমন নিমিত্ত ভৃত্যবর্গেরা আমার আজ্ঞাক্রমে সমুত্থাপিত ধ্বজ-পতাকা-পুঞ্জে দিক্ সকল সুশোভিত করুক এবং রাজমার্গ সকল জলাবসেক-সহকারে ধূলিশূন্য করিয়া রাখুক[১৮]। দুর্য্যোধনের ভবনাপেক্ষা দুঃশাসনের নিকেতন অধিকতর প্রশংসা-ভাজন; অতএব অবিলম্বে অদ্য তাহা সম্যক্‌রূপে পরিষ্কৃত ও সর্ব্বপ্রকার অলঙ্কারে সজ্জীভূত করুক[১৯]। ঐ মহাসমৃদ্ধ নিকেতন রুচিরাকার প্রাসাদ-নিচয়ে উপশোভিত এবং

সমুদায় ঋতুতেই সুখা বহ ওরমণীয়[২০]। ঐ গৃহে আমার ও দুর্য্যোধনের সমুদয় রত্ন আছে; তন্মধ্যে যাহা যাহা যদুপতির যোগ্য হইতে পারে, তৎসমুদায় অসংশয়ে তাঁহারে প্রদান করিতে হইবে[২১]।

ধৃতরাষ্ট্র-বাক্যে ষড়শীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮৬।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

বিদুর কহিলেন, হে ভরত কুলোদ্ভব মহারাজ! আমার কথা দূরে থাকুক, আপনি ত্রৈলোক্যেরও বহুমত। নিরতিশয় সত্তাহেতুক আপনি সর্ব্বলোকেরই সম্মানার্হ ও প্রীতিস্থল হইয়াছেন। এরূপ অবস্থায় আপনি বার্দ্ধক্য-দশাতে অবস্থিত থাকিয়া যে কথা বলিতে পারেন, তাহা শাস্ত্র বা সুবিবেচনার অনুমোদিত হইবে ইহাই সম্ভাবিত; যেহেতু আপনি স্থিরবুদ্ধি ও স্থবির[১-২]। হে রাজন্! প্রজালোক-মধ্যে সকলেই ইহা নিশ্চয় করিয়া রাখিয়াছে যে, চন্দ্রে লেখা, দিবাকরে দীপ্তি এবং সাগরে তরঙ্গ যেরূপ আপনাতে ধর্ম্মও সেইরূপ[৩]। হে পার্থিব! আপনার গুণ-সমূহ সহকারে মানবগণ সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট রহিয়াছে; অতএব সবান্ধবে আপনি সেই গুণাবলির সংরক্ষণার্থে সদা যত্নবান্ হউন[৪]। মহারাজ! সরলতা অবলম্বন করুন; অজ্ঞানতা প্রযুক্ত বহুসংখ্যক পুত্র, পৌত্র, সুহৃদ্ ও অন্যান্য প্রিয়জনগণকে কাল কবলে নিক্ষেপ করিবেন না[৫]। হে রাজেন্দ্র! আপনি অভ্যাগত কৃষ্ণকে যে বহুধন প্রদানের অভিলাষ করিতেছেন, তাহার কথা দূরে থাকুক, তদ্ভিন্ন আপনার আরও যাহা কিছু আছে, এমন কি এই সাগরা বসুন্ধরা পর্য্যন্ত প্রদানেরও তিনি যোগ্য পাত্র[৬]। আমি দেহ-স্পর্শ-পূর্ব্বক সত্য করিয়া বলিতেছি যে, আপনি ধর্ম্মোদ্দেশে অথবা কৃষ্ণের প্রিয়-

কার্য্য-সাধনার্থে তাঁহারে ঐ সমুদায় দ্রব্য প্রদান করিতে অভিলাষ করেন নাই[৭]। হে বহুপ্রদ! ঈদৃশ ভূরি দানের সংকল্প-দ্বারা কেবল ছলনা, অসত্য ও কপটতামাত্র প্রকাশ পাইতেছে। এই বাহ্য কর্ম্ম-দ্বারাই আমি আপনার অন্তর্নিগূঢ় অভিপ্রায় অবগত হইতেছি[৮]। হে রাজন্! পাণ্ডবেরা পঞ্চজনে কেবল পঞ্চগ্রাম পাইবার অভিলাষ করিতেছেন; কিন্তু আপনি তাঁহাদিগকে প্রদান করিতে তাহাও অভিলাষ করেন না; সুতরাং কে আর সেই শান্তি-স্থাপন করিবে[৯]? আপনি অর্থ প্রদান দ্বারা মহাবাহু বাসুদেবকে হস্তগত করিবেন এবং এই উপায় অবলম্বন দ্বারা পাণ্ডবগণ হইতে তাঁহাকে পৃথক্ করাইবেন, ইহাই আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন[১০]; কিন্তু আমি আপনাকে এই যাথার্থ্য বাক্য বলিতেছি, তিনি না অর্থ না যত্ন, না পূজা, কোন উপায়েই ধনঞ্জয় হইতে পৃথক্কৃত হইবার নহেন[১১]। কৃষ্ণের মাহাত্ম্য এবং অর্জ্জুনের দৃঢ়ভক্তিমত্তা উভয়ই আমার বিদিত আছে; সুতরাং প্রাণতুল্য ধনঞ্জয়কে বাসুদেব যে কখনই পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না, ইহা আমি বিশেষ রূপে অবগত আছি[১২]।

হে মহীপতে! আপনি সহস্র সহস্র প্রযাস পাইলেও জনার্দ্দন কেবল বারিপূর্ণ কুম্ভ, পাদপ্রক্ষালন ও কুশল প্রশ্ন ব্যতীত আর কোন বস্তুরই প্রার্থনা বা স্বীকার করিবেন না[১৩] অতএব হে রাজন্! সেই মানভাজন মহাত্মা পুরুষের যেরূপ আতিথ্য প্রিয়তর, তাহাই তাঁহার প্রতি নিয়োজিত করুন, সেই জনার্দ্দন সম্মানের যোগ্য পাত্র[১৪]। হে রাজন্! কেশব কল্যাণ কামনা করত যে নিমিত্ত কুরুগণ-সন্নিধানে আগমন করিতেছেন, তাহাই তাঁহারে প্রদান করুন[১৫]। হে রাজেন্দ্র! কৃষ্ণের অভিলাষ এই যে, আপনার, দুর্য্যোধনের এবং পাণ্ডবগণের মধ্যে শান্তি

স্থাপন হয়; অতএব আপনি তাঁহার সেই প্রার্থনাটি পূর্ণ করুন[১৬] মহারাজ! আপনি পিতা, পাণ্ডবেরা আপনার পুত্র; আপনি বৃদ্ধ, তাহারা শিশু; অতএব তাহারা যখন আপনার প্রতি পুত্রের সমুচিত আচরণে প্রবৃত্ত আছে, তখন আপনিও তাহাদিগের প্রতি পিতৃবদ্ব্যবহার করুন[১৭]।

বিদুর-বাক্যে সপ্তাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৭ ॥

অষ্টাশীতিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

দুর্য্যোধন কহিলেন, বিদুর কৃষ্ণ-বিষয়ে যে যে কথা বলিলেন, তৎসমুদায় সত্য। জনার্দ্দন পাণ্ডবগণের প্রতি যে রূপ অনুরক্ত, তাহাতে পাণ্ডবগণের সহিত তাঁহার ভেদ-সাধন করা নিতান্ত দুঃসাধ্য[১]। অতএব হে রাজেন্দ্র! তাঁহার সৎকারার্থে আপনি যে অনেক রূপ অর্থ প্রদানের অভিলাষ করিতেছেন, তাহা কদাচ প্রদাতব্য নহে[২] কেশব আমাদের পূজনীয়; কিন্তু দেশ ও কাল উভয়ই অযুক্ত। হে রাজন্! কৃষ্ণ মনে করিবেন ‘ইহারা কেবল ভয়প্রযুক্তই আমার অর্চ্চনা করিতেছে[৩]। হে বিশাম্পতে! আমার এই স্থির সিদ্ধান্ত আছে যে, যে কার্য্যে ক্ষত্রিয়গণের অবমান সম্ভাবনা থাকে, তাহা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কদাচকরিবেন না[৪]। সমস্ত লোক-মধ্যে সেই বিশাল-লোচন দেবকী-নন্দন কৃষ্ণ যে ত্রিলোকের পূজ্যতম, তাহা সর্ব্বথাই আমার বিদিত আছে[৫], কিন্তু হে প্রভো! যখন আতিথ্য মাত্রেই তাঁহারে উপহার প্রদানকরিলে উপস্থিত যুদ্ধ শান্ত হইবে না; তখন তাঁহারে উপহার প্রদান করা আমার মতে রীতি বহির্ভূত কার্য্য[৬]।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কুরুপিতামহ ভীষ্ম দুর্য্যোধনের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন[৭], তোমরা কৃষ্ণকে সৎকারই

কর অথবা অসৎকারই কর; তিনি কদাচ ক্রোধান্বিত হইবেন না, কিন্তু কোন ক্রমেই তোমরা তাঁহারে অবজ্ঞা করিতে পারিবে না; কেশব অবজ্ঞা সহনের পাত্র নহেন[৮]। হে মহাবাহো! তিনি মনে মনে যে কার্য্য কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত করিয়াছেন, সর্ব্ব প্রকার উপায়-সহকারেও কোন ব্যক্তি তাহার অন্যথা করিতে সমর্থ হইবে না[৯] অতএব সেই মহাবাহু বাসুদেব যে কথা বলিবেন, তাহাই অসন্দিগ্ধচিত্তে সম্পন্ন কর;— সেই মহাত্মারে অবলম্বন করিয়া অবিলম্বে পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিবন্ধনে উদ্‌যুক্ত হও[১০]। হে রাজন্! ধর্ম্মাত্মা জনার্দ্দন নিশ্চয়ই ধর্ম্মার্থ সংযুক্ত বাক্য বলিবেন; অতএব তোমার কর্ত্তব্য এই যে, সবান্ধবে মিলিত হইয়া তৎসন্নিধানে প্রিয় বাক্যই প্রযোগ করিবে[১১]।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে পিতামহ! আমি পাণ্ডবগণকে বশীভূত করিয়া এই সম্পূর্ণ রাজ্যলক্ষ্মী পাণ্ডবগণের সহিত যাবজ্জীবন সম্ভোগ করিব, এমন কোন উপায় অবলোকন করিতেছি না[১২]; একারণ যুক্তি-দ্বারা মনে মনে এই সুমহৎ কার্য্য অবধারিত করিয়াছি, শ্রবণ করুন। মনে করিয়াছি পাণ্ডবগণের পরম গতি জনার্দ্দনকে নিরুদ্ধ করিয়া রাখিব[১৩]। কৃষ্ণ বদ্ধ হইলে যাবতীয় বৃষ্ণিবংশ, পাণ্ডবগণ—এমন কি এই সমগ্র ভূমণ্ডলই আমার বশবর্ত্তী হইবে। অতএব আপনি আমাকে এরূপ কোন যুক্তি বলুন, যাহাতে জনার্দ্দন প্রাতঃকালে এস্থানে আগমন করিয়া সঙ্কল্পিত বন্ধনোপায় সমস্ত কোন ক্রমে বোধগম্য করিতে না পারেন এবং তন্নিবন্ধন আমাদিগের কোন অপকার না হয়[১৪.১৫]।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দুর্য্যোধন কৃষ্ণ-বন্ধন বিষয়ক এই ঘোরতর দারুণ বাক্য শ্রবণে ধৃতরাষ্ট্র অমাত্যবর্গের সহিত সাতিশয় ব্যথিত ও বিমনা হইলেন[১৬]। অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে এই

কথা বলিলেন, হে প্রজাপালক! তুমি কদাপি আর এ কথার প্রসঙ্গ করিও না; ইহা সনাতন ধর্ম্মের অনুগত নহে[১৭]। হৃষীকেশ একে ত দূত হইয়া আগমন করিতেছেন, বিশেষত তিনি আমাদিগের আত্মীয় ও প্রীতিপাত্র; তিনি কৌরবগণের প্রতি কথনই কোন অনিষ্টাচরণ করেন নাই; অতএব কি রূপে তিনি বন্ধনের যোগ্য হইতে পারেন[১৮]?

ভীষ্ম কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র! তোমার এই সুমন্দমতি কুসন্তান নিতান্তই কালপরীত হইয়াছে; সুহৃজ্জনেরা অর্থপ্রার্থনা করিলে তাহা না করিয়া এ কেবল অহিতই প্রার্থনা করিয়া থাকে[১৯]। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তুমিও সুহৃদ্বর্গের বাক্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই কুপথগামী পাপানুবন্ধী পাপাত্মার অনুবর্ত্তন কর[২০]। তোমাকে অধিক আর কি বলিব, তোমার সুদুর্ম্মতি পুত্র দুর্য্যোধন যদি অক্লিষ্টকর্ম্মা কৃষ্ণের কোন প্রকার অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হয়, তবে ক্ষণকাল মধ্যে অমাত্য বান্ধবগণের সহিত সংহারদশা অবশ্যই প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই[২১]। এই ত্যক্তধর্ম্মা, নৃশংস, দুর্ম্মতি ও পাপাত্মার অনর্থ-সংযুক্ত অযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিতে আমার কোন প্রকারেই উৎসাহ হয় না[২২]। এই বাক্য বলিয়া সত্যপরাক্রম ভরত-শ্রেষ্ঠ বৃদ্ধ ভীষ্ম সাতিশয় ক্রোধ-ভরে সভা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন[২৩]।

দুর্য্যোধন-বাক্যে অষ্টাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৮ ॥

একোননবতিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এ দিকে কৃষ্ণ প্রভাত সময়ে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক মধুরে আহ্নিক-কৃত্য সমাপনানন্তর ব্রাহ্মণগণের অনুজ্ঞা গ্রহণ-পূর্ব্বক নগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন[১]। তৎকালে

বৃকস্থল-বাসী সেই প্রধান প্রধান মনুষ্যেরা মহাবল-সম্পন্ন মহাবাহু হৃষীকেশের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রতিগমন করিলেন[২]। ও দিকে দুর্য্যোধন ভিন্ন ধৃতরাষ্ট্রের অন্য সকল পুত্রেরা অলঙ্কৃত হইয়া এবং ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ প্রভৃতি যাবতীয় সজ্জনগণ আগমনকারী বাসুদেবের প্রত্যুদ্গমন নিমিত্ত অগ্রসর হইয়া আগমনকরিলেন[৩]। হে মহারাজ! তদ্ভিন্ন অন্যান্য অসংখ্য পুরবাসিগণ কৃষ্ণ দর্শন মানসে বহুবিধ যানারোহণে কেহ কেহ বা পদব্রজে আগমন করিল[৪]। বাসুদেব পথি-মধ্যে অক্লিষ্টকর্ম্মা ভীষ্ম, দ্রোণ ও ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণের সহিত সমবেত হইয়া সকলের সমভিব্যাহারে নগরে প্রবেশ করিলেন[৫]। কৃষ্ণের সম্মান নিমিত্ত নগর সম্যক্-রূপে অলঙ্কৃত এবং রাজপথ-সমস্ত বহুবিধ রত্ন সমূহে সমাকীর্ণ হইয়াছিল[৬]। হে ভরতর্ষভ মহারাজ! বাসুদেব যখন পুরপ্রবেশ করেন তখন কি স্ত্রী, কি বৃদ্ধ, কি শিশু, কেহই আর গৃহে ছিল না; সকলেই তাঁহার দর্শনাভিলাষে রাজপথে দণ্ডায়মান ছিল, তাঁহারে দর্শন মাত্র ক্ষিতিতলে মস্তক অবনত করত স্তব স্তুতি করিতে লাগিলেন[৭.৮]। মহারাজ! সুদৃশ্য প্রসাদপুঞ্জের উপরিভাগে বরবর্ণিনী কামিনীগণ এত অধিক পরিমাণে অবস্থিত ছিল যে, বোধ হইল তাহাদিগের ভারবশত সেই সুবৃহৎ গৃহ-সকলেরও যেন ভূমিসাৎ হইবার উপক্রম হইতেছে[৯]। বাসুদেবের অশ্ব-চতুষ্টয় স্বভাবত অতিবেগশালী ছিল; কিন্তু বহুতর জনসম্বাধে রাজমার্গ আবৃত হওয়াতে তাহাদিগের তাদৃশী গতি নষ্ট প্রায় হইয়া উঠিল[১০]।

শত্রুতাপন পুণ্ডরীকাক্ষ কেশব এইরূপে কথঞ্চিত রাজপথ অতিবর্ত্তন করিয়া পরিশেষে ধৃতরাষ্ট্রের প্রাসাদ-সমূহে উপশোভিত পাণ্ডুরবর্ণ ভবনে প্রবেশ করিলেন[১১]। তিনি রাজ-গৃহের

তৃতীয় কক্ষ্যা অতিক্রম করিয়া বিচিত্রবীর্য্য পুত্র নরবর ধৃতরাষ্ট্রের সন্দর্শন পাইলেন[১২]। যদুপতি সমীপবর্ত্তী হইবামাত্র প্রজ্ঞাচক্ষু মহাযশা অন্ধভূপতি ভীষ্ম ও দ্রোণের সহিত গাত্রোত্থান করিলেন[১৩]। কৃপাচার্য্য, সোমদত্ত, মহারাজ বাহ্লিক-প্রভৃতি তৎক্ষণাৎ সকলে স্ব স্ব আসন হইতে গাত্রোত্থান করত দণ্ডায়মান হইয়া কৃষ্ণকে পুজা করিতে লাগিলেন[১৪]।

অনন্তর বৃষ্ণিনন্দন মধুসূদন, মহাযশস্বী রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সন্নিহিত হইয়া যথাযোগ্য-বচনে তাঁহার ও ভীষ্মের পুজা করিলেন[১৫]। তাঁহাদিগের প্রতি তাদৃশী ধর্ম্মানুসারিণী পুজা-প্রয়োগ করিয়া মাধব বয়ঃক্রমানুসারে ক্রমে ক্রমে সমুদয় ভূপতিগণের সহিত মিলিত হইলেন[১৬]। পরে অশ্বত্থামা, কৃপ, বাহ্লিক ও সোমদত্তের সহিত একত্র সমাসীন যশস্বী দ্রোণাচার্য্যের সমীপে গমন করিলেন[১৭] তথায় সুপরিচ্ছন্ন মহামুল্য কাঞ্চন প্রশস্ত আসন সন্নিবেশিত ছিল, জনার্দ্দন অন্ধরাজের নিদেশানুসারে তাহাতে উপবেশন করিলেন[১৮], তখন রাজ-পুরোহিতগণ যথা-নিয়মে গো, মধুপর্ক ও পানীয় আহরণ পূর্ব্বক তাঁহারে উপহার প্রদান করিলেন[১৯]. আতিথি-সৎকার নিষ্পন্ন হইলে, গোবিন্দ কুরুগণে পরিবৃত হইয়া সকলের সহিত সম্বন্ধানুরূপ সম্ভাষণ ও পরিহাসাদি করত বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তথায় অবস্থিত রহিলেন[২০]।

শত্রুতাপন মহাযশা মাধব ধৃতরাষ্ট্র-কর্ত্তৃক সমাদৃত ও পুজিত হওয়া পরিশেষে রাজার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক তথা হইতে বহির্গত হইলেন[২১]। পরে কুরু সভায় উপস্থিত ও যথা নিয়মে কৌরবগণের সহিত সমবেত হইয়া রমণীয় বিদুর ভবনে গমন করিলেন[২২]। বিদুর অভ্যাগত গোবিন্দকে সর্ব্বকল্যাণ-সমন্বিত কমনীয় বস্তু নিকর দ্বারা আন্তরিক ভক্তিসহকারে অর্চনা করিয়া কহিলে-

ন[২৩], হে পুণ্ডরীকাক্ষ! ভবচ্চরণার বিন্দ সন্দর্শনে আমার অন্তঃকরণে যাদৃশী প্রীতি জন্মিয়াছে, তাহা আর কি বলিব, আপনি সর্ব্ব-ভূতের অন্তরাত্মা সকলই জানিতেছেন[২৪]।

সর্ব্ব-ধর্ম্মাভিজ্ঞ মহামতি বিদুর উক্তরূপ সম্ভাষণানন্তর মধুসূদনের আতিথ্য করিয়া পাণ্ডবগণের কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন[২৫]। সর্ব্বদর্শী যদুপতিও তাঁহারে পাণ্ডবগণের সমস্ত বৃত্তান্ত বিস্তারিত রূপে কহিলেন। তিনি নিশ্চয় জানিতেন বিদুর পাণ্ডবগণের পরম সুহৃদ্; পাণ্ডবগণের প্রতি তাঁহার রোষ থাকা দূরে থাকুক বরং ভূয়সী প্রীতিই আছে; বিশেষত তিনি সুবুদ্ধিসম্পন্ন ও ধর্ম্মার্থ পরায়ণ; সুতরাং তাঁহার নিকটে পাণ্ডু গণের সমুদয় চেষ্টিত বর্ণন করিতে সঙ্কোচের বিষয় কি[২৬-২৭]?

কৃষ্ণবিদুর-সংবাদে একোন-নবতিতম অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ৮৯ ॥

নবতিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, শত্রু-দমন জনার্দ্দন বিদুরকে সম্ভাষণানন্তর অপরাহ্ণে পিতৃস্বসা কুন্তী দেবীর নিকটে গমন করিলেন[১]। কুন্তী প্রসন্ন-প্রভাকর-সন্নিভ কৃষ্ণকে আগত অবলোকন করিয়া তাঁহার কণ্ঠ ধারণ পূর্ব্বক স্বকীয়-নন্দন গণকে স্মরণ করত রোদন করিতে লাগিলেন[২]। সেই অসীম-সত্ত্বশালী বীর পুরুষগণের সহচারী বৃষ্ণি বংশোদ্ভব গোবিন্দকে চির কালের পর দৃষ্টি করিয়া তাঁহার নেত্র নীর-নির্গমের আর ইয়ত্তা রহিল না[৩]। যোধপতি মধুসূদন আতিথ্য-গ্রহণানন্তর আসনে উপবেশন করিলে, তিনি বাষ্পগদ্গদপূর্ণ পরিশুষ্কবদনে কহিতে লাগিলেন[৪], তাত কেশব!

যাঁহারা বাল্যকালাবধি গুরু-শুশ্রূষণে নিরত, পরস্পর পরস্পরের সুহৃদ, প্রীতিপাত্র ও সমান্তঃকরণ; বশীকৃত ক্রোধহর্ষ ব্রহ্মনিষ্ঠ যে সত্যবাদী ধার্ম্মিকেরা সর্ব্বদা বহুজনে সমাকীর্ণ থাকিবার উপযুক্ত হইয়াও শত্রুগণের প্রতারণা দ্বারা রাজ্য-ভ্রষ্ট হইয়া নির্জ্জনে গমন করিয়াছিলেন; আমি সকাতরে রোরুদ্যমানা হইলেও আমারে প-রিত্যাগ করিয়া যাঁহারা প্রীতিকর ও সুখসাধন বস্তু সমুদায় পরিহার-পূর্ব্বক আমার হৃদয়গ্রন্থি বিদারণ করত অরণ্যে গমন করিয়াছিলে ন; সেই মহাত্মা পাণ্ডবগণ বনবাসের সর্ব্বথা অযোগ্য হইয়াও কি-রূপে সিংহ-ব্যাঘ্র-মাতঙ্গাদি সমাকুল মহারণ্য মধ্যে বাসকরিয়া-ছিলেন? বালককালে তাঁহারা যখন পিতৃহীন হন, তখন আমিই তাঁহাদিগের লালনপালন করিয়াছিলাম[৫-৮]; অধুনা পিতা মাতা উভয়কে অবলোকন না করিয়া তাঁহারা কি রূপে মহাবনে বাস করিয়াছিলেন? হে কেশব! পাণ্ডবেরা বাল্যাবধি শঙ্খ দুন্দুভি মৃদঙ্গ ও বেণু প্রভৃতি বাদ্যধ্বনি সহকারে প্রতিদিন প্রতিবোধিত হইতেন। গৃহে অবস্থান কালে যাঁহারা প্রাসাদোপরি সুপরিষ্কৃত মৃগচর্ম্ম-শয্যায় শয়ান থাকিয়া প্রত্যূষে মাতঙ্গের বৃংহিত, তুরঙ্গের হ্রেষত, রথনেমি নিনাদ, শঙ্খভেরীবীণাবেণুধ্বনি ও মহাত্মা ব্রা-হ্মণগণের পুণ্যাহ-নির্ঘোষ দ্বারা জাগরিত হইয়া বহুবিধ বস্ত্র রত্ন ও অলঙ্কার প্রদান করত পূজার্হ বিপ্রদিগের পূজা করিতেন এবং তাঁহারাও অর্চ্চিত হইয়া মঙ্গল-সম্বলিত স্তুতিবাদ দ্বারা যাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিতেন, তাঁহারা যে মহাবনে শ্বাপদগণের ভীষণ শব্দ শ্রবণে নিদ্রিত হইতেন, ইহা কোন ক্রমে আমার বোধগম্য হয় না। হে মধুসূদন! যাঁহাদিগের ভেরীমৃদঙ্গ-নিনাদ, শঙ্খবেণু-নিঃস্বন, কামিনাগণের সুমধুর গীত-ধ্বনি এবং সূতমাগধ বন্দীগ-ণের সুললিত স্তুতি-পাঠ দ্বারা প্রতিবোধিত হইয়াছে; তাঁহারা

মহারণ্য-মধ্যে হিংস্র জন্তু-নিচয়ের চীৎকার রব শ্রবণে কি রূপে প্রতিবোধিত হইতেন!

হে কৃষ্ণ! যিনি সত্যপরায়ণ, লজ্জাশীল দান্ত ও সর্ব্বভূতে সদয়[৯-১৭]; যিনি কামদ্বেষাদি বশীভূত করিয়া সর্ব্বদা সাধু পথে বিচরণ করত অম্বরীষ মান্ধাতা যযাতি নহুষ ভরত দিলীপ শিবি ঔশীনর প্রভৃতি পুরাতন রাজর্ষিগণের সুদুর্ব্বহ ভার ধারণ করেন[১৮-১৯]; সর্ব্বগুণে বিভূষিত হওয়ায় যিনি ত্রৈলোক্যরাজ্যের অধিপতি হইবারও উপযুক্ত পাত্র; কি ধর্ম্ম, কি শাস্ত্র, কি ব্যবহার, সর্ব্ব মতেই যিনি কুরুদিগের শ্রেষ্ঠ; সেই বিশুদ্ধ-কাঞ্চন-কান্তি, প্রিয়দর্শন, সুশীল, সদাচার, ধর্ম্মজ্ঞ, সত্যপ্রতিজ্ঞ, অজাতশত্রু, ধর্ম্মাত্মা, দীর্ঘবাহু যুধিষ্ঠির কেমন আছেন[২০-২১]?

হে মধুসূদন! নিত্যক্রোধী, বাতবেগী, মহাবলসম্পন্ন যে বৃকোদর অযুত মত্ত মাতঙ্গের বল ধারণ করেন; সর্ব্বদা প্রিয়কার্য্য-সাধন করায় যিনি ভ্রাতার অতীব প্রীতিপাত্র হইয়াছেন; যেবীর সজ্ঞাতিবান্ধব কীচককে, ক্রোধবশদিগকে, হিড়িম্বকে ও বকাসুরকে নিধন করিয়াছেন[২২-২৩]; শস্ত্রধারি-শ্রেষ্ঠ, শত্রুতাপন যে মহাবীর পরাক্রমে পুরন্দর তুল্য, বলে বায়ুতুল্য এবং ক্রোধে মহাকাল-সদৃশ হইয়াও ক্রোধ, বল অসহিষ্ণুতা ধারণ-পূর্ব্বক বশীকৃতান্তঃকরণে ভ্রাতার শাসনানুবর্ত্তী হইয়া অবস্থান করেন; সেই তেজোরাশি, অমিত-প্রতাপশালী, প্রধানতম, মহাত্মা, ভীম-দর্শন ভীমসেনের কুশল বার্ত্তা আমারে বল! হে বৃষ্ণিনন্দন জনার্দ্দন! সেই পরিঘবাহু মধ্যম পাণ্ডব বৃকোদর এখন কেমন আছেন[২৬-২৭]?

হে কৃষ্ণ! যে অর্জ্জুন দ্বিবাহু হইয়াও সহস্র-বাহু অতীত অর্জ্জুনের সহিত নিত্য স্পর্দ্ধা করেন[২৭]; যে অসামান্য বীরপুরুষ এক বেগে পঞ্চশত বাণ নিক্ষেপে সমর্থ হন; যে মহাবাহু অস্ত্রশাস্ত্রে

কার্ত্তবীর্য্য ভূপতির সদৃশ[২৯], তেজে আদিত্য সদৃশ ইন্দ্রিয় নিগ্রহে মহর্ষির সদৃশ ক্ষমায় পৃথিবী সদৃশ এবং বিক্রমে মহেন্দ্রের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে[৩০]; যেবীর অসাধারণ বীর্য্যবলে অখিল ভূপাল-বর্গ-মধ্যে কৌরবগণের বিপুলতর, প্রদীপ্ত ও সুপ্রথিত আধিপত্য সংস্থাপন করিয়াছে[৩১] এবং পাণ্ডবেরা এপর্য্যন্ত যাঁহার বাহুবলে নিরন্তর উপাসনা করিতেছেন; সমরে যাঁহার অভিমুখীন হইয়া কোন ব্যক্তি জীবিতাবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তিত হইতে পারে না; যে বীরবর সর্ব্ব ভূতের বিজয়কর্ত্তা, কোন কালে কাহারও নিকটে পরাভূত নহেন; দেবরাজ ইন্দ্র যেমন অখিল অমর-বৃন্দের আশ্রয় স্থল, সেইরূপ যে সর্ব্বরথি-শ্রেষ্ঠ সত্যবিক্রম তৃতীয় পাণ্ডব পাণ্ডবগণের একমাত্র আশ্রয়; তোমার ভ্রাতা ও সখা সেই ধনঞ্জয় এক্ষণে কি রূপ আছেন[৩২-৩৪]?

হে মধুসূদন! সর্ব্ব জীবে দয়াবান্, লজ্জাশীল, মৃদু, সুকুমার ধার্ম্মিক, মহাস্ত্রবেত্তা, মহাধনুর্দ্ধারী, শৌর্য্যশালী ও সভ্য সহদেব আমার অতিমাত্র প্রীতিপাত্র। হে কৃষ্ণ! সেই ধর্ম্মার্থ-নিপুণ শুদ্ধ-চরিত্র মহাত্মা যুবা নিরন্তর ভ্রাতৃগণের শুশ্রূষায় নিরত থাকেন এবং ভ্রাতারাও তাঁহার সচ্চরিত্রের সর্ব্বদা প্রশংসা করিয়াথাকেন[৩৫-৩৬]। হে বৃষ্ণি নন্দন! জ্যেষ্ঠভ্রাতাদিগের স্নেহবর্দ্ধনকারী এবং মদীয় শুশ্রূষা তৎপর সেই যোধ-পতি বীরবর মাদ্রীপুত্র সহদেব কেমন আছেন বল[৩৮]!

হে কৃষ্ণ! যে শৌর্য্য-সম্পন্ন প্রিয়দর্শন সুকুমার পাণ্ডব ভ্রাতৃগণের অতিমাত্র প্রীতিপাত্র; যাঁহাকে যুধিষ্ঠিরাদির বহিশ্চর প্রাণ স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে; দুঃখ সহনের অযোগ্য যে সুকুমার বৎসকে আমি চিরকাল সুখ সম্ভোগে পরিবর্দ্ধিত করিয়াছি; সেই মহাবল পরাক্রান্ত মহাস্ত্রবিৎ চিত্রযোধী

নকুল কি কুশলী আছেন? হে মহাবাহো! চিরসুখোচিত মহারথ নকুলকে কি আমি পুনরায় অবলোকন করিব[৩৯.৪১]? হা! পলক-পতনকালে যাঁহারে না দেখিলে আমি কোন ক্রমেই ধৈর্য্য লাভ করিতে পারি না, সেই নকুলের এতাদৃশ বিচ্ছেদেও অদ্যাপি জীবিতা রহিয়াছি দেখ[৪২]।

হে জনার্দ্দন! সর্ব্বগুণ-সমন্বিতা, মহাকুল-প্রসূতা অসামান্য-রূপ-সম্পন্না যে দ্রৌপদী আমার পুত্রগণ হইতেও প্রিয়তরা[৪৩]; যে সত্যবাদিনী পতিসামীপ্য কামনায় পুত্র সন্নিকর্ষে অনাদর প্রদর্শন-পূর্ব্বক প্রিয়তর পুত্রগণকে পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডবগণের সহ-চারিণী হইয়াছেন[৪৪]; সর্ব্বকাম-সমর্চ্চিতা মহাবংশ প্রসূতা সর্ব্ব-কল্যাণী সেই রূপগুণেশ্বরী কেমন আছেন[৪৫]? হায়! দ্রুপদ নন্দিনী অনলতুল্য প্রতাপশালী মহাধনুর্দ্ধারী শূরবীর পঞ্চস্বামীর অনুগামিনী হইয়াও দ্রুপদ নন্দিনী দুঃখভাগিনী হইয়াছেন[৪৬]! হে অরিন্দম! আমি সেই পুত্রশোক পরিক্লিষ্টা সত্যবাদিনী দ্রুপদ নন্দিনীরে চতুর্দ্দশ বৎসর অবলোকন করি নাই[৪৭]! যখন তাদৃশ পুণ্যশীলা দ্রুপদনন্দিনী চির সুখ সম্ভোগে বঞ্চিত হইয়াছেন; তখন স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, মনুষ্য পুণ্য কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সুখসম্ভোগ করিতে সমর্থ হয় না[৪৮]। যে দিন কৃষ্ণকে আমি সভা-মধ্যে সমাগতা দেখিয়াছিলাম, সেই দিন অবধি না অর্জ্জুন, না যুধিষ্ঠির, না বৃকোদর, না নকুল সহদেব, কাহারেও প্রিয় বলিয়া বোধ হয় না[৪৯]। পূর্ব্বে পূর্ব্বে আমি বহুপ্রকার দুঃখ-রাশি অনুভব করিয়াছি, কিন্তু ক্রোধ লোভের অনুবর্ত্তী অনার্য্য দুর্য্যোধন একবস্ত্রা স্ত্রীধর্ম্মিণী দ্রুপদনন্দিনীকে সভামধ্যে আনয়ন করাইয়া শ্বশুরগণের সমীপবর্ত্তিনী করিলে সমস্ত কৌরবেরা যে তাঁহাকে তদবস্থায় অবলোকন করিয়াছিল, তাহার অপেক্ষা অধিকতর

দুঃখ আমারে আর কখনই সহ্য করিতে হয় নাই[৫০.৫১]। অপিচ তৎকালে ধৃতরাষ্ট্র, মহারাজ বাহ্লিক, কৃপাচার্য্য, সোমদত্ত ও কৌরবগণ সকলেই প্রফুল্লচিত্তে তাঁহাকে অবলোকন করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই[৫২]; কিন্তু আমার মতে সভাস্থ সমুদায় লোকের মধ্যে বিদুরই পূজ্যতম। সচ্চরিত্র হইলেই লোকে পূজনীয় ও মানভাজন হইতে পারে, নতুবা শুদ্ধ বিদ্যা বা ধন দ্বারা কেহ তদ্রূপ অধিকারী হইতেপারে না[৫৩]। হে কৃষ্ণ! সেই মহাবুদ্ধি, গম্ভীর-প্রকৃত মহাত্মা বিদুরের সুশীলতা-রূপ সমুজ্জ্বল অলঙ্কার, সমুদায় লোককে অভিভূত করিয়া সমধিক উদ্ভাসমান রহিয়াছে[৫৪]।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কুন্তী সমাগত কৃষ্ণকে সন্দর্শন করিয়া হৃষ্টা ও শোকার্ত্তা হইয়া এইরূপ নানাবিধ দুঃখসমূহ প্রকাশ পূর্ব্বক পুনরায় কহিতে লাগিলেন[৫৫], হে অরিন্দম! পূর্ব্ব-কালীন নিন্দনীয়-নৃপতিগণের আচরিত অক্ষক্রীড়া মৃগবধ -প্রভৃতি ব্যসন-সমস্ত কি পাণ্ডবগণের সুখাবহ হয়[৫৬]? অশুভ পাশক্রীড়া নিমিত্ত দুর্ব্বৃত্ত ধৃতরাষ্ট্রপুত্রেরা সভামধ্যে কুরুগণ-সন্নিধানে কৃষ্ণাকে যে অশেষ প্রকার মৃত্যুবৎ ক্লেশ প্রদান করিয়াছিল, তাহাতে আমার হৃদয় যেরূপ দগ্ধ হইতেছে; বোধ হয়, মৃত্যুতেও সেরূপ হয় না[৫৭]। হে পরন্তপ জনার্দ্দন! আমি নগর হইতে নন্দনগণের নির্ব্বাসন বন ভ্রমণ অজ্ঞাতবাস ও রাজ্যাপহরণ প্রভৃতি নানা দুঃখপুঞ্জের অভিজ্ঞতালাভ করিয়াছি অতএব হে মাধব! ইহার অপেক্ষা অধিকতর ক্লেশের বিষয় অমার ও পুত্রগণের আর কি হইতে পারে[৫৮.৫৯]? অদ্য চতুর্দ্দশ বৎসর হইল, দুর্য্যোধন আমার নন্দনগণকে নির্ব্বাসিত করিয়াছে। কিন্তু ইহা কথিত আছে যে, দুঃখ ভোগ করিলে পাপক্ষয় হয়; পরে পুণ্য ক্ষয়রূপ সুখসম্ভোগ হইয়া থাকে; অতএব আমরা এক্ষণে দুঃখ ভোগ

করিয়া পাপক্ষয় করিতেছি; পশ্চাৎ সুখসম্ভোগ করিব; তাহার সন্দেহ নাই[৬০]। হে কৃষ্ণ! আমি ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদিগের প্রতি কোন কালে পাণ্ডবগণ হইতে কিছুমাত্র বিভিন্ন করি নাই; চিরকালই তাহাদিগকে পুত্র-নির্ব্বিশেষে সন্দর্শন করিয়াছি; এই সত্যের উপর নির্ভর করিয়া বলিতে পারি, অবশ্যই পাণ্ডবগণের সহিত তোমাকে উপস্থিত সংগ্রাম হইতে বিমুক্ত, হত-শত্রু ও পুনর্ব্বার লব্ধরাজ্য দেখিব[৬১]। পাণ্ডবেরা ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া যে রূপ সত্য ব্রত প্রতিপালন করিয়াছেন, তাহাতে শত্রুগণ কখনই তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হইবে না। যাহা হউক, এক্ষণে বর্ত্তমান দুঃখভোগ নিমিত্ত আপনাকে বা দুর্য্যোধনকে নিন্দা না করিয়া কেবল পিতাকেই এবিষয়ে নিন্দা করিতে হয়[৬২]। যেমন বদান্য ব্যক্তিগণ অনায়াসে ধন অর্পণ করেন, তদ্রূপ তিনি অক্লেশেই আমারে কুন্তিভোজ নরপতির হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। আমি কন্দুক হস্তে লইয়া বাল্যক্রীড়া করিতেছিলাম, তোমার পিতামহ আমাকে আপন সখাভূত অপুত্রক মহাত্মা কুন্তিভোজের হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন। সুতরাং আমি পিতা এবং শ্বশুরগণ, সকলেরই বঞ্চনার পাত্রী হইয়াছি; অতএব হে কৃষ্ণ! এতাদৃশী অত্যন্ত দুঃখ-ভাগিনী হতভাগিনীর আর জীবিতা থাকিবার ফল কি[৬৩ ৬৪]?

অর্জ্জুনের জন্ম দিনে রজনীযোগে "তোমার এই পুত্রটি বিশ্ববিজয়ী হইবেন; ইহাঁর সুবিস্তীর্ণ যশোরাশি স্বর্গ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিবে; ইনি মহাযুদ্ধে কৌরবগণকে নিহত করিয়া রাজ্য লাভ করত ভ্রাতৃগণের সহিত তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিবেন" এই যে দৈববাণী হইয়াছিল, তাহার আমি কোন প্রকারে নিন্দা করিতে পারি না। বিশ্বকর্ত্তা ধর্ম্ম-রূপী মহাত্মা কৃষ্ণকে সর্ব্বথাই

নমস্কার। ধর্ম্মই প্রজা সকলকে নিত্যকাল ধারণ করিতেছেন[৬৬-৬৭]। হে বৃষ্ণি কুলোদ্ভব কৃষ্ণ! যদি ধর্ম্ম থাকেন তবে, যে প্রকার দৈববাণী হইয়াছিল, তুমি সম্পূর্ণ রূপেই তাহা সম্পন্ন করিবে[৬৮]। হে মাধব! পুত্রগণ-বিরহে আমি যে রূপ শোকাবিষ্ট হইতেছি, তাদৃশ নিদারুণ শোক আমারে না বৈধব্য যন্ত্রণা, না অর্থনাশ, না শক্রতা, কিছুতেই অনুভব করিতে হয় নাই[৬৯]। আমি যখন সেই সর্ব্বশস্ত্রধারি-শ্রেষ্ঠ গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয়কে অবলোকন করিতেছি না, তখন আর আমার হৃদয়ের শান্তি কোথায়! হে গোবিন্দ! এই চতুর্দ্দশ বর্ষ কাল সেই যুধিষ্ঠির, বৃকোদর, ধনঞ্জয় ও নকুল সহদেবকে অবলোকন না করিয়া আমি নিতান্তই জীবন্মৃতা রহিয়াছি! হে জনার্দ্দন! যাহারা চিরকালের নিমিত্ত অনুদ্দিষ্ট হইয়া যায়, আত্মীয় স্বজনেরা তাহাদিগের মরণ অবধারণ করিয়া শ্রাদ্ধ শান্তি করে; কিন্তু আমার পক্ষে পুত্রগণ জীবদ্দশায় থাকিয়াও মৃতবৎ গণ্য হইতেছে এবং আমিও তাহাদিগের নিকটে মৃতার ন্যায় হইয়াছি।

হে মাধব! তুমি আমার বাক্যে ধর্ম্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিও[৭০-৭২] "বৎস! তোমার ধর্ম্মের বিস্তর হানি হইতেছে; অতএব যাহাতে ধর্ম্ম নষ্ট না হয় তাহা কর"। হে বাসুদেব! যে নারী পরাশ্রয়ে জীবন ধারণ করে, তাহারে ধিক্; দীনতা অবলম্বন পূর্ব্বক জীবিকানির্ব্বাহ করিলে মহতী অপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হয়।

হে বাসুদেব! তুমি ধনঞ্জয়কে এবং নিয়ত উদ্যমশালী বৃকোদরকেও আমার এই কথা বলিও[৭৩-৭৪] "ক্ষত্রিয়া জননী যে নিমিত্ত পুত্র প্রসব করেন, তাহার এই উপযুক্ত কাল সমাগত হইয়াছে; অতএব এই উপস্থিত সময়ে যদি কাল তোমাদিগকে

অতিক্রম করে তাহা হইলে তোমরা লোকের বহুমানাস্পদ হইয়াও ঘোরতর ঘৃণাকর কর্ম্ম করিবে। তোমরা ঘৃণাকর কর্ম্মে যুক্ত হইলে আমিও তোমাদিগকে চিরকালের নিমিত্তে পরিত্যাগ করিব[৭৫.৭৬]; যেহেতু যোগ্য-কাল উপস্থিত হইলে প্রিয়তম জীবনকেও পরিত্যাগ করিতে হয়”।

হে পুরুষোত্তম ! তুমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে নিত্য-নিরত মাদ্রীপুত্রদ্বয়কেও এই কথা বলিও[৭৭] “তোমরা বিক্রমার্জ্জিত সম্পত্তি প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় বলিয়া জ্ঞান কর ; যেহেতু বিক্রম-লব্ধ অর্থই ক্ষত্র-ধর্ম্ম-জীবী মনুষ্যের সর্ব্বদা মনঃপ্রীতিকর হয়”।

হে মহাবাহো! তথায় গমনানন্তর প্রত্যেকের প্রতি ঐরূপ কহিয়া, সর্ব্বশস্ত্রধারি-প্রধান তৃতীয় পাণ্ডব বীরবর অর্জ্জুনকে বিশেষ করিয়া বলিও, যেন তিনি দ্রৌপদীর প্রদর্শিত-পথেই সর্ব্বথা বিচরণ করেন,—তাঁহার প্রীতি-সম্পাদনে যেন সর্ব্বদাই যত্ন করেন। হে মধুসূদন! তুমি বিলক্ষণ বিদিত আছ, ভীমার্জ্জুন অত্যন্ত কুপিত হইলে সাক্ষাৎ কৃতান্ত-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দেবগণকেও সংহার করিতে পারেন; কিন্তু এতাদৃশ বীর্য্যসম্পন্ন হইলেও তাঁহাদিগের প্রিয়তমা ভার্য্যা কৃষ্ণা যে সভাস্থলে আনীতা হইয়াছিলেন এবং দুঃশাসন ও কর্ণ তাঁহার প্রতি যে অশ্রাব্য পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল, তাহা ভীমার্জ্জুনের পক্ষে নিতান্ত অপমানের বিষয় হইয়াছে। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন প্রধান প্রধান কুরুগণের সমক্ষে মহামনা ভীমসেনকে যে উপহাস করিয়াছিল, অবশ্যই তাহার সমুচিত ফল দর্শন করিবে; কেন না ভীমসেনের অন্তঃকরণে বৈরানল একবার প্রজ্বলিত হইলে কখনই প্রশান্ত ভাব অবলম্বন করে না[৭৮-৮৩]; বিশেষত অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার শত্রুতার উপশম হয় না; শত্রুসূদন বৃকোদর যে পর্য্যন্ত শত্রু-

গণকে সমূলে সংহার করিতে না পারেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহার ক্রোধ হুতাশন নির্ব্বাণ হয় না[৮৪]।

হে কৃষ্ণ! পুত্রগণের দ্যূতে পরাজয়, রাজ্য-হরণ ও বনবাসও আমার দুঃখের প্রতি কারণ নহে[৮৫]; কিন্তু সেই পতিপরায়ণা এক বস্ত্রা কৃষ্ণা যে সভা-মধ্যে আনীতা হইয়া দুর্ব্বৃত্তগণের পরুষ বাক্য শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহাই নিদারুণ দুঃখ; তদপেক্ষা অধিকতর ক্লেশের বিষয় আমার আর কিছুই নাই[৮৬]। আহা! ক্ষত্রধর্ম্মাবলম্বিনী স্ত্রী ধর্ম্মিণী বরবর্ণিনী দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা অসামান্য-নাথবতী হইয়াও তৎকালে অনাথা হইয়াছিলেন[৮৭]! হে পুরুষোত্তম মধুসূদন! তুমি, বলিশ্রেষ্ঠ বলরাম ও মহারথ প্রদ্যুম্ন, আমার ও আমার পুত্রগণের সহায় থাকিতে এবং দুর্দ্ধর্ষ ভীমসেন ও অপরাঙ্মুখ অজেয় অর্জ্জুন জীবিত থাকিতেও আমারে যে এবম্বিধ দুঃসহ দুঃখ সহ্য করিতে হইল, ইহাই আশ্চর্য্য[৮৮-৮৯]!

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর অর্জ্জুন সখা শ্রীকৃষ্ণ, পুত্রগণদুঃখে অতিমাত্র বিধুরা অনুশোক-পরায়ণা পিতৃষ্বসা পৃথাকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন[৯০]।

বাসুদেব কহিলেন, হে পিতৃষ্বসঃ! আপনার তুল্য সৌভাগ্যবতী সীমন্তিনী লোকমধ্যে আর কে আছে? আপনি শূরসেন রাজার দুহিতা; এক্ষণে আজমীঢ়-কুলে প্রদত্তা হইয়াছেন[৯১]; মহাকুলে জন্ম গ্রহণ ও মহাকুলে পাণিগ্রহণ করায় যেন এক হ্রদ হইতে অন্য হ্রদে আগতা হইয়াছেন। আপনি প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালিনী, সর্ব্ব-কল্যাণবতী এবং ভর্ত্তার নিরতিশয় আদরভাগিনী ছিলেন[৯২]। বীরপত্নী হইয়া আপনি মহাবীর পুত্রগণের জননী হইয়াছেন, সুতরাং স্ত্রীলোকের যে সকল গুণ থাকা সম্ভব, কিছুই আর আপনার অবশিষ্ট নাই; আপনি সর্ব্বগুণেই বিভূষিতা হই-

য়াছেন। অতএব ভবাদৃশী মহাভাগা মহিলাকে সুখ ও দুঃখ উভয়ই অনুভব করিতে হয়[১৩]।

হে দেবি! আপনার পুত্রগণ নিদ্রা, আলস্য, ক্রোধ, হর্ষ, ক্ষুধা পিপাসা, হিম ও রৌদ্র পরাজয় করিয়া বীর-সমুচিত সুখেই নিরন্তর নিরত রহিয়াছেন[১৪]। তাঁহারা ইন্দ্রিয় সুখ পরিত্যাগ করিয়া বীরোচিত সুখ সম্ভোগে সন্তুষ্ট আছেন; সেই মহাবল পরাক্রান্ত মহোৎসাহ সম্পন্ন বীরগণ কদাচ অল্পে সন্তুষ্ট হন না[১৫]। ধৈর্য্যশালী পণ্ডিতেরা কোন বস্তুর পরাকাষ্ঠাই সেবন করিয়া থাকেন। তাঁহারা হয় মানুষোচিত উত্তম ক্লেশ-সমস্ত সহ্য করেন, না হয় উৎকৃষ্ট সুখ সম্ভোগ অনুভব করেন; পরন্তু গ্রাম্যসুখ-প্রিয় (অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সুখাভিলাষী) মানবেরা কেবল মধ্যমাবস্থার প্রার্থনা করে; অত্যন্ত দুঃখ বা অত্যন্ত সুখ তাহাদিগের কদাচ কামনার বিষয় হয় না। কিন্তু উহা দুঃখের আকর; রাজ্য লাভ বা বনবাস সুখের নিদান[১৬]। অতএব সুধীর পাণ্ডবেরা চিরকাল এক শেষেই রত রহিয়াছেন, মধ্যমাবস্থায় পতিত হইতে কদাপি প্রবৃত্তি করেন নাই। বিষয়ের উভয়-সীমা-প্রাপ্তিই যে সুখকরী এবং উভয়ের মধ্যভাগ (অল্পৈশ্বর্য্য) দুঃখহেতু, ইহা পণ্ডিতেরাও স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছেন[১৭]।

পাণ্ডবগণ পাঞ্চালী সমভিব্যাহারে আপনাকে অভিবাদন পূর্ব্বক আত্ম-কুশল নিবেদনানন্তর আপনার অনাময় বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন[১৮]। আপনি পাণ্ডবগণকে অচিরেই কৃতকার্য্য, অরোগ, সর্ব্বলোকের ঈশ্বর, হতামিত্র ও শ্রী-সংযুক্ত অবলোকন করিবেন, সন্দেহ নাই[১৯]।

পুত্র-দুঃখে অভিভূতা কুন্তী দেবী এইরূপে আশ্বাসিতা হইয়া অজ্ঞানজ-মোহ-নিগ্রহ-পূর্ব্বক জনার্দ্দনকে প্রত্যুত্তর করিলেন[১০০]।

হে মহাবাহো মধুসূদন কৃষ্ণ! তুমি যে কোন কার্য্য পাণ্ডবগণের হিতকর বোধ করিবে, ধর্ম্মের অবিলোপে ও অকপটে তাহারই অনুষ্ঠান করিবে। হে পরন্তপ। তোমার সত্যনিষ্ঠা ও বংশমর্য্যাদার যেরূপ প্রভাব, তাহা আমি বিশেষ রূপে অবগত আছি[১০১-১০২]। মিত্রগণের কার্য্যব্যবস্থা বিষয়ে তুমি যাদৃশ বুদ্ধি বিক্রম প্রকাশ করিয়া থাক, তাহাও আমার বিদিত আছে। অধিক আর কি বলিব, আমাদিগের কুলে তুমিই ধর্ম্ম, তুমিই সত্য এবং তুমিই মহতী তপস্যা[১০৩]; তুমি পাণ্ডবগণের ভ্রাতা অথচ তুমিই পরব্রহ্ম; তোমাতেই সমুদায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তুমি যে কথা বলিলে তৎসমুদায়ই সত্য হইবে, কদাপি তাহার অন্যথা হইবে না[১০৪]।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাবাহু হৃষীকেশ কুন্তীরে আমন্ত্রণ ও প্রদক্ষিণ করিয়া দুর্য্যোধন ভবনাভিমুখে গমন করিলেন[১০৫]।

কুন্তীকৃষ্ণ-সংবাদে নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯০ ॥

একনবতিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাত্মা গোবিন্দ জনার্দ্দন, পৃথাকে আমন্ত্রণ ও প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক প্রস্থিত হইয়া বিচিত্র-আসন-সমাকীর্ণ পরম-শোভাসমন্বিত পুরন্দর-গৃহোপম দুর্য্যোধন ভবনে আসিয়া প্রবেশ করিলেন[১.২] রাজপুরের দ্বার-দেশে অনেকানেক দৌবারিক ছিল, কিন্তু কেহই তাঁহারে নিবারণ করিতে সমর্থ হইল না। তিনি অবাধে তৃতীয় কক্ষ্যা অতিক্রম করিয়া, সজল-জলধর-সন্নিভ, বিশাল-শৈলশিখর-সদৃশ-সমুন্নত, অসীম-শোভা-সমুজ্জ্বল প্রাসাদোপরি আরোহণ করিলেন এবং দেখিলেন, মহাবাহু দুর্য্যোধন বহুল ভূপাল ও কৌরবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া রাজ সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন, তাঁহার সমীপ-দেশে দুঃশাসন, কর্ণ ও সুবল

নন্দন, শকুনি আপন আপন আসনে আসীন রহিয়াছেন। যদুনন্দন মধুসূদন অভ্যাগত হইলে মহাযশস্বী ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র অমাত্যবর্গের সহিত আসন পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। বৃষ্ণি-বংশাবতংস বাসুদেব অগ্রে তাঁহার ও তদীয় অমাত্যগণের সহিত, পরে তত্রত্য যাবতীয় রাজগণের সহিত বয়ঃক্রমানুসারে আলিঙ্গনাদি করিয়া বিবিধ-আস্তরণ-সমাকীর্ণ সুপরিষ্কৃত কাঞ্চনময় পর্য্যঙ্কোপরি উপবিষ্ট হইলেন। তখন দুর্য্যোধন তাঁহার সৎকার নিমিত্ত গো, মধুপর্ক, উদক, গৃহ, রাজ্য, সকলই নিবেদন করিলেন। কৌরবগণ ও অন্যান্য ভূপালবর্গ সকলেই প্রসন্ন-প্রভাকর কান্তি, পর্য্যঙ্ক-সমাসীন গোবিন্দের উপাসনা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন বিজয়িশ্রেষ্ঠ বৃষ্ণি নন্দন বাসুদেবকে ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে অনুমোদন অথবা সম্মতি-প্রকাশ করিলেন না। ইহাতে কুরুরাজ সম্বোধন-দ্বারা কর্ণকে উন্মুখ করিয়া সভা মধ্যে মৃদুবাক্যে কৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন, হে জনার্দ্দন! এই সমুদায় অন্ন, পান, বসন ও শয়ন আপনার নিমিত্তই আনীত হইয়াছে, আপনি কি নিমিত্ত ইহা গ্রহণ করিলেন না; ইহার কারণ কি? আপনি কুরুপাণ্ডব উভয় পক্ষের সাহায্য প্রদান কারী এবং উভয় পক্ষেরই হিতানুষ্ঠানে রত রহিয়াছেন[৩:৪]; হে মাধব! আপনি ধৃতরাষ্ট্রের প্রধান আত্মীয় ও প্রীতিপাত্র; হে গোবিন্দ! আপনি ধর্ম্মার্থের যথার্থ তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপেই অবগত আছেন; অতএব হে চক্রগদাধর! সর্ব্ব প্রকারে যোগ্য হইয়াও আপনি যে মদীয় বস্তু-সমস্ত গ্রহণ করিলেন না, ইহার হেতু কি, শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি[৫]।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দুর্য্যোধনের এই বাক্য আপাতত মৃদু

বোধ হইল বটে, কিন্তু উত্তরকাল বিবেচনা করিলে উহা নিতান্তই শঠতা-পূর্ণ। যাহা হউক কমললোচন মহামনা গোবিন্দ দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিশাল দক্ষিণ-বাহু উত্তোলন-পূর্ব্বক বর্ষাকালীন নিবিড়-জলধরের ন্যায় গম্ভীর-স্বর-সম্বলিত, নিষ্ঠীবন-বিবর্জ্জিত, অলুপ্ত-পদ-পদার্থ, অবাধিতার্থ, জড়তারহিত, সুন্দর-হেতু-সংযুক্ত ও উৎকৃষ্ট ফলোপধায়ক বাক্যে প্রত্যুত্তর করিলেন[১৬.১৭], হে ভারত! দূতেরা কৃতকার্য্য হইতে পারিলেই, যাহার নিকটে প্রেরিত হয়, তাহার পূজা গ্রহণ ও দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া থাকে; অতএব আমি কৃতকার্য্য হইলে আপনি আমাকে ও অমাত্যগণকে অভিলাষানুরূপ অভ্যর্থনা করিবেন[১৮]।

জনার্দ্দনের এই কথায় দুর্য্যোধন পুনরায় তাঁহারে কহিলেন, হে মধুসূদন! আমাদিগের প্রতি আপনার এরূপ অনুচিত বাক্য প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত হয় না[১৯]; আপনি কৃতকার্য্য হউন অথবা অকৃতকার্য্যই হউন, আমরা পূজা করিবার নিমিত্তে যত্ন করিতেছি; কিন্তু আপনার পূজা করা আমাদের সাধ্য নহে[২০]। হে পুরুষোত্তম! আমরা প্রীতি-সহকারে পূজা করিলেও আপনি কি নিমিত্তে তাহা গ্রহণ করিতেছেন না ইহার যথার্থ কারণ জানিতে পারিতেছি না[২১]। হে গোবিন্দ! আপনার সহিত আমাদিগের কোন শত্রুতা বা যুদ্ধ বিগ্রহ নাই; অতএব বিবেচনা করিয়া দেখিলে আপনার ঈদৃশ বাক্য প্রয়োগ করা কোনমতে সঙ্গত হয় না[২২]।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ইহা শ্রবণ করিয়া বাসুদেব সহামাত্য দুর্য্যোধনের প্রতি বিশেষরূপে দৃষ্টি পাত করিয়া ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন[২৩], আমি না কাম, না ক্রোধ, না অর্থ, না লোভ, না দ্বেষ, না কপটতা কিছুতেই ধর্ম্ম পরি-

ত্যাগ করিতে পারি না[২৪]। হে রাজন্! লোকে প্রীতিপূর্ব্বক অথবা আপদ্ গ্রস্ত হইয়া অন্যের অন্ন ভোজন করে; কিন্তু আপনি আমার কোন সম্প্রীতির কার্য্যও করেন নাই এবং আমরাও আপদ্গ্রস্ত হই নাই; সুতরাং কি প্রকারে আপনার অন্ন স্বীকার করিতে পারি[২৫]? হে রাজন্! আপনি অকারণে, প্রিয়ানুবর্ত্তী সর্ব্বগুণসম্পন্ন ভ্রাতা পাণ্ডবগণের প্রতি জন্মাবধি দ্বেষ করিতেছেন[২৬]। অকারণে পাণ্ডবগণের প্রতি বিদ্বেষ করা কোন মতেই উচিত হইতে পারে না। পাণ্ডবগণ চিরকাল ধর্ম্ম পথাবলম্বী হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন; তাঁহাদিগকে কে কি বলিতে পারে[২৭]? যে ব্যক্তি পাণ্ডবগণের প্রতি দ্বেষ করে, সে আমার প্রতিও দ্বেষ করে; যে তাঁহাদের অনুগত হয়, সে আমারও অনুগত; ফলত ধর্ম্মচারী পাণ্ডবগণের সহিত আমাকে অভেদাত্মা বলিয়া জানিবেন[২৮]। কাম ক্রোধের অনুবর্ত্তী যে মূঢ়মতি প্রগাঢ় মোহ-বশত গুণশালী লোকের সহিত বিরোধ করিতে অভিলাষ করে এবং সর্ব্বদাই তাঁহার দ্বেষ করিয়া থাকে, পণ্ডিতেরা তাহাকে পুরুষাধম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন[২৯]। যে নরাধম ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া কল্যাণকর গুণ সম্পন্ন জ্ঞাতিগণকে অকারণে দুষ্ট জ্ঞান ও তাহাদের ধন অপহরণ করিতে অভিলাষ করে; সেই অজিতাত্মা দুরাচার কখনই অধিককাল সম্পত্তি-পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে না[৩০]। পরন্তু যে মতিমান্ মানব হৃদয়ের অপ্রিয় হইলেও গুণসম্পন্ন লোকদিগকে প্রিয়-কার্য্য-দ্বারা বশীভূত করিতে পারেন, তিনি চিরকাল যশস্বী হইয়া বিচরণ করেন[৩১]। অতএব এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে, আপনার এই দুষ্টাভিসন্ধি সম্বলিত অশুভ অন্ন কদাচ ভক্ষণীয় নহে; একমাত্র বিদুরের অন্ন ভোজন করিব, ইহাই আমার নিশ্চয়[৩২]।

মহামনা মহাবাহু বাসুদেব অমর্ষ সম্পন্ন দুর্য্যোধনকে এইরূপ কহিয়া তাঁহার রত্নপ্রভা-সমুদ্ভাসিত নিকেতন হইতে নির্গমনানন্তর মহাত্মা বিদুরের ভবনে উপনীত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইলে দ্রোণ, কৃপ, ভীষ্ম, বাহ্লিক ও অন্যান্য কৌরবগণ তৎসন্নিধানে আগমন করিলেন[৩৩-৩৫]। সেই কৌরবেরা বীর্য্য-সম্পন্ন মধুসূদন মাধবকে কহিলেন, হে বৃষ্ণি নন্দন! আমরা বহুরত্ন-সমন্বিত গৃহ-সমস্ত আপনাকে নিবেদন করিতেছি[৩৬]; পরন্তু মহাতেজা মধুসূদন তাঁহাদিগকে এই উত্তর করিলেন, আপনারা সকলে গমন করুন, আপনাদিগের আগমনেই আমার যথেষ্ট পূজা করা হইয়াছে[৩৭]।

কৌরবেরা প্রতিগমন করিলে পর বিদুর পরম যত্নবান্ হইয়া সর্ব্বকাম-সহকারে অপরাজিত কৃষ্ণকে অভ্যর্চ্চনা করিলেন[৩৮]। অনন্তর বিদুর মহাত্মা বাসুদেবকে বহুল-গুণযুক্ত বিবিধ বিশুদ্ধ অন্নপান প্রদান করিলেন[৩৯]। মধুসূদন কৃষ্ণ অগ্রে তৎসমুদায়ের অধিকাংশ এবং উৎকৃষ্ট ধন প্রদান-দ্বারা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে পরিতৃপ্ত করিলেন পশ্চাৎ দেবগণ-পরিবৃত বাসবের ন্যায় সহচর-বর্গে মিলিত হইয়া সেই ব্রাহ্মণগণের ভুক্তাবশিষ্ট পবিত্র অন্ন ভোজন করিলেন[৪০-৪১]।

শ্রীকৃষ্ণ-দুর্য্যোধন-সম্বাদে একনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯১ ॥

দ্বিনবতিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কৃষ্ণ ভোজনান্তে বিশ্রান্ত হইলে, মহাত্মা বিদুর রজনী যোগে তাঁহাকে এইরূপ কহিতে লাগিলেন, হে

কেশব! কৌরব রাজ্যে আপনার আগমন করা সম্যক্‌ বিবেচনার কর্ম্ম হয় নাই[১]। হে জনার্দ্দন! দুর্য্যোধন অতি-মন্দমতি, ধর্ম্মার্থ বিবর্জ্জিত, অত্যন্ত ক্রোধী, মান নাশক, মানাভিলাষী, বিজ্ঞগণের শাসনাতিবর্ত্তী; ধর্ম্মশাস্ত্র উল্লঙ্ঘন করিয়া কার্য্য করে। হে কেশব! তাহার মূঢ়তা ও দৌরাত্ম্যের কথা কি কহিব! সে এরূপ নির্ব্বোধ ও দুরাগ্রহ-গ্রস্ত যে হিতৈষিগণেরও বিনেতব্য নহে। কেহ কোন উপকার করিলে তাহার প্রত্যুপকার করা দূরে থাকুক, বরং অপকারেরই চেষ্টা পায়। সে নিতান্তই কামাত্মা, অকৃতজ্ঞ, ধর্ম্মত্যাগী, মিথ্যাপ্রিয়, পণ্ডিতাভিমানী মিত্রদ্রোহী সকলের নিকটেই বিশ্বাসহীন, অতিমাত্র বিমূঢ়, অকৃতবুদ্ধি, ইন্দ্রিয়গণের অনীশ্বর, স্বেচ্ছাচারী এবং সর্ব্ব কার্য্যেই অব্যবস্থিত-চিত্ত[২-৫]। আমি যে সমস্ত দোষের উল্লেখ করিলাম, এতদ্ভিন্ন দুর্য্যোধন আরও অনেকানেক দোষের আস্পদ। অতএব আপনি মঙ্গলকর বাক্যের প্রসঙ্গ করিলেও সে ক্রোধ-বশত কদাচ তাহা গ্রহণ করিবে না[৬]। ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ অশ্বত্থামা জয়দ্রথ-প্রভৃতি বীরবর্গের প্রতি দুর্য্যোধনের ভূয়সী জীবিকা অবস্থিতি করিতেছে, অর্থাৎ দুর্য্যোধন ভীষ্ম প্রভৃতি বীরবর্গ দ্বারা যুদ্ধে জয় লাভ পূর্ব্বক রাজ্য প্রত্যাশা করিতেছেন, সুতরাং সে শান্তি সংস্থাপনে কদাপি সম্মত হইবেন না[৭]। হে জনার্দ্দন! ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ ও কর্ণ-প্রভৃতির এরূপ নিশ্চয় আছে যে, পাণ্ডবগণ ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি বীরগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা দূরে থাকুক, তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতেই সমর্থ হইবে না[৮]। হে মধুসূদন! অবিচক্ষণ অবোধ দুর্য্যোধন পার্থিবসৈন্য-সমূহ দর্শন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেছে[৯]। তাহার দুর্ব্বুদ্ধি ও দুরাশার কথা আর কি বলিব; সে, কর্ণই একাকী শত্রু-বিজয়ে সমর্থ হইবে, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া

রাখিয়াছে; সুতরাং শান্তি-লাভে তাহার কখনই প্রবৃত্তি হইবে না[১০]।

হে কেশব! আপনি কুরুপাণ্ডবগণের পরস্পর সৌভ্রাত্র আকাঙ্ক্ষা করিয়া সন্ধিবন্ধনে যত্নবান্ হইতেছেন বটে, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের সমুদয় পুত্রগণেরই প্রতিজ্ঞা এই যে, "পাণ্ডবগণকে আমরা কোন বস্তুই উচিতমত প্রতিদান করিব না"। অতএব যাহারা এরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া রহিয়াছে, তাহাদিগের প্রতি কোন বাক্য প্রয়োগ করিলে অবশ্যই তাহা নিরর্থক হইবে, সন্দেহ কি[১১-১২]? হে মধুসূদন! যেখানে সদুক্ত ও দুরুক্ত উভয়ই সমান, সে স্থলে প্রাজ্ঞ ব্যক্তির, বধিরগণ-সন্নিধানে গায়নের ন্যায়, অনর্থক বাক্য-ব্যয় করা বিধেয় নহে[১৩]। হে মাধব! যেমন চাণ্ডালগণ সমীপে ব্রাহ্মণের বাক্য প্রযোগ করা অকর্ত্তব্য, তদ্রূপ আপনার সেই অবিজ্ঞ মর্য্যাদা-শূন্য মূঢ়গণের সমীপে বাক্য-ব্যয় করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য[১৪]। বলগর্ব্বিত বিমূঢ় দুর্য্যোধন কদাচ আপনার বাক্য রক্ষা করিবে না; তৎ সন্নিধানে ভবদুক্ত যাবদীয় বাক্য, তৎ সমস্ত নিরর্থক হইবে[১৫]। হে কৃষ্ণ! সেই একত্র সমুপবিষ্ট বহু-সংখ্যক দুর্ব্বুদ্ধি অশিষ্ট দুষ্টমতি পাপাত্মাগণের মধ্যে আপনার গমন করা এবং প্রতিকূল বাক্যের প্রসঙ্গ করা আমার কদাচ অভিমত নহে[১৬-১৭]। যখন বিজ্ঞলোকের উপাসনা না করা, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হওয়া, অহঙ্কারে বিমুগ্ধ থাকা, বয়োধর্ম্মে উদ্ধত ও অতিমাত্র অসহিষ্ণু হওয়া ইত্যাদি হেতু বশত দুর্য্যোধন আপনার শ্রেয়স্কর বাক্য গ্রহণ করিবে না[১৮]। হে মাধব! তাহার সৈন্যও অতি বলিষ্ঠ এবং আপনার প্রতি তাহার মহতী শঙ্কাও আছে, সুতরাং আপনি কোন বাক্য বলিলে সে তাহা রক্ষা করিবে না[১৯]। হে জনার্দ্দন! ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ এইরূপ স্থিরতর নিশ্চয় করি-

য়াছে যে, পুরন্দর অমর বৃন্দ সমভিব্যাহারে সমরে প্রবৃত্ত হইলেও তাহাদিগের সৈন্যকে পরাজয় করিতে পারিবেন না[২০]। অতএব এতাদৃশ দুরাশাসম্পন্ন, কাম ক্রোধানুবর্ত্তী, দুর্ব্বোধগণের সমীপে আপনি যে কোন বাক্যের প্রসঙ্গ করিবেন, তাহা সম্যক্ অর্থযুক্ত হইলেও নিতান্ত নিরর্থক হইবে[২১]। মন্দমতি বিমূঢ় দুর্য্যোধন তুরঙ্গ মাতঙ্গ শতাঙ্গ ও পদাতি-সম্বলিত বিপুলতর সৈন্য-মধ্যে অবস্থান করত ভয়-শূন্য হইয়া মনে করিতেছে, সমগ্র বসুন্ধরাই আমার করতলগতা হইয়াছে[২২]; এবং এই মনে করিয়া সে অখিল জগতী-তলে নিঃসপত্ন সাম্রাজ্যের আশংসা করিতেছে; অতএব বিনা যুদ্ধে তৎসন্নিধানে শান্তি লাভ করা কোন ক্রমেই সম্ভবপর নহে। যে অর্থ একবার লব্ধ হইয়াছে, তাহা চিরকালই তাহার নিকটে বদ্ধমূল থাকিবে, কদাপি হস্ত-বহির্ভূত হইবে না, ইহাই তাহার ধ্রুব জ্ঞান[২৩]। হা! অবোধ দুর্য্যোধনের নিমিত্ত বুঝি সর্ব্বসংহার ধ্বংস দশা উপস্থিত হইল! যেহেতু তাহার সাহায্যার্থে পৃথিবীস্থ যাবতীয় দুষ্ট ক্ষত্রিয় ও ক্ষিতিপাল-বর্গ যেন কাল-প্রেরিত হইয়া পাণ্ডবগণের সহিত সমর-কামনায় সর্ব্বদিক্ হইতে সমাগত হইয়াছে[২৪]। হে কৃষ্ণ! যে সকল ভূপতিগণ পূর্ব্বে আপনার সহিত কৃতবৈর ও আপনার প্রভাবে হৃত সর্ব্বস্ব হইয়াছিল, এক্ষণে আপনার ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া কর্ণের সহিত যোগ করিয়া সকলেই দুর্য্যোধনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে[২৫] এবং তাহারা সকলেই প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত দুর্য্যোধনের সহিত মহাহৃষ্ট হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। অতএব হে বীরবর যদুপতে। তাহাদিগের মধ্যে আপনি প্রবেশ করেন, ইহা কোন প্রকারেই আমার মত-সিদ্ধ নহে[২৬]। হে শত্রুসূদন! সেই দুষ্টচিত্ত একত্র সমুপবিষ্ট অশিষ্ট শত্রুসমূহ-মধ্যে আপনি

কি রূপে গমন করিবেন[২৭]? হে শত্রুনাশন মহাবাহো! আপনি অমরগণেরও অপরাভবনীয়, সুতরাং সকলই আপনার সম্ভব হয়; আপনার প্রভাব, পৌরুষ বা বুদ্ধি, কিছুই আমার অবিদিত নাই[২৮]। হে মাধব! পাণ্ডবগণের প্রতি আমার যাদৃশী প্রীতি আছে, আপনার প্রতিও তাহার কিছুমাত্র অন্যথা নাই; আমি প্রেম, বহুমান ও সৌহৃদ্য প্রযুক্তই আপনাকে এই কথা বলিতেছি[২৯]। হে পুণ্ডরীকাক্ষ! আপনার সন্দর্শনে আমার অন্তঃকরণে যাদৃশী প্রীতি জন্মিয়াছে, তাহা আর আপনাকে কি বলিব; আপনি সর্ব্ব ভূতের অন্তরাত্মা সকলই জানিতেছেন[৩০]।

বিদুর-বাক্যে দ্বিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯২ ॥

ত্রিনবতিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ভগবান্ কহিলেন, বিদুর! মহাপ্রাজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিরা যেরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন, মৎসদৃশ সুহৃদকে ভবাদৃশ সুহৃদ্ব্যক্তির যে কথা বলা উচিত হয়, এবং যাদৃশ ধর্ম্মার্থযুক্ত ও যথার্থ বাক্য উক্ত করা আপনার অভ্যাস, আপনি পিতা মাতার ন্যায়, আমারে তদনুরূপই বলিয়াছেন[১]। আপনার এই বাক্য সর্ব্বথাই যুক্তিযুক্ত, সত্য ও সাধু-সম্মত সন্দেহ নাই; তথাপি একবার অবহিত হইয়া আমার আগমনের হেতু শ্রবণ করুন[৩]। হে ক্ষত্তঃ! আমি দুর্য্যোধনের দৌরাত্ম্য এবং ক্ষত্রিয়গণের শত্রুতা অবগত হইয়াই অদ্য কুরুমণ্ডল-মধ্যে সমাগত হইয়াছি[৪]। যে ব্যক্তি এই তুরঙ্গ মাতঙ্গ শতাঙ্গ সংযুক্ত বিপর্য্যস্ত মেদিনী-মণ্ডলকে মৃত্যুপাশ হইতে বিমুক্ত করিতে সমর্থ হয়, সে অবশ্যই উৎকৃষ্ট ধর্ম্মলাভ করিতে পারে[৫]। আমি নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, মনুষ্য স্বকীয় শক্তি অনুসারে কোন ধর্ম্ম কার্য্য সম্পাদন নিমিত্ত যত্ন

করিয়া যদিও কৃতকার্য্য হইতে না পারে তথাপি তাহার সেই কার্য্য সাধনানুরূপ পুণ্য ফল প্রাপ্ত হয়[৬], আবার মনে মনে কোন পাপ কর্ম্মের চিন্তা করিয়া তাহার অনুষ্ঠান না করিলেও তজ্জনিত ফল ভোগের অধিকারী হয় না। আমি আপনাকে যে কথা বলিলাম, ধর্ম্মজ্ঞানী পণ্ডিতেরাও ইহাই নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন[৭]। হে ক্ষত্তঃ! সমরে আশু বিনাশোন্মুখ কুরু ও সৃঞ্জয়গণ-মধ্যে শান্তি-স্থাপন করিতে আমি অকপটে যত্ন করিব[৮]। এই উপস্থিত মহাঘোর আপদ্ কৌরবগণের মধ্যেই সমুত্থিত হইয়াছে; যেহেতু কর্ণ ও দুর্য্যোধন ইহার প্রবর্ত্তক এবং সমবেত ক্ষত্রিয়েরা সকলেই উঁহাদিগের অনুবর্ত্তী[৯]। যে ব্যক্তি আপদ্‌গ্রস্ত ক্লিশ্যমান মিত্রকে যথাশক্তি অনুনয় দ্বারা সেই আপদ্ হইতে বিমুক্ত করিবার চেষ্টা না করে, পণ্ডিতেরা তাহারে নৃশংস বলিয়া কীর্ত্তন করেন[১০]। মিত্র, ক্ষমতানুসারে যত্ন করিয়া যে কোন উপায় দ্বারা এমন কি কেশ পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়াও মিত্রকে অকার্য্য হইতে নিবর্ত্তিত করত কাহারও নিন্দনীয় হন না[১১]। অতএব হে বিদুর! দুর্য্যোধন ও তদীয় অমাত্যবর্গের মদুক্ত কার্য্য-সাধন-সমর্থ ধর্ম্মার্থসংযুক্ত শুভময় হিত বাক্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য[১২]। যেরূপ ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণের তদ্রূপ আমি পাণ্ডবগণের এবং পৃথিবীস্থ যাবদীয় ক্ষত্রিয়-গণের হিত-সাধন নিমিত্তেও অকপটে যত্ন করিব[১৩]। আমি হিতানুষ্ঠানে যত্নপরায়ণ হইলেও যদি দুর্য্যোধন আমার প্রতি কোন শঙ্কা করে, তাহাতে আমার কিঞ্চিন্মাত্রও ক্ষতি নাই; প্রত্যুত আত্মীয়কে সদুপদেশ প্রদান নিবন্ধন আমার হৃদয়ের প্রীতি ও আনৃণ্যলাভ হইবে[১৪]। জ্ঞাতিগণ-মধ্যে পরস্পর ভেদ হইবার উপক্রম হইলে যে মিত্র সর্ব্বপ্রযত্নে মধ্যস্থতা অবলম্বন না করে, পণ্ডিতেরা তাহাকে মিত্র বলিয়াই গণনা করেন না[১৫]।

সন্ধি বিষয়ে আমার যত্ন করিবার আরও একটি হেতু এই যে, অধর্ম্মনিষ্ঠ সৌহৃদ্য-শূন্য মূঢ় লোকেরা যেন বলিতে না পারে, কৃষ্ণ সমর্থ হইয়াও কোপান্বিত কুরু পাণ্ডবগণকে যুদ্ধ হইতে নিবারণ করিল না[১৬]। আমি কুরুপাণ্ডব উভয় পক্ষেরই অর্থসাধন নিমিত্ত এস্থানে আগমন করিয়াছি; সুতরাং তদ্বিষয়ে যত্ন করিয়া কোন লোকেরই নিন্দাস্পদ হইব না[১৭]। যদি দুর্য্যোধন বাল স্বভাব প্রযুক্ত আমার ধর্ম্মার্থযুক্ত মঙ্গলময় বাক্য শ্রবণ করিয়াও অগ্রাহ্য করে, তবে নিতান্তই কালের বশবর্ত্তী হইবে[১৮]। অথবা যদি পাণ্ডবগণের অর্থহানি না করাইয়া আমি কুরুগণমধ্যে শান্তি-সংস্থাপন করিতে সমর্থ হই, তাহা হইলে আমারও মহাফলোপধায়ক পুণ্যকর্ম্ম করা হয় এবং কৌরবগণেরাও মৃত্যুপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে[১৯]। ফলত আমি বিজ্ঞলোকের সমুচিত, ধর্ম্মানুমোদিত অর্থযুক্ত ও হিংসাবিবর্জ্জিত যাদৃশ শুভঃ বাক্যের প্রসঙ্গ করিব, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ যদি তাহা সবিশেষ পর্য্যালোচন করিয়া দেখে, তবে অবশ্যই আমারে সমাদর করে এবং যে শান্তির নিমিত্ত আগমন হইয়াছে, তাহাতেও সম্মত হইতে পারে[২০]। পরন্তু তাহা না করিয়া যদি তাহারা আমার প্রতি কোন অনিষ্টাচরণে উদ্যুক্ত হয়, তাহাতেই বা আমার ভয়ের বিষয় কি? আমি ক্রুদ্ধ হইলে মৃগেন্দ্র সন্নিধানে ইতর মৃগগণের ন্যায় কৌরবগণ ও সমবেত সমস্ত পার্থিবগণ আমার সম্মুখে অবস্থিত করিতেই সমর্থ হইবে না[২১]।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যদুকুল-সুখাবহ বৃষ্ণিসিংহ বাসুদেব বিদুরের সহিত এইরূপ কথোপকথন করিয়া পরিশেষে সুখস্পর্শ সুকোমল শয্যায় শয়ন করিলেন[২২]।

শ্রীকৃষ্ণবাক্যে ত্রিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৩ ॥

চতুর্নবতিতম অধ্যায় প্রারম্ভ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধীসম্পন্ন কৃষ্ণ ও বিদুরের কথোপকথন করিতে করিতে সেই উজ্জ্বল-নক্ষত্র ভূষিতা মঙ্গলদায়িনী রজনী পরম সুখে অতিবাহিতা হইল[১]। অমিত প্রতাপশালী কৃষ্ণের ধর্ম্মার্থকাম-সমন্বিতবিচিত্র-পদপদার্থ মনোহর বচনাবলি শ্রবণে মহাত্মা বিদুর এবং অনুরূপ কথার প্রসঙ্গকারী বাসুদেব উভয়েরই যেন অনিচ্ছাতে সেই যামিনী অতীতা হইল[২ ৩]। পর দিন প্রত্যূষে সুস্বর-সম্পন্ন বহুসংখ্য সূতমাগধ বন্দিগণ শঙ্খদুন্দুভি-নির্ঘোষ-দ্বারা বাসুদেবকে প্রতিবোধিত করিল[৪]। যদুকুল চূড়ামণি দাশার্হ জনার্দ্দন গাত্রোত্থান করিয়া অগ্রে আবশ্যক প্রাতঃকৃত্য-কার্য্য সমাধান-পূর্ব্বক সম্যক্রূপ অলঙ্কৃত হইয়া নবোদিত আদিত্যের উপাসনা করিতে লাগিলেন[৬]। অপরাজিত বাসুদেব এইরূপে সন্ধ্যাবন্দনা করিতেছেন, এমন সময়ে দুর্য্যোধন ও সুবলনন্দন শকুনি কৃষ্ণের সমীপে আগমন করিয়া কহিলেন, হে গোবিন্দ! মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্মপ্রভৃতি অন্যান্য কৌরবগণ এবং পৃথিবীস্থ যাবতীয় রাজবর্গ, সকলেই সভামণ্ডপে সমুপস্থিত হইয়া, অমরগণ যেমন পুরন্দরের প্রার্থনা করেন, তদ্রূপ আপনার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। মহাত্মা বাসুদেব সুমধুর সান্ত্ববাদ দ্বারা উভয়কে অভিনন্দিত করিলেন[৭ ৮ ৯], অনন্তর জনার্দ্দন বিমল আদিত্য সন্দর্শন করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে হিরণ্য, বস্ত্র, গো ও অশ্ব-প্রভৃতি প্রদান করিতে লাগিলেন[১০]। এইরূপে বহুতর রত্নরাজি বিতরণ করিয়া তিনি যখন আসনে উপবিষ্ট হইলেন, তখন নিজ সারথি দারুক তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া বন্দনা করিল এবং অনতি বিলম্বে অনুত্তম-তুরঙ্গম-যোজিত, সর্ব্বরত্ন-বিভূষিত, কিঙ্কিণী-সমাকীর্ণ, মহামেঘ সদৃশ গভীর-নির্ঘোষকারী, শুভ্রবর্ণ, বৃহদাকার, দিব্য রথ লইয়া উপস্থিত হই-

ল[১১-১৩]। তখন যাদবগণ-নয়ন-নন্দন মহামনা জনার্দ্দন গলদেশে কৌস্তুভ মণি ধারণ করত পরম শোভায় উদ্ভাসমান হইয়া অগ্নি ও ব্রাহ্মণগণকে প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক তাহাতে আরোহণ করিলেন। তৎ কালে তিনি যদিও কুরুপক্ষীয় অনেকানেক অনুচরবর্গে পরিবারিত ছিলেন, তথাপি বৃষ্ণি-পক্ষের পরিরক্ষকেরা তাঁহার শরীর সংরক্ষণার্থে সতত অবহিত ছিল[১৪-১৫]। সর্ব্ব-জীবশ্রেষ্ঠ সকল-প্রাজ্ঞ-প্রবর বাসুদেবের রথারোহণান্তে অখিল ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ মহামতি বিদুর তাঁহার পশ্চাৎ আরোহণ করিলেন[১৬]। দুর্য্যোধন সুবলনন্দন শকুনিসমভিব্যাহারে দ্বিতীয় রথে অধিরূঢ় হইয়া শত্রুতাপন কৃষ্ণের অনুগামী হইলেন[১৭]। সাত্যকি কৃতবর্ম্মাপ্রভৃতি বৃষ্ণি-পক্ষীয় মহারথেরাও কেহ তুরঙ্গে, কেহ মাতঙ্গে কেহ কেহ বা শতাঙ্গে আরোহণ করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন[১৮]। মহারাজ! প্রস্থানোন্মুখ সেই সমস্ত বীরগণের কাঞ্চনভূষিত মনোহর বাজিরাজি-যোজিত, সুঘোষ-সম্পন্ন, বিচিত্র বর্ণ রথ-সমূহ পরম শোভায় বিরাজিত হইতে লাগিল[১৯]। অসামান্য শ্রীসম্পন্ন ধীমান্ বাসুদেব যথা সময়ে রাজর্ষি-সঞ্চরণযোগ্য মহাপথ প্রাপ্ত হইলেন। দুর্য্যোধন পূর্ব্বেই তাহা সম্মার্জ্জিত ও জলসেকদ্বারা ধূলিশূন্য করিয়া রাখিয়াছিলেন[২০]। অনন্তর কেশবের প্রস্থান সময়ে কাহল শঙ্খ-প্রভৃতি বহুবিধ বাদ্য বাদিত হইতে লাগিল[২১]। সর্ব্বলোকপ্রবীর শত্রুতাপন সিংহ সদৃশ বিক্রমশালী অসংখ্য যুবকগণ কৃষ্ণের রথ বেষ্টন করিয়া গমন করিতে লাগিলেন[২২]। বিচিত্র বেশভূষায় ভূষিত অন্যান্য বহু সহস্র সৈনিকেরাও অসিপ্রাস-প্রভৃতি আয়ুধ-সমস্ত ধারণ করিয়া তাঁহার অগ্রে অগ্রে প্রধাবিত হইল[২৩]। এতদ্ভিন্ন পঞ্চ শত গজারোহী ও সহস্র সহস্র রথিগণ প্রস্থানকারী বীর্য্যবান্ অপরাজিত বাসুদেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে-

লাগিল[২৪]। কুরু-পুরবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকল লোকেই রাজ-পথস্থিত অরিন্দম কৃষ্ণকে দর্শন-করিবার নিমিত্ত নিতান্ত ব্যগ্র হইল[২৫]। কামিনীগণ এত অধিক পরিমাণে গৃহবেদিকা সকল আশ্রয় করিয়া রহিল যে, বোধ হইতে লাগিল যেন তাহাদিগের দেহ-ভারে গৃহ-সমুদায় কম্পিত হইতেছে[২৬]।

তখন দেবকী নন্দন মধুসূদন কুরুগণের পূজা গ্রহণ ও বহুতর মধুর বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে এবং সকলের প্রতি অবলোকন ও প্রতি-সৎকার করিতে করিতে মন্দ মন্দ গমন করিতেলাগিলেন[২৭]। অনন্তর সভার সন্নিহিত হইলে কৃষ্ণের অনুযায়িগণ শঙ্খধ্বনি ও বেণু-নির্ঘোষ সহকারে সমস্ত দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত করিল[২৮]। তখন সভাস্থ যাবতীয় সৎস্বভাব-সম্পন্ন অমিততেজস্বী রাজন্যগণ কৃষ্ণের আগমনাকাঙ্ক্ষায় হর্ষভরে কম্পিত হইতে লাগিলেন[২৯]; বিশেষত তাঁহার সজল-জলদ-শব্দ-সদৃশ গভীররথ-নিনাদ শ্রবণে, তিনি সমীপবর্ত্তী হইয়াছেন বোধ করিয়া, লোমাঞ্চিত-কলেবর হইলেন[৩০]। সাত্বত কুলতিলক বাসুদেব সভাদ্বারে উত্তীর্ণ হইয়া কৈলাস-শিখরোপম রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক সাত্যকি ও বিদুরের হস্ত ধারণ করিয়া তেজঃ প্রজ্বলিত, অভিনব-নীরদ-প্রতিম, সাক্ষাৎ মহেন্দ্র-ভবনোপম সভামণ্ডপে প্রবিষ্ট হইলেন এবং প্রভাকর যেমন স্বকীয় করনিকর সহকারে অপরাপর জ্যোতিঃ পদার্থ সমূহের প্রভারোধ করেন, তদ্রূপ অলোক-সামান্য স্বকীয় কান্তি-পুঞ্জ দ্বারা সমুদয় কৌরবগণকে আচ্ছাদিত করিলেন[৩১-৩৩]। কর্ণ ও দুর্য্যোধন বাসুদেবের সম্মুখে এবং কৃত-বর্ম্মা ও বৃষ্ণিবংশীয়েরা কৃষ্ণের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত রহিলেন[৩৪]। ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি সজ্জনগণ ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রে করিয়া জনার্দ্দনের অভ্যর্থনা নিমিত্ত আপন আপন আসন হইতে বিচলিত হইলেন[৩৫]।

যদুনন্দন কৃষ্ণ অভ্যাগত হইবামাত্র প্রজ্ঞাচক্ষু মহাযশা অম্বরাজ ভীষ্ম ও দ্রোণের সহিত গাত্রোত্থান করিলেন[৩৬]। নরাধিপতি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র দণ্ডায়মান হইলে তত্রস্থ সহস্র সহস্র ভূপালগণ তৎক্ষণাৎ চতুর্দ্দিক্ হইতে সমুত্থিত হইলেন[৩৭]। অনন্তর অম্বরাজের শাসনানুসারে সেই সভামধ্যে কৃষ্ণের নিমিত্ত কাঞ্চন-ময়পরিষ্কৃত সর্ব্বতোভদ্র নামক প্রসিদ্ধ আসন উপকল্পিত হইল[৩৮]। ইতিমধ্যে ধর্ম্মাত্মা মাধব ঈষৎ হাস্য করত ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ ও অন্যান্য ভূপতিগণকে বয়ঃক্রমানুসারে সম্ভাষণাদি করিতে লাগিলেন[৩৯] এবং পৃথিবীস্থ সমস্ত ভূপালবর্গ ও সমুদয় কৌরবগণ সভাগত জনার্দ্দনকে সম্যক্‌রূপে অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন[৪০]। পরপুরবিজয়ী যদুপতি জনার্দ্দন রাজমণ্ডল-মধ্যে অবস্থিত হইয়া দর্শনকরিলেন, পূর্ব্বে আগমন সময়ে অন্তরীক্ষস্থ যেসমস্ত ঋষিগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, তাঁহারা অভ্যাগত হইয়াছেন। নারদ-প্রভৃতি সেই সমস্ত দেবর্ষি বৃন্দকে সন্দর্শন করিবামাত্র তিনি শান্তনুনন্দন ভীষ্মকে মৃদুমন্দ বচনে কহিলেন, হে নরপতে! ঐ অবলোকন করুন পবিত্রাত্মা মুনিগণ মর্ত্ত্যলোকীয় সভা সন্দর্শননিমিত্ত সমাগত হইয়াছেন; ইঁহাদিগকে আসন ও পাদ্য অর্ঘ্যাদি প্রচুর সৎকার দ্বারা আবাহন করুন। ইঁহারা আসন পরিগ্রহ না করিলে কেহই উপবেশন করিতে পারিবেনা[৪১-৪২]; অতএব অবিলম্বে ইঁহাদিগের পূজা বিধান করুন। তখন কৌরববংশাবতংশ শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, দেবর্ষিদিগকে সভাদ্বারে উপস্থিত দর্শন করিয়া অমনি সসম্ভ্রমে ভৃত্যবর্গকে আদেশ করিলেন, 'সত্বর আসন আনয়ন কর'। ভৃত্যেরাও তৎক্ষণমাত্র মণিকাঞ্চন-বিচিত্রিত, সুপরিষ্কৃত, বহুমূল্য বিপুল আসন সকল সমানীত করিল। হে ভারত! মুনিগণ অর্ঘ্য-গ্রহণ-পুরঃসর

তৎসমুদায় আসনে উপবিষ্ট হইলে কৃষ্ণ ও রাজন্যগণ আপন আপন আসনে উপবেশন করিলেন। দুঃশাসন সাত্যকিকে এক-খানি উত্তম আসন এবং বিবিংশতি কৃতবর্ম্মাকে একখানি উৎ-কৃষ্ট কাঞ্চনময়-পীঠ প্রদান করিলেন। অমর্ষপরায়ণ মহাত্মা কর্ণ ও দুর্য্যোধন উভয়েই কৃষ্ণের অনতি দূরে একাসনে উপবিষ্ট হই-লেন। গান্ধাররাজ রাজা শকুনি গান্ধারগণ কর্তৃক অভিরক্ষিত হইয়া পুত্র-সমভিব্যাহারে আসন গ্রহণ করিলেন। মহামতি বিদুর কৃষ্ণের আসনসংস্পর্শ করিয়া শুক্লবর্ণ মহামূল্য মৃগ-চর্ম্মের আস্তরণ-যুক্ত মণিময় পীঠে উপবিষ্ট হইলেন। মহারাজ! অমৃতের আস্বা-দনে যেমন চিত্তের তৃপ্তিসাধন হয় না, তদ্রূপ সেই সভাস্থিত যাবতীয় সাধুপ্রকৃতি ভূপাল-সকল চির-কালের পর জনার্দ্দনকে অবলোকন করিয়া কেহই আর পরিতৃপ্ত হইলেন না। অতসী-কুসুম-সদৃশ-কান্তি পীতবসনধারী বনমালী সুবর্ণ মধ্যে সংস্থাপিত নীলকান্ত মণির ন্যায়, সভামধ্যে বিরাজিত হইতে লাগিলেন[৪৪-৫৩] তত্রত্য সকল লোকেই গোবিন্দের প্রতি চিত্ত-নিবেশ করত নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন; কেহই আর কুত্রাপি কোন কথার উল্লেখ করি-লেন না[৫৪]।

কৌরব সভায় শ্রীকৃষ্ণের উপবেশনে চতুর্নবতিতম
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৪ ॥

পঞ্চনবতিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সভামণ্ডপস্থ সেই সমস্ত রাজন্যগণ আ-সন-গ্রহণ-পূর্ব্বক তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে, শোভন দন্তরাজি ও দুন্দুভি-সদৃশ গভীর-স্বর বিশিষ্ট কৃষ্ণ কথা-প্রসঙ্গ উত্থাপন করি-লেন। মহাত্মা মাধব ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করত; সভার

সকল লোকে শ্রবণ করিতে পায়, এইরূপ করিয়া তিনি বর্ষা-কালীন সজল জলদের ন্যায় গম্ভীর শব্দে সম্ভাষণ করিতে লাগি-লেন[২]। ভগবান্ কহিলেন, হে ভারত! বীরগণের অবিনাশে কুরু ও পাণ্ডবগণমধ্যে যাহাতে শান্তিসংস্থাপন হয়, তদ্বিষয়ে যত্ন করি বার নিমিত্ত আমার আগমন হইয়াছে; এতদ্ভিন্ন আমার অন্য কোন হিত বাক্য বক্তব্য নাই। হে অরিন্দম মহারাজ! ইহলোকে যাহা জ্ঞাতব্য; তাহা সকলই আপনি অবগত হইয়াছেন; সুতরাং আপনাকে অপরাপর মঙ্গলের কথা আর কি বিজ্ঞাপন ক-রিব[৩.৪]? হে রাজন্! আপনার এই কুল শাস্ত্রজ্ঞান ও সদাচার সম্পন্ন এবং সর্ব্বগুণে বিভূষিত হওয়ায় সমগ্র ভূপালবর্গমধ্যে এক্ষণে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইতেছে[৫]। হে ভারত! কৃপা, অনুকম্পা, ক্ষমা, কারুণ্য, আনৃশংস্য, সত্য ও সারল্য, কুরুকুলে বিশেষ রূপে বর্ত্তমান আছে[৬]। অতএব হে রাজন্! এতাদৃশ সুপ্র-তিষ্ঠাভাজন মহীয়ান্ কুলে কোন অযুক্ত বিপরীত ব্যবহার করা নিতান্ত অনুচিত; বিশেষত তাহা যদি আপনার নিমিত্ত সমুৎপন্ন হয়, তবে আরও দোষাবহ হয়[৭]। আপনি কুরুকুলের শ্রেষ্ঠ ও শাসন কর্ত্তা থাকিতে কৌরবগণ গোপনে ও প্রকাশ্যে অনৃত ব্যবহার করিতেছে[৮]। কিন্তু হে কুরুসত্তম! দুর্যোধন প্রভৃতি আ-পনার অশিষ্ট পুত্রেরা ধর্ম্মার্থের প্রতি পরাঙ্মুখ, লোভাকৃষ্ট-চিত্ত ও মর্য্যাদাশূন্য হইয়া অনুত্তম আত্মীয় ও বন্ধুগণের প্রতি নিরতিশয় নৃশংস ব্যবহার করিতেছেন, তথাপি আপনি তৎসমস্ত বিদিত হইয়াও অবিদিত হইতেছেন[৯.১০]। হে পুরুষর্ষভ! এই মহা-ঘোর আপদ্ কুরুগণ-মধ্যেই সমুপস্থিত হইয়াছে; কিন্তু আপনি উ-পেক্ষা করিলে, ইহা সমগ্র ভূমণ্ডল বিনাশের নিদানভূত হইবে[১১]। হে ভারত! যদি কুলচ্ছেদ অভিলাষ না করেন, তাহাইইলে আ-

মার বিবেচনায় শান্তি-স্থাপন হওয়া কোন ক্রমেই দুষ্করনহে[১২]। কুরুপাণ্ডবগণের শান্তি আপনার ও আমার অধীন। হে রাজন্! আপনি পুত্রদিগকে শান্ত করুন, আমিও পাণ্ডবগণকে শান্ত করিব[১৩]। হে রাজেন্দ্র! স্বগণ-সমেত আপনার পুত্রেরা অবশ্যই আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করিবেন; আপনার শাসনে অবস্থান অপেক্ষা তাঁহাদিগের অধিকতর হিতকর বিষয় আর কি আছে[১৪]? হে কৌরবরাজ! আপনি শাসন-প্রচারে অভিলাষী হইয়া যদি শান্তি-সংস্থাপনে যত্ন করেন, তাহা হইলে আপনার এবং পাণ্ডবগণের উভয় পক্ষেরই মঙ্গল[১৫]; অতএব হে নরেশ্বর! বৈরনিষ্ফল বিবেচনা করিয়া শান্তিসংস্থাপন করুন। পাণ্ডবেরা আপনার সহায়ভূত হউন[১৬]। হে মহারাজ! আপনি পাণ্ডবগণ দ্বারা অভিরক্ষিত হইয়া নিরুদ্বেগে ধর্ম্মার্থের অনুষ্ঠান করুন। হে নরাধিপ! বহুপ্রকার যত্ন করিলেও তাদৃশ অসামান্য সহায় লাভ দুঃসাধ্য হয়[১৭]। আপনি মহাত্মা পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইলে নৃপতিগণের কথা দূরে থাকুক, অমর-বৃন্দ-সহকৃত স্বয়ং পুরন্দরও আপনাকে পরাজয় করিতে সাহসী হইবেন না[১৮]। হে ভরতর্ষভ। যে স্থলে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, বিবিংশতি, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্ত, বাহ্লিক, জয়দ্রথ, কলিঙ্গপতি, কাম্বোজেশ্বর, সুদক্ষিণ, যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, সব্যসাচী, নকুল, সহদেব, সাত্যকি ও যুযুৎসু-প্রভৃতি মহা মহা বীরগণ একত্র সমবেত হইবেন, তথায় কোন্ বিপরীত-বুদ্ধি মানব ইহাঁদিগের সহিত প্রতি-যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইবে[১৯-২১]? হে শত্রুনাশন! সমবেত কুরু পাণ্ডবগণের সাহায্যে আপনি সমস্ত লোক-মধ্যে নিরতিশয় প্রভুত্ব লাভ করিতে পারিবেন; কোন শত্রুই আপনাকে পরাভূত করিতে সমর্থ হইবে না[২২]। হে মহীপাল! যে সকল মহীপাল আপনার সমান এবং

যাঁহারা আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ, সকলেই আপনার সহিত সন্ধিসং-স্থাপন করিবেন[২৩]; সুতরাং আপনি সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত হইয়া পুত্র পৌত্র পিতৃ ভ্রাতৃ ও সুহৃদ্বর্গের সহিত পরম সুখে জীবন যাপন করিতে পারিবেন[২৪]। মহারাজ! অন্যের নিকটে আপনার সাহায্য গ্রহণেরই বা প্রয়োজন কি? কেবল পাণ্ডবদিগকেই পূর্ব্বের ন্যায় সমুচিত সৎকার প্রদর্শন-পূর্ব্বক অগ্রবর্ত্তী করিয়া আপনি অখিল ভুবন-মণ্ডলের সাম্রাজ্য-সুখ সম্ভোগ করিবেন[২৫]। হে ভারত! কোন প্রকারে স্বার্থ সাধন হয়, ইহাই আপনার প্রা-র্থনা, কিন্তু পাণ্ডবগণের এবং স্বপক্ষীয় গণের সমবেত সাহায্যে অন্যান্য শত্রুগণকে পরাজয় করিয়া পুত্র ও অমাত্যগণ সমভি-ব্যাহারে পাণ্ডবগণের উপার্জ্জিত ভূমি ভোগ করিবেন, ইহার অ-পেক্ষা আপনার গুরুতর স্বার্থ আর কি আছে[২৬-২৭]? হে মহারাজ! ঈদৃশ স্বার্থ পরিহার করিয়া যদি সমর-কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে কেবল মহান্ অনর্থেরই সূত্রপাত হইবে। হে রাজেন্দ্র! সমরে মহামারীর সৃষ্টি ব্যতীত আর কিছুই লক্ষিত হয় না; উভয় পক্ষের ক্ষয় হইলেই বা আপনার কোন্ ধর্ম্ম প্রকাশ পায়[২৮]? হে রাজন্! সংগ্রামে মহাবল পাণ্ডবেরাই হউক অথবা আপনার পুত্রেরাই হউক, যদি উভয় পক্ষের এক পক্ষ নিহত হয়, তাহা-তেই বা আপনি কি সুখ লাভ করিবেন বলুন[২৯]। হে ভরতর্ষভ! পাণ্ডবগণ সকলেই শূর, কৃতাস্ত্র ও যুদ্ধাভিলাষী; অতএব এই উপস্থিত মহাভয় হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করুন[৩০], আমাদিগ-কে যেন শূর বীর কুরু-পাণ্ডবগণ সমরে পরস্পর ক্ষীণ ও রথি-গণকে রথিগণ কর্ত্তৃক নিহত অবলোকন করিতে না হয়[৩১]। হে নৃপসত্তম! পৃথিবীস্থ যাবদীয় রাজন্যগণ একত্র সমবেত হইয়াছে-ন; ইহাঁরা রোষপরবশ হইলে এই সমগ্র প্রজা-পুঞ্জকে সংহার

দশায় উপনীত করিলেও করিতে পারেন[৩২]; অতএব হে রাজন্! আপনি অনুকম্পা বিতরণে লোক রক্ষা করুন! আপনি বিদ্যমান থাকিতে যেন অখিল প্রজাপুঞ্জের বিনাশ না হয়! হে কুরুনন্দন! আপনি সত্ত্বগুণাবলম্বী হইলেই প্রজাকুলের শেষ থাকে, নতুবা সকলই নিঃশেষ হয়[৩৩]। হে রাজন! পবিত্র কুল সম্ভূত, মহামান্য, বদান্য, অতিযশস্বী, হ্রীমন্ত ও পরস্পর মিত্রভাব সম্পন্ন এই সমস্ত ভূপালবর্গকে আপনি মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করুন[৩৪]। হে শত্রুতাপন ভরতর্ষভ! এই সকল ভূপতিগণ ক্রোধ ও বৈর পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পরস্পর কুশলে মিলিত হইয়া উত্তম বসন ও মাল্য ধারণ করত একত্র ভোজনপানাদির যথাযোগ্য সংকৃত হইয়া স্ব স্ব ভবনে প্রতিগমন করুন[৩৫-৩৬]।

হে ভরত-শ্রেষ্ঠ! বাল্যকালে পাণ্ডবগণের প্রতি আপনার যাদৃশী প্রীতি ছিল একণে এই আয়ুঃ ক্ষয় যুদ্ধকাল-সমাগমে সেইরূপ প্রীতি প্রকাশ করিয়া তাঁহাদিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করুন[৩৭]। হে নরেশ্বর! বাল্যাবস্থায় তাঁহারা যখন পিতৃহীন হইয়াছিলেন, তখন আপনিই তাঁহাদিগকে পুত্র-নির্ব্বিশেষে পারবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন; অতএব একণে তাঁহাদিগকে ও স্বীয় পুত্রগণকে যথা ন্যায়ে প্রতিপালন করুন[৩৮]। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, পাণ্ডবগণ সর্ব্ব সময়েই, বিশেষত এই ব্যসন কালে আপনারই রক্ষণীয়; তাহা হইলে আপনার ধর্ম্ম ও অর্থ উভয়ই রক্ষা পায়; অতএব হে ভরতর্ষভ! যাহাতে ধর্ম্মার্থের বিনাশ না হয়, তাহাই করুন[৩৯]। হে রাজন্! পাণ্ডবগণ আপনাকে অভিবাদন ও প্রসাদন-পূর্ব্বক এই কথা বলিয়াছেন, "আপনার শাসন-ক্রমে আমরা অনুগামী ব্রাহ্মণগণের সহিত বন মধ্যে দ্বাদশ বৎসর বাস করিয়া প্রভূত দুঃখ অনুভব করিয়াছি এবং জন-সমাজে

অজ্ঞাতে এক বৎসর বাস করিয়াছি[৪০.৪১]। হে তাত! আমাদিগের যেরূপ নিয়ম হইয়াছে, জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় অবশ্যই তাহাতে বর্ত্তমান থাকিবেন' এইরূপ নিশ্চয় করিয়া আমরা কোন প্রকারে সেই নিয়ম উল্লঙ্ঘন করি নাই। আমাদিগের সমভিব্যাহারী ব্রাহ্মণেরা তাহা সবিশেষ অবগত আছেন[৪২]। অতএব হে ভরত-র্ষভ। আমরা নিয়মানুসারে কার্য্য করিয়াছি, সম্প্রতি আপনিও তাহার অনুবর্ত্তী হউন। হে রাজন্! আমরা চিরকাল ক্লেশ ভোগ করিয়া এক্ষণে যাহাতে স্বকীয় রাজ্যাংশ প্রাপ্ত হই, তাহার সন্নি-ধান করুন[৪৩]। আপনি ধর্ম্মার্থের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া আমাদিগকে সর্ব্ব-তোভাবে পরিত্রাণ করুন। আপনি গুরু; আপনি যাহা আজ্ঞা করিবেন, তাহাই আমাদিগকে সম্পন্ন করিতে হইবে, ইহাই বি-বেচনা করিয়া আমরা বহু ক্লেশ সহ্য করিয়াছি: অতএব আপনিও এক্ষণে পিতা মাতার ন্যায় আমাদিগের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করুন! হে ভারত! শিষ্যের গুরুর প্রতি যাদৃশ গুরুতর ব্যবহার করা উচিত, আমরাও আপনার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করি-য়াছি; অতএব আপনিও আমাদিগের প্রতি গুরুর অনুরূপ বাৎ-সল্য ভাব প্রকাশ করুন। পুত্রেরা কুপথ গামী হইলে পিতার কর্ত্তব্য এই যে, তাহাদিগকে পুনরায় সৎ পথস্থ করেন; এ-ক্ষণে আমরাও রাজ্য নাশ হেতুক পথভ্রষ্ট হইয়াছি, আপনি ধর্ম্মপথে অবস্থিতি করিয়া আমাদিগকে স্বপথে সংস্থাপিত করুন"।

মহারাজ! পাণ্ডবগণ সেই অত্রত্য সভাসদ্গণকেও এই কথা বলিয়াছেন, "সভা-মধ্যে ধর্ম্মজ্ঞ সভাসদ্বর্গ বিদ্যমান থাকিতে কোন ন্যায়-বহির্ভূত কর্ম্ম হওয়া নিতান্ত অসঙ্গত। বিচক্ষণ দর্শ-কগণ-সন্নিধানে যে স্থলে অধর্ম্ম ধর্ম্মকে এবং অসত্য সত্যকে নি-

হত করে, তথায় সভাসদেরাই হত হয়। যখন ধর্ম্ম অধর্ম্ম স্বরূপ শল্য কর্ত্তৃক বিদ্ধ হইয়া সভার শরণাপন্ন হন, তখন সভ্যগণ তাঁহার সেই শল্য ছেদন না করিতে পারিলে আপনারাই তাহাতে বিদ্ধ হন। তরঙ্গিনী যেমন তীরজাত তরুগণকে ভগ্ন করে, তদ্রূপ ধর্ম্মই তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া থাকেন[৪৮-৫০]। হে ভরতর্ষভ! এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন, যে পাণ্ডবগণ কেবল ধর্ম্মেরই মুখাবলোকন ও অনুধ্যান করত তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহারা সত্য, ধর্ম্ম্য ও ন্যায়ানুগত বাক্যই উক্ত করিয়াছেন[৫১]। অতএব তাঁহাদিগকে রাজ্য প্রদান ব্যতীত আপনি আর কোন্ কথার প্রসঙ্গ করিতে পারেন? এই সভামধ্যে যে সমস্ত মহীপালগণ অবস্থিতি করিতেছেন, ইহাঁরাও এবিষয়ে যাহা সঙ্গত হয়, ব্যক্ত করুন[৫২]। হে পুরুষর্ষভ! আমি ধর্ম্মার্থ নিশ্চয় করিয়া আপনাকে যে কথা বলিতেছি, ইহা যদি সত্য বোধ করেন, তবে এই সকল ক্ষত্রিয়গণকে মৃত্যুপাশ হইতে বিমুক্ত করুন[৫৩]। হে ভরত-শ্রেষ্ঠ! প্রশান্ত হউন; রোষ-বশীভূত দুর্য্যোধনের অনুগামী হইবেন না। হে পরন্তপ! সেই পাণ্ডবগণকে যথোচিত পৈতৃক অংশ প্রদান-পূর্ব্বক পুত্রগণের সহিত সিদ্ধার্থ হইয়া বিবিধ ভোগ-উপভোগ করুন। আপনি অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরকে সতত সাধুজন-ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া জানিবেন[৫৪-৫৫]। হে নরাধিপ! তিনি আপনার ও আপনার পুত্রগণের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহাও আপনার বিদিত আছে। দেখুন, আপনি তাঁহারে জতুগৃহে দাহিত ও দ্যূত দ্বারা রাজ্য হইতে দূরীকৃত করিলেও তিনি পুনরায় আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন[৫৬]। তদনন্তর আপনিই পুত্রগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া তাঁহাকে যখন ইন্দ্রপ্রস্থে বিবাসিত করিয়াছিলেন, তখন

তিনি সেইস্থানে অবস্থান করত স্বকীয় বাহুবলে সমুদায় পার্থিবগণকে বশীভূত করিয়া আপনারই অভিমুখীন করিয়াছিলেন, কোনক্রমে আপনাকে অতিবর্ত্তন করেন নাই। মহারাজ! তিনি এতাদৃশ বিনম্রভাবে বর্ত্তমান থাকিলেও সুবল-নন্দন শকুনি তাঁহার রাষ্ট্র ও ধনধান্যাদি অপহরণ করিবার মানসে পাশ-ক্রীড়ারূপে পরম কাপট্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন। অমেয়াত্মা যুধিষ্ঠির তাদৃশী দুরবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও প্রাণ-প্রিয়তমা কৃষ্ণাকে সভাগতা নিরীক্ষণ করিয়াও ক্ষত্রধর্ম্ম হইতে বিচলিত হন নাই। হে ভারত! আমি আপনার এবং উভয় পক্ষের মঙ্গল কামনা করিতেছি[৫৭-৬০]; অতএব আপনি প্রজাগণকে ধর্ম্ম, অর্থ ও সুখ ভ্রষ্ট করিবেন না। হে নরেন্দ্র! যাহা আপনার অনর্থ বলিয়া প্রতীত হইতেছে, তাহাকেই অর্থ এবং যাহাকে অর্থ বলিয়া বোধ করিতেছেন, তাহাকেই অনর্থ বিবেচনা করিয়া, লোভ-মার্গে প্রসৃত পুত্রগণকে নিবর্ত্তিত করুন। হে বিশাম্পতে! অরিন্দম পাণ্ডবেরা আপনার শুশ্রূষা করিতে অথবা যুদ্ধ করিতে উভয়েতেই প্রস্তুত আছেন; তন্মধ্যে যাহা আপনার পথ্যতম হয়, আপনি তাহাতেই অবস্থান করুন[৬১-৬২]।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সভাস্থিত যাবতীয় পার্থিবগণ মনে মনে কৃষ্ণের বাক্যের বিস্তর প্রশংসা করিলেন, কিন্তু দুর্য্যোধনের সম্মুখে কেহই কোন কথার উপক্রম করিতে পারিলেন না[৬৩]।

শ্রীকৃষ্ণ-বাক্যে পঞ্চনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৫ ॥

ষন্নবতিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাত্মা বাসুদেব উক্তরূপ বাক্য বিন্যাস করিলে, সমগ্র সভাসদ্বর্গ লোমাঞ্চিত-কলেবর হইয়া নিস্তব্ধ-ভাবে

অবস্থিতি করিতে লাগিলেন[১]। সমুদয় পার্থিবগণ মধ্যে কোন পুরুষই উত্তর প্রদান করিতে উৎসাহী হইতে না পারিয়া, তাঁহারা সকলে মনে মনে এই প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন[২]। সেই সমস্ত নৃপতিগণ তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে, জামদগ্ন্য ঋষি কৌরব-সভায় এই কথা বলিলেন[৩], হে রাজন! আমি উপমার সহিত এই একটি কথার প্রস্তাব করিতেছি, ইহার যাথার্থ্য বিষয়ে কোন শঙ্কা না করিয়া শ্রবণ কর এবং যদি ইহা সাধু বিবেচনা হয়, তবে শ্রবণ করিয়া আপন কল্যাণ সমাধান কর[৪]।

আমরা শ্রবণ করিয়াছি, পূর্ব্বকালে দম্ভোদ্ভব নামে এক সার্ব্বভৌম রাজা ছিলেন। তিনি এই সসাগরা বসুন্ধরার একাধিপত্য সম্ভোগ করিয়াছিলেন[৫]। সেই মহারথ বীর্য্যবান্ ভূপতি প্রতিদিন বিভাবরী-বিগমে প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় প্রভৃতি সকলকে জিজ্ঞাসা করিতেন[৬] "এই পৃথিবী-মধ্যে কি শূদ্র কি বৈশ্য, কি ক্ষত্রিয় কি ব্রাহ্মণ, এমন কোন্ শস্ত্রধারী পুরুষ বিদ্যমান আছে, যে, সমরে আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অথবা আমার তুল্য হইতে পারে?" সেই মহীপতি মহাদর্পে মত্ত হইয়া অন্য কোন যোদ্ধার অনুসন্ধানার্থ ঐ কথা বলিতে বলিতে সমস্ত পৃথিবী বিচরণ করিতেন[৮]। একদা কতকগুলি উদার স্বভাব অকুতোভয় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সেই রাজাকে ঐ রূপ পুনঃপুন আত্মশ্লাঘা করিতে প্রতিষেধ করিলেন[৯]। কিন্তু সেই সম্পত্তি-মদ-গর্ব্বিত অভিমানী মূঢ় মহীপাল বারংবার নিষিধ্যমান হইয়াও ব্রাহ্মণগণকে প্রত্যহ উক্ত রূপ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন[১০]। তখন ঐ বেদ প্রত্যয়দর্শী তপোনিষ্ঠ মহাত্মা দ্বিজাতিগণ ক্রোধ প্রদীপ্ত হইয়া উদ্ধত স্বভাব রাজাকে কহিলেন[১১], অহে ভূপতে! যে দুই পুরুষ শ্রেষ্ঠ সমরে অনেক বীরকে পরাজয় করিয়াছেন; তুমি কদাচ তাঁহা-

দিগের সমকক্ষ হইতে পারিবে না[১২]। এই বাক্য শ্রবণ করিবা-মাত্র রাজা দম্ভোদ্ভব পুনরায় সেই ব্রাহ্মণগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কোন্ বীর-দ্বয়ের কথা উল্লেখ করিতেছেন? তাঁহারা কোন্ স্থানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, কোন্ স্থানে অবস্থান করি-তেছেন, কি কর্ম্মই বা করিয়া থাকেন[১৩]?

ব্রাহ্মণগণ কহিলেন, মহারাজ! আমরা শ্রবণ করিয়াছি, নর ও নারায়ণ তপস্যা-পরায়ণ হইয়া এই মনুষ্য-লোকে আগমন করি-য়াছেন, আপনি তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করুন[১৪]। এক্ষণে সেই উভয় মহাত্মা নর নারায়ণ গন্ধমাদন পর্ব্বতে কোন অনির্দ্দেশ্য ঘোরতর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত আছেন[১৫]।

রাজা দম্ভোদ্ভব উক্ত বার্ত্তা শ্রবণে অসহিষ্ণু হইয়া তৎক্ষণাৎ ষড়-ঙ্গিনী মহতী সেনা সংযোজন-পূর্ব্বক সেই অপরাজিত নর নারায়ণে-র উদ্দেশে গমন করিলেন[১৬]। রাজা দম্ভোদ্ভব বিষম ভয়ঙ্কর গন্ধমা-দন পর্ব্বতে গমন করিয়া সেই অরণ্যাশ্রিত তাপস-দ্বয়ের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন[১৭]; পরিশেষে পুরুষোত্তম-যুগলের উদ্দেশ প্রাপ্ত হইয়া দেখিলেন, তাঁহারা ক্ষুৎপিপাসায় অতিমাত্র কৃশ, শীত, বাত ও আতপ-দ্বারা একান্ত ক্লান্ত এবং সর্ব্বাঙ্গে শিরা-সমাকীর্ণ হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন[১৮]। এইরূপ নিরীক্ষণ করত তিনি তাঁহাদিগের সন্নিধানে আগমন-পূর্ব্বক প্রণাম-বন্দনাদি করিয়া অনাময়-বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাঁহারাও আসন জল ও ফলমূলাদি-দ্বারা সেই রাজাকে অর্চ্চনা করিয়া কি কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে বলিয়া আমন্ত্রণ করিলেন। এই কথায় রাজা ব্রাহ্মণদিগের নিকটে যেরূপ কহিতেন, তাহাই আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করত বলিলেন[১৯-২০], আমি স্বকীয় বাহুবলে সমগ্র ভূমণ্ডল জয় করিয়াছি এবং সমস্ত শত্রুগণকে নিহত করিয়াছি; এক্ষণে আপনাদিগের সহিত যুদ্ধ

করিবার অভিলাষে এই পর্ব্বত প্রদেশে সমাগত হইয়াছি[২১]; অতএব আপনারা অনুগ্রহ-পূর্ব্বক আমাকে এই চিরাভিলষিত আতিথ্যটি প্রদান করুন।

নর নারায়ণ কহিলেন, হে রাজসত্তম! এ ক্রোধ লোভ বিবর্জ্জিত আশ্রম, ইহাতে শাস্ত্রই বা কোথা, যুদ্ধই বা কোথা এবং কুটিল তাই বা কোথা অতএব তুমি অন্যত্র যুদ্ধাকাঙ্ক্ষা কর; এই জগতীতলে অনেকানেক ক্ষত্রিয়গণ বিদ্যমান আছেন[২২-২৩]।

পরশুরাম কহিলেন, হে ভারত! তাপস-দ্বয় ক্ষমা প্রার্থনা ও সান্ত্বনা করত পুনঃপুন এইরূপ কহিলেও দম্ভোদ্ভব কিছুতেই আপন নির্ব্বন্ধ পরিহার না করিয়া সমরাভিলাষে বারম্বার তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতেই লাগিলেন। অনন্তর নর ঋষি একমুষ্টি ইষীকা গ্রহণ করিয়া তাঁহারে কহিলেন, অহে যুদ্ধাভিলাষিন্ ক্ষত্রিয়! আগচ্ছ, যুদ্ধ কর; সমুদায় অস্ত্র গ্রহণ কর এবং সেনা সং যোজনা কর; অতঃপর আমি তোমার যুদ্ধ শ্রদ্ধা অপনীত করিব।

দম্ভোদ্ভব কহিলেন, হে তাপস! যদি এই অস্ত্রই আমার প্রতি প্রয়োগ করা আপনার যুক্তিযুক্ত বোধ হয়, তবে ইহা-দ্বারাই আমি আপনার সহিত যুদ্ধ করিব, যেহেতু আমি যুদ্ধার্থী হইয়াই আগমন করিয়াছি।

পরশুরাম কহিলেন, দম্ভোদ্ভব এই কথা বলিয়া সেই তাপসকে সংহার করিবার নিমিত্ত সসৈন্যে তাঁহার চতুর্দ্দিকে শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্যবেধী অপরাজিত ঋষিবর ইষীকাস্ত্রসহকারে তাঁহার সেই পরতনু-ছেদনকারী দম্ভোদ্ভবনিক্ষিপ্ত অতিভীষণ অস্ত্র সকল ছিন্ন ভিন্ন করত ব্যর্থ করিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহার প্রতি এরূপ ঘোরতর অপ্রতিসন্ধেয় ঐষীকাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন যে, তাহা অতীব অদ্ভুতের ন্যায় প্রতীত হইল। তিনি মা-

য়াবলে শুষ্ক ইষীকা-দ্বারা তদীয় সৈন্যগণের চক্ষু-কর্ণ-নাষিকাদি ছেদন করিতে লাগিলেন। সর্ব্বত্র ইষিকাপুঞ্জে সমাচিত হওয়ায় গগণমণ্ডল শ্বেতকান্তি ধারণ করিয়াছে অবলোকন করিয়া রাজা দম্ভোদ্ভব তাঁহার চরণযুগলে নিপতিত হইলেন এবং কল্যাণ কামনা করত 'আমার মঙ্গল হউক' বারম্বার এই কথা বলিতে লাগিলেন। তখন শরণার্থিগণের শরণ্য মহানুভাব নর ঋষি তাঁহাকে এইরূপ কহিলেন[২৪-৩৩], হে রাজন্! তুমি অদ্যাবধি ধর্ম্মাত্মা ও ব্রহ্মপরায়ণ হও, পুনর্ব্বার কখন এ প্রকার অসদভিসন্ধি করিও না। হে নৃপশার্দ্দূল! পরপুর বিজয়ী ক্ষত্রিয় পুরুষ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের অনুস্মরণ করত মনে মনেও কখন এতাদৃশ দুরভিলাষী হয়েন না। অতএব হে রাজন্! কোন লোক তোমার অপেক্ষা নিকৃষ্টই হউক অথবা উৎকৃষ্টই হউক, তুমি দর্পাবিষ্ট হইয়া কদাচ তাহার অবমাননা করিও না; কোন ব্যক্তির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন না করাই তোমার উপযুক্ত। হে পার্থিব! তুমি কৃতবুদ্ধি, লোভহীন, নিরহঙ্কার, জিতেন্দ্রিয়, দান্ত, ক্ষমাবান্, মৃদু ও সুধীর হইয়া প্রজাগণকে প্রতিপালন কর; পরাবল অবগত না হইয়া আর কখন কাহারো অপমান করিও না[৩৪-৩৭]। এক্ষণে অনুজ্ঞা করিতেছি, পরম সুখে গমন কর, কিন্তু পুনরায় কখন এরূপ অসদাচরণ করিও না। আমাদিগের বাক্যানুসারে তুমি ব্রাহ্মণগণ সমীপে সর্ব্বদা আত্ম-কুশল জিজ্ঞাসা করিও[৩৮]।

অনন্তর রাজা দম্ভোদ্ভব সেই মহাত্মা নর ও নারায়ণের চরণ যুগলে অভিবাদন-পূর্ব্বক স্বপুরে প্রত্যাগমন করিলেন এবং তদবধি অতিশয় ধর্ম্মাচরণ করিতে লাগিলেন[৩৯]। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ, পূর্ব্ব কালে নর ঋষি এই যে কর্ম্ম করিয়াছিলেন, ইহা নিতান্তই সুমহৎ বলিতে হইবে। নারায়ণ আবার তাঁহা অপেক্ষাও

বহু গুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন[৪০]। অতএব হে রাজন্! যে পর্য্যন্ত শরা-সন শ্রেষ্ঠ গাণ্ডীবে কাকুদীক, (যে অস্ত্র দ্বারা অভিভূত হইয়া রথ-গজাদির ককুদের উপর শয়ন করে; অর্থাৎ প্রস্বাপন অস্ত্র) শুক, (শুক নলিকান্যায়ে ভয়ের কারণ না থাকিলেও ভয়দর্শী হইয়া অশ্ব রথাদি পাদে গাঢ়তর আশ্লিষ্ট হয়; অর্থাৎ মোহন অস্ত্র) নাক, (যদ্দ্বারা স্বর্গ নগর অবলোকন করে; অর্থাৎ উন্মাদন অস্ত্র) অক্ষিসন্তর্জ্জন, (লোচন মাত্র দ্বারা অনুবিদ্ধ হইয়া ত্রাসে মূত্র পুরীষ পরিত্যাগ করে; অর্থাৎ ত্রাসন অস্ত্র) সন্তান, (অবিচ্ছেদে বৃষ্টির প্রযোজক; অর্থাৎ ঐন্দ্রাদি দিব্য অস্ত্র) নর্ত্তক, (নর্ত্তক-কারক; অর্থাৎ পৈশাচ অস্ত্র) ঘোর, (মহামারীর সৃষ্টিকারী; অর্থাৎ রাক্ষস অস্ত্র) ও আস্যমোদক (যদ্দ্বারা অভিহত হইয়া মুখে পাষাণ রাখিয়া মরণার্থে উদ্যত হয়; অর্থাৎ যাম্য অস্ত্র) এই অষ্ট প্রকার অস্ত্র যে পর্য্যন্ত যোজিত না হইতেছে, সে পর্য্যন্ত অভিমান পরিহার করিয়া তুমি ধনঞ্জয়ের অনুগত হও[৪১.৪২]। ঐ স-কল অস্ত্র-দ্বারা বিদ্ধ হইয়া সকল মনুষ্যই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয় এস্থলে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মান, মাৎসর্য্য ও অহঙ্কার পূর্ব্বোক্ত অস্ত্র বলিয়া উদাহৃত হইয়াছে। মনুষ্যগণ ঐ সকল অস্ত্রে আহত হইলে উন্মত্ত, বিচেতন ও বিহ্বল-চিত্ত হইয়া কার্য্য করে;—অন-বরত শয়ন, উল্লম্ফন, বমন, মূত্র-ত্যাগ, রোদন ও হাস্য করিতে থাকে[৪৩-৪৫]। হে ভারত! সর্ব্বলোক-নির্ম্মাতা, সকলকর্ম্মাভিজ্ঞ, জগদ্গুরু নারায়ণ যাঁহার বন্ধু, সেই অর্জ্জুনের প্রতাপানল যে রণাঙ্গনে নিতান্তই দুঃসহ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি[৪৬]? সংগ্রামে যাঁহার সদৃশ আর কেহই নাই, সেই কপিধ্বজ বীরবর জিষ্ণুকে জয় করিবার নিমিত্ত এই ত্রিলোক মধ্যে কোন্ ব্যক্তি সাহসী হইতে পারে[৪৭]? ফলত অর্জ্জুনেতে যে কত প্রকার গুণ

আছে, তাহার সংখ্যা করা দুঃসাধ্য। জনার্দন আবার তাঁহা অপেক্ষাও বহু অংশে শ্রেষ্ঠ। তুমি ধনঞ্জয়কে কেবল কুন্তীর পুত্র বলিয়াই অবগত আছ[৪৮], কিন্তু মহারাজ! প্রকৃষ্ট বীর্য্য-সম্পন্ন সেই যে পুরুষোত্তম নরনারায়ণ, তাঁহারাই এই অর্জ্জুনকেশব রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহা বিশেষ রূপে হৃদয়ঙ্গম কর[৪৯]। হে ভারত! যদি ইহা নিশ্চয় বলিয়া তোমার প্রতীত হয় এবং আমার বাক্যে কোন শঙ্কা না থাকে, তবে বিশুদ্ধমতি অবলম্বন করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি কর[৫০]; অথবা যদি আপনার সুহৃৎ ভেদ না হওয়া শ্রেয় জ্ঞান হয়, তাহা হইলেও তোমার শান্তি স্থাপন করা কর্ত্তব্য; যুদ্ধে মন করা কদাচ বিধেয় নহে[৫১]। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! তোমাদিগের এই কুল বসুধা-মধ্যে বহুমত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; অতএব উহা সেই রূপই থাকুক; আপনার কল্যাণ হউক; এক্ষণে যাহা যথার্থ স্বার্থ তাহাতেই চিত্ত-নিবেশ কর[৫২]।

দম্ভোদ্ভবউপাখ্যানে ষন্নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯৬ ॥

সপ্তনবতিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, জামদগ্ন্য-বাক্য-শ্রবণানন্তর ভগবান্ কণ্ব ঋষিও কুরুসভা মধ্যে দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিতে লাগিলেন[১]।

কণ্ব কহিলেন, লোক-পিতামহ ব্রহ্মা যেমন অক্ষয় ও অব্যয়, সেই ভগবান্ নরনারায়ণ ঋষিরাও তদ্রূপ[২]। অখিল দেবগণ-মধ্যে বিষ্ণুই একমাত্র সনাতন, অজেয়, অব্যয়, নিত্য-স্বরূপ ও সর্ব্বেশ্বর; তদ্ভিন্ন চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, গ্রহ ও তারক-পুঞ্জ, সকলই প্রলয় কালে বিনষ্ট হইয়া

থাকে[৩-৪];—জগৎ ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে সকল বস্তুই এই লোক ত্রয় পরিত্যাগ করিয়া ধ্বংস দশা প্রাপ্ত হয় এবং পুনঃপুন সৃষ্ট হইতে থাকে[৫]। মনুষ্য, মৃগ, পক্ষী ও তির্য্যগ্‌ যোনি-জাত অন্যান্য জীবেরা ত মুহূর্ত্ত কাল মধ্যেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়[৬]। দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী ভূপালগণ রাজলক্ষ্মী সম্ভোগ করিয়া আয়ুঃক্ষয়ে আপন আপন সুকৃত দুষ্কৃত ভোগের নিমিত্ত পুনরায় নূতন হইয়া থাকেন[৭]। অতএব এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া তুমি ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের সহিত সন্ধিবন্ধন কর। কুরু পাণ্ডবগণ মিলিত হইয়া পৃথিবী প্রতিপালন করুন[৮]। হে পুরুষর্ষভ সুযোধন! 'আমি বলবান্' এরূপ অভিমান করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে; যেহেতু বলবান্ অপেক্ষাও অনেকানেক বলশালী পুরুষ দৃষ্ট হইয়া থাকেন[৯]। হে কুরু-নন্দন! দেব-তুল্য পরাক্রান্ত পাণ্ডবগণ সকলেই অলৌকিক বলসম্পন্ন; প্রকৃত বলশালীদিগের নিকটে সৈন্যবল বল বলিয়াই পরিগণিত হইতে পারে না[১০]। পণ্ডিতেরা পশ্চাদুক্ত কন্যা-প্রদানাভিলাষী মাতলির বরান্বেষণ-রূপ এই পুরাতন ইতিহাসটি ইহার উদাহরণ-স্বরূপ বর্ণন করেন[১১]।

ত্রিলোকনাথ পুরন্দরের অভিমত মাতলি নামক যে প্রিয়তম সারথি, তাঁহার গুণকেশী-নাম্নী ত্রিভুবন-বিখ্যাতা এক দেবরূপিণী কন্যা ছিল। ঐকন্যা স্বীয় রূপলাবণ্য অন্যান্য সমুদায় কামিনীগণকে অতিক্রম করিয়াছিল[১২-১৩]। তাহার সম্প্রদান সময় উপস্থিত অবগত হইয়া মাতলি ভার্য্যার সহিত সাতিশয় বিমর্ষযুক্ত হইলেন এবং উদ্ভ্রান্তচিত্ত হইয়া এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন[১৪]। অহো! উদার-চরিত মানোন্নত, যশস্বী, বিনম্র-স্বভাব মানবগণের কুলে কন্যা জন্ম হওয়া কি দুঃখের বিষয়[১৫]! সজ্জনগণের পক্ষে কন্যারা মাতৃকুল, পিতৃকুল, ও যে কুলে প্রদান করা যায়, এই তিন

কুলই সংশয়ান্বিত করে[১৬]। আমি মানস-নেত্রসহকারে দেবলোক ও মানুষলোক, উভয় লোকেই পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে অন্বেষণ করিলাম, তথাপি কুত্রাপি আমার যোগ্য পাত্র মনোনীত হইল না[১৭]।

কণ্ব কহিলেন, না সুর, না অসুর, না গন্ধর্ব্ব, না মানুষ, না অশেষ ঋষিপুঞ্জ, কেহই আর মাতলির কন্যার সদৃশ পাত্র রূপে স্পৃহনীয় হইলেন না[১৮]। যখন তিনি স্বীয় ভার্য্যা সুধর্ম্মার সহিত রজনী যোগে মন্ত্রণা করিয়া নাগলোক গমনে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন[১৯] এবং পর দিন প্রাতঃকালে "যদিচ দেব মনুষ্য মধ্যে গুণকেশীর রূপগুণ-সদৃশ কোন উপযুক্ত পাত্র প্রাপ্ত হওয়া গেল না, তথাপি নাগলোকে অবশ্যই কেহ না কেহ থাকিবে[২০]" সুধর্ম্মাকে এইরূপ সম্ভাষণানন্তর প্রদক্ষিণ করিয়া এবং কন্যার মস্তক আঘ্রাণ পূর্ব্বক মহীতলে প্রবেশ করিলেন[২১]।

মাতলিবরান্বেষণে সপ্তনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৭ ॥

অষ্টনবতিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

কণ্ব কহিলেন, মাতলি পথি মধ্যে গমন করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে মহর্ষি নারদের সহিত মিলিত হইলেন। নারদ বরুণের সহিত সাক্ষাৎ কার নিমিত্ত গমন করিতেছিলেন, ঘটনা-ক্রমে মাতলিকে অবলোকন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দেবরাজসারথে! কোথায় গমন করিতে উদ্যত হইয়াছ? স্বকীয় কার্য্যসাধনের উদ্দেশে কি সহস্রাক্ষের শাসনে[১।২]?

নারদ-কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া মাতলি বরুণালয়ে আপন কার্য্য-সংক্রান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত যথাবৎ বর্ণন করিলেন[৩]। অনন্তর দেবর্ষি কহিলেন, আমিও বরুণ সন্দর্শন নিমিত্ত সুর লোক হইতে

আগমন করিতেছি ; অতএব চল, উভয়ে মিলিত হইয়া গমন করি[৪]। হে মাতলে ! বসুধাতল প্রদর্শন-পূর্ব্বক আমি তোমাকে সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিব এবং বিশেষ রূপে পর্য্যালোচন করিয়া সেই স্থান হইতে কোন উপযুক্ত বর মনোনীত করিয়া গ্রহণ করিব[৫] !

অনন্তর মহাত্মা মাতলি ও নারদ উভয়েই পাতাল পুরে উত্তীর্ণ হইয়া জলাধিপতি লোকপাল বরুণকে সন্দর্শন করিলেন[৬]। তথায় নারদ দেবর্ষি-সদৃশী এবং মাতলি মহেন্দ্র-সদৃশী পূজা প্রাপ্ত হইলেন[৭]। এইরূপ সমাদর লাভে উভয়েই প্রীতি-প্রফুল্ল-চিত্ত হইয়া নিজ নিজ কার্য্য বিজ্ঞাপনানন্তর বরুণের অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক নাগলোকে বিচরণ করিতে লাগিলেন[৮]। নারদ রসাতল-নিবাসী যাবতীয় জীবগণের বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন, এক্ষণে মাতলির নিকট তৎসমুদায় বিশেষ করিয়া বর্ণন করিতে লাগিলেন[৯]।

নারদ কহিলেন, হে সূত ! তুমি পুত্রপৌত্রাদি-পরিবৃত জলাধিপ বরুণদেবকে সন্দর্শন করিলে, সম্প্রতি তাঁহার এই সর্ব্বতোভাবে শুভাবহ প্রভূত-সম্পত্তি-সমন্বিত অধিকার অবলোকন কর[১০]। জলাধিপতি পুষ্কর নামে যে কমলাক্ষ, অতীব রূপ-সম্পন্ন, দর্শনীয় পুত্রটিকে অবলোকন করিয়াছি, তিনি সুশীলতা সদ্বৃত্ত ও শৌচাচার দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা বিশিষ্ট, মহাপ্রাজ্ঞ এবং সোমে রপ্রথমা কন্যা তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন[১১,১২]। অদিতির জ্যেষ্ঠ পুত্র সূর্য্যও রূপলাবণ্যে লক্ষ্মী স্বরূপা সোমের দ্বিতীয়া কন্যা জ্যোৎস্নাকালী-কর্ত্তৃক পতিরূপে বৃত হইয়াছিলেন বলিয়া স্মৃত হইয়া থাকেন[১৩]। হে সুরেশ-মিত্র ! যাহা প্রাপ্ত হইয়া সুরগণ সুরত্ব লাভ করিয়াছেন ;—যাহা সর্ব্বাবয়বে কাঞ্চন-বিনির্ম্মিত ; সেই বারুণীসুরাভবন এই অবলোকন কর[১৪]।

হে মাতলে। এই দেখ, রাজ্য-বিচ্যুত দৈত্যগণের প্রদীপ্ত-সমুদায় অস্ত্র দৃষ্ট হইতেছে[১৫]। কথিত আছে, কোন কালেই এ সমস্ত অস্ত্রের ক্ষয় হয় না; পুনঃপুনঃ প্রক্ষিপ্ত হইলেও ইহারা স্ব স্ব অধিকারীর হস্তে প্রত্যাবর্ত্তিত হয়। ইহাদিগকে প্রয়োগ করিতেও মহান্ অনুভাব অর্থাৎ প্রচুর মানসিক বল অপেক্ষা করে। এই সমস্ত অস্ত্র এক্ষণে দেবগণের জয়-লব্ধ হইয়াছে[১৬]। এই স্থানে দিব্যাস্ত্র সম্পন্ন রাক্ষস ও দৈত্যগণ দেবগণ কর্ত্তৃক বিনির্জ্জিত হইয়াছে[১৭]। এই বারুণ-হ্রদে ঐ মহতী শিখা-সম্পন্ন অনল জাগরূক রহিয়াছে, এবং ধূমশূন্য-বহ্নিপরিবৃত অর্থাৎ প্রখর-জ্বালা-সমন্বিত বৈষ্ণব চক্র রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন[১৮]। লোক সংহার কারী গণ্ডার পৃষ্ঠ বংশ সম্ভূত নিরন্তর দেবগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত বিপুল শরাশন রহিয়াছে; উহার নাম গাণ্ডীব[১৯]। লক্ষ চাপের তুল্য-বল ও সতত নিশ্চল থাকিলেও কার্য্যকালে ইহা যে কত দূর বল ও তেজোরাশি ধারণ করে, তাহা বর্ণন করা দুঃসাধ্য[২০]। এই ধনুঃ রাক্ষস-সদৃশ রাজগণ-মধ্যে অশাস্য ব্যক্তিদিগকেও শাসন করিয়া থাকে। ব্রহ্মবাদী ব্রহ্মা প্রথমেই এই প্রচণ্ড কোদণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছিলেন[২১]। শুক্রাচার্য্য কহিয়াছেন, নরেন্দ্রগণের পক্ষে এই শস্ত্রটি পরমায়ুধ। সলিলরাজ বরুণের পুত্রগণ এই মহোদয় ধনুকখানি ধারণ করিয়া থাকেন[২২]।

আরও দেখ, সলিল রাজ বরুণের ছত্র গৃহে এই যে ছত্র রহিয়াছে, ইহা জলধরের ন্যায় সর্ব্বত্র শীতল সলিল বর্ষণ করে[২৩]। ছত্র-বিনির্গত সলিল জল চন্দ্রতুল্য নির্ম্মল হইলেও ঘোরতর তিমির-সহকারে এরূপ আবৃত থাকে যে, কাহারও দৃষ্টিগোচর হইতে পারে না[২৪]। হে মাতলে! এস্থানে এইরূপ বহুবিধ অদ্ভুত পদার্থজাত দ্রষ্টব্য রহিয়াছে; কিন্তু সমুদায় দেখিতে হইলে তোমার

কার্য্যের হানি হয়; অতএব আর বিলম্ব না করিয়া চল আমরা শীঘ্র শীঘ্র গমন করি[২৫]।

মাতলির বরান্বেষণে অষ্টনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৮ ॥

নবনবতিতম অধ্যায় প্রারম্ভ।

নারদ কহিলেন, নাগলোকের মধ্যস্থানে অবস্থিত, দেবদানবসেবিত এই যে পুরটি দৃষ্ট হইতেছে, ইহা পাতাল বলিয়া বিখ্যাত[১]। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক যে কোন জীবপুঞ্জ জলবেগ-সহকারে এই পাতাল-পুরে আনীত হয়, ইহাতে প্রবেশ করিবার সময়ে তাহারা ভয়-পীড়িত হইয়া ঘোরতর নিনাদ করিতে থাকে[২]। বারিভোজী বাড়বানল এস্থানে নিয়তই প্রদীপ্ত রহিয়াছে। উহা দেবগণ-কর্তৃক আপনাকে নিবদ্ধ জানিয়াছে, সুতরাং মর্য্যাদার অতিবর্ত্তী না হইয়া যত্ন-সহকারে স্থিরভাবে আছে[৩]। দেবগণ শত্রু-বিনাশানন্তর অমৃত পান করিয়া এই স্থানে সঞ্চিত করিয়া রাখেন, এই নিমিত্তই এস্থানে অমৃতাংশু শশধরের হ্রাস বৃদ্ধি দৃষ্ট হয় না[৪]। এই স্থানে অদিতি-নন্দন হয়গ্রীবরূপী বিষ্ণু বেদাধ্যায়ীদিগের বেদধ্বনির পরিবর্দ্ধনার্থে বেদ-বাক্য-দ্বারা সুবর্ণ-নামক জগৎকে পরিপূর্ণ করত প্রতি পর্ব্বকালে সমুত্থিত হন[৫]। যেহেতু চন্দ্র-প্রভৃতি জলমূর্ত্তি সকল চন্দ্রকান্ত মণির ন্যায় দ্রবীভূত হইয়া এই স্থানে পতিত হয়, সেই নিমিত্তে এই উত্তম পুর 'পতজ্জল' নামের সংক্ষেপে পাতাল বলিয়াই বিখ্যাত হয়[৬]। জগতের হিতকারী গজরাজ ঐরাবত এইস্থান হইতেই সেই সুশীতল সলিল গ্রহণ করিয়া জলধর-মধ্যে সঞ্চালিত করে, যাহা সুরপতি মহেন্দ্র মহীমণ্ডলে বর্ষণ করিয়া থাকেন[৭]। এই স্থানে নানাবিধ আকারবিশিষ্ট বহুপ্রকার জলচারী তিমি-সমস্ত চন্দ্রকিরণ পান করিয়া

জল-মধ্যে বাস করে[৮]। হে সূত! এই পাতালতলাশ্রিত এরূপ অনেক জীব আছে যাহারা দিবসে অরুণ কিরণে গতাসু হইয়া নিশাকালে পুনরায় জীবিত হয়[৯]। তাহার কারণ এই, এস্থানে নিশাকর প্রতি রজনীতে সমুদিত হইয়া করনিকর-রূপ হস্ত-সমূহ-সহকারে অমৃত স্পর্শ করাইয়া দেহি-সকলকে উজ্জীবিত করেন[১০]। বাসব-কর্ত্তৃক হৃত-সর্ব্বস্ব কাল-পীড়িত স্বধর্ম্ম-নিরত সুপ্রসিদ্ধ অ-সুরগণ এই পুরে নিবদ্ধ হইয়া বাস করিতেছে[১১]। সর্ব্বভূত-মহে-শ্বর ভগবান্ ভবানীপতি সর্ব্ব লোকের কল্যাণ কামনায় এই স্থানে অনুত্তম তপশ্চরণ করিয়াছিলেন[১২]। নিয়ত বেদাধ্যয়ন-কর্ষিত গো-ব্রতধারী সুরপুর বিজয়কারী মহর্ষি ব্রাহ্মণগণ প্রাণবায়ু সংযমন-পূর্ব্বক এই স্থানে বসতি করিতেছেন[১৩]। যথা তথা শয়ন করা, যে কোন ভোজন-দ্বারা পরিতৃপ্ত হওয়া এবং যে কোন বসনে আবৃত থাকা, ইহাকেই গোব্রত বলা যায়[১৪]। এই, পুরে সুপ্রতীক-নামক নাগের বংশে নাগরাজ ঐরাবণ, বামন, কুমুদ, অঞ্জন-প্রভৃতি প্রধান প্রধান বারণ-সমুদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে[১৫]। অত-এব হে মাতলে! অনুসন্ধান করিয়া দেখ, এস্থলে যদি কোন গুণশ্রেষ্ঠ বর তোমার স্পৃহণীয় হয়, তবে তাঁহার সমীপে গমন করিয়া যত্ন-সহকারে প্রার্থনা করা যায়[১৬]। বারিরাশি-মধ্যে শো-ভা-প্রদীপ্ত এই যে অণ্ডটি বিন্যস্ত রহিয়াছে, প্রজাপুঞ্জের সৃষ্টি অবধি ইহা প্রস্ফুটিত বা চলিত হয় নাই[১৭]। আমি কখন কোন ব্যক্তিকে ইহার জন্ম বা স্বভাব বর্ণন করিতে শ্রবণ করি নাই। ইহার পিতা মাতা কে, কেহই অবগত নহেন[১৮]। হে মাতলে! এইরূপ প্রসিদ্ধ আছে যে, জগতের চরম কালে ইহা হইতেই মহাগ্নি সমুত্থিত হইয়া সচরাচর ত্রৈলোক্যকে ভস্মীভূত করি-বে[১৯]।

নারদের এই সকল বাক্য শ্রবণে মাতলি উত্তর করিলেন, না, এস্থলে আমার কোন পাত্র মনোনীত হয় না; অতএব অচিরে অন্যত্র গমন করুন[২০]।

মাতলির বরান্বেষণে নব নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৯৯ ॥

শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

নারদ কহিলেন, বহুলমায়াচারী দৈত্য-দানবগণের পাতালতল-সমাশ্রিত এই উৎকৃষ্ট মহানগর হিরণ্যপুর নামে বিখ্যাত। ইহা ময়দানবের মনঃ-কল্পিত এবং বিশ্বকর্ম্মার বহুতর প্রযত্নে বিনির্ম্মিত[১-২]। মায়াসহস্র-প্রচারকারী মহাতেজস্বী শূরবীর দানব সকল পূর্ব্বে বরপ্রাপ্ত হইয়া ঐ স্থানে অধিবসতি করিয়াছে[৩]। উহাদিগকে না শক্র, না যম, না বরুণ, না ধনদ, না অন্য কোন ব্যক্তি, কেহই বশীভূত করিতে পারেন না[৪]। হে মাতলে। বিষ্ণুপাদ সম্ভূত কালকঞ্জনামক অসুর পুঞ্জ এবং ব্রহ্মচরণ-সম্ভূত নৈঋ্ঋত ও যাতুধান নামক রাক্ষসেরাও এই পুরে বাস করিতেছে। তাহারা সকলেই বিশাল-দন্তযুক্ত, ভয়ানক-বেগশালী, বাতবেগ-পরাক্রম এবং মায়াবল-সম্পন্ন[৫-৬]। এতদ্ভিন্ন এখানে নিবাতকবচ নামে আরও কত গুলি যুদ্ধদুর্ম্মদ দানবের বসতি আছে। ইন্দ্রও যে তাহাদিগের বিক্রম রোধ করিতে শক্ত হন না, তাহা তোমার অবিদিত নাই[৭]। মনে করিয়া দেখ, তুমি, তোমার পুত্র গোমুখ এবং পুত্রসহ শচীপতি দেবরাজ, তোমরা সকলেই অনেকবার তাহাদিগের সংগ্রাম হইতে পলায়ন করিয়াছিলে[৮]।

হে মাতলে! দৈত্যগণের এই রজতময়, কাঞ্চনময়, পদ্মরাগ-বিধি-বিহিত বহুতর শিল্পকর্ম্ম দ্বারা যথাযোগ্য রূপে সমন্বিত

মনোহর গৃহ-সমস্ত অবলোকন কর। এ সমুদায়ই বৈদূর্য্য ও অন্যান্য মণি-নিকর-দ্বারা বিচিত্রিত, প্রবালরাজি-রুচির, হীরক-সার-সমুজ্জ্বল, আকন্দপুষ্প ও স্ফটিকের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, অবিরল এবং অতিশয় উন্নত। সকলই যেন সরাগ-মৃত্তিকাময়, শিলাময়, কাষ্ঠময়, সূর্য্য-প্রভা-সদৃশ বা প্রদীপ্ত-হুতাশন-তুল্য রূপে প্রকাশ পাইতেছে[৯-১২]। মহা প্রমাণ ও বহুল-শিল্পগুণ যুক্ত এই সমস্ত প্রাসাদের রূপত বা দ্রব্যত নির্দ্দেশ করা দুঃসাধ্য; গুণেতেই ইহা-দের সমুদায় সিদ্ধ হইয়াছে[১৩]।

অপিচ দৈত্যগণের এই ক্রীড়াস্থান, মহামূল্য রত্ন শোভিত ভবন, মহামূল্য আসন, সুরুচির শয্যা সকল, জলদ-তুল্য শৈল, জলপ্রস্রবণ এবং অভিলাষানুরূপ পুষ্পফল-প্রদ কামচারী পাদপ-সমস্ত সন্দর্শন কর[১৪-১৫]। হে মাতলে। যদি এ স্থানে তোমার মনোনীত কোন পাত্র থাকে, দেখ, নতুবা তোমার মতানুসারে উভয়ে অন্য কোন দিকে গমন করি[১৬]।

মাতলি উক্তরূপ সম্ভাষণকারী নারদকে কহিলেন, দেবর্ষে! দেবগণের অপ্রিয় কর্ম্ম করা আমার কোন প্রকারে কর্ত্তব্য নহে[১৭]। দেব ও দানব, উভয় ভ্রাতৃ-বর্গই চিরকাল বৈরাসক্ত রহিয়াছেন; অতএব শত্রুপক্ষের সহিত আমি কি রূপে সম্বন্ধ-বন্ধনে সমুৎসুক হইব[১৮]? সম্বন্ধ-চেষ্টা দূরে থাকুক, দানবগণের সহিত আমার সাক্ষাৎ করাও অনুচিত; অতএব চলুন, শীঘ্র শীঘ্র অন্যত্র গমন করি; আপনার আত্মা ও হিংসা-পরায়ণ অসুরগণের ব্যবহার আমি বিলক্ষণ অবগত আছি[১৯]।

মাতলি বরান্বেষণে শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০০ ॥

একাধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

নারদ কহিলেন, এই লোক, গরুড়-বংশীয় পন্নগ-ভোজী পক্ষি-গণের অধিকৃত। বিক্রম প্রকাশে, দ্রুত গমনে বা ভার বহনে ঐ সমস্ত, বিহঙ্গগণের কিছুমাত্র পরিশ্রম নাই[১]। হে সূত! বিনতা-নন্দন গরুড়ের সুমুখ, সুনাম, সুনেত্র, সুবর্চ্চা, সুরুক্ ও সুবল, এই ছয় পুত্র হইতে উক্ত কুল বিস্তৃত হইয়াছে। কশ্যপবংশোদ্ভব, বিনতা-কুল-মঙ্গল-বিবর্দ্ধন প্রধান প্রধান বিহঙ্গমগণ সন্তান-পরম্পরা সহকারে আভিজাত্য-সম্পন্ন শত সহস্র কুল প্রবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন[২.৪]। সেই সমস্ত কুলোৎপন্ন বিহঙ্গগণ সকলেই শ্রীযুক্ত, শ্রীবৎসলক্ষণ, প্রচুর সম্পত্তির অধিপতি ও অপ্রতিম-বলশালী[৫]। নির্দ্দয় ক্ষত্রিয়গণ কর্ম্ম দোষে ভুজঙ্গ-ভোজী হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহারা জ্ঞাতি ক্ষয় করিয়াছিলেন বলিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারেন নাই[৬]। হে মাতলে! আমি প্রাধান্য অনুসারে ইহাদিগের নামোল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ কর। বিষ্ণুর পরিগৃহিত হওয়ায় এই কুল অতীব শ্লাঘ্য হইয়াছে[৭]। বিষ্ণুই ইহাদিগের উপাস্য দেবতা, বিষ্ণুই ইহাদিগের পরম আশ্রয়; বিষ্ণু ইহাদিগের হৃদয় বাসী; বিষ্ণুই ইহাদের নিত্য গতি-স্বরূপ হইয়াছেন[৮]।

সুবর্ণচূড়, নাগাশী, দারুণ, চণ্ডতুণ্ডক, অনিল, অনল, বিশালাক্ষ, কুণ্ডলী[৯], পঙ্কজিৎ, বজ্রনিষ্কম্ভ, বৈনতেয়, বামন, বাতবেগ, দিশাচক্ষু, নিমিষ, অনিমিষ[১০], ত্রিরাব, সপ্তরাব, বাল্মিকী, দীপক, দৈত্যদ্বীপ, সরিদ্বীপ, সারস, পদ্মকেতন[১১], সুমুখ, চিত্রকেতু, চিত্রবর্হ, অনঘ, মেঘহৃত, কুমুদ, দক্ষ, সর্পান্ত, সোমভোজন[১২], গুরুভার, কপোত, সূর্য্যনেত্র, চিরান্তক, বিষ্ণুধর্ম্মা, কুমার, পরিবর্হ, হরি[১৩], সুস্বর, মধুপর্ক, হেমবর্ণ, মলয়, মাতরিশ্বা, নিশাকর ও

দিবাকর[১৪]। গরুড়বংশীয় অসংখ্য বিহঙ্গগণ-মধ্যে আমি কেবল একদেশমাত্র ধারণ করিয়া তোমাকে এই কয়েকটি নাম বলিলাম। যাঁহারা যশ, কীর্ত্তি ও তেজঃপুঞ্জ প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন, এস্থলে তাঁহাদিগেরই নাম কীর্ত্তিত হইল[১৫]. হে মাতলে! যদি এস্থানে তোমার রুচি না হয়, তবে চল অন্যত্র গমন করি; যে স্থানে তুমি মনোনীত পাত্র প্রাপ্ত হইবে. সেই স্থানেই তোমাকে লইয়া গমন করিব[১৬]।

মাতলি বরান্বেষণে একাধিক শততম অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ১০১ ॥

দ্ব্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

নারদ কহিলেন, সম্প্রতি আমরা যে পুরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, ইহার নাম রসাতল। ইহা পৃথিবীর সপ্তমতলে অবস্থিত। এই স্থানে অমৃত সম্ভবা গো-মাতা সুরভি বিরাজমানা রহিয়াছেন[১] এবং প্রতিনিয়ত পৃথিবীর সারাংশ-সম্ভূত, ষড় রসের সারভূত, অনুত্তম, অদ্বিতীয় রসের আকর-স্বরূপ ক্ষীর ক্ষরণ করিতেছেন[২]। এই অনিন্দিতা ধেনু-জননী পূর্ব্বে অমৃতপান-পরিতৃপ্ত, সার বস্তুর উদ্গারণকারী, লোকগুরু ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্না হইয়াছিলেন[৩]। ইঁহার মহীতল-নিপতিত একমাত্র ক্ষীরধারা হইতে মহাহ্রদ-স্বরূপ পরম পবিত্র ক্ষীর-নিধির সৃষ্টি হইয়াছে[৪]। এই ক্ষীরসাগরের তীরভাগ সর্ব্বদা ফেনপুঞ্জে পরিবেষ্টিত থাকায় যেন পুষ্পিতের ন্যায় প্রতীত হয়। সেই সমস্ত ফেনরাশী পান করত ফেনপ-নামক মুনিবরেরা এই স্থানে অবস্থিতি করেন[৫]। শুদ্ধ ফেন পান করাতেই তাঁহারা ফেনপ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।

হে মাতলে! তাঁহারা এতাদৃশ কঠোর তপস্যা-নিরত, যে দেবগণও তাঁহাদিগের নিকটে ভীত হইয়া থাকেন[৭]।

হে মাতলে! সুরভির গর্ব্ভ-সম্ভূতা অপর চারিটি ধেনু পূর্ব্বাদি চারিদিকে অবস্থান করিতেছেন। দিক-সকল ধারণ করায় তাঁহারা দিকৃপালী বলিয়া প্রসিদ্ধ[৭]। যিনি পূর্ব্ব দিক্ রক্ষা করিতেছেন, তাঁহার নাম সুরূপা; যিনি দক্ষিণ দিক্ ধারণ করিতেছেন, তাঁহার নাম হংসিকা; যে মহানুভাবা বিশ্বরূপা ধেনু বরুণদেবের রক্ষিত পশ্চিম দিকের ধারণকর্ত্রী, তাঁহার নাম সুভদ্রা; আর যিনি কুবের-সম্বন্ধিনী ধর্ম্ম-জনিকা উত্তর দিক্ ধারণ করিতেছেন, তাঁহার নাম সর্ব্বকামদুঘা[৮-১০]। সুরাসুরগণ মন্দর গিরিকে মন্থনদণ্ড করিয়া ইঁহাদিগেরই দুগ্ধমিশ্রিত সাগর জল মন্থন-পূর্ব্বক বারুণী সুরা, লক্ষ্মী, অমৃত, উচ্চৈঃশ্রবা-নামক অশ্বরাজ এবং রত্নশ্রেষ্ঠ কৌস্তুভ মণি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন[১১.১২]।

হে মাতলে! সুরভীর অনন্ত গুণের কথা আর কি বলিব! তিনি যে অনির্ব্বচনীয় অনুপম দুগ্ধ প্রদান করেন, তাহা সুধাভোজী নাগগণের পক্ষে সুধারূপে, স্বধা-ভোজী পিতৃলোকের পক্ষে স্বধাভোজী এবং অমৃতপায়ী অমরগণের পক্ষে অমৃত রূপে পরিণত হয়[১৩]। "রসাতলতলে বাস করিলে যাদৃশ সুখোদয় হয়, তাদৃশ বিশুদ্ধ সুখ, না নাগলোকে, না স্বর্গে, না বিমানে, কুত্রাপি সম্ভূত হইবার নহে।" রসাতলনিবাসিগণ পূর্ব্বকালে এই যে পৌরাণিকী গাথা গান করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি লোকমধ্যে বিশ্রুত এবং পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক গীত হইয়া থাকে[১৪-১৫]।

মাতলির বরান্বেষণে দ্ব্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০২ ॥

ত্র্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

নারদ কহিলেন, দেবরাজের অমরাবতীর ন্যায় এই যে সর্ব্ব-প্রধানা পুরিটি দৃষ্টি করিতেছ, ইহার নাম ভোগবতী; ইহা নাগ-রাজ বাসুকির পালিতা[১]। যিনি প্রভাব-পূজিতা এই বসুন্ধরাকে নিত্যকাল ধারণ করিয়া আছেন; তপোবলে সর্ব্বলোকের অগ্রগণ্য, ধবল-শৈল-সদৃশ শুভ্রবর্ণ, দিব্যাভরণ-বিভূষিত, সহস্র মস্তকধারী, প্রদীপ্ত-জিহ্বা-নিচয়-সমন্বিত মহাবল পরাক্রান্ত সেই শেষ নাগ এই স্থানে বিরাজমান রহিয়াছেন[২-৩]। এই পুরে নাগ-মাতা সুর-সার সহস্র সহস্র পুত্রগণ গতক্লেশ হইয়া স্বচ্ছন্দে বাস করিতে-ছে। তাহারা সকলেই নানাবিধ আকার-বিশিষ্ট, নানালঙ্কার-ভূষিত, মণি স্বস্তিক চক্র ও কমণ্ডলুর চিহ্নযুক্ত, মহাবলবন্ত এবং স্বভাবত ভয়ঙ্কর[৪-৫]। তন্মধ্যে কেহ কেহ সহস্র-শীর্ষ, কেহ কেহ পঞ্চশতানন, কেহ কেহ শতশীর্ষ, কেহ কেহ ত্রিমূর্দ্ধা[৬], কেহ কেহ বা দ্বিশীর্ষ; কেহ কেহ পঞ্চমুখ, কেহ কেহ সপ্তশিরা, সকলেরই প্রকাণ্ড দেহ এবং গিরি-পরিসরের ন্যায় সুবিস্তীর্ণ আভোগ[৭]। হে মাতলে! এস্থানে একবংশ-সম্ভূত, কত সহস্র, কত অযুত, কত অর্ব্বুদ, নাগের বসতি রহিয়াছে, কে বলিতে পারে? তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠতানুসারে আমি কতক গুলির নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর[৮]।

বাসুকি, তক্ষক, কর্কোটক, ধনঞ্জয়, কালিয়, নহুষ, কম্বল, অশ্ব-তর[৯], বাহ্যকুণ্ড, মণি, আপূরণ, খগ, বামন, ঐলপত্র, কুকুর, কুকুণ[১০], আর্য্যক, নন্দক, কলশ, পোতক, কৈলাসক, পিঞ্জরক, ঐরাবত, সুমনোমুখ, দধিমুখ, শঙ্খ, নন্দ, উপনন্দক, আপ্ত, কো-টরক, শিখী, নিষ্ঠুরক[১১], তিত্তিরি, হস্তিভদ্র, কুমুদ, মাল্য-পিণ্ডক, পদ্ম-দ্বয়, পুণ্ডরীক, পুষ্প, মুদ্গরপর্ণক[১৩], করবীর, পিঠরক, সম্বৃত্ত,

বৃত্ত, পিণ্ডার, বিল্বপত্র, মুষিকাদ, শিরীষক[১৪], দিলীপ, শঙ্খশীর্ষ, জ্যোতিষ্ক, অপরাজিত, কৌরব্য, ধৃতরাষ্ট্র, কুহর, কৃশক[১৫], বিরজা, ধারণ, সুবাহু, মুখর, জয়, বধির, অন্ধ, বিশুণ্ডি, বিরস ও সুরস[১৬], কশ্যপের এই সমস্ত এবং এতদ্ভিন্নও কত শত পুত্র যে এই পুরে বিদ্যমান আছে, তাহা সংখ্যা করা দুঃসাধ্য। অতএব যদি এস্থানে তোমার কোন স্পৃহণীয় পাত্র থাকে, দেখ[১৭]।

কণ্ব কহিলেন, মাতলি অব্যগ্রভাবে একটি লোককে সতত সম্যক্ রূপে অবলোকন করিয়া তাহার প্রতি প্রীতিমান্ হইলেন এবং নারদকে তাহার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন[১৮], হে দেবর্ষে! কৌরব্য আর্য্যকের সম্মুখ-ভাগে এই যে দ্যুতিমান্ দর্শনীয় যুবা পুরুষটি অবস্থিত রহিয়াছে, এ কাহার কুলনন্দন[১৯]? ইহার পিতা কে, মাতাই বা কে? ইনিইবা কোন্ জাতীয় সর্পের অন্তর্গত এবং কোন্ বংশেরইবা ধ্বজ স্বরূপ হইয়া জন্ম-পরিগ্রহ করিয়াছে[২০]? প্রণিধান, ধৈর্য্য, রূপ ও বয়ঃক্রমানুসারে এটি গুণকেশীর শ্রেষ্ঠ বর বলিয়া আমার মনোনীত হইতেছে[২১]।

কণ্ব কহিলেন, সুমুখ নামক নাগরাজের সন্দর্শনে মাতলি প্রীতমনা হইয়াছেন অবলোকন করিয়া তাঁহার জন্ম, কর্ম্ম ও মাহাত্ম্য বিজ্ঞাপন করত কহিলেন, ইনি ঐরাবত-কুলে উৎপন্ন, সুমুখ নামে বিখ্যাত, আর্য্যকের প্রিয়তম পৌত্র এবং বামনের দৌহিত্র[২৩]। হে মাতলে! চিকুর-নামক নাগরাজ ইহাঁর পিতা। অল্পকাল হইল তিনি বিনতা নন্দন গরুড়ের হস্তে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন[২৪]।

ইহা শ্রবণ করিয়া মাতলি অতিমাত্র হৃষ্ট হইয়া নারদকে এই কথা বলিলেন, তাত! এই ভুজঙ্গ-শ্রেষ্ঠ সুমুখই আমার মনোমত জামাতা হইলেন[২৫]; ইহাঁর প্রতি আমার অতিশয় প্রীতি জন্মি-

য়াছে ; অতএব হে মুনে ! এই নাগরাজের হস্তে আমার প্রিয়তমা দুহিতাকে সম্প্রদান করিবার নিমিত্ত যত্ন করুন[২৬]।

মাতলির বরান্বেষণে ত্র্যধিক শততম অধ্যায়

সমাপ্ত ॥ ১০৩ ॥

চতুরধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

মাতলির প্রার্থনায় নারদ আর্য্যক নাগের সমীপবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, হে ভুজগসত্তম! আমার সমভিব্যাহারী এই মহাত্মা ব্যক্তি দেবরাজের সারথি ও প্রিয় সুহৃদ্ ; ইহঁার নাম মাতলি। ইনি শৌচাচার ও শীলগুণ-সম্পন্ন, তেজস্বী, বীর্য্যবান্ এবং প্রভূত-বলশালী। ইনি দেবরাজের কেবল সারথি মাত্র নহেন, প্রাণসম সখা এবং মন্ত্রীও বটেন। প্রতি সমর স্থলেই বাসবের সহিত ইহার প্রভাবের অল্পমাত্র তারতম্য দৃষ্ট হইয়া থাকে[১-২]। সুরাসুর সংগ্রাম সময়ে ইনি অশ্বসহস্র-সংযুক্ত জয়শীল অনুত্তম রথখানি এরূপ দ্রুতবেগে লইয়া সমরাঙ্গনে উপস্থিত করেন, যে বোধ হয় যেন মনে মনেই সঞ্চালন করিয়া আনিলেন[৩]। ইহঁার প্রভাবের কথা আর কি বলিব, ইনি অশ্ব পরিচালন-কৌশলে অগ্রেই শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়া রাখেন, পশ্চাৎ পুরন্দর ভুজ-দ্বয়-সহকারে বিজয় লাভ করেন। ইনি পূর্ব্বে প্রহার না করিলে ইন্দ্র প্রহরণ-প্রয়োগে প্রবৃত্ত হন না[৪]। ইহঁার গুণকেশী-নামে একটি অশেষ-গুণ-সমন্বিতা সত্যশীলা বরারোহা কন্যা আছে। ভূমণ্ডলে তৎসদৃশী রূপলাবণ্যবতী কামিনী আর কুত্রাপি নাই[৫]। হে অমর দ্যুতে। তাহার উপযুক্ত পাত্র অন্বেষণ নিমিত্ত ইনি পরম যত্ন-সহকারে ত্রৈলোক্য-রাজ্যে বিচরণ করিয়া পরিশেষে

আপনার পৌত্র সুমুখকে সেই কন্যার উপযুক্ত পতি বিবেচনা করিতেছেন[৬]। অতএব হে ভুজগোত্তম আর্য্যক! যদি তোমার সম্যক্ অভিমত হয়, তবে অবিলম্বে কন্যারত্ন-পরিগ্রহে যত্নবান্ হও[৭]। যেমন বিষ্ণুকুলে লক্ষ্মী এবং হুতাশনের স্বাহা, সেইরূপ সুমধ্যমা গুণকেশী তোমার কুল-লক্ষ্মী হউন[৮]। বাসবের শচীর ন্যায় গুণকেশী সুমুখের সদৃশী পাত্রী এবং সুমুখও গুণকেশীর অনুরূপ; অতএব তুমি পৌত্রের নিমিত্ত সেই কমনীয় কামিনী-কে প্রতিগ্রহ কর[৯]। সুমুখ পিতৃহীন হইলেও কেবল গুণমাত্র লক্ষ্য করিয়া আমরা উহাকে বরণ করিতেছি। তোমার ও ঐরাবতের বহুমান এবং সুমুখের শীল শৌচ দম-প্রভৃতি অশেষ গুণবত্তা প্রযুক্তই মাতলি স্বয়ং সমাগত হইয়া কন্যা-দানে উদ্যত হইয়াছেন, এক্ষণে তোমারও ইহাঁর প্রতি সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য।

কণ্ব কহিলেন, নাগরাজ আর্য্যকের পুত্র নিহত এবং পৌত্রটি কথঞ্চিৎ জীবিত থাকায় তিনি নারদের ঐ বাক্য শ্রবণে যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদে আক্রান্ত হইয়া কহিলেন, দেবর্ষে! আপনার এই বাক্য আমার বহুমত হইবে না ইহা কদাচ হইতে পারে না। যিনি ইন্দ্রের সখা, তাঁহার সহিত সম্বন্ধ বন্ধন করিতে কাহার অনিচ্ছা হইতে পারে[১০-১৪]? কিন্তু হে মহামুনে! যে কারণে সেই সম্বন্ধ বদ্ধমূল হইতে পারে, তাহারই দুর্ব্বলতা-প্রযুক্ত আমাকে চিন্তা করিতে হইতেছে। হে তাত! এই সুমুখের জনয়িতা মৎপুত্র, বিনতা নন্দনের করাল কবলে পতিত হওয়ায় আমরা শোকার্ত্ত আছি; বিশেষত সেই নিষ্ঠুর বিহঙ্গ গমন কালে কহিয়াছিল, আগামী মাসে সুমুখকেও ভক্ষণ করিব;” ইহাতে আমার হর্ষের বিষয় কি আছে[১৫-১৬]? আমি নিশ্চয় জানিতেছি, সুপর্ণ যাহা

বলিয়াছে, তাহা অবশ্যই সম্পন্ন করিবে; সুতরাং সেই কথা স্মরণ করিয়া আমার সকল হর্ষই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে[১৭]।

কণ্ব কহিলেন আর্য্যকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মাতলি তাঁহারে কহিলেন, আমি এ বিষয়ে এক পরামর্শ স্থির করিলাম; আপনার পৌত্র সুমুখকে জামাতৃভাবে বরণ করিয়াছি[১৮], অতএব এই পন্নগ আমার ও নারদের সমভিব্যাহারে গমন করিয়া ত্রিলোকনাথ সুরপতি বাসবের সহিত সাক্ষাৎ করুন[১৯]। হে সত্তম! সুপর্ণের বাধা উৎপাদনে আমি সর্ব্বতোভাবেই যত্ন করিব, পরে শেষ কার্য্য-দ্বারা ইহাঁর পরমায়ুর বিষয় জানিতে পারিব[২০]। হে ভুজঙ্গম! আপনার কল্যাণ হউক, আপনি অনুজ্ঞা করুন, সুমুখ কার্য্য-সংসাধন নিমিত্ত আমার সমভিব্যাহারে দেবরাজ সমীপে গমন করুন[২১]।

অনন্তর সেই মহাতেজস্বী মাতলি, নারদ ও আর্য্যক, সকলেই সুমুখকে সমভিব্যাহারে লইয়া অমর নগরে আগমন-পূর্ব্বক অবলোকন করিলেন, দেবাধিপতি মহাদ্যুতি শচীপতি স্বকীয় সিংহাসনে আসীন রহিয়াছেন[২২] এবং দৈবগত্যা চতুর্ভুজধারী ভগবান্ বিষ্ণুও সেই স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন; তখন নারদ তাঁহাদিগের সন্নিধানে মাতলি-সংক্রান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন[২৩]।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর বিষ্ণু ভুবনেশ্বর পুরন্দরকে কহিলেন, "বাসব! এই ভুজঙ্গকে অমৃত প্রদান করিয়া অমরগণের সমান কর; তোমার ইচ্ছায় মাতলি, নারদ ও সুমুখ, সকলেই অভীষ্ট লাভ করুন[২৪-২৫]। বিষ্ণুর এই নিদেশ বাক্য শ্রবণে পুরন্দর বহুক্ষণ পর্য্যন্ত মনে মনে বিনতা-নন্দন গরুড়ের পরাক্রম চিন্তা করিয়া পরিশেষে এই উত্তর করিলেন, আমারে যাহা আদেশ ক-

রিতেছেন তাহা আপনিই সম্পন্ন করুন,—সুমুখকে স্বয়ং অমৃত প্রদান করুন[২৬]।

বিষ্ণু কহিলেন, হে বিভো! আপনি এই চরাচর সর্ব্বলোকের অধীশ্বর; অতএব তুমি যাহারে যাহা প্রদান করিবে, কে তাহার অন্যথা করিতে উৎসাহী হইবে[২৭]?

ইহা শ্রবণ করিয়া বলবৃত্র-নিসূদন ইন্দ্র সেই ভুজঙ্গকে উত্তম আয়ুঃ প্রদান করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে অমৃতপায়ী করিতে সম্মত হইলেন না[২৮]। সুমুখ বর লাভ করিয়া যথার্থই সুমুখ হইলেন, অর্থাৎ তাঁহার মুখ মণ্ডলে তৎকালে সুস্পষ্ট আনন্দ-চিহ্ন প্রকাশ পাইতে লাগিল। যথা সময়ে অভিলাষানুরূপ দারপরিগ্রহ করিয়া তিনি স্বভবনে গমন করিলেন[২৯] এবং নারদ ও আর্য্যকও কৃত-কার্য্য ও মহাহৃষ্ট হইয়া মহাদ্যুতি দেবরাজের অর্চ্চন-পূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থিত হইলেন[৩০]।

মাতলির বরান্বেষণে চতুরধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৪ ॥

পঞ্চাধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

কণ্ব কহিলেন, হে ভারত! এদিকে মহাবল সম্পন্ন গরুড় অমর নগরের ঐ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন। দেবরাজ নাগরাজকে আয়ুঃ প্রদান করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া সুপর্ণের আর ক্রোধের পরিসীমা রহিল না। তিনি তৎক্ষণ মাত্র বিপুলতর পক্ষ-বিস্তার-দ্বারা ত্রিভুবন রুদ্ধ করত মহাবেগে ধাবমান হইয়া বাসব-সন্নিধানে আগমন-পূর্ব্বক কহিলেন[১-২], ভগবন্! তুমি অবজ্ঞা করিয়া আমার বৃত্তিরোধে প্রবৃত্ত হইলে কেন? পূর্ব্বে যদৃচ্ছাক্রমে বর প্রদান করিয়া এক্ষণে কি নিমিত্ত তাহা হইতে বিচলিত হইতেছ[৩]? সর্ব্ব-

ভূতেশ্বর বিধাতা প্রজা সৃষ্টি অবধি আমার যে আহার বিহিত করিয়াছেন, তাহার ব্যাঘাত করিতে তুমি কি হেতু উদ্যত হইয়াছ[৪]? হে দেব। 'এই সুমুখের দ্বারা আমার বহুল সন্তান-সন্ততির উদর পূরণ করিতে হইবে' এই মনে করিয়া আমি এই মহানাগকে বরণ করত সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলাম[৫]; এক্ষণে বরলাভ-দ্বারা এ যখন আমার অবধ্য হইল, তখন অন্য কোন ব্যক্তিকে হিংসা করিতে কি বলিয়াই বা উৎসাহী হইতে পারি? তুমি ইহাকে যেমন বরপ্রদান করিয়াছ, অন্যের প্রতিও সেইরূপ অনুগ্রহ করিবার অসম্ভাবনা কি? হে দেবরাজ বাসব! তুমি স্বেচ্ছানুসারে এইরূপ ক্রীড়া করিতে থাকিলে আমারে পরিজন ও ভৃত্য-বর্গের সহিত অবশ্যই প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হইবে; তাহা হইলেই তুমি যথেষ্ট সন্তুষ্ট হও[৬.৭]। হে বলবৃত্রহন্! ত্রৈলোক্যের ঈশ্বর হইয়া আমি যখন পরের ভৃত্যত্ব স্বীকার করিয়াছি, তখন আমার এরূপ ঘটনা হওয়া উপযুক্তই বটে; কেবল এরূপ কেন? আমি এতদপেক্ষা অধিক ক্লেশ পাইবারও যোগ্যপাত্র। হে ত্রৈলোক্যরাজ দেবেন্দ্র বাসব! তোমাতে আমাতে কোন প্রভেদ না থাকিলেও যখন তোমাতেই ত্রিলোকীর রাজত্ব ব্যবস্থিত হইয়াছে, তখন বিষ্ণুই একাকী আমার মহিমা খর্ব্ব করণের কারণ নহেন[৮.৯]। দেখ, দক্ষ সুতা বিনতাও আমার জননী এবং কশ্যপও আমার পিতা; আমিও অবলীলাক্রমে সর্ব্বলোকের ভার বহন করিতে পারি[১০]; আমারও এই বিপুল বল সর্ব্বভূতের অসহ্য; দৈত্য-সমরে আমিও সুমহৎ কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছি[১১]; শ্রুতশ্রী, শ্রুতসেন, বিবস্বান্, রোচনামুখ, প্রসুত, কালকাক্ষ-প্রভৃতি দানবগণকে আমিও নিহত করিয়াছি[১২]; তবে যে তোমার অনুজের পরিচারক হইয়া যত্ন-পূর্ব্বক রথ-ধ্বজ

রক্ষা করি এবং সময়ে সময়ে ইঁহাকে পৃষ্ঠে করিয়া বহন করি, ইহাতেই তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিতেছ[১৩]। হে পুরন্দর! সমগ্র বিশ্ব-মধ্যে আমার সদৃশ ভারসহ অথবা আমার অপেক্ষা অধিকতর বলশালী আর কে আছে? আমি সর্ব্বাংশে বিশিষ্ট হইয়াও ইঁহাকে সবান্ধবে বহন করিতেছি[১৪]। হে বাসব! তুমি যে অবজ্ঞা করিয়া আমাকে ভোজনে বঞ্চিত করিলে, ইহাতে তুমি ও ইনি উভয় হইতেই আমার গৌরব নষ্ট হইল[১৫]।—অহে বিষ্ণো! অদিতির গর্ভে যে সমস্ত বল-বিক্রম-শালী পুরুষেরা জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন; তুমি তাহাদের সকলের অপেক্ষা বলবান্[১৬]। কিন্তু আমি পক্ষের একদেশ-দ্বারা তোমাকে অক্লেশে বহন করিয়া থাকি; অতএব হে ভ্রাতঃ! তুমি স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখ, আমাদিগের মধ্যে অধিক বলবান্ কে[১৭]?

কণ্ব কহিলেন, ভগবান্ চক্রপানি অক্ষোভণীয় পক্ষিরাজের উত্তর-কাল-ভয়াবহ এই দারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া সুগভীর বচনাবলি দ্বারা তাঁহারে ক্ষোভিত করত কহিতে লাগিলেন[১৮], গরুড়! তুমি অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়াও আপনাকে বলবান্ বলিয়া মানিতেছ; আমার সমক্ষে এরূপ আত্মশ্লাঘা করা তোমার উচিত নহে। অহে অণ্ডজ! তোমার কথা কি, এই সমস্ত ত্রৈলোক্যও আমার দেহ-ধারণে অশক্ত; আমি আপনিই আপনাকে বহন ও তোমাকেও ধারণ করিতেছি[১৯.২০]; সত্য কি মিথ্যা আমার এই বাহুটি বহন করিয়া দেখ; যদি এই একটি হস্ত ধারণ করিতে পার, তাহা হইলেও তোমার সমুদয় গর্ব্ব সার্থক হইবে[২১]।

বিষ্ণু এই কথা বলিয়া গরুড়ের স্কন্দদেশে বাহু অর্পণ করিবামাত্র গরুড় মহাভারার্ত্ত হইয়া বিকল ও নষ্টচেতন হইয়া পতিত হইলেন[২২]। শৈল-সমূহ-সম্বলিত সমগ্র বসুন্ধরার যাদৃশ ভার, অ-

চ্যুত দেহের সেই একটি শাখায় তাঁহার তাদৃশ ভার অনুভূত হইল[২৩]। ফলত সর্ব্বাধিক্‌ বলশালী দয়াবান্‌ ভগবান্‌ অচ্যুত বল-দ্বারা নিতান্ত নিপীড়িত করেন নাই বলিয়াই তাঁহার জীবন বিনষ্ট করিলেন না[২৪], তথাপি গুরুতর-ভারে অতিমাত্র ব্যথিত হওয়ায় বিহঙ্গরাজ শিথিল-কলেবর, বিচেতা ও বিহ্বল হইয়া অনবরত বমন করিতে করিতে অঙ্গ হইতে পক্ষ-সমস্ত বিক্ষিপ্ত করিতে থাকিলেন এবং মস্তক-দ্বারা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দীনবচনে এই কথা বলিলেন[২৫ ২৬], "হে ভগবন্‌! হে বিশ্বমূর্ত্তে! তোমার এই শরীর-মধ্যে যখন সকল লোক-সম্ভূত সমস্ত তেজোরাশি সন্নিবেশিত রহিয়াছে, তখন যদৃচ্ছা-প্রসারিত ভুজদণ্ড-দ্বারা আমাকে নিষ্পিষ্ট করা আর বিচিত্র কথা কি[২৭]? হে দেব! এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া ভবদীয় ধ্বজবাসী এই বলদর্পানল-বিদগ্ধ অল্প-চেতা বিহ্বল পক্ষীর প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন কর[২৮]। হে সর্ব্বশক্তিমন্‌! আমি পূর্ব্বে আর কখন তোমার পরম বলের মাহাত্ম্য অবগত হইতে পারি নাই, এই নিমিত্তই মনে করিতাম, আমার সমান বীর্য্যবান্‌ আর কেহই নাই[২৯]"।

হে রাজেন্দ্র! গরুড়ের কাতরোক্তি শ্রবণে ভগবান্‌ নারায়ণ প্রসন্ন হইয়া স্নেহ প্রযুক্ত তাঁহাকে 'পুনরায় কখন যেন এরূপ না হয়' এই বলিয়া পদাঙ্গুষ্ঠ-দ্বারা সুমুখ সর্পকে তাঁহার বক্ষঃস্থলে নিক্ষিপ্ত করিলেন। তদবধি বিহঙ্গরাজ উক্ত ভুজঙ্গের সহিত প্রীতিভাবে একত্র বাস করিতে লাগিলেন[৩০-৩১]। হে গান্ধারী-নন্দন! বিষ্ণুবলে আক্রান্ত হওয়ায় অমিত-বলশালী মহাযশস্বী বিনতা-নন্দন গরুড়ের এইরূপে গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়াছিল[৩২]। কণ্ব কহিলেন হে তাত গান্ধারি-নন্দন! সেইরূপ তুমিও যাবৎ পর্য্যন্ত রণ-স্থলে সেই মহাবীর পাণ্ডবগণের সন্নিহিত না হইতেছ, তাবৎ কাল

পর্য্যন্তই জীবিত থাকিবে[৩৩] প্রহারিশ্রেষ্ঠ মহাবল পরাক্রান্ত পবন-নন্দন ভীমসেন ও ইন্দ্র-তনয় ধনঞ্জয় সমরে কোন্ ব্যক্তিকে না নিহত করিতে পারেন[৩৪]? অহে সুযোধন! স্বয়ং বিষ্ণু, বায়ু, বাসব, ধর্ম্ম ও অশ্বিনীকুমার-দ্বয়, এই সমস্ত দেবগণের সহিত যুদ্ধ করা দূরে থাকুক, ইহাঁদিগকে তুমি নিরীক্ষন করিতেই সমর্থ হইবে না[৩৫]। অতএব হে নৃপনন্দন! বিরোধ করিবার প্রয়োজন নাই; উপাধ্যায়-স্বরূপ বাসুদেব দ্বারা শান্তি সংস্থাপন করিয়া কুল রক্ষা কর[৩৬]। এই মহাতপা নারদ ঋষি, বিষ্ণুর পূর্ব্বোক্ত মাহাত্ম্য-সমস্ত তৎকালে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছিলেন! সেই চক্রপাণি গদাধর তোমার সভায় এই উপস্থিত[৩৭]।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন মহর্ষি কণ্বের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভ্রুকুটী-কুটিলাননে নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে কর্ণের মুখাবলোকন-পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিলেন এবং এইরূপে কণ্ব ঋষির সেই হিতকর বাক্য-কদম্ব কদর্থিত করত করিকর-সদৃশ উরুদেশে তাড়ন-পূর্ব্বক এই উত্তর করিলেন[৩৮-৩৯], মহর্ষে! আমার যে অবস্থা ও যে গতি হইবে, ঈশ্বর আমাকে তদনুরূপ করিয়াই সৃষ্ট করিয়াছেন এবং আমিও তদনুসারে কার্য্য করিতেছি; অতএব আপনার প্রলাপে আর অধিক কি হইবে[৪০]?

মাতলির বরান্বেষণে পঞ্চাধিক শততম অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ১০৫ ॥

ষড়ধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

জনমেজয় জিজ্ঞাসিলেন, অনর্থে কৃতনিশ্চয়, পরার্থে লোভমোহিত, অসৎসঙ্গে অভিরত, মরণে কৃতসংকল্প, জ্ঞাতিগণের

দুঃখদাতা, বন্ধুবর্গের শোক-বর্দ্ধন, সুহৃৎ-গণের ক্লেশদাতা, শত্রু-বর্গের হর্ষ-বর্দ্ধক, সেই কুপথগামী সুযোধনকে তদীয় বান্ধবেরা কি নিমিত্ত নিবারণ করিলেন না? স্নেহকারী সুহৃদ্বর ভগবান্ পিতামহ ব্যাসদেব ইনিই বা কি নিমিত্ত সদুপদেশ সহকারে তাঁহাকে সৎপথে আনয়ন না করিলেন[১.৩]?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভগবান্ ব্যাসদেব ও ভীষ্ম উভয়েই, যেরূপ হিতোপদেশ বাক্য বলা সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত, সেইরূপই বলিয়াছিলেন; তদ্ব্যতীত মহর্ষি নারদও বিস্তারিত-রূপে যে বহু-বিধ বচনাবলির প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় শ্রবণ করুন[৪]।

নারদ কহিয়াছিলেন, হিতকারী সুহৃৎ যেমন দুর্ল্লভ; সুহৃদের বাক্য শ্রবণ করে, এমন লোকও সেইরূপ দুর্ল্লভ। সুহৃৎ ও বন্ধু-তে অনেক অন্তর; সুহৃৎ প্রত্যুপকার প্রত্যাশা পরিত্যাগ করিয়া উপকার করেন; কিন্তু বন্ধু প্রত্যুপকার প্রত্যাশয় উপকার করেন; আর সুহৃৎ সকল স্থানেই অবস্থান করিয়া থাকেন; কিন্তু বন্ধু তাদৃশ নহেন। অতএব হে কুরুনন্দন! আমার বিবেচনায় হিতকারী সুহৃদ্গণের বাক্য শ্রবণ করা নিতান্তই কর্ত্তব্য; নির্ব্বন্ধ-পরবশ হওয়া কোন ক্রমে উচিত নহে, যেহেতু নির্ব্বন্ধ অতিশয় অনর্থ কর[৬]। নির্ব্বন্ধাতিশয় বশত গালব মুনি যেরূপে পরাভব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই পুরাতন ইতিহাসটিই ইহার উদাহরণ[৭]।

হে ভারত! পূর্ব্বকালে তপস্যা-পরায়ণ বিশ্বামিত্র ধর্ম্ম পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত ভগবান্ ধর্ম্ম স্বয়ং বশিষ্ঠের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তৎসন্নিধানে গমন করিয়াছিলেন[৮]! হে রাজন্! সপ্তর্ষিগণ-মধ্যে অন্যতমের বেশধারণ-পূর্ব্বক তিনি ক্ষুধার্ত্ত ও ভোজনেচ্ছু হইয়া কৌশিকের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন[৯]। বিশ্বামিত্র অবিলম্বে

সসম্ভ্রমে পরমান্নের চরু পাক করাইতে লাগিলেন; কিন্তু ছদ্মবেশী ধর্ম্মরাজ তাঁহার প্রতীক্ষা না করিয়া অন্য তপস্বিগণের প্রদত্ত অন্ন ভোজনে ক্ষুধা শান্তি করিলেন। তাঁহার ভোজন শেষ হইলে বিশ্বামিত্রও সেই অত্যুষ্ণ অন্ন গ্রহণ করিয়া উপস্থিত হইলেন[১০-১১]। তখন ভগবান্ ধর্ম্ম "আমার ভোজন করা হইয়াছে, তুমি অবস্থান কর" এই বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। হে রাজন্! প্রশংসিত-ব্রতানুষ্ঠায়ী মহাদ্যুতি বিশ্বামিত্রও তাঁহার বাক্যানুসারে সেই স্থানে অবস্থিত রহিলেন। বাহু যুগল-দ্বারা ভক্তের পাত্রটি মস্তকে ধারণ-পূর্ব্বক তিনি স্থাণুর ন্যায় নিশ্চল ও বায়ুভক্ষ হইয়া আশ্রমের সন্নিধানে দণ্ডায়মান থাকিলেন[১২-১৩]। তাঁহার প্রিয় শিষ্য গালব মুনি গৌরব ও বহুমান-হেতুক প্রীতি-পরবশ হইয়া প্রিয়-কার্য্য করণেচ্ছায় পরম যত্ন-সহকারে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন[১৪]। এইরূপে শত বৎসর পরিপূর্ণ হইলে ধর্ম্মরাজ পুনরায় বশিষ্ঠের বেশ ধারণ করিয়া ভোজনা-ভিলাষে কৌশিক-সমীপে সমাগত হইলেন[১৫]; দেখিলেন, সেই ধীমান্ মহর্ষি বিশ্বামিত্র মস্তকে অন্ন ধারণ পূর্ব্বক সমীরণ ভক্ষণে তদবস্থায় অবস্থিত রহিয়াছেন[১৬] এবং ঐ অন্নও সেইরূপ উষ্ণ ও অভিনব রহিয়াছে। বশিষ্ঠরূপী ধর্ম্ম সেই অন্ন গ্রহণ-পূর্ব্বক ভক্ষণ করিয়া "দেবর্ষে! আমি যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইলাম" এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন[১৭]। বিশ্বামিত্র ধর্ম্মের বাক্যানুসারে ক্ষত্রভাব হইতে বিমুক্ত ও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় প্রীত হইলেন[১৮]।

অনন্তর তিনি সেই তপস্যা-নিরত গালব-নামক শিষ্যের শুশ্রূষা ও ভক্তি-দ্বারা প্রীতিমান্ হইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন[১৯], বৎস গালব! এক্ষণে তোমাকে অনুজ্ঞা করিতেছি, তুমি যথা ইচ্ছা গমন কর। তখন গালব হৃষ্টচিত্ত হইয়া মুনিসত্তম মহাদ্যুতি

বিশ্বামিত্রকে মধুর বচনে প্রত্যুত্তর করিলেন, গুরো! গুরু-কর্ম্ম নিমিত্ত আপনাকে কি দক্ষিণা প্রদান করিব? দক্ষিণা-যুক্ত হইলেই মানবীয় কর্ম্ম সিদ্ধ হয় ও দক্ষিণা দাতা চরমে মুক্তি, স্বর্গে যজ্ঞ ফল ও শান্তি লাভ করিতে পারে। অতএব গুরুদক্ষিণার উপযোগী কোন্ বস্তু আহরণ করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন[২০-২৩]।

ভগবান্ বিশ্বামিত্র গালবের শুশ্রূষাতেই বশীকৃত হইয়াছেন মনে করিয়া অপর দক্ষিণা গ্রহণে আর অভিলাষী ছিলেন না, সুতরাং তাঁহাকে "গমন কর গমন কর" পুনঃপুন এই কথাই বলিতে লাগিলেন[২৪]; কিন্তু গালব বারম্বার ঐরূপ আদিষ্ট হইয়াও আগ্রহহেতুক "কি প্রদান করিব কি প্রদান করিব" এই বাক্যই ভূয়োভূয় ব্যক্ত করিতে লাগিলেন[২৫]। তখন বিশ্বামিত্র তপস্বি গালবের তাদৃশ নির্ব্বন্ধাতিশয় দর্শনে কিঞ্চিৎ রোষ-পরবশ হইয়া কহিলেন[২৬], গালব! শশধরের ন্যায় শুভ্র বর্ণ অথচ এক দিকে শ্যামকর্ণ, এইরূপ অষ্ট শত অশ্ব আমারে প্রদান কর; যাও আর বিলম্ব করিও না[২৭]।

গালব-চরিতে ষড়ধিক শততম অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ১০৬ ॥

সপ্তাধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

নারদ কহিলেন, ধীমান্ বিশ্বামিত্র উক্ত রূপ আদেশ করিলে গালব নিতান্ত চিন্তিত হইয়া আসন, শয়ন ও ভোজন, সকলই পরিত্যাগ করিলেন[১]। হে সুযোধন! অতিমাত্র অনুতাপ ও প্রখর শোকানলে, নিরন্তর দগ্ধ হওয়ায় তিনি সমধিক পাণ্ডুবর্ণ ও অস্থিঃচর্ম্ম সার হইলেন এবং সাতিশয় দুঃখভারে প্রপীড়িত হইয়া মনে

মনে এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন[২], " হা! আমি দীনহীন তপস্বী হইয়া চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণ অষ্টশত অশ্ব কোথায় প্রাপ্ত হইব! আমার এমন ধনশালী মিত্রবর্গই বা কোথায়, আছে, যাহাদিগের নিকটে প্রার্থনা করিয়া প্রাপ্ত হইব। আমার অর্থ কোথায়, সঞ্চয়ই বা কোথায়[৩]! হা! আমার ভোজন-পানাদি সুখ-সম্ভোগ বিষয়ে আর কি প্রকারে শ্রদ্ধা হইতে পারে? অন্যের কথা দূরে থাকুক, আমার জীবিতের আস্থাই নিরস্থা হইয়াছে। জীবনের আর প্রয়োজনই বা কি[৪]? অনর্থক জীবন-ভার বহন করা অপেক্ষা বরং আমি সমুদ্র-পারে অথবা পৃথিবীর অতি দূর প্রদেশে গমন করিয়া আত্ম বিসর্জ্জন করি[৫]। আমি অধম, অকৃতার্থ, জীবনের বহুতর উৎকৃষ্ট ফললাভে বঞ্চিত, বিশেষত ঋণগ্রস্ত হইলাম; আমার চেষ্টা ও যত্ন ব্যতীত কি রূপে সুখ হইতে পারে[৬]? যে ব্যক্তি প্রণয়-বন্ধন-দ্বারা সুহৃদ্গণের ধনভোগ করিয়া তাঁহাদিগের অভীষ্ট-সম্পাদন-রূপ প্রত্যুপকার করিতে অসমর্থ হয়, তাহার জীবন অপেক্ষা মরণই শ্রেষ্ঠ[৭]। যে ব্যক্তি কর্ত্তব্য বিষয়ে অঙ্গীকার করিয়া তদনুষ্ঠানে অসমর্থ হয়; তাদৃশ মিথ্যাবাদী হতভাগ্য মানবের যাগ যজ্ঞ সকলই বিনষ্ট হয়[৮]। সত্যবিহীন ব্যক্তির সদ্গতি লাভ হওয়া দূরে থাকুক, রূপ, সন্ততি ও আধিপত্য কিছুই থাকে না[৯]। কৃতঘ্ন ব্যক্তির যশ কোথায়, স্থান কোথায়, সুখই বা কোথায়? কৃতঘ্ন কোন কালেই শ্রদ্ধাস্পদ হইতে পারে না, কোন কালেই কৃতঘ্নের নিস্তার নাই[১০]। ধনহীন পাপ পুরুষের জীবন বৃথা, তাহার কুটুম্ব থাকিবার সম্ভাবনা কোথায়? সে কৃতঘ্ন হইয়া নিশ্চয়ই বিনাশ-প্রাপ্ত হয়[১১]। অতএব আমিও সেই পাপীয়ান্, কৃতঘ্ন, কৃপণ ও মিথ্যাবাদী হইলাম। গুরুর নিকটে কৃতকার্য্য হইয়া তাঁহার বাক্যপ্রতিপালনে যখন অসমর্থ হইলাম, তখন সকলই

আমাতে সম্ভাবিত হইল[১২]। সুতরাং বিষ পান বা উদ্বন্ধন প্রভৃতি অধমোপায় দ্বারা প্রাণ পরিত্যাগ করাই আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। যজ্ঞ স্থলে সকল দেবতারাই আমার সম্মান করিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহাদিগের নিকটে আমি পুর্ব্বে আর কখন কোন প্রার্থনা করি নাই। অতএব সম্প্রতি, দেবশ্রেষ্ঠ, অগতির গতি-স্বরূপ, ত্রিভুবনেশ্বর, বিশ্বব্যাপী কৃষ্ণের নিকট গমন করি[১৩-১৪]। যাঁহা হইতে সুরাসুর নর কিন্নর-প্রভৃতি যাবতীয় ভূতবর্গের উপরে ভোগ সুখ-সমস্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই যোগিরাজ অব্যয় কৃষ্ণকে আমি প্রণত-ভাবে সন্দর্শন করিতে অভিলাষ করি[১৫]"।

গালব এই কথা বলিতে না বলিতে অকস্মাৎ তাঁহার প্রিয়-সখা বিনতা নন্দন গরুড় আগমন করিয়া তাঁহারে দর্শন দিলেন এবং অতিশয় হৃষ্টচিত্তে তাঁহার প্রিয়কামনায় এই কথা বলি-লেন[১৬], প্রিয়সখ! তুমি আমার এবং অন্যান্য সুহৃদ্বর্গের অভি-মত সুহৃৎ; সুহৃদ্গণের কর্ত্তব্য এই যে, সম্পত্তি-সত্ত্বে প্রিয়তম সুহৃদের অভিলষিত অভিলাষ সিদ্ধি বিষয়ে যত্ন করেন[১৭], অত-এব হে বিপ্র! আমার পরম সম্পত্তি-স্বরূপ বাসবানুজ বিষ্ণু; আমি পূর্ব্বেই তোমার নিমিত্ত তৎ সন্নিধানে প্রার্থনা করিয়াছি-লাম এবং তিনিত আমার সেই কামনা পূর্ণ করিয়াছেন[১৮]। অত-এব আগমন কর তোমাকে যথা সুখে গ্রহণ করিয়া গমন করি; সাগরপারে অথবা ভূমণ্ডলের প্রান্তদেশে, যে স্থানে ইচ্ছা হয় চল, বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই[১৯]।

গালব-চরিতে সপ্তাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১০৭॥

অষ্টাধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সুপর্ণ কহিলেন, হে গালব! বুদ্ধি প্রবর্ত্তক ভগবান্ বিষ্ণু আমা-

কে অনুজ্ঞা করিয়াছেন ; প্রথমে কোন্ দিক্ দর্শন নিমিত্ত গমন করিব? তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, বল[১]। হে দ্বিজ শ্রেষ্ঠ গালব! পূর্ব্ব, দক্ষিণ, উত্তর ও পশ্চিম, ইহার মধ্যে কোন্ দিকে গমন করিতে তোমার অভিলাষ হয়[২]? যে দিকে সকল-লোক-প্রকাশ-কারী মরীচি মালী সমুদিত হন; সন্ধ্যা-সময়ে যেস্থানে সাধ্য-নামক গণদেবতারা তপশ্চরণ করেন[৩]; যে দিকে বিশ্বব্যাপিনী বুদ্ধিকে পূর্ব্বে প্রাপ্ত হওয়া যায়; যজ্ঞ সকল নিয়ন্ত্রিত করিবার নিমিত্ত ধর্ম্মের দুইটি চক্ষুঃ-স্বরূপ চন্দ্র ও সূর্য্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে-ন[৪]; যে দিকে যজ্ঞীয় হব্য-সমস্ত হুত হইয়া সর্ব্ব দিকে প্রসৃত হয়; সেই প্রাচী দিক্ দিবস ও স্বর্গের দ্বার-স্বরূপ হইয়াছে[৫]; পূর্ব্বে দক্ষপ্রজাপতির কন্যারা এইস্থানে প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন; কশ্যপ ঋষির আত্মজগণ এই স্থানে প্রবৃদ্ধ হইয়াছিলেন[৬]; সেই পূর্ব্বদিক্ই অমরগণের সকল ঐশ্বর্য্যের মূল; যেহেতু ঐ দিকেই শচীপতি সুররাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন এবং যাবতীয় দেব-গণ ঐস্থানেই পূর্ব্বে তপশ্চরণ করিয়াছিলেন[৭]। হে দ্বিজবর! এই নিমিত্তই উহার নাম পূর্ব্বদিক্ হইয়াছে। ইন্দ্রের স্বর্গ-রাজ্যে অভিষিক্ত হইবার বহুকাল পূর্ব্বেও দেবতারা ঐ দিকে অবস্থিত ছিলেন[৮], এই হেতু পূর্ব্বতন লোকেরা উহাকে পূর্ব্ব দিক্ নামে বিখ্যাত করেন। সুখাভিলাষী সুরগণের সকল কার্য্যই পূর্ব্বে ঐ দিকে নিষ্পন্ন হইয়াছিল[৯]। লোকভাবন ভগবান্ ব্রাহ্মা পূর্ব্বে ঐস্থানে বেদগান করিয়াছিলেন। জগৎপাবন সূর্য্যদেবও ঐস্থানে ব্রহ্মবাদীদিগকে সাবিত্রীর উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন[১০]; এই দিকে দিবাকর যাজ্ঞবল্ক্যকে যজুর্ব্বেদ-সমস্ত প্রদান করিয়াছি-লেন। হে দ্বিজসত্তম! এই স্থানেই সোমরস বর লাভ করিয়া যজ্ঞস্থলে দেবগণ-কর্ত্তৃক পীত হন[১১]। সর্ব্বভক্ষ হুতাশন এই দিকে

নিয়ত পরিতৃপ্ত হইয়া আত্মযোনি অর্থাৎ সোম আজ্য পয়ঃপ্রভৃতি ভক্ষণ করেন। জলাধিপতি বরুণদেব এই স্থান হইতে পাতালতল আশ্রয় করিয়া স্বকীয় রাজ্যলক্ষ্মী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন[১২]। হে দ্বিজর্ষভ! পূর্ব্বে মিত্রাবরুণের যজ্ঞকালে পুরাতন বশিষ্ঠ ঋষির এই স্থানেই উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ প্রকাশিত হয়[১৩]। এই দিকে প্রণবের দশ সহস্র পথ উৎপন্ন হইয়াছে; ধূমপায়ী মুনিগণ এই স্থানে হবির্ধূম পান করিতেন[১৪] এবং দেবগণের যজ্ঞভাগ নিমিত্ত শচীপতি সহস্রাক্ষ বরাহ-প্রভৃতি বহুতর বন্য-মৃগ-সমস্ত উৎসর্গ করিয়া উপহার কল্পিত করিতেন[১৫]। কিরণমালী দিবাকর এই দিকে উদিত হইয়া ক্রোধ-বশত যাবতীয় অহিত কারী কৃতঘ্ন মানব ও অসুরগণকে নিহত করেন[১৬]। অধিক আর কি বলিব, এই পূর্ব্ব দিক্‌টি ত্রিলোকের দ্বার; স্বর্গের দ্বার ও সুখের দ্বার। অতএব যদি তোমায় ইচ্ছা হয়, তবে এই পূর্ব্বদিগ্‌বিভাগে প্রবেশ কর[১৭]। হে গালব! আমি যাঁহার আজ্ঞাকারী, তাঁহার প্রিয়-কার্য্য সম্পন্ন করা আমার নিতান্তই কর্ত্তব্য; অতএব এক্ষণে কোন্ দিকে গমন করি বল; যদি পূর্ব্ব দিক্ দর্শনে ইচ্ছা না হয়, তবে আর এক দিকের বিবরণ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর[১৮]।

গালবচরিতে অষ্টাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৮ ॥

নবাধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সুপর্ণ কহিলেন, এই দক্ষিণ দিক্। পূর্ব্বে সূর্য্যদেব বিধিবিহিত যজ্ঞের দক্ষিণা-স্বরূপ এই দিক্ তাঁহার গুরু কশ্যপকে দান করিয়াছিলেন, এই হেতু ইহা দক্ষিণা দিক্ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে[১]। হে বিপ্র! শ্রবণ করিয়াছি, এই স্থানে এই লোক-ত্রয়ের পিতৃপক্ষ

ও উষ্মান্ন ভোজী দেবগণ এই দক্ষিণদিকে অবস্থান করেন[২]। এই-দিকে বিশ্বদেব-নামক যে ত্রয়োদশ গণ দেবতা আছেন, তাঁহারা লোক মধ্যে পিতৃগণের তুল্য-ভাগিত্ব প্রাপ্ত ও সমান-রূপে পূজ্য-মান হইয়া তাঁহাদিগের সহিত নিত্যকাল একত্র বাস করেন[৩]। হে দ্বিজসত্তম। পণ্ডিতেরা এই দিকৃটিকে ধর্ম্মের দ্বিতীয় দ্বার-স্বরূপ বলিয়া ব্যক্ত করেন; এই দিকে ত্রুটি ও লব প্রভৃতি কালের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম-রূপে গণনা হইয়া থাকে[৪]; বিশেষত এই দিকে দেবর্ষি, পিতৃলোকর্ষি ও রাজর্ষি গণ চিরকাল পরম সুখে অধিব-সতি করিতেছেন[৫]। হে বিপ্রবর। সত্য, ধর্ম্ম ও কর্ম্ম, সকলই এই স্থানে; যে ব্যক্তি কর্ম্ম-দ্বারা আত্মাকে অবসন্ন করে, পরিণামে এই দিকৃই তাহার গতি[৬]। এক সময়ে সকলকেই এই দিকে আগ-মন করিতে হয়; পরন্তু ইহা অজ্ঞান-তিমিরে আচ্ছন্ন থাকে বলি-য়া অনায়াসে প্রাপণীয় হয় না[৭]। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ। অকৃত-পুণ্য জঘন্য মানবগণের প্রতিকুল দর্শন জন্য এই দিকে বহু সহস্র বিকটাকার রাক্ষসগণের সৃষ্টি হইয়াছে[৮]। হে দ্বিজ। সুস্বর-সম্পন্ন গন্ধর্ব্বগণ এই দিকে মন্দর-মহীধর-কুঞ্জে এবং বিপ্রর্ষিগণের আশ্রম-পুঞ্জে মনোহর গাথা গান করিয়া লোকের চিত্ত বুদ্ধি হরণ করেন[৯]। রৈবত নামা দৈত্যরাজ এই স্থানে মন্ত্রময়ী-গাথা-সম্বলিত সামগান শ্রবণ করিয়া পুত্র, কলত্র, অমাত্য ও রাজ্য-প্রভৃতি সমুদায় পরি-ত্যাগ-পূর্ব্বক বনবাসী হইয়াছিলেন[১০]। হে ব্রাহ্মন! মনু ও যব-ক্রীত-তনয় এই দিকে যে নিয়ম সংস্থাপিত করিয়াছেন, সূর্য্যদেব কোন কালেই তাহার অতিক্রম করিতে পারেন না[১১]। পুলস্ত্য-নন্দন রাক্ষস রাজ মহাত্মা রাবণ এই স্থানে তপশ্চরণ-পূর্ব্বক অমরগণ-সন্নিধানে অমরত্ব প্রার্থনা করিয়াছিলেন[১২]। বৃত্রাসুরও অসদ্বৃত্ত-দ্বারা এই স্থানে ইন্দ্রের সহিত শত্রুতা করিয়াছিল। হে -

গালব! এই দক্ষিণ দিকে সকলের প্রাণ মিলিত হইয়া পুনঃরায় পঞ্চধা অর্থাৎ প্রাণ-অপানাদি ভেদে পৃথক্ পৃথক্ হইয়া যায়[১৩]। দুষ্কৃত-কর্ম্মকারী নরাধমেরা এই স্থানে ঘোরতর দুর্ব্বিপাকে পচ্যমান হইতে থাকে। এই দিকে নরকসিন্ধুগামী পুরুষ-নিকরে পরিবৃতা বৈতরিণী-নাম্নী ভয়াবহা তরঙ্গিণী প্রবাহিতা রহিয়াছে[১৪]। এখানে আগত হইয়া লোকে নরক ও স্বর্গ-সুখ উভয়ই প্রাপ্ত হয়। মরীচিমালী দিনমণি এই দিকে আবৃত্ত হইয়া সুরস পানীয় ক্ষরণ করিতে থাকেন[১৫] এবং পুনরায় বশিষ্ঠ-সম্বন্ধিনী উদীচী দিক্ প্রাপ্ত হইয়া হিম বর্ষণ করিতে থাকেন। হে গালব! পূর্ব্বে আমি এক দিন ক্ষুধার্ত্ত হইয়া আহারার্থে চিন্তা করত এই স্থানে সমরে প্রবৃত্ত দুইটা প্রকাণ্ডকায় গজ ও কচ্ছপ লাভ করিয়াছিলাম। এই দিকে চক্রধনু নামে মহর্ষি সূর্য্য হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; যিনি সগরবংশ ধ্বংসকারী কপিল দেব বলিয়া লোকে বিখ্যাত হইয়াছেন। এই দিকে বেদপারগ শিবা-নাম্নী সিদ্ধা ব্রাহ্মণী সকল বেদ অধ্যয়ন করিয়া অক্ষয় মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই স্থানে নাগরাজ বাসুকি, তক্ষক ও ঐরাবত নাগকর্ত্তৃক পরিরক্ষিতা ভোগবতী পুরী বিরাজমানা রহিয়াছে। মৃত্যুকালে লোকে এই দিকে মহাঘোর অন্ধকার প্রাপ্ত হয়[১৬-২০]। স্বয়ং ভানু বা কৃশানু ও ঐ অন্ধকার ভেদ করিতে পারেন না! হে গালব! তুমি সেবনীয় হইলেও এই পথ তোমার গমনীয় হইবে; সংপ্রতি যদি গমন করা কর্ত্তব্য হয়, তবে আমারে বল, না হয় অপর পশ্চিম দিকের কথা শ্রবণ কর।

গালব-চরিতে নবাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১০৯॥

—

দশাধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সুপর্ণ কহিলেন, হে দ্বিজসত্তম! এই দিক্‌টি সলিলা-ধিরাজ বরুণ-দেবের অতীব প্রীতিকরী; যেহেতু এই স্থানেই তাঁহার উৎপত্তি এবং প্রতিষ্ঠা। এই দিকে অংশুমালী দিবাকর দিবসের পশ্চিম অর্থাৎ চরম সময়ে অবস্থিতি এবং স্বকীয় কিরণরাজি বিসর্জ্জন করেন, এই নিমিত্তই ইহা পশ্চিম নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে[১-২]। এই দিকে ভগবান্ কশ্যপ ঋষি সলিল সকল রক্ষা করিবার নিমিত্ত বরুণকে জলজন্তুগণের রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন[৩]। তিমি-রাপহারী শশধর এই স্থানে বরুণদেবের ছয় রস পান করিয়া শুক্লপক্ষের প্রথমে পুনরায় তরুণ মুর্ত্তিতে উদিত হন[৪]। হে দ্বিজ! এই দিকে দৈত্যগণ বিমুখীকৃত, প্রচণ্ড বায়ুবেগে পীড়িত ও নি-বদ্ধ হইয়া ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে মৃত্যু-শয্যায় শয়ান হইয়াছিল[৫]। যাহা হইতে পশ্চিম সন্ধ্যার উৎপত্তি হয়, সেই অস্তগিরি এই স্থানে প্রণয়ভাজন সূর্য্যদেবকে প্রতি দিন প্রতিগ্রহ করে[৬]। দিবাবসানে এই স্থান হইতেই রাত্রি ও নিদ্রা বি-নির্গতা হইয়া যেন অর্দ্ধভাগ জীবলোকের আয়ু হরণ করিবার নি-মিত্ত প্রাদুর্ভূত হয়[৭]। দেবরাজ পুরন্দর গর্ভবতী দিতি দেবীকে এই স্থানে প্রসুপ্তা অবলোকন করিয়া ঈর্ষাহেতুক তাঁহার সেই গর্ভকে একোন পঞ্চাশৎ খণ্ডে ছিন্ন করিয়াছিলেন এবং তাহাতেই মরু-দ্গণের জন্ম হইয়াছিল[৮]। এই দিকে শৈলাধিরাজ হিমালয়ের বিপুল মুল সাগর বিলীন মন্দরাভিমুখে নিরন্তর গমন করিতেছে; সহস্র বৎসর পরিভ্রমণ করিলেও ইহার চরম-সীমা প্রাপ্ত হওয়া যায় না[৯]। গো-মাতা সুরভি এই দিকে কাঞ্চন শৈল ও কাঞ্চন কমল-যুক্ত সাগর-সদৃশ বিস্তীর্ণ সরোবর তীর প্রাপ্ত হইয়া ক্ষীর ক্ষরণ করেন[১০]। চন্দ্র সুর্য্যের হিংসাভিলাষী সূর্য্য-কল্প রাহুদে-

ত্যের মস্তক-শূন্য ছিন্ন-দেহ অত্রত্য সমুদ্র-মধ্যে প্রতি নিয়ত দৃষ্টি-গোচর হইয়া থাকে[১১]। অদৃশ্য ও অপ্রমেয়-তেজঃপুঞ্জ হরিতরোমা অর্থাৎ চির-যৌবন-সম্পন্ন সুবর্ণশিরা নামক মুনিবর এই দিকে যে বেদ গান করেন, তাহার বিপুলতর ধ্বনিও নিরন্তর শ্রুতিগোচর হয়[১২]। এইদিকে হরিমেধা মুনির কন্যা ধ্বজবতী সূর্য্যের "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" এইরূপ শাসনক্রমে আকাশমার্গে অবস্থিতা ছিলেন[১৩]। হে গালব! এই দিকে বায়ু, বহ্নি, জল ও আকাশ দৈনিক ও নৈশিক দুঃখদ স্পর্শ গুণ পরিত্যাগ করেন[১৪]। প্রভাকরের গতি এই দিক্ পর্য্যন্তই বক্রভাবে আবর্ত্তিতা হয় এবং এই দিকেই সমস্ত জ্যোতিঃপুঞ্জ আদিত্যমণ্ডলে প্রবেশ করে[১৫]। দ্বাদশ রাশিভুক্ত সপ্তবিংশতি নক্ষত্র ও অভিজিৎ, ইহারা এক এক করিয়া অষ্টাবিংশতি রাত্রি সূর্য্যের সহিত সংক্রম করিয়া, চন্দ্রের সহিত সংযোগ হইলে পর, পুনরায় চন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গেই সূর্য্যমণ্ডল হইতে ক্রমে বিনির্গত হয়[১৬]। যদ্দ্বারা সাগর-সকলের উদ্ভব হইয়া থাকে, সেই নদী সমুদায়ের উৎপত্তি স্থান এই পশ্চিমদিগ্ভাগে নিত্যকাল বিরাজ করিতেছে। ত্রিভুবনের যাবতীয় বারিরাশি অত্রত্য বরুণালয়ে অবস্থিত রহিয়াছে[১৭]। এই দিকে পন্নগরাজ অনন্তের বাস স্থান। অনাদিনিধন বিষ্ণুদেবের ইহাই অনুত্তম নিবেশন[১৮]। অনল-সখা সমীরণ এবং মরীচ-নন্দন মহর্ষি কশ্যপেরও এই দিকে আবাস ভূমি[১৯]। হে গালব! দিগ্বর্ণন-প্রসঙ্গে পশ্চিম-মার্গের এই বৃত্তান্ত তোমার নিকটে সংক্ষেপে পরিকীর্ত্তিত হইল। হে দ্বিজসত্তম! এক্ষণে তোমার কি মতি হয়? কোন্ দিকে গমন করিব বল[২০]।

গালব-চরিতে দশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১০ ॥

একাদশাধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সুপর্ণ কহিলেন, হে দ্বিজ। এই দিকে লোকে পাপ হইতে উত্তীর্ণ এবং মুক্তি-পদার্থ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এই উত্তারণ শক্তি-প্রযুক্তই ইহার উত্তর দিক্ নাম হইয়াছে[১]। হে গালব! এই উত্তর দিগ্ভাগস্থ সেবনীয় নিধি-সকলের পথ প্রতিষ্ঠিত আছে; পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে ব্যাপ্ত হইলে মধ্যম বলিয়া স্মৃত হয়[২]। হে দ্বিজ শ্রেষ্ঠ। এই বরিষ্ঠদিগ্ভাগে কুৎসিত দর্শন, অজিতচিত্ত অথবা অ-ধার্ম্মিক লোকেরা কদাপি বসতি করে না[৩]। অত্রত্য বদরিকা-শ্রম পদে নারায়ণ কৃষ্ণ, নরোত্তম জিষ্ণু এবং সনাতন ব্রহ্মা বিরাজমান আছেন[৪]। এই দিকে যুগান্ত কালীন অগ্নির ন্যায় প্রভা সম্পন্ন মহেশ্বর প্রকৃতির সহিত হিমালয়ের পশ্চাদ্ভাগে প্র-তিনিয়ত বাস করিতেছেন[৫]। তিনি মায়া সমন্বিত হইলেও শুদ্ধ নর ও নারায়ণ ব্যতিরেকে কি মুনিগণ, কি বাসব-সহ অমর-বৃন্দ, কি গন্ধর্ব্ব যক্ষ অথবা সিদ্ধবর্গ, কেহই তাঁহার দর্শন পান না[৬]। এই দিকে সহস্র-শিরা, সহস্রাক্ষ, সহস্র-চরণ, একমাত্র অব্যয় পুরুষ শ্রীমান্ বিষ্ণুদেব এই মায়াময় সমুদায় জগৎ অবলোকন করিতে-ছেন[৭]। হে ব্রহ্মজ্ঞ-প্রবর! দ্বিজরাজ চন্দ্রমা এই দিকেই বিপ্ররাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন এবং মহাদেব গগণ-বিচ্যুতা সুরতরঙ্গি-ণীকে গ্রহণ করিয়া মনুষ্য লোকে প্রদান করিয়াছিলেন। এই-দিকে দেবী পার্ব্বতী মহেশ্বরকে লাভ করিবার নিমিত্ত তপস্যা করিয়াছিলেন[৮-৯]। এক সময়ে এইদিকে গিরিরাজ, উমা, কন্দর্প ও হর-কোপানল অতীব শোভমান হইয়াছিল। হে গালব! ধন-পতি কুবের অত্রত্য কৈলাস-শিখরে রাক্ষস, যক্ষ ও গন্ধর্ব্বগণের আধিপত্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। হে দ্বিজর্ষভ! চৈত্ররথ-নামে তদীয় মনোহর উদ্যান, বৈখানস মুনিগণের আশ্রম, মন্দা-

কিনী ও সুন্দর, এই দিকে নিত্য-প্রতিষ্ঠিত আছে। এইদিকে রাক্ষসগণ সৌগন্ধিক বন রক্ষা করিতেছে[১০-১২]। এইদিকে নবতৃণ-ভূষিষ্ঠ প্রদেশ, কদলী-কানন, কল্পতরু বৃক্ষ সকল এবং নিত্য-সংযমশালী স্বেচ্ছাবিহারী সিদ্ধগণের অভিলাষ-ভোগ্য বিমান-সমস্তও অনুপম রমণীয়তা সম্পাদন করিতেছে। সুপ্রসিদ্ধ বশিষ্ঠ প্রভৃতি সপ্তর্ষিমণ্ডল ও দেবী অরুন্ধতী এই দিকে অবস্থান করিতেছেন[১৩-১৪]। স্বাতি নক্ষত্রেরও এই স্থানে অবস্থিতি ও উদয়। লোকগুরু পিতামহ যজ্ঞের সন্নিহিত হইয়া এই স্থানে প্রতিনিয়ত অবস্থান করেন[১৫]। চন্দ্র, সূর্য্য ও গ্রহনক্ষত্রগণ এই দিক্ হইতে নিত্য নিত্য পরিভ্রমণ করিতেছেন। হে দ্বিজসত্তম! এই-দিকে সত্যবাদি মহাত্মা মুনিগণ ইতস্তত পরিভ্রমণ করত গঙ্গাদ্বার রক্ষা করিতেছেন। তাঁহাদিগের মূর্ত্তি আকৃতি ও তপস্যা গমনাগমন, পরিবেশন, পাত্র ও কামভোগ সকল অবগত হওয়া যায় না; কোন মনুষ্য তাঁহাদিগের পরিরক্ষিত ঐ গঙ্গা-দ্বার অতিক্রম করিয়া যেখানে যেখানে প্রবেশ করে, সেই থানেই হিমদ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অব্যয় নারায়ণ দেব ও নরোত্তম জিষ্ণু ব্যতিরেকে আর কোন ব্যক্তিই কস্মিন্ কালে তথায় গমন করিতে সমর্থ হয় নাই। হে গালব! এই দিকে ধনেশ্বর কুবেরের অধিকৃত উত্তুঙ্গ কৈলাশ-শৃঙ্গ বিরাজমান রহিয়াছে[১৬-২০]। এই দিকে বিদ্যুৎপ্রভা-নাম্নী দশ জন অপ্সরা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল বামনাবতার কালে ভগবান্ বিষ্ণু যখন পাদত্রয়ে ত্রিলোক আক্রমণ করিয়াছিলেন, তখন এই উত্তর দিকে এক পদ সন্নিবেশিত করায় এখানে বিষ্ণুপদ-নামে এক অনুত্তম তীর্থের সৃষ্টি হইয়াছে। হে দ্বিজোত্তম! মরুত্ত-নামা কোন নরপতি এই উত্তর দিগ্ভাগে, যে স্থলে জাম্বুনদ নামক সুবর্ণ-সরোবর আছে, তথায় উশীর-

বীজাখ্য প্রদেশে একটি অসাধারণ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এই স্থানে জীমূতনামা মহাত্মা বিপ্রর্ষি'র সমক্ষে হিমালয়ের সুবিমল বিশুদ্ধ সুবর্ণখনি প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই মহর্ষি ঐ সমস্ত ধনরাশি ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করিয়া নিজ নামে প্রথিত করিবার নিমিত্তে তাঁহাদিগের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলেন; তাহাতে সেই ধন জৈমূত ধন বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। হে গালব! দিক্‌পালগণ এই স্থানে প্রতিদিন প্রভাত ও সায়ংকালে সমুপস্থিত হইয়া "কাহার কি কার্য্য আছে বল" উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এই উত্তর দিক্‌টি উক্তরূপ ও অন্যান্য বহুতর গুণে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। সর্ব্ব বিষয়েই সকলের উত্তর অর্থাৎ প্রধান বলিয়া ইহা উত্তর নামে বিখ্যাত। হে ভ্রাতঃ! চতুর্দ্দিকের এই বিস্তারিত বৃত্তান্ত তোমার নিকটে যথা-ক্রমে বর্ণন করিলাম; এক্ষণে কোন দিকে গমন করিতে ইচ্ছা হয় বল। তোমাকে সমস্ত দিক্ ও অখিল-ভূমণ্ডল দর্শন করাইবার নিমিত্ত আমি অতিশয় উদ্‌যুক্ত হইয়াছি, অতএব আমার পৃষ্ঠদেশে সত্বর আরোহণ কর[২১-২৮]।

গালব-চরিতে একাদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১১ ॥

দ্বাদশাধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

গালব কহিলেন, হে গরুত্মন্! হে বিনতানন্দ-বর্দ্ধন! হে ভুজঙ্গেন্দ্র-শত্রো সুপর্ণ! যেদিকে ধর্ম্মের চক্ষু দ্বয় স্বরূপ চন্দ্র ও অগ্নি আছেন; সেই পূর্ব্ব দিকে আমাকে লইয়া চল[১]। তুমি সর্ব্বাগ্রে যাহার উল্লেখ করিলে এবং 'এই স্থানে দেবতারা সন্নিহিত আছেন' বলিয়া যাহার গুণানুকীর্ত্তন করিলে, সেই দিকে গমন

কর[২]। সেস্থানে সত্য ও ধর্ম্মের যে সম্যক্ অবস্থিতি আছে, ইহা তুমি স্পষ্টই ব্যক্ত করিয়াছ এবং সমস্ত দেবগণের সহিত মিলিত হইতে আমারও ইচ্ছা হইতেছে; অতএব হে অরুণানুজ! আমার এই অমর-বৃন্দ সন্দর্শনের অভিলাষটি পরিপূর্ণ কর[৩]।

নারদ কহিলেন, বিনতা-নন্দন সেই ব্রাহ্মণকে 'আমার পৃষ্ঠে আরোহণ কর' এই কথা বলিলে গালব তৎক্ষণমাত্র তাঁহার পৃষ্ঠ-দেশে আরূঢ় হইলেন[৪] এবং গমন করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, হে পন্নগাশন! পূর্ব্বাহ্ণে সহস্র-করধারী প্রভাকরের যেরূপ-রূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে, এই প্রস্থান সময়ে তোমারও সেইরূপ রূপ দৃষ্ট হইতেছে[৫]। হে বিহঙ্গরাজ! তোমার গমনের এতাদৃশ অদ্ভুত বেগ লক্ষিত হইতেছে, যে বোধ হইতেছে, প্রবলতর পক্ষসম্পাত বাতে প্রেরিত হইয়া অনুগামী বৃক্ষ-সকলও যেন আমাদিগের সঙ্গে সঙ্গে সমান-রূপে গমন করিতেছে[৬]। হে খেচর! কেবল বৃক্ষ সকলই কেন, সাগরের সমগ্র সলিলরাশি ও শৈল-বন-মহা-বন-সম্বলিতা অখিল বসুন্ধরাকে তুমি যেন পক্ষবাতে আকর্ষণ করিয়া গমন করিতেছ[৭]। নিরন্তর পক্ষবায়ু-সঞ্চালনে মীননাগাদি-সঙ্কুল জল-রাশি যেন আকাশে পরিচালিত হইতেছে[৮]। তুল্যরূপ আনন-বিশিষ্ট বহুতর মৎস্য, তিমি ও তিমিঙ্গিল এবং মনুষ্যের ন্যায় মুখ বিশিষ্ট সর্প-সমূহ যেন উন্মথিতের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে[৯]। হে বিহঙ্গপতে! মহার্ণবের ভীষণ শব্দে আমার শ্রোত্র-দ্বয় বধির হইয়াছে; আমি কিছুই দর্শন বা শ্রবণ করিতে সমর্থ হইতেছি না এবং আপনার প্রয়োজন বিস্মৃত হইয়াছি[১০]। অতএব হে ভ্রাতঃ! ব্রহ্মহত্যা না হয় এরূপ মনে করিয়া কিঞ্চিৎ মন্দভাবে গমন কর। তোমাকে অধিক কি বলিব, সূর্য্য, দিক্ বা গগণমণ্ডল অবলোকন করা আমার সুদূরপরাহত হইয়াছে[১১]

সর্ব্বত্রই কেবল অন্ধকার ময় অবলোকন করিতেছি; এমন কি, তোমার এই শরীরও আমার দৃষ্টিগোচর হইতেছে না; কেবল উৎকৃষ্টজাতীয় মণি-দ্বয়ের ন্যায় তোমার নয়ন-যুগল মাত্র নিরীক্ষণ করিতেছি[২]। তোমার শরীরের কথাও দূরে থাকুক, আমি আত্ম দেহই অবলোকন করিতে পারিতেছি না। আমার শরীর হইতে অগ্নি উত্থিত হইতেছে, পদে পদে কেবল ইহাই নিরীক্ষণ করিতেছি[৩]। অতএব হে বিনতা নন্দন! অবিলম্বে আপন নয়ন-যুগল সম্বরণ-পূর্ব্বক আমার এই অগ্নির নির্ব্বাপণ কর। গমনের এতাদৃশ মহাবেগ নিরুদ্ধ করিয়া আমার নিষ্কৃতি বিধান কর[৪]! হে পন্নগাশন। আমার গমনে আর কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, হে মহাভাগ। তুমি সত্বর নিবৃত্ত হও; তোমার এ বেগ আর কোন ক্রমে সহ্য করা যায় না[৫]। আমি নিশাকর সদৃশ শুভ্রকান্তি-যুক্ত এক দিকে শ্যামকর্ণ-বিশিষ্ট অষ্ট শত অশ্ব প্রদান করিব বলিয়া গুরুর নিকটে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম[৬], তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইবার আর পথ দেখিতে পাই না, কেবল জীবন পরিত্যাগ করাই তাহার একমাত্র উপায় দৃষ্ট হইতেছে[৭], যেহেতু আমার কিছুমাত্র ধনও নাই এবং কোন ধনবান্ বন্ধুও নাই; আর বিপুল অর্থ দ্বারাও প্রতিজ্ঞা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া দুঃসাধ্য[৮]।

নারদ কহিলেন, বিনতানন্দন গরুড়, গালবের এই রূপ বহুতর কাতরোক্তি শ্রবণেও গমনে ক্ষান্ত না হইয়া, সহাস্যবদনে তাঁহারে প্রত্যুত্তর করিলেন[৯], বিপ্রর্ষে! তুমি যখন আত্ম বিসর্জ্জনের অভিলাষ করিতেছ, তখন তোমাকে বুদ্ধিমান্ বলিয়া বোধ হইতেছে না, কেন না মৃত্যু কখন স্বেচ্ছাক্রমে সম্পাদিত হইবার নহে, মৃত্যু সাক্ষাৎ পরমেশ্বর[১০]। তুমি যদি এতাদৃশ কাতরই হইবে,

তবে পূর্ব্বে আমাকে নিষেধ করিলে না কেন? যাহা হউক, তোমার প্রয়োজন-সিদ্ধি হইবার একটি মহান্ উপায় আছে[২১] অতএব এই সাগর-সমীপস্থিত ঋষভ-নাম পর্ব্বতে বিশ্রাম ও ভোজন ক্রিয়াসম্পাদন করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইব[২২]।

গালব-চরিতে দ্বাদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১২ ॥

ত্রয়োদশাধিকশততম অধ্যায় প্রারম্ভ

নারদ কহিলেন, তদনন্তর বিপ্র ও বিহঙ্গরাজ উভয়ে ঋষভ-শৈল-শিখরে নিপতিত হইয়া তপোঽনুষ্ঠান পরায়ণা শাণ্ডিলী-নাম্নী এক ব্রাহ্মণীরে অবলোকন করিলেন[১]। দেখিবা মাত্র সুপর্ণ তাঁহাকে অভিবাদন এবং গালব যথোচিত পূজা করিলে তিনিও তাঁহাদিগকে স্বাগত বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া অতিথি-সৎকার-সমুচিত আসনাদি প্রদান করিলেন[২]। এইরূপে সৎকৃত হইয়া অতিথি-দ্বয় বিস্টরাসনে উপবিষ্ট হইলে, শাণ্ডিলী তাঁহাদিগকে বলি মন্ত্র-পূত সিদ্ধান্ন দানকরিলেন। তাঁহারা সেই অন্ন ভক্ষণ পূর্ব্বক উভয়েই পরিতৃপ্ত হইয়া মোহিতের ন্যায় ভূতলে নিদ্রিত হইলেন[৩]। অনন্তর গমনেচ্ছায় সুপর্ণ মুহূর্ত্ত কাল মধ্যে প্রতিবোধিত হইয়া দেখিলেন, তাঁহার পক্ষ দ্বয় স্খলিত হইয়াছে[৪] এবং পদ মুখে সংলগ্ন হওয়ায় তিনি যেন মাংসপিণ্ডের ন্যায় হইয়া রহিয়াছেন। গালব তাঁহাকে তদবস্থ নিরীক্ষণ করত অতিশয় বিষণ্ণ হইয়া জিজ্ঞাসাকরিলেন[৫], তুমি কি এইস্থানে আগমন করিয়া এই ফল প্রাপ্ত হইলে? এ ভাবে আমাদিগকে কত কাল যে এস্থানে বাস করিতে হইবে, বলা যায় না[৬]। তুমি কি মনোমধ্যে কোন ধর্ম্ম-দূষণ অশুভ বিষয়ের চিন্তা করিয়াছ? তোমার অবশ্যই কোন গুরুতর ধর্ম্মাতিক্রম হইয়া থাকিবে, সন্দেহ নাই[৭]।

গালিবের এই কথায় সুপর্ণ উত্তর করিলেন, বিপ্র! আমি এই সিদ্ধা ব্রাহ্মণীকে প্রজাপতি সন্নিধানে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম[৮]। আমার বাসনা হইয়াছিল যে, এই ব্রাহ্মণী ভগবান্ মহাদেব, সনাতন বিষ্ণু, ধর্ম্ম ও যজ্ঞের সন্নিধানে বাস করেন[৯]। যাহা হউক, সম্প্রতি প্রিয়-কামনায় প্রণত হইয়া ভগবতীর নিকটে এই প্রার্থনা করি।—হে মহাভাগে! আমি অজ্ঞান-বশত আপনকার এ স্থানে বসতি করা অনুচিত বিবেচনা করিয়া কিঞ্চিৎ শোক প্রবণ মানসে ভবদীয় বহুমান-প্রযুক্তই এই যে অনভিমত বিষয়ের চিন্তা করিয়াছিলাম, তাহা সুকৃতই হউক, আর দুষ্কৃতই হউক, আপনি নিজ মাহাত্ম্য-গুণে ক্ষমা করুন[১০-১১]।

এইরূপ অনুনয়-বাক্য শ্রবণে শাণ্ডিলী, বিহঙ্গেশ্বর ও দ্বিজবর উভয়ের প্রতিই প্রীতা হইয়া, গরুড়কে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সুপর্ণ! তোমার ভয় করিতে হইবে না; তুমি শোভন-পক্ষযুক্ত হইলে, অতএব শঙ্কা পরিত্যাগ কর[১২]। হে বৎস! আমি নিন্দা সহ্য করিতে পারি না; তুমি আমায় নিন্দা করিয়া এই দুর্দ্দশা গ্রস্ত হইয়া ছিলে। যে পাপাত্মা আমাকে নিন্দা করে, সে পুণ্যলোক হইতে নিঃসন্দেহ পরিভ্রষ্ট হয়[১৩]। আমি সমুদায় অশুভ লক্ষণ বিহীন, অনিন্দিত ও সদাচার সম্পন্ন হইয়াই এতাদৃশী অনুত্তমা সিদ্ধি লাভ করিয়াছি[১৪] সদাচার-বৃক্ষে ধর্ম্ম ও ধন উভয় ফলই ফলিত হইয়া থাকে। পরিশুদ্ধ আচার-হেতুক লোক নিশ্চয়ই লক্ষ্মী লাভ করিতে পারে। অধিক আর কি বলিব, সদাচার সকল অলক্ষণই নষ্ট করে[১৫]। অতএব হে আয়ুষ্মন্ বিহঙ্গরাজ! সম্প্রতি যথা ইচ্ছা গমন কর। স্ত্রীলোক বস্তুত নিন্দনীয় হইলেও কখন তাহার নিন্দা করিও না[১৬] আমার প্রসাদে তুমি পূর্ব্বের ন্যায় বলবীর্য্য-সম্পন্ন হইবে।

শাণ্ডিলী এই বাক্য বলিবামাত্র পক্ষিরাজের পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলযুক্ত পক্ষ-যুগল উদ্গত হইল[১৭]। অনন্তর শাণ্ডিলীর আজ্ঞাক্রমে গরুড় তথা হইতে প্রস্থান করিলেন, পরন্তু গালবের প্রার্থনানুরূপ তুরঙ্গম সমস্ত প্রাপ্ত হইলেন না[১৮]। বাগ্মিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র পথি-মধ্যে গালবকে সন্দর্শন করিয়া সুপর্ণ সন্নিধানে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন[১৯], বিপ্র। তুমি আমাকে যে অর্থ প্রদান করিবে বলিয়া স্বয়ং অঙ্গীকার করিয়াছিলে, আমার বিবেচনায় তৎপ্রদানের সময় উপস্থিত হইয়াছে, এক্ষণে তোমার বিবেচনায় কি হয় বলিতে পারি না[২০]। আমি এতাবৎকাল প্রতীক্ষা করিয়া আছি, আরও কিছু কাল করিব, সম্প্রতি যাহাতে তাহা সুসিদ্ধ হয়, তাহার পথ দেখ[২১]।

তখন সুপর্ণ নিতান্ত দীনভাবাপন্ন একান্ত দুঃখিত গালবকে কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ গালব! বিশ্বামিত্র তোমাকে পূর্ব্বে যে কথা কহিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে আমার প্রত্যক্ষগোচর হইল; অতএব এস, ইহার একটা পরামর্শ করি; গুরুর প্রার্থিত সমস্ত অর্থ প্রদান না করিয়া তোমার আর উপবেশন করিবারও সাধ্য নাই[২২ ২৩]।

গালব-চরিতে ত্রয়োদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৩ ॥

চতুর্দ্দশাধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

নারদ কহিলেন, বিহঙ্গরাজ সুপর্ণ দীনভাবাপন্ন গালবকে কহিতে লাগিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! ভূমির অন্তর্গত পাংশু সকল বায়ু দ্বারা পরিশোধিত হইয়া সুবর্ণাদির ধাতুর রূপ ধারণ করে বলিয়া সমুদায় জগৎ হিরণ্য প্রধান এবং লোক সুবর্ণাদি হিরণ্য নামে

বিখ্যাত হইয়াছে ঐ হিরণ্য সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড পোষণ ও সকলের জীবন ধারণ করে বলিয়া উহার নাম ধন। অতএব লোক-যাত্রা নির্ব্বাহের হেতুভূত সেই ধন ত্রিলোক-মধ্যে চিরকাল অবস্থিত আছে[১-২]। পূর্ব্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র-যুক্ত শুক্র বাসরে অগ্নি চিত্ত সমুপার্জ্জিত ধন ধনপতির বৃদ্ধি নিমিত্তে মনুষ্যদিগকে নিত্যকাল প্রদান করিয়া থাকেন[৩]। পূর্ব্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অজৈকপাদ ও অহিব্রধ্ন এবং ধনপতি কুবের সেই ধন রক্ষা করিয়া থাকেন; সুতরাং দুষ্প্রাপ্য ধন প্রাপ্ত হওয়া নিতান্তই দুঃসাধ্য, পরন্তু ধন ব্যতীত তোমার অশ্ব প্রাপ্তিরও উপায়ান্তর নাই[৪]। অতএব যে ভূপতি স্বীয় প্রজাগণকে পীড়ন না করিয়া আমাদিগকে অর্থ প্রদান করিতে পারেন; রাজর্ষি-বংশ সম্ভূত এরূপ কোন্ বদান্য ভূপতির সমীপে গমন করিয়া তুমি অর্থ যাচ্ঞা কর[৫]। সোমবংশ-জাত এক জন নরপতি আমার সখা আছে[৬]। তিনি নহুষের পুত্র সত্য-বিক্রম রাজর্ষি; তাঁহার নাম যযাতি। সাক্ষাৎ ধনেশ্বরের ন্যায় তাঁহার ঐশ্বর্য্যের সীমা পরিসীমা নাই। আমি অনুরোধ করিলে এবং তুমি স্বয়ং প্রার্থনা করিলে তিনি অবশ্যই তোমার প্রার্থনানুরূপ অর্থ প্রদান করিবেন। হে বিদ্বন্! তাহা দান করিয়াই তুমি গুরুর ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে[৭ ৮]।

গরুড় ওগালব পরস্পর এইরূপ কথোপকথন এবং যেরূপ করা কর্ত্তব্য তাহার পরিচিন্তন করত উভয়েই, প্রতিষ্ঠানে অবস্থিত যযাতি নরপতির নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন[৯]। যযাতি তাঁহাদিগকে সমাগত অবলোকন করিয়া উৎকৃষ্টতর পাদ্য অর্ঘ্য-প্রভৃতি অতিথিসৎকার প্রদান-পূর্ব্বক আগমনের হেতু জিজ্ঞাসা করিলে সুপর্ণ তদীয় সৎকার প্রতিগ্রহানন্তর উত্তর করিলেন[১০]।

হে নহুষ নন্দন! এই তপোনিধি আমার প্রিয়সখা; ইঁহার নাম গালব। দশ সহস্র বর্ষ কাল ইনি বিশ্বামিত্রের শিষ্য ছিলেন[১১]। সেই মহাতপা মহর্ষি যৎকালে ইঁহাকে গৃহে গমন করিতে অনুজ্ঞা করিলেন, তখন গুরুর উপকার করণেচ্ছায় ইনি তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, "ভগবন্! আপনকার অনুমতি হইলে কিঞ্চিৎ গুরু-দক্ষিণা প্রদান করি[১২]। ইঁহার বিভব যে অতি অল্প, তাহা বিশ্বামিত্র বিশেষ রূপে অবগতছিলেন, সুতরাং তিনি পুনঃপুন এইরূপ উক্ত হওয়ায় কিঞ্চিৎ রোষ-পরবশ হইয়া কহিলেন[১৩], "আমাকে জাতিগত দোষ-শূন্য, চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, এক দিকে শ্যামকর্ণ অষ্ট শত অশ্ব প্রদান কর[১৪]। হে গালব! যদি গুরুদক্ষিণা প্রদান করিতে অভিলাষ হয়, তবে এই অর্থ প্রদানকর'।

তপোধন বিশ্বামিত্র ক্রোধভরে এইরূপ আজ্ঞা করিলে, এই দ্বিজশ্রেষ্ঠ মহাশোকে অনুতাপ করিতে লাগিলেন; তাহার প্রতিকারে সর্ব্বথা অশক্ত হওয়ায় এক্ষণে তোমার শরণাগত হইয়াছেন[১৫-১৬]। হে নরব্যাঘ্র! ইঁহার অভিলাষ এই যে, তোমার নিকটে ভিক্ষা প্রতিগ্রহ করিয়া গুরুদক্ষিণা প্রদান-পূর্ব্বক গত-ব্যথ ও নিশ্চিন্ত হইয়া মহতী তপস্যার অনুষ্ঠান করিবেন[১৭]। হে নরেশ্বর! তুমি রাজর্ষি-সমুচিত স্বকীয় তপস্যা-দ্বারা পরিপূর্ণ থাকিলেও গালব তোমাকে নিজ তপস্যায় অংশভাগী করত সমধিক পূর্ণ করিবেন[১৮]। শ্রুত আছে, অশ্বের শরীরে যতগুলি লোম থাকে, অশ্ব-প্রদায়ী মনুষ্যেরা তাবৎ সংখ্যকপূর্ণ লোক প্রাপ্ত হন[১৯]। হে মহীপতে! ইনিও প্রতিগ্রহের যথার্থ পাত্র এবং তুমিও দান করিবার উপযুক্ত পাত্র; অতএব তোমার এই দান, শঙ্খার্পিত ক্ষীর-সারের উপমা লাভ করুক[২০]।

গালব-চরিতে চতুর্দ্দশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১১৪ ॥

পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

নারদ কহিলেন, যজ্ঞ-সহস্রের যজনকর্ত্তা, অসাধারণ দান শক্তি সম্পন্ন, সর্ব্ব প্রকার প্রতিভা-সমন্বিত পার্থিবগণের অগ্রগণ্য মহারাজ যযাতি, সুপর্ণের ঐ অনুত্তম সত্যবাক্য শ্রবণে অবহিতমনে বহুক্ষণ চিন্তা ও পুনঃপুন অবধারণ করিয়া, বিশেষত প্রিয় সখা গরুড় ও দ্বিজশ্রেষ্ঠ গালবের সন্দর্শনে এবং তদীয় তপস্যার নিদর্শন ও শ্লাঘনীয় ভিক্ষার বিবরণ শ্রবণে 'আদিত্যকুল-সম্ভূত অন্যান্য ভূপতিগণকে অতিক্রম করিয়া ইহাঁরা যে আমারই নিকটে আগমন করিয়াছেন, এ আমার অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নহে' এইরূপ বিবেচনা করিয়া উত্তর করিলেন[১-৪], হে বিহঙ্গপতে; অদ্য আমার জন্ম সফল হইল; হে অনঘ! তুমি আমার এই কুল ও দেশকে অদ্য পবিত্র করিলে[৫]। হে সখে! সম্প্রতি আমি এই একটি কথা তোমাকে বলিতে অভিলাষ করিতেছি, তুমি পূর্ব্বে আমাকে যেরূপ ধনবান্ বলিয়া জানিতে, এক্ষণে আর সে ভাব নাই; আমার ধন-সঞ্চয়ের ক্ষয় হইয়াছে[৬]; তথাপি আমি তোমার আগমন নিরর্থক করিতে পারি না; বিশেষত এই বিপ্রর্ষির আশা বিফলা করিতে আমার কোন ক্রমেই উৎসাহ হয় না[৭]! অতএব যাহাতে ইহাঁর এই কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহা আমি অবশ্যই প্রদান করিব। বিবেচনা করিয়া দেখ, অতিথি ব্রাহ্মণ প্রার্থনা করিয়া যদি হতাশ হইয়া নিবৃত্ত হন, তবে নিশ্চয়ই কুলদহন করেন[৮]। হে বিনতা নন্দন! কোন ব্যক্তি "দেহি" এই বলিয়া চাক্রা করিলে তাহার আশা নাশ করিবার নিমিত্ত "নাস্তি" এই যে কথা বলা ইহার অপেক্ষা পাপিষ্ঠ কর্ম্ম আর কিছুই নাই[৯]। সেই হতপ্রার্থিত নিরুপায় যাচক অকৃতার্থ ও হতাশ হইয়া হিত করণে পরাঙ্মুখ যাচ্য ব্যক্তির পুত্র পৌত্রাদি সকলই বিনষ্ট

করেন[১০]। অতএব হে গালব! আপনি চারি বংশের স্থাপনকর্ত্রী, সর্ব্ব-ধর্ম্মোপচারিণী দেবকন্যা-সদৃশী আমার এই বালা দুহিতাকে প্রতিগ্রহ করুন। ইহার অসাধারণ রূপ হেতুক দেব, মনুষ্য ও অসুরেরা সর্ব্বদাই ইহাকে প্রার্থনা করিয়া থাকেন[১১-১২]। অষ্ট শত শ্যামবর্ণ অশ্বের কথা কি, ইহার বিবাহ নিমিত্ত রাজারা রাজ্য পর্য্যন্তও পণ প্রদান করিবেন, সন্দেহ নাই[১৩]। অতএব হে প্রভো! আপনি আমার এই মাধবী-নাম্নী কন্যাকে প্রতিগ্রহ করুন। আমি দৌহিত্রবান্ হই, এই মাত্র আমার কামনা[১৪]।

তখন তপোনিধি গালব তদীয় দুহিতাকে গ্রহণ করিয়া "পুনরায় সাক্ষাৎ করিব" যযাতিকে এই বলিয়া পক্ষি-রাজ ও কন্যার সহিত প্রস্থান করিলেন[১৫]। সুপর্ণও "এখন ত তোমার এই অশ্ব লাভের উপায় উপলব্ধ হইল" এই কথা বলিয়া গালবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক স্ব ভবনে গমন করিলেন[১৬]। খগরাজ স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন তপোধন গালব কন্যার সহিত চিন্তা করত অশেষ রাজন্যগণ-মধ্যে দানক্ষম কোন নৃপতি সন্নিধানে শুল্কার্থে গমন করিলেন[১৭]। প্রথমত তিনি ইক্ষ্বাকু-বংশোদ্ভব রাজসত্তম হর্য্যশ্বকে মনে মনে প্রাপ্ত হইলেন। হর্য্যশ্ব অযোধ্যার অধিপতি, মহাবীর্য্যসম্পন্ন, চতুরঙ্গ বলান্বিত, ধন ধান্যাদি অর্থবলোপেত, অদ্বিতীয় প্রজাবৎসল এবং বিপ্র প্রিয়; বিশেষত সন্তানার্থী হওয়ায় শান্তি রসাবলম্বন পূর্ব্বক নিরন্তর উত্তম তপো অনুষ্ঠান করিতেছেন[১৮-১৯]। বিপ্রর্ষি গালব তাঁহার সন্নিহিত হইয়া কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! বহুল প্রসবসহকারে কুলবর্দ্ধনশীলা আমার এই সুলক্ষণা কন্যাটিকে শুল্ক দ্বারা ভার্য্যার্থে প্রতিগ্রহ করুন। হে হর্য্যশ্ব! যেরূপ শুল্ক প্রদান করিতে হইবে, তাহা আপনার নিক-

টে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় অবধারণ করুন[২০.২১]।

গালব-চরিতে পঞ্চদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৫ ॥

ষোড়শাধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

নারদ কহিলেন, নৃপোত্তম রাজা হর্য্যশ্ব গালবের উক্ত প্রস্তাব শ্রবণে সন্তান হেতুক দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অভিনিবিষ্ট চিত্তে বহু প্রকার চিন্তা করিয়া বলিলেন[১]। আপনকার এই কন্যাটি বহু সুলক্ষণ-সম্পন্না। শরীরের মধ্যে করপৃষ্ঠ, পাদপৃষ্ঠ, পয়োধর, নিতম্ব, গণ্ড ও নয়নের উন্নতি, এই যে ছয় স্থান উন্নত হওয়া প্রশস্ত, ইনি তত্তৎস্থানে উন্নতা; কেশ, ঊর্দ্ধাধ দন্তাবলি, করাঙ্গুলি ও পাদাঙ্গুলি, এই সপ্ত সূক্ষ্ম স্থলে সূক্ষ্মা; নাভি, বুদ্ধি ও বাক্য, এই তিন গম্ভীর স্থলে গম্ভীরা এবং পাণিতল, অপাঙ্গ, তালু, রসনা ও অধরোষ্ঠ, এই পঞ্চ স্থানে রক্তবর্ণা[২]। নানাবিধ লক্ষণ-দ্বারা বোধ হইতেছে, ইনি বহুতর দেবাসুরগণের দর্শনীয়া, সঙ্গীতাদি গান্ধর্ব্ব-বিদ্যায় নিপুণা ও বহু প্রসবধারিণী হইবেন[৩]; এমন কি, চক্রবর্ত্তী পুত্র উৎপন্ন করিলেও করিতে পারেন; অতএব হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমার বিভব বিবেচনা করিয়া কি শুল্ক গ্রহণ করিবেন বলুন।

গালব উত্তর করিলেন, প্রসিদ্ধ-দেশ-জাত, প্রশস্তদেহ-যুক্ত একদিকে শ্যাম কর্ণ এবং চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণ অষ্ট শত অশ্ব আমারে প্রদান করুন ; তাহা হইলে যেমন অরণীতে হুতাশন সমুৎপন্ন হয়, তদ্রূপ এই আয়তলোচনা শুভাঙ্গী আপনার পুত্রগণের জননী হইবেন[৬]।

নারদ কহিলেন, কামে মোহিত রাজর্ষি হর্য্যশ্ব ঐ বাক্য শ্রবণ

করিয়া দীনভাবে ঋষিসত্তম গালবকে কহিলেন[৭], আমার অন্য প্রকার শত শত ঘোটক আছে বটে, কিন্তু আপনার যাদৃশ প্রার্থনীয়, তদ্রূপ দুই শত মাত্র অশ্ব আমার অশ্বশালায় সন্নিহিত রহিয়াছে[৮]; অতএব হে গালব! আপনার কন্যাতে আমি একটি মাত্র অপত্য উৎপন্ন করিব; আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার এই কামনাটি পূর্ণ করুন[৯]।

হর্য্যশ্বের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই কন্যা গালবকে কহিলেন, কোন ব্রহ্মবাদী ঋষি আমাকে এই একটি বর প্রদান করিয়াছিলেন[১০], যে প্রসবান্তে তুমি কন্যাই থাকিবে; অতএব হে বিপ্র! আপনি হয়োত্তম সমস্ত প্রতিগ্রহ করিয়া নিঃসংশয়ে আমারে রাজ-হস্তে সম্প্রদান করুন[১১]। এইরূপে চারিজন নরপতি হইতে আপনার অষ্ট শত অশ্ব পূর্ণ হইবে এবং আমারও পুত্র-চতুষ্টয় উৎপন্ন হইবে[১২]। হে দ্বিজসত্তম! আপনার এই রূপে গুরুদক্ষিণার আহরণ করাই কর্ত্তব্য হইতেছে, আমার এই পর্য্যন্ত বুদ্ধি এক্ষণে আপনার যেরূপ ইচ্ছা[১৩]।

কন্যার এইরূপ বাক্যে তখন গালবমুনি পৃথিবীপাল হর্য্যশ্বকে এই কথা বলিলেন[১৪], হে নরশ্রেষ্ঠ হর্য্যশ্ব! আমার প্রার্থিত শুল্কের চতুর্থভাগ প্রদানদ্বারা আপনি এই কন্যাকে প্রতিগ্রহ করিয়া একটি পুত্র উৎপন্ন করুন[১৫]।

এইরূপ অনুজ্ঞাত হওয়ায় হর্য্যশ্ব প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে গালবকে অভিনন্দিত করিয়া কন্যা গ্রহণপূর্ব্বক যথাকালে ও যথা প্রদেশে অভিলষিত পুত্র লাভ করিলেন[১৬]। সূর্য্য-সদৃশ প্রভাশালী সেই রাজকুমার পশ্চাৎ ধনপতি ভূপতিগণ অপেক্ষাও ধনাঢ্য, অদ্বিতীয় দানশীল, বসুমনা নামে একজন সুপ্রসিদ্ধ নরপতি হইয়াছিলেন[১৭]। ধীমান্ গালব প্রীতমানস হর্য্যশ্ব-সমীপে যথাকালে পুনরায় উপ-

স্থিত হইয়া কহিলেন[১৮], হে নরেন্দ্র! আপনার ত এই অভিনব-অরুণপ্রতিম মনোহর পুত্র প্রসূত হইয়াছে, অতএব এক্ষণে অন্য কোন নরপতি সন্নিধানে আমার ভিক্ষার্থে গমন করা উচিত[১৯]।

হর্য্যশ্ব সত্য-বচনে নিবদ্ধ ও সুস্থিত ছিলেন, সুতরাং এক্ষণেও পৌরুষে বর্ত্তমান থাকিয়া অবশিষ্ট ছয় শত অশ্বের দুর্লভত্ব হেতুক মাধবীকে প্রত্যর্পণ করিলেন[২০]। মাধবীও সেই দেদীপ্যমানা রাজলক্ষ্মী পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অভিলাষানুসারে পুনর্ব্বার কুমারী হইয়া গালবের অনুগামি হইলেন[২১]। তখন গালব "অশ্ব গুলি এখন আপনার নিকটেই থাকুক" হর্য্যশ্বকে এই কথা বলিয়া কন্যা সমভিব্যাহারে দিবোদাস-নামক নরপাল সন্নিধানে গমন করিলেন[২২]।

গালব-চরিতে ষোড়শাধিক শততম অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ১১৬ ॥

— —

সপ্তদশাধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

পথি-মধ্যে মাধবীকে কিঞ্চিৎ ম্রিয়মাণা অবলোকন করিয়া গালব কহিলেন, ভদ্রে! কাশী-প্রদেশ-নিচয়ের অধিপতি ভীমসেন-নন্দন দিবোদাস-নামা সুবিখ্যাত মহীপাল অতুল্য-প্রভাব, মহা-বীর্য্য-সম্পন্ন, পরম ধার্ম্মিক ও নিয়ত সত্যব্রত-পরায়ণ; তাদৃশ শুদ্ধাচার জনেশ্বরের সমীপে আমরা যখন গমন করিতেছি, তখন আর তোমার শোক করিবার আবশ্যক নাই; তুমি মন্দ মন্দ সঞ্চারে আগমন কর[১২]।

নারদ কহিলেন, অনন্তর গালবমুনি দিবোদাসের সন্নিহিত ও তৎকর্ত্তৃক যথান্যায়ে সৎকৃত হইয়া আপন প্রয়োজন বিজ্ঞাপন-পূর্ব্বক তাঁহাকে পুত্রোৎপাদন নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন[৩]।

দিবোদাস কহিলেন, দ্বিজসত্তম! আপনার অধিক বলিবার আর আবশ্যক নাই. আমি পূর্ব্বেই এ কথা শ্রবণ করিয়াছি এবং শ্রবণ করিবা মাত্রই এ বিষয় আমার প্রার্থনীয় হইয়াছে[৪]। আপনি যে অন্যান্য নরাধিপ-বর্গকে পরিত্যাগ করিয়া মৎসন্নিধানে আগমনকরিয়াছেন, ইহাই আমার পরম সৌভাগ্য; ইহাভবিতব্যতার কর্ম্ম; সন্দেহ নাই[৫]। হে গালব! আপনার অভীষ্ট অশ্ব বিষয়ে হর্য্যশ্বের যেরূপ বিভব আমারও তদ্রূপ; সুতরাং আমিও আপনার এই কন্যাতে একটি রাজপুত্র উৎপন্ন করিব[৬]।

দ্বিজশ্রেষ্ঠ গালব "তাহাই হউক" এই বলিয়া মহীপতি দিবোদাসের হস্তে কন্যা সমর্পণ করিলেন। তিনিও বিধি-পূর্ব্বক সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন[৭]। যেমন প্রভাবতীতে রবি, স্বাহাতে অগ্নি, শচীতে, ইন্দ্র, রোহিণীতে চন্দ্র, ঊর্ম্মিলাতে যম, গৌরীতে বরুণ, ঋদ্ধিতে ধনেশ্বর, লক্ষ্মীতে নারায়ণ, জাহ্নবীতে সাগর, রুদ্রাণীতে রুদ্র, ব্রহ্মাণীতে ব্রহ্মা, অদৃশ্যন্তীতে শক্তি, অরুন্ধতীতে বশিষ্ঠ, সুকন্যাতে চ্যবন, সন্ধ্যাতে পুলস্ত্য, লোপামুদ্রাতে অগস্ত্য, সাবিত্রীতে সত্যবান্, পুলোমাতে ভৃগু, অদিতিতে কশ্যপ, রেণুকাতেজমদগ্নি, হৈমবতীতে বিশ্বামিত্র, তারাতে বৃহস্পতি, শতপর্ব্বাতে শুক্র, ভূমিতে, ভূমিপতি, উর্ব্বশীতে পুরূরবা, সত্যবতীতে ঋচীক, সরস্বতীতে মনু, শকুন্তলাতে দুষ্মন্ত, ধৃতিতে নিত্যধর্ম্ম, দময়ন্তীতে নল, সত্যবতীতে নারদ, জরৎকারুতে জরৎকারু, প্রতীচ্যাতে পুলস্ত্য, মেনকাতে ঊর্ণায়ু, রম্ভাতে তুম্বুরু, শতশীর্ষাতে বাসুকি, কুমারীতে ধনঞ্জয়, সীতাতে রাম এবং রুক্মিণীতে জনার্দ্দন রমণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ রাজর্ষি দিবোদাসও মাধবীতে রমণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিয়ৎকাল পরম সুখে বিহার করিয়া মাধবী, প্রতর্দ্দন নামে দিবোদাসের একটি পুত্র উৎপন্ন করি-

লেন[৮-১৮]। অনন্তর সময় উপস্থিত হইলে ভগবান্ গালব দিবো-দাস সমীপে আগমন-পূর্ব্বক কহিলেন[১৯], মহারাজ! আমার কন্যাকে প্রত্যর্পণ করুন, ঘোটকগুলি এক্ষণে আপনার নিকটেই থাকুক, সম্প্রতি শুল্ক নিমিত্ত আমি অন্যত্র গমন করি[২০]।

সত্যে স্থিত ধর্ম্মাত্মা ক্ষিতিপতি দিবোদাস সময় প্রাপ্ত বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণ মাত্র তাঁহারে কন্যা প্রতিদান করিলেন[২১]।

গালব-চরিতে সপ্তদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৭ ॥

অষ্টাদশাধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

নারদ কহিলেন, সত্যপ্রতিজ্ঞা যশস্বিনী মাধবী পূর্ব্বের ন্যায় সেই রাজশ্রী পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পুনরায় কন্যাভাব পরিগ্রহ করিয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ গালবের অনুগামিনী হইলেন[১]। তখন গালব স্বকার্য্যসাধনার্থে অভিনিবিষ্টচিত্তে বিশিষ্ট রূপ চিন্তা করিয়া উশীনর নরপতির সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত ভোজনগরে গমন করিলেন[২]। তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি সত্যপরাক্রম উক্ত নরপতিকে কহিলেন, আমার এই কন্যাটি আপনার মহীপাল কুমার-যুগলের জননী হইবেন[৩]। হে নৃপ! ইহাঁর গর্ব্ভে চন্দ্র-সূর্য্য সদৃশ পুত্র দ্বয় উৎপন্ন করিয়া আপনি, ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকেই কৃতার্থ হইতে পারিবেন[৪]। পরন্তু হে সর্ব্বধর্ম্মাভিজ্ঞ! কন্যার বিবাহ নিমিত্ত আমাকে এক দিকে শ্যামকর্ণ, চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণ চারি শত অশ্ব শুল্ক-স্বরূপ প্রদান করিতে হইবে[৫]। মহারাজ! কেবল গুরুদক্ষিণা প্রদান নিমিত্তই আমার এরূপ যত্ন করা, নতুবা অশ্ব-দ্বারা আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই! অতএব যদি উক্ত রূপ হয় দান করা আপনার সাধ্যায়ত্ত হয়, তবে আর বিচার না করিয়া এ কর্ম্ম সম্পন্ন করুন[৬]। হে রাজর্ষে! আপনি পুত্রহীন;

এক্ষণে অপত্য-দ্বয় উৎপন্ন করুন,—পুত্র-রূপ প্লব-দ্বারা পিতৃলোকদিগকে ও আত্মাকে উত্তারিত করুন[৭]। হে রাজর্ষে! পুত্র ফল-ভোক্তা পুণ্যাত্মা মানব কদাপি স্বর্গলোক হইতেও পাতিত হয়েন না এবং অপুত্রক ব্যক্তিগণের ন্যায় কখন ঘোরতর নরকেও গমন করেন না[৮]।

রাজা উশীনর গালবের এইরূপ ও অন্যরূপ নানাবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন[৯], গালব! আপনি যে যে কথা বলিলেন, সকলই শ্রবণ করিলাম এবং আমার চিত্তও পুত্রোৎপাদনে তৎপর হই.; কিন্তু কি করি বিধাতা সর্ব্বোপরি বলবান্[১০]। হে ব্রহ্মন্! আমার অশ্বশালায় অন্য প্রকার সহস্র সহস্র অশ্বযূথ রহিয়াছে বটে, কিন্তু আপনার অভিলষিত তুরঙ্গজাতির দুই শত মাত্র সংস্থান আছে[১১], অতএব হে গালব! অপর নরপতি দ্বয় যে পথে গমন করিয়াছেন, আমিও সেই পথে গমন করিব, অর্থাৎ আপনার কন্যাতে একটি পুত্রমাত্র উৎপন্ন করিব[১২] এবং তাঁহারা আপনাকে যেরূপ মূল্য প্রদান করিয়াছেন, আমিও সেই-রূপ প্রদান করিব! হে দ্বিজসত্তম! আমার যে কিছু অর্থ, তাহা পৌর ও জানপদগণের নিমিত্ত, আত্ম-ভোগার্থ নহে[১৩]। যে রাজা কাম বশত পরকীয় ধন অন্যকে প্রদান করে, সে কদাপি ধর্ম্মশালী অথবা যশোযুক্ত হইতে পারে না[১৪]। অতএব হে ধর্ম্মাত্মন্! আপনি একমাত্র পুত্রের নিমিত্ত এই দেবকন্যাসদৃশী কুমারীকে আমারে সম্প্রদান করুন, আমি অসংশয়ে প্রতিগ্রহ করিব[১৫]।

নরপতি উশীনরের সেইরূপ বহু প্রকার কল্যাণ বাক্য শ্রবণ করিয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ গালব তাঁহাকে বিস্তর প্রশংসা-পূর্ব্বক কন্যা সম্প্রদান করিয়া অরণ্যে গমন করিলেন। যেমন কৃত পুণ্যব্যক্তি শ্রীযুক্ত হইয়া কালাতিপাত করেন, তদ্রূপ রাজা মাধবীকে প্রাপ্ত

হইয়া, কখন শৈল-কন্দরে, কখন নদী-নির্ঝরে, কখন বাতায়ন-বিমানে, কখন উদ্যানে, কখন বনে, কখন বিচিত্র উপবনে, কখন রমণীয় হর্ম্ম্যতলে, কখন প্রসাদ-শিখরে কখন বা শয়নমন্দিরে পরম-সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন[১৬.১৯]।

অনন্তর সময়ক্রমে তাঁহার নবীন-ভাস্কর-সদৃশ একটি নয়ন-মনোহর পুত্র জন্মিল। শিব-নামা যে জগদ্বিখ্যাত ভূপতি, মহানুভব পার্থিব-বদম্বের চূড়ামণি স্বরূপ ছিলেন, তিনিই ঐ উশীনরের অঙ্গজ[২০]। হে রাজন্! পুত্র প্রসূত হইলে, সেই বিপ্র গালব উশীনর-সমীপে উপস্থিত হইয়া নিজ কন্যা গ্রহণ পূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিয়া বিনতা-নন্দন গরুড়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন[২১]।

গালব-চরিতে অষ্টাদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৮ ॥

একোনবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

নারদ কহিলে, বিনতা-নন্দন গরুড় গালবকে দেখিয়া হাস্য করত এই কথা বলিলেন, বিপ্র! সৌভাগ্যক্রমে সম্প্রতি তোমাকে কৃতার্থ হইতে অবলোকন করিলাম[১]। সুপর্ণের এই কথা শ্রবণ করিয়া গালব উত্তর করিলেন, আমি কৃথার্থ হইব কি আমার কার্য্যের এখনও চতুর্থাংশ অবশিষ্ট আছে[২]। তখন বাগ্মি-শ্রেষ্ঠ বিহঙ্গরাজ কহিলেন, গালব! সে বিষয়ে তোমার আর যত্ন করিবার প্রয়োজন নাই; তাহা কোন ক্রমেই সম্পন্ন হইবার নহে[৩]। পুরা-কালে ভগবান্ ঋচীক ঋষি কান্যকুব্জদেশীয় গাধি নরপতির সত্যবতী-নাম্নী কন্যাকে ভার্য্যার্থে প্রার্থনা করায় গাধিরাজ তাঁহাকে এই কথা বলিয়াছিলেন[৪], ভগবন্! আমাকে চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণ এক দিকে শ্যামকর্ণ সহস্র অশ্ব প্রদান করুন[৫]। ঋচীক "তাহাই

হইবে” এই কথা বলিয়া বরুণালয়ে গমন পূর্ব্বক অশ্ব তীর্থে অশ্ব লাভ করিয়া রাজাকে প্রদান করিয়াছিলেন[৬]। গাধিরাজ পুণ্ডরীক নামে একটি যজ্ঞ করিয়া দক্ষিণা স্বরূপে ঐ সমস্ত তুরঙ্গ গুলি ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট হইতেই রাজা হর্য্যশ্ব, দিবোদাস ও উশীনর, প্রত্যেকে দুই দুই শত অশ্ব ক্রয় করিয়াছিলেন[৭]। হে দ্বিজসত্তম। অবশিষ্ট চারি শত বিক্রয়ার্থে পথি-মধ্যে আনীত হইবার সময়ে দৈবক্রমে সেই স্থান হইতেই অপহৃত হইয়াছে[৮]। অতএব হে গালব! অপ্রাপ্য বস্তু প্রাপ্ত হওয়া কোনকালেই সাধ্য নহে; সুতরাং এই কন্যাকেই অবশিষ্ট দুই শত অশ্বের স্থানীয় করিয়া ছয় শত অশ্বের সহিত সেই বিশ্বামিত্রকে সমর্পণ কর। হে দ্বিজসত্তম গালব! এইরূপ করিলেই তুমি বিগতমোহ ও কৃতকার্য্য হইবে[৯-১০]।

সুপর্ণের ঈদৃশ সৎপরামর্শ শ্রবণে গালব ‘তাহাই হউক’ এই বলিয়া তাঁহার সমভিব্যাহারে অশ্বগণ ও কন্যাকে গ্রহণ পূর্ব্বক বিশ্বামিত্র-সন্নিধানে আগমন করিয়া কহিলেন, গুরো! আপনি যেরূপ অশ্ব প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাদৃশ ছয় শত অশ্ব এই উপস্থিত, অপর দুই শতের পরিবর্ত্তে এই কন্যাটিকে প্রতিগ্রহ করুন[১১-১২]। তিনজন রাজর্ষির ইহার গর্ভে ধর্ম্ম-সম্মত তিনটি পুত্র উৎপাদন করিয়াছেন; সম্প্রতি আপনিও আর একটি নরোত্তম সন্তানের উৎপাদন করুন[১৩]। এইরূপে আপনারও অষ্ট শত অশ্ব পূর্ণ হউক এবং আমিও আপনার নিকটে অঋণী হইয়া যথাসুখে তপস্যা করি[১৪]।

বিশ্বামিত্র বিহঙ্গরাজ সহ গালবকে এবং সেই বরারোহা কন্যাকে অবলোকন করিয়া কহিলেন[১৫], গালব! তুমি কি নিমিত্ত পূর্ব্বেই আমারে এই অমূল্য কন্যারত্নটি প্রদান কর নাই? তাহা

হইলে আমারই কুলপাবন পুত্র-চতুষ্টয় উৎপন্ন হইতে পারিত[১৬]। যাহা হউক, সম্প্রতি একটি সন্তানের নিমিত্তই তোমার কন্যাকে প্রতিগ্রহ করিতেছি; অশ্বগুলিও আমার আশ্রমে থাকিয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করুক[১৭]।

অনন্তর মহাদ্যুতি বিশ্বামিত্র মাধবীর সহিত যথা সুখে বিহারাদি করত কালক্রমে তাঁহার গর্ব্ভে অষ্টকনামা একটি আত্মজ পুত্র উৎপন্ন করিলেন[১৮] এবং পুত্র উৎপন্ন হইবামাত্রই মহামুনি বিশ্বামিত্র তাহাকে ধর্ম্মে ও অর্থে সংযোজিত করিয়া সেই অশ্বগুলি সমর্পণ করিলেন[১৯]। অষ্টক ধর্ম্মার্থ লাভে হৃষ্টচিত্ত হইয়া সোমপুর-সদৃশ প্রভাশালী কোন নগরে প্রবিষ্ট হইলেন এবং মহামুনি বিশ্বামিত্রও গালবকে কন্যা প্রত্যর্পণ করিয়া অরণ্যে গমন করিলেন[২০]।

গালব বিনতা নন্দন গরুড়ের সহিত এইরূপে গুরুদক্ষিণা প্রদান-পূর্ব্বক প্রীতি-প্রফুল্ল-চিত্তে মাধবীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন[২১], হে বরারোহে! তুমি বসুমনা-প্রভৃতি যে চারিটি পুত্র-রত্ন প্রসব করিলে, তন্মধ্যে এক জন অদ্বিতীয় দানপতি, এক জন অসামান্য-শৌর্য্যশালী, এক জন সত্যধর্ম্মে নিরত এবং আর এক জন অসাধারণ যাজ্ঞিক। তুমি ঈদৃশ অনন্য-সাধারণ গুণ-বিশিষ্ট কুমার-চতুষ্টয়-দ্বারা পিতা, চারি জন রাজা ও আমাকে তারিত করিলে; অতএব হে সুমধ্যমে! সম্প্রতি আগমন কর[২২.২৩]।

দ্বিজশ্রেষ্ঠ গালব কন্যাকে এইরূপ সম্ভাষণ-পূর্ব্বক পিতৃ-সন্নিধানে প্রত্যর্পণ করিয়া ভুজঙ্গভোজী সুপর্ণের অনুমতি গ্রহণানন্তর অরণ্যে গমন করিলেন[২৪]।

গালব-চরিতে একোনবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৯ ॥

—

বিংশত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

নারদ কহিলেন, রাজা যযাতি স্বীয় কন্যা মাধবীর পুনর্ব্বার স্বয়ম্বর করণে অভিলাষী হইলে, তাঁহার দুই পুত্র পুরু ও যদু, ভাগনীকে মাল্য বিভূষিত ও রথোপরি আরোহণ করাইয়া, গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম সমীপস্থ অর্থাৎ প্রয়াগের আশ্রম-পদে গমন-পূর্ব্বক বর অন্বেষণ নিমিত্ত আশ্রমে আশ্রমে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন[১-২]। তথায় নাগ, যক্ষ, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, মৃগ, পক্ষী এবং শৈল বৃক্ষ ও বনাশ্রিত যাবতীয় জীবজন্তুগণের সমাগম হইল[৩]। তত্রত্য বিস্তীর্ণ কানন নানা দেশীয় নরেশ্বর ও ব্রহ্মকল্প ঋষিবৃন্দ-দ্বারা সর্ব্বদিকেই পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল[৪]। এইরূপে মহতী জনতা হইলে যখন বর-সমস্ত নির্দ্দিশ্যমান হইতে লাগিল, তখন বরবর্ণিনী যযাতি-নন্দিনী মাধবী অপর বর-নিকর পরিহার-পূর্ব্বক অরণ্যকেই বর রূপে বরণ করিলেন[৫]। অনন্তর তিনি রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক বন্ধু বান্ধবগণকে নমস্কার করিয়া পুণ্যতম বনমধ্যে আশ্রয় গ্রহণানন্তর তপোনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন[৬]। এইরূপে বন-প্রণয়িনী হইয়া মাধবী বিবিধ উপবাস, দীক্ষা ও প্রাণায়াম নিয়মাদি-দ্বারা আত্মলঘুতা সম্পাদন-পূর্ব্বক মৃগচারিণী হইলেন, অর্থাৎ রাগ-দ্বেষাদি-পরিবর্জ্জন ও মৃগের ন্যায় বন্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া স্বচ্ছন্দে ধর্ম্ম সঞ্চয় করিতে লাগিলেন[৭]। ব্রহ্মচর্য্য-সমন্বিতা হইয়া তিনি বৈদূর্য্যাঙ্কুর-সদৃশ হরিতবর্ণ, মৃদু, তিক্ত অথচ মধুর উত্তম উত্তম শস্য সকল ভোজন প্রস্রবণ স্রুত পরম পবিত্র সুরস, সুশীতল সুবিমল পানীয় পান এবং ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদ-কুল-বর্জ্জিত, হরিণরাজি-বিরাজিত, দাব-দহন-বিরহিত, জন শূন্য কানন মধ্যে বন চারিণী মৃগীর ন্যায় মৃগগণের সহিত বিচরণ করত সুবিমল ধর্ম্মোপার্জ্জন করিতে লাগিলেন[৮-৯]।

এ দিকে রাজা যযাতিও বহু সহস্র বর্ষ পরমায়ু ভোগ করিয়া পরিশেষে পূর্ব্ব-রাজগণ-চরিত প্রব্রজ্যাশ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক মৃত্যুর বশতাপন্ন হইলেন[১২]। পূরু ও যদু-নামক তাঁহার নরোত্তম নন্দন-যুগলের বংশ-দ্বয় বর্দ্ধমান হইতে থাকিল। ঐ দুই বংশ হইতে যযাতি ইহলোকে ও পরলোকে প্রতিষ্ঠা-ভাজন হইয়াছিলেন[১৩]। হে মহীপতে! মহর্ষিকল্প বিভব-সম্পন্ন নরপতি যযাতি স্বর্গলোকে অবস্থিত হইয়া বহুগুণিত বহু সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত অনুত্তম স্বর্গসুখ-সম্ভোগ করিলেন; কিন্তু পরিশেষে দৈবদুর্ব্বিপাক বশত তিনি মোহাচ্ছন্ন ও গর্ব্বাভিভূত-চিত্ত হইয়া একত্র-সমাসীন মহীয়ান্ রাজর্ষি ও মহর্ষিগণ-সন্নিধানে সমস্ত মানব, ঋষি ও অমরবৃন্দকে মনে মনে অবমাননা করিতে লাগিলেন[১৪-১৬]। বল-নিসূদন দেব-রাজ ইন্দ্র তৎক্ষণ মাত্র তাঁহার সেই ভাব বোধ-গম্য করিতে পারিলেন এবং সেই সকল রাজর্ষিবর্গও তাঁহাকে বারম্বার ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিলেন[১৭]। অনন্তর যযাতিরে অবলোকন করিয়া সকলে, এইরূপ তর্ক করিতে লাগিলেন, এ ব্যক্তি কে? কোন্ রাজার পুত্র? কি রূপেই বা এস্থানে আগমন করিল[১৮]? এ কোন্ কর্ম্ম-দ্বারা সিদ্ধ হইল? কোন্ স্থানেই বা তপোনুষ্ঠান করিয়াছে? কিরূপে স্বর্গলোকে বিজ্ঞাত হইল? কোন্ ব্যক্তিই বা ইহাকে জানে[১৯]? স্বর্গবাসী রাজর্ষি-প্রভৃতি সমুদয় লোকে দ্বার-রক্ষক, বিমানপাল ও আসনপাল সকলে জিজ্ঞাসিত হইয়া এই উত্তর করিলেন, না, আমরা কেহই ইহাকে জানি না[২০]। এইরূপে সকলেরই জ্ঞান আবৃত হওয়ায় কোন ব্যক্তিই আর তাঁহাকে জানিতে পারিলেন না; সুতরাং মুহূর্ত্ত কাল মধ্যেই তিনি একবারে তেজোহীন হইলেন[২২]।

যযাতি-মোহে বিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২০ ॥

একবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

নারদ কহিলেন, অনন্তর নরপতি যযাতি কম্পিত মানসে আসন হইতে প্রচলিত এবং স্বস্থান হইতে পরিচ্যুত হইলেন। প্রবলতর শোক-সন্তাপে প্রপীড়িত হওয়ায় তাঁহার বিজ্ঞান-ভ্রংশ হইল, উজ্জ্বল মাল্য-সমস্ত ম্লান হইয়া গেল, বলয় মুকুট-প্রভৃতি আভরণ ও বিচিত্র বসন-সকল স্খলিত হইয়া পড়িল এবং শরীরের সমুদায় অঙ্গই শিথিল ও ঘূর্ণায়মান হইতে লাগিল[১।২]। তাঁহাকে আর কেহই জানিতে পারিলেন না, কিন্তু তিনি সকলকেই পুনঃপুনঃ অবলোকন করিতে লাগিলেন, কখন কখন বা তাহাতেও বঞ্চিত হইতে লাগিলেন। এইরূপে সর্ব্ব প্রকারেই শূন্য হইয়া তিনি মহীতলে পতিত হইবার পূর্ব্বে শূন্যচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন[৩], 'হা! আমি পুণ্য নাশক এমন কি অশুভ বিষয়ের চিন্তা করিয়াছি, যদ্দ্বারা স্বস্থান হইতে পরিভ্রষ্ট হইলাম?' এইরূপ চিন্তাপরীত আসন-পরিচ্যুত নিরালম্ব রাজা যযাতিকে তত্রত্য রাজন্যগণ, সিদ্ধবর্গ ও অপ্সরা সকল কৌতুকের সহিত অবলোকন করিতে লাগিলেন[৪।৫]।

হে রাজন্! অনন্তর ক্ষীণ পুণ্য মানবগণকে ভূতলে নিক্ষেপ করিবার নিমিত্ত স্বর্গ মধ্যে যে সকল দূত নির্দ্দিষ্ট আছে; ঐ সময় তাহাদের মধ্যে এক জন কোন পুরুষ দেবরাজের শাসনক্রমে যযাতির সন্নিহিত হইয়া কহিলেন[৬], অহে পার্থিব-পুত্র! তুমি অতি মদে মত্ত হইয়া কাহাকেও আর অবজ্ঞা করিতে অবশিষ্ট রাখ নাই; তোমার অভিমান বশতই স্বর্গ-লোক ভ্রষ্ট হইল; তুমি আর এ স্থানে বসতি করিবার যোগ্য নহ[৭]; তোমারে কেহই জানিতে পারিতেছেন না, অতএব গমন কর, শীঘ্র নিপতিত হও। ইহা শ্রবণ করিয়া সদ্গতিশালী ব্যক্তি-

গণের অগ্রগণ্য নহুষ-নন্দন যযাতি “সাধুগণ-মধ্যেই পতিত হইব” বারত্রয় এই কথা বলিয়া, কোন স্থানে পতিত হইবেন চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে প্রতর্দ্দন, বসুমনা, শিবি ও অষ্টক-নামক পার্থিব শ্রেষ্ঠ নৃপ-চতুষ্টয় নৈমিষারণ্যে বাজপেয় যজ্ঞ-দ্বারা সুরেশ্বরের তৃপ্তি-সাধন করিতেছিলেন অবলোকন করিয়া তিনি তাঁহাদিগের মধ্যেই পতিত হইলেন। তাঁহাদিগের যজ্ঞীয় ধূমরাজি স্বর্গদ্বার পর্য্যন্ত সমুত্থিত হইয়া যেন একটি অপূর্ব্ব নদীর আকার ধারণ করিয়াছিল। জগতীপতি যযাতি তাহারই আঘ্রাণ প্রাপ্ত হইয়া ধরাগামিনী সুরতরঙ্গিণীর ন্যায় সেই ধূমময়ী তরঙ্গিণী অবলম্বন করত ভূতলে নিপতিত হইলেন[৮-১২]। এইরূপে পুণ্যফলের অপচয় হওয়ায় তিনি নিজ দৌহিত্রভূত সেই সমুজ্জ্বল-শোভান্বিত, যজ্ঞনিষ্ঠ, লোকপালোপম, প্রচণ্ড হুতাশন-সদৃশ রাজসিংহ-চতুষ্টয় মধ্যে নিপতিত হইলে, তাঁহারা তাঁহাকে শোভা-নিকরে দেদীপ্যমান অবলোকন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে? কোন্ দেশের কোন্ নগরের বন্ধু[১৩-১৫]? আপনি দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ কি রাক্ষস? এ স্থানে কোন্ অর্থই বা প্রার্থনা করেন? আকার দৃষ্টে বোধ হইতেছে, আপনি কখনই মনুষ্য হইবেন না[১৬]।

যযাতি কহিলেন, আমি রাজর্ষি যযাতি, ক্ষীণপুণ্য হইয়া স্বর্গলোক হইতে বিচ্যুত হইলাম; সাধুগণ-মধ্যে পতিত হইব, এইরূপ চিন্তা করায় এক্ষণে তোমাদিগের মধ্যেই নিপতিত হইয়াছি[১৭]।

নৃপগণ কহিলেন, হে পুরুষর্ষভ! আপনার সেই সদভিলাষ সার্থক হউক, আপনি আমাদিগের ধর্ম্ম ও যজ্ঞের ফল প্রতিগ্রহ করুন[১৮]।

যযাতি বলিলেন, প্রতিগ্রহাধিকারী ব্রাহ্মণ নহি; আমি ক্ষত্রিয়, বিশেষত পর পুণ্যক্ষয় করণে আমার প্রবৃত্তি হয় না[৯]।

নারদ কহিলেন, যযাতি এই কথা কহিতেছেন, ইত্যবসরে যযাতি কন্যা মাধবী মৃগচর্য্যাক্রমে তথায় সমাগতা হইলেন। প্রতর্দ্দনাদি নৃপ চতুষ্টয় তাঁহাকে অবলোকন করিয়া অভিবাদন-পূর্ব্বক নিবেদন করিলেন[১০], হে তপোধনে! এ স্থানে আগমনের প্রয়োজন কি? আমরা সকলেই আপনার পুত্র; অতএব কোন্ আদেশ প্রতিপালন করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন[১১]।

তাঁহাদিগের সেই বাক্য শ্রবণে মাধবী সাতিশয় হর্ষগদ্গদ-মানসে পিতার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া চরণ বন্দন করিলেন[১২] এবং পুত্রগণের মস্তক-স্পর্শ-পূর্ব্বক কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! আমার এই পুত্রেরা আপনার পর নহেন, সাক্ষাৎ দৌহিত্র, অতএব ইঁহারাই আপনার পরিত্রাণ করিবেন। বেদাদি শাস্ত্রে এরূপ শত শত দৃষ্ট হইয়াছে। হে রাজন্! আমি আপনার দুহিতা মৃগচারিণী মাধবী, অতএব আমিও যে ধর্ম্ম-উপার্জ্জন করিয়াছি, তাহারও অর্দ্ধভাগ গ্রহণ করুন। মনুষ্যগণ অপত্যোপার্জ্জিত কর্ম্মের ফলভাগী হয় বলিয়াই দৌহিত্র কামনা করে; হে বসুধাধিপ! আমারে গালবহস্তে সমর্পণ করিবার সময়ে আপনি যে দৌহিত্রে অধিকারী থাকিবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহারও এই মাত্র তাৎপর্য্য।

অনন্তর প্রতর্দ্দন-প্রভৃতি নরপতি-চতুষ্টয় অবনত মস্তকে জননী চরণে প্রণাম করিয়া স্বর্গবিচ্যুত মাতামহের পরিত্রাণ কামনায়, পূর্ব্বে তাঁহারে যে কথা বলিয়াছিলেন, এক্ষণে নমস্কার-পূর্ব্বক তারতর, সুস্নিগ্ধ অথচ অনুপম উচ্চ গম্ভীর স্বরে বসুন্ধরা পরিপূর্ণা করত তাহাই পুনরায় কহিলেন। তাঁহাদিগের বাক্যাবসানে গালব

ঋষিও অরণ্য হইতে সমাগত হইয়া যযাতিকে কহিলেন, মহারাজ! মদীয় তপস্যার অষ্টমাংশ-দ্বারা আপনি পুনর্ব্বার স্বর্গারোহণ করুন[২৩-২৮]।

যযাতি-পতনে একবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২১ ॥

দ্বাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

নারদ কহিলেন, নরপুঙ্গব নরপতি যযাতি, প্রতর্দ্দনাদি সেই সমস্ত সাধুগণ-কর্ত্তৃক প্রতিজ্ঞাত হইবামাত্র বিগত-মোহজ্বর, দিব্য-গন্ধগুণ-সমন্বিত ও দিব্য স্থানে উপবেশন হইয়া ধরাতলে পাদ-স্পর্শ না করিয়াই পুনরায় স্বর্গমার্গে আরোহণ করিলেন[১-২]। ইত্যবসরে, লোক-মধ্যে দানপতি নাম বিখ্যাত, মহাযশা বসুমনা প্রথমত উচ্চৈঃস্বরে যযাতিকে এই কথা বলিলেন[৩], হে মহীপতে! আমি ভূলোকস্থ সমস্ত জাতির অনিন্দনীয়তা নিবন্ধন যে ফল প্রাপ্ত হইয়াছি, অধুনা আপনাকে তাহা প্রদান করিলাম, আপনি তাহার অধিকারী হউন[৪]। অপিচ, আমি দানশীল, ক্ষমাশীল ও যজ্ঞনিষ্ঠ হইয়া যে ফল লাভ করিয়াছি, তাহাতেও আপনি সংযোজিত হউন[৫]।

অনন্তর ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ প্রতর্দ্দনও মাতামহকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমি নিত্যকাল ধর্ম্মানিরত ও যুদ্ধ-পরায়ণ থাকিয়া ক্ষত্রিয়বংশের সমুচিত বীর-শব্দলাভ নিবন্ধন যে পুণ্য ফল প্রাপ্ত হইয়াছি, অধুনা আপনি তাহাতে সংযোজিত হউন[৬-৭]।

তৎপরে উশীনর-নন্দন ধীমান্ শিব এইরূপ সুমধুর বাক্য বিন্যাস করিলেন, হে রাজন্! আমি বালক অথবা অবলাগণের নিক-

টেও কখন যে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করি নাই; পরিহাস সময়ে, সমরে, পরাজয়ে, আপৎকালে অথবা দ্যূতক্রীড়াদি ব্যসন সময়েও যে অনৃত ব্যবহার করি নাই, সেই সত্যপ্রভাবে আপনি স্বর্গে গমন করুন[৮-৯]। যে সত্যের অনুরোধে আমি রাজ্য, কর্ম্ম, সুখ, এমন কি, প্রাণ পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিতে পারি, সেই সত্যপ্রভাবে আপনি স্বর্গে গমন করুন[১০]। যে সত্যের মাহাত্ম্যে ধর্ম্ম, অগ্নি ও শতক্রতু আমার প্রতি প্রীত হইয়াছেন, সেই সত্য-প্রভাবে আপনি স্বর্গেগমন করুন[১১]।

অনন্তর কুশিক-বংশোদ্ভব মাধবী তনয় রাজর্ষি অষ্টকও বহুল যজ্ঞানুষ্ঠায়ী যযাতিকে এই কথা বলিলেন[১২], প্রভো! আমি পুণ্ডরীক, গোসব ও বাজপেয়-প্রভৃতি যে অসংখ্য যজ্ঞ-সমূহের অনুষ্ঠান করিয়াছি, আপনি তৎসমুদায়ের ফলভাগী হউন[১৩]। আমি সমুদায় রত্ন, ধন ও অন্যান্য পরিচ্ছদ যজ্ঞে সমর্পণ করিয়াছি; আপনি সেই ফলে স্বর্গেগমন করুন[১৪]।

দৌহিত্রগণ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে তাঁহারে যেমন যেমন কহিতে লাগিলেন, সেই সেই পরিমাণে তিনি বসুর সীমা পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিতে লাগিলেন[১৫]; এইরূপে সেই ভূপাল-চতুষ্টয় নিজ নিজ পুণ্যধর্ম্ম সহকারে, স্বর্গভ্রষ্ট যযাতি রাজের তৎক্ষণমাত্র পরিত্রাণ করিলেন[১৬]; সুতরাং ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, রাজবংশ-চতুষ্টয়ে সম্ভূত কুলবর্দ্ধন সেই দৌহিত্রগণ স্ব স্ব যজ্ঞদানাদি জনিত সুকৃত প্রভাবে মহাপ্রাজ্ঞ মাতামহকে স্বর্গারোহণ করাইলেন[১৭]। তাঁহারা প্রত্যেকে আপন আপন পুণ্যফল প্রদান করিয়া পরিশেষে সকলেই সমবেত হইয়া কহিলেন, হে নরেন্দ্র! আমরা সকলেই আপনার দৌহিত্র এবং সকলেই সর্ব্বধর্ম্ম গুণান্বিত; অতএব আমা-

দিগের সেই সেই ধর্ম্ম মাহাত্ম্যে আপনি নির্ব্বিঘ্নে স্বর্গারোহণ করুন[১৮]।

যযাতি-স্বর্গারোহণে দ্বাবিংশত্যধিক শততম
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২২ ॥

একবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

নারদ কহিলেন, রাজা যযাতি ভূরিদক্ষিণাপ্রদ সাধু-চরিত্র নিজ দৌহিত্রগণ কর্ত্তৃক উক্ত রূপে পুনর্ব্বার স্বর্গপুরে আরোহিত হইয়া তাঁহাদিগকে বিদায় প্রদান-পূর্ব্বক তথায় অবস্থিত হইলেন[১]। গমন কালে তাঁহার মস্তকে নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্প বৃষ্টি ও গাত্রে পরম পবিত্র সুগন্ধ সমীরণ সংলগ্ন হইতে লাগিল[২]। মহারাজ নহুষতনয় দৌহিত্রগণের তপঃ প্রভাব নির্জ্জিত নিশ্চল স্থান প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় কর্ম্ম প্রভাবে পরমোৎকৃষ্ট শোভা সম্পন্ন হইয়া জাজ্বল্যমান হইতে লাগিলেন[৩]। গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ নিরতিশয় প্রীতি সহকারে তাঁহার সম্মুখে নৃত্যগীত করিতে লাগিলেন এবং অন্যান্য দেবানুচরেরাও দুন্দুভিশব্দ দ্বারা তাঁহারে সমাদর-পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন[৪]। বিবিধ দেবর্ষি, রাজর্ষি ও সিদ্ধচারণগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন এবং দেবতারাও অনুত্তম অর্ঘ্য প্রদান-পূর্ব্বক অর্চনা করিয়া তাঁহাকে যথোচিত অভিনন্দিত করিলেন[৫]।

মহামতি যযাতি এইরূপে স্বর্গফল প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চন্ত ও প্রশান্তচিত্ত হইলে, পিতামহ ব্রহ্মা, তাঁহাকে বচনামৃত-দ্বারা পরিতৃপ্ত করত কহিলেন[৬], রাজর্ষে! তুমি লৌকিক কর্ম্ম দ্বারা চতুষ্পাদ ধর্ম্ম সঞ্চয় করিয়া এই অক্ষয় স্বর্গলোক পরাজয় ও স্বর্গে অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিয়াছিলে[৭]। কিন্তু তোমার কর্ম্ম দোষেই তৎসমুদায় বিনষ্ট হয় স্বর্গবাসিগণের অন্তঃকরণ এরূপ অজ্ঞানা-

রুত্ত করিয়াছিলে যে, তৎকালে কেহই আর তোমাকে জানিতে পারেন নাই, সুতরাং সকলের অপরিজ্ঞাত হওয়ায় তুমি তৎক্ষণ-মাত্র ভূতলে নিপতিত হইয়াছিলে; সম্প্রতি স্বকীয় দৌহিত্রগণের প্রীতি-দ্বারা পরিত্রাণ পাইয়া পুনরায় এস্থানে আগত হইয়াছ এবং স্বকর্ম্ম বিনির্ম্মিত পুণ্যতম সুনিশ্চল চিরন্তন অক্ষয় পদ প্রাপ্ত হইয়াছ[৮ ১০]।

যযাতি কহিলেন, ভগবন্ পিতামহ! আমার একটি মহান সংশয় আছে, অনুগ্রহ-পূর্ব্বক আপনাকে তাহার ছেদন করিতে হইবে, আপনি বিদ্যমানে অন্যকে জিজ্ঞাসা করা আমার উচিত নহে[১১]। সে সংশয় এই, আমি বহু সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত প্রজা পালন, যজ্ঞানুষ্ঠান ও দান দ্বারা যে মহৎ ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তাহা কি রূপে অল্পকাল-মধ্যে অতিক্ষীণ হইয়া আমারে পাতিত করিল? হে মহাদ্যুতে! আমার নিমিত্ত যে শাশ্বত লোক-সমস্ত নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা কিছু আপনার অবিদিত নাই; সম্প্রতি কি নিমিত্ত সে সমুদায় বিনষ্ট হইল[১২ ১৩]?

পিতামহ কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! তুমি বহু সহস্র বৎসর প্রজাপালন ও যজ্ঞদানাদি দ্বারা যে মহৎ ফল উপার্জ্জন করিয়াছিলে, একমাত্র অভিমান দোষেই তাহার ক্ষয় হইয়াছিল এবং সেই জন্যই তুমি স্বর্গবাসিগণ-কর্ত্তৃক ধিক্কৃত ও পাতিত হইয়াছিলে[১৪.১৫]। হে রাজর্ষে! এই স্বর্গলোক, ছল, বল, অভিমান, হিংসা বা শঠতা-দ্বারা কখন নিত্যস্থায়ী হইতে পারে না[১৬]; অতএব হে রাজন্ এই অবধি, না উত্তম না মধ্যম না অধম, কাহাকেও আর তুমি অবমাননা করিও না। তোমাকে অধিক কি বলিব, যাহারা অভিমানানলে দগ্ধ হয়, তাহাদিগের সদৃশ পাপীয়ান্ আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না[১৭]। হে রাজন্! যে সকল পুণ্যশীল মানব তোমার এই

পতন ও আরোহণ বিষয়ক কথোপকথন করিবে, তাহারা ঘোরতর আপদাপন্ন হইলেও অনায়াসে উত্তীর্ণ হইবে, সন্দেহ নাই[১৮]।

নারদ কহিলেন, হে মহীপতে! পূর্ব্বকালে যযাতি রাজা অভিমান বশত এবং গালব-মুনি অতিমাত্র নির্ব্বন্ধ-হেতুক এই এই দোষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন[১৯]। হিতাভিলাষী পুরুষের হিতৈষী সুহৃদ্গণের বাক্য শ্রবণ করা অতীব কর্ত্তব্য, নির্ব্বন্ধ পরবশ হওয়া কোন প্রকারেই উচিত নহে; যেহেতু নির্ব্বন্ধ দ্বারা কেবল ক্ষয়োৎপত্তি হইবারই সম্ভাবনা[২০]। অতএব হে গান্ধারে! তুমিও অভিমান ও ক্রোধ পরিত্যাগ কর। হে বীর! যুদ্ধাভিযোগ পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিসূত্রে সম্বদ্ধ হও[২১]। হে রাজন্ লোক যে কিছু দান করে এবং তপস্যা হোম-প্রভৃতি যে কোন কার্য্য করে, কদাপি তাহার হ্রাস অথবা অনর্থক বিনাশ হয় না এবং কর্ত্তা ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিও তাহার ফলভাগী হইতে পারে না[২২]। ইহলোকে যে ব্যক্তি রাগ দোষ বিবর্জ্জিত বহু শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন মহানুভবগণের অভিমত, নানা প্রকার শাস্ত্র ও যুক্তিদ্বারা বিনিশ্চিত এই মহাফলোপধায়ক অনুত্তম উপাখ্যানটি সম্যক্-রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তিনি ধর্ম্মাদি ত্রিবর্গদর্শী হইয়া বসুন্ধরা-রাজ্য সম্ভোগ করেন[২৩]।

যযাতি স্বর্গারোহণে ত্রয়োবিংশত্যধিক শততম
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২৩ ॥

চতুর্বিংশত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

নারদের বাক্য শেষ হইলে, ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ভগবন্ দেবর্ষে! আপনি যে কথা বলিলেন, তাহাই যথার্থ; আমারও এইরূপ ইচ্ছা; কিন্তু কি করি, ইচ্ছা থাকিলেও আমার প্রভুত্ব নাই[১]।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, কুরুশ্রেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র নারদকে এইরূপ কহিয়া কৃষ্ণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে কেশব! তুমি আমাকে লোক হিতকর, স্বর্গসাধন, ধর্ম্মানুগত ও ন্যায়-সম্মত বাক্যই বলিয়াছ[২]; কিন্তু হে তাত! আমি স্বয়ং স্বাধিন নহি; শাস্ত্রাতিক্রমকারী মন্দমতি দুর্য্যোধন কোন প্রকারেই আমার প্রিয়কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয় না[৩]। অতএব হে মহাবাহো পুরুষোত্তম! ঐ অবোধ দুরাত্মাকে তুমিই সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত যত্ন কর। হে হৃষী কেশ! ঐ পাপিষ্ঠ, ধীমান্ বিদুরের, গান্ধারীর এবং ভীষ্ম-প্রভৃতি অন্যান্য হিতৈষী সুহৃদ্গণের সাধূক্তি শ্রবণ করে না[৪,৫]. অতএব হে জনার্দ্দন! তুমিই ঐ পাপচিত্ত ক্রূরতম অচেতন দুরাত্মা রাজা দুর্য্যোধনকে অনুশাসিত কর। এইরূপ করিলেই তোমার সুহৃদের সমুচিৎ কার্য্য করা হয়।

অনন্তর সকল ধর্ম্মার্থ-তত্ত্বা-ভিজ্ঞ বৃষ্ণি নন্দন বাসুদেব অমর্ষপরবশ দুর্য্যোধনের সন্নিহিত হইয়া সুমধুর বাক্যাবলি বিন্যাস করিতে লাগিলেন, হে কুরুসত্তম দুর্য্যোধন! আপনি যুদ্ধার্থে অতিমাত্র নির্ব্বন্ধ যুক্ত হইয়াছেন বলিয়া আপনার শান্তির নিমিত্ত আমি এই যে কথা বলিতেছি, সবিশেষ মনোনিবেশ পূর্ব্বক ইহা বোধগম্য করুন। হে ভারত! আপনি মহাপণ্ডিত-কুলে সমুৎপন্ন, বহুল শাস্ত্রজ্ঞান ও সদাচার-সম্পন্ন এবং ঐশ্বর্য্যাদি সর্ব্বগুণে সমন্বিত; অতএব মদীয় বাক্যানুযায়ী সাধুব্যবহার করা আপনার অতীব কর্ত্তব্য। হে তাত! আপনার বিবেচনায় সম্প্রতি যে কর্ম্মটি কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত হইয়াছে, তাহা দুষ্কুল-জাত, দুরাত্মা, নৃশংস ও নির্লজ্জ লোকেরাই করিয়া থাকে। হে ভরতর্ষভ! এই অখিল ভূমণ্ডল মধ্যে সাধুমানবগণের প্রবৃত্তিই ধর্ম্মার্থ সংযুক্তা দৃষ্টি করা যায়; অসৎ লোকদিগের পক্ষে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত

অর্থাৎ তাহারা যে কোন কর্ম্মে প্রবৃত্তি করে, তাহা প্রায়ই অধর্ম্মানুগত ও অনর্থপূর্ণ হয়। সম্প্রতি আপনাতেও সেই বিপরীতা প্রবৃত্তিই বারম্বার সংলক্ষিতা হইতেছে[৬-১২]। ঈদৃশ দুষ্প্রবৃত্তিতে যে ঐকান্তিক অনুবন্ধ, তাহা নিতান্তই অধর্ম্মানুগত, ভয়াবহ ও কারণ-ব্যতীত অনিষ্ট-সমুৎপন্ন হইয়া থাকে; এমন কি উহা প্রাণ পর্য্যন্ত হরণ করিতে পারে। এতাদৃশ অনর্থকর অনুবন্ধের কোন বিশিষ্ট কারণও দৃষ্ট হয় না; বিশেষত তাহা রক্ষা করিবারও আপনার সাধ্য নাই। অতএব হে পরন্তপ। যদি উক্ত অনর্থ পরিহার পূর্ব্বক আত্মকল্যাণ সাধনে ইচ্ছা থাকে, যদি ভ্রাতৃবর্গ, ভৃত্যগণ ও মিত্র সকলের অধর্ম্ম-পূর্ণ অযশস্কর কর্ম্ম হইতে নিষ্কৃতি পাইবার অভিলাষ হয়, তবে অসীম-শৌর্য্যশালী, অসামান্য-প্রজ্ঞাসমন্বিত, মহোৎসাহ-সম্পন্ন, বহু শাস্ত্রাভিজ্ঞ পুরুষ শ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি করুন; তাহা হইলেই উক্ত অভিলাষ পূর্ণ হইতে পারিবে। সন্ধি করিলে কেবল আপনারই উপকার হইবে, এমন নহে, তদ্দ্বারা ধীমান্ ধৃতরাষ্ট্রের এবং পিতামহ ভীষ্ম দ্রোণ মহামতি বিদুর কৃপ সোমদত্ত বাহ্লীক অশ্বত্থামা বিকর্ণ সঞ্জয় বিবিংশতি প্রভৃতি যাবতীয় সাধুমিত্র ও জ্ঞাতিগণেরও অনুত্তমহিত সাধন ও সাতিশয় প্রীতি-সঞ্চার হইবে[১৩-১৮]। হে তাত। আপনাদিগের শান্তিতে সমস্ত জগতেরই বহুল সুমঙ্গলের সম্ভাবনা। হে ভরতর্ষভ! আপনি সৎকুলজাত, লজ্জাশীল, শাস্ত্রজ্ঞ ও দয়াশীল, সুতরাং পিতা মাতার শাসনে অবস্থান করা আপনার নিতান্তই কর্ত্তব্য[১৯]। হে তাত ভারত! পিতা যেরূপ শাসন করেন, সৎপুত্রেরা তাহাই শ্রেয় জ্ঞান করেন। কোন ঘোরতর আপদে পতিত হইলেও লোকে পিতৃশাসন স্মরণ করিয়া থাকে[২০]। হে তাত! আপনার পিতার এই স্পৃহা হইতেছে যে পাণ্ডব-

গণের সহিত মিলন হয়; অতএব অমাত্যবর্গের সহিত আপনারও তাহাতে স্পৃহা করা কর্ত্তব্য[২১]। যে ব্যক্তি সুহৃদগণের শাসন শ্রবণ করিয়া গ্রহণ না করে, স্বকর্ম্ম ফলের পরিপাকান্তে উহা ভক্ষিত মহাকাল ফলের ন্যায় তাহাকে দগ্ধ করিতে থাকে[২২]। যে মানব মোহ-প্রযুক্ত কল্যাণ কর বাক্য প্রতিপাদন না করে, সে দীর্ঘসূত্র ও হীনার্থ হইয়া অবশ্যই পশ্চাত্তাপে যোজিত হয়[২৩]। পরন্তু যে বুদ্ধিমান্ মনুষ্য আত্মমত পরিহার পূর্ব্বক পূর্ব্বেই সেই হিতবাক্য স্বীকার করিয়া লন, তিনি ইহলোকে পরম সুখে সম্বর্দ্ধিত হইতে থাকেন[২৪]। যে ব্যক্তি প্রতিকূল বোধে হিতৈষী মিত্রের বাক্য গ্রাহ্য না করিয়া অসৎলোকদিগের বাস্তবিক প্রতিকূল বচন শ্রবণ করে, সে অবশ্যই অরাতিগণের বশবর্ত্তী হয়[২৫]। যে ব্যক্তি, সচ্চরিত্র মানবগণের সাধু মত অতিক্রম করিয়া অসৎ ব্যক্তিগণের মতানুবর্ত্তী হয়, তাহার সুহৃদ্বর্গ অচিরেই তাহাকে বিপদ্গ্রস্ত অবলোকন করিয়া শোক করিতে থাকেন[২৬]। যে অবিচক্ষণ নরপতি, প্রধান প্রধান অমাত্যগণকে পরিত্যাগ করিয়া, নিকৃষ্টতম দুরাশয় মন্ত্রিগণের সমাদর করে, সে ঘোরতর আপদ্ সাগরে পতিত হইয়া কোন কালেও তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে না[২৭]। হে ভারত! যে বৃথাচারী মৎসরী মহীপাল, সাধু মিত্রগণের কল্যাণকর বচনে কর্ণপাত না করিয়া, যথার্থ আত্মীয়গণের প্রতি দ্বেষ এবং অরাতিগণের গৌরব করে, সুজন বশ্যা বসুন্ধরা নিশ্চয়ই তাহারে পরিত্যাগ করেন[২৮]। হে ভরতর্ষভ! আপনিও সেই মহাবীর পাণ্ডবগণের সহিত বিরোধ করিয়া অশিষ্ট, অসমর্থ, মূঢ়লোক সকল হইতে পরিত্রাণ প্রার্থনা করিতেছেন[২৯]। এই ভূমণ্ডলে আপনা ভিন্ন আর কোন্ মানব ইন্দ্রতুল্য মহারথ জ্ঞাতিগণকে অতিক্রম করিয়া অন্য হইতে পরিত্রাণের আশংসা করে[৩০]!

আপনি কুন্তী-পুত্রদিগকে জন্মাবধি প্রতি নিয়ত নিগৃহীত করিয়াছ, কিন্তু ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডবগণ তাহাতেও আপনার প্রতি কদাপি কুপিত হন নাই[৩১]। অতএব হে মহাবাহো! আপনি আজন্মকপট ব্যবহার করিলেও সেই মহাযশস্বী পরমাত্মীয় বান্ধবগণ আপনার প্রতি যেমন সম্পূর্ণ সদাচরণ করিয়া আসিয়াছেন[৩২], সেইরূপ আপনারও কর্ত্তব্য যে, রোষপরবশ না হইয়া এখনও তাঁহাদিগের প্রতি সাধু ব্যবহার করেন[৩৩]।

হে ভরতর্ষভ। প্রজ্ঞাসম্পন্ন বিচক্ষণ মানবগণ যে কোন কর্ম্মের আরম্ভ করেন, তাহা প্রায়ই ত্রিবর্গযুক্ত অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম সম্বলিত হয়। এককালে ত্রিবর্গ লাভের অসম্ভব হইলে, তাঁহারা ধর্ম্ম ও অর্থের অনুরোধ করেন[৩৪]। যদি ধর্ম্মার্থক মের এক একটি লাভ করা উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে উত্তম প্রকৃত পণ্ডিতগণ শুদ্ধ ধর্ম্মেরই অনুসরণ করেন মধ্যম-প্রকৃতি লোকেরা কলহাস্পদ অর্থলাভে উদ্‌যুক্ত হয় এবং নীচ প্রকৃতি অবোধ নরাধমেরা কেবল কামেরই অনুরোধ রক্ষা করে[৩৫]। ইন্দ্রিয়-বশ কৃত যে মূঢ়মতি লোভ হেতুক ধর্ম্মধনে জলাঞ্জলি দিয়া কোন হীন উপায় দ্বারা কাম ও অর্থের অভিলাষ করে সে নিয়তই বিনাশ প্রাপ্ত হয়[৩৬]। যে ব্যক্তি কামার্থ-লাভে অভিলাষী হইবে সে প্রথমে ধর্ম্মাচরণ করিবেক, যে হেতু অর্থ অথবা কাম কদাপি ধর্ম্ম হইতে অপগত হয়না অর্থাৎ ধর্ম্মানুগত না হইলে অর্থ কামের সার্থকতা হইতে পারে না[৩৭]। হে বিশাম্পতে। পণ্ডিতেরা ধর্ম্মকেই ত্রিবর্গলাভের উপায় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, কেন না যে কোন মতিমান্ মানব ধর্ম্মরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া ত্রিবর্গলাভের অভিলাষ করেন তিনি শুষ্ক তৃণ-রাশি-মধ্যে অগ্নির ন্যায় ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতে থাকেন[৩৮]। হে তাত ভরতর্ষভ! আপনি কেবল

অনুপায় দ্বারাই সকল রাজগণ মধ্যে বিখ্যাত, অসীম-সমৃদ্ধি-সমুদ্ভাসিত, সুমহৎ সাম্রাজ্য লাভের অভিলাষ করিতেছেন[৩৯]। হে রাজন! যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার নিরত সচ্চরিত্র মানবগণের প্রতি মিথ্যা ব্যবহার করে, সে পরশু দ্বারা বনের ন্যায়, অবশ্যই আপনাকে ছিন্ন করে। যাহার পরাভব ইচ্ছা না করিবেক, তাহার মতিচ্ছেদ করিবেক না; কেন না মতিভ্রংশ না হইলেই সেই ব্যক্তির চিত্ত কল্যাণকর বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারে।

হে ভারত! আত্ম কল্যাণকামী জিতেন্দ্রিয় পুরুষ, মহানুভব পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক এই ত্রিলোক মধ্যে কোন সামান্য মনুষ্যকেও কখন অবমাননা করেন না। যে ব্যক্তি অমর্ষ-পরবশ হয়, তাহার আর কিছুমাত্র হিতাহিত বোধ থাকে না[৪০-৪২], দেখুন, লোক বেদ-প্রসিদ্ধ সুবিস্তারিত প্রমাণ সমস্তও তাহার সমীপে ছিন্ন ও অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়ে। হে ভ্রাতঃ দুর্জ্জন-সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাণ্ডবগণের সহিত সঙ্গত হওয়াই আপনার সর্ব্বথা শ্রেয়ঃ[৪৩], যে হেতু তাঁহারা আপনার প্রতি পরিতুষ্ট থাকিলে আমার সকল কামনা পরিপূর্ণ হইবে। হে নৃপসত্তম! একবার মনে করিয়া দেখুন, আপনি পাণ্ডবগণের বিনির্জ্জিত বসুধা-রাজ্য সম্ভোগ করত সেই পাণ্ডবগণকে পশ্চাৎ করিয়া অন্য হইতে পরিত্রাণের আশংসা করিতেছেন;—দুর্ব্বিষহ, দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনির উপর রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া ঐশ্বর্য্যাভিলাষী হইতেছেন। পরন্তু পাণ্ডবদিগের সহিত ইহারা না জ্ঞানে; না ধর্ম্মার্থে, না বিক্রমে, কিছুতেই তুল্য নহেন। কেবল ইহাঁরাই কেন? এই সমবেত সমস্ত ভূপালেরাও সমর সময়ে ক্রোধ-পরীত ভীমসেনের প্রখর মুখপ্রভা সন্দর্শনে সমর্থ হইতে পারেন না। হে মহাবাহো! এই সন্নিহিত সমগ্র পার্থিব বল—এবং ভীষ্ম

দ্রোণ, কর্ণ কৃপ ভূরিশ্রবা সৌমদত্ত অশ্বত্থামা জয়দ্রথ প্রভৃতি মহা মহা বীর সকল আপনার সহায় ভূত রহিয়াছেন, কিন্তু অর্জ্জুনের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিতে ইঁহারা সকলেই অক্ষম। ইঁহাদিগের কথা দূরে থাকুক, সুরাসুর নর গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সর্ব্বলোক সমবেত হইয়া যুদ্ধ করিলেও অর্জ্জুনকে পরাস্ত করিতে পারেন না। অতএব হে ভ্রাতঃ! আপনি যুদ্ধ বিষয়ে কদাচ মনোনিবেশ করিবেন না[৪৪ ৫০]। আপনার এই সমগ্র সৈন্যদলমধ্যে এমন একটি লোক অন্বেষণ করিয়া দেখুন দেখি, যিনি সমরে অর্জ্জুনের হস্তে পতিত হইয়া কুশলে গৃহে প্রত্যা গমন করিতে পারেন[৫১]? অর্জ্জুনকে জয় করিতে পারিলে আপনার জয় হয়, অগ্রে এমন কোন সমর্থ পুরুষ প্রদর্শন করুন, নতুবা অনর্থক জনক্ষয় করিবার প্রয়োজন কি[৫২]? যিনি খাণ্ডবপ্রস্থে গন্ধর্ব্ব যক্ষ অসুর ও পন্নগচয়-সম্বলিত অখিল অমরগণকে পরাজিত করিয়াছেন, সেই অলৌকিক শৌর্য্যশালী তৃতীয় পাণ্ডবের সহিত কে যুদ্ধ করিতে পারে[৫৩]? বিরাটনগর-সংক্রান্ত যে সুমহৎ অদ্ভুত বৃত্তান্ত শ্রবণ করা যায়, একাকী ধনঞ্জয়ের সহিত বহু-সংখ্যা-মানবীয় সংগ্রামের তাহাই পর্য্যাপ্ত নিদর্শন[৫৪]। অন্যের কথা কি আছে, ত্রিপুরবিজয়ী সাক্ষাৎ মহাদেব যাঁহার যুদ্ধে সন্তোষিত হইয়াছেন, সেই অসামান্য-বীর্য্যবল-সম্পন্ন শূরাগ্রগণ্য, অজেয় দুষ্প্রধর্ষ অচ্যুত অর্জ্জুনকে জয় করিবার আশংসা করিতেছেন; ইহার দ্বারা আপনার যে কত দূর দুরাশা প্রকাশ পাইতেছে, তাহা আর বলিবার নহে[৫৫]। সমরাঙ্গনে প্রতিকূলে প্রধাবিত মৎসহকৃত পার্থকে আহ্বান করিতে কোন্ মানব সাহসী হইতে পারে? মানব কি? সাক্ষাৎ পুরন্দরও সমর্থ হয়েন না[৫৬]। যে ব্যক্তি সমরে ধনঞ্জয়কে জয় করিতে পারে, সে বাহু-যুগল

দ্বারা ভূমণ্ডল উত্তোলন করিতে পারে, ক্রুদ্ধ হইয়া প্রজা পুঞ্জকে দগ্ধ করিতে পারে এবং দেবগণকেও স্বর্গ-ভ্রষ্ট করিতে সমর্থ হয়[৫৭]। অতএব হে নরাধিপ! আপনি পুত্র, ভ্রাতা, ও অন্যান্য সম্বন্ধি গণের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করুন, ভবতবংশ-সম্ভূত এই সমস্ত উত্তম উত্তম বীরবর্গ যেন আপনার নিমিত্তে বিনষ্ট না হন[৫৮], কৌরবগণের এই সুপ্রতিষ্ঠিত, সুমহৎ কুলের যেন এককালে পরাভব ও শেষ হইয়া না যায়; এবং লোকে যেন " নষ্টকীর্ত্তি কুলঘ্ন" বলিয়া আপনার নিন্দা না করে[৫৯]। সন্ধি করিলে মহারথ পাণ্ডবগণ আপনাকেই যৌবরাজ্যে এবং জনেশ্বর ধৃতরাষ্ট্রকে মহারাজ্যে সংস্থাপিত করিবেন[৬০]। অতএব হে ভ্রাতঃ! সমাগম-সমুদ্যতা রাজলক্ষ্মীর অবমাননা করিবেন না। পাণ্ডবগণকে অর্দ্ধাংশ প্রদান করিয়া আপনি মহতী লক্ষ্মী লাভ করিবেন[৬১]। আপনি সুহৃদ্‌গণের বাক্য রক্ষা করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইলেই আত্মীয়মিত্রগণের পরম প্রীতিভাজন হইয়া স্থিরতর কল্যাণ লাভে সমর্থ হইবেন[৬২]।

শ্রীকৃষ্ণবাক্যে চতুর্ব্বিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২৪ ॥

পঞ্চবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! কেশবের বাক্য শ্রবণ করিয়া শান্তনুনন্দন ভীষ্ম অমর্ষবশীকৃত দুর্য্যোধনকে বলিতে লাগিলেন[১], বৎস্য! সুহৃদ্‌গণের শান্তি কামনায় মহাত্মা কৃষ্ণ তোমাকে যে কথা বলিলেন, তুমি তাহার অনুবর্ত্তী হও, কদাচ ক্রোধের বশীভূত হইওনা[২] মহাত্মা কেশবের এই অনুত্তম-উপদেশ বচনাবলি অবহেলন করিলে কিছুতেই আর তোমার

শ্রেয় নাই; তুমি কস্মিন কালেও প্রকৃত সুখ ও কল্যাণের সন্দর্শন পাইবে না[৩]। হে রাজন্! মহাবাহু বাসুদেব তোমাকে ধর্ম্মার্থের অনুগত ইষ্ট-সাধন বাক্যই বলিয়াছেন; তাহার বশবর্ত্তী হও; অনর্থক প্রজাগণকে বিনষ্ট করিও না[৪]। হে ভরত-শ্রেষ্ঠ! তুমি, কেশব, ধৃতরাষ্ট্র ও ধীমান্ বিদুর, ইহাদিগের অর্থযুক্ত সত্য বাক্য অতিক্রম করিতেছ; সুতরাং অন্ধরাজ জীবিত থাকিতেই, ঘোরতর দৌরাত্ম্য বশত, সমস্ত ভূপতিগণ মধ্যে সমধিক-সমৃদ্ধি-প্রজ্জলিতা এই মহতী ভারতী লক্ষ্মীর ধ্বংশ বিধান করিবে এবং অহঙ্কার মদে মত্ত হইয়া পুত্র ভ্রাতৃ বান্ধব ও অমাত্যবর্গের সহিত আপনাকেও জীবন ধনে বঞ্চিত করিবে, সন্দেহ নাই[৫-৭]। অতএব হে তাত! তোমাকে পুনঃ পুন নিষেধ করিতেছি, তুমি কুলঘাতী, কুপুরুষ দুষ্টমতি ও কুপথগামী হইয়া পিতা মাতাকে দুস্তর শোক সাগরে নিমগ্ন করিও না[৮]।

ভীষ্ম এই বলিয়া নিরস্ত হইলে পর দ্রোণাচার্য্য, অমর্ষবশীভূত পুনঃ পুন নিশ্বাস পরিত্যাগকারী দুর্য্যোধনকে এইরূপ কহিতে লাগিলেন[৯], বৎস্য! বাসুদেব ও শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম তোমাকে যে ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্য বলিলেন, তুমি অনন্যমনা হইয়া তাহাই ভজনা কর[১০]। হে নরাধিপ! ইহারা মহাপ্রাজ্ঞ, মেধাবী, দান্ত, অর্থকাম ও শাস্ত্রজ্ঞ; অতএব ইহাঁরা তোমারে হিতবাক্যই কহিয়াছেন; তুমি নিসংশয়ে তাহা ভজনা কর[১১]। হে মহাপ্রাজ্ঞ পরন্তপ! কৃষ্ণ ও ভীষ্ম যাহা কহিয়াছেন, তাহার অনুষ্ঠান কর; বুদ্ধির মোহ বশত মাধবকে অবমাননা করিওনা[১২]। এই কর্ণ প্রভৃতি যে সমস্ত কুমন্ত্রিগণ নিরন্তর উত্তেজনা দ্বারা তোমাকে উৎসাহান্বিত করিতেছে, ইহারা কোন কালেও তোমার বিজয় সাধনে সমর্থ হইবে না; সমর সময়ে ইহারা আমাদিগের গ্রীবায় বীর-

ভার নিক্ষেপ করিয়া নিশ্চয়ই নিশ্চিন্ত থাকিবে[১৩]। অতএব সমস্ত প্রজাবর্গ এবং পুত্র ভ্রাতৃ প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনগণকে নিরর্থক বিনষ্ট করিওনা; তুমি ইহা স্থির জান, যে সৈন্যমধ্যে বাসুদেব ও অর্জ্জুন বিরাজ করেন, তাহা নিতান্তই অজেয়[১৪]। হে তাত ভারত! যদি সুহৃদ্বর কৃষ্ণ ও ভীষ্মের অভিমত সত্য বাক্য গ্রহণ না কর তবে অবশ্যই পশ্চাত্তাপ করিতে হইবে[১৫]। অর্জ্জুনের বিষয়ে জামদগ্ন্য ঋষি যে রূপ বর্ণন করিয়াছেন, তিনি তদপেক্ষাও সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। দেবকী-নন্দন কৃষ্ণের কথা কি কহিব, দেবতারাও ইঁহার প্রতাপানল সহ্য করিতে পারেন না। হে ভরত র্ষভ! তোমার নিকটে প্রিয় ও সুখকর বিষয়ে প্রসঙ্গ করিলেই বা কি হইবে[১৬]? সুহৃদগণের যে কিছু বলা কর্ত্তব্য, তাহা সকলই উক্ত হইল; এক্ষণে যে রূপ অভিরুচি হয় তাহা কর। তোমাকে পুনর্ব্বার আর কোন কথা বলিতে আমার ইচ্ছা হয় না[১৭]।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দ্রোণাচার্য্যের বাক্য পরিসমাপ্ত হইলে মহামতি বিদুর অমর্ষ-পরায়ন ধৃতরাষ্ট্র নন্দন দুর্য্যোধনের মুখাবলোকন পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন[১৮], হে ভরত-সত্তম! আমি তোমার নিমিত্ত কিছুমাত্র শোক করি না, কিন্তু এই যে বৃদ্ধ দম্পতী, তোমার মাতা আর পিতা ইঁহাদিগের নিমিত্তই শোকাকুল হইতেছি[১৯]। আহা! তোমার হৃদয় এমন জঘন্য ও তুমি এমন পাপাত্মা কুল-নাশক কুপুরুষ পুত্র যে ইঁহারা তোমার উৎপাদন করিয়া হতমিত্র ও হতামাত্য হইয়া ছিন্ন পক্ষ পক্ষীর ন্যায় অনাথ হইবেন; আর পরিশেষে ইঁহাদিগকে ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন করিয়া শোকাকুলিত চিত্তে এই সমুদায় পৃথিবী পর্য্যটন করিতে হইবে, তাহাই অসহ্য[২০.২১]।

অনন্তর রাজা ধৃতরাষ্ট্র ভ্রাতৃগণের সহিত সমাসীন রাজবৃন্দে

পরিবারিত দুর্য্যোধনকে স্বয়ং কহিতে লাগিলেন[২২], বৎস্য দু র্য্যোধন! মহাত্মা কৃষ্ণ তোমারে অক্ষয় যোগক্ষেম সমন্বিত নির তিশয় শুভাবহ এই যে বাক্য বলিলেন, নিবিষ্টচিত্তে ইহার ভাবার্থ বোধগম্য করিয়া গ্রহণ কর[২৩]। এই অক্লিষ্টকর্ম্মা কৃষ্ণ আমাদি- গের সহায় হইলে, আমরা সকল রাজগণ মধ্যে সর্ব্বপ্রকার অভীষ্টই প্রাপ্ত হইব, সন্দেহ নাই[২৪]। অতএব হে তাত! এক্ষণে তুমি কেশবের সহিত একত্র হইয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন কর। ভারত কুলের কুশলের নিমিত্ত সম্পূর্ণরূপে এই স্বস্ত্যয়নের অনুষ্ঠান কর[২৫]। আচার্য্য স্বরূপ বাসুদেবের উপদেশানুসারে শান্তি সংস্থা- পনে প্রবৃত্ত হও। আমার বিবেচনায় সন্ধি করিবার এই যথার্থ উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে; অতএব কদাচ এসময় অতিক্রম করিও না[২৬]। মহাত্মা কেশব সন্ধি প্রার্থনায় তোমার নিমিত্ত অনেক কথা কহিতেছেন; যদি তুমি ইহাকে প্রত্যাখ্যান অর্থাৎ অবমাননা কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার পরাভব হইবে[২৭]।

ভীষ্মাদি বাক্যে পঞ্চবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১২৫॥

ষড়্‌বিংশত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সম দুঃখ সুখ ভাগী ভীষ্ম ও দ্রোণ ধৃতরাষ্ট্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই শাসনাতিবর্ত্তী দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিলেন, হে ভারত! যে পর্য্যন্ত কৃষ্ণার্জ্জুন যুদ্ধার্থে সুসজ্জিত না হইতেছেন; যে পর্য্যন্ত গাণ্ডীব কোদণ্ড স্থিরভাবে অবস্থিতি করিতেছে; পুরোহিত ধৌম্য যে পর্য্যন্ত যজ্ঞীয় হুতা- শনে শত্রুবলের হবন না করিতেছেন[১]; লজ্জানুরোধী মহাত্মা যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ হইয়া যে পর্য্যন্ত তোমার সেনার উপর কটাক্ষ-

পাত না করিতেছেন ; সেই ভয়ঙ্কর সময় উপস্থিত না হইতে হইতে বিরোধের শান্তি হউক[৩]। মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেন স্বকীয় সৈন্য মধ্যে অবস্থিত হইয়া যে পর্য্যন্ত ধনঞ্জয়ের দৃষ্টিপথের পথিক না হইতেছেন[৪], এবং গদাপাণি ভীমসেন যে পর্য্যন্ত অরাতি-সৈন্যসাগর মন্থন করত পথে পথে বিচরণ না করিতেছেন; সেই ভীষণ সময় সমাগত না হইতেই বিরোধের উপশম সহকারে পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপন হউক[৫] বৃকোদরের দীর্ঘ লৌহী গদার আঘাতে যে পর্য্যন্ত গজযোধগণের সমস্ত মস্তক, বনস্পতি হইতে কালপক্ক ফল সমূহের ন্যায়, সমরাঙ্গনে পাতিত না হইতেছে; সে পর্য্যন্ত বিরোধের শান্তি হউক। যে পর্য্যন্ত নকুল, সহদেব, দ্রুপদতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, শিখণ্ডী, শিশুপাল-পুত্র প্রভৃতি কৃতাস্ত্র বীরগণ কবচ পরিধান পূর্ব্বক, মহার্ণব মধ্যে কুম্ভীর নিবহের ন্যায়,অপার সৈন্যজলধিজলে নিমজ্জন করত অনবরত শস্ত্রধারা বর্ষণ দ্বারা মহামারীর সৃষ্টি না করিতেছেন ; সে পর্য্যন্ত বিরোধের শান্তি হউক। যে পর্য্যন্ত নরপাল সকলের সুকুমারকলেবর খরতর শরনিকর নিপতিত না হইতেছে; সে পর্য্যন্ত বিরোধের শান্তি হউক। পাণ্ডবদিগের ক্ষিপ্রকারী মহাধনুর্দ্ধারী, অতিদূরস্থ লক্ষ্যবেধী, কৃতাস্ত্র সৈনিকেরা যে পর্য্যন্ত ত্বদীয় যোধগণের চন্দনাগুরু-চর্চ্চিত, হার-মণি-সমুদ্ভাসিত বক্ষস্থলে লৌহময় মহাস্ত্র সমস্ত বিনিবেশিত না করিতেছে, সে পর্য্যন্ত বিরোধের শান্তি হউক[৬-১১]।

হে ভরতর্ষভ! রাজকুঞ্জর সুদক্ষিণ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তোমাকে মস্তকাবনমন পূর্ব্বক অভিবাদন করিতে অবলোকন করিয়া বাহুযুগল দ্বারা প্রতিগ্রহ করুন; শান্তির নিমিত্ত ধ্বজাঙ্কুশ-পতাকাচিহ্নিত দক্ষিণ হস্তটি তোমার স্কন্ধদেশে বিন্যস্ত করুন[১২-১৩] এবং

তুমি উপবিষ্ট হইলে, রত্নৌষধি-সমেত রক্তবর্ণ অঙ্গুলিতল সুশোভিত করতল দ্বারা তোমার পৃষ্ঠ পরিমার্জ্জন করুন[১৪]। হে ভরতর্ষভ! শালস্কন্ধ মহাবাহু বৃকোদর তোমার সহিত আলিঙ্গন করিয়া সান্ত্ববাদ সহকারে শান্তি নিমিত্ত কুশল সম্ভাষণ করুন[১৫]। অর্জ্জুন ও যমজ সোদর দ্বয় তোমাকে অভিবাদন করিলে, তুমি মস্তকের আঘ্রাণ গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের সহিত প্রণয় সম্ভাষণ কর[১৬]। তোমাকে মহাবীর পাণ্ডব ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত অবলোকন করিয়া যাবতীয় নরাধিপগণ আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করুন[১৭]। অখিল মহীপালবর্গের রাজধানী-নিকরে পরস্পর সৌহার্দ্দের ঘোষণা হইতে থাকুক। অধিক আর কি বলিব, তুমি ভ্রাতৃভাবে বসুধা-লক্ষ্মী সম্ভোগ করত প্রবল মানস জ্বর হইতে বিমুক্ত হও[১৮]।

ভীষ্ম দ্রোণ বাক্যে ষড়্‌বিংশত্যধিক শততম
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২৬ ॥

সপ্তবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা দুর্য্যোধন কুরুসভা মধ্যে অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাবাহু যশস্বী বাসুদেবকে প্রত্যুত্তর করিলেন[১], হে কেশব! আপনি যে কথা বলিলেন, তাহা সম্যক্ বিবেচনা পূর্ব্বক বলা উচিত ছিল। তুমি তাহা না করিয়া কেবল পরুষবাক্য দ্বারা বিনা কারণে আমাকেই সবিশেষ নিন্দা করিলেন[২]। হে মধুসূদন! আপনি অকস্মাৎ কি বলাবল অবেক্ষণ করিয়া চিরকাল আমার এইরূপ কুৎসা করেন[৩]? কেবল আপনিই নহেন; ক্ষত্তা, রাজা, আচার্য্য ও পিতামহ ইহাঁরাও অন্যান্য রাজগণ মধ্যে আর কাহাকেও না করিয়া শুদ্ধ অমাকেই নিন্দা করিয়া থাকেন[৪]। আমি আত্মকৃত কোন অন্যায়াচরণ দেখিতে পাই না, অথচ আ-

পনারা ও অপরাপর নৃপতিবর্গ, সকলেই আমার প্রতি বিদ্বেষ করেন[৫]। হে অরিন্দম কেশব! আমি নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিয়াও আপনার কোন গুরুতর অপরাধ প্রত্যক্ষ করিতে পারি না গুরুতর কেন? আমার অণুমাত্র দোষও লক্ষিত হয় না[৬]। হে মধুসূদন! পাণ্ডবগণ প্রীতি পূর্ব্বক দ্যূতে প্রবৃত্ত হইলে শকুনি তাঁহাদের রাজ্য জয় করিয়াছিলেন; তাহাতে আমার দুষ্কৃত কি আছে[৭]? বরং তৎকালে যে কিছু ধন জিত হইয়াছিল, তাহা তাহাদিগকেই প্রত্যর্পণ করিতে অনুজ্ঞা করিয়াছিলাম[৮]। হে বিজয়িশ্রেষ্ঠ! পাশক্রীড়ায় পুনর্ব্বার পরাজিত হইয়া অজেয় পাণ্ডবেরা যে অরণ্যে প্রব্রজিত হইয়াছিল তাহাতেই বা আমাদিগের অপরাধ কি[৯]? হে কৃষ্ণ! এক্ষণে সেই নিতান্ত অশক্ত পাণ্ডবগণ কোন্ অপবাদে হৃষ্টচিত্তে শত্রুরন্যায় আমাদিগের সহিত বিরোধ করিতে প্রবৃত্ত হয়[১০]? আমরা তাহাদিগের কি করিয়াছি? কি অপরাধে তাহারা সৃঞ্জয়গণের সহিত ধৃতরাষ্ট্রপুত্র গণের হিংসা করিতে অভিলাষ করে[১১]? আমরা কি কোন উগ্রতর কর্ম্ম বা ভীষণ বচনে ভ্রষ্টজ্ঞান হইয়া ভয় প্রযুক্ত তাহাদিগের নিকটে প্রণত হইব? কদাচ নহে; সাক্ষাৎ দেবরাজ আগমন করিলেও আমরা কিছু মাত্র ভীত হইব না[১২]। হে শত্রুনিসূদন কৃষ্ণ! আমি ক্ষত্রধর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী এমন কোন মনুষ্যকেই দেখিতে পাই না, যে সমরে আমাদিগকে পরাজয় করিতে উৎসাহযুক্ত হয়[১৩]। হে মধুসূদন! পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, সাক্ষাৎ দেবতারাও ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ প্রভৃতি মদীয় বীর বর্গকে সমরে পরাজিত করিতে সমর্থ নহেন[১৪]। হে মাধব! স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া যদিচ আমরা সমরে যথাকালে অস্ত্রাঘাতে নিধন প্রাপ্ত হই; তাহা হইলেও আমাদিগের স্বর্গলাভ হইবে[১৫]।

হে জনার্দ্দন। আমরা সমরে শর শয্যায় শয়ান হই, ইহাই আমাদিগের ক্ষত্রিয় কুলের পরম ধর্ম্ম[১৬]। অতএব হে মাধব। আমরা শত্রুগণের সমীপে প্রণত না হইয়া বীর শয্যায় শয়ন করিলেও উহা আমাদিগকে কিছু মাত্র পরিতাপিত করিবে না[১৭]। বীর-কুলে উৎপন্ন হইয়া কোন্ ক্ষত্রধর্ম্মজীবী পুরুষ কেবল জীবন রক্ষণে তৎপর হইয়াই শত্রু সমীপে প্রণত হয়[১৮]? মাতঙ্গ মুনি কহিয়াছেন; নিয়তই উদ্যমশীল হইবেক, কোন ক্রমে অবনত হইবেক না; যে হেতু উদ্যমই পুরুষ কার; বরঞ্চ অপর্ব্বস্থানে ভগ্ন হইবেক, তথাপি কোন কালে নত হইবেক না[১৯] আত্ম হিতাভিলাষী বিচক্ষণ ক্ষত্রিয়েরা মাতঙ্গ মুনির এই বচনটি সর্ব্বদা সমাদর-পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া থাকেন। মাদৃশ ক্ষত্রিয়েরা ধর্ম্মের নিমিত্তে কেবল ব্রাহ্মণদিগকেই প্রণাম করিবেক[২০]। অতএব অন্য কোন বিষয় চিন্তা না করিয়া যাবজ্জীবন উক্ত রূপ ধর্ম্ম আচরণ করিবে; ইহাই ক্ষত্রিয়ের যথার্থ ধর্ম্ম এবং ইহাই আমার নিয়ত মত-সিদ্ধ[২১]।

হে কেশব। পূর্ব্বে পাণ্ডবগণকে আমার পিতা যে রাজ্যাংশ প্রদান করিতে অনুজ্ঞা করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমি জীবিত থাকিতে তাহা আর কস্মিন্ কালেও পুনরায় লভ্য হইবার নহে[২২]। হে মাধব! রাজা ধৃতরাষ্ট্র যে পর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছেন, সে পর্য্যন্ত কি আমরা, কি তাহারা, এক পক্ষকে অবশ্যই ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভিক্ষুকের ন্যায় কালাতিপাত করিতে হইবে। হে জনার্দ্দন! যৎকালে আমি বালক ও পরাধীন ছিলাম, তখন পিতা; অজ্ঞান প্রযুক্তই হউক অথবা ভয় প্রযুক্তই হউক, আমার রাজ্য পাণ্ডবগণকে প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু এক্ষণে তাহা আর কোন প্রকারে দাতব্য হইতে পারে না। হে বৃষ্ণি-নন্দন মহাবাহো

কেশব! সম্প্রতি দুর্য্যোধন জীবিত থাকিতে পাণ্ডবগণ কোন কালেও তাহা পুনর্ব্বার লাভ করিতে পারিবে না অধিক কি, সুতীক্ষ্ণ সূচীর অগ্রভাগ দ্বারা যাবৎ-পরিমাণ ভূমি বিদ্ধ হইতে পারে, আমাদিগের রাজ্য হইতে তাহাও পাণ্ডবগণের প্রতি অর্পিত হইবেক না[২৩-২৫]।

দুর্য্যোধন-বাক্যে সপ্তবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১২৭॥

অষ্টাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণানন্তর রোষ-কষায়িত লোচন কৃষ্ণ বিশেষ বিবেচনা করত সভামধ্যে দুর্য্যোধ-নকে কহিতে লাগিলেন[১], অহে দুর্য্যোধন! স্থির হও; তুমি অ-মাত্য-বর্গের সহিত অবশ্যই বীর শয্যা লাভ করিবে;—অচিরেই এই অভীষ্ট প্রাপ্ত হইবে; যে হেতু ঘোরতর সমর ব্যাপার নিঃস-ন্দেহ উপস্থিত হইবে[২]। রে মূঢ়মতে! তুমি যে মনে করিতেছ ‘পাণ্ডবগণের প্রতি আমার কোন ব্যতিক্রম হয় নাই’ তাহা সমস্ত নরাধিপেরাই বোধ গম্য করুন[৩]। হে ভারত! তুমি মহাত্মা পাণ্ডবগণের সম্পত্তি সন্দর্শনে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া শ-কুনির সহিত কুমন্ত্রণা পূর্ব্বক দ্যূতক্রীড়া-রূপ যে দুষ্ট অভিসন্ধি করিয়াছিলে, তাহা কাহার না বিদিত আছে[৪]? হে তাত! সেই সরল-স্বভাব শ্রেষ্ঠতম জ্ঞাতিগণ যে কুটিলাচার শকুনির সহিত তাদৃশ অন্যায্য কর্ম্মের উপাসনা করিতে সম্যক্ রূপে সম্মত হইয়াছিলেন, ইহাই বা কি প্রকারে সম্ভাবিত হইতে পারে[৫]? হে মহাপ্রাজ্ঞ! অক্ষ-ক্রীড়ায় সাধু মানবগণের মতিভ্রংশ হয় এবং সাধু লোকদিগের সুহৃদ্ভেদ ও নানা প্রকার বিপদের উৎপত্তি

হইয়া থাকে[৬]। তুমি ও সাধুশীল ব্যক্তিদিগের সহিত পরামর্শ না করিয়া কেবল পাপানুবন্ধী দুরাচারগণের কুমন্ত্রণায় সেই দুষ্ট দ্যূতনিবন্ধন ঘোরতর ব্যসনের সূত্রপাত করিয়াছ[৭]। তুমি পাণ্ডবগণের প্রাণ হইতেও গরীয়সী মহীষি মহাকুল সম্ভূতা শীল-সম্পন্না দ্রুপদ নন্দিনীকে সভামধ্যে আনয়ন-পূর্ব্বক বহুতর কটূক্তি-দ্বারা যাদৃশ দুঃসহ দুঃখ প্রদান করিয়াছিলে, এই পৃথিবীতলে আর কোন্ ব্যক্তি ভ্রাতৃ ভার্য্যার তাদৃশ দুরবস্থা করিতে সমর্থ হয়[৮-৯]। অপিচ সেই পরন্তপ কুন্তী-নন্দনেরা যৎকালে অরণ্যে গমন করেন, তখন দুঃসাসন তাঁহাদিগকে যে সকল কথা বলিয়াছিল, সমস্ত কৌরবগণ মধ্যে তৎসমুদায় কাহার অগোচর আছে[১০]? কোন্ সাধু পুরুষ সম্পূর্ণ সচ্চরিত্র, সতত ধর্ম্মচারী, অলুব্ধ, আত্মীয় বন্ধুগণের প্রতি ঈদৃশ অযুক্ত ব্যবহার করেন[১১]? তুমি, কর্ণ ও দুঃশাসন এই তিন জনে অনার্য্য ও নৃশংস পুরুষের ন্যায় বারম্বার বহুবিধ কটূক্তি করিয়াছিলে[১২]। পাণ্ডবেরা যখন বালক ছিলেন, তৎকালে বারণাবত নগর মধ্যে তাঁহাদিগকে মাতার সহিত দগ্ধ করিবার নিমিত্তে তুমি পরম যত্নবান্ হইয়াছিলে; কিন্তু ভাগ্যক্রমে তোমার সে যত্ন সফল হয়নাই[১৩]। সেই বিষমতর দুষ্টাভিসন্ধি হইতে তাঁহারা মাতৃসমাভিব্যাহারে একচক্রা নগরে কোন ব্রাহ্মণের ভবনে বহুদিবস প্রচ্ছন্নভাবে বাস করিয়াছিলেন[১৪]। আরও দেখ, তুমি বিষ-প্রয়োগ সর্পবন্ধনাদি সর্ব্ব প্রকার উপায় সহকারে তাঁহাদিগকে বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছিলে, কিন্তু কোনক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে পার নাই[১৫]। অতএব এতাদৃশ নিদারুণ দুর্ব্বুদ্ধি-পরবশ হইয়া সেই মহানুভব পাণ্ডবগণের যখন পদে পদে অনিষ্টাচরণ করিয়াছ, তখন আর কি বলিয়া তাঁহাদিগের নিকটে অপরাধ হয় নাই[১৭]? রে পাপাত্মন্? পাণ্ডবগণ পৈতৃক

অংশ প্রার্থনা করিতেছেন; তুমি তৎপ্রদানে সম্মত হইতেছনা; কিন্তু যখন ঐশ্বর্য্যভ্রষ্ট ও নিপতিত হইবে, তখন তাহা প্রদান করিতে হইবে[17]। হা কি আশ্চর্য্য! তুমি চিরকাল অসাধু ও মিথ্যাচারী হইয়া অতিমাত্র নিষ্ঠুরতা সহকারে পাণ্ডবগণের প্রতি নানাবিধ অকার্য্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াও এক্ষণে পুনরায় তাঁহাদিগের সহিত বিবাদ করিতে বাসনা করিতেছ[18]। হে পার্থিব! তোমার মাতা পিতা ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর প্রভৃতি গুরুজন-বর্গ তোমাকে "শান্ত হও" এই কথা বারম্বার বলিতেছেন, তথাপি তুমি শান্তি স্থাপনে সম্মত হইতেছ না[19]। হে রাজন্! সন্ধি হইলে তোমার এবং যুধিষ্ঠিরের উভয়ের ইষ্টলাভ হয়। কিন্তু তাহাতে তোমার রুচি হইতেছে না; ইহাতে তোমার বুদ্ধিলাঘব ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে[20]? হে নরাধিপ! তুমি সুহৃদ্গণের বাক্য উল্লঙ্ঘন করিয়া নিতান্ত অধর্ম্ম ও অযশস্কর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেছ; অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে, তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে না[21]।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যদুনন্দন কৃষ্ণ এইরূপ কহিয়া নিরস্ত হইলে, ক্রূরমতি দুঃশাসন কুরু-সভা মধ্যে অমর্ষণ দুর্য্যোধনকে বলিলেন[22], মহারাজ! যদি আপনি স্বেচ্ছাক্রমে পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি সংস্থাপন না করেন, তাহা হইলে কৌরবগণ নিশ্চয়ই আপনাকে কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরের হস্তে প্রদান করিবেন[23]; অন্যের কথা কি? ভীষ্ম, দ্রোণ এবং আপনার পিতা, ইঁহারাই কর্ণ, আপনি আর আমি, এই তিনজনকে পাণ্ডবদিগের হস্তে সমর্পণ করিবেন[24]। মান্যলোকের অবমানকারী, মর্য্যাদাবর্জ্জিত, লজ্জাশূন্য, দুষ্টমতি দুর্য্যোধন, ভ্রাতার এই বাক্য শ্রবণে সাতিশয় রোষভরে মহামাতঙ্গের ন্যায় প্রবলবেগে নিশ্বাস পরিত্যাগক-

রিতে করিতে আসন হইতে উত্থিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্র, জনার্দ্দন, ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, মহারাজ বাহ্লিক, কৃপ ও সোমদত্ত, ইহাঁদিগের সকলকেই অনাদর করিয়া অশিষ্টের ন্যায় সভা হইতে প্রস্থান করিলেন[২৫-২৭]। নরবর দুর্য্যোধনকে প্রস্থিত অবলোকন করিয়া অমাত্য সহ তদীয় ভ্রাতৃবর্গ ও যাবতীয় রাজন্যগণ সকলেই তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন[২৮]।

তখন শান্তনুনন্দন ভীষ্ম দুর্য্যোধনকে তাদৃশ ক্রোধভরে সহসা উত্থিত এবং সোদরগণ সমভিব্যাহারে সভা হইতে প্রস্থান করিতে দেখিয়া কৃষ্ণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন[২৯], হে জনার্দ্দন! যে ব্যক্তি ধর্ম্মার্থ পরিত্যাগ করিয়া ক্রোধের অনুমোদন করে, তাহার শত্রুগণ তাহাকে অচিরেই ব্যসনে পতিত অবলোকন করিয়া হাস্য করিতে থাকে[৩০]। এই অনুপায়জ্ঞ বৃথা রাজ্যাভিমানী দুরাত্মা রাজপুত্র দুর্য্যোধন কেবল ক্রোধ লোভেরই বশবর্ত্তী হইয়া চলে[৩১]। হে জনার্দ্দন! ইহার অনুবর্ত্তী এই সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ যেন কালপক্ক ফলের ন্যায় অচির-পতনোন্মুখ বোধ হইতেছে; যেহেতু উহারা মোহ-বশত মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে সকলেই ইহার অনুসরণ করিল[৩২]।

মহাবীর্য্যবান্ কমললোচন যদুনন্দন, ভীষ্মের এই বাক্য শ্রবণানন্তর ভীষ্ম ও দ্রোণ প্রভৃতি অন্যান্য কুরুবৃদ্ধ সকলকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতেলাগিলেন, আপনারা যে ঐশ্বর্য্য-দূষিত উচ্ছৃঙ্খল দুর্য্যোধনকে বল-পূর্ব্বক সংযত করিতেছেন না, ইহাতে আপনাদিগের মহান্ ব্যতিক্রম হইতেছে[৩৩-৩৪]। হে অরিন্দম অনঘগণ! তদ্বিষয়ে সংপ্রতি পশ্চাদুক্ত এই কার্য্যটি আমি উপযুক্ত বোধ করিতেছি; ইহার অনুষ্ঠান করিলে মঙ্গল হইতে পারে, অতএব আপনারা তৎসমুদায় শ্রবণ করুন[৩৫]। হে ভারতবর্গ! আমি যে

বাক্যের প্রস্তাব করিব, যদি অনুকূল বোধে আপনাদিগের ইহা স্পৃহণীয় হয়, তবে প্রত্যক্ষ হিতজনক হইবে[৩৬]। দেখুন, উগ্রসেন-সুত ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র দুরাচার কংস, পিতা জীবিত থাকিতেই সেই বৃদ্ধ ভোজরাজের ঐশ্বর্য্য হরণ করিয়া মৃত্যুর বশগামী হইয়াছিল তাহার সেই দৌরাত্ম্য-হেতুক আত্মীয় বান্ধবগণ তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন এবং আমিও জ্ঞাতিগণের হিতকামনায় মহাসমরে তাহার সংহার করিলাম[৩৭-৩৮]। অনন্তর আমরা ও জ্ঞাতিবর্গ ভোজরাজকুলবর্দ্ধন আহুক-পুত্র উগ্রসেনকে যথেষ্ট সৎকার প্রদর্শন-পূর্ব্বক পুনরায় রাজ্যাভিষিক্ত করিলাম[৩৯]।—হে ভরত-নন্দন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র! এইরূপে কুলরক্ষা নিমিত্ত একমাত্র কংসকে পরিত্যাগ করিয়া সমুদায় যাদব, অন্ধক ও বৃষ্ণি বংশীয়গণ সমবেত হইয়া পরম সুখ সম্ভোগে কালাতিপাত করিতেছেন[৪০]।

আরও দেখুন, সুরাসুরের ঘোরতর সমর সময়ে কাল-স্বরূপ আয়ুধ সমস্ত উদ্যত হইলে যখন লোকপুঞ্জ সন্দিগ্ধ-চিত্ত ও বিনাশোন্মুখ হইল, তখন সর্ব্বদর্শী লোকভাবন ভগবান্ প্রজাপতি পরমেষ্ঠী এই কথা বলিয়াছিলেন[৪১-৪২], এই যুদ্ধে অসুর, দৈত্য ও দানব গণ নিশ্চয়ই পরাভব প্রাপ্ত হইবে এবং আদিত্য, বসু ও রুদ্র-প্রভৃতি দেবগণ বিজয়ী হইবেন[৪৩]; পরন্তু দেবাসুর গন্ধর্ব্ব মানুষ রাক্ষস ভুজঙ্গ-প্রভৃতি সকলেই ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পর পরস্পরকে সংহার করিবে[৪৪]। প্রজাপতি ব্রহ্মা মনে মনে এইরূপ অবধারণ করিয়া ধর্ম্মকে আদেশ করিলেন, এই সমস্ত দৈত্য দানবগণকে বন্ধন-পূর্ব্বক বরুণের হস্তে সমর্পণ কর[৪৫]। ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণে ধর্ম্ম তাঁহার আজ্ঞানুসারে সমুদায় দৈত্য দানবগণকে বন্ধন করিয়া বরুণকে প্রদান করিলেন[৪৬]। তখন জলাধিপতি বরুণ তাহাদিগকে ধর্ম্মের এবং স্বীয় পাশদ্বারা বন্ধন-পূর্ব্বক যত্ন সহকারে

সাগর-মধ্যে নিত্য রক্ষা করিতেলাগিলেন[৭]। সেইরূপ আপনারাও সম্প্রতি দুর্য্যোধন, কর্ণ, সুবল নন্দন শকুনি ও দুঃশাসনকে বন্ধন করিয়া পাণ্ডবগণের হস্তে প্রদান করুন[৪৮]। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, যদি একজনকে পরিত্যাগ করিলে কুলরক্ষা হয়, তবে অবশ্যই তাহা করিবে; সমস্ত গ্রামের রক্ষা নিমিত্ত কুলও পরিত্যাগ করিবে: জনপদ রক্ষার নিমিত্ত গ্রাম পরিত্যাগ করিবে এবং আত্ম-রক্ষা নিমিত্ত পৃথিবী পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিবে[৪৯]। অতএব হে ক্ষত্রিয়র্ষভ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র! আপনি দুর্য্যোধনকে বন্ধন করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করুন; আপনার নিমিত্ত যেন সমুদায় ক্ষত্রিয়গণ বিনষ্ট না হন[৫০]।

শ্রীকৃষ্ণ-বাক্যে অষ্টাবিংশাধিক শততম অধ্যায়

সমাপ্ত ॥ ১২৮ ॥

একোনত্রিংশত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নরনাথ ধৃতরাষ্ট্র কৃষ্ণের উক্ত বাক্য শ্র-বণে ত্বরান্বিত হইয়া সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ বিদুরকে আজ্ঞাকরিলেন[১], বৎস! তুমি গমন করিয়া দূরদর্শিনী মহাপ্রাজ্ঞা গান্ধারীকে এই স্থলে আন-য়ন কর; আমি তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনকে কিঞ্চিৎ অনুনয় করিব[২]; তিনিও যদি এই দুষ্টচেতা দুরাত্মাকে শান্ত করিতে পারেন, তাহা হইলেও আমরা পরম সুহৃদ্ বাসুদেবের বাক্য রক্ষা করিতে পারি[৩]। সান্ত্বপ্রসঙ্গ দ্বারা গান্ধারীর দুর্ব্বুদ্ধি দুঃসহায়-সম্পন্ন লোভাভিভূত কুপুত্রকে সুপথে আনয়নকরাও অ-সম্ভব নহে[৪]। ভাগ্যক্রমে তিনি যদি দুর্য্যোধন কৃত আমাদিগের এই মহাঘোর ব্যসনের উপশম করিতেপারেন, তাহাহইলে সেই মহদ-নুষ্ঠান আমাদিগের চিরকালঅক্ষয় যোগ ক্ষেমের নিমিত্ত (অর্থাৎ

চিরকাল সুখ ভোগের নিমিত্ত হইবে সন্দেহ নাই[৫]। বিদুর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের এই আদেশ বাক্য শ্রবণ মাত্র দীর্ঘদর্শিনী গান্ধারীকে তথায় আনয়ন করিলেন[৬]।

অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র গান্ধার রাজ নন্দিনীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, গান্ধারি! তোমার এই শাসনাতিবর্ত্তী দুরাত্মা পুত্র ঐশ্বর্য্য লোভে সমস্ত ঐশ্বর্য্য, এমন কি, জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হইয়াছে[৭]। সেই মর্য্যাদা-শূন্য মূঢ়মতি দুরাত্মা দুর্য্যোধন সুহৃদ্বাক্য উল্লঙ্ঘন করিয়া অতিশয় অশিষ্টের ন্যায়, পাপাত্মাগণ সমভিব্যাহারে সভা হইতে নির্গত হইয়া গমন করিয়াছে[৮]।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সেই যশস্বিনী গান্ধার নন্দিনী রাজপুত্রী স্বামীর বাক্য শ্রবণে কুরুকুলের-কল্যাণার্থিনী হইয়া এই কথা বলিলেন[৯], মহারাজ! সেই রাজ্যকামী আতুরপুত্রকে সত্বর আনীত করুন। ধর্ম্মার্থবিলোপী অশিষ্ট লোক কখন রাজ্য প্রাপ্ত হইতে পারে না; তথাপি সেই অবিনীত দুর্য্যোধন ইহা সর্ব্ব প্রকারে প্রাপ্ত হইয়াছে। হে ধৃতরাষ্ট্র! এ বিষয়ে আপনিই অতিশয় নিন্দনীয়; যেহেতু দুর্য্যোধনের পাপপরায়ণতা অবগত হইয়াও আপনি পুত্র-প্রেমের বশীভূত হইয়া কেবল তাহার বুদ্ধিরই অনুবর্ত্তন করেন। হে রাজন! সেই পাপাত্মা দুর্য্যোধন কাম ক্রোধের আয়ত্ত এবং সম্পূর্ণ মোহান্বিত হইয়াছে[১০-১২]; সুতরাং এক্ষণে তাহাকে বল-পূর্ব্বক নিবর্ত্তিত করিতে আপনার আর সাধ্য নাই। মূঢ়মতি, দুঃসহায়, দুরাত্মা ও লোভাশ্রিত ব্যক্তিকে আপনি যে রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার ফল ভোগ করিতেছেন। তুমি আত্মীয় লোকের সহিত ভেদ কি রূপে উপেক্ষা করিতেছ? আপনারে স্বজনের সহিত ভেদ করিতে অবলোকন করিয়া শত্রুগণ অবশ্যই হাস্য করিবে, সন্দেহ নাই[১৩-১৪]।

মহারাজ! সাম অথবা দান দ্বারা আপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিলে কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দণ্ড বিধানে প্রবৃত্ত হয়[১৫]?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাত্মা বিদুর গান্ধারীর বাক্যে এবং ধৃতরাষ্ট্রের শাসন ক্রমে অমর্ষ সম্পন্ন দুর্য্যোধনকে পুনরায় সভামণ্ডপে প্রবেশ করাইলেন[১৬]। দুর্য্যোধন জননীর বচনাকাঙ্ক্ষী হইয়া ক্রোধপূর্ণ তাম্রবর্ণ নয়নে কুপিত আশীবিষের ন্যায় ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে পুনর্ব্বার সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন[১৭]। তখন গান্ধারী সভাপ্রবিষ্ট কুপথবর্ত্তী কুপুত্র দুর্য্যোধনকে অবলোকন করিয়া যথোচিত ভৎসনা করত শান্তির নিমিত্ত এইরূপ কহিতে লাগিলেন[১৮], বৎস দুর্য্যোধন! একবার নিবিষ্টচিত্তে আমার এই হিত বাক্য বোধগম্য কর। হে পুত্রক! ইহার দ্বারা পরিণামে আত্মীয় বন্ধু বান্ধবগণের সহিত তোমার পরম সুখোদয় হইবে[১৯]। হে দুর্য্যোধন! তোমার পিতা ভরতসত্তম ধৃতরাষ্ট্র এবং ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য বিদুর প্রভৃতি অন্যান্য সুহৃদ্গণ তোমাকে যে কথা বলিয়াছেন, তাহা নিঃসংশয়ে প্রতিপালন কর[২০]। তুমি শান্তি মার্গ অবলম্বন করিলেই ভীষ্মের, ধৃতরাষ্ট্রের, আমার ও দ্রোণাদি সুহৃদ্বর্গের সম্যক্ অর্চ্চনা করা হয়[২১]। হে মহাপ্রাজ্ঞ ভরতর্ষভ! কেবল স্বকীয় কামনানুসারেই কখন রাজ্যের প্রাপ্তি, রক্ষা ও ভোগ হইতে পারে না[২২]। অজিতেন্দ্রিয় মূঢ় ব্যক্তি চিরকাল রাজ্য সম্ভোগে কদাপি সমর্থ হয় না। বিজিতাত্মা মেধাবী মনুষ্যই রাজ্য পালনের যথার্থ উপযুক্ত পাত্র[২৩]। কাম ও ক্রোধ উভয়ই পুরুষকে অর্থ সকল হইতে নিয়ত আকর্ষণ করিতে থাকে; অতএব যে ভাগ্যবান্ রাজা এই দুই বিষম শত্রুকে জয় করিতে পারেন, তিনিই বসুধা-বিজয়ের অধিকারী হন[২৪]। লোকের ঈশ্বর হইয়া প্রভুত্ব করা অতীব মহৎ ব্যাপার। দুরাত্মা

পামরেরা সহজেই রাজ্যপদ লাভের অভিলাষ করিতে পারে বটে, কিন্তু ইহার রক্ষা করা তাহাদিগের কখনই সাধ্য হয় না[২৫]। যে ব্যক্তি রাজ্য আকাঙ্ক্ষা করে, তাহার ইন্দ্রিয় সমস্ত অর্থে ও ধর্ম্মে সংযত করা অগ্রে কর্ত্তব্য। যেমন কাষ্ঠ দ্বারা হুতাশন প্রবৃদ্ধ হয় সেইরূপ ইন্দ্রিয় গণ সংযম হইলেই জীবের বুদ্ধি বৃদ্ধি হইতে থাকে[২৬]। অবশীকৃত অশান্ত অশ্ব গণ যেমন পথি-মধ্যে কুসারথিকে বিনষ্ট করিতে পারে, তদ্রূপ অবশীকৃত ইন্দ্রিয়বর্গও পুরুষের নিধন সাধনে সমর্থ হয়[২৭]। যে ব্যক্তি অগ্রে আত্মাকে জয় না করিয়া অমাত্যগণকে জয় করিতে অভিলাষ করে এবং অমাত্যবর্গকে বশীভূত না করিয়া শত্রু-বিজয়ের অভিলাষ করে, সে অবশ্যই অবশ হইয়া সম্পত্তি হইতে বিচ্যুত হয়[২৮]। আত্মহিতৈষী পুরুষ প্রথমে আত্মাকে দ্বেষ্য রূপে যোজনা করিবেক, অর্থাৎ আত্মগত যে সমস্ত স্বাভাবিক দুরভিসন্ধি প্রকাশ পায় তৎসমুদায়ের বিরুদ্ধাচরণে তৎপর হইবেক; তদন্তে অমাত্য ও অমিত্রবর্গকে জয় করিবার অভিলাষ করিলে, তাহা আর কোন ক্রমেই ব্যর্থ হইবে না[২৯]। যে ধীরব্যক্তি ইন্দ্রিয়গণকে স্ববশে আনয়ন, অমাত্যগণকে পরাজয় ও দুষ্টগণের প্রতি দণ্ডধারণ পূর্ব্বক বিশেষ রূপে পরীক্ষা করিয়া কার্য্য করেন; লক্ষ্মী নিরন্তর তাঁহারে ভজনা করেন[৩০]। সূক্ষ্ম-ছিদ্র-সঙ্কুল জাল-দ্বারা সমাবৃত মৎস্যযুগলের ন্যায়, শরীরাভ্যন্তরস্থ কাম ও ক্রোধ পুরুষের প্রজ্ঞা লোপ করে[৩১]। যে দুই হইতে ভীত হইয়া দেবতারা রাগ-দ্বেষাদি-বিবর্জ্জিত, স্বর্গধামে গমনোদ্যত মানবের অন্তঃকরণে কাম ক্রোধ বর্দ্ধিত করিয়া স্বর্গ দ্বারা রোধ করেন[৩২]। যে বিচক্ষণ ভূমিপতি কাম ক্রোধ লোভ দম্ভ দর্প-প্রভৃতি রিপুবর্গকে সম্যক্-রূপে জয় করিতে জানেন, তিনিই এই সসাগরা ধরা-রাজ্যের শাসন করিতে পারেন[৩৩]।

ধর্ম্মার্থ-লিপ্সু ও শত্রু-বিজয়কাঙ্ক্ষী মহীপতি নিরন্তর ইন্দ্রিয়-নিগ্রহে তৎপর হইবেন[৩৪]। যে ব্যক্তি কাম ক্রোধে অভিভূত হইয়া আত্মীয় স্বজন অথবা অন্য লোকদিগের প্রতি কপটতাচরণ করে, তাহার বহু সহায় প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে না[৩৫] হে বৎস! একভাবাপন্ন মহা প্রাজ্ঞ মহাবল পরাক্রান্ত অরাতি নিপাতন পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইলে তুমি পরম সুখী হইয়া পৃথিবী সম্ভোগ করিতে পারিবে[৩৬]! হে তাত! শান্তনু-তনয় ভীষ্ম ও মহারথ দ্রোণাচার্য্য তোমাকে যে কথা বলিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণই সত্য; কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়কে কেহই পরাজয় করিতে পারে না[৩৭]। অতএব এই অক্লিষ্টকর্ম্মা মহাবাহু বাসুদেবের শরণাপন্ন হও; কেশব প্রসন্ন হইলে উভয় পক্ষেরই সুখ-সম্পাদক হইবেন, সন্দেহ নাই[৩৮]। যে অবোধ মনুষ্য প্রাজ্ঞ, কৃতবিদ্য ও হিতকামী সুহৃদ্গণের শাসন অবস্থান না করে, সে অবশ্যই শত্রুগণের আনন্দবর্দ্ধন করে[৩৯]। হে তাত! যুদ্ধে কিছুমাত্র শ্রেয় নাই; তাহাতে না ধর্ম্ম, না অর্থ, কিছুই সিদ্ধ হইতে পারে না, সুতরাং তদ্দ্বারা সুখ লাভের সম্ভাবনা কি? তাহাতে নিত্যই যে জয় হইয়া থাকে, এমনও নিশ্চয় নাই; অতএব এতাদৃশ অনর্থকর ব্যাপারে কদাপি চিত্ত নিবেশ করিও না[৪০]। হে অরিন্দম! পাণ্ডবগণের সহিত ভেদ হয়, এই ভয়ে ভীত হইয়াই তোমার পিতা, ভীষ্ম ও বাহ্লিক তাঁহাদিগের ন্যায্য অংশ প্রদান করিয়াছিলেন[৪১]; এক্ষণে ঐ শূরগণ-কর্ত্তৃক নিহত-কণ্টকা সমগ্র-বসুন্ধরা সম্ভোগ করত তুমি সেই প্রদানের প্রত্যক্ষ ফল অবলোকন করিতেছ[৪২]। অতএব হে মহাপ্রাজ্ঞ! যদি অমাত্যবর্গের সহিত রাজ্যের অর্দ্ধাংশ ভোগ করিতে অভিলাষ হয়, তবে এখনও মহীপাল পাণ্ডবগণকে যথোচিত অর্দ্ধাংশ প্রদান কর[৪৩]। হে ভারত! পৃথিবীর অর্দ্ধ-

ভাগ-দ্বারাই অমাত্য বান্ধববর্গের সহিত তোমার যথেষ্ট জীবনোপায় হইবে; বিশেষত সুহৃদ্গণের বাক্য প্রতিপালন করায় তুমি বিপুল যশোলাভ করিতে পারিবে[৪৩]। হে পুত্রক! সেই শ্রীমন্ত, ধৃতিমন্ত, বুদ্ধিমন্ত, জিতেন্দ্রিয়, পাণ্ডবগণের সহিত বিগ্রহ করিলে উহা তোমাকে মহৎ সুখ হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে[৪৫]। অতএব হে ভরতর্ষভ! পাণ্ডু-পুত্রদিগকে স্বকীয় অংশ প্রদান-পূর্ব্বক সুহৃদ্-বর্গের ক্রোধ নিবারণ করিয়া যথোচিত রাজ্যশাসন কর[৪৬]। হে বৎস! তুমি পাণ্ডবগণকে ত্রয়োদশ বৎসর কাল রাজ্য-বিচ্যুত করিয়া তাঁহাদিগের যে অপকার করিয়াছ, ইহাই যথেষ্ট হইয়াছে; অতএব হে মহাপ্রাজ্ঞ! সংপ্রতি কাম-ক্রোধ-সম্বর্দ্ধিত সেই অপকারের উপশম কর[৪৭]। তুমি কুন্তী-পুত্রগণের অর্থাপহরণে অভিলাষী হইতেছ বটে, কিন্তু কস্মিন্ কালেও এ অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিবে না; কেবল তুমিই নহ, দৃঢ়ক্রোধী সূতপুত্র অথবা তোমার ভ্রাতা দুঃশাসন, কেহই তাহাতে সমর্থ হইবে না[৪৮]; হইবার মধ্যে এই হইবে যে, ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ ভীমসেন ধনঞ্জয় ধৃষ্টদ্যুম্ন-প্রভৃতি বীর-সমস্ত অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইলে নিশ্চয়ই সমুদায় প্রজাবিনষ্ট হইবে[৪৯]। অতএব হে তাত! অমর্ষের বশীভূত হইয়া কুরুবংশের ধ্বংস করিও না। এই সমগ্র মহীমণ্ডল যেন তোমার নিমিত্ত সংহার-দশায় উপনীত না হয়[৫০]। রে মূঢ়! তুমি যে মনে কর, ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ-প্রভৃতি বীরগণ সর্ব্ব শক্তি সহকারে যুদ্ধ করিবেন, তোমার সে আশা কদাচ ফলবতী হইবে না[৫১]; কেন না, কি পাণ্ডবগণ, কি তোমরা, উভয় পক্ষের প্রতিই ঐ বিদিতাত্মা মহারথগণের রাজ্য, স্নেহ ও সম্বন্ধ সমান; বিশেষত ধর্ম্মই তদপেক্ষা অধিক প্রবল[৫২]। অতএব যদিচ রাজপিণ্ড ভয়ে ইঁহারা জীবিত পরিত্যাগে সম্মত হন, (অর্থাৎ ঐ মহাত্মাগণ রাজার

অন্নে প্রতিপালিত হইতেছে বলিয়া সমরে স্বীয় জীবন পরিত্যাগ করিবেন;) তথাপি যুধিষ্ঠিরের প্রতি কোপদৃষ্টি করিতে পারিবেন না[৫৩]। হে তাত! লোভ হইতে মনুষ্যের অর্থসম্পত্তি হয়, ইহাকুত্রাপি দৃষ্ট হয় না; অতএব হে ভরতর্ষভ! লোভ পরিত্যাগ করিয়া প্রশান্ত হও[৫৪]।

গান্ধারী-বাক্যে একোনত্রিংশদধিক শততম

অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২৯ ॥

ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দুর্য্যোধন, সদর্থ সম্পন্ন মাতৃ বাক্যের প্রতি অনাদর করিয়া রোষপরীতচিত্তে পুনরায় সভা পরিত্যাগপূর্ব্বক অকৃতাত্মা নরাধমগণ-সন্নিধানে প্রস্থান করিয়া দ্যূতপ্রিয় সুবল-পুত্র রাজা শকুনির সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন[১-২]। পরিশেষে দুর্য্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসন, এই চারিজনের এইরূপ সংকল্প স্থির হইল যে, "এই ক্ষিপ্রকারী জনার্দ্দন, রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্মের সহিত মিলিত হইয়া পূর্ব্বেই আমাদিগকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতেছে[৩-৪], কিন্তু ইন্দ্র যেমন বলিকে বদ্ধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমরাই অগ্রে বল-পূর্ব্বক ঐ পুরুষব্যাঘ্র বাসুদেবকে সহসা নিগৃহীত করিব[৫]। বৃষ্ণিনন্দন কৃষ্ণ গৃহীত হইয়াছেন শ্রবণ করিলে পাণ্ডবগণ ভগ্নদংষ্ট্র ভুজঙ্গের ন্যায় অবশ্যই হতচিত্ত ও নিরুৎসাহ হইবে, সন্দেহ নাই[৬]; যেহেতু এই মহাবাহুই পাণ্ডবগণের সুখ ও ধর্ম্মস্বরূপ; এই সর্ব্ব যাদবশ্রেষ্ঠ অভীষ্টপ্রদ হৃষীকেশ গৃহীত হইলে[৭], পাণ্ডবেরা এবং তাহাদিগের সহায়ভূত সোমকেরা উদ্যম-শূন্য হইবে; অতএব ধৃতরাষ্ট্র আক্রোশ প্রকাশ করিলেও আমরা এই স্থানেই বন্ধন করিয়া ক্ষিপ্রকারী কেশবকে নিরুদ্বেগে শত্রুগণের সহিত সংগ্রাম করিব"।

ইঙ্গিতজ্ঞ মহাবিচক্ষণ বীর্য্যবান্ সাত্যকি সেই দুষ্টচিত্ত পাপাত্মাদিগের পাপময় অভিসন্ধি শীঘ্রই অবগত হইলেন এবং তন্নিমিত্ত সভা হইতে নির্গত হইয়া হৃদিক-নন্দন কৃতবর্ম্মার সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহারে কহিলেন, আমি অক্লিষ্টকর্ম্মা কৃষ্ণকে এই বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করি, ইতি মধ্যে তুমি বাহিনী যোজনাপূর্ব্বক দৃঢ়তর সন্নদ্ধ ও সৈন্য ব্যূহে সংরক্ষিত হইয়া অবিলম্বে সভাদ্বারে উপস্থিত হও। মহাবীর সাত্যকি কৃতবর্ম্মারে এই কথা বলিয়া গিরি গুহা-মধ্যে সিংহের ন্যায়, সভামণ্ডপে প্রবিষ্ট হইয়া অগ্রে মহাত্মা কেশবকে, তৎপরে ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুরকেও ঐ দুরভিসন্ধির বিষয় বিজ্ঞাপিত করিলেন। তাহাদিগের সেই দুষ্ট অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া হাস্য করিতে করিতে কহিলেন, মন্দমতি দুরাশয়েরা কি ধর্ম্ম, কি অর্থ, কি কাম, সর্ব্বাংশেই সাধু-জনবিগর্হিত দূত-নিগ্রহ-রূপ যে জঘন্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে অভিলাষী হইতেছে, তাহা কোন প্রকারেই সম্পন্ন হইবার নহে। ক্রোধ লোভের বশবর্ত্তী এই সমবেত পাপাত্মা মূঢ়গণ কাম-ক্রোধে অভিভূত হইয়া কলহ-রূপ ভয়ঙ্কর বিকার প্রাপ্ত হইবে। ইহাদিগের দুর্ব্বুদ্ধির কথা কি কহিব, বালক অথবা জড়বুদ্ধি উন্মত্ত লোকেরা যেমন বস্ত্র-দ্বারা প্রজ্বলিত অনল গ্রহণের অভিলাষ করে, সেইরূপ ইহারা পুণ্ডরীকাক্ষ বাসুদেবকে বল-পূর্ব্বক গ্রহণ করিতে সমুৎসুক হইতেছে।

কুরু-সভা-মধ্যে সাত্যকির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহামতি দীর্ঘদর্শী বিদুর, মহাবাহু ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে শত্রুতাপন মহারাজ! আপনার পুত্রগণ নিতান্তই কালপরীত হইয়াছে৮-১৮। উহারা যখন সকলে মিলিত হইয়া ঘোরতর অযশস্কর অসাধ্য কর্ম্ম করণে উদ্যত হইতেছে; —যখন এই বাস-

বাসুদেব পুণ্ডরীকাক্ষকে বলপূর্ব্বক অভিভব করিয়া নিগ্রহ করিতে বাসনা করিতেছে; তখন আর উহাদিগের কাল প্রাপ্ত হইবার অবশিষ্ট কি? যেমন পতঙ্গগণ অনলে পতিত হইয়া বিনষ্ট হয়; সেই রূপ উহারা এই দুষ্প্রধর্ষ দুরাসদ পুরুষ শার্দ্দুল বাসুদেবকে প্রাপ্ত হইয়া কি বিনষ্ট হইবে না? অমিত-প্রতাপশালী জনার্দ্দন ইচ্ছা করিলে, ইহারা সকলে সমবেত হইয়া যুদ্ধ করিলেও, মাতঙ্গ দল-দলনকারী সংক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায়, একাকীই সকলকে শমন-ভবনে প্রেরণ করিতে পারেন। পরন্তু এই পুরুষোত্তম অচ্যুত নিন্দিত কর্ম্ম করিবেন না ও ধর্ম্ম হইতেও পরিভ্রষ্ট হইবেন না।

বিদুর এই কথা বলিয়া নিরস্ত হইলে মহাত্মা বাসুদেব ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া, পরম্পর শ্রবণকারী সুহৃদ্গণ সন্নিধানে কহিলেন, মহারাজ! ইহারা যদি ক্রুদ্ধ হইয়া বল পূর্ব্বক আমাকে নিগৃহীত করিতে পারে; —ইহারাই আমার নিগ্রহ করুক অথবা আমিই ইহাদিগের করি, উভয়থাই আপনি অনুজ্ঞা করুন। উহারা যত সংরব্ধ হউক না কেন, আমি একাকীই সকলকে শাসন করিতে উৎসাহী হইতে পারি, কিন্তু কোন ক্রমেই এরূপ নিন্দিত পাপ-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব না। আপনার পুত্রেরা পাণ্ডবগণের অর্থে লুব্ধ হইয়া আপন অর্থেই বঞ্চিত হইবে[১৯-২৬]। ইহারা যদি এরূপ অভিলাষ করে, তাহা হইলে ত যুধিষ্ঠির অনায়াসেই কৃতকার্য্য হইলেন। আমি অদ্যই ইহাদিগকে এবং ইহাদিগের যাবতীয় অনুকূল সহায়বর্গকে নিগৃহীত করিয়া পাণ্ডবগণ-সন্নিধানে সমর্পণ করিতে পারি; তাহা আর আমার দুষ্কর কি? কিন্তু হে ভরত-নন্দন মহারাজ! আপনার সন্নিধানে ক্রোধ ও পাপ-বুদ্ধি জনিত এতাদৃশ নিন্দিত কর্ম্মে আমি কদাচ প্রবৃত্ত হইব না। হে রাজন্! এই

দুর্য্যোধন যেরূপ করিতে অভিলাষ করেন, সেইরূপই হউক, তাহাতে আমার কিছুমাত্র প্রতি বন্ধক নাই; বরং আপনার সমুদয় পুত্রদিগকে আমি তদ্বিষয়ে অনুজ্ঞাই করিতেছি।

কৃষ্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে কহিলেন, সেই রাজ্যলুব্ধ পাপাত্মা সুযোধনকে অমাত্য, মিত্র, সোদর ও অনুচর-বর্গের সহিত শীঘ্র আনয়ন কর; যদি পুনরায় উপদেশ-বাক্য-দ্বারা তাহাকে সুপথ বর্ত্তী করিতে পারা যায়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে[২৭.৩১]।

অন্ধরাজের আজ্ঞানুসারে বিদুর, রাজগণে পরিবৃত দুর্য্যোধনকে, আগমনে অনিচ্ছ হইলেও, ভ্রাতৃগণের সহিত পুনর্ব্বার সভা মণ্ডপে প্রবেশ করাইলেন[৩২]। তখন ধৃতরাষ্ট্র, কর্ণ দুঃশাসন ও দুর্ব্বৃত্ত ভূপালবর্গে পরিবেষ্টিত রাজা দুর্য্যোধনকে ভর্ৎসনা করত কহিলেন[৩৩], রে পাপাত্মন্ ক্রূরমতে! তুমি ক্ষুদ্র কর্ম্মকারী পাপচিত্ত সহায়গণের সহিত মিলিত হইয়া নিদারুণ পাপ-কর্ম্ম করিতে অভিলাষ করিতেছ[৩৪]? তোমার মত মূঢ় ও কুলপাংসন নরাধম ভিন্ন সাধুজন-বিগর্হিত ঈদৃশ অযশস্কর ও অসাধ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে আর কাহার দুরাগ্রহ হইতে পারে[৩৫]? শ্রবণ করিলাম, পাপাত্মা পামরগণের সাহায্যে এই দুষ্প্রধর্ষ দুরাসদ পুণ্ডরীকাক্ষকে নিগৃহীত করিতে তোমার অভিলাষ হইয়াছে[৩৬]? হা! ইন্দ্র-সহ সুরগণও যাঁহাকে বল-পূর্ব্বক গ্রহণ করিতে পারেন না, চন্দ্র-ধারণেচ্ছু বালকের ন্যায় তুমি সেই কেশবকে ধারণ করিতে প্রার্থনা করিতেছ[৩৭]? সমর সময়ে সুর অসুর গন্ধর্ব্ব মানুষ ভুজঙ্গ-প্রভৃতি সর্ব্বলোকেই যাঁহার প্রতাপ সহনে অসমর্থ, ইনই সেই বাসুদেব, ইহা কি তোমার বোধগম্য হইতেছে না[৩৮]? হে বৎস! কর-দ্বারা বায়ু গ্রহণ এবং শশধর ধারণ করা যেমন দুষ্কর,—মস্তক-

দ্বারা বসুন্ধরা বহন করা যেমন অসম্ভব, বল দ্বারা বাসুদেবকে গ্রহণ করাও সেইরূপ দুঃসাধ্য[৩৯]।

অন্ধরাজের বাক্যাবসানে মহামতি বিদুরও অমর্ষ পরায়ণ দুর্য্যোধনের প্রতি দৃষ্টি করত কহিলেন[৪০], হে দুর্য্যোধন! এক্ষণে আমার বাক্য শ্রবণ কর। সৌভ নগরের পুরদ্বারে দ্বিবিদ নামা বানরেন্দ্র যাঁহারে গ্রহণ করিবার মানসে সর্ব্ব প্রযত্নে বিক্রম প্রকাশ করিয়া প্রচুর শিলা বর্ষণ-দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিয়াও গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় নাই; তুমি সেই মাধবকে বল-পূর্ব্বক বন্ধন করিবার প্রার্থনা করিতেছ[৪১-৪২]? প্রাগ্‌জ্যোতিষনগরে সমাগত হইলে যাঁহারে গ্রহণ করিতে সমুৎসুক হইয়া বহুল-বলশালী নরকাসুর বহুল দানবগণের সহিত চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হয় নাই, সেই বাসুদেবকে তুমি বল-পূর্ব্বক বন্ধন করিবার প্রার্থনা করিতেছ[৪৩]? যিনি অনেক যুগ বর্ষপরিমিতআয়ু নরকাসুরকে সমরে সংহার করিয়া বিধিবোধিতরূপে তাহার সহস্র কন্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন[৪৪] এবং নির্ম্মোচন নগরে ষট্ সহস্র মহাসুর যাঁহারে গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া পরিশেষে আপনারাই পাশ বদ্ধ হইয়াছিল; তুমি সেই মাধবকে বল পূর্ব্বক বন্ধন করিবার প্রার্থনা করিতেছ[৪৫]? অলৌকিক প্রভাব-সম্পন্ন যে পুরুষোত্তম বাল্যাবস্থায় পূতনা রাক্ষসী ও পক্ষি-রূপধারী অসুর দ্বয়ের ধ্বংস করিয়াছেন; গোকুল-রক্ষার্থে বামকরে গোবর্দ্ধন গিরি ধারণ করিয়াছেন[৪৬]; অনিষ্টকারী অরিষ্ট, ধেনুক, চানূর ও অশ্বরাজাদি মহাবল অসুরবৃন্দকে এবং কংস, জরাসন্ধ, বক্র ও শিশুপাল-প্রভৃতি প্রবল-পরাক্রান্ত রাজন্যগণকে সমরানলে আহুতি প্রদান করিয়াছেন; যে অমিত-তেজস্বী মহাবাহু, বাণরাজ বরুণরাজ ও পাবকদেবের পরাজয় সাধন করিয়াছেন এবং পারিজাত হরণ করিয়া

সাক্ষাৎ শচীপতিকেও পরাস্ত করিয়াছেন[৪৭-৪৯]; যিনি স্বয়ং সকলের বিধাতা, কাহারও বিধেয় নহেন; সর্ব্ব পৌরুষের কারণ-স্বরূপ হওয়ায় যিনি ইচ্ছানুসারে সকল কর্ম্মই অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পারেন; মহাপ্রলয় জলে শয়ন কালে যিনি মধুকৈটভ নামক অসুর দ্বয়কে এবং জন্মান্তর পরিগ্রহ করিয়া হয়গ্রীবাসুরকে নিহত করিয়াছেন[৫০-৫১]; সেই ঘোর-বিক্রম অচ্যুত গোবিন্দকে তুমি এ পর্য্যন্ত অবগত হইতে পারিলে না? কুপিত ভুজঙ্গ সদৃশ প্রচণ্ডতর তেজোরাশি, সর্ব্বথা অনিন্দাস্পদ অক্লিষ্টকর্ম্মা মহাবাহু কৃষ্ণকে আক্রমণ করিবার আশয়ে তদীয় সন্নিধানে উপস্থিত হইলে, প্রদীপ্ত-পাবক-পতিত পতঙ্গের ন্যায় তোমাকে অমাত্যবর্গের সহিত আর ক্ষণমাত্রও জীবন বহন করিতে হইবে না[৫২-৫৩]।

বিদুর-বাক্যে ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩০ ॥

একত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বিদুর এইরূপ বলিলে পর শত্রুগণ-নিহন্তা অতুল্য-বলশালী বাসুদেব ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিলেন[১], অহে দুর্য্যোধন! তুমি দারুণ দুর্ব্বুদ্ধি-বশত আমাকে একাকী বিবেচনা করিয়াই পরাভব-পূর্ব্বক গ্রহণ করিতে অভিলাষ করিতেছ[২]; তাহা তোমার ভ্রান্তি, আমি একাকী নাহি; যাবতীয় পাণ্ডব, অন্ধক ও বৃষ্ণি-বংশীয়গণ এবং আদিত্য, রুদ্র, বসু ও ঋষিগণ, সকলেই এই স্থানে বিদ্যমান আছেন[৩]। এই বলিয়া পরবীরহন্তা কেশব উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন। সেই অট্টহাস্য-সহকারে মহাত্মা বাসুদেবের শরীর হইতে অগ্নি-তুল্য তেজঃপুঞ্জধারী বিদ্যুদাকার অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ দেবতা সকল

বিনির্গত হইতে লাগিলেন। ললাটে ব্রহ্মা, বক্ষস্থলে রুদ্রগণ, ভুজ-নিকরে লোকপালগণ এবং মুখ মণ্ডলে অগ্নি, আদিত্যগণ, সাধ্যগণ, বসুগণ, অশ্বিনীকুমার-দ্বয়, বাসব-সহ মরুদ্গণ, বিশ্বদেবগণ, তথা অসংখ্য যক্ষ, রাক্ষস ও গন্ধর্ব্বগণ সমুৎপন্ন হইলেন[৪.৭]। দুই হস্ত হইতে বলদেব ও ধনঞ্জয় উৎপন্ন হইলেন। দক্ষিণে ধনুর্দ্ধারী অর্জ্জুন, বামে হলধারী বলরাম, পৃষ্ঠ হইতে যুধিষ্ঠির, ভীম ও মাদ্রীপুত্র দ্বয় এবং সম্মুখে যাবতীয় অন্ধক-বংশীয় আর প্রদ্যুম্ন-প্রভৃতি সমস্ত বৃষ্ণিবংশীয়েরা উদ্যতায়ুধ হইয়া আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার বাহুপুঞ্জেও শঙ্খ চক্র গদা শক্তি শার্ঙ্গ লাঙ্গল নন্দক-প্রভৃতি প্রদীপ্ত প্রহরণ-সমস্ত সমুদ্যত দৃষ্ট হইল[৮.১১] এবং নেত্র-দ্বয়, নাসিকারন্ধ্র, শ্রোত্র-যুগল ও সমুদায় রোমকূপ হইতে প্রভাকরের প্রখর-কর-নিকরের ন্যায় মহারৌদ্র সধূম হুতাশন শিখা সমস্ত বিনির্গত হইতে লাগিল। বিশ্বমূর্ত্তি মহাত্মা বাসুদেবের সেই ঘোররূপ সন্দর্শনে কেবল দ্রোণ, ভীষ্ম, মহামতি বিদুর, মহাভাগ সঞ্জয় ও তপোধন ঋষিগণ ব্যতীত তত্রত্য সমগ্র রাজবর্গই শঙ্কাপরীত-চিত্তে নেত্র-নিমীলন করিলেন। ভগবান্ জনার্দ্দন তৎকালে দ্রোণাদি মহাভাগদিগকে দিব্যচক্ষুঃ প্রদান করিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহাদের আর শঙ্কা হয় নাই[১১.১৫]। হে ভরতর্ষভ। দেবতারা কুরুসভা-মধ্যে বাসুদেবের সেই সুমহৎ আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করিয়া দুন্দুভি ধ্বনি ও পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন[১৬]। তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র কৃষ্ণকে কহিলেন, হে পুণ্ডরী কাক্ষ! হে যাদব শ্রেষ্ঠ! তুমি সকল জগতের হিতকারী; অতএব প্রসন্ন হইয়া আমারে চক্ষুঃ প্রদান কর; আমি তদ্দ্বারা কেবল তোমারে দর্শন করিবার অভিলাষ করি; অন্যকে দেখিবার প্রবৃত্তি নাই; তোমারে দর্শন করা হইলে তাহা যেন পুনরায়

তিরোহিত হয়[১৭-১৮]। অনন্তর মহাবাহু বাসুদেব কহিলেন, হে কুরু নন্দন! আপনি অন্য কর্ত্তৃক অদৃশ্য মান নেত্রদ্বয় লাভ করুন। হে মহারাজ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র বিশ্বরূপ সন্দর্শনের অভিলাষে বাসুদেব হইতে নয়ন দ্বয় প্রাপ্ত হইলেন। রাজা ও ঋষিগণ তাঁহারে লব্ধ নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়া বিষ্ট হইলেন এবং মধুসূদনের স্তব করিতে লাগিলেন[১৯-২১]। সমগ্র মহীমণ্ডল বিচলিত ও সাগর-সমস্ত আন্দোলিত হইতে থাকিল এবং ভূপতিগণ পরম বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন[২২]। অনন্তর পুরুষব্যাঘ্র অরিন্দম মধুসূদন কৃষ্ণ সেই বিচিত্র অদ্ভুত সমৃদ্ধি-সম্বলিত স্বকীয় দিব্য শরীরের সংহরণ করিলেন এবং ঋষিগণের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া সাত্যকি ও কৃতবর্ম্মার হস্ত ধারণ-পূর্ব্বক সভা হইতে নির্গত হইলেন[২৩-২৪]। তৎকালে যে মহা কোলাহল উপস্থিত হইল, সেই সুযোগে নারদাদি ঋষি-বর্গও অন্তর্হিত হইয়া আপন অভীষ্ট স্থানে প্রস্থান করিলেন। তাঁহাদিগের সেই আকস্মিক অন্তর্দ্ধানও অপর এক আশ্চর্য্যের বিষয় হইল[২৫]। কৌরবগণ নরব্যাঘ্র মধুসূদনকে প্রস্থান করিতে অবলোকন করিয়া রাজগণ সমভিব্যাহারে দেব রাজের অনুগামী দেবগণের ন্যায় তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন[২৬]; পরন্তু অমেয়াত্মা বাসুদেব সেই অনুগামী রাজমণ্ডলের প্রতি ভ্রূক্ষেপ-মাত্রও না করিয়া সধুম-পাবকের ন্যায় নির্গত হইয়া চলিলেন[২৭]। দ্বারদেশে উপনীত হইয়াই দেখিলেন, কিঙ্কিণী-রাজি-বিরাজিত, হেমজাল-পরিকীর্ণ, শ্বেতবর্ণ ব্যাঘ্রচর্ম্মে সমাবৃত, মা-মত্রী-সম্ভার শোভিত, শৈব্য সুগ্রীবাদি হয়-চতুষ্টয়-যোজিত, মেঘ সদৃশ গম্ভীর-নিস্বন, ধবল-বর্ণ শীঘ্রগামী মহারথ লইয়া দারুক উপস্থিত আছেন[২৮-২৯]। রথখানি প্রস্তুত রহিয়াছে দেখিয়া মাধব তৎক্ষণ-মাত্র তাহাতে আরোহণ করিলেন এবং বৃষ্ণিদিগের বহু-

মত্ত হৃদিকতনয় মহারথ কৃতবর্ম্মাও রথারূঢ় দৃষ্ট হইলেন। মহারাজ! অরিন্দম যদুনন্দন এইরূপে রথারোহণপূর্ব্বক প্রস্থানে উদ্যত হইলে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র তাঁহারে পুনরায় এই কথা বলিলেন[৩০-৩১], হে শত্রুকর্ষণ জনার্দ্দন! পুত্রগণের নিকটে আমার যতদূর ক্ষমতা, তাহা তুমি প্রত্যক্ষই দেখিলে; কিছুই তোমার পরোক্ষ নাই; আমার ঈদৃশী অবস্থা অবলোকন করিয়া বিশেষত কুরুদিগের শান্তিকামনায় আমি যেরূপ যত্নপরায়ণ হইলাম, তাহাও বিদিত হইয়া তুমি আর কোন ক্রমেই আমার প্রতি শঙ্কা করিতে পারিবে না[৩২-৩৩]। হে কেশব! পাণ্ডবগণের প্রতি আমার কিছুমাত্র দুষ্ট অভিপ্রায় নাই; আমি সর্ব্ব প্রযত্নে শান্তি সংস্থাপনে সমুৎসুক হইয়া দুর্য্যোধনকে যে কথা বলিয়াছিলাম, তাহা তোমার বিদিত আছে এবং যাবতীয় কুরুগণ ও অন্যান্য পার্থিবেরাও বিশেষরূপ অবগত আছেন[৩৪-৩৫]।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর মহাবাহু বাসুদেব ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বাহ্লিক ও বিদুরকে বলিলেন[৩৬], অদ্য কুরুসভা-মধ্যে যাহা যাহা ঘটনা হইল, মন্দমতি দুর্য্যোধন সাতিশয় রোষভরে ঘোরতর অশিষ্টের ন্যায় যেরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে উদ্যত হইল এবং মহীপতি ধৃতরাষ্ট্র যে প্রকারে আপনাকে প্রভুত্ব বর্জ্জিত বলিয়া বর্ণন করিলেন, সকলই আপনাদিগের প্রত্যক্ষ হইল; এক্ষণে যুধিষ্ঠির-সমীপে গমনোদ্দেশে আমি সকলের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিলাম[৩৭-৩৮]। এইরূপে সকলের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক পুরুষর্ষভ বাসুদেব রথারোহণে প্রস্থিত ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র, বাহ্লিক, অশ্বত্থামা বিকর্ণ ও যুযুৎসু-প্রভৃতি মহাধনুর্দ্ধারী মহারথ ভরত-প্রবীরগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন[৩৯-৪০]। অনন্তর ভগবান্ দেবকী-নন্দন কুরুগণের

সাক্ষাতেই সেই কিঙ্কিণী-যুক্ত মহারথে আরূঢ় হইয়া পিতৃস্বসা কুন্তীর ভবনে গমন করিলেন[৪১]।

বিশ্বরূপ দর্শনে একত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩১ ॥

দ্বাত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বাসুদেব কুন্তীর নিকেতনে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহার চরণ-দ্বয়ে অভিবাদন করিয়া, কুরুসভা-মধ্যে যাহা যাহা হইয়াছিল তৎসমুদায় সংক্ষেপে বর্ণন করত কহিলেন[১], আমি ও ঋষিগণ, সকলেই বহুবিধ হেতুযুক্ত গ্রহণীয় হিত-বাক্য কহিয়াছিলাম, কিন্তু মূঢ়মতি দুর্য্যোধন কোন ক্রমেই তাহা গ্রহণ করিল না[২]। ইহাতেই বোধ হইতেছে, ঐ পাপাত্মা ও তদীয় বশগামী যাবতীয় নরপতিবর্গ কালপক্ব ফলের ন্যায় অচিরেই পতিত হইবে। সম্প্রতি আমি আপনারে আমন্ত্রণ করিয়া শীঘ্র পাণ্ডবগণ সন্নিধানে গমন করিব[৩]; অতএব হে মহাপ্রাজ্ঞে! আপনার বচনানুসারে তাঁহাদিগকে কি কি বলিতে হইবে, ব্যক্ত করুন; আপনার বাক্য শ্রবণ করিতে আমার অভিলাষ হইতেছে[৪]।

কুন্তী কহিলেন, বৎস কেশব! তুমি আমার বাক্যে ধর্ম্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিও, "হে পুত্রক! তোমার পৃথিবীপালন জনিত প্রচুর ধর্ম্ম বিনষ্ট হইতেছে; যেমন বেদার্থ জ্ঞান শূন্য বেদাধ্যায়ী ব্যক্তির বুদ্ধি নিরন্তর বেদাধ্যয়নে কলুষিত হয়; তদ্রূপ তোমার বুদ্ধি ধর্ম্মানুষ্ঠানে অভিভূত হইয়া কেবল একমাত্র ধর্ম্মের প্রতিই অবেক্ষণ করিতেছে; অতএব এখনও সাবধান হও, আত্ম-ধর্ম্মের অনর্থক বিনাশ করিও না[৫.৬]। প্রজাপতি স্বয়ম্ভু যে

প্রকার ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছেন, তুমি তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। দেখ, তাঁহার বাহু হইতে বাহুবীর্য্যোপজীবী ক্ষত্রিয়গণের সৃষ্টি হইয়াছে[৬]; ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম এই, ক্রুর-কর্ম্ম অর্থাৎ যুদ্ধাদি-দ্বারা নিত্য প্রজাপালনে তৎপর হইবেক। আমি বৃদ্ধগণের মুখে যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিলাম, তদনুসারে এ বিষয়ের একটি উপমাও বলিতেছি, শ্রবণ কর[৮]। পূর্ব্বকালে ধনাধিপতি বৈশ্রবণ রাজর্ষি মুচুকুন্দের প্রতি প্রীত হইয়া তাঁহাকে এই পৃথিবী প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; কিন্তু ঐ বীর্য্যবান্ ভূপতি তাহা গ্রহণ করেন নাই[৯]। তিনি কহিয়াছিলেন, আমার অভিলাষ এই যে, স্বকীয় বাহুবীর্য্যে উপার্জ্জন করিয়াই রাজ্যভোগ করি। তাহা শ্রবণ করিয়া কুবের অতিশয় বিস্মিত ও প্রীতি হইয়াছিলেন[১০]। ক্ষত্রধর্ম্মনিষ্ঠ রাজা মুচুকুন্দও আপন সংকল্পানুসারে বাহুবীর্য্য-দ্বারা উপার্জ্জন পূর্ব্বক বসুন্ধরা শাসন করিয়াছিলেন[১১]।

"হে ভারত রাজা কর্ত্তৃক প্রজারা সুরক্ষিত হইয়া যে কোন ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, রাজা তাহার চতুর্থাংশ লাভ করেন[১২]। রাজা স্বয়ং ধর্ম্মাচরণ করিলে তাহা দেবত্ব লাভের কারণ হয়; কিন্তু যদি অধর্ম্ম চরণ করেন, তবে অবশ্যই তাঁহাকে নরকে গমন করিতে হইবেক[১৩]। স্বামী সম্যক্ রূপে দণ্ডনীতির প্রয়োগ করিলে উহা ব্রাহ্মণাদি-বর্ণ চতুষ্টয়কে স্ব স্ব ধর্ম্মে নিবদ্ধ রাখিয়া অশেষ ধর্ম্ম সঞ্চয়ে সমর্থ করিতে পারে[১৪]। যখন রাজা অখণ্ড দণ্ডনীতি অবলম্বন করিয়া স্বকার্য্য সম্পাদন করেন; তখন কালশ্রেষ্ঠ সত্যযুগ প্রবর্ত্তিত হয়[১৫]। হে ধর্ম্মজ্ঞ 'কাল রাজার কারণ, কি রাজা কালের কারণ' এরূপ সংশয় যেন তোমার অন্তঃকরণে স্থান না পায়; তুমি নিশ্চয় জান, রাজাই কালের কারণ[১৬]। ধর্ম্মাধর্ম্ম-প্রবৃত্তির তারতম্য অনুসারে রাজাই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি,

এই যুগ-চতুষ্টয়ের কারণ হইয়া থাকেন[১৭]। যে রাজা সত্যযুগের প্রবর্ত্তয়িতা হন, তিনি অত্যন্ত স্বর্গভোগ করেন; যিনি ত্রেতা-যুগের প্রবর্ত্তন করেন, তাঁহারও স্বর্গভোগ হয় ব'ট, কিন্তু অত্যন্ত নহে[১৮]; দ্বাপর প্রবর্ত্তনকারীও যথা-ভাগ পুণ্যফলাংশ প্রাপ্ত হন; কিন্তু যে রাজা কলির প্রাদুর্ভাব করে, তাহাকে অত্যন্ত পাপ ভোগ করিতে হয়[১৯] সেই দুষ্কর্ম্মা রাজা অনন্ত কাল নরকে বাস করে। রাজার যে দোষ, তাহা সমস্ত জগৎকে স্পর্শ করে এবং জগতের দোষও রাজাকে স্পর্শ করে। অতএব হে পুত্রক। পিতৃ-পিতামহগণের আচরিত রাজ-ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। তুমি যে ধর্ম্মে অবস্থিত হইতে অভিলাষী হইতেছ, তাহা কদাচ রাজ-র্ষিগণের ধর্ম্ম নহে[২১]; যেহেতু দুর্ব্বল ও দয়ালু রাজা কিছুমাত্র প্রজাপালন জনিত ফললাভ করিতে সমর্থ হন না[২২]। তুমি আপন বুদ্ধি অনুসারে যে প্রতি যে রূপ আচরণ করিতেছ, ইহার অনুরূপ আশীর্ব্বাদ, পূর্ব্বে না পাণ্ডু, না আমি, না পিতামহ, আমরা কেহই তোমার প্রতি প্রয়োগ করি নাই[২৩]। আমি নিত্য নিত্য তোমার যজ্ঞ, দান, তপস্যা, শৌর্য্য, প্রজ্ঞা, সন্তান, মাহাত্ম্য, বল ও পরমায়ুরই প্রার্থনা করিতাম[২৪]। শুভপ্রদ মনুষ্য ও দেবতাগণ সম্যক্ আরাধিত হইলে ইহলোকে দীর্ঘায়ু, বল ও পুত্র এবং পরলোক সাধন স্বাহা ও স্বধা প্রদান করেন[২৫]। পিতৃবর্গ ও দেবতারাও পুত্রদিগের প্রতি নিরন্তর দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ ও প্রজাপালনের আশংসা করিয়া থাকেন[২৬]। অতএব হে তাত! আমি যাহা কহিলাম; উহা ধর্ম্মোপেত বা অধর্ম্ম যুক্ত, তাহা জানিনা; কিন্তু উহা আমার স্বভাবত সমুৎপন্ন হইয়াছে; অতএব ইহা বিবেচনা করিয়া কর্ম্ম করিবে। তোমরা সৎকুল-সম্ভূত ও বিদ্যাবন্ত হইয়াও এক্ষণে জীবিকা-বিরহে পীড়া প্রাপ্ত হইতেছ[২৭]। ক্ষুধার্ত্ত

মানবেরা শৌর্য্যশালী দানপতি ভূপতিরে প্রাপ্ত হইয়া সন্তুষ্ট চিত্তে যে প্রতিষ্ঠিত হন, ইহার অপেক্ষা অধিকতর ধর্ম্ম আর কি হইতে পারে[২৮]? পৃথিবীতে রাজ্য লাভ করিয়া ধার্ম্মিক পুরুষের কর্ত্তব্য এই যে, কাহাকে দান-দ্বারা, কাহাকে বল-দ্বারা কাহাকে বা মিষ্টবাক্য-দ্বারা বশীভূত করেন[২৯]। ব্রাহ্মণ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিবেন, ক্ষত্রিয় প্রজাপালক হইবেন, বৈশ্য ধনোপার্জ্জন করিবেক এবং শূদ্র ঐ ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের পরিচর্য্যা করিবেক, ইহাই সনাতন ধর্ম্ম[৩০]। ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করা তোমাদিগের প্রতি নিষিদ্ধ আর কৃষি কর্ম্ম অবলম্বনকরাও তোমাদিগের পক্ষে উপযুক্ত হয় না; ক্ষত অর্থাৎ বিপন্ন ব্যক্তির ত্রাণকারি ক্ষত্রিয় হওয়ায় বাহুবীর্য্যই তোমার একমাত্র উপজীবিকার স্থল[৩১]। অতএব হে মহাবাহো! সাম, দান, ভেদ, দণ্ড অথবা বিনয়, যে কোন উপায়ে হউক, শত্রু হস্ত-পতিত পৈতৃক অংশের পুনরুদ্ধার কর[৩২]। দেখ, মিত্রগণের আনন্দবর্দ্ধনকারী তোমাকে প্রসব করিয়াও আমি যে বান্ধবহীনা হইয়া পরপিণ্ডে জীবন ধারণ করিতেছি, ইহা অপেক্ষা তোমার অধিক দুঃখ আর কি আছে[৩৩]? অতএব হে পুত্র! রাজধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধ কর। বৃথা কাপুরুষত্ব প্রকাশ করিয়া পিতৃপিতামহগণের নাম লোপ করিও না এবং আপনিও অনুজবর্গের সহিত ক্ষীণপুণ্য হইয়া পাপময়ী নারকী গতির অধিকারী হইও না”[৩৪]।

কুন্তীবাক্যে দ্বাত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

কুন্তী কহিলেন, হে পরন্তপ! আমি যুধিষ্ঠিরকে বলিবার নিমিত্ত তোমাকে যে কথা কহিলাম, পণ্ডিতেরা বিদুলা ও তৎ-

পুত্রের সংবাদরূপ এই পশ্চাদুক্ত পুরাতন ইতিহাসটি তাহার উদাহরণ দিয়া থাকেন। ইহা হইতে যে কিছু মঙ্গল সঙ্কলন করা যাইতে পারে, অথবা তদপেক্ষাও যদি কিঞ্চৎ অধিক সম্ভব হয়, তুমি তাহাই যুধিষ্ঠিরের নিকট ব্যক্ত করিবে।

পূর্ব্বকালে সৎকুল-সম্ভূতা বিদুলা-নাম্নী এক দীর্ঘদর্শিনী যশস্বিনী রাজনন্দিনী ছিলেন। তিনি ক্ষত্রধর্ম্ম-নিরতা, দান্তা, কিঞ্চিৎ কোপনা ও কুটিল-স্বভাবা এবং বহুল রাজসভা-নিচয়ে সুপ্রসিদ্ধা; অনেকের অনেক বাক্য শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং অনেক শাস্ত্রও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন[১-৩]। ঐ কর্কশা রাজকন্যা আপন ঔরস পুত্রকে সিন্ধুরাজ-কর্ত্তৃক পরাজিত ও বিষণ্ণচিত্তে শয়ান থাকিতে দেখিয়া এই বলিয়া ভৎর্সনা করিয়াছিলেন[৪] "রে শত্রু-হর্ষবর্দ্ধন কুপুত্র! তুমি আমার গর্ব্ভে তোমার পিতার ঔরসে জন্ম গ্রহণ কর নাই; তুমি কুলের কণ্টক স্বরূপ হইয়া কোথা হইতে আগমন করিয়াছ, বুঝিতে পারি না[৫]। তোমার আকার, বুদ্ধি, প্রবৃত্তি, সকলই ক্লীবের ন্যায়; তোমাকে পুরুষ বলিয়া গণনা করাই অবিধেয়; তুমি যাবজ্জীবন একবারে নিরাশ হইয়া কালাতিপাত করিতেছ; রে দুর্ব্বুদ্ধে! যদি কল্যাণের কামনা থাকে, তবে এখনও পুরুষোচিত চিন্তাভার বহন কর[৬]। অল্প-দ্বারা পরিতৃপ্ত রাখিয়া অপরিমেয় আত্মাকে অনর্থক অবমানিত করিও না। নির্ভীক হও; উৎসাহ ও অধ্যবসায় দ্বারা দৃঢ়তর করিয়া শঙ্কাপহৃত চিত্তের প্রতিসংহার কর[৭]। রে কাপুরুষ! পরাজিত, মানশূন্য এবং বন্ধুবর্গের শোক প্রদ হইয়া অখিল অরাতিদলের আনন্দ বর্দ্ধন করত এইরূপে শয়ন করিয়া থাকিও না; শীঘ্র গাত্রোত্থান কর[৮]। হা! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গিনী সকল যেমন অল্প জলেই পরিপূর্ণা হয় এবং মূষিকের অঞ্জলি যেমন অল্প দ্রব্যেই পূর্ণ হইয়া উঠে সেইরূপ

কাপুরুষেরাও অত্যল্পমাত্রে পরিতৃপ্ত হওয়ায় সহজেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকে[৯]। রে কুলাঙ্গার! বরং কুপিত ভুজঙ্গের দন্তোৎপাটন করিয়া নিহত হও, তথাপি কুক্কুরের ন্যায় নীচভাবে নিধন প্রাপ্ত হইও না। জীবনে সংশয়াপন্ন হইয়াও বিক্রম প্রকাশ কর[১০]। গগণচারী শ্যেন পক্ষী যেমন নিঃশঙ্ক চিত্তে বিপক্ষগণের প্রতি লক্ষ করে, তুমিও সেইরূপ অকুতোভয়ে ইতস্তত পরিভ্রমণ, আক্রোশ প্রকাশ অথবা তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করত শত্রুর ছিদ্র অন্বেষণ কর[১১]। রে কাপুরুষ তুমি বজ্রাহত মৃতের ন্যায় একপ জড়ভাবে শয়ান রহিলে কেন? শীঘ্র উত্থিত হও। শত্রু-বিনির্জ্জিত হইয়া এক্ষণে শয়ন করিবার সময় নহে[১২]। তুমি দীনভাব অবলম্বন পূর্ব্বক অস্তগত না হইয়া স্বকীয় কর্ম্ম দ্বারা সর্ব্বত্র বিখ্যাত হও। সাম দানাদি উপায় সমুদায়ের তারতম্য অনুসারে পণ্ডিতেরা যে উত্তম মধ্যমাদি অবস্থা ব্যবস্থা করিয়াছেন, তন্মধ্যে মধ্যম, জঘন্য বা অধম অবস্থায় নিবিষ্ট না হইয়া তুমি তেজস্বী-সমুচিত দণ্ডরূপ উৎকৃষ্ট উপায় আশ্রয় করত উত্তম শ্রেণীর উপযুক্ত হও[১৩]। অরে ভীরু-স্বভাব! অনল-সংলগ্ন তিন্দুক কাষ্ঠের অগ্নিকণার ন্যায় মুহূর্ত্ত মাত্রও প্রজ্বলিত হও জীবনাভিলাষী হইয়া শিখা-শূন্য তুষাগ্নির ন্যায় ধূমে আচ্ছন্ন থাকিও না[১৪]। চিরকাল ধূমিত হওয়া অপেক্ষা মুহূর্ত্ত কাল জ্বলিত হওয়াও শতগুণে শ্রেষ্ঠ। আমার মত এই যে, কোন রাজার গৃহে অত্যন্ত কর্কশ বা অত্যন্ত দয়ালু পুত্র যেন জন্মগ্রহণ না করে[১৫]। রণকোবিদ বীর পুরুষ সম্মুখ-সমরে গমন করিয়া মানুষসাধ্য যাবতীয় উত্তম কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া ধর্ম্মের নিকট অঋণী হন, কোন প্রকারে আত্মাকে নিন্দিত করেন না[১৬]; সুতরাং তিনি অভীষ্টলাভে কৃতকার্য্য হইতে পারুন বা নাই পারুন, কদাচ শোকাকুল হন না, বরং প্রাণের প্রতি আস্থা-শূন্য

হইয়া অনন্তর কর্ত্তব্য কার্য্যের আরম্ভ করেন[১৭]। অতএব হে পুত্র! তুমি হয় বাহুবীর্য্য প্রকাশ কর, না হয় নিত্য সিদ্ধ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হও। ধর্ম্মকে পশ্চাৎ করিয়া অনর্থক জীবন বহনের প্রয়োজন কি[১৮]? রে ক্লীব! তোমার ইষ্টাপূর্ত্ত (অগ্নিহোত্র, তপস্যা, সত্য, বেদানুপালন, আতিথ্য ও বৈশ্বদেবাদি ক্রিয়া আর বাপী কূপ তড়াগাদিখনন, দেবমন্দিরাদি-প্রতিষ্ঠা, অন্নদান ও আরামাদি-নির্ম্মাণ) ও যাবতীয় কীর্ত্তি-কলাপ সকলই বিলুপ্ত হইল, এবং ভোগ মূল রাজ্যধনও একবারে বিচ্ছিন্ন হইল; তবে আর কি নিমিত্ত বৃথা জীবন ধারণ করিতেছ[১৯]। যদি একান্ত নিমগ্ন বা পতিত হইতে হয়, তাহা হইলে বীর পুরুষের কর্ত্তব্য এই যে, শত্রুর অঙ্গাদেশে গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার সহিত সেইরূপ হয়েন; একবারে ছিন্ন-মূল হইলেও কদাপি ভগ্নোদ্যম হওয়া উচিত নহে[২০]। অতএব হে অবোধ পুত্র! সৎকুল-সম্ভূত তুরঙ্গমগণ যেরূপ উদ্যম সহকারে যুগদণ্ড আকর্ষণ করিয়া থাকে, তাহাই স্মরণ করিয়া সমুচিত পরাক্রম ও মান প্রকাশ কর এবং কোন্ কর্ম্ম দ্বারা আপনার পুরুষকার প্রকটিত হয়, তাহা অবগত হও[২১]। তোমার নিমিত্ত যে কুল নিমগ্নপ্রায় হইয়াছে, তুমি আপনিই তাহার উদ্ধারার্থে যত্ন কর। লোকে যাহার অনুষ্ঠিত কোন অদ্ভুত মহৎ কর্ম্মের জল্পনা না করে, সে কেবল লোক-সংখ্যার বর্দ্ধক মাত্র; তাহাকে না স্ত্রী, না পুরুষ, কিছুই বলা যায় না; ক্লীবের মধ্যেই গণনা করিতে হয়। দান, তপস্যা, সত্য, বিদ্যা বা অর্থ-লাভ বিষয়ে যাহার যশোবৃত্তান্ত সংকীর্ত্তিত না হয়, সে মাতার বিষ্ঠামাত্র, কদাপি পুত্রপদের বাচ্য নহে। যে ব্যক্তি অধ্যয়ন তপস্যা, ধন-সম্পত্তি, বিক্রম ও অন্যান্য পুরুষকার দ্বারা অন্যকে পরাভব করিতে সমর্থ হয়; তিনিই যথার্থ পুরুষ। রে মূর্খ! মূর্খের ন্যায়

কাপুরুষোচিত, ঘৃণার্হ, অযশস্কর, দুঃখাবহ ভিক্ষাবৃত্তির অন্বেষণ করিও না। হা! লোকের অবজ্ঞা-ভাজন, অশনবসন-বিবর্জ্জিত যে দুর্ব্বল পুরুষকে অবলোকন করিয়া শত্রু-দলের আনন্দ-বৃদ্ধি হয়, এতাদৃশ লাভকর দীন হীন অল্পপ্রাণ ক্ষুদ্র-স্বভাব বন্ধুকে প্রাপ্ত হইয়া বান্ধবগণ কদাচ সুখী হইতে পারেন না। হা! আমাদিগকে স্বস্থান-ভ্রষ্ট, রাষ্ট্র হইতে নির্ব্বাসিত, সর্ব্বপ্রকার কাম-রসে বঞ্চিত ও নিতান্ত দীনভাবাপন্ন হইয়া জীবিকাভাবেই প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হইবে! রে সঞ্জয়! সাধুজনসমাজে অমঙ্গল কারী বংশ-ধ্বংসকারী কুলপাংশুল তোমাকে উৎপন্ন করিয়া আমি পুত্র-রূপী সাক্ষাৎ কলির জননী হইয়াছি। আমার মত আর কোন সীমন্তিনী যেন ঈদৃশ অমর্ষশূন্য নিরুৎসাহ নির্ব্বীর্য্য শত্রুকুলের আনন্দ জনক কুপুত্রকে গর্ভে ধারণ না করে। রে হতভাগ্য! নিরুদ্যম-ধূমে আচ্ছন্ন না থাকিয়া প্রচণ্ড উৎসাহানলে সমধিক প্রজ্বলিত হও; সম্যক্ রূপ আক্রমণ-পূর্ব্বক শত্রু সংহার কর[২২-৩১]; মুহূর্ত্ত বা ক্ষণকালের নিমিত্তেও অরাতিগণের মস্তকোপরি প্রজ্ব-লিত হও। অমর্ষ ও অক্ষমাযুক্ত হওয়াই যথার্থ পুরুষের কার্য্য; যে ব্যক্তি নিয়ত ক্ষমাশীল ও অমর্ষ-শূন্য থাকে, সে স্ত্রীও নহে পুরুষও নহে; তাহাকে একটা নপুংসক বলিলেই হয়। সন্তোষ, দয়া, অনুদ্যম ও ভয়, ইহারা লক্ষ্মীবিনাশের নিদানভূত; নিশ্চেষ্ট ব্যক্তি রাজ্যাদি মহৎ ফল লাভে কখনই সমর্থ হয় না। অতএব এক্ষণে তুমি পরাভব রূপ দোষ-সমূহ হইতে আত্মাকে সর্ব্ব প্রযত্নে বিমুক্ত কর[৩২-৩৪]। হৃদয়কে লৌহ-নির্ম্মিতের ন্যায় দৃঢ় করিয়া পুনরায় স্বার্থ সাধনে তৎপর হও। বিবেচনা করিয়া দেখ, পরের পরাক্রম সহ্য করিতে পারে বলিয়াই লোকে পুরুষ-নামে উক্ত হইয়া থাকে; সুতরাং যে ব্যক্তি স্ত্রীবদ্ব্যবহার করত ইহলোকে

জীবিত থাকে, তাহাকে ব্যর্থনামা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করাই বিধেয়। সিংহের ন্যায় প্রবল প্রতাপ বিস্তারকারী মহোন্নতচিত্ত শূরবীর নরপতির পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেও তদীয় সুশাসিত অধিক রাষ্ট্র প্রজাগণ সুখ-সম্ভোগে হৃষ্ট থাকিতে পারে। যে সুবিচক্ষণ মহীপতি আপনার প্রিয় সুখ পরিত্যাগ করিয়া রাজলক্ষ্মীর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন, তিনি অচিরেই অমাত্য বন্ধু বান্ধবগণের হর্ষোৎপাদন করেন[৩৫-৩৮]।

পুত্র কহিলেন, যদি আমি তোমার নেত্র পথ হইতে অন্তর্হিত হই; তাহা হইলে তোমার এই সমগ্র-ভূমণ্ডল, আভরণ, ভোগ-সুখ অথবা জীবিতেরই আর প্রয়োজন কি[৩৯]?

মাতা কহিলেন, আমি রাজ্য বা আভরণাদির লোভেই তোমাকে এইরূপে উত্তেজিত করিতেছি, এমন নহে; কিন্তু আমার প্রার্থনা এই যে, নির্ধন ব্যক্তিরা যে লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে, আমাদিগের শত্রুরা সেই সকল লোক প্রাপ্ত হউক, আর আদৃতাত্মা মহীয়ান্ মানবগণের যে লোক প্রাপ্ত হওয়া উচিত, আমাদিগের সুহৃদ্বর্গ সেই লোকে গমন করুন[৪০]। হে তাত! ভৃত্যগণ-পরিবর্জ্জিত পর-পিণ্ডোপজীবী ম্লানসত্ত্ব দীনহীন কাপুরুষগণের সমুচিত জঘন্য বৃত্তির অনুবর্ত্তন করিও না[৪১]। যেমন প্রাণিগণ মেঘের প্রভাবে ও দেবগণ সুররাজের প্রভাবে জীবিত থাকেন; তদ্রূপ ব্রাহ্মণ ও সুহৃদগণ তোমার অনুগ্রহে জীবিকা নির্ব্বাহ করুন[৪২]। হে সঞ্জয়! যেমন বিহঙ্গগণ সুপক্ক-ফল-নিচয়-পরিকীর্ণ কোন বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া জীবন ধারণ করে, সেইরূপ অখিল-প্রাণিবর্গ যে ভাগ্যধর পুরুষের আশ্রয়ে আপন আপন জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, তাঁহার জীবনই সার্থক[৪৩]। যেমন বাসবের বাহুবলে সুরগণ সুখী হন তদ্রূপ বান্ধবগণ যে মহাবল পরাক্রান্ত

বীরের বল বিক্রমে সুখী হন; তাঁহার জীবনই সার্থক[৪৪]। যে ভাগ্যবান্ মানব স্বীয় বাহুবল অবলম্বন-পূর্ব্বক সমুন্নত জীবনভার বহন করেন, তিনি ইহলোকে কীর্ত্তিলাভ করিয়া পরকালে কল্যাণময়ী পরমা গতি প্রাপ্ত হন[৪৫]।

বিদুলাপুত্রানুশাসনে ত্রয়স্ত্রিংশদধিক শততম
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

বিদুলা কহিলেন, হে পুত্রক! যদি ঈদৃশী দুরবস্থা সময়ে পৌরুষ পরিত্যাগের অভিলাষ কর, তাহা হইলে তুমি অচিরেই হীন-জন-সেবিত অতিনীচ মার্গে বিচরণ করিবে, সন্দেহ নাই[১]। ক্ষত্রিয়-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যে ব্যক্তি অসার জীবনাকাঙ্ক্ষায় যথাশক্তি বিক্রম প্রকাশ-দ্বারা তেজঃপ্রদর্শন না করে, পণ্ডিতেরা তাহাকে চৌর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করে[২]। হা! মুমূর্ষু জন-সন্নিধানে ঔষধের ন্যায়, যাথার্থ স্বার্থ-সম্বলিত যুক্তি-সম্মত গুণভূয়িষ্ঠ সুভাষিত-সমস্তও তোমার উপরে বল প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইতেছে[৩]! দেখ, সিন্ধুরাজের সহায় রূপে বহুতর লোক আছে বটে, কিন্তু কেহই তাহার প্রতি অনুরক্ত নহে; সকলেই অসন্তুষ্ট রহিয়াছে; দুর্ব্বলতা-হেতুক, বিশেষত উপায়-পরিজ্ঞান-বিরহে তাহরা আত্মা বিমোচনে অসমর্থ হইয়া কেবল স্বামীর ব্যসন-সমূহমাত্র প্রতীক্ষা করিতেছে[৪]। তদ্ভিন্ন যে সকল ব্যক্তি স্পষ্টরূপেই তাহার শত্রুতা-চরণ করে, তাহারা তোমার পৌরুষ অবলোকন করিলে যত্ন-সহকারে আপন আপন পক্ষ হইতে সহায়-সম্পত্তির বৃদ্ধি করিয়া তোমার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার প্রতিকূলানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে[৫]। অতএব সেই সকল লোকের সহিত মিলিত হইয়া কালসমুচিত

শত্রু-ব্যসনের আকাঙ্ক্ষা করত গিরিদুর্গ লয়ে আশ্রয় গ্রহণ কর। সিন্ধুরাজ অজর কি অমর, এরূপ মনে করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিও না[৬]। হে পুত্র! তুমি নামে সঞ্জয়, কিন্তু সঞ্জয়ের কার্য্য তোমাতে কিঞ্চিন্মাত্রও দৃষ্টি করিতেছি না; এই নিমিত্তই বলিতেছি, ব্যর্থ-নামা না হইয়া স্বীয় নামেরও সার্থকতা কর এবং তদ্দ্বারা আমার পুত্রেরও উপযুক্ত হও[৭]। তোমার বাল্যাবস্থায় একজন সম্যগ্দর্শী মহাবিচক্ষণ ব্রাহ্মণ তোমারে নিরীক্ষণ করিয়া কহিয়াছিলেন "এই ব্যক্তি প্রথমে মহাকষ্টে পতিত হইয়াও পরিশেষে পুনরায় প্রচুর-সমৃদ্ধি-লাভ করিবে[৮]"। তাঁহার সেই বাক্য স্মরণ করিয়াই আমি তোমার বিজয়ের আশংসা করিতেছি এবং তন্নিমিত্তই তোমাকে এরূপ আগ্রহসহকারে বলিতেছি ও পরেও বারম্বার বলিব[৯]; যে-হেতু আমি নিশ্চয় জানিতেছি, যে ব্যক্তি স্বয়ং যথার্থনীত্যনুসারে কার্য্য করে এবং অন্যান্য লোকেরাও যাহার অর্থসিদ্ধি বিষয়ে আ-প্যায়িতা হইয়া সাহায্য করে, তাহার মনোরথ অবশ্যই পূর্ণ হইয়া থাকে[১০]। হে সঞ্জয়! এতদ্দ্বারা আমার পূর্ব্ববাঞ্ছিত বিষয়ের বৃদ্ধিই হউক অথবা ক্ষয়ই হউক, কিছুতেই আমি নিবৃত্ত হইব না" এইরূপ দৃঢ়সংকল্প করিয়া তুমি যুদ্ধার্থে মনোনিবেশ কর; এককালেই উহার উপসংহার করিও না[১১]। শম্বর-মুনি কহিয়াছিলেন, যে অব-স্থায় 'অদ্য গৃহে অন্ন নাই, কল্য কি হইবে' সর্ব্বদা এইরূপ চিন্তা করিতে হয়, তাহার অপেক্ষা পাপীয়সী অবস্থা আর হইতে পারে না[১২]। এমন কি, পতি পুত্র বধে যাদৃশ দুঃখ হওয়া সম্ভব, তদপেক্ষাও তিনি উক্ত দুঃখকে গুরুতর বলিয়া কীর্ত্তন করি-য়াছেন। ফলত দারিদ্র-দুঃখ, মরণের একটি নামান্তর মাত্র[১৩]। দেখ, আমি মহাকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক এক হ্রদ হইতে অন্য হ্রদে গমনের ন্যায় এই বংশে আগতা হইয়া সকলের ঈশ্বরী এবং সর্ব্ব

মঙ্গল ময় স্বামীর সাতিশয় সমাদর-পাত্রী ছিলাম[১৪]। পূর্ব্বে সুহৃদ্বর্গ আমাকে মহামূল্য মাল্য ও অলঙ্কার নিচয়ে বিভূষিতা, গন্ধানুলিপ্ত-সুমার্জ্জিত-দেহা, উত্তমাম্বর পরিধানা ও পরমহৃষ্টা দৃষ্টি করিয়া এক্ষণে দারুণ দুর্দ্দশান্বিতা দেখিবেন[১৫]! হে সঞ্জয়! তুমি যখন আমাকে ও তোমার ভার্য্যাকে দীনহীনা অতিমাত্র দুর্ব্বলা অবলোকন করিবে, তখন আর তোমার জীবিত থাকিবার বাসনা হইবে না[১৬]। দাস দাসী ভৃত্যবর্গ আচার্য্য ঋত্বিক্ পুরোহিত-প্রভৃতি সকলেই জীবিকা-বিরহে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিবেন ইহা দর্শন করিয়া তোমার জীবনেরই বা প্রয়োজন কি থাকিবে[১৭]? তুমি পূর্ব্বে যে সমস্ত শ্লাঘনীয় ও যশস্কর ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিতে এক্ষণে যদি তৎসমুদায় দেখিতে না পাই, তাহা হইলে আমারই বা হৃদয়ের শান্তি কোথায়[১৮]? কোন ব্রাহ্মণ আমার নিকটে প্রার্থনা করিলে, যদি তাঁহাকে 'নাস্তি এই কথাটি বলিতে হয়, তাহা হইলে আমার হৃদয় এককালে বিদীর্ণ হইয়া যাইবে; কেন না পূর্ব্বে কি আমি, কি আমার স্বামী, 'নাস্তি' এ বাক্য কখনই ব্রাহ্মণের প্রতি উক্ত করি নাই[১৯]। আমরা লোকের আশ্রয়; কখন পরের আজ্ঞাকারী হই নাই; এক্ষণে যদি অন্যের আশ্রয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই জীবন পরিত্যাগ করিব[২০]। অতএব হে বৎস অপার দুঃখ পারাবারে তুমিই আমাদিগের পারকর্ত্তা হও প্লবশূন্য বিপদ-সাগরে তুমিই প্লবের কার্য্য কর! ইহাতে তোমাকে যদি অস্থানে স্থিত করিতে হয়, তাহাও স্বীকার কর! অধিক কি বলিব, আমাদিগের এই মৃত-দেহ-সমূহে জীবন প্রদান কর[২১] যদি তোমার জীবনে প্রয়োজন না থাকে; তবে সকল শত্রুই তোমার বশবর্ত্তী হইতে পারে; নতুবা যদি ঈদৃশী ক্লীববৃত্তি অব-

লম্বন-পূর্ব্বক চিরকাল জ্ঞানশূন্য ও ভগ্ন-মনা হইয়া থাকিতে হয়, তবে অবিলম্বেই এই পাপ ক্ষত্রিয় বৃত্তি পরিত্যাগ কর। যে ব্যক্তি শৌর্য্যশালী হয়, সে একমাত্র শত্রুসংহার করিলেও লোক মধ্যে বিখ্যাত হয়[২২-২৩]। দেখ, পুরন্দর একমাত্র বৃত্রাসুরকে নিহত করিয়াই মহেন্দ্রত্ব, লোকের নিয়ন্তৃত্ব ও ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন[২৪]। উৎসাহ-সম্পন্ন বীর-পুরুষ সমরে আত্মনাম প্রখ্যাপন-পূর্ব্বক ধর্ম্ম-ধারী শত্রুদিগকে আহ্বান করিয়া স্বকীয় যুদ্ধবিক্রম-দ্বারা তাহাদের সেনাগ্রভাগ বিদ্রাবণ অথবা সৈন্যাধ্যক্ষ প্রধান পুরুষের নিধন-সাধনানন্তর যখন মহৎ যশোলাভ করেন, তখনই তাঁহার শত্রু-গণ ব্যথিত ও বিনত হইয়া থাকে[২৫-২৬]। পরন্তু যাহারা কাপুরু-ষত্ব অবলম্বন করে, তাহারা অবশ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রণদক্ষ, শৌর্য্যশালী পুরুষকে সর্ব্বকাম-সমৃদ্ধি দ্বারা তৃপ্ত করিয়া থাকে[২৭]। মহত্ত্ব-সম্পন্ন সাধুপুরুষেরা, রাজ্য বিধ্বংস হউক অথবা জীবনেরই সংশয় উপস্থিত হউক, তথাপি শত্রুকে প্রাপ্ত হইলে তাহার শেষ না করিয়া আর ক্ষান্ত থাকিবার নহেন[২৮]। অতএব হে সঞ্জয়! রাজ্যই স্বর্গ বা অমৃতের একমাত্র পথ; উহা রুদ্ধ হই-য়াছে জ্ঞান করিয়া প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় শত্রুগণ-মধ্যে গমন কর[২৯]। হে ক্ষত্রিয়! সমরাঙ্গনে বিপক্ষ বিনাশ করিয়া স্বধর্ম্ম-প্রতিপালন কর, তুমি শত্রুগণের ভয় বর্দ্ধন; আমি কদাপি তো-মারে এতাদৃশী দীনভাবাপন্ন হইতে দেখি নাই[৩০]। অস্মৎপক্ষী-য়েরা শোক করিতে করিতে এবং বিপক্ষেরা আহ্লাদ প্রকাশ করিতে করিতে তোমাকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, তুমি অত্যন্ত দীনভাবে তাহাদিগের মধ্যে অবস্থিত করিতেছ অবলোকন করিয়া আমি যেন দীনহীনার ন্যায় রোদন না করি[৩১]। হে পুত্র! তুমি পূর্ব্বের ন্যায় হৃষ্টচিত্ত হইয়া সৌবীর-কন্যা (অর্থাৎ

স্বকীয় দারা) গণের শ্লাঘনীয় ও প্রমোদ-ভাজন হও; অবসন্ন হইয়া সৈন্ধব-কন্যা (অর্থাৎ শত্রু দেশোদ্ভবা কন্যা) দিগের বশগামী হইও না[৩২]। তাদৃশ রূপগুণসম্পন্ন, বিদ্যালঙ্কৃত, মহাকুল-সম্ভূত, লোক-বিখ্যাত, যশস্বী যুবা যে অদান্ত বৃষভের ন্যায় অন্যের আ-জ্ঞাবহ হইয়া বিসদৃশ ব্যবহার করে, আমার বিবেচনায় তাহাতে আর মরণে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। যদ্যপিস্যাৎ আমি তোমাকে পরের প্রিয়বাদী হইতে অথবা কিঙ্করের ন্যায় পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে অবলোকন করি, তাহা হইলে আমার হৃদয়ের আর শান্তি কোথায়? অন্যের পৃষ্ঠচর হয়, এমন নরাধম পুরুষ তোমার এই বংশে কস্মিন্ কালেও জন্ম গ্রহণ করে নাই[৩৩-৩৫]; অতএব হে বৎস! পরের অনুগামী হইয়া তোমার কদাপি জীবন ধারণ করা উচিত হয় না। ক্ষত্রিয়গণের যেরূপ চিরপ্রসিদ্ধ পরম ধর্ম্ম, তাহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি[৩৬]। আমাদিগের বংশীয় ও অন্য অন্য বংশীয় বৃদ্ধ পণ্ডিতেরা তাদ্বিষয়ে যে কিছু উক্তি করিয়াছেন এবং প্রজাপতি বিধাতাও তাহাকে যাদৃশ চিরন্তন ও অব্যয়-রূপে বিনির্ম্মিত করিয়াছেন, তাহাও আমি বিশেষ রূপে অবগত আছি[৩৭]। পৃথিবী-মধ্যে কোন প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয়বংশে উৎপন্ন হইয়া যে ব্যক্তি সর্ব্ব-ধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্মাভিজ্ঞ হয়, কেবল জীবনমাত্র প্রতীক্ষা করিয়া ভয়প্রযুক্ত শত্রুর নিকটে অবনতি স্বীকার করা তাহার কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে[৩৮]। উদ্যমই পুরুষকার; অ-তএব সতত উদ্যমশালীই হইবেক, কস্মিন্ কালেও অবনত হইবেক না; বরঞ্চ অসন্ধিস্থলে ভগ্ন হইবেক, তথাপি কাহারো নিকটে অব-নতি স্বীকার করিবেক না[৩৯]। হে সঞ্জয়! মহামনা বীরপুরুষ মত্তমাতঙ্গের ন্যায় অকুতোভয়ে পর্য্যটন করিবেন; কেবল ধর্ম্ম নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণসন্নিধানে নিত্যকাল অবনত হইবেন[৪০];

নতুবা অপর সমস্ত বর্ণকেই বল-পূর্ব্বক স্ববশে আনয়ন করিয়া যাবতীয় পাপাত্মাদিগের ধ্বংসবিধান করিবেন; তদ্দ্বারা যদি সমধিক সহায়-সম্পন্ন অথবা একবারে নিঃসহায় হয়, তথাপি যাবজ্জীবন সেইরূপ অনুষ্ঠান-পরায়ণ হইবেন[৪১]।

বিদুলা-পুত্রানুশাসনে চতুস্ত্রিংশদধিক শততম
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

পুত্র কহিলেন, হে অমর্ষণে অকরুণে বীরাভিমানিনি জননি! বোধ হয়, সুকঠোর কৃষ্ণলৌহের পিণ্ড দ্বারা বিধাতা তোমার এই কঠিনতর হৃদয় নির্ম্মাণ করিয়াছেন[১]। আহা! ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম কি বিচিত্র! আপনি জননী হইয়া পরমাতার ন্যায় আমাকে ইতরের ন্যায় জ্ঞান করিয়া সমরে নিয়োগ করিতেছ। আমি আপনার একমাত্র পুত্র; তথাপি আপনি আমারে ঈদৃশ বচন-বাণে আবিদ্ধ করিতেছ। আপনাকে এই এক কথা জিজ্ঞাসা করি, আমি যদি আপনার নেত্রপথ হইতে অন্তর্হিত হই, তাহা হইলে আপনার এই সসাগ্র-ভূমণ্ডল, আভরণ, ভোগসুখ অথবা জীবিতেরই আর প্রয়োজন কি? ঈদৃশ বিশিষ্ট প্রিয় পুত্র সঙ্গ-রহিত হইলে তোমার জীবন লইয়া আর কি হইবে[৩.৪]?

মাতা কহিলেন, সঞ্জয়! বিচক্ষণ মানবগণের সকল অবস্থাতেই ধর্ম্ম ও অর্থ চিন্তাকরা কর্ত্তব্য; আমি সেই ধর্ম্মার্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই তোমাকে যুদ্ধার্থে নিযোজিত করিতেছি[৫]। দেখ, তোমার পরাক্রম প্রদর্শন করিবার এই মুখ্যকাল উপস্থিত হইয়াছে; অতএব এই উপস্থিত সময়ে তুমি যদি কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান না কর, তাহা হইলে লোকসমাজে অসম্মানিত হইয়া আমার

অতিমাত্র অনিষ্টাচরণ করিবে। হে সঞ্জয়! তোমাকে অপযশ-গ্রস্ত হইতে দেখিয়াও আমি যদি স্নেহ-প্রযুক্ত তাহার নিবারণার্থে কোন কথা না বলি, তাহা হইলে আর কোন ক্রমেই যুক্তি-সম্মত যথার্থ স্নেহের কার্য্য করা হয় না; তাদৃশ বাৎসল্যকে পণ্ডিতেরা ফল-শূন্য অহেতুক গর্দ্দভীবাৎসল্য বলিয়া উক্ত করেন। অতএব হে সঞ্জয়! মূর্খগণের অবলম্বিত সাধুজন-বিগর্হিত অসৎ পথ পরিত্যাগ কর[৬.৮]। দেখ, এই জগতীতলে মহতী অবিদ্যা প্রায় সর্ব্বত্রই বিরাজ করিতেছে এবং অনেকানেক প্রজাপুঞ্জও উহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে; ঐ অবিদ্যার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া তুমি যদি সদাচারী হও, তাহা হইলেই আমার প্রিয় হইবে[৯]; ধর্ম্মার্থ গুণ-যুক্ত, দৈব মানুষ-কর্ম্মোপেত, সাধুগণ-সমাচরিত একমাত্র সদ্বৃত্ত ব্যতীত তুমি আর কিছুতেই আমার প্রীতিভাজন হইতে পারিবে না[১০]। যিনি উক্তরূপ সচ্চরিত্র সম্পন্ন সুবিনীত পুত্রপৌত্রাদির প্রতি প্রীতিপরায়ণ হন, তাঁহার প্রীতিই যথার্থ প্রীতি; নতুবা যে ব্যক্তি অনুদ্যমশালী দুর্ব্বিনীত মন্দবুদ্ধি তনয়ের প্রীতি করে, তাহার সন্তানের ফলই এককালে ব্যর্থ হইয়া যায়। মনুষ্যোচিত কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ, অদ্ভুত নিন্দনীয় নিকৃষ্ট কর্ম্ম করণে সাতিশয় আগ্রহান্বিত পুরুষাধমেরা না ইহকালে, না পরলোকে কুত্রাপি সুখলাভ করিতে পারে না। হে সঞ্জয়! তুমি নিশ্চয় জান, কেবল যুদ্ধ ও জয়ের নিমিত্তই পৃথিবীতে ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি হইয়াছে[১১.১৩]! ক্ষত্রিয়, শত্রুদিগকেই পরাজিত করুক অথবা আপনিই বধ্যমান হউক, উভয়থাই ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শত্রুবর্গকে বশবর্ত্তী করিয়া ক্ষত্রিয় পুরুষ যাদৃশ সুখ-সমৃদ্ধির অধিকারী হয়, স্বর্গে পুণ্যতম শক্র-ভবনেও তাদৃশ সুখ প্রাপ্ত হইতে পারে না[১৪]। বীর ব্যক্তি বিপক্ষগণ-কর্ত্তৃক বহুবার পরাভূত হইলে

কোপ-তাপে দহ্যমান ও জিগীষা-পরবশ হইয়া, হয় আত্ম-বিসর্জ্জন না হয় শত্রুবর্গকে একবারেই সংহার করিবেন; এতদ্ভিন্ন আর কিপ্রকারে তাঁহার হৃদয়ের শান্তি হইতে পারে[১৫.১৬]? ইহ সংসারে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি স্বল্প বিভব অপ্রিয়জ্ঞান করিয়া থাকেন; কিন্তু যে মানব স্বল্প ঐশ্বর্য্য প্রিয় বোধ করে; তাহার পক্ষে উহা অচিরাৎ অনর্থ কর হইয়া থাকে[১৭]। প্রিয়-পদার্থের অভাব হইলে পুরুষের আর কিছুমাত্র কল্যাণ লাভের সম্ভাবনা থাকে না, বরং সাগরগামিনী সুর তরঙ্গিণীর ন্যায় একবারেই বিনাশ হইয়া যায়[১৮]।

পুত্র কহিলেন, জননি! এরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করা তোমার কর্ত্তব্য নহে, বিশেষত পুত্রের প্রতি ঈদৃশী প্রবৃত্তি দেওয়া কোন ক্রমেই উচিত হয় না; এ সময়ে আপনি জড় অথবা মূকের ন্যায় নিস্তব্ধভাবে থাকিয়া কেবল করুণা প্রদর্শন করাই বিধেয়[১৯]।

মাতা কহিলেন, বৎস! তুমি যে এরূপ বিবেচনা করিলে, ইহাতেই আমার ভূয়সী প্রীতিলাভ হইল; আমার প্রতি যেরূপ নিয়োগ করিতে হয়, তুমি তাহাই করিতেছ এবং আমিও তদনুসারে তোমাকে সমধিক করুণাকর বিষয়েই পুনঃপুন প্রেরণ করিতেছি[২০]। তোমা দ্বারা অগ্রে যাবতীয় সৈন্ধবগণকে নিহত করিয়া পশ্চাৎ তোমার ভূরি ভূরি প্রশংসা ও সমাদর করিতে থাকিব। অধিক কি? তোমার যে সম্পূর্ণ রূপেই বিজয় লাভ হইবে, তাহা যেন আমি স্পষ্টই অবলোকন করিতেছি[২১]।

পুত্র পুনরায় কহিলেন, আমার না আছে অর্থবল, না আছে সহায়-সম্পত্তি, কিছুই নাই; তবে আর কি প্রকারে বিজয় লাভ হইতে পারে; আপনার ঈদৃশী দারুণ দুরবস্থা অবগত হইয়াই

আমি ইন্দ্রপদ্না হইতেই সে প্রত্যাশায় নিরস্ত হইয়া রহিয়াছি[২২]; দুষ্কর স্বর্গলাভের ন্যায় আমার রাজ্যলাভের অভিপ্রায়ও নিবৃত্তি হইয়াছে। অতএব হে পরিণত-প্রজ্ঞে! আমি কৃতকার্য্য হইতে পারি, যদি এতাদৃশ কোন উপায় অবলোকন করিতে পাও বিশেষ করিয়া ব্যক্ত কর। তোমার সেই অনুশাসন আমি সম্পূর্ণ রূপেই প্রতিপালন করিব[২৩।২৪]।

মাতা উত্তর করিলেন, বৎস! 'সমৃদ্ধি হইবে না' পূর্ব্বেই এরূপ চিন্তা করিয়া আত্মাকে অবমানিত করা কর্ত্তব্য নহে, কেন না ঘটনাক্রমে পূর্ব্বাসিদ্ধ অর্থেরও উৎপত্তি হইতে পারে এবং সঞ্চিত অর্থেরও বিনাশ হইতে পারে। অতি মূর্খ ব্যক্তিরাও ক্রোধ পরায়ণ হইয়া কার্য্য আরম্ভ করে না[২৫]। হে তাত! সর্ব্ব প্রকার কর্ম্মেরই ফলসিদ্ধি বিষয়ে নিয়ত অনিত্যতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। যাহারা ফলের অনিত্যত্ব স্থির করিয়াও কর্ম্মের অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ না হয়, তাহাদিগের অভীষ্ট-সিদ্ধি হইতেও পারে, না হইতেও পারে[২৬]; কিন্তু অনিশ্চিত বোধে যাহারা একবারেই অনুষ্ঠানে বিরত হয়, তাহারা আর কস্মিন্ কালেও কৃতকার্য্য হইতে পারে না। কর্ম্মের চেষ্টা না করায় একবারেই ফলের অভাব, এই একমাত্র গুণ[২৭], আর চেষ্টা করাতে ফলসিদ্ধি হওয়া উভয় গুণই সম্ভবিতে পারে। হে রাজপুত্র! যে ব্যক্তি পূর্ব্বে কর্ম্ম ফলের অনিত্যতা অবগত হইয়াছে; সেও আপনার ক্লেশ ও শত্রুর ঐশ্বর্য্য দূর করিয়া থাকে। অতএব প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা নিশ্চয়ই কার্য্যসিদ্ধি হইবেক' এইরূপ মনে করিয়া অব্যথিত চিত্তে ব্রাহ্মণ ও দেবগণকে অগ্রে করিয়া মঙ্গল দর্শন পূর্ব্বক সতত সমুত্থিত, জাগরিত ও শ্রেয়স্কর কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া থাকেন[২৮-৩০]। হে পুত্র! যে প্রজ্ঞাবান্ নরপতি উক্তরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন; তাঁহার অচিরাৎ

শ্রীবৃদ্ধি হয়: যেমন দিবাকর কখন পূর্ব্বদিক্ পরিত্যাগ করেন না; তদ্রূপ লক্ষ্মী তাহারে কদাপি পরিত্যাগ করিতে পারেন না[৩১]। হে সঞ্জয়! আমি উপদেশার্থে যে সমস্ত নিদর্শন, উপায় ও উৎসাহস-জনক বাক্যাদি বলিলাম, তোমাকে তাহার অনুরূপই অবলোকন করিতেছি; অতএব তুমি নিঃসংশয়ে পৌরুষ প্রকাশ কর[৩২]। সর্ব্ব প্রযত্নসহকারে অভিপ্রেত পুরুষার্থ সমৎসুক হও। তোমার শত্রুর প্রতি যাহারা ক্রুদ্ধ রহিয়াছে, যাহারা লোভের বশীভূত আছে, শত্রুরা যাহাদিগকে পরিক্ষীণ করিয়াছে, যাহারা অবমানিত হইয়াছে, তাহারা গর্ব্বিত হইয়া রহিয়াছে এবং যাহারা শত্রুর সহিত সংগ্রামার্থে স্পর্দ্ধা করিতেছে, সমুচিত যত্ন-পরায়ণ হইয়া সেই সমস্ত মহামান্য ব্যক্তিদিগকে বশীভূত কর। তাহাদিগের অগ্রিম বেতন প্রদান কর এবং কল্যাণসম্পাদনে উদ্যমশালী ও প্রিয়ম্বদ হও। এইরূপ করিলেই তুমি, সহসা-সমুদ্ভূত প্রবল-বেগযুক্ত পবন যেমন ঘনতর ঘনঘটাকে ছিন্ন ভিন্ন করে, সেইরূপ ঐ বহুসংখ্যক মানবগণকে অনায়াসে ভেদ করিতে সমর্থ হইবে এবং তাহারাও তোমারে প্রীতিভাজন ও অগ্রবর্ত্তী করিবে, সন্দেহ নাই[৩৩ ৩৫]। শত্রু যখন জানিতে পারে যে, বৈরী জীবনের প্রতি আস্থা-শূন্য হইয়া যুদ্ধার্থে উদ্যম প্রকাশ করিতেছে, তখনই গৃহস্থিত ভুজঙ্গের ন্যায় তাহা হইতে ভীত হয়[৩৬]। তাহাকে পরাক্রান্ত জানিয়া সে যদি বশীভূত করিতে না পারে; তাহা হইলে দূত দ্বারা সন্ধি বা দানের কথা তাহার নিকট উত্থাপন করিবে; তাহা হইলে ফলে ফলে তাহারে বশীভূত করা হইবে; কারণ, সন্ধি স্থাপন-দ্বারা স্থানলাভ করিলে কখন ধনের বৃদ্ধি হইলেও হইতে পারে। পুরুষ ধনশালী হইলেই মিত্রেরা তাঁহারে ভজনা করেন এবং আশ্রয় রূপে অবলম্বন করিয়া থাকেন[৩৭-৩৮];

কিন্তু দৈবক্রমে তিনি যদি অর্থ-সম্পত্তি হইতে পরিচ্যুত হন, তাহা হইলে সেই মিত্রগণ ও বান্ধববর্গ, সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন; কেবল পরিত্যাগ নহে, নিন্দা করিতেও নিরস্ত হন না[৩৯]। যে ব্যক্তি শত্রুকে সহায় করিয়া বিশ্বস্ত থাকে, তাহার যে কোন কালে রাজ্য প্রাপ্ত হওয়া, সে কেবল সম্ভাবনামাত্র, কার্য্যে ফলিত হইবার নহে[৪০]।

বিদুলা পুত্রানুশাসনে পঞ্চত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

মাতা কহিলেন, সঞ্জয়! রাজার পক্ষে যে কোন আপদ্ উপস্থিত হউক না কেন, তদ্দ্বারা ভীত হওয়া কখনই উচিত নহে; যদিও মনে মনে ভীত হন, তথাপি ভীতের ন্যায় ব্যবহার কদাচ করিবেন না[১]; কেন না রাজাকে ভীত দেখিলে রাষ্ট্র, বল, অমাত্য-প্রভৃতি সকলেই ভীতিবিহ্বল ও ভিন্নমনা হইয়া পড়ে[২]। তাদৃশ অবস্থায় কেহ কেহ প্রভুকে পরিত্যাগ করে, কেহ বা শত্রুর আশ্রয় লয় এবং যে সকল ব্যক্তি পূর্ব্বে প্রভু কর্ত্তৃক অবমানিত হইয়াছিল; তাহারা শত্রুরে প্রহার করিবার ইচ্ছা করে[৩]। যাঁহারা অত্যন্ত সুহৃদ্ তাঁহারাই কেবল প্রভুভক্তি-পরতন্ত্র হইয়া স্বামীর উপাসনা করেন। কল্যাণ-সাধনে অভিলাষী হইলেও অসামর্থ্যপ্রযুক্ত তাঁহাদিগকে বদ্ধ-বৎসা ধেনু-নিচয়ের ন্যায় নিশ্চেষ্ট থাকিতে হয়[৪]। সুতরাং বান্ধববৃন্দকে পতিত দেখিয়া বান্ধবেরা যেমন শোক করেন, ঐ বিশ্বস্ত সুহৃদ্বর্গও সেইরূপ অনুশোক-পরায়ণ স্বামীর প্রতি শোক করিতে থাকেন। ফলত স্বামী ব্যসন প্রাপ্ত হইলে যাঁহারা কায়মনো-বাক্যে, তাঁহার রাষ্ট্ররক্ষার বাসনা করেন, ইঁহারাই যথার্থ অভিমত সুহৃদ্ এবং পূর্ব্বে পূর্ব্বে যাহারা

পূজিত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে তাঁহাদিগের পূজা করাই স্বার্থক। অতএব হে পুত্র! তাদৃশ সুহৃদ্বর্গকে তুমি যেন ভয়-ব্যাকুলিত করিও না; তোমাকে ভীত দেখিয়া তাঁহারা যেন পরিত্যাগ করিতে বাসনা না করেন[৫.৬]। তোমার প্রভাব, পৌরুষ ও বুদ্ধি-পরিজ্ঞানে অভিলাষিণী হইয়া আমি যে এই সকল কথা বলিলাম, সে কেবল ধৈর্য্য ও তেজোবর্দ্ধন নিমিত্তই জানিবে[৭]। যদি ইহা সম্যক্ রূপে তোমার বোধগম্য হয় এবং আমি যথার্থই বলিতেছি যদি এরূপ প্রতীতি হইয়া থাকে, তবে ধীরতা অবলম্বন-পূর্ব্বক জয়ার্থে উদ্যুক্ত হও[৮]। হে সঞ্জয়! আমাদের একটি অতিবিস্তীর্ণ বিশাল ধনাগার আছে; তাহা তোমার বিদিত নাই; তাহাতে যে বিপুল অর্থরাশি আছে, সকলই তোমাকে প্রদান করিতেছি[৯]। হে বীর! এতদ্ভিন্ন তোমার বহুসংখ্যক সুহৃদ্গণও বর্ত্তমান আ-ছেন; তাঁহারা সকলেই সুখদুঃখ-সহ এবং সকলেই সমরে অপ-রাঙ্মুখ[১০]। হে শত্রুকর্ষণ! কোন কল্যাণকামী পুরুষ বল-পূর্ব্বক কোন প্রকার ইষ্টার্থ আহরণের অভিলাষ করিলে, তাদৃশ সহা-য়েরাই তাঁহার যথার্থ সচিবের কার্য্য করিয়া থাকেন[১১]।

সঞ্জয় স্বভাবত স্বল্পচেতা হইলেও জননীর ঈদৃশ সুচিত্র-পদ-পদার্থ মনোহর অনুশাসন-বাক্য শ্রবণে তৎক্ষণমাত্র তাঁহার অজ্ঞান দূর হইল[১২]। তখন তিনি সাহসে ভর করিয়া কহিলেন, জননি! ভাবি-কল্যাণ-দর্শিনী তুমি যখন আমার শিক্ষয়িত্রী রহিয়াছ, তখন আর আমার কিছুই অসাধ্য নাই। আমি উদক-মধ্যে নি-মগ্নপ্রায় এই পৈতৃক রাজ্যের হয় উদ্ধার করিব, না হয় সমরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিব[১৩]। আমি আপনার নিকট উক্ত বাক্য সমু-দয় শ্রবণ করিবার বাসনায় আপনার বাক্যের প্রতি কূলে কি-ঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উত্তর প্রদান করিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়াছি-

লাম[১৪]। দুর্ল্লভ অমৃতপানে যেমন পরিতৃপ্ত হওয়া যায় না, সেই-রূপ ত্বদীয় বচন-সুধাস্বাদনের বলবতী আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তা না হওয়াতেই আমি মৌনাবলম্বন করিয়াছিলাম; এই দেখ, এক্ষণে শত্রুগণকে নিগ্রহ ও পরাজয় করিবার নিমিত্ত এই উদ্যম-পরায়ণ হইলাম[১৫]।

কুন্তী কহিলেন, বিদুলার সুতীক্ষ্ণ বাক্যবাণে এইরূপে প্রবিদ্ধ এবং সদশ্বের ন্যায় উত্তেজিত হইয়া সঞ্জয় তাঁহার শাসনানুরূপ সমস্ত কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন[১৬]। মন্ত্রী শত্রুপীড়িত অবসন্ন ভূপতিরে অরাতিদলনের উৎকৃষ্ট উপায়ভূত এই অনুত্তম তেজো বর্দ্ধন বৃত্তান্তটি শ্রবণ করাইবেন[১৭]। বিজিগীষু ব্যক্তির জয়-নামক এই ইতিহাসটি শ্রবণ করা অতীব কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি একবারমাত্র ইহা কর্ণগোচর করে, সে অচিরেই বসুধা বিজয়ে এবং শত্রু-মর্দ্দনে সমর্থ হয়[১৮]। গর্ভবতী রমণী এই পুত্র প্রসবকর বীর জনন উপাখ্যান পুনঃপুন শ্রবণ করিলে অবশ্যই শূরবীর কুমার উৎপন্ন করেন[১৯]। যে কোন ক্ষত্রিয়া রমণী মনোনিবেশ-পূর্ব্বক ইহা শ্রবণ-করেন, তিনি নিশ্চয়ই বিদ্যা-বীর, দান-বীর, তপস্যা-বীর, ব্রাহ্মী-শোভায় দেদীপ্যমান, সাধুগণ গণনীয়, ঘোরতর তেজস্বী, মহাবল পরাক্রান্ত, মহাভাগ, মহারথ, ধৃতিশীল, দুর্দ্ধর্ষ, সর্ব্ববিজয়ী, অপরাজিত, অসাধুগণের শাসনকারী, ধর্ম্মচারি-নিচয়ের রক্ষাকর্ত্তা, সত্যবিক্রম, বীর তনয়ের জননী হইতে পারেন, সন্দেহ নাই[২০-২২]।

বিদুলা-পুত্রানুশাসনে ষট্‌ত্রিংশদধিক শততম
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

কুন্তী কহিলেন, হে কেশব! তুমি অর্জ্জুনকে এই কথা বলিবে,

"বৎস! তোমাকে প্রসব করিয়া যৎকালে আমি নারীবৃন্দে পরিবৃতা হইয়া আশ্রম-সন্নিধানে উপবিষ্টা ছিলাম[১], তখন অন্তরীক্ষে এই একটি মনোহারিণী দৈববাণী হইয়াছিল " কুন্তি! তোমার এই পুত্রটি সহস্রাক্ষের সমকক্ষ হইবেন[২]; সমরে সমাগত সমুদায় কৌরবগণকে পরাজিত করিবেন; ভীমসেনের সাহায্যে শত্রুগণকে প্রমথিত করিবেন, অখণ্ড ভূমণ্ডল পরাজয় করিবেন; বাসুদেবের সাহায্যে কুরুগণকে সংহার করিয়া অপহৃত পৈতৃক রাজ্যাংশ পুনরুদ্ধার করিবেন এবং ভ্রাতৃবর্গে মিলিত হইয়া তিনটি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন'। ইহার যশ স্বর্গস্পর্শ করিবে[৩]"। হে অচ্যুত! সেই সত্যসন্ধ সব্যসাচী বীভৎসু অর্জুন যেরূপ বলবান্ ও দুর্দ্ধর্ষ, তাহা কেবল তুমিই অবগত আছ[৬], অতএব দৈববাণী যাহা বলিয়াছিল, তাহাই যেন সিদ্ধ হয়। হে বৃষ্ণিনন্দন! যদি ধর্ম্ম থাকেন, তবে অবশ্যই তাহা সত্য হইবে[৭]—তুমিই সর্ব্ব-প্রযত্নে তাহা সম্পন্ন করিবে। ফলত উক্ত দৈববাণী-দ্বারা যাহা ব্যক্ত হইয়াছে, আমি কোন ক্রমেই তাহার প্রতি দোষারোপ করিতে পারি না[৮]; মহীয়ান্ ধর্ম্মকে সর্ব্বথা নমস্কার। ধর্ম্মই এই অখিল-প্রজাপুঞ্জের একমাত্র ধারণ-কর্ত্তা।

তুমি ধনঞ্জয়কে ঐ রূপ এবং নিত্য-উদ্যমশালী বৃকোদরকেও এই কথা বলিবে[৯] " ক্ষত্রিয়রমণী যদর্থে পুত্র প্রসব করেন, তাহার উপযুক্ত সময় সমাগত হইয়াছে; পুরুষশ্রেষ্ঠ বীরবরেরা বৈর প্রাপ্ত হইয়া কখনই অবসন্ন হন না[১০]"। হে মাধব! ভীমের বুদ্ধি তোমার চিরকাল বিদিত আছে; সেই শত্রুদলনকারী বৃকোদর যে পর্য্যন্ত শত্রুগণের সংহার করিতে না পারেন, সে পর্য্যন্ত তিনি আর শান্ত হইবার নহে[১]।

হে কৃষ্ণ! মহাত্মা পাণ্ডুরাজের পুত্রবধূ, সকল-ধর্ম্মের সবিশেষ

জ্ঞানবতী যশস্বিনী কল্যাণী দ্রুপদ নন্দিনীকে এই কথা বলিবে[১২]। "হে সৎকুল-সম্ভূতে! হে মহাভাগে! হে যশস্বিনি! আমার সমুদায় পুত্রগণের প্রতি তুমি যে সাধ্বীসমুচিত যথাবৎ আচরণ করিয়াছ, তাহা তোমার উপযুক্ত কর্ম্মই হইতেছে[১৩]"।

হে পুরুষোত্তম! অনন্তর ক্ষত্রধর্ম্ম-নিরত মাদ্রীপুত্র-দ্বয়কেও কহিবে " বৎসগণ! তোমরা প্রাণপণ করিয়াও বিক্রমার্জ্জিত ভোগসুখের প্রার্থনা কর; যেহেতু বিক্রমলব্ধ অর্থই ক্ষত্রধর্ম্ম-জীবী মনুষ্যের সর্ব্বদা মনঃপ্রীতিকর হয়[১৪-১৫]। দেখ, তোমরা সর্ব্বধর্ম্মের বর্দ্ধনকারী হইলেও তোমাদিগের সাক্ষাৎকারেই পাঞ্চালীকে পরুষ-বাক্য-সমস্ত যে উক্ত হইয়াছিল, কোন্ ক্ষত্রিয় পুরুষ তাহা সহ্য করিতে পারে[১৬]? হে কৃষ্ণ! পুত্রগণের রাজ্যহরণেও আমার দুঃখ নাই, দ্যূতপরাজয়েও পরিতাপ নাই এবং বনে গমন করাও শোকের কারণ নহে[১৭]; কিন্তু সেই শ্যামাঙ্গী দ্রুপদ বালা যে সভামধ্যে রোদন করিতে করিতে দুরাত্মগণের কটূক্তি-সমস্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহাই মহা ঘোরতর আমার দুঃখ[১৮] আহা! ক্ষত্র ধর্ম্মের নিত্য-নিরতা স্ত্রীধর্ম্মযুতা বরারোহা দ্রুপদবালা কৃষ্ণা অনুত্তমনাথবতী হইয়াও তৎকালে অনাথা হইয়াছিলেন[১৯]! হে মহাবাহো কেশব! তুমি সেই সকল ধনুর্দ্ধরের অগ্রগণ্য পুরুষব্যাঘ্র অর্জ্জুনকে বিশেষ করিয়া এই কথা বলিও, যেন তিনি দ্রুপদ নন্দিনীর প্রদর্শিত পথেই বিচরণ করেন[২০]। ভীমার্জ্জুন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলে যেন যমজ-যম-যুগলের রূপধারণ করিয়া অমরগণকেও যে মরণমার্গে উপনীত করিতে পারেন, তাহা তোমার বিলক্ষণ বিদিত আছে[২১]। তাঁহারা এতাদৃশ বীর্য্যসম্পন্ন হইলেও তাঁহাদিগের প্রিয় মহিষী পাঞ্চালী যে সভাস্থলে আনীতা হইয়াছিলেন, ইহার অপেক্ষা অধিক অপমানের বিষয় তাঁহাদের আর কি হইতে পারে?

হে জনার্দ্দন! কুরুবীরগণের সমক্ষে ভীমকেও দুঃশাসন যে কটু-বাক্য-সকল প্রয়োগ করিয়াছিল, তাহাও পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিও। আমার নাম করিয়া কৃষ্ণারসহিত সপুত্র-পাণ্ডবগণকে কুশল-বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিও এবং পুনর্ব্বার তাঁহাদিগের সমীপে আমারও কুশল-বার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিও; এক্ষণে নির্বিঘ্নে শুভ পথে গমন কর; আমার পুত্রগণকে প্রতিপালন করিও[২২-২৪]।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর মহাবাহু কৃষ্ণ কুন্তীকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া মৃগেন্দ্রের ন্যায় সবিলাস-সঞ্চারে তদীয় আবাস হইতে নির্গত হইলেন[২৫] এবং ভীষ্ম প্রভৃতি কুরুপুঙ্গবদিগকে বিদায় প্রদান-পূর্ব্বক কেবল কর্ণকে রথোপরি আরোহণ করাইয়া সাত্যকি-সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিলেন[২৬]; যদুনন্দনের গমনান্তে কৌরবেরা নির্জ্জনে সমবেত হইয়া তদীয় পরমাদ্ভুত মহদাশ্চর্য্য বৃত্তান্তের জল্পনা করিতে লাগিলেন[২৭] এবং সকলেই একবাক্য হইয়া এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন, “এই সমগ্র ভূমণ্ডল মোহাশ্রিত ও মৃত্যুপাশের বশীভূত হইয়াছে। দুর্য্যোধনের মূর্খতা দোষে এই রাষ্ট্র অবশ্যই সংহার দশায় উপনীত হইবে”[২৮]।

এ দিকে সকল-যাদবগণের হর্ষবর্দ্ধন পুরুষোত্তম কৃষ্ণ, নগর হইতে নির্গমনানন্তর বহু ক্ষণ পর্য্যন্ত কর্ণের সহিত মন্ত্রণা করিলেন, পরে কর্ণকে বিদায় করিয়া মহাবেগে শীঘ্র অশ্বগণকে চালন করিতে অনুজ্ঞা করিলেন[২৯-৩০]। মন ও পবনের ন্যায় মহাবেগশালী সেই সমস্ত বাহনগণ দারুক-কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া যেন উর্দ্ধশ্বাসে নভোমণ্ডল পান করিতে করিতে চলিল[৩১] এবং অতি দ্রুতগামী শ্যেন পক্ষীর ন্যায় মুহূর্ত্ত-মধ্যে বহু পথ অতিক্রম ক-

রিয়া শার্ঙ্গধম্বা কৃষ্ণকে অচিরেই উপপ্লব্য নগরে উপনীত করিল[২৩]।

কৃষ্ণ-প্রত্যাগমনে সপ্তত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, কুন্তীদেবী কৃষ্ণকে যে সকল কথা কহিয়া দিলেন, মহারথ ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্য তৎসমুদায় শ্রবণ করিয়া অতিঅবাধ্য দুর্য্যোধনকে বলিলেন[১], হে পুরুষব্যাঘ্র। কেশব-সন্নিধানে কুন্তী যে উগ্রতর ধর্ম্মার্থযুক্ত অনুনয় বাক্য উক্ত করিলেন, তাহা কি তোমার শ্রুতিগোচর হইল[২]? বাসুদেবের প্রীতিপাত্র কুন্তী নন্দনেরা উক্ত উপদেশবাক্য অবশ্যই প্রতিপালন করিবেন। হে কৌরব! এক্ষণে তাঁহারা রাজ্যলাভ-ব্যতিরেকে কোন ক্রমেই শান্ত হইবেন না[৩]। তুমি যে সভামধ্যে পাণ্ডবগণকে ও দ্রৌপদীকে ক্লেশিত করিয়াছিলে; তাঁহারা তৎকালে ধর্ম্ম বন্ধনে বদ্ধছিলেন বলিয়াই তোমার সেই দৌরাত্ম্য সহ্য করিয়াছিলেন[৪]; কিন্তু অধুনা আর সে ধর্ম্ম-ভয় নাই; এক্ষণে কৃতাস্ত্র ধনঞ্জয়, দৃঢ়সংকল্প বৃকোদর, গাণ্ডীব কোদণ্ড, অক্ষয় তূণীর-যুগল, কপিধ্বজ রথ[৫], বলবীর্য-সমন্বিত নকুল সহদেব এবং বাসুদেবকে সহায় প্রাপ্ত হইয়া যুধিষ্ঠির আর কোন প্রকারেই ক্ষান্ত হইবার নহেন[৬]। হে মহাবাহো। ইতি পূর্ব্বে বিরাট নগরে ধীমান্ ধনঞ্জয় একাকীই আমাদিগকে যে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন, তাহা ত তোমার প্রত্যক্ষই আছে[৭]। তদ্ভিন্ন নিবাতকবচাদি ঘোরবিক্রম দানবগণ সেই রৌদ্রাস্ত্রধারী ধনঞ্জয়ের প্রতাপানলে দগ্ধ হইয়াছিল[৮]। অপিচ ঘোষযাত্রা কালে কর্ণ-প্রভৃতি এই সকল মহারথগণ এবং

বকচধারী ও রথারূঢ় তুমি, সকলেই তোমরা ধনঞ্জয়ের বাহুবলে গন্ধর্ব্ব হস্ত হইতে মুক্তি পাইয়াছিলে। এই সমস্ত ব্যাপারই তাঁহার পরাক্রমের যথেষ্ট নিদর্শন। অতএব হে ভারতশ্রেষ্ঠ! ভ্রাতৃবর্গে মিলিত হইয়া পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিবন্ধন কর[৯]। কৃতান্তের দন্তান্তর্গত এই সসাগরা বসুন্ধরা রক্ষা কর তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠির পরম ধার্ম্মিক, স্নেহবান, প্রিয়ম্বদ ও পণ্ডিত[১০]; অতএব পাপাশয় পরিহার করিয়া তাদৃশ পুরুষোত্তমের সহিত সঙ্গত হওয়াই তোমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যুধিষ্ঠির তোমাকে যদি অপনীত-শরাসন, প্রশান্ত ভ্রুকুটি ও শান্তমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করেন, তাহা হইলেই কুরুকুলের শান্তি হয়। অতএব হে অরিন্দম নৃপনন্দন! তুমি অমাত্যবর্গের সহিত সমবেত সেই রাজা যুধিষ্ঠিরের সমীপবর্ত্তী হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় আলিঙ্গন ও অভিবাদন কর। ভীমাগ্রজ কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির তোমাকে অভিবাদন করিতে অবলোকন করিয়া স্নেহভরে পাণিযুগল দ্বারা ধারণ করুন। আজানুলম্বিত-স্থূল-বাহু, সিংহস্কন্ধ, প্রহারি-শ্রেষ্ঠ ভীমসেন তোমাকে বাহু-যুগল দ্বারা আলিঙ্গন করুন, তদনন্তর কম্বুগ্রীব কমললোচন ধনঞ্জয় অভিবাদন করুন এবং পৃথিবী মধ্যে অপ্রতিমরূপ-সম্পন্ন নরব্যাঘ্র নকুল সহদেব প্রীতি প্রদর্শন-পূর্ব্বক গুরুর ন্যায় তোমাকে আরাধনা করুন[১১-১৭]। দাশার্হ-প্রভৃতি নরপতিগণ তোমাদিগের মিলন দর্শনে পুলকিত হইয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করুন। হে রাজেন্দ্র! তুমি অভিমান পরিত্যাগ করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হও[১৮] এবং সকলে একত্র হইয়া এই সমগ্র ধরা-রাজ্যের শাসন কর। সমাগত ভূপতিগণ আনন্দ সহকারে পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করুন[১৯]। হে বসুধাধিপ! যুদ্ধে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই; সুহৃদ্গণের নিবারণ-বাক্য শ্রবণ করিয়া

তাহাতে প্রবৃত্তি শূন্য হও। সমরে ক্ষত্রিয় কুলের অবশ্যম্ভাবী সুস্পষ্ট বিনাশ-লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে[২০]। হে বীর! দেখ, জ্যোতিঃ-পদার্থ-সকল প্রতিকূলবর্ত্তী হইয়াছে, যাবতীয় মৃগ পক্ষিগণ ভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করিয়াছে এবং ক্ষত্রিয়-ধ্বংসকর অন্যান্য বহুতর উৎপাত-সমস্তও দৃষ্টিগোচর হইতেছে[২১]। বিশেষত আমাদিগের নিবেশন মধ্যেই নানাপ্রকার দুর্নিমিত্ত-সকলের অধিক প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হইতেছে। প্রদীপ্ত উল্কা-সমূহ তোমার সৈন্যগণকে প্রপীড়িত করিতেছে[২২]; বাহন গণ হর্ষশূন্য হইয়া যেন নিরন্তর রোদন-করিতেছে; অশুভাবহ গৃধ্র-গণ সেনা-গণের চতুষ্পার্শ্বে ইতস্তত পরিভ্রমণ করিতেছে[২৩]; নগর ও রাজভবনের আর পূর্ব্বের ন্যায় শোভা নাই; শিবা-সকল অশিব শব্দ করিতে করিতে প্রজ্বলিত দিগ্মণ্ডলে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে[২৪]। অতএব হে মহাবাহো! জনক জননীর এবং অস্মদাদি হিতৈষিগণের বাক্য প্রতিপালন কর; দেখ, শম ও সমর উভয়ই তোমার আয়ত্ত রহিয়াছে[২৫]। হে শত্রুকর্ষণ! যদি একান্তই সুহৃদ্বর্গের বাক্য রক্ষা না কর, তবে নিজ বাহিনীকে পার্থবাণে প্রপীড়িতা অবলোকন করিয়া অবশ্যই তোমারে পশ্চাত্তাপ করিতে হইবে[২৬];— সমরে অনল-তুল্য-তেজস্বী ভীষণ-গর্জ্জনকারী ভীমসেনের মহানাদ এবং গাণ্ডীবের ভীষণ নিস্বন শ্রবণ করিয়া আমাদিগের এই বাক্য স্মরণ করিতে হইবে। যদি ইহা তোমার বিপরীত জ্ঞান হয়, তবে আমাদিগের বাক্য নিশ্চয়ই কার্য্যে পরিণত হইবে, সন্দেহ নাই[২৭]।

ভীষ্মদ্রোণ-বাক্যে অষ্টত্রিংশদধিক শততম
অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৩৮।

——

উনচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভীষ্ম দ্রোণের এই বাক্য শ্রবণে দুর্য্যোধন বিমনা ও অধোমুখ হইয়া ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থল সঙ্কুচিত করত বক্রনয়নে ভূতল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, কিছুই উত্তর করিলেন না[১]। তখন নরবর ভীষ্ম ও দ্রোণ তাঁহাকে সেইরূপ বিমনায়মান দর্শন করিয়া পরস্পর মুখাবলোকন-পূর্ব্বক পুনরায় তৎসন্নিধানে উত্তর-বাক্য কহিতে লাগিলেন[২]।

ভীষ্ম কহিলেন, আমরা শুশ্রূষা-নিরত অসূয়া-শূন্য ব্রহ্মনিষ্ঠ সত্যবাদী পার্থের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিব, ইহার অপেক্ষা অধিক দুঃখের বিষয় আর কি আছে[৩]!

দ্রোণ কহিলেন, হে রাজন্! আমার পুত্র অশ্বত্থামার প্রতি আমার যেরূপ স্নেহ, ধনঞ্জয়ের প্রতি তদপেক্ষা অধিক। অশ্বত্থামা আমার প্রতি যাদৃশ বহুমান প্রদর্শন করেন, কপিধ্বজ তদপেক্ষা অধিক বহুমান ও নম্রতা প্রকাশ করিয়া থাকেন[৪]। ক্ষত্রধর্ম্মের অনুষ্ঠায়ী হইয়া আমাকে পুত্রাপেক্ষাও প্রিয়তম সেই ধনঞ্জয়ের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিতে হইবে! অহো! ক্ষত্রিয়-জীবিকা কি গর্হণীয়া[৫]! লোক-মধ্যে যাঁহার তুল্য ধনুর্দ্ধারী আর কেহই নাই, সেই বীভৎসু অর্জ্জুন কেবল আমার প্রসাদেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন[৬]। যে ব্যক্তি মিত্রদ্রোহী, দুষ্টভাব, নাস্তিক, সারল্য-শূন্য ও শঠতা-পূর্ণ হয়, সে যজ্ঞস্থলে সমাগত মূর্খের ন্যায় কদাপি সাধু-সমাজে পূজালাভ করিতে পারে না[৭]। পাপাত্মা মনুষ্য পাপকর্ম্ম হইতে পুনঃপুন নিবারিত হইলেও যেমন পাপানুষ্ঠানেই অভিলাষী হয়, সেইরূপ পুণ্যাত্মা পুরুষ পাপ কর্ম্মে নিয়োজিত হইলেও শুদ্ধ পুণ্য কর্ম্মেরই বাসনা করেন[৮]। হে ভরত-সত্তম! তুমি শঠতা-দ্বারা পাণ্ডবদিগকে প্রতারিত করিলেও তাঁহারা তোমার প্রিয়-

কার্য্য-সম্পাদনের রত আছেন; পরন্তু তোমার দোষসমস্ত কেবল বৈরভাবের নিমিত্তেই কল্পিত হইতেছে[৯]। দেখ, কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম, আমি, বিদুর ও বাসুদেব, আমরা সকলেই তোমারে হিতোপদেশ করিয়াছি; কিন্তু তুমি কাহারও বাক্য শ্রেয়জ্ঞান করিতেছ না[১০]। 'আমার বিস্তর বল আছে' এই মনে করিয়াই তুমি তিমি-মকর-কুম্ভীরাদি-সঙ্কুল মহার্ণব তরণেচ্ছু গঙ্গাবেগের ন্যায় সহসা পাণ্ডব-সৈন্য-সাগর উত্তীর্ণ হইবার অভিলাষ করিতেছ[১১]। যেমন লোকে পরের পরিত্যক্ত বস্ত্র ও মাল্য পরিধান করিয়া আপনার বোধ করে; তদ্রূপ তুমি যুধিষ্ঠিরের রাজলক্ষ্মী প্রাপ্ত হইয়াই অতি লোভ-বশত আপনার জ্ঞান করিতেছ[১২]; কিন্তু তোমাকে এই এক কথা জিজ্ঞাসা করি, যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী ও ধৃতায়ুধ ভ্রাতৃবৃন্দে পরিবৃত হইয়া বনে অবস্থান করিলেও কোন্ বীর পুরুষ রাজ্যে অবস্থিত থাকিয়াও তাঁহারে পরাভূত করিবে[১৩]? যাবতীয় রাজগণ যাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী কিঙ্কর হইয়া অবস্থিতি করিতেছে, সেই কুবেরকে সমরে প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মরাজ সমধিক বিরাজমান হইয়াছিলেন[১৪]। পাণ্ডবগণ কুবের-ভবনে গমনানন্তর বহুতর রত্নলাভ করিয়া এক্ষণে ত্বদীয় সুবিস্তীর্ণ রাষ্ট্র আক্রমণ-পূর্ব্বক স্বরাজ্য বিস্তারের বাসনা করিতেছেন[১৫]।

হে রাজন্! আমাদের ত আয়ুঃশেষ হইয়াছে; আমরা যথাসাধ্য দান, হোম ও অধ্যয়ন এবং ধন-দ্বারা ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধন করিয়াছি; সুতরাং আমাদিগকে এক প্রকার কৃতকৃত্য বলিয়াই অবধারণ কর[১৬]। এক্ষণে পাণ্ডবগণের সহিত সংগ্রাম করিয়া কেবল তোমাকেই রাজ্য, সুখ, মিত্র, ধন, সকলই বিসর্জ্জনপূর্ব্বক মহৎ ব্যসন প্রাপ্ত হইতে হইবে[১৭]। ঘোরতর-তপোব্রতপরায়ণা সত্যবাদিনী দ্রৌপদী দেবী যাঁহার বিজয়াশংসা করি-

তেছেন, তাদৃশ পাণ্ডবকে তুমি কি প্রকারে পরাজয় করিবে[১৮]? জনার্দ্দন যাঁহার মন্ত্রী ও নিখিল ধনুর্দ্ধরের অগ্রগণ্য ধনঞ্জয় যাঁহার ভ্রাতা, তাদৃশ পাণ্ডবকে তুমি কি প্রকারে পরাজয় করিবে[১৯]? ধৈর্য্যশীল জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণগণ যাঁহার সহায় রহিয়াছেন, সেই উগ্রতপা বীর্য্যশালী যুধিষ্ঠিরকে তুমি কি প্রকারে পরাজয় করিবে[২০]? সুহৃদ্গণ দুস্তর বিপদ সাগরে নিমগ্ন হইলে কল্যাণকামী সুহৃদ্ব্যক্তির যেরূপ কার্য্য করা কর্ত্তব্য, তদনুসারে আমি পুনর্ব্বার তোমাকে বলিতেছি[২১], যুদ্ধে প্রয়োজন নাই; কুরুকুলের বৃদ্ধি নিমিত্ত সেই বীরবর্গের সহিত সন্ধিবন্ধন কর; পুত্র, অমাত্য ও সৈন্যগণের সহিত অনর্থক পরাভব প্রাপ্ত হইও না[২২]।

ভীষ্মদ্রোণ-বাক্যে একোন চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩৯ ॥

চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মধুসূদন কৃষ্ণ রাজপুত্র ও ভৃত্যগণে পরিবৃত হইয়া কর্ণকে রথারোপণ-পূর্ব্বক নগর হইতে নির্গত হইয়াছেন[১]। সেই পরবীরহন্তা গোবিন্দ রথস্থ সূতপুত্র সন্নিধানে কোন্ কথার প্রস্তাব করিলেন, কি কি সান্ত্ববাদই বা প্রয়োগ করিলেন[২]? জলদকাল-সমুত্থিত-নব-নীরদ-নিস্বন জনার্দ্দন কৃষ্ণ রাধাপুত্রকে যে সকল কথা কহিয়াছেন, তৎসমুদায় মৃদু কি তীক্ষ্ণ, বিশেষ করিয়া আমার নিকটে বর্ণন কর[৩]।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! মধুসূদন আনুপূর্ব্বী ক্রমে কর্ণকে মৃদু ও তীক্ষ্ণ উভয় প্রকার বাক্যই উক্ত করিয়াছেন। সেই অপ্রমেয়াত্মা বলিয়াছেন, সকলই প্রিয়, ধর্ম্মযুক্ত, সত্য, যে সমস্ত

বাক্যে হিতকর ও হৃদয়গ্রাহী; আপনার নিকটে আমি সমুদায় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন[৪-৫]।

বাসুদেব এই কথা বলিয়াছিলেন, হে রাধেয়! তুমি অনেকানেক বেদপারগ ব্রাহ্মণগণের উপাসনা এবং নিয়ত অসূয়া-শূন্য হইয়া তত্ত্বার্থও জিজ্ঞাসা করিয়াছ[৬]। তুমি সনাতন বেদবাক্য অবগত হইয়াছ; এবং সূক্ষ্ম-তম ধর্ম্মশাস্ত্র-সমুহের পরিজ্ঞানেও সুদক্ষ[৭]। দেখ, স্ত্রীলোকের কন্যাবস্থায় কানীন ও সহোঢ় নামে যে দুই প্রকার পুত্র জন্মিয়া থাকে, শাস্ত্রজ্ঞান সম্পন্ন মানবেরা কন্যার পরিণেতাকেই তাহাদিগের পিতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন[৮]; সুতরাং কুন্তীদেবীর কন্যাবস্থায় তোমার জন্ম হওয়ায় ধর্ম্মশাস্ত্রের নিদেশানুসারে তুমিও ধর্ম্মত পাণ্ডু-রাজেরই পুত্র হইয়াছ; অতএব আগমন কর, যুধিষ্ঠিরের অগ্রে তুমিই রাজা হইবে[৯]। তোমার পিতৃপক্ষে পাণ্ডবগণ এবং মাতৃপক্ষে বৃষ্ণিবংশ; হে পুরুষর্ষভ! এই দুই পক্ষকে তোমার নিত্য সহায় বলিয়া অবগত হও[১০]। অদ্যই আমার সমভিব্যাহারে এস্থান হইতে প্রস্থিত হও। হে তাত! তুমি যুধিষ্ঠিরের পূর্ব্বে কুন্তীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, ইহা পাণ্ডবগণ অদ্য অবগত হউন[১১]। পাণ্ডবেরা পঞ্চ সহোদর, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, অপরাজিত সুভদ্রা-তনয়[১] এবং পাণ্ডব-কার্য্যার্থে সমাগত অন্ধক বৃষ্ণি প্রভৃতি যাবতীয় রাজা ও রাজপুত্রগণ, সকলেই তোমার চরণবন্দন করিবেন[১৩]। তোমার অভিষেক নিমিত্ত রাজা ও রাজকন্যাগণ কাঞ্চনময়, রজতময় ও মৃন্ময় কুম্ভ, ওষধি, সর্ব্ব প্রকার বীজ, সমুদয় রত্ন ও লতা প্রভৃতি অভিষেক সামগ্রী সকল আনয়ন করুন। পাণ্ডব-ভাবিনী দ্রুপদনন্দিনীও পাণ্ডবগণের ন্যায় তোমার নিকটে ষষ্ঠকালে উপগতা হইবেন[১৪-১৫]। আত্মতত্ত্বজ্ঞ দ্বিজোত্তম ধৌম্য অগ্নিতে আহুতি প্রদান করুন এবং পাণ্ডবাদ-

গের বৈদিক-কর্ম্মানুষ্ঠায়ী পুরোহিত চতুর্ব্বেদী দ্বিজাতিগণ অদ্যই তোমাকে অভিষিক্ত করুন। পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা পঞ্চ সহোদর, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, পাঞ্চাল ও চেদিবংশীয় কুটুম্বগণ এবং আমি, সকলেই আমরা মিলিত হইয়া তোমাকে বসুধা-রাজ্যের আধিপত্যে অভিষিক্ত করিব[১৬-১৮]। সংশিতব্রত ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির তোমার যুবরাজ হইয়া শ্বেত-ব্যজন ধারণ-পূর্ব্বক তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ রথারোহণ করিবেন। হে রাজন্! তুমি অভিষিক্ত হইলে, মহাবলশালী কুন্তী-নন্দন ভীমসেন তোমার মস্তকোপরি বিশাল শ্বেত ছত্র ধারণ করিবেন। অর্জ্জুন কিঙ্কিণীশত-শব্দায়িত, ব্যাঘ্রচর্ম্ম-পরিবৃত, শ্বেত বাহন-সংযোজিত রথ পরিচালন করিবেন। তাঁহার আত্মজ অভিমন্যুও প্রতি নিয়ত তোমার সমীপবর্ত্তী থাকিবে[১৯-২২]। নকুল, সহদেব, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, মহারথ শিখণ্ডী ও পাঞ্চাল-দেশীয় অন্যান্য সম্বন্ধিগণ তোমার অনুগামী হইবেন[২৩]। হে বিশাম্পতে! অন্ধক, বৃষ্ণি, দাশার্হ ও দশার্ণবংশীয় ভূপতিবর্গ এবং আমি, সকলেই তোমার পরিবারভূত ও অনুযায়ী হইব[২৪]। অতএব হে মহাবাহো! তুমি জপ, হোম ও পৃথক্ পৃথক্ মাঙ্গল্যকর্ম্মে সংযুক্ত থাকিয়া সহোদর পাণ্ডবগণের সহিত পরম সুখে রাজ্যভোগ কর[২৫]। দ্রাবিড়, কুন্তল, অন্ধ্র, তালচর, চুচুপ ও রেণুপ-দেশীয় রাজন্যগণ তোমার পুরোগামী হউন[২৬] এবং সূত-মাগধ বন্দীগণ অশেষবিধ স্তুতি-দ্বারা তোমাকে স্তব করিতে থাকুক। পাণ্ডবেরা "বসুষেণের জয়" এই বলিয়া সর্ব্বত্রই তোমার বিজয় ঘোষণা করুন[২৭]। হে কৌন্তেয়! নক্ষত্ররাজি-বিরাজিত দ্বিজরাজের ন্যায় তুমি ভ্রাতৃগণে পরিবৃত হইয়া রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হও এবং তদ্দ্বারা কুন্তীরও আনন্দবর্দ্ধন কর[২৮]। তোমার মিত্রগণ প্রহৃষ্ট এবং রিপুবর্গ ব্যথিত

হইতে থাকুক। ভ্রাতৃভূত পাণ্ডবগণের সহিত অদ্যই তোমার সৌভ্রাত্র সমুৎপন্ন হউক[২৯]।

ভগবদ্বাক্যে চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ১৪০ ॥

— —

একচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

কর্ণ কহিলেন, হে বৃষ্ণিনন্দন কেশব! তুমি যে সৌহার্দ্দ, প্রণয়, সখ্য ও হিতৈষিত্ব প্রযুক্তই আমাকে এই সকল কথা কহিলে, তাহাতে আর সংশয় নাই[১]। আমি সকলই স্বীকার করিতেছি। হে কৃষ্ণ! তুমি যেরূপ বিবেচনা করিতেছ, তাহাই সত্য; ধর্ম্ম-শাস্ত্রের নিদেশানুসারে আমি ধর্ম্মত পাণ্ডুর পুত্রই বটি[২]। আমার জননী কন্যা কালে ভাস্করদেব হইতে আমাকে গর্ভে ধারণ এবং জাতমাত্র সেই আদিত্যের বচন ক্রমেই আমাকে বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন[৩]। অতএব হে কৃষ্ণ! সেইরূপে উৎপন্ন হওয়ায় আমি ধর্ম্মত পাণ্ডুরাজেরই আত্মজ বটি, কিন্তু কুন্তীদেবী আমার কুশল চিন্তা না করিয়া আপনা হইতেই আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন[৪]। তৎকালে সূতজাতীয় অধিরথ আমাকে দর্শন করিবামাত্র গৃহে আনয়ন করিয়া স্নেহ-সহকারে স্বীয় বনিতা রাধার হস্তে সমর্পণ করিলেন[৫]। হে মাধব! আমার প্রতি স্নেহপ্রযুক্ত রাধার স্তন-যুগলে তৎক্ষণমাত্র ক্ষীরের আবির্ভাব হয় এবং পুত্র-নির্ব্বিশেষে তিনি আমার মূত্র পুরীষাদিও গ্রহণ করেন[৬]। অতএব ধর্ম্মজ্ঞ এবং সতত ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রবণে নিরত হইয়া কি প্রকারে মাদৃশ ব্যক্তি তাঁহার পিণ্ডলোপ করণে সমর্থ হইতে পারে[৭]? বিশেষত রাধার ন্যায় অধিরথও স্নেহহেতুক আমাকে পুত্র বলিয়াই অবগত আছেন এবং আমিও সৌহার্দ্দ বশত চির-

কাল তাঁহাকে পিতা বলিয়াই জ্ঞান করি[৮]। পুত্র প্রেমের বশম্বদ হইয়া তিনি শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে দ্বিজগণ-দ্বারা আমার জাত-কর্ম্মাদি-সমস্ত সম্পন্ন করাইয়া 'বসুষেণ' এই নাম-করণ করাইয়াছেন এবং যৌবন কাল প্রাপ্ত হইলে স্বজাতীয় কন্যা-গণের সঙ্গেই বিবাহ দিয়াছিলেন[৯,১০]। হে মধুসূদন কৃষ্ণ! তাহা-দিগের গর্ব্ভে আমার পুত্র ও পৌত্রগণ উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাহাদিগের প্রতিই আমার চিত্ত ও বাসনা-বন্ধন-সমস্ত বদ্ধ হইয়া আছে[১১]। অতএব হে গোবিন্দ অপরিমেয় সুবর্ণরাশি অথবা অখণ্ড ভূমণ্ডল প্রাপ্ত হইলেও—সাতিশয় হর্ষ বা ভয়ের আবেগে অভি-ভূত হইলেও আমি তাদৃশ প্রীতিবন্ধনের কোন ক্রমেই অপনো-দন করিতে পারি না[১২]। হে কৃষ্ণ! এই ধৃতরাষ্ট্র কুলে আমি দুর্য্যোধনের আশ্রয়ে ত্রয়োদশ বর্ষ কাল অকণ্টকে রাজ্যভোগ করিয়া আসিতেছি[১৩]; এ পর্য্যন্ত বহুবিধ যজ্ঞাদিরও অনুষ্ঠান ক-রিয়াছি; পরন্তু সূতজাতির সংস্রব ভিন্ন কখনই কোন কর্ম্ম করি নাই। আমার কুলধর্ম্ম বিবাহাদি সমুদয় কার্য্যই সূত জাতিদিগের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে[১৪]। হে বৃষ্ণি নন্দন কৃষ্ণ! রাজা দুর্য্যোধন আমাকে প্রাপ্ত হইয়াই উৎসাহ সহকারে পাণ্ডবগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছেন[১৫]। সেই হেতু তিনি দ্বৈরথ-সমরে অগ্র-যায়ী এবং সব্যসাচীর পরম প্রতি-দ্বন্দ্বী-রূপে আমাকেই নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন[১৬]। অতএব হে জনার্দ্দন! এক্ষণে বধ, সম্বন্ধ, পরাজয় অথবা লোভ-বশত বিচলিত হইয়া সেই ধীসম্পন্ন ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রের প্রতি মিথ্যাচরণ করিতে আমার কোন ক্রমে উৎসাহ হয় না[১৭]। অধুনা যদি সব্যসাচীর সহিত দ্বৈরথ-যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হই, তাহা হইলে আমার এবং পার্থের উভয়েরই ভূয়সী অকীর্ত্তি হইবে[১৮]। হে মধুসূদন! তুমি নিঃসন্দেহ আমার হিতের নিমিত্তই বলিতেছ

এবং তোমার বশম্বদ পাণ্ডবেরাও যে তোমার উপদিষ্ট সকল কার্য্যই নিষ্পন্ন করিবে, তাহাতেও আমার সংশয় নাই[১৯]। হে যাদব-নন্দন মধুসূদন! এ অবস্থায় তুমি যে আমার জন্ম বৃত্তান্ত যুধিষ্ঠিরের নিকট গোপন করিয়া রাখিয়াছ; ইহা আমি হিতকর বলিয়া অঙ্গীকার করিতেছি[২০]। হে অরিন্দম! জিতেন্দ্রিয় ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির যদি আমারে কুন্তীর প্রথম জাত পুত্র বলিয়া জানিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি স্বয়ং রাজ্য গ্রহণ না করিয়া আমাকেই সমর্পণ করিবেন[২১] এবং আমিও সেই সুসমৃদ্ধ বিশাল রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞানুসারে দুর্য্যোধনকে প্রদান করিতে বাধ্য হইব[২২]। অতএব হে মধুসূদন! সেই ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরই চিরকালের নিমিত্ত রাজ্যেশ্বর হইয়া অবস্থিতি করুন! হৃষীকেশ যাঁহার নেতা, এবং মহারথ ভীমসেন, ধনঞ্জয়, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদেয়গণ, পাঞ্চাল-পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, মহারথ সাত্যকি, উত্তমৌজা ও যুধামন্যু সত্যধর্ম্মা সৌমকি, চৈদ্য, চেকিতান, অপরাজিত শিখণ্ডী, ইন্দ্রগোপক-কীটের ন্যায় লোহিত-বর্ণ কেকয়েরা পঞ্চ সহোদর, ভীমসেনের মাতুল শক্রধনুর ন্যায় বিচিত্র-বর্ণ-যুক্ত বাহনশালী মহামনা কুন্তীভোজ, মহাবল শ্যেনজিৎ ও বিরাট-পুত্র শঙ্খ যাঁহারা যোদ্ধা; তাঁহারই পৃথিবী ও তাঁহারই রাজ্য এবং নিধির ন্যায় অক্ষয় কামপূরক স্বয়ং তুমি অবস্থিতি করিতেছ, আর তিনি যখন প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয়গণ সংগ্রহ করিয়াছেন; তখনই তিনি এই সকল রাজসমাজ প্রসিদ্ধ প্রদীপ্ত রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন[২৩-২৮]। হে বৃষ্ণি নন্দন জনার্দ্দন! দুর্য্যোধনের যে শস্ত্র যজ্ঞ হইবে; তুমি তাহার উপদেষ্টা ও অধ্বর্য্যু হইবে, অর্থাৎ তোমাকেই ইহাতে অধ্যক্ষতা ও যজুর্ব্বেদী ঋত্বিকের কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে হইবে। বর্ম্মিত কলেবর কপিধ্বজ বীভৎসু এই যজ্ঞে হো-

বেদী হোতার কার্য্য করিবেন[২৯-৩০]। গাণ্ডীব শরাসন স্রুক্ এবং প্রতিপক্ষীয় পুরুষগণের বীর্য্যই আজ্য-স্বরূপ হইবে। হে মাধব! শস্ত্রবিক্ষেপ-সময়ে সব্যসাচী ঐন্দ্র, পাশুপত, ব্রাহ্ম ও স্থূণাকর্ণ-প্রভৃতি যে সমস্ত মন্ত্র প্রয়োগ করিবেন, তৎসমুদায়ই যজ্ঞীয় মন্ত্র-নিচয়ের স্থানীয় হইবে[৩১]। পরাক্রমে পিতৃতুল্য অথবা তদপেক্ষাও অধিক বলশালী সুভদ্রা-নন্দন অভিমন্যু সম্যক্ প্রকারে গীত-স্তোত্র অর্থাৎ উদ্গাতা (সাম বেদসঙ্গীত কর্ত্তা) হইবেন[৩২]। সম-রাঙ্গনে ঘন ঘন গর্জ্জনকারী, গজসৈন্যের সাক্ষাৎ অন্তক-স্বরূপ, মহাবল-পরাক্রান্ত, নরব্যাঘ্র ভীমসেন পুনর্ব্বার এইযজ্ঞে সামবেদী উদ্গাতা ও প্রস্তোতা হইবেন[৩৩]। জপ-হোম-সংযুক্ত নিত্য-ধর্ম্মপ-রায়ণ রাজা যুধিষ্ঠির আপনিই ব্রহ্মা অর্থাৎ হোম-কার্য্যের পর্য্যা-বেক্ষক হইবেন[৩৪]। শঙ্খ, মুরজ ও ভেরীসকলের নিনাদ এবং উৎ-কৃষ্ট সিংহনাদ সমস্তই সুব্রহ্মণ্য অর্থাৎ কালের ভোজনার্থক আ-বাহন মন্ত্রস্বরূপ হইবে[৩৫]। যশস্বী মহাবীর্য্য মাদ্রীপুত্র নকুল সহদেব সেই যজ্ঞে সম্যক্ রূপে শামিত্র অর্থাৎ ক্ষত্রিয় পশু হিংসা করিবেন[৩৬]। হে জনার্দ্দন গোবিন্দ! বিচিত্রবর্ণ ধ্বজদণ্ড-সমূহ-সংযুক্ত সুবিমল-রথরাজি-নিচয় এই যজ্ঞে যুপ-রূপে উপ-কল্পিত হইবে[৩৭]। কর্ণি নালীক নারাচ-প্রভৃতি অস্ত্র-সমস্ত বৎস-দন্ত ও উপবৃংহণ অর্থাৎ সোমস্তুতি-সাধন চমসাদির স্থানীয় হ-ইবে। হে কৃষ্ণ! সেই যজ্ঞে তোমর-নিকর সোমরসেরকলশ, শরা-সন-সকল পবিত্র[৩৮], অসি সকল ও মস্তক-সমস্ত পুরোডাশ-পাক পাত্র এবং রুধির হবিঃ স্থানীয় হইবে[৩৯]; শক্তি সকল অগ্নিসন্ধী-পনার্থ সমিধ-হইবে; নির্ম্মল গদা-সকল পরিধি (অর্থাৎ আহুতি-রক্ষণার্থে অগ্নির উভয়পার্শ্বে স্থাপিত-কাষ্ঠ-সমূহ) হইবে; দ্রোণ ও শরদ্বৎ-পুত্র কৃপাচার্য্যের শিষ্যগণ সদস্য কর্ম্ম করিবেন[৪০]। গাণ্ডী-

বধশ্বা ধনঞ্জয় এবং দ্রোণ-অশ্বত্থামা-প্রভৃতি অন্যান্য মহারথগণ যে সমস্ত শস্ত্র বিসর্জ্জন করিবে, তৎসমুদায় পরিস্তোম অর্থাৎ সোম-চমসাদির স্থানীয় হইবে[৪১]। সাত্যকি প্রতিপ্রাস্থানিক অর্থাৎ-অধ্বর্য্যুর সহকারি-সমুচিত মন্ত্রসংধারণ কর্ম্ম সম্পন্ন করিবেন। ঐ যজ্ঞে দুর্য্যোধন দীক্ষিত হইবেন এবং মহতী সেনা তাঁহার পত্নী-স্বরূপা হইবে[৪২]। হে মহাবাহো। অতিরাত্র যজ্ঞকর্ম্ম বিস্তৃত হইলে ভীমসেনাত্মজ মহাবল ঘটোৎকচ উহাতে পশুহিংসা করিবে[৪৩]। হে কৃষ্ণ! প্রতাপশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন, যিনি দ্রুপদ সভায় যজ্ঞীয় কর্ম্মা-রম্ভে হুতাশন হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তিনিই এই যজ্ঞের দক্ষিণা-স্বরূপ হইবেন[৪৪]।

হে কৃষ্ণ! দুর্য্যোধনের প্রীতি নিমিত্ত আমি পাণ্ডবগণকে যে সকল কটুবাক্য কহিয়াছিলাম, সেই অকর্ম্ম জন্য এক্ষণে যথো-চিত অনুতাপান্বিত হইতেছি[৪৫]। যৎকালে তুমি আমাকে সব্য-সাচি-কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইতে অবলোকন করিবে, তখন মদুক্ত ঐ শস্ত্র-যজ্ঞের পুনরায় আরম্ভ হইবে[৪৬]। মধ্যম পাণ্ডব বৃকোদর যখন ঘোরতর-গর্জ্জনকারী দুঃশাসনের রুধির পান করিবেন, তখনই সোমরস পানের কার্য্য হইবে[৪৭]। হে জনার্দ্দন! যখন পাঞ্চাল-পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী, দ্রোণ ও ভীষ্মকে নিপাতিত করিবেন, তখনই ঐ যজ্ঞের অবসান অর্থাৎ কিয়ৎকালের নিমিত্তে বিরাম হইবে[৪৮]। হে মাধব! মহাবল ভীমসেন যখন দুর্য্যোধনকে নিহত করিবেন, তখনই ধৃতরাষ্ট্র-তনয়ের যজ্ঞ সমাপ্ত হইবে[৪৯]। হে কে-শব! ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র বধূ ও পৌত্র পত্নী সকল যখন স্বামি-পুত্র-বিহীনা ও অনাথা হইয়া সকলে একত্র সমাগম পূর্ব্বক গান্ধারীর সহিত রোদন-পরায়ন হইবেন, তখনই এই কুকুরগৃধ্রকুরর নিকর-সঙ্কুল শস্ত্রযজ্ঞে অবভৃথ অর্থাৎ সমাপ্তি-স্নান হইবে[৫০।৫১]।

হে ক্ষত্রিয়-প্রবর মধুসূদন! অবশেষে আমার প্রার্থনা এই যে, বিদ্যা ও বয়োবৃদ্ধ ক্ষত্রিয়গণ যেন তোমার নিমিত্তে বৃথা মৃত্যু স্বীকার না করেন[৫২]।—ত্রৈলোক্য-মধ্যে পুণ্যতম এই কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইয়া সমৃদ্ধ ক্ষত্রিয়-মণ্ডল যেন শস্ত্র-দ্বারা নিধন প্রাপ্ত হন[৫৩]। হে বৃষ্ণিনন্দন পুণ্ডরীকাক্ষ! এ বিষয়ে তোমার যেরূপ অভিরুচি হয় কর;—অখিল-ক্ষত্রিয়কুল যাহাতে স্বর্গধামে গমন করিতে পারে, তাহারই সম্বিধান কর[৫৪]। হে জনার্দ্দন! এই জগতীতলে যে পর্য্যন্ত গিরি ও সরিৎ-সমস্ত অবস্থিত থাকিবে, তাবৎ কাল পর্য্যন্ত এই কীর্ত্তিধ্বনি প্রতিনিয়তই প্রতিধ্বনিত হইবে[৫৫];—ব্রাহ্মণগণ মহাভারত-যুদ্ধের কীর্ত্তন করিবেন। হে বৃষ্ণি নন্দন! যুদ্ধে যশ, অর্থাৎ জয় অথবা সাধ্যানুরূপ পরাক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক যে মৃত্যু, তাহাই ক্ষত্রিয়গণের ধন[৫৬]। অতএব হে পরন্তপ কেশব! আমাদিগের এই মন্ত্রণা চিরকাল সম্বরণ পূর্ব্বক তুমি ধনঞ্জয়কে যুদ্ধের নিমিত্ত আমার নিকটে উপনীত করিও[৫৭]।

কর্ণ-বাক্যে একচত্বারিংশসধিক শততম
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪১ ॥

দ্বিচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, পরবীর-হন্তা কেশব কর্ণের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্য-পূর্ব্বক পুনরায় এইরূপ কহিতে লাগিলেন[১], হে কর্ণ! রাজ্যলাভের উপায় কি তোমাতে লক্ষাস্পদ হইল না? আমি তোমারে পৃথিবী প্রদান করিতে সম্মত হইলাম, তথাপি তাহার শাসন নিমিত্তে তোমার কি অভিলাষ হইতেছে না[২]? ইহাতে আমার নিশ্চয় প্রতীতি হইতেছে, পাণ্ডবগণের অবশ্যম্ভাবী বিজয় লাভ হইবে, তৃতীয় পাণ্ডবের বানর-কেতন রথো-

পরি যে প্রচণ্ডতর জয়ধ্বজ সমুচ্ছ্রিত হইবে, তাহা যেন স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে[৩]। বিশ্বকর্ম্মা কপিধ্বজে ঈদৃশী দিব্যমায়া বিস্তার করিয়াছেন যে, বোধ হইতেছে যেন ইন্দ্রকেতুর ন্যায় প্রকাশমানা অসংখ্য পতাকা উড্ডীয়মানা হইয়াছে এবং জয়াবহ ভয়ঙ্কর দিব্য ভূতসমস্তও তাহাতে দৃষ্টিগোচর হইতেছে[৪]। হে কর্ণ! ধনঞ্জয়ের ঊর্দ্ধে ও প্রসারে এক যোজন পরিমিত, প্রজ্বলিত-অনল-সদৃশ, সুশোভিত রথধ্বজ এরূপে সমুচ্ছ্রিত হইয়াছে, যে, শৈল বা তরু-নিকরে অবরুদ্ধ হইয়া অদৃষ্ট থাকিবার নহে[৫]। সমর-মধ্যে কৃষ্ণ-সারথি শ্বেতবাহন ধনঞ্জয়কে যখন তুমি ঐন্দ্র, আগ্নেয় ও বায়ব্য-প্রভৃতি অস্ত্র-সমস্ত বিসর্জ্জন করিতে অবলোকন করিবে[৬] এবং সাক্ষাৎ অশনি-ধ্বনির ন্যায় গাণ্ডীব-ধ্বনি শ্রবণ করিবে, তখন মূর্ত্তি-মান্ কলিদেবের আবির্ভাব হইবে, সত্য ত্রেতা বা দ্বাপরের আর প্রসক্তি-মাত্র থাকিবে না[৭]। যখন দর্শন করিবে, জপ-হোম-সমাযুক্ত কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির সমরে অবতীর্ণ হইয়া স্বকীয় মহাসেনাগণকে সংরক্ষণ করিতেছেন[৮] এবং আদিত্যের ন্যায় প্রতাপান্বিত হইয়া শত্রু সেনার সন্তাপবর্দ্ধন করিতেছেন, তখন সত্য ত্রেতা বা দ্বাপরের আর প্রসক্তিমাত্র থাকিবে না[৯]। যখন দেখিবে মহাবল বৃকোদর, প্রতিদ্বিরদঘাতী মদক্ষরিত-গণ্ড-প্রচণ্ড মত্ত-মাতঙ্গের ন্যায়, দুঃশাসনের শোণিত পান করিয়া সমর-রঙ্গভূমি-মধ্যে নৃত্য করিতেছেন, তখন সত্য ত্রেতা বা দ্বাপরের আর প্রসক্তিমাত্র থাকিবে না[১০.১১]। যখন দেখিবে, শান্তনু নন্দন ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, মহারাজ সুযোধন, সিন্ধু-পুত্র জয়দ্রথ প্রভৃতি মহা মহা বীরবর্গ যুদ্ধার্থে রণস্থলে অবতীর্ণ হইলে, সব্যসাচী অবিলম্বেই তাঁহাদিগকে নিবারিত করিতেছেন, তখন সত্য ত্রেতা বা দ্বাপরের আর প্রসক্তিমাত্র থাকিবে না[১২...৩]। যখন দেখিবে, মা-

তঙ্গ সদৃশ মহাবলশালী মাদ্রীপুত্রদ্বয় নিবিড শস্ত্র সম্পাতে ধৃত-রাষ্ট্র পুত্রগণের সেনা, রথ ও বীরগণকে বিক্ষোভিত করিতে-ছেন, তখন সত্য ত্রেতা বা দ্বাপরের আর প্রসক্তি-মাত্র থাকিবে না[১৪-১৫]।

অহে কর্ণ! তুমি এস্থান হইতে গমন করিয়া ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপকে এই কথা বলিও যে, বর্ত্তমান মাস সর্ব্ব প্রকারেই উত্তম; এক্ষণে তৃণ ও কাষ্ঠ অতিশয় সুলভ[১৬]; বনে সর্ব্বপ্রকার ওষধি ও ফল-সকলের প্রচুর উৎপত্তি হইয়া থাকে; মক্ষিকার উপদ্রব অতি অল্প; পথে কর্দ্দমের লেশমাত্র নাই; জল বিলক্ষণ সুরস, বায়ু ঈষৎ উষ্ণ অথচ শিশির; সুতরাং এ মাস সর্ব্বথাই সুখকর[১৭]। অদ্য হইতে সপ্তম দিবসের পর অমাবাস্যা হইবে; পণ্ডিতেরা ইন্দ্রকে ঐ তিথির দেবতা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন; অতএব সেই দিবসেই সংগ্রাম সাধন সামগ্রী সমস্ত সংগ্রহ করুন[১৮]। এতদ্ভিন্ন যে সকল রাজন্যগণ যুদ্ধার্থে উপগত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকেও বলিবে, তোমাদিগের যাহা অভীষ্ট, তাহা আমি সম্পূর্ণ-রূপে সম্পন্ন করিব[১৯];—দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তী সমুদয় রাজা ও রাজপুত্র-গণ শস্ত্র দ্বারা নিধন প্রাপ্ত হইয়া সদ্গতি লাভ করিবেন[২০]।

ভগবদ্বাক্যে দ্বিচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়

সমাপ্ত ॥ ১৪২ ॥

ত্রিচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, কেশবের ঐ হিতকর শুভ বাক্য শ্রবণ করিয়া কর্ণ তাঁহাকে যথোচিত পূজা-পূর্ব্বক বলিলেন[১], হে মহাবাহো! তুমি অবগত হইয়াও কি নিমিত্ত আমাকে সম্মোহিত করিতে অ-ভিলাষ করিতেছ? ভূমণ্ডলের এই যে সম্যক্ বিনাশ উপস্থিত

হইতেছে[২], ইহার কারণ কেবল শকুনি, আমি, দুঃশাসন, আর ধৃতরাষ্ট্র পুত্র রাজা দুর্য্যোধন[৩]। হে কৃষ্ণ! কুরু পাণ্ডবদিগের যে ঘোরতর মহৎ যুদ্ধ উপস্থিত হইবে, তাহাতে আর সংশয় মাত্র নাই। বসুন্ধরা ইহাতে অবশ্যই রুধির দ্বারা কর্দ্দমিতা হইবে[৪]। দুর্য্যোধনের বশানুবর্ত্তী যাবতীয় রাজা ও রাজপুত্রগণ রণ-ক্ষেত্রে শস্ত্রাগ্নি-দ্বারা দগ্ধ হইয়া নিশ্চয়ই শমন-সদন প্রাপ্ত হইবেন[৫]। হে মধুসূদন! রোমাঞ্চ-কর বহুবিধ দুঃস্বপ্ন, ঘোরতর দুর্নিমিত্ত এবং বিষমতর সুদারুণ উৎপাত-সমস্ত নিরন্তর দৃষ্ট হইতেছে[৬]। তদ্দ্বারা দুর্য্যোধনের পরাজয় আর যুধিষ্ঠিরের বিজয় স্পষ্ট-রূপেই সূচিত হইতেছে। হে বাষ্ণেয়! দেখ, তীক্ষ্ণ গ্রহ মহাদ্যুতি শনৈশ্চর প্রাণিপুঞ্জের সমধিক পীড়া-জননার্থে প্রজাপতি-দৈবত রোহিণী-নক্ষত্রকে পীড়িত করিতেছেন[৭.৮]। হে মধুসূদন! মঙ্গল বক্রভাবে জ্যেষ্ঠাতে সঞ্চরিত হইয়া মিত্রকুলের বিনাশার্থেই যেন মিত্র-দৈবত অনুরাধা নক্ষত্রের সহিত সঙ্গম প্রার্থনা করিতেছেন[৯]। হে কৃষ্ণ! জ্যোতিঃ শাস্ত্র প্রসিদ্ধ মহাপাত নামে গ্রহ আবার চিত্রাকে বিশেষ রূপে পীড়িতা করিতেছেন; সুতরাং নিশ্চয়ই কুরুগণের মহাভয় উপস্থিত হইল[১০]। চন্দ্রের কলঙ্ক ক্ষীণ হইয়াছে, রাহু সূর্য্যকে গ্রহণ করিতেছে। এই উল্কা সকল কম্পান্বিত হইয়া গগণ হইতে নির্ঘাতের সহিত নিপতিত হইতেছে[১১]। হে মাধব! মাতঙ্গগণ অনবরত অনিষ্ট-ধ্বনি করিতেছে এবং তুরঙ্গ-সকল পানীয় বা তৃণের প্রতি আদর না করিয়া অকারণ অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতেছে[১২]। হে মহাবাহো! পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, এই সমস্ত দুর্নিমিত্তের প্রাদুর্ভাব হইলে বহুল জীব-সংহারক দারুণ ভয় উপস্থিত হয়[১৩]। হে কেশব! দুর্য্যোধনের সমগ্র-সৈন্য-মধ্যে কি তুরঙ্গ, কি মাতঙ্গ, কি মনুষ্য সকলেরই অল্প ভোজনেও প্রভূত পুরীষ দৃষ্ট হইতেছে।

বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ ইহাকে কেবল পরাভবেরই লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন[১৪-১৫]।

হে কৃষ্ণ! এ দিকে পাণ্ডবগণের বাহনগণ বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট এবং মৃগাদি সমস্ত তাঁহাদিগের দক্ষিণ দিক্ দিয়া গমনাগমন করে; এ কেবল তাঁহাদিগের বিজয়েরই লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে[১৬]। পরন্তু দুর্য্যোধনের বামভাগ দিয়া মৃগ-সকলের গতিবিধি হয় এবং অমানুষী বাণী-সমস্ত অনুক্ষণ শ্রুত হইতে থাকে; তাহা পরাভবেরই লক্ষণ[১৭]। ময়ূর, হংস, সারস, চাতক ও চকোর-নিকর এই সকল পবিত্র পক্ষী পাণ্ডবগণের অনুগামী হইতেছে[১৮]; কিন্তু কৌরবগণের পশ্চাতে গৃধ্র, কাক, বক, শ্যেন, রাক্ষস, বৃক ও মক্ষিকাগণ অনুসরণ করিতেছে[১৯]। দুর্য্যোধনের সৈন্য-মধ্যে ভেরী সকলেরও শব্দ নাই, কিন্তু পাণ্ডবগণের পটহ-সকল আহত না হইয়াও নিনাদিত হইতেছে[২০]। হে মাধব! দুর্য্যোধনের সৈন্য মধ্যে কূপপ্রভৃতি জলাশয়-সকলও যেন গোবৃষভের ন্যায় শব্দ বিস্তার করিতেছে; দেবগণ অনুক্ষণ মাংস-শোণিত বর্ষণ করিতেছেন; অকস্মাৎ সুন্দর দীপ্তিশীল মনোহর প্রাকার পরিঘ বপ্র ও তোরণবিশিষ্ট গন্ধর্ব্ব-নগর আবির্ভূত হইতেছে; তথায় কৃষ্ণবর্ণ পরিঘ অর্থাৎ সূর্য্য মণ্ডল সূর্য্যকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে; উদয় ও অস্ত উভয় সন্ধ্যাই মহৎ ভয় বিজ্ঞাপন করিতেছে; এক পক্ষ, এক চক্ষু ও এক চরণ-বিশিষ্ট বিকটাকার বিহঙ্গ-সকল ঘোরতর শব্দ করত ভয়ঙ্কর দর্শন বিস্তার করিতেছে; শিবা-সকল অহর্নিশি বিষমতর অশিব রব করিতেছে; কৃষ্ণবর্ণ গ্রীবা ও রক্তবর্ণ চরণযুক্ত ভয়ঙ্কর পক্ষিগণ সন্ধ্যাভিমুখে গমনাগমন করিতেছে; সৈনিকেরা প্রথমত ব্রাহ্মণগণকে পশ্চাৎ গুরু ও ভক্তিযুক্ত ভৃত্যবর্গকেও দ্বেষ করিতেছে। হে মধুসূদন! এ সমস্তই পরাভবের লক্ষণ[২১-২৭]।

দুর্য্যোধনের সেনা-সন্নিবেশ-স্থলে পূর্ব্বদিক্‌ লোহিতাকার ধারণ করিয়াছে; শস্ত্রের বর্ণের ন্যায় দক্ষিণ দিকের বর্ণ হইয়াছে, উত্তরদিক্‌ শঙ্খ বর্ণ ধারণ করিয়াছে এবং পশ্চিম দিকের বর্ণ অপক্ক-মৃত্তিকা-পাত্রের ন্যায় প্রতীত হইতেছে[২৮]। এইরূপ উৎপাত দর্শন ও দিক্‌ সকল প্রদীপ্ত হইয়া কেবল দুর্য্যোধনের অসামান্য ভয়ের বিষয় বিজ্ঞাপিত করিতেছে[২৯]।

হে অচ্যুত! আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি, যেন যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত সহস্র-স্তম্ভ-বিশিষ্ট একটি প্রাসাদোপরি অধিরোহণ করিতেছেন[৩০]। তাঁহারা সকলেই শুভ্রবর্ণ-বসনে বিভূষিত এবং শ্বেতবর্ণ উষ্ণীষে সুশোভিত দৃষ্ট হইলেন! তাঁহাদিগের আসন-সমস্তও শুভ্রবর্ণ বোধ হইল[৩১]। হে জনার্দ্দন কৃষ্ণ! তৎকালে ইহাও দেখিয়াছিলাম, যেন রুধিরপঙ্কে কলুষিতা বসুধাকে তুমি অস্ত্রজালে বেষ্টিতা করিতেছ[৩২] এবং অমিত-তেজা যুধিষ্ঠির অস্থিরাশির উপরিভাগে আরূঢ় হইয়া অতিশয় প্রফুল্লচিত্তে সুবর্ণ-পাত্রে ঘৃত পায়স ভক্ষণ করিতেছেন[৩৩]। আরও দেখিলাম, যুধিষ্ঠির সমগ্র-বসুন্ধরাকে গ্রাস (অর্থাৎ মৃত্তিকা ভোজন) করিতেছেন। ইহাতে স্পষ্টই ব্যক্ত হইতেছে, তিনি তোমার প্রদত্ত অখণ্ড ভূমণ্ডল সম্ভোগ করিবেন[৩৪]। যুধিষ্ঠিরের ন্যায়, ভীষণকর্ম্মা নরব্যাঘ্র বৃকোদরও যেন সমুন্নত-শৈল-শিখরে আরোহণ-পূর্ব্বক গদা-হস্তে লইয়া অবলীলা-ক্রমে অচলাকে কবলিতা করিতেছিলেন[৩৫]। ইহাতেও বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে, তিনি মহারণে আমাদিগের সকলকেই বিনষ্ট করিবেন। হে হৃষীকেশ! যেস্থানে ধর্ম্ম সেই স্থানেই যে জয় হইয়া থাকে, তাহা আমার বিদিত আছে[৩৬]। হে কৃষ্ণ! গাণ্ডীবধন্বা সেই ধনঞ্জয় তোমার সহিত পাণ্ডুরবর্ণ মাতঙ্গোপরি আরোহণ করত পরম শোভায় উদ্ভাসমান দৃষ্ট হইয়াছিলেন[৩৭]।

হে কৃষ্ণ! তোমরা যে সমরমধ্যে দুর্য্যোধন-প্রভৃতি অখিল পার্থিব-কুলের সংহার-সাধন করিবে, তাহাতে কি আর আমার সংশয় হইতে পারে[৩৮]? হে হৃষীকেশ! দেখিলাম, নকুল, সহদেব ও সাত্যকি, এই তিন নরশ্রেষ্ঠ মহারথেরা শুক্লবর্ণ কেয়ূর, কবচ, মাল্য ও অম্বরে বিভূষিত হইয়া উত্তম নরবাহনে অধিরোহণ-পূর্ব্বক বিরাজ করিতেছেন; তাঁহাদিগের মস্তকোপরি পাণ্ডুরবর্ণ ছত্র-সমস্ত ধৃত হইয়াছে[৩৯-৪০]। হে জনার্দ্দন কেশব! দুর্য্যোধন সৈন্য-মধ্যেও অশ্বত্থামা কৃপ ও যদুবংশীয় কৃতবর্ম্মা, এই তিন ব্যক্তিকে শ্বেতোষ্ণীষ ধারণ করিতে দেখিলাম; তদ্ভিন্ন অপর সমস্ত পার্থিবেরই রক্তবর্ণ শিরোবেষ্টন দৃষ্ট হইল[৪১-৪২]। হে মহাবাহো জনার্দ্দন! ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্য আমাকে এবং দুর্য্যোধনকে সমভিব্যাহারে লইয়া উষ্ট্র-যোজিত যানারোহণে যেন দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ইহাতে নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, আমরা অচিরকাল-মধ্যেই শমন-সদনে আতিথ্য গ্রহণ করিব[৪৩-৪৪]। হে জনার্দ্দন! আমি, অন্যান্য রাজন্যবর্গ ও সেই সেই ক্ষত্রিয় মণ্ডল, আমাদের সকলকেই যে গাণ্ডীবানলে প্রবেশ করিতে হইবে, তাহাতে আর আমার কিছুমাত্র সংশয় নাই[৪৫]।

কৃষ্ণ কহিলেন, হে কর্ণ! যখন আমার বাক্য তোমার হৃদয়ঙ্গম হইল না, তখন নিশ্চয়ই এই বসুন্ধরার সংহারদশা উপস্থিত হইল[৪৬]। হে ভ্রাতঃ! সর্ব্বভূতের সংহার-সময় সমীপবর্ত্তী হইলে, সুনীতির ন্যায় প্রতীয়মানা দুর্নীতি সকল কদাপি হৃদয় হইতে অপসারিতা হয় না[৪৭]।

কর্ণ কহিলেন, হে মহাবাহো কৃষ্ণ! যদি আমরা এই বীরবংশ-ধ্বংসকর মহারণ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া জীবিত থাকিতে পারি, তবেই তোমার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিব[৪৮], নচেৎ স্বর্গধামে আমাদিগের নিশ্চয় সঙ্গম হইবে। হে অনঘ! সম্প্রতি আমরা সমর ক্ষেত্রে পুনরায় তোমার সহিত মিলিত হইব[৪৯]।

সঞ্জয় কহিলেন, কর্ণ মাধবকে এই কথা কহিয়া গাঢ়তর আলিঙ্গন-পূর্ব্বক তাঁহার সমীপে বিদায় গ্রহণ করিয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হই-লেন[৫০]। পরে সেই রাধানন্দন বিষণ্ন চিত্তে সুবর্ণ-ভূষিত স্বকীয় রথে আরোহণ পূর্ব্বক আমাদিগের সহিত আগমন করিলেন[৫১]। অনন্তর সাত্যকি-সহচর কৃষ্ণ " চল চল " সারথিকে পুনর্ব্বার এই কথা বলিয়া অবিলম্বেই প্রস্থান করিলেন[৫২]।

কৃষ্ণ-কর্ণ-সংবাদে ত্রিচত্বারিংসদধিক শততম
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪৩ ॥

চতুশ্চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কৃষ্ণ, কর্ণকে অনর্থক অনুনয় করিয়া কুরু-মণ্ডল হইতে পাণ্ডবগণের সমীপে গমন করিলে, বিদুর পৃথা-দেবীর সমীপে আগমন পূর্ব্বক মন্দ মন্দ স্বরে শোক করত কহিতে লাগিলেন[১], হে জীবপুত্রি! যুদ্ধঘটনা না হওয়াই আমার যে নিত্য অভিমত, তাহা আপনার বিদিত আছে; পরন্তু আমি সহস্র সহস্রবার চীৎকার করি-লেও দুর্য্যোধন কোন ক্রমেই আমার বাক্য গ্রহণ করে না[২]। রাজা যুধিষ্ঠির চেদী, পাঞ্চাল, কৈকয়, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, কৃষ্ণ ও সাত্যকি-প্রভৃতি সহায়-সম্পন্ন এবং অসাধারণ বলবান্ হইয়াও স্বরাজ্য পরিহারপূর্ব্বক বিরাট-নগরে বাস করিতেছেন, তথাপি জ্ঞাতি-সৌহার্দ্দ-প্রযুক্ত দুর্ব্বলের ন্যায় হইয়া কেবল ধর্ম্মেরই আকাঙ্ক্ষা করিতে-ছেন[৩-৪]। পরন্তু এই রাজা ধৃতরাষ্ট্র বয়োবৃদ্ধ হইয়াও কোন প্রকারে শান্ত হইতেছেন না; পুত্রমদেই মত্ত হইয়া কেবল অধর্ম্মপথে বিচরণ করিতেছেন[৫]। ফলত জয়দ্রথ, কর্ণ, দুঃশাসন ও শকুনির দুর্ব্বুদ্ধি প্রভাবে ইহাঁদের পরস্পর ভেদ উপস্থিত হইবে[৬]। যথার্থ ধর্ম্মনিষ্ঠের প্রতি যাহারা অধর্ম্ম করিয়া ঈদৃশ বিকারজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করি-

য়াছে, তাহাদিগের সেই অধর্ম্ম অবশ্যই ফলানুবন্ধী অর্থাৎ বিনাশ-জনক হইবে[৭]। আহা! কৌরবেরা বল-পূর্ব্বক ধর্ম্ম বিনষ্ট করিলে কোন্ ব্যক্তির হৃদয়ে ব্যথার সঞ্চার না হইতে পারে! হে দেবী! কৃষ্ণ যখন সন্ধি স্থাপনে অকৃতকার্য্য হইয়া প্রতি নিবৃত্ত হইয়াছেন; তখন পাণ্ডবগণ সমরে সমুদ্যোগ করিবেন; তাহা হইলেই কৌরবগণের অনয় নিবন্ধন অসংখ্য বীর পুরুষ অকালে কাল কবলে প্রবেশ করিবে। এই সমস্ত চিন্তা করিয়া আমি, কি দিন কি রাত্রি, কোন সময়েই নিদ্রা-লাভ করিতে পারি না[৮-৯]।

পরম-হিতৈষী বিদুরের এই কথা শ্রবণে কুন্তী দুঃখার্ত্তা হইয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করত মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন[১০]। অর্থেবিক; ঐ অর্থের নিমিত্ত এই যুদ্ধে এই মহান্ জ্ঞাতি বধ ও সুহৃদ্ব-র্গেরই পরাভব হইবে[১১]। পাণ্ডবগণ, চেদি, পাঞ্চাল ও যাদব সকলে সমবেত হইয়া কৌরবদিগের সহিত যুদ্ধ করিবে, ইহার পর অধিক দুঃখের বিষয় আর কি আছে[১২]! ধনহীন ব্যক্তির সংগ্রাম দোষা বহ বলিয়া স্পষ্টই প্রতীয় মান হইতেছে, আর যুদ্ধ না করিলে পরাভব হইয়া থাকে; অতএব ধনহীন ব্যক্তির মরণই মঙ্গল এবং অসংখ্য জ্ঞাতিবধ-দ্বারা যে জয়-লাভ করা তাহাও শ্রেয়স্কর নহে[১৩]। এইরূপ চিন্তা করিয়া আমার অন্তঃকরণে প্রবল দুঃখপ্রবাহ প্রবর্ত্তিত হইতেছে। যোধপতি শান্তনু-নন্দন পিতামহ, দ্রোণাচার্য্য ও কর্ণ, ইহারা দুর্য্যো-ধনের পক্ষ হইয়া আমার ভয়বর্দ্ধন করিতেছেন। কিন্তু বোধ হয়, আ-চার্য্য দ্রোণ কখনই ইচ্ছাপূর্ব্বক শিষ্যগণের সহিত যুদ্ধ করিবেন না[১৪-১৫]; পিতামহই বা কি বলিয়া পাণ্ডবগণের প্রতি স্নেহ প্রকাশ না করিবেন? তবে মিথ্যাদর্শী একমাত্র কর্ণই যাবতীয় অনিষ্টের মূল হইতেছে। ঐ পাপাত্মা, দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের মোহানুবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বদাই পাণ্ডবগণের প্রতি দ্বেষ করে; যাহাতে তাহাদিগের অনর্থ ঘটে, তদ্বিষয়েই অতিমাত্র

নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিয়া থাকে; বিশেষত সে স্বয়ং অতিশয় বলবান্; সুতরাং সম্প্রতি তাহার দুশ্চরিত্রই আমার অন্তর্দাহের কারণ হইতেছে। অতএব অদ্য আমি তাহার নিকটে গমন করিয়া নিগূঢ় তথ্য (অর্থাৎ জন্ম বৃত্তান্ত) বিষয় সমস্ত প্রদর্শন-পূর্ব্বক, যাহাতে পাণ্ডগণের প্রতি তাহার চিত্ত প্রসন্ন হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করি। যে রূপে তাহার জন্ম হইয়াছিল, তাহার বিবরণ বিশেষ করিয়া বর্ণন করিব। যৎকালে আমি পিতৃ-ভবনে কুন্তিভোজরাজের অধীনে অন্তঃপুর-মধ্যে বাস করিতাম, তখন ভগবান্ দুর্ব্বাসা ঋষি আমার সেবায় পরিতুষ্ট হইয়া একটি মন্ত্র প্রদান-পূর্ব্বক আমারে এই বর প্রদান করিয়াছিলেন, "তুমি সন্তান-কামনায় যে কোন দেবতাকে ইচ্ছা হয়, এই মন্ত্র বলে নিকটে আহ্বান করিতে পারিবে। সেইরূপ বিচিত্র বরলাভ করিয়া আমি স্ত্রী-স্বভাব-সুলভ চপলতা-হেতুক, বিশেষত বালভাবপ্রযুক্ত ব্যাকুলিত চিত্তে বার-ম্বার বহুপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিলাম। মন্ত্রের বলাবল এবং ব্রাহ্মণের বাক্য-বল পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইল পরন্তু তৎকালে বিশ্বাসপাত্রী ধাত্রী কর্তৃক সংরক্ষিতা এবং সখীবৃন্দে পরিবৃতা থাকায়[১৬.২২], বিশেষত 'কিরূপে দোষের পরিহার হয়, কি প্রকারে পিতার অপবাদ না হয়, কিরূপে আমার সুকৃত হইতে পারে, কি প্রকারেই বা আমি অপরাধিনী না হই[২৩]' এইরূপ চিন্তায় ব্যাকু-লিতা হওয়ায় এক এক বার উক্ত সংকল্প হইতে পরাঙ্মুখী হইতে লাগিলাম। পরিশেষে একান্ত কৌতূহলাক্রান্তা হইয়া সেই ব্রাহ্মণকে অজ্ঞানতা প্রযুক্ত কন্যা-কালেই সেই লব্ধমন্ত্র উচ্চারণ করত সূর্য্যদে-বকে আহ্বান করিলাম[২৪]। অতএব যে ব্যক্তি কন্যাকালে মদীয় গর্ব্ভে উৎপন্ন হইয়াও পুত্রবৎ পরিরক্ষিত হইয়াছিল, অধুনা সে আপন ভ্রাতৃগণের হিতকর মদুক্ত পথ্য-বাক্য কি নিমিত্ত রক্ষা না করিবে[২৫]? কুন্তী এইরূপ উত্তম কার্য্য-নিশ্চয় ও প্রয়োজন অবধারণ করিয়া কর্ণের

উদ্দেশে গঙ্গা-তীরে গমন করিলেন[২৬]। তথায় সেই পরম দয়ালু সত্য-ব্রত ঊর্দ্ধবাহু হইয়া পূর্ব্বমুখে বেদোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ-পূর্ব্বক জপ করিতেছিলেন দেখিয়া তপস্বিনী পৃথাদেবী সন্নিহিতা হইয়া, জপাবসানে স্বকার্য্য-সাধনের প্রতীক্ষায় তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে দণ্ডায়মানা থাকিলেন[২৭-২৮]। বৃষ্ণিবংশসম্ভূতা পাণ্ডুরাজ-গৃহিণী পৃথাদেবী বহুক্ষণ পর্য্যন্ত প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-তাপে সন্তাপিতা হওয়ায় পরিশুষ্ক কমল-মালার ন্যায় ম্লানবর্ণা হইয়া পরিশেষে কর্ণের উত্তরীয় বস্ত্রের ছায়া অবলম্বন করিয়া রহিলেন[২৯]।

ধার্ম্মিকবর যতব্রত মহামানী মহাতেজা দিনকর-তনয় কর্ণ, যে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ-রূপে পৃষ্ঠদেশ সন্তপ্ত না হইল, অর্থাৎ অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত জপ করিয়া পরে পৃষ্ঠ-পরিবর্ত্তন-পূর্ব্বক দেখিলেন, কুন্তীদেবী দণ্ডায়মানা। অকস্মাৎ তাঁহারে দৃষ্টি করায় তিনি সবিস্ময়চিত্তে কৃতাঞ্জলি ও প্রণত হইয়া যথা ন্যায়ে অভিবাদন-পূর্ব্বক তৎকাল সমুচিত পশ্চাদুক্ত-রূপে সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন[৩০-৩১]।

কুন্তী-কর্ণ-সমাগমে চতুশ্চত্বারিংশদধিক শততম
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

কর্ণ কহিলেন, আমি রাধা গর্ভসম্ভূত অধিরথের আত্মজ কর্ণ, আপনাকে অভিবাদন করিতেছি; আপনি কি নিমিত্ত এস্থানে আগমন করিয়াছেন, কি করিতে হইবে, ব্যক্ত করুন[১]।

কুন্তী কহিলেন, কর্ণ! তুমি কুন্তী নন্দন, রাধা নন্দন নহ; অধিরথও তোমার পিতা নহেন; তুমি সূতকুলে উৎপন্ন হও নাই। আমি তোমার জন্মের যে নিগূঢ় বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিতেছি, তাহাই নিশ্চয় বলিয়া জান[২]। হে পুত্রক! আমি কন্যাবস্থায় প্রথমেই তোমাকে গর্ভে ধারণ

করিয়াছিলাম, সুতরাং তুমি আমারই কানীন পুত্র, কুন্তিরাজ-ভবনে উৎপন্ন হইয়াছ[৩]। হে শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ কর্ণ! এই যে ভুবন-প্রকাশকারী ভগবান্ মরীচিমালী নিত্যকাল গগণ-মণ্ডলে বিরাজ করিতেছেন, ইনিই তোমারে মদীয় গর্ব্বে জন্ম প্রদান করিয়াছেন[৪]। হে দুর্দ্ধর্ষ পুত্র! আমার পিতৃ-ভবনে তুমি দেবকুমার-সমুচিত অসীম শোভাসমন্বিত মনোহর কুণ্ডল ও কবচে বিভূষিত হইয়া মদীয় গর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলে[৫]। এক্ষণে ভ্রাতৃগণের সহিত পরিচয় না থাকায় তুমি যে মোহ-প্রযুক্ত দুর্য্যোধনের সেবা করিতেছ, তাদৃশ বিচক্ষণ ব্যক্তির তাহা কোন ক্রমেই উপযুক্ত হইতেছে না[৬]। হে পুত্র! মানব-ধর্ম্ম-নিরূপণে পণ্ডিতেরা পিতৃবর্গের এবং একমাত্র স্নেহরস-দর্শিনী জননীর সন্তোষ সম্পাদন করাকেই ধর্ম্মের ফল বলিয়া অবধারিত করিয়াছেন। অতএব গর্ব্বধারিণীর তুষ্টিসাধন করা তোমার অতীব কর্ত্তব্য হইতেছে[৭]। পূর্ব্বে অর্জ্জুনের উপার্জ্জিতা যে রাজলক্ষ্মী লোভবশম্বদ অসাধুগণ-কর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়াছিল তুমি যুধিষ্ঠিরের সেই রাজশ্রী ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ হইতে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া উপভোগ কর, তাহা হইলেই আমার যথেষ্ট তুষ্টি লাভ হয়[৮]। কৌরবেরা অদ্য কর্ণার্জ্জুনের সমাগম সন্দর্শন করুক। ঐ অসাধু পামরগণ তোমাদিগকে সৌভ্রাত্র-সূত্রে সম্বদ্ধ সন্দর্শন করিয়া অবনতি স্বীকার করুক[৯]। লোক-মধ্যে রাম কৃষ্ণের নাম যেমন একত্র উচ্চারিত হইয়া থাকে, কর্ণার্জ্জুনের নামও অদ্যাবধি সেইরূপ মিলিত-ভাবে প্রচারিত হউক। আহা! তোমরা উভয়ে একাত্মা হইলে ইহলোকে তোমাদিগের আর কি অসাধ্য থাকিতে পারে[১০]?

হে কর্ণ! তুমি পঞ্চ সহোদরে পরিবৃত হইলে, মহাযজ্ঞস্থলীয় বেদীর উপরে সুরগণ-পরিবৃত প্রজাপতির ন্যায়, অবশ্যই সুশোভিত হইবে, সন্দেহ নাই[১১]। তুমি সর্ব্বগুণে উপপন্ন এবং মদীয় সমস্ত শ্রেষ্ঠ বান্ধব-

গণ-মধ্যে জ্যেষ্ঠ; অতএব "সূতপুত্র" এ শব্দটি তোমাতে যেন আর কখনই প্রযুক্ত না হয়; তুমি বীর্য্যবান্ পৃথাপুত্র[১২]।

কুন্তী-বাক্যে পঞ্চচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪৫ ॥

ষট্চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর কর্ণ সূর্য্য-মণ্ডল-বিনির্গতা একটি স্নেহময়ী আকাশবাণী শ্রবণ করিলেন। ভগবান্ ভাস্কর পুত্রস্নেহের বশম্বদ হইয়া স্বয়ং সেই সারবতী ভারতী উচ্চারণ করিয়াছিলেন[১]। সে বাক্য এই "হে কর্ণ! কুন্তী সত্য কথাই কহিয়াছেন; তুমি নিঃসংশয়চিত্তে জননীর ঐ বাক্য প্রতিপালন কর। হে নরশ্রেষ্ঠ! সর্ব্বতোভাবে তদনুযায়ী আচরণ করিলে তোমার যথেষ্ট মঙ্গল হইবে[২]"।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মাতা কুন্তী এবং পিতা স্বয়ং সূর্য্যদেব-কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইলেও সত্যনিষ্ঠ কর্ণ বীরের মতি কিছুমাত্র বিচলিতা হইল না[৩]। তিনি মাতাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ক্ষত্রিয়ে! আপনি যে বলিলেন, আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করাই আমার ধর্ম্মের দ্বার-স্বরূপ, এ কথায় আমি শ্রদ্ধা করিতে পারি না[৪]। হে মাতঃ! আপনি জাতমাত্র পরিত্যাগ করিয়া আমারে প্রাণ-বিনাশকর যেরূপ ঘোরতর পাপাচরণ করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা আমার যশ কীর্ত্তি সকলই বিলুপ্ত হইয়াছে[৫]। আমি যদি ক্ষত্রিয়-কুলেই জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকি, তথাপি আপনার নিমিত্ত ক্ষত্রিয়ের সমুচিত কোন সংস্কারই প্রাপ্ত হই নাই। অতএব বিবেচনা করিয়া দেখুন, কোন শত্রুও কি আপনার অপেক্ষা অধিকতর অহিতাচরণ করিতে পারে[৬]? কি আশ্চর্য্যের বিষয়! আপনি ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার প্রাপ্তি কালে আমার প্রতি তা-

দৃশ নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়া, অর্থাৎ বিধিবিহিত সর্ব্ব-প্রকার আচার ও সংস্কারে বিবর্জ্জিত রাখিয়া, এক্ষণে আজ্ঞা-পাশে নিবদ্ধ করিতে যত্ন করিতেছেন[৭]। পূর্ব্বে যখন আপনি মাতার ন্যায় আমার কোন প্রকার হিত চেষ্টাই করেন নাই, তখন নিশ্চয় বোধ হইতেছে, কেবল আত্ম-হিতৈষিণী হইয়াই এক্ষণে পুত্র বলিয়া আমাকে সম্বোধন করিতে-ছেন[৮]। কৃষ্ণ-সহচর ধনঞ্জয় হইতে কোন্ ব্যক্তি ভয়-পীড়িত হইতে না পারে? সম্প্রতি পাণ্ডবগণের সভায় বা সংগ্রামে গমন করিলে কোন্ ব্যক্তিই বা আমাকে ভীত বলিয়া অবধারিত না করিবে[৯]? পূর্ব্বে আমি তাহাদিগের ভ্রাতা বলিয়া বিদিত ছিলাম না, এক্ষণে যুদ্ধকালে প্রকাশিত হইয়া যদি তাহাদের পক্ষ অবলম্বন করি, তাহা হইলে সমগ্র ক্ষত্রিয়-মণ্ডল আমাকে কি বলিবে[১০]? বিশেষত যাহাতে আমার সুখ হইতে পারে, এরূপ সর্ব্ব প্রকার ভোগ্যবস্তু প্রদান-পূর্ব্বক ধৃত-রাষ্ট্রের পুত্রগণ আমাকে যে এ পর্য্যন্ত যার পর নাই পূজা করিয়া আসিয়াছেন, তাহাই বা এক্ষণে কি বলিয়া বিফল করিতে পারি[১১]? শত্রুবর্গের সহিত বৈরভাব অবলম্বন করিয়া যাহারা প্রতিনিয়ত আ-মার উপাসনা করিতেছেন এবং বসুগণ যেমন বাসবকে নমস্কার করেন, সেইরূপ সর্ব্বদাই আমার নিকটে বিনম্র-ভাব ধারণ করিয়া রহিয়াছেন[১২]; যাহারা মদীয় পরাক্রম ও বীর্য্যবল-সহকারেই শত্রু-গণকে পরাজয় করিবেন বলিয়া আশংসা করিতেছেন; তাঁহাদিগের সেই মনোরথ আমি কি প্রকারে ছিন্ন করিতে পারি[১৩]? ঘোরতর দুস্তর সমর সাগরের পর পার প্রাপ্ত হইবার আশয়ে যাহারা আমাকে তরণী-স্বরূপ অবলম্বন করিয়া তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইবার বাসনা করিতেছেন, অধুনা কি রূপে আমি তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হই[১৪]? যাহারা দুর্য্যোধনের নিকট জীবিকা নির্ব্বাহ করে; তা-হাদিগের কর্ত্তব্য-কর্ম্মের এই প্রকৃত কাল উপস্থিত হইয়াছে; অতএব

এ সময়ে আমি প্রাণ-পরিরক্ষণের প্রত্যাশা না রাখিয়া অবশ্যই তাঁহার প্রত্যুপকারার্থে যুদ্ধ করিব[১৫]। যে সমস্ত অস্থির চিত্ত নরাধমেরা প্রভু-সন্নিধানে চিরকাল উৎকৃষ্ট ভরণ পোষণ প্রাপ্তে কৃতকার্য্য হইয়া তাঁহার কার্য্যকাল উপস্থিত হইলে তৎকৃত উপকারের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি না রাখিয়া অনায়াসে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যায়, সেই ভর্তৃ-পিণ্ডাপহারী অবিশ্বাসী কৃতঘ্ন মহাপাতকিগণের না ইহলোক, না পরলোক, কিছুই থাকিতে পারে না[১৬-১৭]।

হে জননি! আপনাকে মিথ্যা কহিবার প্রয়োজন কি, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ নিমিত্ত আমি যাবতীয় বল ও শক্তি বিস্তার-পূর্ব্বক আপনার পুত্রগণের সহিত নিশ্চয়ই যুদ্ধ করিব[১৮]। দয়া, ধর্ম্ম ও সৎপুরুষ-সমুচিত বিশুদ্ধ-চারিত্র আমাকে অবশ্যই রক্ষা করিতে হইবেক; অতএব যথার্থ হিতকর হইলেও অদ্য আপনার এ বাক্য কোন ক্রমেই প্রতিপালন করিতে পারি না[১৯]। তবে আমার প্রতি আপনার এ অনুরোধও নিস্ফল হইবে না; আমি সমরে প্রবৃত্ত হইয়া কেবল অর্জ্জুন ব্যতিরেকে আপনার যুধিষ্ঠির, ভীম ও নকুল সহদেব, এই চারি পুত্রের বিনাশ নিমিত্ত যত্ন করিব না। আপনার নিকটে আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, সমরে যুধিষ্ঠিরাদি আমার সহনীয় ও বধ্য হইলেও কদাচ তাহাদিগকে বিনষ্ট করিব না। যুধিষ্ঠিরের সৈন্য-মধ্যে কেবল অর্জ্জুনের সহিত আমার যুদ্ধ হইবে; কেন না সমরে অর্জ্জুনকে বিনষ্ট করিলেই আমি যথেষ্ট ফল লাভ করিব অথবা অর্জুন কর্তৃক নিহত হইয়া যশোযুক্ত হইব[২০-২২]। হে যশস্বিনি! আপনার পঞ্চ পুত্র কদাপি বিনষ্ট হইবে না; কারণ অর্জুন আমার হস্তে নিহত হইলে আমি জীবিত থাকিব অথবা আমি অর্জুনের হস্তে নিহত হইলে অর্জুন জীবিত থাকিবে; এইরূপে আপনি চিরকাল পঞ্চ পুত্রের মাতা হইয়া স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিবেন[২৩]।

কর্ণের এই বাক্য শ্রবণে কুন্তী দুঃখাবেগে কম্পিত-কলেবরা হইয়া সেই অদীন-ধৈর্য্যশালী অবিচলিতচিত্ত মহাবীর কর্ণকে আলিঙ্গন করত কহিলেন[২৪], হে পুত্রক! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাই সম্ভবপর বোধ হইতেছে; এই উপস্থিত সমরে কৌরবেরা ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে; কি করি, দৈববল সর্ব্বোপরি প্রবল[২৫]। হে শত্রুকর্ষণ! তুমি যে যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃ-চতুষ্টয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইবার প্রতিজ্ঞা-পূর্ব্বক তাহাদিগের প্রতি অভয় প্রদান করিলে, তোমার এই প্রতিজ্ঞাটি যেন সম্যক্ রূপে প্রতিপালিতা হয়[২৬]।

অনন্তর কুন্তী কর্ণকে এই কথা বলিলেন, পুত্র! তোমার কল্যাণ হউক; তুমি অরোগী হইয়া কুশলে কালাতিপাত কর। কর্ণও অবনত-মস্তকে তাঁহাকে 'যে আজ্ঞা' এই কথা বলিলেন; তৎপরে উভয়ে বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথক্ পৃথক্ দেশে গমন করিলেন[২৭]।

কুন্তী-কর্ণ-সংবাদে ষট্চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪৬ ॥

সপ্তচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এ দিকে অরিন্দম কৃষ্ণ হস্তিনা হইতে উপপ্লব্য নগরে উপনীত হইয়া পাণ্ডবগণ-সন্নিধানে তথাকার সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন[১]। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সম্ভাষণ ও পুনঃপুন মন্ত্রণা করিয়া পরিশেষে বিশ্রামার্থে তিনি স্বকীয় বাস-ভবনে গমন করিলেন[২]। অনন্তর দিনকর অস্ত-ভূধর-শিখর অবলম্বন করিলে, পাণ্ডবেরা পঞ্চ সহোদর, বিরাট-প্রভৃতি সমস্ত নরপতিগণকে বিদায় করিয়া সায়ং কালীন সন্ধ্যাকৃত্য সমাধান পূর্ব্বক কৃষ্ণের অনুধ্যান-পরায়ণ ও তদ্গত মানস হইয়া অবিলম্বে তাঁহারে নিকটে আনয়ন-পূর্ব্বক পুনরায় মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন[৩-৪]।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তুমি হস্তিনাপুরে গমন করিয়া সভা-মধ্যে দুর্য্যোধনকে কি কথা কহিয়াছিলে, তাহা বিশেষ করিয়া আমাদিগের নিকটে বর্ণন কর[৫]।

বাসুদেব কহিলেন, আমি হস্তিনায় গমন করিয়া কুরুসভা-মধ্যে দুর্য্যোধনকে, যাহা সত্য ন্যায়োপেত ও হিত, তাহাই বলিয়াছিলাম; কিন্তু সেই দুর্ম্মতি কোন ক্রমেই তাহা গ্রহণ করিল না[৬]।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে হৃষীকেশ জনার্দ্দন! দুরাত্মা দুর্য্যোধন কুপথগামী হইলে, কুরুবৃদ্ধ পিতামহ সেই ক্রোধন-প্রকৃতি পাপাত্মাকে কিরূপ উক্তি করিলেন[৭]; ভরদ্বাজ-নন্দন মহাভাগ আচার্য্যই বা কি বলিলেন; পিতা ধৃতরাষ্ট্র ও জননী গান্ধারী কি কথা কহিলেন[৮]; আমাদিগের কনিষ্ঠ তাত, ধার্ম্মিকবর বিদুর, যিনি আমাদিগের নিমিত্ত সততই শোকতাপে সন্তপ্ত রহিয়াছেন, তিনিই বা দুর্য্যোধনকে কি বলিলেন[৯] এবং সভাসমাসীন সমস্ত ভূপালবর্গই বা কিরূপ সম্ভাষণ করিলেন; তৎসমুদায় যথার্থরূপে কীর্ত্তন কর[১০]। হে কেশব! কুরুশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্র এবং অন্যান্য সভাসদ-সমস্ত সভা-মধ্যে সেই কামলোভাভিভূত মন্দমতি প্রাজ্ঞমানী দুর্য্যোধনকে তাহার অপ্রিয়ভূত যে যে কথা কহিয়াছিলেন, সকলই তুমি আমার নিকটে ব্যক্ত করিয়াছ, কিন্তু তৎসমুদায় আমার হৃদয়ঙ্গম হয় নাই[১১-১২]; অতএব তাঁহাদিগের সেই বচনাবলি পুনরায় শ্রবণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে। হে বিভো গোবিন্দ! যাহাতে যথা যোগ্য-কাল অতীত না হয়, তাহার সম্বিধান কর; হে তাত কৃষ্ণ! যেহেতু তুমিই একমাত্র আমাদিগের গতি, তুমিই প্রভু এবং তুমিই গুরু-স্বরূপ হইয়াছ[১৩]।

বাসুদেব কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! কুরু-সভা-মধ্যে রাজা দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক যেরূপ উক্ত হইয়াছিল, তাহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করুন[১৪]। আমার যে সমস্ত বক্তব্য ছিল, তাহা শ্রবণ করাইলে,

ধৃতরাষ্ট্রতনয় হাস্য করিয়া উঠিল; তাহাতে ভীষ্ম অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া এইরূপ কহিতে লাগিলেন[৫], হে দুর্য্যোধন! কুলের রক্ষা নিমিত্ত আমি তোমাকে এই যে কথা বলিতেছি, ইহা সম্যক্ রূপে বোধগম্য কর। হে রাজশার্দ্দূল! তাহা শ্রবণ করিয়া স্ব কুলের হিতসাধনে যত্নবান্ হও[৬]। হে তাত! আমার পিতা শান্তনু লোক-বিখ্যাত ছিলেন। প্রথমে আমিই তাঁহার একমাত্র পুত্র ছিলাম[৭]। পণ্ডিতেরা এক পুত্রকে পুত্র বলিয়াই গণনা করেন না; একারণ আর একটি পুত্রের নিমিত্ত পিতার একান্ত ইচ্ছা হইল[৮]। 'কিসে আমার কুলের উচ্ছেদ না হয়, কি প্রকারেই বা আমার যশ বিস্তৃত হয়' এইরূপ চিন্তাই তাঁহার ঐ ইচ্ছার মূলীভূত কারণ। জনকের উক্ত মনোরথ জানিতে পারিয়া আমি ব্যাসদেব-জননী সত্যবতীকে আপন মাতৃ-স্বরূপে আনয়ন করিলাম। কুলরক্ষা এবং পিতার অভিলাষ পূরণার্থে আমি দুষ্কর প্রতিজ্ঞা করিয়াও ঐ কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছিলাম। সেই প্রতিজ্ঞানুসারে আমি যে রাজা হইতে পারি নাই এবং চিরকাল ঊর্দ্ধরেতা হইয়া অবস্থিতি করিতেছি, তাহা তোমার বিলক্ষণ বিদিত আছে। রাজ্যপদ প্রাপ্ত হই নাই বলিয়া আমার কোন কালেই বিষাদ বা পরিতাপের আবির্ভাব হয় নাই। স্বকৃত প্রতিজ্ঞাপালন করত আমি হৃষ্ট ও সন্তুষ্টচিত্তে জীবন ধারণ করিতেছি[৯.২০]।

হে রাজন্! কালক্রমে ঐ সত্যবতী জননীর গর্ভে শ্রীমান্ কুরুকুলধুরন্ধর ধার্ম্মিকবর মহাবাহু বিচিত্রবীর্য্যের জন্ম হইল[২১]। পিতার স্বর্গলাভ হইলে, আমি ঐ কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আপন রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলাম। বিচিত্রবীর্য্য রাজা হইলেন, আমি অধশ্চর থাকিয়া তাঁহার পোষ্য হইয়া কাল যাপন করিতে লাগিলাম[২২]। হে রাজেন্দ্র! তাঁহার বিবাহের কাল উপস্থিত হইলে, উপযুক্ত কন্যা আহরণ করিয়া বিবাহ দিলাম। সেই বিবাহ উপলক্ষে আমাকে যে বহুল পার্থিব-কুলকে

পরাজিত করিতে হইয়াছিল, তাহা তুমি বহু বার শ্রবণ করিয়াছ[২৩]। অনন্তর আমি পরশুরামের সহিত সমরে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে প্রজাকুল ভয়ব্যাকুল হইয়া বিচিত্রবীর্য্যকে দূরে স্থাপিত করিল[২৪]। অবোধ ভ্রাতা স্ত্রীসঙ্গে সাতিশয় আসক্ত হওয়ায় অচিরেই যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইলেন। এইরূপে কুরু-রাজ্য অরাজক হইলে, যখন সুরপতি বারিবর্ষণে বিরত হইলেন, তখন প্রজাগণ ভয় ও ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া মৎসন্নিধানে সত্বর প্রধাবিত হইল[২৫]। সকলে সমবেত হইয়া আমাকে এই বলিয়া অনুরোধ করিতে লাগিল, "হে শান্তনু-কুলবর্দ্ধন! রাজবিবর্জ্জিত হওয়ায় আপনার প্রজা-সমুদায় সংহার দশায় উপনীতপ্রায় হইল; অতএব আমাদিগের কল্যাণের নিমিত্ত অধুনা আপনিই রাজ্যভার গ্রহণ করুন। আপনার প্রসাদে আমাদিগের ঈতি অর্থাৎ শস্যহানিকর অনাবৃষ্টি-প্রভৃতির অপনোদন হউক[২৬]। হে গাঙ্গেয়! নিদারুণ ব্যাধি-নিকর-দ্বারা একান্ত প্রপীড়িত হওয়ায় সমস্ত প্রজাপুঞ্জ অল্পাবশিষ্ট হইয়াছে; যাহারা এ পর্য্যন্ত জীবিত আছে, তাহাদিগেরই পরিত্রাণার্থে মনোনিবেশ করুন[২৭]। হে বীর! অধুনা আপনার অনুগ্রহ ব্যতীত আমাদিগের মনোবেদনার উপশম হইবার আর উপায়ান্তর নাই; অতএব কৃপা বিতরণ-পূর্ব্বক ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করুন; আপনি জীবিত থাকিতে যেন সমস্ত সাম্রাজ্যের বিনাশ উপস্থিত না হয়[২৮]"।

ভীষ্ম কহিলেন, প্রজাগণের এইরূপ বহুতর কাতরোক্তি শ্রবণেও আমার চিত্ত কিছুমাত্র ক্ষোভিত বা বিচলিত হইল না। সাধুগণ-চরিত সদাচার স্মরণ করিয়া আমি পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা রক্ষণেই তৎপর থাকিলাম। তখন সমস্ত পুরবাসি-বর্গ, আমার মাতা, কল্যাণময়ী সত্যবতী, ভৃত্য, পুরোহিত, আচার্য্য ও বহু-শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ, সকলেই অতিমাত্র সন্তপ্ত হইয়া আমাকে রাজ্যপদ গ্রহণে অনুরোধ করত কহি-

লেন[২৯.৩০], হে মহামতে! আমাদিগের হিতার্থে তুমি রাজ-সিংহাসনে আরোহণ কর; তুমি বিদ্যমান থাকিতেও তোমার পিতামহ প্রতীপ মহারাজের রক্ষিত এই বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য যে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়[৩১]!

তাঁহাদিগের এই বাক্য শ্রবণে আমি অতিশয় দুঃখিত ও কাতর হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগকে পুনঃপুন নিবেদন করিলাম, আমি পিতার গৌরব রক্ষা ও কুলরক্ষা নিমিত্ত রাজত্ব-রহিত ও ঊর্দ্ধরেতা হইবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, অধুনা কি প্রকারে রাজ্যভার গ্রহণ করিতে পারি? সামান্যত সকলকে এইরূপ কহিয়া পরিশেষে অঞ্জলিবন্ধন-পূর্ব্বক মাতাকেও এই বলিয়া বারংবার প্রসাদিতা করিলাম, জননি! আমি আপনার নিমিত্তই উক্ত রূপ দুশ্ছেদ্য প্রতিজ্ঞা-পাশে আবদ্ধ হইয়াছিলাম, অতএব আপনি আর আমাকে রাজ্যভার গ্রহণের আজ্ঞা করিবেন না। হে অম্ব! কুরুবংশ-সম্ভূত বিশেষত শান্তনুর ঔরসে উৎপন্ন হইয়া আমি কি বলিয়া প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিব? শুদ্ধ আপনার নিমিত্তই আমি যখন ঐ প্রতিজ্ঞায় আরূঢ় হইয়াছি, তখন আপনিই বা কি বলিয়া উহা উল্লঙ্ঘন করিতে প্রবৃত্তি দিতেছেন? অতএব হে পুত্রবৎসলে! আপনার প্রেষ্য ও দাস-স্বরূপ হইলেও আমি এ আজ্ঞাটি কোন মতেই প্রতিপালন করিতে পারি না।

মহারাজ! আমি মাতা ও পৌরজন-বর্গকে এইরূপে অনুনয় করিয়া পরিশেষে ভ্রাতৃ-জায়ার গর্ভে পুত্রোৎপাদন নিমিত্ত মহামুনি ব্যাসদেবকে প্রার্থনা করিলাম। সে জন্য জননীও তাঁহাকে বিস্তর অনুরোধ করিলেন। হে ভরতসত্তম! মুনিবর আমাদিগের প্রার্থনায় প্রসন্ন হইয়া তিনটি পুত্র উৎপন্ন করিলেন[৩২-৩৮]। তন্মধ্যে তোমার পিতা ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ হইয়াছিলেন, সুতরাং জ্যেষ্ঠ পুত্র হইলেও ইন্দ্রিয়-বৈকল্য-হেতুক রাজা হইতে পারেন নাই। লোক-বিখ্যাত মহাত্মা পাণ্ডুই রাজ্য

প্রাপ্ত হইয়াছিলেন[৩৯]। তিনি যখন রাজা হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার পুত্রেরা অবশ্যই তাঁহার উত্তরাধিকারী। অতএব হে বৎস! অনর্থক কলহ করিও না, রাজ্যের অর্দ্ধ অংশও পাণ্ডবদিগকে প্রদান কর![৪০] বিবেচনা করিয়া দেখ, আমি জীবিত থাকিতে কোন্ ব্যক্তি রাজ্যশাসনে সমর্থ হইতে পারে? অতএব কদাচ আমার বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন করিও না; আমি সর্ব্বদাই তোমাদিগের কেবল শান্তি ইচ্ছা করিতেছি[৪১]। তোমার ও তাহাদিগের প্রতি আমার কিছুমাত্র বিশেষ নাই। আমি তোমাকে যেরূপ উপদেশ প্রদান করিলাম, তোমার পিতা মাতা ও বিদুরেরও এই মত[৪২]। হে তাত! বৃদ্ধগণের বাক্য অবশ্যই শ্রোতব্য; অতএব আমার এই বাক্যে কোন শঙ্কা না করিয়া আপনার ও অখিল ভূমণ্ডলের মঙ্গল-সাধন কর; নিরর্থক সর্ব্বনাশে প্রবৃত্ত হওয়া কোন মতেই বিধেয় নহে[৪৩]।

শ্রীকৃষ্ণ-বাক্যে সপ্তচত্বারিংসদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

বাসুদেব কহিলেন, ভীষ্মের বাক্যা বসান হইলে, বচনক্ষম দ্রোণাচার্য্য নৃপগণ-সন্নিধানে দুর্য্যোধনকে সম্বোধন পূর্ব্বক আপনার শুভকর এই বাক্য বলিলেন[১], হে তাত! প্রতীপ-নন্দন শান্তনু যেমন কুলরক্ষার্থে কৃতসঙ্কল্প ছিলেন এবং তদীয় পুত্র দেবব্রত ভীষ্ম কুলরক্ষা নিমিত্ত যেরূপ স্থিরনিশ্চয় হইয়াছিলেন[২], সেইরূপ সত্যসন্ধ ও জিতেন্দ্রিয় পাণ্ডুনরপতিও কুরুকুলের ধুরন্ধর ছিলেন। সেই সমাধিনিষ্ঠ সুব্রত-পরায়ণ ধর্ম্মাত্মা স্বয়ং রাজা হইয়াও অগ্রজ ধৃতরাষ্ট্র এবং কনিষ্ঠ বিদুরকে স্বকীয় রাজ্যপদ সমর্পণ করিয়াছিলেন[৩.৪]। হে রাজন্! কুরুশ্রেষ্ঠ নরপতি পাণ্ডু ধৃতরাষ্ট্রকে সিংহাসনে সংস্থাপন পূর্ব্বক

ভার্য্যা-দ্বয় সমভিব্যাহারে অরণ্যে প্রস্থান করিলেন[৬]। তখন পুরুষব্যাঘ্র বিদুর স্বাভাবিক বিনীতভাবে অধস্তন থাকিয়া কিঙ্করের ন্যায় চামর-ব্যজন হস্তে লইয়া ধৃতরাষ্ট্রের উপাসনা করিতে লাগিলেন[৮] এবং যাবতীয় প্রজাপুঞ্জও নরাধিপতি পাণ্ডুরাজের ন্যায় ধৃতরাষ্ট্রকে যথানিয়মে রাজ-সম্মান প্রদান করিতে থাকিল[৭]।

পরপুর-বিজয়ী পাণ্ডুরাজ ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুরের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া সকল ভূমণ্ডল পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। এদিকে সত্য-প্রতিজ্ঞ বিদুর কোষসঞ্চয়, দান, ভৃত্যবর্গের তত্ত্বাবধান ও ভরণ পোষণ-বিষয়ে নিযুক্ত হইলেন[৯] আর পরপুরঞ্জয় মহাতেজা ভীষ্ম সন্ধি-বিগ্রহাদি বিষয়ে ব্যাপৃত থাকিয়া রাজগণ-সন্নিধানে দানোপাদানাদি কার্য্য সকলের পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন[১০]। মহাবল-সম্পন্ন নরপতি ধৃতরাষ্ট্র সিংহাসনে আরূঢ় হইলে, মহাত্মা বিদুর সর্ব্বদাই তাঁহার সন্নিহিত থাকিতেন[১১]। অতএব হে জনাধিপ! তুমি সেই ধৃতরাষ্ট্রের কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া কি বলিয়া কুল-ভেদ-সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইতেছ? দুষ্প্রবৃত্তি পরিহার-পূর্ব্বক ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া অনুত্তম ভোগ-সমস্ত উপভোগ কর[১২]। হে রাজসত্তম! যুদ্ধ-ভীরুতা বা অর্থ-লালসাহেতুক আমি তোমাকে এই কথা বলিতেছি, কদাচ এরূপ বিবেচনা করিও না; ভীষ্মের প্রদত্ত অর্থই আমি ভোগ করিতেছি, তোমার দত্ত নহে[১৩]। হে জনাধিপ! তোমার নিকটে জীবনোপায় প্রার্থনা করিতে আমার কখনই আকাঙ্ক্ষা হইবে না। যে স্থানে ভীষ্ম সেই স্থানেই দ্রোণ, ইহা নিশ্চয় জানিবে। এক্ষণে ভীষ্ম যাহা কহিবেন; তদনুসারে কার্য্য কর[১৪];—পাণ্ডুপুত্রদিগকে রাজ্যের অর্দ্ধাংশ প্রদান কর। হে তাত! আমি পাণ্ডবগণের ও তোমাদিগের সমান আচার্য্য-কর্ম্ম করিয়াছি; অতএব উভয় পক্ষেই আমার সর্ব্বদা সমান স্নেহ[১৫]। আমার নিকটে অশ্বত্থামা যেমন, শ্বেতবাহন ধনঞ্জয়ও সেইরূপ। ফলত

বহুল বাক্য-ব্যয় করিবারই বা প্রয়োজন কি, যেখানে ধর্ম্ম সেই খানেই জয়[১৬]।

বাসুদেব কহিলেন, মহারাজ! অমিত-তেজা দ্রোণাচার্য্য এইরূপ কহিলে পর, সত্যপ্রতিজ্ঞ সকল-ধর্ম্মজ্ঞ বিদুর প্রত্যাবর্ত্তন-পূর্ব্বক ভীষ্মের মুখাবলোকন করত কহিতে লাগিলেন[১৭], হে দেবব্রত! আমি যাহা বলিতেছি, একবার নিবিষ্ট-চিত্তে বোধগম্য করুন। আপনি যে প্রনষ্ট কৌরব-বংশের পুনরুদ্ধার করিয়াছেন, সেই নিমিত্তই কি আমার ভূয়োভূয় বিলাপ ও আর্ত্তনাদের প্রতি উপেক্ষা করেন? নিষ্কলঙ্ক কুরুকুলে এই কুলদূষণ দুর্য্যোধন কে? ঈদৃশ দুর্ব্বিনীত পাপাত্মা কদাচ এ কুলের যোগ্য নহে; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আপনি ঐ লোভাভিভূত, অনার্য্য, অকৃতজ্ঞ, নষ্টমতির মতানুবর্ত্তন করিতেছেন! যে নরাধম ধর্ম্মার্থদর্শী জনকের শাসন অবহেলন করিতেছে, তাহার নিমিত্ত এই সমস্ত কৌরব-কুল যে নির্ম্মূল হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি[১৮-২১]? অতএব হে মহারাজ! যাহাতে সকলের বিনাশ না হয়, এখনও তাহার উপায় করুন। যেমন চিত্রকর আলেখ্য রচনা করিয়া স্থাপিত করে, তদ্রূপ আপনি আমাকে, ধৃতরাষ্ট্রকে এবং অপরাপর সকলকেই স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছেন। হে মহাবাহো! প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করিয়া কালক্রমে তাহার যেমন সংহার করেন, তদ্রূপ আপনি এই কুলের সৃষ্টি করিয়া এক্ষণে সংহার করিবেন না। আপনি স্বয়ং যে কুলের রক্ষা করিয়াছেন, সম্প্রতি তাহার ধ্বংসদশা দৃষ্টি করিয়াও উপেক্ষা করিবেন না। অবশ্যম্ভাবী সংহার সময় উপস্থিত হইল বোধ করিয়া যদ্যপি আপনার মতিভ্রংশ হইয়া থাকে, তবে আমাকে ও ধৃতরাষ্ট্রকে সমভিব্যাহারে লইয়া বনেগমন করুন, নতুবা অদ্যই এই খলবুদ্ধি দুষ্টমতি দুর্য্যোধনকে অবিলম্বে বন্ধন করিয়া পাণ্ডবগণ-পরি-রক্ষিত এই ভারতরাজ্যের শাসন করুন। হে রাজশার্দ্দূল! দেখুন,

কুরু ও পাণ্ডবগণের এবং অমিত-তেজস্বী ভূপালগণের মহান্ বিধ্বংস বিলোকিত হইতেছে; অতএব এখন ও প্রসন্ন হউন।

মহাত্মা বিদুর এই কথা কহিয়া দীনচিত্তে বারম্বার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিস্তব্ধ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন[২২-২৭]।

তদনন্তর কুলনাশ-ভীতা সুবল-রাজ-নন্দিনী গান্ধারী নৃপগণ-সমক্ষে সেই অতি নৃশংস পাপমতি পুত্র দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া ক্রোধভরে ধর্ম্মার্থানুগত এইরূপ বাক্য উক্ত করিলেন[২৮], রে দুর্ব্বুদ্ধে! এই রাজসভা-মধ্যে যে সমস্ত নরাধিপ, ব্রহ্মর্ষিগণ ও অন্যান্য সভাসদ্বর্গ প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই শ্রবণ করুন, আমি তোর অপরাধের কথা ব্যক্ত করি;—অমাত্যগণে পরিবৃত ও রাজপরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া তুই যে কত দূর পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছিস্, তাহার সীমা নির্দ্দেশ করি[২৯]! রে পাপবুদ্ধে! কুরুগণের রাজ্য আনুপূর্ব্ব ভোজ্য অর্থাৎ পর পর অধিকারি-ক্রমে ভোক্তব্য, ইহাই আমাদিগের ক্রমাগত কুলধর্ম্ম; কিন্তু অরে নৃশংস-কর্ম্মন্! তুই দুর্নীতি-পরতন্ত্র হইয়া সে ধর্ম্মে জলাঞ্জলি প্রদান-পূর্ব্বক চিরন্তন কুরুরাজ্যের ধ্বংসবিধানে প্রবৃত্ত হইতেছিস্[৩০]। অরে দুর্য্যোধন! মনীষী ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার অনুজন্মা দূরদর্শী বিদুর, ইহারাই উভয়ে রাজ্যপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, এক্ষণে তুই মোহ-পরবশ হইয়া ইহাদিগকে অতিক্রম-পূর্ব্বক কি বলিয়া রাজত্ব প্রার্থনা করিস্[৩১]? ভীষ্ম বর্ত্তমান থাকিতে মহানুভাব অন্ধরাজ ও বিদুর, ইহারাও কদাপি স্বাধীন হইতে পারেন না। কিন্তু এই ধর্ম্ম পরায়ণ নরশ্রেষ্ঠ মহাত্মা গঙ্গানন্দন রাজ্য-বাসনা পরিত্যাগ করিয়াছেন[৩২]। সেই নিমিত্তই এই অপরিভবনীয় রাজ্য পাণ্ডুরাজের হস্তগত হইয়াছিল। অতএব এক্ষণে তাঁহার পুত্রগণ ভিন্ন অন্য কোন্ ব্যক্তি ইহার প্রভু হইতে পারে? শুদ্ধ পাণ্ডবেরাই পুত্র-পৌত্রাদি ক্রমে, পিতৃপিতামহ-সম্বন্ধীয় এই সমগ্র রাজ্য-সম্পদের অধি-

কারী; আর কাহারও ইহাতে স্বত্ব নাই[৩৩]। অসীম-মনীষা-সম্পন্ন সত্য প্রতিজ্ঞ কুরুকুল-মুখ্য মহাত্মা দেবব্রত ভীষ্ম যাহা বলিতেছেন, তাহার কিছুমাত্র অন্যথা না করিয়া আমাদিগের তদনুযায়ী কার্য্য করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য,—স্বধর্ম্ম পরিপালন করত পাণ্ডবদিগকেই নিজ রাজ্য প্রদান করা বিধেয়[৩৪]। ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুর, ইহাঁরাও উভয়ে একবাক্য হইয়া মহাব্রত ভীষ্মদেবের অনুজ্ঞাক্রমে মদুক্ত এই বাক্যই ব্যক্ত করুন। তাহা হইলেই যথার্থ সুহৃদের কার্য্য এবং ধর্ম্মের পুরস্কার করা হয়। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও শান্তনু নন্দন ভীষ্ম-কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত ও পুরস্কৃত হইয়া ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ন্যায়ানুগত এই কুরুরাজ্য-ধর্ম্মানুসারে সুদীর্ঘকাল শাসন করুন[৩৫-৩৬]।

শ্রীকৃষ্ণ-বাক্যে অষ্টচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ১৪৮ ॥

একোনপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

বাসুদেব কহিলেন, নরনাথ! গান্ধারীর বাক্যাবসানে জনেশ্বর ধৃতরাষ্ট্র রাজগণ-সন্নিধানে দুর্য্যোধনকে এইরূপ কহিতে লাগিলেন[১], বৎস! যদি তোমার পিতৃ গৌরব রক্ষা করিতে বাসনা থাকে, তবে তোমার কল্যাণের নিমিত্ত আমি যে কথা বলিতেছি, সম্যক্ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহারই অনুষ্ঠান কর[২]। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! দেখ, প্রথমে প্রজাপতি সোম কুরুবংশ-বর্দ্ধনের প্রবর্ত্তক হইয়াছিলেন; এই নহুষ নন্দন যযাতি সোম হইতে ষষ্ঠ পুরুষ[৩]। যযাতির রাজর্ষি-প্রধান পঞ্চ পুত্র হয়; তন্মধ্যে মহাতেজা যদু সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ; সুতরাং তিনিই সকলের প্রভু ছিলেন[৪]। হে তাত! তাঁহার কনিষ্ঠ পূরু! তিনিই আমাদিগের বংশবর্দ্ধনকর্ত্তা। বৃষপর্ব্ব-রাজের দুহিতা শর্ম্মিষ্ঠার গর্ব্বে তাঁহার জন্ম হয়[৫]। হে ভরত শ্রেষ্ঠ! যদু দেবযানীর পুত্র এবং অমিত-তেজস্বী

শুক্রাচার্য্যের দৌহিত্র। সেই মহাবীর হইতেই যাদব-কুলের উৎপত্তি হয়। দুর্ব্বুদ্ধির পরতন্ত্র হইয়া তিনি সম্পূর্ণ দর্প সহকারে সমস্ত ক্ষত্রিয়-মণ্ডলকে অবমানিত করিয়াছিলেন[৭] এবং বলগর্ব্বে বিমোহিত হইয়া জনকের শাসনও অবহেলন করিয়াছিলেন। সেই মহাবলসম্পন্ন অপরাজিত যদু পিতাকে ও ভ্রাতৃবর্গকে অবজ্ঞা করিয়া এই চতুঃসীমাবদ্ধ সমগ্র ভূমণ্ডলে বাহুবল বিস্তার-পূর্ব্বক অখিল মহীপালবৃন্দকে বশবর্ত্তী করত হস্তিনানগরে অবস্থিত হইয়াছিলেন[৮-৯]। হে গান্ধারে! তাঁহার পিতা নহুষ-নন্দন যযাতি সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সেই দুর্ব্বৃত্ত পুত্রকে অভিশপ্ত ও রাজ্যচ্যুত করিলেন[১০]। যদুর অপর যে সকল ভ্রাতারা বল দর্পিতা হইয়া তাঁহার অনুবর্ত্তী ছিলেন; তাঁহারাও ক্রোধান্ধ মহারাজ যযাতির শাপগ্রস্ত হইলেন[১১]। সর্ব্বকনিষ্ঠ পূরু পিতার বশবর্ত্তী ছিলেন বলিয়া সেই নৃপ সত্তম যযাতি তাঁহারে স্বীয় রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন[১২]। অতএব বিবেচনা করিয়া দেখ, কুপুত্র হইলে জ্যেষ্ঠও পরিত্যজ্য হইয়া পিতৃ-রাজ্যে বঞ্চিত হইয়া থাকে এবং বৃদ্ধোপসেবী কনিষ্ঠেরাও সদ্‌গুণ-নিকর-দ্বারা রাজত্ব প্রাপ্ত হয়[১৩]।

এইরূপ আরও একটি নিদর্শন অবলোকন কর, আমার প্রপিতামহ পৃথিবীপাল প্রতীপ সর্ব্ব-ধর্ম্মজ্ঞ ও ত্রিলোক-বিখ্যাত হইয়া ধর্ম্মানুসারে রাজ্যশাসন করিতেন। হে তাত! সেই রাজসিংহের দেবকল্প মহাযশস্বী তিনটি পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে দেবাপি জ্যেষ্ঠ, বাহ্লিক দ্বিতীয় আর আমার পিতামহ ধৃতিমান্ শান্তনু কনিষ্ঠ[১৪-১৬]। রাজসত্তম মহাতেজা দেবাপি সাতিশয়ধার্ম্মিক, সত্যবাদী, পিতৃ শুশ্রূষানিরত, পৌর ও জনপদ বাসীদিগের প্রিয়পাত্র, সাধুগণের সৎকার ভাজন, কি বালক, কি বৃদ্ধ, সকলেই দেবাপিকে অন্তঃকরণের সহিত প্রীতি করিত। ফলত তিনি বদান্য, সত্যপ্রতিজ্ঞ, সর্ব্বলোকের হিতকার্য্যে নিরত, পিতৃশাসনে স্থিত, ব্রাহ্মণগণের আজ্ঞানুবর্ত্তী এবং কুষ্ঠরোগে দূষিতাছিলেন। অপিচ

মহাত্মা বাহ্লীক ও শান্তনুর প্রিয় ভ্রাতা ছিলেন। সেই ঐকাত্ম-ভূত মহাত্মগণ-মধ্যে পরম সৌভ্রাত্র-ধর্ম্ম প্রতিনিয়তই বিরাজমান ছি-ল[১৭-২০]।

কালক্রমে নৃপসত্তম বৃদ্ধরাজ প্রতীপ শাস্ত্র-বিধানানুসারে জ্যেষ্ঠ পুত্রের অভিষেক নিমিত্ত আয়োজন করিতে লাগিলেন[২১];—অভি-ষেকের উপযোগী যাবতীয় মাঙ্গল্য দ্রব্য সমস্ত আহরণ করাইলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ ও প্রাচীনবর্গ পৌর জানপদগণের সহিত একবাক্য হইয়া দেবাপির রাজ্যাভিষেক নিবারণ করিলেন। রাজা অভিষেক নিবারণ-বার্ত্তা শ্রবণে অশ্রুকণ্ঠ হইয়া পুত্রের নিমিত্ত অতিশয় শোক করিতে লাগিলেন[২২-২৩]।

এইরূপে দেবাপি বদান্য, ধর্ম্মজ্ঞ, সত্যপ্রতিজ্ঞ ও প্রজাগণের প্রীতি-পাত্র হইয়াও কেবল চর্ম্মদোষ-হেতুক রাজ্যলাভে বঞ্চিত হইয়াছি-লেন[২৪]। মহীপাল হীনাঙ্গ হইলে দেবতাদিগের তুষ্টি হয় না, এই নি-মিত্তই ব্রাহ্মণেরা তাঁহার অভিষেক বিষয়ে প্রতিষেধ করিয়াছিলেন[২৫]। বিকল-দেহ রাজপুত্র দেবাপি, রাজাকে নিবারিত হইতে অবলোকন করিয়া শোক-সন্তপ্ত-মানসে অরণ্য আশ্রয় করিলেন[২৬]। হে রাজন! তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা বাহ্লিক ও পিতা, ভ্রাতা ও পিতৃরাজ্য প্রভৃতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরম সমৃদ্ধি সম্পন্ন মাতুল কুল আশ্রয় করিয়া বাস করিতে লাগিলেন[২৭]। কিয়দ্দিনপরে পিতার পরলোকান্তে লোক-বিখ্যাত শান্তনুই বাহ্লিকের অনুজ্ঞা-ক্রমে রাজ্যভার গ্রহণে সম্মত হইলেন[২৮]। হে ভারত! বাহ্লিক যেমন শান্তনুকে নিজ ভোগ্য-রাজ্য-পদ প্রদান করিয়াছিলেন, মতিমান্ পাণ্ডুও সেইরূপ সবিশেষ চিন্তা করিয়া আমাকে আপন রাজকার্য্যের ভার প্রদান করিয়াছিলেন। আমি জ্যেষ্ঠ হইলেও হীনাঙ্গ বলিয়া রাজত্ব লাভে বঞ্চিত হইয়া-ছিলাম[২৯]; সুতরাং কনিষ্ঠ হইয়াও পাণ্ডুই এই কুরু-রাজ্যের অধিকারী

হইয়াছিলেন। অতএব হে অরিন্দম! এক্ষণে পাণ্ডু অবিদ্যমানে তদীয় পুত্রগণ ব্যতিরেকে আর কোন্ ব্যক্তির ইহাতে অধিকার হইতে পারে[৩০]? হে দুর্য্যোধন! যখন আমি রাজ্যের অধিকারী হইতে পারি নাই, তখন তুমি কি বলিয়া তাহার আকাঙ্ক্ষা করিতেছ? তুমি রাজার পুত্র নহ এবং রাজ্যেরও অধিকারী নহ, কেবল দুরাশা-পরতন্ত্র হইয়া পরধন হরণে উদ্যুক্ত হইতেছ[৩১]। মহাত্মা যুধিষ্ঠির রাজপুত্র, সুতরাং রাজ্যও তাঁহার ন্যায়ানুগত। সেই মহানুভাবই এই কুরুকুলের ভরণ পোষণ ও শাসন-কর্ত্তা[৩২]। তিনি সত্য প্রতিজ্ঞ, সতত অপ্রমত্ত, বন্ধু-বর্গের শাসনানুবর্ত্তী, প্রজাপুঞ্জের প্রণয়-ভাজন, সুহৃদ্গণের প্রতি দয়াবান্, জিতেন্দ্রিয়, সাধু এবং সাধুগণের ভরণ-কর্ত্তা[৩৩]। রাজার পক্ষে ক্ষমা, তিতিক্ষা, দম, আর্জ্জব, সত্যনিষ্ঠা, শাস্ত্রজ্ঞান, অপ্রমাদ, সর্ব্ব-ভূতে অনুকম্পা ও যথা নিয়মে অনুশাসন প্রভৃতি যে সমস্ত গুণ থাকা আবশ্যক, যুধিষ্ঠিরে তাহার কিছুমাত্র অসদ্ভাব নাই[৩৪]। অতএব অরে দুর্ব্বিনীত! তুমি রাজ পুত্র না হইয়া বিশেষত অসাধু-চরিত, মহালুব্ধ এবং বন্ধুগণের অনিষ্ট চেষ্টায় নিরন্তর তৎপর হইয়া ক্রমপ্রাপ্ত পাণ্ডবদিগের এই রাজ্য কি প্রকারে অপহরণ করিতে পারিবে[৩৫]? যদি অনুজগণের সহিত কিছুকাল জীবিত থাকিবার অভিলাষ থাকে, তবে এখন মোহ পরিত্যাগ করিয়া সেই মহাত্মা পাণ্ডু পুত্রদিগকে বাহন ও পরিচ্ছদ-সম্বলিত রাজ্যের অর্দ্ধাংশ প্রদান কর[৩৬]।

বাসুদেব-বাক্যে একোন পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪৯ ॥

পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

বাসুদেব কহিলেন, এইরূপে ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, গান্ধারী ও ধৃত-রাষ্ট্র আপন আপন উপদেশ-বাক্য প্রদান করিলেও সেই মন্দমতি

পাপাত্মার কিছুমাত্র উদ্বোধ হইল না[১]। সে সকলের বাক্য অবহেলন করিয়া ক্রোধ-সংরক্ত-লোচনে গাত্রোত্থান করত সভা হইতে প্রস্থান-পরায়ণ হইল। যে সমস্ত ভূপালবর্গ তাহার নিমিত্ত জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহারাও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল[২]। দুর্য্যোধন ঐ নষ্টচিত্ত পার্থিবগণকে পুনঃপুনঃ এইরূপ আজ্ঞা করিল "অদ্য পুষ্যনক্ষত্র, অতএব অদ্যই তোমরা কুরুক্ষেত্রে গমন কর[৩]"। অনন্তর সেই ভূপালগণ কাল-প্রেরিত হইয়া ভীষ্মকে সেনাপতি করত হৃষ্টচিত্তে সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে যুদ্ধযাত্রা করিল[৪]। মহারাজ! কৌরবগণের একাদশ অক্ষৌহিণী অনীকিনী সমাগতা হইয়াছে; তালচিহ্নিতকেতু মহাবীর ভীষ্ম তাহাদিগের সর্ব্বাগ্রে বিরাজিত রহিয়াছেন[৫]; অতএব হে বিশাম্পতে! এক্ষণে যে রূপ করা উপযুক্ত ও কর্ত্তব্য হয়, তাহার সন্বিধান করুন। হে ভারত! আমি গমন করিলে কুরু-সভা-মধ্যে যাহা যাহা হইয়াছিল;—ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্র, আমার সমক্ষে দুর্য্যোধনকে যে যে কথা কহিয়াছিলেন; সকলই আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলাম[৬-৭]। হে রাজন! যাহাতে আপনাদিগের ভ্রাতৃ-সম্ভাব সংস্থাপিত হয়, ঈদৃশ সুপ্রসিদ্ধ বংশের বিধ্বংস না হয় এবং প্রজাগণের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি হইতে থাকে, তাহাই ইচ্ছা করিয়া আমি প্রথমত সান্ত্ববাদ প্রয়োগ করিয়াছিলাম[৮]; কিন্তু যখন দেখিলাম, সান্ত্ববাদ গ্রাহ্য হইল না, তখন অগত্যা ভেদ-প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইলাম এবং আপনাদিগের দৈবমানুষোচিত সুমহৎ কর্ম্ম-সকলেরও কীর্ত্তন করিলাম[৯]। হে ভারত! সুযোধন আমার সামপূর্ব্ব-বাক্যেও যখন অনাদর করিল, তখন আমি সমগ্র পার্থিববর্গকে সমানয়ন-পূর্ব্বক ভেদিত করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইলাম না এবং ঘোরতর অমানুষ অদ্ভুত কর্ম্ম-সমস্ত প্রদর্শন করিতেও ত্রুটি করিলাম না[১০-১১]। সমবেত নরপতিদিগকে বাক্য ও মন্ত্রণা-দ্বারা

বারংবার ভেদিত ও ভৎর্সিত করিয়া, দুর্য্যোধনকে তৃণবৎ অবজ্ঞা করিয়া, কর্ণকে পুনঃপুন ভয়-প্রদর্শন করিয়া এবং ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণের দ্যুতক্রীড়ার মূলীভূত পাপাত্মা শকুনিকে ভূয়োভূয় নিন্দা করিয়াও আমি পরিশেষে পুনরায় সান্ত্বাদে প্রবৃত্ত হইলাম। কুরুবংশের অভেদ এবং স্বকার্য্য সাধন নিমিত্তে আমি দুর্য্যোধনকে রাজ্য সম্প্রদানের কথাও বলিলাম[১২-১৪]। কহিলাম ‘ সেই শূরবীর পাণ্ডবেরা মান ও প্রভুত্ব পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তোমাকেই রাজ্য সমর্পণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম ও বিদুরের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া কালাতিপাত করিবেন। তোমার হিতার্থে অন্ধরাজ, গাঙ্গেয় ও বিদুর যাহা কিছু বলেন, তাহাই হউক[১৫-১৬]; তুমিই রাজ্যাধিকারী হও, কেবল পাঁচখানি গ্রামমাত্র পাণ্ডবদিগকে প্রদান কর। হে রাজসত্তম। তাঁহারা যে কোন প্রকারে হউক, অবশ্যই তোমার জনকের ভরণীয়’[১৭]।

এইরূপ উক্ত হইয়াও সেই সুদারুণ দুষ্টাত্মা কোন প্রকারেই অংশ প্রদানে সম্মত হইল না। অতএব হে রাজন্! তাদৃশ পাপিষ্ঠগণের প্রতি সম্প্রতি চতুর্থ উপায় দণ্ডপ্রয়োগ ব্যতীত আমি আর কিছুই দেখিতে পাই না[১৮]। দুর্য্যোধনের সংগৃহীত ভূপতিগণ কাল প্রেরিত হইয়া বিনাশের নিমিত্ত কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করিয়াছে। হে পাণ্ডব! কুরুসভা-মধ্যে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল; তৎসমুদায় আপনার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। বিনা যুদ্ধে তাহারা কখনই আপনাকে রাজ্য প্রদান করিবে না। তাহারা যে সকলেই আসন্ন-মৃত্যু এবং লোক বিনাশের হেতু হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই[১৯-২০]।

শ্রীকৃষ্ণ-বাক্যে পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়

সমাপ্ত ॥ ১৫০ ॥

ভগবদযানপর্ব্ব সমাপ্ত।

সৈন্যনির্যাণ পর্ব্বাধ্যায় ॥ ৩ ॥

একপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, জনার্দ্দনের বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কেশবের সমক্ষে ভ্রাতৃগণকে কহিলেন[১], হে নরসত্তমগণ! কুরুসভা-মধ্যে যাহা হইয়াছিল, তৎসমুদায় তোমরা শ্রবণ করিলে এবং বাসুদেবের বাক্যও অবধারণ করিলে; অতএব এক্ষণে আমার সেনা-বিভাগে প্রবৃত্ত হও। এই সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা বিজয়ের নিমিত্ত সমবেত হইয়াছে[২-৩]। যে বিখ্যাত সপ্ত মহারথী ইহাদের পতি হইবেন, তাহা শ্রবণ কর। দ্রুপদ, বিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, সাত্যকি, চেকিতান ও ভীমসেন, এই সপ্ত বীর সেনা-নায়ক হইবেন। ইহারা সকলেই তনুত্যাগী অর্থাৎ আত্ম-বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক সমরে সমুৎসুক, সকলেই বেদজ্ঞ, শূর, সুচরিত-ব্রত, লজ্জাশীল, নীতি-সম্পন্ন, যুদ্ধবিশারদ, বাণ ও অস্ত্রে সুনিপুণ এবং সকলেই সর্ব্ব প্রকার অস্ত্র-যোধী। কিন্তু হে কুরুনন্দন সহদেব! যিনি এই সপ্ত জন সেনাপতির নায়ক হইতে পারেন এবং সমরে শর-শিখাযুক্ত পাবকসম ভীষ্মকে সহ্য করিতে সমর্থ হন, সৈন্য-বিভাগবেত্তা এরূপ কোন ব্যক্তিকে নির্ব্বাচন কর। হে পুরুষব্যাঘ্র! কোন্ বীর পুরুষ আমাদিগের সেনাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার উপযুক্ত; তদ্বিষয়ে স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত কর[৪-৮]।

সহদেব কহিলেন, যে ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষকে আশ্রয় করিয়া আমরা স্বকীয় রাজ্যাংশ লাভের প্রত্যাশা করিতেছি, সেই সম্যক্ যোগযুক্ত, সম-দুঃখ-সুখ, কৃতাস্ত্র, যুদ্ধদুর্ম্মদ, বলবান্, মৎস্যরাজ বিরাট মহীপতি সমরে ভীষ্মকে ও অন্যান্য মহারথগণকে সহ্য করিবেন[৯-১০]।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সহদেব সেইরূপ উক্তি করিলে, তদনন্তর নকুল বীর এই কথা বলিলেন[১১], যিনি বয়সে, শাস্ত্রে, ধৈর্য্যে, কুলে কি স্বজনে, সর্ব্ব বিষয়েই প্রবীণ, লজ্জাশীল, বলান্বিত, শ্রীমান্, সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ, দুর্দ্ধর্ষ ও সত্যপ্রতিজ্ঞ; যিনি ভরদ্বাজ-সমীপে শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছেন এবং মহাবল দ্রোণ ও ভীষ্মের প্রতি নিয়ত স্পর্দ্ধা করেন[১২.১৩]; রাজবংশের অগ্রগণ্য ও শ্লাঘনীয় যে বাহিনীপতি, পুত্র-পৌত্রগণে পরিবৃত হওয়ায় শত-শাখাযুক্ত মহাবৃক্ষের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছেন[১৪]; সমর-শোভন যে পৃথিবীপতি রোষ-হেতুক দ্রোণ বিনাশ নিমিত্তে সস্ত্রীক হইয়া ঘোরতর তপস্যা করিয়াছিলেন[১৫] এবং যে পার্থিবশ্রেষ্ঠ শ্বশুর হইয়াও পিতার ন্যায় সর্ব্বদা আমাদিগকে প্রতিপালন করেন: সেই দ্রুপদরাজ আমাদিগের সেনা-নায়ক হউন[১৬]। আমার বিবেচনায় তিনি অভিমুখাগত দ্রোণ ও ভীষ্মকে সহিতে পারিবেন, যেহেতু সেই নৃপেন্দ্র দিব্যাস্ত্র-কোবিদ, প্রতাপশালী ও দ্রোণের সখা[১৭]।

মাদ্রী-পুত্রেরা আপন আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে পর কুরুনন্দন বাসবোপম বাসব-তনয় সব্যসাচী কহিলেন[১৮], অগ্নিশিখার ন্যায় বর্ণ-যুক্ত মহাবল এই যে দিব্য-পুরুষ, তপঃপ্রভাব ও ঋষি-সন্তোষণ-দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছেন[১৯]; শরাশন কবচ ও খড়্গধারণ এবং দিব্য তুরঙ্গ সংযোজিত রথোপরি আরূঢ় ও সন্নদ্ধ হইয়া রথ-নির্ঘোষে মহামেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে অগ্নিকুণ্ড হইতে সমুত্থিত হইয়াছেন; যাহার মূর্ত্তি, বক্ষস্থল, ভুজ-যুগল, স্কন্ধদ্বয়, গর্জ্জন ও পরাক্রম সিংহের তুল্য এবং ভ্রূযুগল, দন্তাবলি, মুখ, কপোলদ্বয়ের উপরিভাগ, বাহু, স্কন্ধসন্ধি, বিশাল নেত্রযুগল ও পদদ্বয় অতি সুন্দর; যে মহাবল, মহাদ্যুতি, সুপ্রতিষ্ঠিত, অকৃশ, সর্ব্বশস্ত্রের অভেদ্য, প্রমত্ত-মাতঙ্গ-তুল্য, অসীম-বীর্য্য-সম্পন্ন, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় পুরুষ দ্রোণ-বিনাশার্থে জন্ম-

গ্রহণ করিয়াছেন[২০-২৪]; আমার বিবেচনায় সেই এই ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীষ্মের অশনি-সম-স্পর্শ, জ্বলিত-মুখ ভুজঙ্গম-সদৃশ, বেগে যমদূত-সম, নিপাতে পাবক সদৃশ, সমরে পরশুরাম কর্ত্তৃক বিষহিত, বজ্র-নিষ্পেষ-দারুণ বাণ-সমস্ত সহ্য করিতে পারিবেন[২৫-২৬]। মহারাজ! আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, আমি একমাত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন ব্যতিরেকে এমন পুরুষই দেখিতে পাই না, যে ব্যক্তি সেই মহাব্রত ভীষ্মকে সহ্য করিতে সমর্থ হয়[২৭]। অতএব এই অভেদ্য-কবচধারী, শ্রীমান্, যুথপতি মাতঙ্গ-তুল্য, শীঘ্রহস্ত, চিত্রযোধী বীরবর সেনাপতি হউন, ইহাই আমার অভিমত[২৮]।

ভীমসেন কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! সমাগত সিদ্ধ ও ঋষিগণ কহিয়া থাকেন; দ্রুপদাত্মজ শিখণ্ডী ভীষ্মের বধ সাধনার্থ সমুৎপন্ন হইয়াছেন[২৯]; মনুষ্যেরা সংগ্রাম-মধ্যে দিব্যাস্ত্র প্রয়োগকারী যে বীরবরের মহাত্মা রামের ন্যায় রূপ সন্দর্শন করিয়া থাকে[৩০]; সমরে সন্নদ্ধ রথস্থিত সেই দ্রুপদ-নন্দন শিখণ্ডীকে যুদ্ধে শস্ত্র-দ্বারা ভেদ করিতে পারে, এমন পুরুষই আমি দেখিতে পাই না[৩১]। হে রাজন্! বীর্য্য-সম্পন্ন শিখণ্ডী ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিই দ্বৈরথ সমরে মহাব্রত ভীষ্মকে নিহত করিতে পারিবেন না; অতএব আমার মতে তিনিই আমাদিগের সেনাপতি হইবেন[৩২]।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে তাত! ধর্ম্মাত্মা বাসুদেব সমস্ত জগতের সারাসার ও বলাবল এবং ইহাদিগের অভিপ্রায়, সকলই জানেন[৩৩]; অতএব দাশার্হ কৃষ্ণ যাহাকে বলিবেন, তিনি কৃতাস্ত্রই হউন আর অকৃতাস্ত্রই হউন, বৃদ্ধই হউন কি যুবাই হউন, নিশ্চয়ই আমার সেনাপতি হইবেন[৩৪]। হে তাত! কৃষ্ণই আমাদিগের জয় পরাজয়ের মূল; আমাদিগের প্রাণ, রাজ্য, শুভাশুভ, সুখ দুঃখ, সকলই ইহাতে প্রতিষ্ঠিত আছে[৩৫]; আমাদের ধাতাও ইনি, বিধাতাও ইনি; সুতরাং আ-

রাজের সিদ্ধিও ইহাতে প্রতিষ্ঠিতা আছে; অতএব দাশার্হ কৃষ্ণ যাহাকে বলিবেন, তিনিই আমাদিগের সেনাপতি হউন[৩৬]। সম্প্রতি রজনী সন্নিহিতা হইতেছে; অতএব এই সময়ে বাগ্মীশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ তাহা ব্যক্ত করুন, তদনন্তর আমরা তাঁহার বশবর্ত্তী হইয়া সেনাপতি নির্দ্ধারণ, শস্ত্র-সকলের অধিবাসন এবং মঙ্গল কর্ম্ম সম্পাদন-পূর্ব্বক নিশাবিগমে রণাঙ্গনে প্রস্থান করিব[৩৭-৩৮]।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধীসম্পন্ন ধর্ম্মরাজের সেই বাক্য শ্রবণে পুণ্ডরীকাক্ষ জনার্দ্দন ধনঞ্জয়ের মুখ নিরীক্ষণ-পূর্ব্বক তদীয় মতে অনুমোদন করিয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন[৩৯], মহারাজ! আপনারা যে সমস্ত বিক্রান্তযোধী মহারথগণকে আপনার সেনা-নায়ক বলিয়া উল্লেখ করিলেন, তাঁহারা আমারও অভিমত[৪০]; কেন না, তাঁহারা সকলেই আপনার শত্রু-সংহারে সমর্থ। লোভপরীত পাপাচিত্ত ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের কথা দূরে থাকুক, তাঁহারা মহাসমরে ইন্দ্রেরও ভয়োৎপাদন করিতে পারেন। হে মহাবাহো! আপনার প্রিয়-সাধন নিমিত্ত আমিও মহাসমরের শান্তি স্থাপনার্থে তথায় বিস্তর যত্ন করিয়াছি; তাহাতে ধর্ম্মের নিকটেও আমরা অঋণী হইয়াছি; দোষ-বচনৈষী কোন ব্যক্তিই আর আমাদিগকে নিন্দা করিতে পারিবে না[৪১-৪৩]। অবিচক্ষণ বালক দুর্য্যোধন আপনাকে কৃতাস্ত্র মনে করিতেছে এবং আতুর হইয়াও আপনাকে বল সম্পন্ন অবলোকন করিতেছে[৪৪]; অতএব শীঘ্র সৈন্য-যোজনা করুন, কেন না আমার বিবেচনায় বধ ভিন্ন অন্য কোন উপায়েই তাহারা বাধ্য হইবার নহে। ধনঞ্জয়, ক্রোধপরীত ভীমসেন, যমোপম যমজ-যুগল, যুযুধান, অমর্ষণ ধৃষ্টদ্যুম্ন, অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, বিরাট, দ্রুপদ ও অক্ষৌহিণীপতি অন্যান্য ভীমবিক্রম নরেন্দ্রগণকে নিরীক্ষণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র-তনয়েরা রণ স্থলে অবস্থান করিতে কদাচ সমর্থ হইবে না[৪৫-৪৭]। আমাদিগের এই দুষ্প্র ধর্ষ, দুরাসদ, সার-

বং সৈন্য সমরে দুর্য্যোধনের সৈন্যগণকে অবশ্যই নিহত করিবে, সন্দেহ নাই[১৮]। হে অরিন্দম! আমার মতে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন সেনা পতি হউন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন; কৃষ্ণ এইরূপ উক্তি করিলে যাবতীয় নরোত্তমগণ সাতিশয় হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন[১৯]। সম্যক্ হৃষ্টচিত্ত হওয়ায় তাঁহাদিগের সুমহান্ হর্ষধ্বনি সমুত্থিত হইল।. সত্বর হইয়া ইতস্তত ধাবমান সৈন্যগণের "যোজনা কর, সজ্জা কর" এইরূপ নিনাদ, তুরঙ্গ মাতঙ্গগণের শব্দ, রথচক্রের-নির্ঘোষ, শঙ্খদুন্দুভি-ধ্বনি, সর্ব্বত্রই তুমুল শব্দ হইতে লাগিল[২০-২১]। দূত সকল ইতস্তত ধাবমান হইল; পাণ্ডবগণ বর্ম্ম ধারণকরিতে লাগিলেন। তখন রথ মাতঙ্গ পদাতি সমাকুল সেনাসমাগম উর্ম্মিমালা সকুল মহাসাগরের ন্যায় একান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠি ল। সসৈন্যে প্রস্থিত পাণ্ডবগণের সেই দুর্দ্ধর্ষা বাহিনী যেন পরিপূর্ণা গঙ্গার ন্যায় দৃশ্যমানা হইল। সৈন্যের অগ্রভাগে ভীমসেন, কবচধারী নকুল সহদেব, অভিমন্যু, দ্রৌপদী-পুত্রগণ ও ধৃষ্টদ্যুম্ন রহিলেন এবং প্রভদ্রক ও পাঞ্চালগণ ভীমসেনকে অগ্রে করিয়া গমন করিতে লাগিলেন[২২-২৫]। অনন্তর পর্ব্বকালে অর্থাৎ অমাবস্যা বা পূর্ণিমা সময়ে সমুদ্রের ন্যায়, সেই সংপ্রস্থিত প্রহৃষ্ট সৈন্যগণের ঘোরতর কোলাহল শব্দ উত্থিত হইয়া যেন গগণ-স্পর্শ করিল[২৬]। ফলত শত্রু-বলবিদারণকারী যোধগণ সকলেই সর্ব্বতোভাবে হৃষ্ট হইয়াছিল। তাহাদিগের মধ্যে কুন্তী নন্দন রাজা যুধিষ্ঠির শকট, আপণ, বস্ত্রাগার, যান, বাহন, ধন-সঞ্চয়, গোলোক-প্রক্ষেপণ যন্ত্র, আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ অস্ত্র-চিকিৎসকগণ, পরিবারবর্গ এবং অসার, দুর্ব্বল ও কৃশ সৈন্য-সকল সংগ্রহ করিয়া গমন করিলেন[২৭-২৯]। পাঞ্চাল-নন্দিনী সত্যবাদিনী দ্রৌপদী দাস দাসীগণে পরিবৃতা হইয়া স্ত্রীগণ-সহ উপপ্লব্য-নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন[৩০]।

হে রাজন্! পাণ্ডুনন্দনেরা একস্থানবর্ত্তী ও নানাস্থান সঞ্চারী রক্ষক সৈন্যদল-দ্বারা ধন-দারাদির রক্ষা-বিধান করিয়া এবং গো-সুবর্ণাদি প্রদান করত ব্রাহ্মণগণে সংবৃত ও স্তূয়মান হইয়া মণি-বিভূষিত রথ-নিকরে আরোহণ-পূর্ব্বক সুমহৎ সৈন্য সমভিব্যাহারে গমন করিতে লাগিলেন [১.৬২]। কেকয়-দেশীয় পঞ্চ রাজপুত্র, ধৃষ্টকেতু, কাশীরাজ-পুত্র বিভু, শ্রেণিমান্, বসুদান, অপরাজিত শিখণ্ডী-প্রভৃতি সকলেই হৃষ্ট, তুষ্ট, কবচী, সশস্ত্র ও সমলঙ্কৃত হইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে বেষ্টন-পূর্ব্বক অনুগমন করিলেন [৬৩.৬৪]। পশ্চিমার্দ্ধে বিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সৌমকি, সুধর্ম্মা, কুন্তিভোজ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্রগণ চত্বারিংশৎ সহস্র রথ, দুই লক্ষ অশ্ব, ষষ্টি সহস্র গজ ও চারি লক্ষ পদাতি-সৈন্য লইয়া যাত্রা করিলেন [৬৫.৬৬]। অনাধৃষ্টি, চেকিতান, চেদিরাজ ও সাত্যকি, ইহারা বাসুদেব ও ধনঞ্জয়কে বেষ্টন-পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন [৬৭]। এইরূপে ব্যূহবদ্ধ-সৈনিক প্রহারী পাণ্ডবগণ কুরুক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়া গর্জ্জনকারী বৃষভ-সমূহের ন্যায় দৃষ্ট হইলেন [৬৮]। সেই অরিন্দমেরা কুরুক্ষেত্রে অবগাহনানন্তর শঙ্খ ধনি করিতে থাকিলেন এবং কৃষ্ণা-র্জ্জুনও স্বীয় স্বীয় শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন [৬৯]। অশনি-নিনাদের তুল্য পাঞ্চজন্যের নির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া সমস্ত সৈন্যই সর্ব্বতোভাবে লোমাঞ্চিত-কলেবর হইল [৭০]। শঙ্খ দুন্দুভি ধনি সহ কৃতবীরগণের সিংহ নাদে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও মহাসাগর প্রতি ধনিত হইতে লা-গিল [৭১]।

কুরুক্ষেত্র প্রবেশে একপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ১৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির বহুল তৃণ-কাষ্ঠযুক্ত, সমতল, সুস্নিগ্ধ প্রদেশে

সেনা-সন্নিবেশ করিলেন[১]। সেই মহামতি মহীপতি শ্মশান, দেবালয়, মহর্ষিগণের আশ্রম, তীর্থ ও আয়তন-সমস্ত পরিহার-পূর্ব্বক মনোহর, উর্ব্বর, শুচি ও পবিত্র স্থানেই নিবেশ করাইলেন[১-৩]; তদনন্তর বাহনগণকে সুখে বিশ্রাম করাইয়া পুনরায় উত্থান-পূর্ব্বক শত সহস্র ভূপালগণে পরিবৃত হইয়া প্রস্থান করিলেন[৪]। এ দিকে বাসুদেব অর্জ্জুনের সহিত দুর্য্যোধনের শত শত সৈন্যগণকে অপসারিত করত ইতস্তত পর্য্যটন করিতে লাগিলেন[৫]। দ্রুপদ-নন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন ও মহারথ বীর্য্যবান্ যুযুধান সাত্যকি, ইহারা শিবির পরিমাণ করাইলেন[৬]। হে ভারত! কেশব কুরুক্ষেত্র-মধ্যে হিরণ্বতী-নাম্নী নির্ম্মল-জলা, কঙ্কর পঙ্ক-শূন্যা, উত্তম উপতীর্থ শোভিতা, পুণ্য সরিৎ প্রাপ্ত হইয়া তথায় পরিখা খনন করাইলেন এবং রক্ষার নিমিত্ত তথায় অদৃশ্য বল-সকল সন্নিবেশিত করিলেন[৭.৮]। মহাত্মা পাণ্ডবগণের শিবির-নির্ম্মাণ বিষয়ে যেরূপ নিয়ম ছিল, কেশব নরেন্দ্রগণের নিমিত্তে তাদৃশ শিবির-সমস্তই নির্ম্মাণ করাইলেন[৯]। হে রাজেন্দ্র! তথায় রাজগণের প্রভূত কাষ্ঠ ও ভক্ষ্যভোজ্য অন্নপান-যুক্ত শত শত সহস্র সহস্র মহামূল্য শিবির-সমস্ত যেন বিমান-সমূহের ন্যায় মহীতলে পৃথক্ পৃথক্ নিবিষ্ট হইল[১০.১১]। তথায় শত শত বেতন ভুক্ সুনিপুণ শিল্পী ও সর্ব্বোপকরণ সম্পন্ন শাস্ত্রবিশারদ বৈদ্যগণ অবস্থিত রহিলেন[১২]। রাজা যুধিষ্ঠির প্রতি শিবির মধ্যেই পর্ব্বতোপম রাশি রাশি মহাযন্ত্র, শরাসন, ধনুর্গুণ, বর্ম্ম, শস্ত্র, তূণ, নারাচ, তোমর, পরশ্বধ, যষ্টি, মধু, ঘৃত, জল, পশুভক্ষ্য উত্তম তৃণাদি, তুষাঙ্গার, ধূনক-চূর্ণ-প্রভৃতি আবশ্যক বস্তুজাত সংস্থাপিত করিলেন[১৩-১৫]। তথায় লৌহ-বর্ম্মাচ্ছাদিত, কণ্টকময় কবচ-যুক্ত, সহস্র-যোধী শত-যোধী বারণগণ গিরি-সদৃশ দৃশ্যমান হইতে লাগিল[১৬]। হে ভারত! পাণ্ডবদিগকে কুরুক্ষেত্রে সন্নিবিষ্ট জানিয়া মিত্র রাজগণ বলবাহন সমভিব্যাহারে সেই স্থানে অভিগমন করিলেন[১৭]। ব্রহ্মচ-

র্য্যের অনুষ্ঠানকারী, সোমপায়ী, বহুল দক্ষিণা-দায়ী, সেই সমস্ত ভূপালগণ পাণ্ডবগণের বিজয়-সাধনার্থে সমাগত হইলেন[৮]।

শিবিরাদি নির্ম্মাণে দ্বিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫২ ॥

ত্রিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

জনমেজয় কহিলেন, হে মহামতে! বাসুদেব রক্ষিত, সপুত্র বিরাট ও দ্রুপদরাজ সমন্বিত, কৈকেয় ও বৃষ্ণিগণ-প্রভৃতি শত শত পার্থিবগণে পরিবৃত, দেবগণ-রক্ষিত মহেন্দ্রের ন্যায় মহারথগণ-কর্ত্তৃক সংরক্ষিত, মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে সমর-বাসনায় সসৈন্যে কুরুক্ষেত্রে সমাগত ও সন্নিবিষ্ট শ্রবণ করিয়া রাজা দুর্য্যোধন কি কার্য্য করিলেন[১-৩]? সেই তুমুল সম্ভ্রম সময়ে কুরুক্ষেত্রে যে যে কার্য্য হইয়াছিল, তাহা বিস্তারিত রূপে শ্রবণ করিতে আমার অভিলাষ হইতেছে[৪]। পাণ্ডবগণ বাসুদেব বিরাট দ্রুপদ ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী সাত্যকি-প্রভৃতি সেই সমস্ত অতুল-বিক্রান্ত মহারথেরা সমরে ইন্দ্র-সহ দেবগণকেও ব্যথিত করিতে পারিতেন; অতএব হে তপোধন! কুরু পাণ্ডবগণের যে যে কার্য্য হইয়াছিল, তাহা বিস্তরক্রমে শ্রবণ করিতে আমি একান্ত অভিলাষী হইতেছি[৫-৭]।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দাশার্হ কৃষ্ণ কুরুসভা হইতে প্রতিগমন করিলে পর রাজা দুর্য্যোধন কর্ণ, দুঃশাসন ও শকুনিকে এই কথা বলিলেন[৮], " হে নরেন্দ্রগণ! কৃষ্ণ যখন অকৃতকার্য্য হইয়াই পাণ্ডবগণ সমীপে গমন করিয়াছেন, তখন তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নিশ্চয়ই কৌরবগণকে ভস্মাবশেষ করিবেন, সন্দেহ নাই[৯]। পাণ্ডবদিগের সহিত আমার যুদ্ধ হয়, ইহা বাসুদেবের নিতান্ত অভিপ্রেত। ভীমার্জ্জুনও সেই দাশার্হের মতস্থ[১০]। আবার যুধিষ্ঠির ভীমার্জ্জুনের অত্যন্ত বশা-

সুবর্ত্তী।[১০] পূর্ব্বে তিনি সকল সহোদরগণের সহিত আমা-কর্ত্তৃক অবমানিতও হইয়াছেন[১১]। আমি যাহাদিগের সহিত বৈরতা করিয়াছিলাম, সেই বিরাট ও দ্রুপদও বাসুদেবের বশানুগামী হইয়া সেনা-নায়ক হইয়াছেন[১২]; সুতরাং সম্প্রতি লোমাঞ্চকর ঘোরতর তুমুল সংগ্রাম হইবে; অতএব তোমরা আলস্য-শূন্য হইয়া সমরোপযোগী সমস্ত আয়োজন কর[১৩]। কুরুক্ষেত্রে বহু স্থান-ব্যাপী শত্রুগণের দুরধিগম্য, প্রাকার-পরিখাদি-পরিকীর্ণ, সন্নিহিত-জল-কক্ষ্য, অক্ষয্য খাদ্যযুক্ত, বিবিধ আয়ুধ-পূর্ণ, ধ্বজ-পতাকা-সমাকুল, শত শত সহস্র সহস্র শিবির সমস্ত নির্ম্মিত কর। নগরের বহির্ভাগে সৈন্যগণের গমন নিমিত্ত সমান পথ করিয়া রাখ। অদ্যই অবিলম্বে ঘোষণা করিয়া দাও যে 'কল্য যুদ্ধযাত্রা হইবে'। সেই মহাত্মগণ হৃষ্টচিত্ত হইয়া "তাহাই হইবে" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া পরদিন রাজগণের নিবাসার্থে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। অনন্তর সমবেত পার্থিবগণ সেই রাজশাসন শ্রবণে অমর্ষান্বিত হইয়া মহার্হ আসন-সমস্ত হইতে গাত্রোত্থান করিলেন; কাঞ্চন-কেয়ূর-সমুজ্জ্বল, চন্দনাগুরু-ভূষিত, পরিঘ-সদৃশ বাহু-সকল, ধীরে ধীরে মর্দ্দন করিতে লাগিলেন এবং কমল-তুল্য কর নিকর সহকারে অন্তরীয় ও উত্তরীয়-বস্ত্র, উষ্ণীষ ও ভূষণ পরিধান করিতে লাগিলেন[১৪.২০]। প্রধান প্রধান রথীরা রথ-সমস্ত, হয়-কোবিদেরা অশ্বগণ এবং গজ-শিক্ষা-নিপুণেরা কুঞ্জর-সকল সজ্জিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন[২১]; তদনন্তর কাঞ্চন-ময় বহুতর বিচিত্র বর্ম্ম ও সর্ব্ব প্রকার শস্ত্র-সমস্ত ধারণ করিলেন[২২]। পদাতি পুরুষেরাও স্বীয় স্বীয় শরীরে বিবিধ শস্ত্র ও সুবর্ণ-চিত্রিত অসংখ্য কবচ-নিচয় ধারণ করিল[২৩]। হে ভারত! নিরতিশয় হৃষ্ট-মানস মানবগণে সমাবৃত হওয়ায় দুর্য্যোধনের সেই নগর উৎসব-সময়ের ন্যায় উদগ্র ও সমাকুল হইয়া উঠিল[২৪]। হে রাজন্! তৎকালে যোধ-রূপ চন্দ্রোদয়ে উদ্ভূত কুরুরাজ-

রূপ মহার্ণব, চন্দ্রোদয় কালীন অর্ণবের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইতে লাগিল। উক্ত মহাসমুদ্রে জন-সমূহ জল ও আবর্ত্ত-স্বরূপ হইল; রথ, কুঞ্জর ও তুরঙ্গ-সকল মীন-রূপ ধারণ করিল; শঙ্খদুন্দুভি-নিনাদ প্রবাহ-নির্ঘোষ হইল; কোষ-সঞ্চয় রত্নচয়ের স্থানীয় হইল; বিচিত্র আভরণ ও বর্ম্ম-সকল তরঙ্গ এবং উজ্জ্বল শস্ত্র-সমস্ত নির্ম্মল ফেনপুঞ্জ-স্বরূপ হইল; উন্নত-প্রাসাদ-শ্রেণী তীরস্থ পর্ব্বতাবলির সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইল এবং পথ ও আপণ সমস্ত হ্রদাকার ধারণ করিল[২৫.২৭]।

দুর্য্যোধন-সৈন্য-সজ্জায় ত্রিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫৩ ॥

চতুঃপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যুধিষ্ঠির বৃষ্ণিনন্দন বাসুদেবের পূর্ব্বোক্ত বাক্য স্মরণ করিয়া পুনরায় তাঁহারে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে অচ্যুত! মন্দমতি দুর্য্যোধন কি রূপে এ কথা কহিল[১]? হে বাসুদেব! এই উপস্থিত সময়ে আমাদিগের কি রূপ কার্য্য করা উপযুক্ত হয় এবং কি রূপ অনুষ্ঠান করিলেই বা আমরা ধর্ম্ম হইতে পরিচ্যুত না হই[২]? হে বাসুদেব! তুমি দুর্য্যোধনের, কর্ণের, শকুনির এবং ভ্রাতৃগণ-সহ আমারও অভিপ্রায় বিদিত হইয়াছ[৩]; অপিচ বিদুর ও ভীষ্মের সেই বাক্য এবং কুন্তীর অভিপ্রায়ও সম্পূর্ণ রূপে শ্রবণ করিয়াছ; অতএব হে বিপুলপ্রজ্ঞ! বারংবার বিচার-পূর্ব্বক সে সমস্ত অতিক্রম করিয়া যাহাতে আমাদিগের মঙ্গল হয়, তাহাই অসংশয়ে ব্যক্ত কর[৩.৫]।

কৃষ্ণ ধর্ম্মরাজের ধর্ম্মার্থযুক্ত ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া মেঘ ও দুন্দুভির ন্যায় গম্ভীর নির্ঘোষে এই কথা কহিলেন[৬], আপনি যে ধর্ম্মার্থ-সমন্বিত হিত-বাক্যের উক্তি করিয়াছিলেন, খলবুদ্ধি দুর্য্যোধনে তাহা স্থান প্রাপ্ত হইল না[৭]। সেই দুর্ম্মেধা ভীষ্মের, বিদুরের, কি আমার, কাহারও

কোন কথা শ্রবণ করে না; সকলই অতিক্রম করিয়া কার্য্য করে[৮]। সেই দুরাত্মা ধর্ম্মেরও কামনা করে না এবং যশেরও অভিলাষ রাখে না; কর্ণকে আশ্রয় করিয়া "সকলকেই জয় করিলাম" ইহাই মনে করে[৯]। পাপ-নিশ্চয় দুরাত্মা দুর্য্যোধন আমাদেরও বন্ধন করিতে আদেশ করিয়াছিল, কিন্তু সে অভিলাষ লাভ করিতে পারে নাই[১০]। তদ্বিষয়ে না ভীষ্ম, না দ্রোণ, কেহই যুক্তিযুক্ত বাক্যের উক্তি করেন নাই; একমাত্র বিদুর ব্যতিরেকে সকলেই তাহার অনুবর্ত্তন করিয়াছিলেন[১১]। মূঢ়মতি সুবল নন্দন শকুনি, কর্ণ ও দুঃশাসন সেই অমর্ষণ মূঢ়কে আপনকার বিষয়ে অনেক অযুক্ত বাক্য কহিয়াছিল[১২]। দুর্য্যোধন যে সকল কথা বলিয়াছে, সমুদয় বর্ণন করিবার আমার প্রয়োজন কি? তাহার সংক্ষেপ মর্ম্ম এই যে, সেই দুরাত্মা আপনার সেনাভুক্ত এই সমস্ত রাজগণ-মধ্যে যে কিছু পাপ ও অকল্যাণ নাই, সে সমস্তই দুর্য্যোধনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে[১৪]। আমরাও বিষয় পরিত্যাগ করিয়া কোন ক্রমেই কৌরবগণের সহিত শান্তি ইচ্ছা করি না; সুতরাং এ অবস্থায় যুদ্ধই কর্ত্তব্য[১৫]।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! বাসুদেবের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া পার্থিবগণ কোন কথা না বলিয়া সকলেই রাজা যুধিষ্ঠিরের মুখ অবলোকন করিতে লাগিলেন[১৬]। তখন যুধিষ্ঠির রাজবর্গের অভিপ্রায় অবগত হইয়া ভীমার্জ্জুন ও নকুল সহদেবের সহিত একবাক্য হইয়া যুদ্ধ সজ্জা করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন[১৭]; অনন্তর পাণ্ডবসৈন্য-মধ্যে মহান্ কোলাহল শব্দ উত্থিত হইল; যুদ্ধ-সজ্জার আদেশ হওয়ায় সকল সৈনিকেরাই সাতিশয় হৃষ্টচিত্ত হইল[১৮]। পরন্তু ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির অবধ্য জ্ঞাতিবর্গের বধাবলোকন করত নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে ভীমার্জ্জুনকে এই কথা বলিলেন[১৯], আমরা যাহা পরিহার করিবার নিমিত্ত অরণ্য বাস প্রভৃতি অশেষ ক্লেশ-পরম্পরা

প্রাপ্ত হইলাম, সেই কুলক্ষয়রূপ মহান্ অনর্থ এক্ষণে প্রযত্ন-ক্রমে আমাদিগকে আশ্রয় করিতেছে[২০]। যে সন্ধি বিষয়ের নিমিত্ত আমরা যত্ন করিলাম, তাহা আমাদিগের প্রযত্ন হইতে পরিচ্যুত হইল, পরন্তু যুদ্ধ বিষয়ে কিছুমাত্র যত্ন করি নাই; তথাপি আমাদিগকে মহান্ কলহ প্রাপ্ত হইল[২১]! অবধ্য মান্য লোকদিগের সহিত কি রূপে সংগ্রাম হইবে। বৃদ্ধ গুরুগণকে হনন করিয়া আমাদিগের সে বিজয়ই বা কীদৃশ হইবে[২২]!

ধর্ম্মরাজের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া পরন্তপ সব্যসাচী তাঁহাকে বাসুদেবের পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করাইলেন[২৩] এবং ইহাও কহিলেন, হে রাজন্! দেবকীনন্দন কৃষ্ণ কুন্তী ও বিদুর-সম্বন্ধীয় যে বাক্যের উক্তি করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ রূপেই আপনি অবধারণ করিয়াছেন[২৪]; আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, তাঁহারা কোন ক্রমেই অধর্ম্ম কথা বলিবেন না; বিশেষত যুদ্ধ না করিয়া আমাদিগের নিবৃত্ত হওয়াও কর্ত্তব্য নহে[২৫]।

তখন বাসুদেবও সব্যসাচীর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য করিতে করিতে "ইহাই বটে" এইরূপ উক্তি করত তাহার বিস্তর পোষকতা করিলেন[২৬]। মহারাজ! তদনন্তর যুদ্ধার্থে কৃতসংকল্প হইয়া সৈনিক-সহ পাণ্ডবেরা পরম সুখে সেই রাত্রি বাস করিলেন[২৭]।

যুধিষ্ঠিরার্জ্জুন-সংবাদে চতুঃপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! অনন্তর রজনী প্রভাতা হইলে রাজা দুর্য্যোধন আপনার সেই একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য যথা-নিয়মে বিভক্ত করিলেন[১] এবং নর, হস্তী, রথ ও অশ্ব-সকলের উত্তম, মধ্যম

ও অধম নির্ব্বাচন-পূর্ব্বক ঐ সমস্ত সৈন্যগণ-মধ্যেই অগ্রে, মধ্যভাগে ও পশ্চাতে থাকিবার নিমিত্তে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন[২]। অনুকর্ষ (রথের নিম্নদেশে নিবদ্ধ ভগ্ন-সংস্কারার্থ কাষ্ঠ), তূণীর (রথবাহ্য বিশাল বাণ-কোষ), বরূথ (রথাচ্ছাদন ব্যাঘ্রচর্ম্মাদি), তোমর (হস্ত-দ্বারা ক্ষেপণীয় শল্যযুক্ত দণ্ড), উপাসঙ্গ (অশ্ব-গজ-বাহ্য বাণ-কোষ), শক্তি (লৌহদণ্ড), নিষঙ্গ (পদাতি-বাহ্য বাণ-কোষ), ঋষ্টি (গুরুতর কাষ্ঠদণ্ড)[৩], ধ্বজ, পতাকা, শরাসন-তোমর (ধনুকের দ্বারা ক্ষেপণীয় স্থূল বাণ), নানা প্রকার রজ্জু, পাশ (সমীপাগত প্রতিপক্ষের গলদেশে নিক্ষেপার্থ রজ্জু), আস্তরণাদি পরিচ্ছদ[৪], কচগ্রহ-বিক্ষেপ (কেশে গ্রহণ-পূর্ব্বক শত্রুর প্রতি নিক্ষেপার্থ তীক্ষ্ণাগ্র দণ্ড-বিশেষ), তৈল, গুড়, বালুকা, সসর্প-কুম্ভ, ধুনক-চূর্ণ[৫], ঘণ্টফলক (ঘণ্টাযুক্ত-ফলান্বিত শস্ত্র), আয়োগুড় (লৌহ গুলি), জলোপল (জলক্ষরণশীল প্রস্তর), সশূল ভিন্দিপাল (শূলযুক্ত লগুড়), মধূচ্ছিষ্ট (মোম), মুদ্গর[৬], কণ্টকময় দণ্ড, লাঙ্গল, বিষদিগ্ধ তোমর, শূর্প, পিটক (বেত্রনির্ম্মিত বৃহৎকরণ্ড), পরশু-প্রভৃতি দাত্র, অঙ্কুশাকার তোমর[৭], দন্তযুক্ত করপত্র, বাশী, (কাষ্ঠাচ্ছাদিত শস্ত্র) বৃক্ষাদন (লৌহ কণ্টক), ব্যাঘ্র-চর্ম্ম ও দ্বীপিচর্ম্মে পরিবৃত রথ[৮], ঋষ্টি (হস্তদ্বারা ক্ষেপণীয় চক্রাকার কাষ্ঠ-ফলক), শৃঙ্গ, ভল্ল-প্রভৃতি বহুতর শস্ত্র, কুঠার, কুদ্দাল, তৈলক্ষৌম (তৈলাক্তবস্ত্র-বিশেষ; প্রহার স্থলে যাহার ভস্ম প্রদত্ত হয়), সর্পিঃ (ক্ষতশোধনার্থ পুরাতন ঘৃত)[৯] প্রভৃতি অশেষ-বিধ সামরিক সামগ্রী-সমন্বিত অশেষ-বিধ সুদৃশ্য সৈন্যগণ সুবর্ণজালে অলঙ্কৃত ও নানারত্নে বিভূষিত হওয়ায় প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল[১০]। সৎকুল সমুদ্ভূত শস্ত্র বিশারদ অশ্বতত্ত্বজ্ঞ কবচধারী মহাবীর সকল সারথ্য কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন[১১]। রথ-সকলেতে উত্তম উত্তম চারি চারি অশ্ব যোজিত হইল; অশুভ নিবারণার্থ যন্ত্র ও ঔষধাদি, অশ্বগণের শিরোভূষণার্থ

ঘণ্টা মালা মৌক্তিক-গুচ্ছাদি, ধ্বজ, পতাকা, কিঙ্কিণী প্রভৃতি অসি, চর্ম্ম ও পট্টিশ-সমস্ত নিবদ্ধ হইল এবং প্রাস, খাষ্টিক ও এক এক শত শরাসন বিন্যস্ত হইল[১২-১৩]। সম্মুখস্থ প্রধান অশ্ব-যুগলে এক জন এবং চক্রসন্নিহিত পশ্চাদ্ভাগস্থ হয়-দ্বয়ে দুইজন সারথি নিযোজিত হইল। ঐ দুই সারথি রথিশ্রেষ্ঠ এবং রথীও হয়-তত্ত্বজ্ঞ[১৪]। এইরূপে সুরক্ষিত নগরের ন্যায় শত্রুগণ কর্ত্তৃক দুর্দ্ধর্ষণীয়, সুবর্ণমালা-মণ্ডিত সহস্র সহস্র রথ সর্ব্বদিকে সমাকীর্ণ হইল[১৫]। রথের ন্যায় হস্তী সকলও বদ্ধকর্ম্ম ও সমলঙ্কৃত হইল এবং প্রত্যেকের উপরে সাতজন সৈনিক পুরুষ আরোহণ করায় যেন রত্নযুক্ত গিরি-নিকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল[১৬]। হে মহারাজ! ঐ সাতজনের মধ্যে দুইজন অঙ্কুশধারী, দুই-জন উত্তম ধনুর্দ্ধারী, দুইজন উৎকৃষ্ট খড়্গধারী আর একজন শক্তি ও ত্রিশূলধারী[১৭]। মহারাজ! মহাত্মা দুর্য্যোধনের সেই সৈন্য বহুতর বর্ম্ম ও তূণীর যুক্ত মত্ত মাতঙ্গ পুঞ্জে সমাকীর্ণ হইল[১৮]। বিচিত্র-কবচধারী পতাকান্বিত উত্তমালঙ্কৃত অশ্বারোহীগণে উপশোভিত, উল্লম্ফনাদি-দোষ-পরিশূন্য, সুশিক্ষিত, স্বর্ণালঙ্কার-পরিচ্ছদ অযুত অযুত লক্ষ লক্ষ তুরঙ্গমগণ আরোহীদিগের বশায়ত্ত রহিল[১৯-২০] এবং নানা প্রকার রূপধারী নানা প্রকার কবচ ও শস্ত্রযুক্ত, হেমমালা-বিভূষিত অসংখ্য পদাতি সকলও সুসজ্জিত হইল[২১]। এক এক রথের প্রতি দশ দশ হস্তী, এক এক হস্তীর প্রতি দশ দশ অশ্ব এবং এক এক অশ্বের প্রতি দশ দশ জন পদাতি পাদরক্ষক-স্বরূপ নিযোজিত রহিল[২২]। রথের পঞ্চাশৎগুণ হস্তী, (৫০) হস্তীর শতগুণ অশ্ব (৫,০০০) এবং অশ্বের সপ্তগুণ মনুষ্য, (৩৫,০০০) ইহারা ভিন্ন-সন্ধানকারী অর্থাৎ ছিন্ন ভিন্ন সৈন্যগণের পুনর্ব্বার সংযোজনার্থে নিযুক্ত হইল[২৩]। পঞ্চশত গজ ও পঞ্চশত রথে এক সেনা, দশ সেনায় এক পৃতনা, দশ পৃতনায় এক বাহিনী[২৪] এবং সেনা, বাহিনী, পৃতনা, ধ্বজিনী, চমূ, বরূথিনী ইত্যাদি

পর্য্যায়ক্রমে এক অক্ষৌহিণী নিরুক্তা হইল[২৫]। ধীমান্ দুর্য্যোধন এই রীতিক্রমে সৈন্যব্যূহ রচনা করিলেন। উভয় পক্ষে সমুদায়ে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী হইল[২৬]। তন্মধ্যে পাণ্ডবদিগের সাত অক্ষৌহিণী আর কৌরবগণের একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য হইল[২৭]। পঞ্চপঞ্চাশৎ মনুষ্যে এক পত্তি, তিন পত্তিতে এক সেনামুল বা গুল্ম[২৮] এবং তিন গুল্মে এক গণ বিহিত হয়; দুর্য্যোধনের সেনা-মধ্যে এরূপ লক্ষ লক্ষ গণ সম্প্রহারী যুদ্ধার্থে সমুৎসুক হইয়া রহিল[২৯]। মহাবাহু রাজা দুর্য্যোধন সম্যক্ বিবেচনা করিয়া তন্মধ্যে শৌর্য্যশালী বুদ্ধিমান্ মানবগণকে সেনাপতি করিলেন[৩০]; কৃপ, দ্রোণ, শল্য, জয়দ্রথ, কাম্বোজাধিপতি সুদক্ষিণ, কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা, কর্ণ, ভূরিশ্রবা, শকুনি ও বাহ্লীক, এই সকল মহাবল নরোত্তমগণকে যথানিয়মে পৃথক্ পৃথক্ অক্ষৌহিণীর নায়ক করিয়া সমুচিত অভিসম্ভাষণ করিলেন[৩১-৩৩] এবং প্রতি দিন প্রতি ক্ষণে আপনার সমক্ষে ইহাদিগের পুনঃপুন বহুবিধ পূজা করিতে লাগিলেন[৩৪]। হে রাজন্! সেইরূপ নিয়ম-নিবদ্ধ হইয়া তাঁহারা ও তাঁহাদিগের পার্ষ্ণিরক্ষক সৈনিকেরা সকলেই রাজার প্রিয়কার্য্য-সাধনে সমুৎসুক হইলেন[৩৫]।

দুর্য্যোধন-সৈন্যবিভাগে পঞ্চপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫৫ ॥

ষট্পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর দুর্য্যোধন সকল মহীপালগণের সহিত মিলিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে শান্তনুনন্দন ভীষ্মকে এই কথা বলিলেন[১], হে পিতামহ! সেনা-পতিবিরহে সুমহতী সেনাও সমর প্রাপ্ত হইয়া পিপীলিক-সমূহের ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন হয়[২]; কেন না দুই ব্যক্তির বুদ্ধি কোন ক্রমেই কখন সমান হয় না এবং পৃথক্ পৃথক্ সেনাপতিদিগের শৌর্য্যও পরস্পর স্পর্দ্ধা করে[৩]। হে মহাপ্রাজ্ঞ!

শ্রবণ করিয়াছি; ব্রাহ্মণ সকল কুশধ্বজ উচ্ছ্রিত করিয়া অমিত-তেজস্বী হৈহয়দিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন[৪]। তৎকালে বৈশ্য ও শূদ্রেরাও তাঁহাদিগের অনুগামী হইয়াছিল। এইরূপে এক দিকে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠগণ আর অন্য দিকে অপর বর্ণত্রয় মিলিত হইলেন[৫]। অনন্তর ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণত্রয় ক্ষত্রিয়গণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া পুনঃপুন পরাজিত হইতে লাগিলেন; সুতরাং ক্ষত্রিয়েরা এক পক্ষ হইয়াও ঐ বল-সমূহকে জয় করিলেন[৬]। তাহাতে দ্বিজসত্তমেরা ক্ষত্রিয়দিগকেই তাহার হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন এবং ধর্ম্মজ্ঞ ক্ষত্রিয়েরাও তাঁহাদিগকে এই যথার্থ উত্তর করিলেন[৭] যে, আমরা সমরে এক জন মহাবুদ্ধি-সম্পন্ন মানবের কথা শ্রবণ করি, কিন্তু আপনারা সকলেই স্বীয় স্বীয় বুদ্ধির বশবর্ত্তী[৮]। হে পিতামহ! অনন্তর সেই ব্রাহ্মণেরা নীতিকুশল ও শৌর্য্যশালী একজন ব্রাহ্মণকে সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিলেন এবং তাহাতে ক্ষত্রিয়দিগকে জয় করিতেও সমর্থ হইলেন[৯]। এইরূপে যাঁহারা সুদক্ষ, শূর, হিতৈষী ও পাপশূন্য কোন পুরুষকে সেনাপতি করেন, তাঁহারা সমরে শত্রুদিগকে জয় করিয়া থাকেন[১০]। আপনি শুক্রাচার্য্য-তুল্য, পিতার বরদানহেতু অন্যের অসংহার্য্য ও ধর্ম্মনিষ্ঠ, বিশেষত সততই আমার হিতাকাঙ্ক্ষী; অতএব যেমন কিরণশালিগণের আদিত্য, ওষধি সকলের চন্দ্রমা, যক্ষগণের কুবের, দেবগণের ইন্দ্র, পর্ব্বত সকলের সুমেরু, পক্ষিদিগের গরুড, অমরবর্গের কার্ত্তিকেয় এবং বসুগণের হুতাশন প্রধান নায়ক, সেইরূপ আপনিই আমাদিগের প্রধান সেনাপতি হউন[১১.১৩]; কেন না ইন্দ্ররক্ষিত অমরবৃন্দের ন্যায় আমরা আপনকার বাহুবলে রক্ষিত হইয়া দেবগণেরও অধর্ষণীয় হইব, সন্দেহ নাই[১৪]। আপনি দেব-সৈন্যের অগ্রযায়ী কুমারের ন্যায় আমাদিগের অগ্রে অগ্রে গমন করুন, আমরা মহাবৃষভের অনুগামী গোসকলের ন্যায়, আপনার অনুগমন করিব[১৫]।

ভীষ্ম কহিলেন, হে মহাবাহো! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা এই-রূপই বটে; কিন্তু আমার পক্ষে তোমরাও যেরূপ পাণ্ডবেরাও সেই-রূপ[১৬]। অতএব হে নরাধিপ! আমাকে তাহাদিগেরও শ্রেয় বাক্য বলিতে হইবে এবং স্বকৃত প্রতিজ্ঞানুসারে তোমার নিমিত্তেও যুদ্ধ করিতে হইবে[১৭]। সেই একমাত্র নরশ্রেষ্ঠ কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয়-ব্যতিরেকে ভূমণ্ডল-মধ্যে আমার তুল্য যোদ্ধাও আর দেখিতে পাই না[১৮]। সেই মহাবুদ্ধি পাণ্ডুতনয় ধনঞ্জয় বহুবিধ দিব্য অস্ত্র সকল অবগত হইয়াছেন; সুতরাং সমরে আমার সদৃশ হইতে পারেন, কিন্তু তিনি যুদ্ধস্থলে প্রকা-শিত হইয়া কখনই আমার সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবেন না[১৯]। আমি শস্ত্রবল-সহকারে ক্ষণ কালমধ্যেই সুরাসুর-রাক্ষস পরিবৃত এই সমস্ত জগৎকেই নির্ম্মনুষ্য করিতে পারি[২০]; কিন্তু হে জনাধিপ! পাণ্ডুপুত্রদি-গকে বিনাশ করা আমার কখনই সাধ্য নহে, অতএব আমি শস্ত্রপ্রয়োগ দ্বারা প্রতি দিন অন্য দশ সহস্র যোধগণকে নিহত করিব[২১]। হে কুরু-নন্দন! যদি সম্মুখ সমরে পূর্ব্বেই তাহারা আমাকে আহত না করে, তবেই এই রীতিক্রমে আমাদিগের নিধন সাধন করিব[২২]। হে রাজন্! আমি অপর এক নিয়ম-দ্বারা ইচ্ছানুসারে তোমার সেনাপতি হইব। সেই নিয়ম কি, তাহা শ্রবণ কর[২৩]। হয় কর্ণ অগ্রে যুদ্ধ করুন, না হয় আমি যুদ্ধ করি; কেননা এই সূত-পুত্র সমরে নিত্যই আমার সহিত অতিশয় স্পর্দ্ধা করেন[২৪]।

কর্ণ কহিলেন, রাজন্! গঙ্গানন্দন জীবিত থাকিতে আমি কদাচ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব না। ভীষ্ম নিহত হইলে গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুনের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইব[২৫]।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর দুর্য্যোধন বহুল-দক্ষিণা প্রদান-পূর্ব্বক ভীষ্মকে বিধি পূর্ব্বক সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করিলেন এবং তিনিও অভিষিক্ত হইয়া সমধিক শোভা সম্পন্ন হইলেন[২৬]। অনন্তর রাজা-

জ্ঞানুসারে পুরুষগণ অব্যগ্র হইয়া শত শত সহস্র সহস্র ভেরী ও শঙ্খ-ধ্বনি করিতে লাগিলেন[২৭]। বহুবিধ সিংহনাদ ও বাহনগণের শব্দ সমস্ত প্রাদুর্ভূত হইল। মেঘ শূন্য নভোমণ্ডল হইতে রুধির-বর্ষণ হইয়া কর্দ্দম হইল[২৮]। বজ্রাঘাত ও ভূমিকম্প হইতে লাগিল। বারণগণের বৃংহিত ধ্বনি-সমস্ত শ্রবণ করিয়া যাবতীয় যোধগণের মন নিতান্ত বিহ্বল হইতে লাগিল[২৯]। আকাশ হইতে দৈববাণী ও উল্কাপাত হইতে লাগিল এবং শিবা-সকলও ভয় বিজ্ঞাপন করত বারম্বার তীব্রতর শব্দ করিতে লাগিল[৩০]। হে রাজন্! রাজা দুর্য্যোধন যখন ভীষ্মকে সেনাপতি কার্য্যে অভিষিক্ত করিলেন, তখন এইরূপ শত শত ভয়ঙ্কর উৎপাত সমস্ত উপস্থিত হইল[৩১]।

পরবল-বিমর্দ্দন শান্তনুনন্দনকে সেনাপতি করণানন্তর কুরুরাজ দুর্য্যোধন ভূরি ভূরি গো ও নিষ্ক প্রদান-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে স্বস্তিবাচন করাইয়া ও তাঁহাদিগের জয়াশীর্ব্বাদে বর্দ্ধমান হইয়া সৈনিকগণ-সমভিব্যাহারে নির্গত হইলেন এবং ভীষ্মকে অগ্রে করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত সুমহৎ স্কন্ধাবার লইয়া কুরুক্ষেত্রে আগমন করিলেন[৩২-৩৪]। পরিশেষে তিনি কর্ণের সহিত সমস্ত কুরুক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করত সমতল দেশে শিবির নির্ম্মাণ করাইলেন[৩৫]। প্রভূত তৃণ-কাষ্ঠযুক্ত, মধুর ও উর্ব্বর প্রদেশে সন্নিবেশিত সেই শিবির অবিকল হস্তিনাপুরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল[৩৬]।

ভীষ্ম-সৈনাপত্যে ষট্‌পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ১৫৬ ॥

জনমেজয় কহিলেন, বুদ্ধিতে বৃহস্পতি-সদৃশ, ক্ষমায় পৃথিবীতুল্য, গাম্ভীর্য্যে সাগরসম, স্থৈর্য্যে হিমালয়-প্রতিম, ঔদার্য্যে প্রজাপতিসন্নিভ, তেজে ভাস্করোপম, শর বর্ষণদ্বারা মহেন্দ্রের ন্যায় শত্রুকুলের সংহার-

কারী, সকল মহীপালগণের উপরিবর্ত্তী, শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ, ভারতগণ-পিতামহ গঙ্গানন্দন মহাত্মা ভীষ্মকে অতিভীষণ লোম হর্ষণ বিস্তৃত যুদ্ধ-যজ্ঞে দীর্ঘকালের নিমিত্ত দীক্ষিত শ্রবণ করিয়া সকল-শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ মহাবাহু যুধিষ্ঠির তদ্বিষয়ে কি বলিলেন, ভীমার্জ্জুনই বা কি উক্তি করিলেন এবং কৃষ্ণই বা কি প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন[৫]।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, আপৎকার্য্য-কুশল বাগ্মি-শ্রেষ্ঠ মহাবুদ্ধি যুধিষ্ঠির সকল সহোদরগণকে ও সনাতন বাসুদেবকে সমানয়ন-পূর্ব্বক সুমধুর-সম্ভাষণে এই কথা বলিলেন, তোমরা যত্ন পূর্ব্বক সুসজ্জিত হইয়া সাবধানে অবস্থান কর এবং সমস্ত সৈন্যগণ-মধ্যে পরিভ্রমণ কর[৬]। অগ্রেই পিতামহের সহিত তোমাদিগের যুদ্ধ হইবে, অতএব আমার সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা-মধ্যে সপ্ত সেনাপতি নিযুক্ত কর[৮]।

কৃষ্ণ কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! এই উপস্থিত সময়ে ভবাদৃশ ব্যক্তির যেরূপ উক্তি করা উচিত, আপনি তদনুরূপ অর্থযুক্ত বাক্যই বলিলেন[৯]। হে মহাবাহো! ইহা আমার সম্পূর্ণ স্পৃহণীয় হইতেছে; অতএব এই অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করুন; আপনার সেনা-মধ্যে সাত জন নায়ক নির্দ্দিষ্ট করুন[১০]।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির দ্রুপদ, বিরাট, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ধৃষ্টকেতু, শিখণ্ডী ও মগধাধিপতি সহদেব, যুদ্ধাভিকাঙ্ক্ষী এই সপ্ত মহাভাগ বীরগণকে আনয়ন করিয়া বিধিপূর্ব্বক সেনাপত্যে অভিষিক্ত করিলেন; যিনি দ্রোণ-বিনাশের নিমিত্ত প্রদীপ্ত হুতাশন হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, সেই ধৃষ্টদ্যুম্নকে সর্ব্ব-সেনাপতি করিলেন এবং সেই সমস্ত মহাত্মা সেনাপতিগণের উপরে গুড়াকেশ ধনঞ্জয়কে আধিপত্য প্রদান করিলেন। বলরামানুজ ধীমান্ শ্রীমান্ জনার্দ্দন সেই অর্জ্জুনেরও নায়ক ও অশ্বনিয়ন্তা হইলেন।

মহারাজ! নীলপট্টাম্বরধারী কৈলাস-শিখর-সদৃশ, মদলোহিত-লো-

চনাস্ত, সিংহলীলা-গতি, মহাবাহু, শ্রীমান্ হলায়ুধ বলদেব সেই মহা-বিধ্বংসকর উপস্থিত যুদ্ধ সন্নিহিত অবলোকন করিয়া দেবগণ-রক্ষিত বাসবের ন্যায়, অক্রূর, উদ্ধব, গদ, শাম্ব, প্রদ্যুম্ন ও চারুদেষ্ণ-প্রভৃতি বলোদ্ধত, সমাপতি শার্দ্দূল-সঙ্ঘসদৃশ, প্রধান প্রধান বৃষ্ণিগণ-কর্ত্তৃক অভিরক্ষিত হইয়া পাণ্ডবগণের আবাস ভবনে প্রবেশ করিলেন। তাঁ-হাকে সমাগত সন্দর্শন করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, মহাদ্যুতি কেশব, ভীম-কর্ম্মা বৃকে র, গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয় ও অন্যান্য রাজগণ সকলেই অভ্যুত্থান-পূর্ব্বক তাঁহার যথাযোগ্য সমাদর করিলেন। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির পাণিদ্বারা তাঁহার করস্পর্শ করিলেন এবং বাসুদেব-প্রভৃতি সকলেই তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। অরিন্দম হলায়ুধ বয়োবৃদ্ধ বিরাট ও দ্রুপদকে অভিবাদন করিয়া যুধিষ্ঠিরের সহিত উপবেশন করিলেন। অনন্তর সেই পার্থিবগণ সর্ব্ব দিকে উপবিষ্ট হইলে রো-হিনী-নন্দন বলদেব বাসুদেবের প্রতি দৃষ্টি পাত করিয়া কহিলেন[১১.২৪], এই মহাভয়ঙ্কর দারুণ পুরুষ-ক্ষয় উপস্থিত হইবে; আমি বোধ করি ইহা নিশ্চয়ই দৈবনির্ব্বন্ধ, কোন ক্রমে অতিক্রম করিবার সাধ্য নাই[২৫]। এক্ষণে আমার মনন এই যে তোমাদিগকে সুহৃজ্জনগণ সহ এই যুদ্ধ হইতে সম্যক্‌রূপে উত্তীর্ণ, অরোগ ও অক্ষতদেহ অবলোকন করি[২৬]। পৃথিবীস্থ সমস্ত ক্ষত্রিয়কুল কালপক্ক হইয়াই সমবেত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। মাংস-শোণিত-কর্দ্দমময় মহান্ বিমর্দ্দ অবশ্যই উপস্থিত হই-বে[২৭]। হে ভরতনন্দন যুধিষ্ঠির! আমি নির্জ্জনে বাসুদেবকে পুনঃপুন বলিয়াছিলাম যে, হে মধুসূদন! পাণ্ডবেরা আমাদিগের যেরূপ, রাজা দুর্য্যোধনও সেইরূপ; অতএব সমান সম্বন্ধিগণে সমান ব্যবহার কর;—দুর্য্যোধনকেও সাহায্য প্রদান কর;—যেহেতু তিনিও তদর্থে পুনঃপুন সমাগত হইতেছেন[২৮-২৯]। কিন্তু তোমার নিমিত্তে মধুসূদন আমার সে বাক্য রক্ষা করিলেন না; ধনঞ্জয়ের মুখাবেক্ষা করিয়া

ইনি তোমাতেই সর্ব্বভাবে নিবিষ্ট হইয়াছেন[৩০]। পাণ্ডবগণের যে নিশ্চয়ই জয় হইবে, ইহা আমার নিশ্চিত বোধ হইতেছে, কেন না বাসুদেবের সেইরূপই অভিনিবেশ[৩১]। আমিও কৃষ্ণ বিনা জীবলোক সন্দর্শনে উৎসাহী হইতে পারি না, এই নিমিত্তই কেশবের অভিপ্রেত বিষয়ের অনুবর্ত্তন করিতেছি[৩২]। গদা-যুদ্ধবিশারদ বীরবর ভীম ও নরপতি দুর্য্যোধন, উভয়েই আমার শিষ্য; সুতরাং উভয়ের প্রতিই আমি সমান স্নেহান্বিত[৩৩]। অতএব সংপ্রতি আমি সরস্বতীর তীর্থসেবনার্থে গমন করিব; কৌরবদিগকে সমক্ষে বিনষ্ট হইতে অবলোকন করিয়া উপেক্ষা করিতে পারিব না[৩৪]।

মহাবাহু বলরাম এইরূপ সম্ভাষণ করিয়া পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া মধুসূদনকে নিবর্ত্তন-পূর্ব্বক তীর্থযাত্রায় গমন করিলেন[৩৫]।

বলদেব-তীর্থযাত্রাগমনে সপ্তপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ইত্যবসরে সাক্ষাৎ ইন্দ্রসখা দক্ষিণাত্যপতি অতিযশস্বী হিরণ্যরোমা ভোজনরপতি মহাত্মা ভীষ্মকের পুত্র, দিঙ্মণ্ডলে রুক্মীনামে বিখ্যাত, সত্যসংকল্প মহাবাহু নরপতি জলদ-নিস্বন বিজয়ধনু লাভ করিয়া যেন সমস্ত জগতের ভয়োৎপাদন করত পাণ্ডবগণ-সন্নিধানে যাত্রা করেন। তিনি গন্ধমাদনবাসী কিন্নরগণের মধ্যে প্রধান দ্রুমের শিষ্য হইয়া তাঁহার নিকট হইতে চতুষ্পাদ ধনুর্ব্বেদ সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তেজে গাণ্ডীব ও শার্ঙ্গ ধনুর তুল্য দিব্যলক্ষণ-যুক্ত বিজয়-নামক মাহেন্দ্র ধনু লাভ করিয়াছিলেন। স্বর্গবাসিগণ-মধ্যে বরুণের গাণ্ডীব, মহেন্দ্রের বিজয় ও বিষ্ণুর শার্ঙ্গ, এই তিন ধনুকই দিব্য ও অতি তেজস্বী বলিয়া বিখ্যাত; তন্মধ্যে পরসেনা-

ভয়াবহ শার্ঙ্গ শরাসন কৃষ্ণ ধারণ করিতেন, ইন্দ্রনন্দন অর্জ্জুন খাণ্ডব বনে পাবকের নিকট হইতে গাণ্ডীব লাভ করিয়াছিলেন, আর মহাতেজা রুক্মী দ্রুমের নিকটে বিজয় ধনু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হৃষীকেশ মুরদৈত্যের যোজিত অস্ত্রময় পাশ-সমস্ত ছেদন-পূর্ব্বক বল-দ্বারা ঐ দৈত্যকে নিহত করিয়া এবং ভূমিপুত্র নরকাসুরকে নিঃশেষে জয় করিয়া অদিতির মণিকুণ্ডল-যুগল আহরণ করত ষোড়শ সহস্র রমণী, বিবিধ রত্ন ও উত্তম শার্ঙ্গ ধনুঃ প্রাপ্ত হন। স্ববাহুবল-গর্ব্বিত বীরবর রুক্মী পূর্ব্বে ধীসম্পন্ন বাসুদেবের রুক্মিণী-হরণ সহ্য করিতে না পারিয়া "আমি জনার্দ্দনকে বিনষ্ট না করিয়া নিবৃত্ত হইব না" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রবৃদ্ধা গঙ্গার ন্যায় সুদূর-বিস্তৃতা বিচিত্র আয়ুধ ও বর্ম্মযুক্তা মহতী চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে সর্ব্বশস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণের অনুসরণ করিয়াছিলেন, পরে ঐ যোগীশ্বর প্রভু বৃষ্ণিনন্দনকে প্রাপ্ত হইয়া পরাজিত ও লজ্জিত হইয়া কুণ্ডিরাজ নিকটে আগমন করিয়াছিলেন। পরবীরহন্তা রুক্মী যে স্থলে কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক সমরে পরাজিত হন[১-১৪], তথায় ভোজকট নামে একটি উত্তম নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মহারাজ! প্রভূত-গজ-বাজি-সম্বলিত সুমহৎ সৈন্যযুক্ত ঐ নগর পৃথিবীতে ভোজকট নামে বিখ্যাত আছে। সেই মহাবীর্য্য ভোজরাজ বিপুল সৈন্যগণে পরিবারিত হইয়া এক অক্ষৌহিণী সমভিব্যাহারে সহসা পাণ্ডবগণ-সমীপে আগমন করিলেন। অনন্তর সেই কবচী, ধন্বী, তলধারী, খড়্গী, শরাসনী রুক্মী পাণ্ডবগণের বিদিত হইয়া বাসুদেবের প্রিয় করণেচ্ছায় আদিত্যবর্ণ ধ্বজের সহিত মহাচমূ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন[১৫-১৮]। তখন রাজা যুধিষ্ঠির দূর হইতে প্রত্যুদ্গমন করিয়া তাঁহার যথোচিত পূজা করিলেন। রুক্মী পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক যথা ন্যায়ে পূজিত ও সুসংস্তুত হইয়া[১৯] এবং তাঁহাদিগের সকলকে প্রতি পূজা করিয়া সৈনিক-সহ বিশ্রামানন্তর বীরগণ-মধ্যে কুন্তিনন্দন ধনঞ্জয়কে

কহিলেন[২০], হে পাণ্ডব! তুমি এই সমস্ত সহায় সম্পন্ন হইয়াও যদি যুদ্ধ করিতে ভীত হইয়া থাক, তাহা হইলে আমি তোমারে শত্রু-দিগের অসহ্য বিষয়ও সহ্য করিব[২১]। এই পৃথিবীতে বিক্রমে আমার তুল্য কোন পুরুষই বিদ্যমান নাই। হে পাণ্ডব! সমরে তুমি আমাকে যে অংশ প্রদান করিবে, আমি তাহাই নিহত করিব[২২]; দ্রোণ, কৃপ, ভীষ্ম কি কর্ণ, সকলকেই বিনষ্ট করিব। অথবা এই সমস্ত রাজবর্গ নিশ্চেষ্ট হইয়া অবস্থান করুন, আমি একাকীই সংগ্রামে শত্রুগণকে বধ করিয়া তোমারে পৃথিবী প্রদান করিব।

ধীমান্ ধনঞ্জয় ধর্ম্মরাজ ও কেশবের সন্নিধানে এবং নরেন্দ্রগণ ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়-বর্গের সমক্ষে এইরূপ উক্ত হইয়া যুধিষ্ঠিরও বাসু-দেবের মুখাবলোকন করিয়া সখি ভাব প্রকাশ পূর্ব্বক সহাস্য-বদনে তাঁহাকে এই কথা কহিলেন, "হে বীর! আমি কৌরবকুলে উৎপন্ন, বিশেষত পাণ্ডুর পুত্র হইয়া এবং দ্রোণাচার্য্যের শিষ্য, বাসুদেব-সহায় সম্পন্ন ও গাণ্ডীবধারী হইয়া "ভীত হইয়াছি" এ কথা কি প্রকারে বলিতে পারি[২৩-২৩]? ঘোষযাত্রা সময়ে যখন সুমহাবল গন্ধর্ব্বগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলাম, তখন কোন্ ব্যক্তি আমার সহায় ও সখা হইয়াছিল[২৪]? খাণ্ডবারণ্যে সেই দেব-দানব-সমাকুল ঘোরতর সংগ্রামে যখন যুদ্ধ করিয়াছিলাম, তখন কে আমার সহায় হইয়াছিল[২৯]? যখন নিবাতকবচ ও কালকেয় দানবগণের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলাম, তখন কে আমার সহায় হইয়াছিল[৩০]? অপিচ বিরাটনগরে যৎকালে বহু-সংখ্যক কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলাম, তখনই বা কে আমার সহায় হইয়াছিল[৩১]? যুদ্ধ নিমিত্ত রুদ্র, মহেন্দ্র, কুবের, যম, বরুণ, হুতাশন, কৃপ, দ্রোণ ও মাধবকে আরাধনা করিয়া, দিব্য তে-জোময় সুদৃঢ় গাণ্ডীব-শরাসন ধারণ করিয়া এবং অক্ষয্য শর-সংযুক্ত ও দিব্যাস্ত্র-পরিগ্রহ করিয়াও "ভীত হইয়াছি" এই যশোবিলোপী

বাক্যটি সাক্ষাৎ বজ্রধারী পুরন্দরকেও মাদৃশ ব্যক্তি কি প্রকারে বলিতে পারে? হে নরশার্দ্দূল! আমি ভীত হই নাই এবং আমার সহায়েরও প্রয়োজন নাই; অতএব হে মহাবাহো! আপনার ইচ্ছা ও সুযোগানুসারে হয় অন্যত্র গমন করুন, না হয় এই স্থানে অবস্থিত হউন[৩২ ৩৫]।

হে ভরতর্ষভ! অনন্তর রুক্মী সেই সাগর-সদৃশ সৈন্য নিবর্ত্তন-পূর্ব্বক দুর্য্যোধনের সমীপেও সেইরূপে গমন করিলেন[৩৬], তাঁহাকেও সেইরূপ কহিলেন এবং সেই শূরমানী দুর্য্যোধনও সেইরূপে প্রত্যাখ্যান করিলেন[৩৭]। অতএব বৃষ্ণিকুল-সম্ভূত রোহিণীনন্দন বলদেব ও বসুধাধিপ রুক্মী, এই দুই জন মাত্র যুদ্ধ হইতে অবগত হইয়াছিলেন[৩৮]। রাম তীর্থযাত্রায় গমন করিলে এবং ভীষ্মক-পুত্র সেইরূপে প্রতিনিবৃত্ত হইলে পর পাণ্ডবেরা পুনর্ব্বার মন্ত্রনার্থে উপবেশন করিলেন[৩৯]। মহারাজ! পার্থিবগণ-সমাকুল ধর্ম্মরাজের সেই সভা তারকাপুঞ্জ-বিচিত্রিত দ্বিজরাজ-বিরাজিত নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল[৪০]।

রুক্মি-প্রত্যাখ্যানে অষ্টপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫৮ ॥

ঊনষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজর্ষভ! কুরুক্ষেত্রে সৈন্য সকল সেইরূপে ব্যূহবদ্ধ হইলে কৌরবগণ কালপ্রেরিত হইয়া কি কহিয়াছিলেন[১]?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সৈন্যগণ সেই রূপে ব্যূহবদ্ধ হইয়া প্রস্তুত থাকিলে ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে এই কথা কহিলেন[২], হে সঞ্জয়! আগচ্ছ, কুরু পাণ্ডবগণের সেনা-নিবেশ বিষয়ে যে সকল বি-

ষয় অনুষ্ঠিত হইয়াছে; তৎসমুদায় সম্পূর্ণ-রূপে আমার নিকটে ব্যক্ত কর[৩]। আমি পুরুষকারকে অনর্থক বিবেচনা করিয়া দৈবকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতেছি; যেহেতু বিনাশ-ফল যুদ্ধ-দোষ সমস্ত বোধগম্য করিয়াও[৪] নিকৃষ্ট-বুদ্ধি দ্যূতদেবী পুত্রকেও বারণ করিতে পারিতেছি না এবং আপনারও হিতসাধনে সমর্থ হইতেছি না[৫]। হে সূত! আমার বুদ্ধি দোষানুদর্শিনী হইয়া থাকে; কিন্তু দুর্য্যোধনকে প্রাপ্ত হইয়া তাহা পুনরায় পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়[৬]। অতএব হে সঞ্জয়! এরূপ অবস্থায় যাহা হইবার তাহা অবশ্যই হইবে; সমরে শরীর পরিত্যাগ করাও ক্ষত্রিয়ের প্রশংসিত ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত[৭]।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনি যাহা ইচ্ছা করিতেছেন, ইহা আপনার উপযুক্ত প্রশ্ন বটে; কিন্তু এই দোষটি দুর্য্যোধনের উপরে আরোপিত করা আপনার উচিত নহে[৮]। হে রাজন্! আমি নিঃশেষে বলিতেছি শ্রবণ করুন। যে ব্যক্তি আপনার দুশ্চরিত-হেতুক অশুভ প্রাপ্ত হয়; সে কালবা দৈবকে তাহার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে কদাচ সমর্থ হয় না[৯]। মহারাজ! মনুষ্যগণ-মধ্যে যে ব্যক্তি সর্ব্ব প্রকার নিন্দনীয় কর্ম্মের আচরণ করে, সে গর্হিতাচরণ করত সকল লোকেরই বধার্হ হয়[১০]। হে মনুজশ্রেষ্ঠ! পাণ্ডবেরা দ্যূতক্রীড়ায় পরাভব প্রাপ্ত হইয়া কেবল আপনার প্রতীক্ষাতেই অমাত্যগণের সহিত অবমান ও তিরস্কার সমস্ত সহ্য করিয়াছিলেন[১১]। সম্প্রতি সংগ্রামে তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও অমিত-তেজস্বী রাজগণের বিধ্বংস হইবার যে রূপে সূত্রপাত হইল, তাহা সর্ব্বতোভাবে আমার নিকটে শ্রবণ করুন[১২]। হে মহাপ্রাজ্ঞ! মহাযুদ্ধে সকল লোক সংহারের যথাভূত মূল বৃত্তান্ত সুস্থিরচিত্তে শ্রবণ-পূর্ব্বক এইরূপ অবধারণ করুন যে পুরুষ কখন শুভাশুভ কর্ম্মের স্বয়ং কর্ত্তা হন না; দারুযন্ত্রের ন্যায় অস্বতন্ত্র হইয়াই ক্রিয়মাণ হয়েন[১৩.১৪]। শুভাশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান বিষয়ে ত্রিবিধ মত দৃষ্ট

হয়। কেহ কেহ বলেন, লোকে ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মই করিয়া থাকে; কেহ কেহ বলেন, যদৃচ্ছাক্রমেই করে; আর অপর কেহ কেহ বলেন, যে বর্ত্তমান কর্ম্মের অনুষ্ঠান বিষয়ে পূর্ব্বজন্ম-কৃত কর্ম্ম-সকলের প্রয়োজকতা থাকে, অতএব আপনি এক্ষণে বিপদাপন্ন হইয়াও স্থির চিত্তে সমর বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন[১৫]।

সঞ্জয়-বাক্যে সৈন্যনির্যাণ প্রকরণ ও ঊনষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৫৯॥

উলূক দূতাগমন প্রকরণ।

ষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাত্মা পাণ্ডবেরা হিরণ্বতী নদী সমীপে অবস্থান করিলে কৌরবেরাও তথায় যথাবিধি অনুসারে প্রবেশ করিলেন[১]। প্রতাপশালী রাজা দুর্য্যোধন তথায় শিবির সন্নিবেশ করিয়া, নৃপতিগণকে সম্মানিত করিয়া এবং রক্ষক সৈন্য বিন্যাস-পূর্ব্বক যোধগণের রক্ষণীয় দ্রব্যজাতের রক্ষা বিধান করিয়া পরিশেষে কর্ণ, দুঃশাসন ও শকুনিকে আনয়ন-পূর্ব্বক মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হইলেন। হে ভারত! দুর্য্যোধন কর্ণের সহিত সম্ভাষণ করিয়া এবং কর্ণ, দুঃশাসন ও শকুনির সহিত মন্ত্রণা করিয়া নির্জ্জনে উলূককে আহ্বান-পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন, "হে কিতবনন্দন উলূক! তুমি সোমক সহ পাণ্ডবগণ সমীপে গমন কর এবং গমন করিয়া বাসুদেবের শ্রবণ-গোচরে অর্জ্জুনকে আমার এই কথা কহিবে যে, বহু বর্ষ পর্য্যন্ত যাহা চিন্তিত হইয়াছে, সেই সর্ব্বলোক-ভয়ঙ্কর কুরুপাণ্ডব-যুদ্ধ এই উপস্থিত হইল। হে কৌন্তেয়! তুমি বাসুদেব-সহকৃত হইয়া অনুজগণের সহিত গর্জ্জন করিতে করিতে যে সুমহৎ শ্লাঘা-বাক্যের উক্তি করিয়াছিলে,

যাহা সঞ্জয় আগমন করিয়া কৌরবগণ-মধ্যে ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহার সময় এই সমাগত হইয়াছে[২-৯]; অতএব তোমরা যে রূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, সম্প্রতি তাহা প্রতিপালন কর।" হে উলূক! ভ্রাতৃগণ ও যাবতীয় সোমক ও কেকয়গণের সহিত সমবেত জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবকেও আমার বাক্যে এই কথা কহিবে যে, "প্রসিদ্ধ ধার্ম্মিক হইয়া তুমিই বা কি বলিয়া অধর্ম্মে মন করিতেছ[১০-১১]?—নৃশংসের ন্যায় কি প্রকারে সমস্ত জগতের বিনাশ ইচ্ছা করিতেছ? আমার মনে হয়, তুমি সর্ব্বভূতের অভয় দাতাই হইবে[১২]। হে ভরতর্ষভ! শ্রবণ করা যায়, পূর্ব্বে দেবতারা রাজ্য হরণ করিলে পর প্রহ্লাদ এই একটি শ্লোক পাঠ করিয়াছিলেন[১৩], 'হে দেবগণ! যে ব্রতের দর্ভপাণিত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মচিহ্ন উচ্ছ্রিত ধ্বজের ন্যায় প্রকাশিত থাকে, কিন্তু পাপ কর্ম্ম সমস্ত প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করে, তাহার সেই ব্রতকে বিড়ালের ব্রত কহে[১৪]'। হে নরাধিপ! এই বিষয়ে নারদ আমার পিতার নিকটে এই উত্তম আখ্যান বর্ণন করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমি তোমার নিকটে ইহার আবৃত্তি করিতেছি, শ্রবণ কর[১৫]।

"হে রাজন্! কোন সময়ে একটা দুষ্টাত্মা মার্জ্জার সর্ব্বকর্ম্মে বিরত হইয়া গঙ্গা-তীরে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া অবস্থিত ছিল[১৬]। সে জন্তুগণের বিশ্বাসের নিমিত্ত অহিংসা পরায়ণ হইয়া 'আমি ধর্ম্মাচরণ করিতেছি' সকল প্রাণীকেই এই কথা বলিত[১৭]। হে বিশাম্পতে! এইরূপে বহুকাল গত হইলে অণ্ডজেরা তাহার প্রতি বিশ্বাস করিল এবং সকলে সমবেত হইয়া ঐ বিড়ালের বিস্তর প্রশংসা করিতে লাগিল[১৮]। পক্ষিভোজী মার্জ্জার সেই পক্ষিগণ-কর্তৃক পূজ্যমান হইয়া মনে করিল যে, এত কালের পর আমার তপস্যার ফল ও কার্য্যোদ্ধার হইল[১৯]। হে ভারত! অনন্তর দীর্ঘকালের পর মূষিকেরাও সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং সেই ব্রতচারী ধার্ম্মিককে দম্ভযুক্ত মহাকার্য্যে

অভিনিবিষ্ট দৃষ্টি করিল। হে রাজন্! তাহাতে নিশ্চয় জ্ঞান হওয়াতে তাহাদের এই মতি হইল, যে, আমাদিগের অনেক শত্রু আছে, অতএব ইনি আমাদের মাতুল হইয়া বালক বৃদ্ধ সকলের সতত রক্ষা করুন[২০-২২]। এইরূপ মনঃস্থ করিয়া তাহারা বিড়ালের সন্নিহিত হইয়া এই কথা বলিল, যে, আপনার প্রসাদে আমরা যথা-সুখে বিচরণ করিতে অভিলাষ করি[২৩]; আপনি আমাদিগের অব্যাহতা গতি এবং আপনিই আমাদিগের পরম বন্ধু; একারণ আমরা সকলে মিলিত হইয়া আপনার শরণাগত হইলাম[২৪]; আপনি ধর্ম্ম-পরায়ণ এবং নিরন্তর ধর্ম্মেই ব্যবস্থিত আছেন; অতএব হে মহাপ্রাজ্ঞ! বজ্রধারী পুরন্দর যেমন দেবগণকে রক্ষা করেন, সেইরূপ আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন[২৫]। হে বিশাম্পতে! সেই মূষিকান্তকারী মার্জ্জার মূষিকগণকর্ত্তৃক সেইরূপ উক্ত হইয়া তাহাদিগকে প্রত্যুত্তর করিল[২৬], যে, তপস্যা ও রক্ষা, এই দুই কর্ম্মের এককালীন অনুষ্ঠান নয়ন গোচর হয় না; কিন্তু হিতসাধনের নিমিত্ত তোমাদিগের এই বাক্য আমাকে অবশ্যই রক্ষা করিতে হইবে এবং আমার বাক্যও তোমাদিগের নিত্য প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য; আমি দৃঢ়ব্রতে অবস্থিত হইয়া তপস্যায় পরিশ্রান্ত হই[২৮], সুতরাং বিশেষ রূপ চিন্তা করিয়াও গমনের কোন শক্তি দেখিতে পাইতেছি না; অতএব অতঃপর সর্ব্বদা তোমরা আমাকে নদীকূলে লইয়া গমন করিবে[২৯]। হে ভরতর্ষভ! মূষিকেরাও 'তাহাই হইবে' এই রূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া সেই মার্জ্জারের নিকটে বৃদ্ধ ও বালক সকল সমর্পণ করিল[৩০]। অনন্তর সেই পাপবুদ্ধি দুষ্টাত্মা মার্জ্জার মূষিক সকলকে ভক্ষণ করত স্থূলদেহ, সুবর্ণ ও দৃঢ়বন্ধ হইতে লাগিল[৩১]। এইরূপে মূষিকেরা অতিশয় ক্ষয় পাইতে লাগিল এবং সেই মার্জার বলবান্ ও তেজোযুক্ত হইয়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিল[৩২]। অনন্তর এক দিন মূষিক সকল একত্র সমবেত হইয়া পরস্পর এই কথা

কহিল, যে, মাতুল নিত্য নিত্য বৃদ্ধি পাইতেছেন আর আমরা অতিশয় ক্ষীণ হইতেছি[৩৩]। হে রাজন্! অনন্তর ডিণ্ডিক নামে কোন বুদ্ধিমান্ মূষিক সেই অসঙ্খ্য মূষিক-সমুদায়কে এই কথা বলিল[৩৪], যখন তোমরা বিশেষ-রূপে মিলিত হইয়া নদী-তীরে গমন করিবে, তৎকালে আমি মাতুলের সহিত তোমাদিগের পশ্চাতে গমন করিব[৩৫]। তখন 'সাধু সাধু' এই কথা বলিয়া সকলেই তাহার প্রশংসা করিল এবং ডিণ্ডিকের সেই অপযুক্ত বাক্য যথান্যায়ে প্রতিপালন করিল[৩৬]। অনন্তর মার্জ্জার অনভিজ্ঞতা-প্রযুক্ত ডিণ্ডিককে ভক্ষণ করিলে মূষিকেরা সকলে একত্রিত হইয়া নির্জ্জনে মন্ত্রণা করিতে লাগিল[৩৭]। হে রাজন্! কোকিল নামা একটি বৃদ্ধতম মূষিক জ্ঞাতিগণ-মধ্যে এই যথার্থ বাক্যের উক্তি করিল[৩৮], যে, মাতুল ধর্ম্মকামী নহেন, আমাদিগের শত্রু হইয়াও কেবল ছলনার নিমিত্তে মিত্রভাব অবলম্বন করিয়াছেন; যে ব্যক্তি ফল মূল ভক্ষণ করে, তাহার বিষ্ঠা কখন লোমযুক্ত হয় না[৩৯]; দেখ, ইহাঁর কলেবর প্রতিদিন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে এবং মূষিকগণ ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে, বিশেষত অদ্য সাত আট দিন হইল, ডিণ্ডিককে দেখিতে পাওয়া যায় না[৪০]। কোকিলের এই কথা শ্রবণ করিয়া সকল মূষিকেরাই ইতস্তত পলায়ন-পরায়ণ হইল এবং দুষ্টাত্মা মার্জ্জারও স্বস্থানে প্রস্থান করিল[৪১]। অতএব রে দুষ্টাত্মন্! তুমিও সেই মার্জ্জার-ব্রত অবলম্বন করিয়াছ,—মূষিকগণ মধ্যে মার্জ্জার যেমন আচরণ করিয়াছিল, তুমিও জ্ঞাতিবর্গ-মধ্যে সেইরূপ আচরণ করিতেছ[৪২]। তোমার বাক্যে এক প্রকার প্রকাশ পায়, কর্ম্ম অন্য প্রকার দৃষ্ট হয়, তোমার বেদাধ্যয়ন ও শান্তি কেবল লোক-সমীপে দম্ভপ্রকাশের নিমিত্ত মাত্র[৪৩]। হে রাজন্! তুমি ধর্ম্মিষ্ঠ বলিয়া বিখ্যাত, অতএব এই কাপট্য পরিহার-পূর্ব্বক ক্ষত্রধর্ম্মে সমাশ্রিত হইয়া সমস্ত কার্য্য কর[৪৪]। হে ভরতসত্তম! বাহুবীর্য্য-দ্বারা পৃথিবী লাভ ক-

রিয়া দ্বিজাতিগণ ও পিতৃগণকে যথোচিত দান কর[৪৫]। তোমার মাতা বহু বৎসর ক্লেশ পাইয়াছেন, অতএব তাঁহার হিতসাধনে যত্ন-পরায়ণ হইয়া সমরে শত্রু জয়-পূর্ব্বক তদীয় নেত্রজল মার্জ্জন এবং পরম সম্মান আহরণ কর[৪৬]। তুমি যত্ন করিয়া পাঁচখানি গ্রাম প্রার্থনা করিয়াছিলে, কিন্তু আমরা 'কিরূপে পাণ্ডবদিগকে কোপিত করিব, কি প্রকারে সমরে যুদ্ধ করিব' এই মনে করিয়াই তাহা প্রদান করি নাই[৪৭]। আমি তোমার নিমিত্ত দুষ্ট স্বভাব বিদুরকে পরিত্যাগ করিয়াছি। এক্ষণে আপনি জতু গৃহ দাহ বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া পুরুষকার অবলম্বন কর[৪৮]। হে নরাধিপ! তুমি কুরুসভায় আগমন সময়ে কৃষ্ণকে কহিয়াছিলে যে, আমি শান্তি ও সমর উভয়ের নিমিত্তেই এই অবস্থিত আছি, এক্ষণে সেই সমরের সময় এই সমাগত হইয়াছে। হে যুধিষ্ঠির! যুদ্ধের নিমিত্ত আমি এই সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি[৪৯.৫০]। ক্ষত্রিয় ব্যক্তি যুদ্ধ অপেক্ষা আর কি পরম লাভ জ্ঞান করিতে পারেন? হে ভরতর্ষভ! তুমি ক্ষত্রিয়-কুলে জন্মগ্রহণ, পৃথিবীতে খ্যাতিলাভ এবং দ্রোণ কৃপাচার্য্য হইতে অস্ত্র শিক্ষা করিয়া সমান জন্ম ও সমান বল-সত্বেও কি নিমিত্ত বাসুদেবকে আশ্রয় করিলে[৫১.৫২]?

হে উলূক! তুমি পাণ্ডবগণ-সমীপে বাসুদেবকেও এই কথা বলিও, যে, তুমি আত্মার্থে ও পাণ্ডবার্থে যত্নপর হইয়া আমার সহিত প্রতিযুদ্ধ কর[৫৩]। পূর্ব্বে সভামধ্যে মায়া-দ্বারা যে রূপ ধারণ করিয়াছিলে, পুনরায় সেই রূপ ধারণ করিয়া অর্জ্জুনের সহিত আমার অভিমুখে ধাবিত হও[৫৪]। ইন্দ্রজাল, মায়া কি কুহক সমস্ত ভয়ঙ্কর হয় বটে, কিন্তু সমরে গৃহীতাস্ত্র ব্যক্তির নিকটে ভয়জনক হওয়া দূরে থাকুক বরং কোপাবহই হইয়া থাকে[৫৫]। আমরাও মায়াবলে নিজ শরীরে বহুতর রূপ প্রদর্শন করত স্বর্গে ও নভোমণ্ডলে গমনার্থে উৎসাহ করিতে পারি এবং রসাতল কি ইন্দ্রপুরেও প্রবেশ করিতে সমর্থ হই। পরন্তু মায়া

ও ভয়প্রদর্শনাদি বশীকরণ প্রকার সমূহ-দ্বারা যে সিদ্ধি, তাহা পুরুষকার-সম্পন্ন মনুষ্যের বুদ্ধিগম্য হইতে পারে না. কেন না বিধাতাই মানস-মাত্রে সমস্ত প্রাণীকে বশবর্ত্তী করেন, অপরে নহে। হে বৃষ্ণিনন্দন! তুমি যে বলিয়া থাক, আমি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগকে সমরে সংহার করিয়া পাণ্ডবগণকে উত্তম রাজ্য প্রদান করিব এবং সঞ্জয় আমার নিকটে তোমার "মৎ-সহকৃত সব্যসাচী পার্থের সহিত তোমাদিগের শত্রুতা" এইরূপ যে সকল বাক্য উক্ত করিয়াছিলেন, সম্প্রতি পাণ্ডবার্থে পরাক্রমী হইয়া তৎসমুদায় প্রতিপালন করত সত্যপ্রতিজ্ঞ হও[৫৬-৬০]। সমরে যত্নপরায়ণ হইয়া যুদ্ধ কর। আমরা দেখি, তুমি একবার পুরুষ হও। যে ব্যক্তি শত্রুকে বিশেষ রূপে বিদিত হইয়া বিশুদ্ধ পৌরুষ অবলম্বন-পূর্ব্বক শত্রুগণের শোক বর্দ্ধন করেন, তিনিই সুজীবনে জীবিত থাকেন। হে কৃষ্ণ! লোক-মধ্যে অকস্মাৎ তোমার মহৎ যশ বিখ্যাত হইয়াছে[৬১-৬২], কিন্তু পুংস্ত্বযুক্ত অনেক নপুংসকও যে আছে, তাহা এক্ষণে জানা যাইবে। তুমি মহারাজ কংসের ভৃত্য; তোমার সহিত যুদ্ধ করা আমার সমকক্ষ ভূপালগণের কদাচ উচিত হয় না।

হে উলূক! সেই শৃঙ্গহীন বৃষভ-তুল্য, মূর্খ, বহুভোজী, বিদ্যা-শূন্য ভীমসেনকেও পুনঃপুন আমার এই কথা বলিও, যে, হে পার্থ! পূর্ব্বে বিরাটনগরে তুমি যে বল্লভ নামে বিখ্যাত সূপকার হইয়াছিলে, সে কেবল আমারই পৌরুষ। পূর্ব্বে সভা-মধ্যে তুমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তাহা যেন মিথ্যা না হয়[৬৩-৬৬]। এক্ষণে যদি তুমি সমর্থ হও; দুঃশাসনের শোণিত পান কর। হে কৌন্তেয়! তুমি যে বলিয়া থাক, আমি সংগ্রামে ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে ত্বরায় নিহত করিব, তাহার কাল এই আগত হইয়াছে। হে ভারত! তুমি ভক্ষ, ভোজ্য ও পেয় বিষয়েই পুরস্কারার্হ[৬৭-৬৮]; ভোজন করা কোথায় আর যুদ্ধ করাই বা কোথায়?

এস পুরুষ হইয়া যুদ্ধ কর। হে ভারত! তুমি গতাসু হইয়া গদা আ-লিঙ্গন-পূর্ব্বক নিশ্চয়ই ভূতলশায়ী হইবে[৬৯]। হে বৃকোদর! সভা-মধ্যে তোমার সেই যে আস্ফালন, তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।

হে উলূক! তুমি নকুলকেও আমার বাক্যে বলিও, যে, হে ভারত! সম্প্রতি স্থির হইয়া যুদ্ধ কর; আমরা তোমার পৌরুষ দর্শন করিব। হে ভারত! যুধিষ্ঠিরের প্রতি অনুরাগ, তোমার প্রতি দ্বেষ ও কৃষ্ণার যে পরিক্লেশ, তাহা এক্ষণে যথাবৎ স্মরণ কর[৭০ ৭১]।

রাজগণ-মধ্যে তুমি সহদেবকেও আমার এই কথা বলিও, যে, হে পাণ্ডব! অধুনা যত্নপর হইয়া সমরে যুদ্ধ কর। ক্লেশ-সমস্ত স্মরণ কর[৭২]।

বিরাট ও দ্রুপদকেও আমার বাক্যে বলিও, যে, যে পর্য্যন্ত প্রজা সৃষ্টি হইয়াছে, তদবধি মহাগুণ-সম্পন্ন ভৃত্যেরাও কখন স্বামিদিগকে বিশেষ রূপে দৃষ্টি করে নাই এবং রাজারাও কখন ভৃত্যবর্গকে দে-খেন নাই, অর্থাৎ স্বামি ভৃত্যের পরস্পর গুণাগুণ পরিজ্ঞান সুকর নহে; এই রাজা অশ্লাঘ্য, এই মনে করিযা তোমরা আমারও বধার্থে আগমন করিয়াছ, এক্ষণে সকলে মিলিত হইয়া পাণ্ডবদিগের ও আ-পনাদিগের নিমিত্তে আমার সহিত যুদ্ধ কর[৭৩ ৭৫]।

পাঞ্চাল নন্দন ধৃষ্টদ্যুম্নকেও তুমি আমার বাক্যে এই কথা বলিও, এই তোমার সময় প্রাপ্ত হইয়াছে এবং তুমিও তাহাকে প্রাপ্ত হই-বে[৭৬], সমরে দ্রোণের সন্নিহিত হইয়া আপনার উত্তম হিত জানিতে পারিবে। অতএব, সুহৃদ্ ও সহচরগণের সহিত মিলিত হইয়া নিতান্ত সুদুষ্কর গুরু বধ রূপ স্বীয় কার্য্য সংসাধনের নিমিত্ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও[৭৭]।

হে উলূক! অনন্তর শিখণ্ডীকে আমার বাক্যে বলিও, যে, সকল ধনুর্দ্ধারিশ্রেষ্ঠ, মহাবাহু কুরুনন্দন গাঙ্গেয় স্ত্রী-জ্ঞানে অবজ্ঞা করিয়া

তোমাকে বধ করিবেন না, অতএব তুমি এক্ষণে সুনির্ভয় হইয়া যুদ্ধ কর; সমরে যত্নপর হইয়া কর্ম্ম কর; আমরা তোমার পৌরুষ প্রদর্শন করিব[৭৮.৭৯]।

এইরূপ কহিয়া রাজা দুর্য্যোধন হাস্য-পূর্ব্বক পুনর্ব্বার উলূককে কহিলেন, তুমি বাসুদেবের সমক্ষে পুনরায় ধনঞ্জয়কে বলিও[৮০], যে, হে বীর! তুমি, হয় আমাদিগকে পরাজিত করিয়া এই পৃথিবী শাসন কর, না হয় আমাদিগের নিকটে নির্জ্জিত হইয়া সমর শায়ী হও[৮১]। হে পাণ্ডব! রাজ্য হইতে নির্ব্বাসন জন্য ক্লেশ, বনবাস ও কৃষ্ণার পরিক্লেশ স্মরণ করত পৌরুষ প্রকাশ কর[৮২]। ক্ষত্রিয়া জননী যে নিমিত্ত পুত্র প্রসব করেন, তাহা সকলই এই আগত হইয়াছে; অতএব সংগ্রামে বল, বীর্য্য, শৌর্য্য ও সাতিশয় শীঘ্রাস্ত্রতা-প্রভৃতি পৌরুষ প্রদর্শন করত কোপের নিষ্কৃতি বিধান কর। বহুবিধ ক্লেশে ক্লিষ্ট, দীনভাবাপন্ন, দীর্ঘকাল প্রোষিত ও ঐশ্বর্য্য পরিভ্রষ্ট হইলে কাহার হৃদয় বিদীর্ণ না হয়[৮৩-৮৪]? কোন মনুষ্য সৎকুল-সম্ভূত, মহাবীর, পরস্বাপ হরণ পরাঙ্মুখ ব্যক্তির অখণ্ডরাজ্য অর্থাৎ পুরুষ পরম্পরাগত রাজ্য আক্রমণ করিলে কাহার কাপোদ্দীপন না করে[৮৫]? তুমি যে সেই মহৎ আস্ফালন বাক্যের উক্তি করিয়াছিলে, এক্ষণে কর্ম্মদ্বারা তাহা সপ্রমাণ কর। কর্ম্ম না করিয়া কেবল মিথ্যা শ্লাঘা করিলে সাধুরা তাহাকে কুপুরুষ বলিয়া জানেন[৮৬]। শত্রুগণ বশে স্থিতি ও রাজ্যের পুনরুদ্ধার, এই দুইটিই যুদ্ধকামী ব্যক্তির প্রয়োজন; অতএব পৌরুষ প্রকাশ করিয়া তাহা সম্পন্ন কর[৮৭]। তুমিও দ্যূতে পরাজিত হইয়াছিলে এবং তোমাদের প্রণ যিনী দ্রুপদ নন্দিনীকেও সভা-মধ্যে আনয়ন করা হইয়াছিল; ইহাতে পুরুষাভিমানী মনুষ্য অবশ্যই অমর্ষান্বিত হইতে পারে[৮৮]। হে পাণ্ডব! তুমি গৃহ হইতে বিবাসিত হইয়া দ্বাদশ বর্ষ কাল অরণ্য-মধ্যে এবং এক বৎসর দাস্যবৃত্তি অবলম্বন

করিয়া বিরাটের গৃহে বাস করিয়াছিলে[৮৯]; অতএব রাজ্য হইতে নির্ব্বাসন নিবন্ধন ক্লেশ, বনবাস ও কৃষ্ণার পরিক্লেশ স্মরণ করত পুরুষ হও[৯০]। অপিচ শত্রু-সমুচিত অপ্রিয় বিষয় সকলের পুনঃপুন উক্তিকারী দুঃশাসনাদির প্রতি অমর্ষ প্রদর্শন কর; যেহেতু অমর্ষই পৌরুষ[৯১]। হে পার্থ! সমরে তোমার ক্রোধ, বল, বীর্য্য, জ্ঞান-যোগ ও অস্ত্রলাঘব দৃষ্ট হউক: যুদ্ধ কর, পুরুষ হও[৯২]। তোমার শস্ত্র সকলের নীরাজনাদি সংস্কার নির্ব্বাহ হইয়াছে, কুরুক্ষেত্র কর্দ্দম-শূন্য আছে, অশ্ব সকল পুষ্ট রহিয়াছে এবং সৈনিকেরাও সুসজ্জিত হইয়াছে; অতএব কেশবের সহিত মিলিত হইয়া কল্যই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও[৯৩]। হে কৌন্তেয়! তুমি সমরে ভীষ্মের সহিত সমাগত না হইয়াই অনর্থক শ্লাঘা করিতেছ কেন? কোন অবোধ মনুষ্য যেমন গন্ধমাদন পর্ব্বতে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করে, তুমিও সেইরূপ বৃথা গর্ব্ব করিতেছ; অতএব আত্ম-শ্লাঘা পরিহার-পূর্ব্বক পুরুষ হও। সমরে সুদুর্দ্ধর্ষ সূত-পুত্র, বলিশ্রেষ্ঠ শল্য ও সমরে ইন্দ্রতুল্য বলিশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্যকে পরাজিত না করিয়া কি বলিয়া রাজ্য ইচ্ছা করিতেছ[৯৪.৯৬]? হে পার্থ! তুমি যে বেদমন্ত্রে ও ধনুর্ব্বেদে আচার্য্য, উভয় বেদেরই পারপ্রাপ্ত, সমর-ধুরন্ধর, অক্ষোভণীয়, অক্ষয়-সত্ত্বসম্পন্ন মহাদ্যুতি সেনাপতি দ্রোণকে জয় করিতে অভিলাষী হইতেছ, তাহা নিতান্তই নিরর্থক; কেন না সমীরণ-কর্ত্তৃক সুমেরু গিরি উন্মথিত হইয়াছে, ইহা কদাপি শ্রবণ করা যায় না[৯৭-৯৮]। যদি অনিল কখন মেরু বহন করিতে পারে, স্বর্গ ভূতলে নিপতিত হয়, অথবা কালচক্রের পরিবর্ত্তন হইয়া যায়, তবে তুমি আমাকে যা বল, তাহা সম্ভবিতে পারে; কেন না ভীষ্ম দ্রোণের অস্ত্রাঘাত প্রাপ্ত হইয়া কোন্ মানব জীবনের আকাঙ্ক্ষা করে? পার্থই হউক বা অন্য কেহই হউক, কোন্ ব্যক্তি কুশলে গৃহে গমন করিতে পারে[৯৯.১০০]? সমরে ইহাঁরা যাহারে হন্তব্যরূপে নিশ্চিত অথবা ভয়-

ক্ষর শস্ত্র-প্রহারে আবিদ্ধ করেন, পদ-দ্বারা ভূতল-স্পর্শকারী এমন কোন্ মরণ-ধর্ম্মশীল মনুষ্য জীবিত থাকিয়া পরিত্রাণ পায়[১০১]? রে মন্দমতে! তুমি কূপশায়ী ভেকের ন্যায় মূঢ় হইয়া, অমরগণ-রক্ষিতা স্বর্গপুরীর ন্যায়, প্রাচ্য, প্রতীচ্য, দাক্ষিণাত্য, উদীচ্য, কাম্বোজ, শক, খশ, শাল্ব, মৎস্য, কুরু-মধ্যদেশীয় ম্লেচ্ছ এবং দ্রবিড় অন্ধ্র ও কাঞ্চী-দেশীয় পুলিন্দগণ-প্রভৃতি নরেন্দ্রগণের অভিরক্ষিতা সাক্ষাৎ দেব-সেনা-সদৃশী সুদুর্দ্ধর্ষা এই সমবেতা রাজ-সেনাকে বোধগম্য করিতে সমর্থ হইতেছ না কেন[১০২-১০৩]? রে অল্পবুদ্ধে! রে মূঢ়! তুমি সমরে এই অপারণীয় গঙ্গাবেগের ন্যায় সম্যক্-রূপে প্রবৃদ্ধ নানাবিধ অসংখ্য যোধ-সমূহের সহিত এবং গজ-সৈন্য-মধ্যস্থিত আমার সহিত যুদ্ধ করিতে কিপ্রকারে অভিলাষ করিতেছ[১০৪]? রে ভারত! তোমার যে অক্ষয় তূণদ্বয়, অগ্নিদত্ত রথ ও দিব্য কেতু, তাহা রণ স্থলেই জানা যাইবে[১০৫]। রে অর্জ্জুন! তুমি মিথ্যা শ্লাঘা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক যুদ্ধ কর, অনর্থক বহুতর বৃথা গর্ব্ব কর কেন? কেবল বিকত্থন মাত্রেই যুদ্ধ সিদ্ধ হয় না, সম্যক্ রূপ বিক্রম প্রকাশ দ্বারা ইহার সিদ্ধি হইয়া থাকে[১০৬]। রে ধনঞ্জয়! লোক-মধ্যে যদি শ্লাঘা-মাত্রেই এই কর্ম্ম সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে সকলেই কৃতকার্য্য হইতে পারে, কেন না বৃথা গর্ব্ব প্রকাশে দরিদ্র কে আছে[১০৭]? আমি তোমার সহায়ভূত বাসুদেবকেও জ্ঞাত হইয়াছি, তালপ্রমাণ গাণ্ডীবকেও জ্ঞাত হইয়াছি আর তোমার মত কেহ যোদ্ধা নাই, তাহাও সবিশেষ অবগত আছি; এবং অবগত হইয়াই তোমার এই রাজ্য ধারণ করিতেছি[১০৮]। রে পার্থ! মনুষ্য, ছলনাদি দ্বারা কখন সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না, একমাত্র বিধাতাই সংকল্প-দ্বারা অনুকূল কার্য্য সকল সংসাধন করেন[১০৯]। আমি তোমারে দুঃখ সাগরে নিমগ্ন করিয়া ত্রয়োদশ বৎসর রাজ্য-ভোগ করিলাম; এক্ষণে আবার তোমাকে সবান্ধবে সংহার করিয়া

পুনরায় সেই রাজ্য শাসন করিব[১১০]। রে ফাল্গুন! যখন তুমি দাসত্ব-পণে পরাজিত হইয়াছিলে, তখন তোমার গাণ্ডিব কোথায় ছিল এবং ভীমসেনের বলই বা কোথায় ছিল[১১১]? তৎকালে অনিন্দিতা কৃষ্ণা ব্যতিরেকে, গদাধারী ভীমসেন কি গাণ্ডিব-যুক্ত ফাল্গুন হইতে তোমাদিগের মুক্তি হয় নাই[১১২]। তোমরা অমানুষোচিত দাসত্ব প্রাপ্ত হইয়া আমাদিগের দাস্যকর্ম্মে অবস্থিত হইলে, পাঞ্চাল-নন্দিনী কৃষ্ণাই তোমাদিগকে মুক্ত করিয়াছিল[১১৩]। আমি যে তোমাদিগকে ষণ্ড অর্থাৎ নিষ্ফল তিল বলিয়া উক্ত করিয়াছিলাম, তাহা যথার্থই বটে; কেন না তৎকালে তুমি বিরাটনগরে বেণীধারণ করিয়াছিলে[১১৪]। অপিচ বিরাটের মহানসে ভীম যে সূপকার কর্ম্মে শ্রান্ত হইত, সে কেবল আমারই পৌরুষ[১১৫]। রে পার্থ! ক্ষত্রিয়ের প্রতি ক্ষত্রিয়েরা এইরূপ দণ্ডই বিধান করিয়া থাকেন; দেখ, তুমি নপুংসক-বেশী হইয়া বেণী ধারণ-পূর্ব্বক কন্যাগণকে নর্ত্তন করাইতে[১১৬]। রে ফাল্গুন! আমি বাসুদেবের ভয়ে কি তোমার ভয়ে কখন পুনরায় রাজ্য প্রদান করিব না, অতএব কেশবের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধ কর[১১৭], কেন না সমরে গৃহীত-শস্ত্র ব্যক্তির নিকটে মায়া, ইন্দ্রজাল কি কুহক সমস্ত কখন ভীষণ হয় না, বরং কোপাবহই হইয়া থাকে[১১৮]। অব্যর্থ-শস্ত্রধারী আমাকে প্রাপ্ত হইয়া সহস্র সহস্র বাসুদেব কি শত শত অর্জ্জুন দশ দিকে পলায়ন-পরায়ণ হইবে[১১৯]। রে দুর্ব্বুদ্ধে! তুমি ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ কর বা মস্তক-দ্বারা গিরি বিদীর্ণ কর অথবা বাহুদ্বারা পশ্চাদুক্ত সৈন্য সাগর সন্তরণ কর অর্থাৎ মস্তক-দ্বারা গিরিবিদারণের ন্যায় এই দুই ব্যাপারই অসম্ভব[১২০]। এই অসীম সৈন্য-সাগরে কৃপাচার্য্য মহামীন, বিবিংশতি মহাভুজঙ্গ, বৃহদ্বল মহাতরঙ্গ; সৌমদত্তি তিমিঙ্গিল, ভীষ্ম প্রবল বেগ, দ্রোণ ভীষণ গ্রাহ, কর্ণ, শল ও শল্য মৎস্য ও আবর্ত্ত, কাম্বোজ বাড়বানল, দুর্ম্মর্ষণ জল, দুঃশাসন প্রবাহ, সুষেণ ও

চিত্রায়ুধ নাগ ও নক্র, জয়দ্রথ উপকূলবর্ত্তী পর্ব্বত, পুরুমিত্র গাম্ভীর্য্য এবং শকুনি উপকূল-স্বরূপ হইয়াছেন[১২১.১২৩]। রে পার্থ! এই অক্ষয্য শস্ত্র-প্রবাহ-যুক্ত সম্যক্ প্রবৃদ্ধ সৈন্য সাগরে অবগাহন করিয়া তুমি যখন পরিশ্রম-দ্বারা নষ্টচেতন হইবে এবং তোমার বন্ধুবান্ধব সকল নিহত হইবে, তখনই তোমার মনোমধ্যে পরিতাপের উদয় হইবে[১২৪] এবং অশুচি ব্যক্তির মন যেমন স্বর্গ লাভের প্রত্যাশা হইতে নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ পৃথিবী শাসনের প্রত্যাশা হইতে তোমার মন নিবর্ত্তিত হইবে; কেন না অতপস্বীর অভিলষিত স্বর্গলোক লাভের ন্যায় প্রশাসনীয় রাজ্য লাভ করা তোমার নিতান্ত সুদুষ্কর[১২৫]।

উলূকের প্রতি দুর্য্যোধন-বাক্যে ষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬০ ॥

একষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, কিতব-তনয় উলূক পাণ্ডবের সেনা-নিবেশ প্রাপ্ত হইয়া পাণ্ডবগণ-সমীপে আগমন-পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন[১], আপনি দূত-বাক্যের অভিজ্ঞ, অতএব দুর্য্যোধন যাহা আদেশ করিয়াছেন, তাহাই ব্যক্ত করি, শ্রবণ করিয়া আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন না[২]।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে উলূক! তোমার ভয় নাই; অদীর্ঘদর্শী লুব্ধ দুর্য্যোধনের যে কিছু অভিপ্রেত, তুমি অব্যাকুলিত-চিত্তে তাহা ব্যক্ত কর[৩]।

অনন্তর উলূক অমিত-তেজস্বী মহাত্মা পাণ্ডবগণ, সৃঞ্জয়গণ, মৎস্যগণ, যশস্বী কৃষ্ণ, সপুত্র দ্রুপদ ও বিরাটের সন্নিধানে এবং অন্যান্য যাবতীয় ভূপালবর্গ-মধ্যে এই কথা বলিলেন, হে যুধিষ্ঠির! মহামনা

রাজা দুর্য্যোধন কুরুবীরগণের শ্রবণ-গোচরে আপনাকে এই বাক্য বলিয়াছেন, শ্রবণ করুন[৪-৬]।

'হে পাণ্ডব! তুমি স্বয়ং দ্যূতে পরাজিত হইয়াছিলে এবং কৃষ্ণা-কেও সভা-মধ্যে আনয়ন করা হইয়াছিল, ইহাতে পুরুষমানী মনুষ্য অবশ্যই অমর্ষান্বিত হইতে পারে[৭]। তুমি গৃহ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া দ্বাদশ বর্ষ কাল অরণ্য-মধ্যে এবং এক বৎসর দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া বিরাট ভবনে বাস করিয়াছিলে[৮], অতএব অমর্ষ, রাজ্যহরণ, বনবাস ও দ্রৌপদীর পরিক্লেশ স্মরণ করত পুরুষ হও[৯]। হে পাণ্ডব! ভীম অশক্ত হইয়াও, আমি দুঃশাসনের রুধির পান করিব এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, এক্ষণে যদি সমর্থ হয়, দুঃশাসনের রুধির পান করুক[১০]। তোমার শস্ত্র সকলের নীরাজনাদি সংস্কার সম্পন্ন হইয়াছে, কুরুক্ষেত্রও কর্দ্দম-শূন্য আছে, পথও সমান হইয়াছে এবং অশ্ব সকলও হৃষ্টপুষ্ট রহিয়াছে, অতএব কল্যই কেশবের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধ কর[১১]। হে কৌন্তেয়! তুমি সমরে ভীষ্মের সহিত সমাগত না হইয়াই অনর্থক শ্লাঘা করিতেছ কেন? কোন অবোধ মনুষ্য যেমন গন্ধমাদন-শিখরে আরোহণ করিতে অভিলাষ করে, তুমিও সেইরূপ বৃথা গর্ব্ব করিতেছ; অতএব আত্ম-শ্লাঘা পরিহার-পূর্ব্বক পুরুষ হও। সমরে সুদুর্দ্ধর্ষ সূতপুত্র, বলিশ্রেষ্ঠ শল্য ও সাক্ষাৎ শচীপতি-সম দ্রোণাচার্য্যকে পরাজিত না করিয়া, কিরূপে রাজ্য কামনা করিতেছ[১২-১৪]? হে পার্থ! তুমি যে বেদমন্ত্রে ও ধনুর্ব্বেদে আচার্য্য, উভয় বেদেরই পারপ্রাপ্ত, সমরধুরন্ধর, অক্ষোভণীয়, অক্ষয়-সত্ত্বসম্পন্ন, মহাদ্যুতি সেনাপতি দ্রোণকে জয় করিতে অভিলাষী হইতেছ, তাহা নিতান্তই নিরর্থক; কেন না সমীরণ-কর্ত্তৃক সুমেরু পর্ব্বত উন্মথিত হইয়াছে, ইহা কোন কালে শ্রবণ করা যায় না। যদি পবন কখন মেরু বহন করিতে পারে, স্বর্গ ভূতলে নিপতিত হয়, অথবা কালচক্রের পরি-

বর্ত্তন হইয়া যায়, তবে তুমি আমাকে যা বল, তাহা সম্ভব হইতে পারে[১৫-১৭]; কেন না এই অরিন্দমের সন্নিহিত হইলে কোন্ ব্যক্তি জীবনের আকাঙ্ক্ষা করে? অশ্বারূঢ়ই হউক, গজারোহীই হউক, অথবা রথীই হউক, কোন্ মানব কুশলে গৃহে গমন করিতে পারে[১৮]? সমরে ভীষ্ম দ্রোণ কর্ত্তৃক হন্তব্যরূপে নির্দ্ধারিত অথবা ভয়ঙ্কর শস্ত্রপ্রহারে বিদ্ধ হইয়া পদদ্বারা ভূতল-স্পর্শকারী এমন কোন্ মরণ-ধর্ম্মশীল মনুষ্য জীবিত থাকিয়া পরিত্রাণ পায়[১৯]? রে মন্দমতে! তুমি কূপশায়ী ভেকের ন্যায় মূঢ় হইয়া অমরবৃন্দ-রক্ষিতা স্বর্গ-পুরীর ন্যায়, প্রাচ্য, প্রতীচ্য, দাক্ষিণাত্য, উদীচ্য, কাম্বোজ, শক, খশ, শাল্ব, মৎস্য, কুরুমধ্য-দেশীয় ম্লেচ্ছ এবং দ্রবিড় অন্ধ্র ও কাঞ্চী-দেশীয় পুলিন্দগণ-প্রভৃতি অসংখ্য নরেন্দ্রগণের অভিরক্ষিতা, সাক্ষাৎ দেবসেনা-সদৃশী সুদুর্দ্ধর্ষা এই সমবেতা রাজ-সেনাকে বোধগম্য করিতে সমর্থ হইতেছ না কেন[২০-২১]? রে অল্পবুদ্ধে! তুমি সংগ্রামে এই অপারণীয় গঙ্গা-বেগের ন্যায় সম্যক্-রূপে প্রবৃদ্ধ নানাবিধ অসংখ্য যোধগণের সহিত এবং নাগবল-মধ্যে অবস্থিত আমার সহিত যুদ্ধ করিতে কি প্রকারে অভিলাষ করিতেছ[২২]?"

উলূক ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া পশ্চাৎ অর্জ্জুনের প্রতি মুখবর্ত্তন করত কহিলেন[২৩], "রে অর্জ্জুন! তুমি মিথ্যা শ্লাঘা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক যুদ্ধ কর; অনর্থক বহুতর বৃথা গর্ব্ব কর কেন? কেবল বিকত্থন-মাত্রেই যুদ্ধ সিদ্ধ হয় না; সম্যক্-রূপ বিক্রম প্রকাশ-দ্বারা ইহার সিদ্ধি হইয়া থাকে[২৪]। রে ধনঞ্জয়! লোক-মধ্যে যদি শ্লাঘামাত্রেই এই কর্ম্ম সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে সকলেই কৃতকার্য্য হইতে পারে, কেন না বৃথা গর্ব্ব প্রকাশে দরিদ্র কে আছে[২৫]? আমি তোমার সহায়ভূত বাসুদেবকেও জ্ঞাত হইয়াছি; তাল-প্রমাণ গাণ্ডিবকেও জ্ঞাত হইয়াছি; আর তোমার মত কেহ যোদ্ধা নাই তাহাও সবিশেষ

অবগত আছি; এবং অবগত হইয়াই তোমার এই রাজ্য ধারণ করিতেছি[২৬]। রে পার্থ! মনুষ্য, ছলনাদি-দ্বারা কখন সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না; একমাত্র বিধাতাই সংকল্পদ্বারা অনুকূল কার্য্য সকল সংসাধন করেন[২৭]। আমি তোমারে দুঃখ সাগরে নিমগ্ন করিয়া ত্রয়োদশ বৎসর রাজ্যভোগ করিলাম, এক্ষণে আবার তোমাকে সবান্ধবে সংহার করিয়া পুনর্ব্বার সেই রাজ্য শাসন করিব[২৮]। রে ফাল্গুন! যখন তুমি দ্যূতপণে পরাজিত হইয়াছিলে, তখন তোমার গাণ্ডিব কোথায় ছিল[২৯]? তৎকালে অনিন্দিতা কৃষ্ণা ব্যতিরেকে গদাধারী ভীমসেন কি গাণ্ডিবযুক্ত ফাল্গুন হইতে তোমাদিগের মুক্তি হয় নাই[৩০]। তোমরা অমানুষোচিত দাসত্ব প্রাপ্ত হইয়া আমাদিগের দাস্যকর্ম্মে অবস্থিত হইলে, পাঞ্চাল-নন্দিনী কৃষ্ণাই তোমাদিগকে মুক্ত করিয়াছিল[৩১]। আমি যে তোমাদিগকে ষণ্ড তিল বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছিলাম, তাহা যথার্থই বটে; কেন না তৎকালে তুমি বিরাটনগরে বেণী ধারণ করিয়াছিলে[৩২]। অপিচ বিরাটের পাকশালায় ভীম যে সূপকারকর্ম্মে শ্রান্ত হইত, সে কেবল আমারই পৌরুষ[৩৩]। ফলত ক্ষত্রিয়েরা ক্ষত্রিয়ের প্রতি সর্ব্বদা এইরূপ দণ্ডই দিয়া থাকেন; দেখ, তুমি নপুংসক-বেশী হইয়া বেণী ধারণ-পূর্ব্বক কন্যাগণকে নর্ত্তন করাইতে[৩৪]। রে ফাল্গুন! আমি বাসুদেবের ভয়ে, কি তোমার ভয়ে কখন পুনরায় রাজ্য প্রদান করিব না; অতএব কেশবের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধ কর[৩৫]; কেন না সমরে গৃহীত শস্ত্র ব্যক্তির নিকটে মায়া, ইন্দ্রজাল, কুহক কি বিভীষিকা সমস্ত কখন ভয়প্রদ হয় না, বরং কোপাবহই হইয়া থাকে[৩৬]। অব্যর্থ শস্ত্রধারী আমাকে প্রাপ্ত হইয়া সহস্র সহস্র বাসুদেব ও শত শত অর্জ্জুন দশ দিকে পলায়ন-পরায়ণ হইবে[৩৭]। রে দুর্ব্বুদ্ধে! তুমি ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ কর বা মস্তক-দ্বারা গিরি বিদারণ কর অথবা বাহু দ্বারা পশ্চাদুক্ত অগাধ সৈন্য-সাগর সন্তরণ কর[৩৮]। এই অসীম সৈন্য-

সাগরে কৃপাচার্য্য মহামীন, বিবিংশতি মহাভুজঙ্গ, বৃহদ্বল মহাতরঙ্গ, সৌমদত্তি তিমিঙ্গিল[৩৯], ভীষ্ম প্রবল বেগ, দ্রোণ ভয়ঙ্কর গ্রাহ, কর্ণ শল ও শল্য মৎস্য ও আবর্ত্ত, কাম্বোজ বাড়বানল, দুর্ম্মর্ষণ জল, দুঃশাসন প্রবাহ, সুষেণ ও চিত্রায়ুধ নাগ ও নক্র, জয়দ্রথ উপকূলবর্ত্তী ভূধর, পুরুমিত্র গাম্ভীর্য্য এবং শকুনি উপকূল-স্বরূপ হইয়াছেন[৪০.৪১]। রে পার্থ! এই অক্ষয্য শস্ত্র-প্রবাহযুক্ত, সম্যক্‌প্রবৃদ্ধ সৈন্য-সাগরে অবগাহন করিয়া তুমি পরিশ্রম-দ্বারা যখন নষ্ট-চেতন হইবে এবং তোমার বন্ধুবান্ধব সমস্ত নিহত হইবে, তখনই তোমার মনোমধ্যে পরিতাপের উদয় হইবে[৪২] এবং অশুচি ব্যক্তির মন যেমন স্বর্গ-লাভের প্রত্যাশা হইতে নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ পৃথিবী শাসনের প্রত্যাশা হইতে তোমার মন নিবর্ত্তিত হইবে; কেন না অতপস্বীর অভিলষিত স্বর্গলোক লাভের ন্যায়, প্রশাসনীয় রাজ্য লাভ করা তোমার নিতান্ত সুদুষ্কর[৪৩]"।

উলূক-বাক্যে একষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬১ ॥

দ্বিষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! উলূক ক্রোধ-পরীত আশীবিষ-সদৃশ সব্যসাচীকে বাক্য-রূপ শলাকা-দ্বারা সম্যক্-রূপে পীড়িত করত দুর্য্যোধনোক্ত সমস্ত বাক্য পুনরায় উক্ত করিলেন[১]। পাণ্ডবেরা পূর্ব্বেই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ছিলেন, এক্ষণে তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিশেষত কিতব-পুত্রের নিকটেও ধর্ষণ প্রাপ্ত হইয়া একবারে অতিমাত্র রোষান্বিত হইয়া উঠিলেন[২]। সকলেই আসনোপরি দণ্ডায়মান হইলেন, বাহুবিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় পরস্পর মুখ নিরীক্ষণ করিতে থাকিলেন[৩]। ভীমসেন অবনত-মস্তকে আশীবিষের ন্যায় নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে লোহিত-প্রান্ত নেত্র-

যুগল-দ্বারা কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন[৪]। তখন যদুনন্দন, পবন-নন্দনকে অতিমাত্র ক্রোধাভিহত ও ব্যাকুলিত অবলোকন করিয়া যেন ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে কিতব-নন্দনকে কহিলেন, হে উলূক! তুমি শীঘ্র প্রস্থান কর এবং সুযোধনকে বল, যে, তোমার বাক্যও শ্রুত হইল এবং অর্থও গৃহীত হইল, তোমার যে রূপ অভিপ্রায় তাহাই হউক[৬]। হে রাজসত্তম! মহাবাহু কেশব উলূককে এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার মহাপ্রাজ্ঞ যুধিষ্ঠিরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন[৭]। উলূকও সমস্ত সৃঞ্জয়গণ, যশস্বী কৃষ্ণ, সপুত্র দ্রুপদ ও বিরাটের সন্নিধানে এবং যাবতীয় ভূপালবর্গ-মধ্যে বাক্য-শলাকা-সহকারে ক্রোধপরীত আশীবিষ-তুল্য ধনঞ্জয়ের মর্ম্মভেদ করত দুর্য্যোধনোক্ত সমস্ত বাক্য পুনরায় ব্যক্ত করিলেন এবং কৃষ্ণ-প্রভৃতি অন্যান্য সকলকেও যথোক্ত বাক্য সমুদায় কহিলেন[৮-১০]। পার্থ উলূকের উক্ত সেই সুদারুণ পাপময় বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় বিক্ষুব্ধ হইলেন এবং ঘর্ম্মাপনয়নার্থে ললাট মার্জ্জনা করিলেন[১১]। মহারাজ! তখন সেই রাজসভা পার্থকে তদবস্থ নিরীক্ষণ করিয়া এককালে অধীরা হইয়া উঠিল। পাণ্ডবদিগের মহারথেরা মহাত্মা কৃষ্ণ ও পার্থের অবমানে কিছুতেই আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না। স্বভাবত স্থিরচিত্ত হইয়াও ঐ পুরুষব্যাঘ্রেরা উলূকের বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইলেন[১২.১৩]। ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, সাত্যকি, কেকয়রাজ-নন্দনেরা পঞ্চ সহোদর, রাক্ষস ঘটোৎকচ, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, অভিমন্যু, ধৃষ্টকেতু, ভীমসেন ও নকুল সহদেব, সকলেই ক্রোধে লোহিত-লোচন হইয়া রক্তচন্দন-চর্চ্চিত অঙ্গদ, বলয় ও কেয়ূরনিকরে বিভূষিত বাহু সকল প্রধারণ-পূর্ব্বক আসন হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া সমুত্থিত হইলেন[১৪-১৬]। সেই কুন্তীপুত্র বৃকোদর তাঁহাদিগের আকার ও আন্তরিক ভাব অবগত ও ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া দন্তে দন্ত নিষ্পেষণ ও সৃক্কদ্বয় পরিলেহন

করত বেগে উত্থিত হইলেন এবং সহসা নেত্রযুগল উৎক্ষেপণ, হস্তে হস্ত নিষ্পেষণ ও দন্ত সমস্ত কটকটায়মান করিয়া উলূককে কহিলেন, রে মূর্খ! দুর্য্যোধন তোকে যে কথা বলিয়া দিয়াছিল, অসমর্থের ন্যায় আমাদিগের উত্তেজন নিমিত্তক তোর সেই বচন শ্রবণ করা হইল, এক্ষণে তুই সকল ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে সূতপুত্র ও দুরাত্মা শকুনির শ্রবণগোচরে সুযোধনকে যে কথা বলিবি, তাহা বলিতেছি শ্রবন কর্[১৭-২১]। "রে দুরাচার! আমরা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিত্য প্রীতিকামী, এই নিমিত্তই তোমার দৌরাত্ম্য সহ্য করিয়াছিলাম; কিন্তু তুমি তাহা বহুজ্ঞান করিতেছ না[২২]। ধীমান্ ধর্ম্মরাজ কেবল কুলের হিত কামনাতেই শমাকাঙ্ক্ষী হইয়া কুরুগণ-সমীপে বাসুদেবকে প্রেরণ করিয়াছিলেন[২৩]; কিন্তু তুমি নিতান্তই কাল-প্রেরিত হইয়া শমন-ভবনে গমনকামী হইতেছ; এক্ষণে আমাদিগের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হও; কল্য নিশ্চয়ই যুদ্ধ উপস্থিত হইবে[২৪]। রে পাপাত্মন্! আমি যে ভ্রাতৃগণ-সহ তোমাকে বধ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা সেইরূপই হইবে, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় করিও না[২৫]। বরুণালয় জলনিধি যদি সদাই বেলাভূমি অতিক্রম করে; অচল সকলও যদি বিশীর্ণ হইয়া যায়, তথাপি আমার সেই বাক্য মিথ্যা হইবার নহে[২৬]। রে দুর্ব্বুদ্ধে! যদি যম, কুবের বা রুদ্র গমন করিয়া তোমার সহায় হন, তথাপি পাণ্ডবেরা প্রতিজ্ঞা পালন করিবেন। আমি অভিলাষানুসারে অবশ্যই দুঃশাসনের রুধির পান করিব[২৭] অপিচ তৎকালে যে কোন ক্ষত্রিয় আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া অভিমুখে ধাবিত হইবে, সে যদি ভীষ্মকেও পুরস্কৃত করিয়া আগমন করে, তথাপি তাহাকে যমালয়ে প্রেরণ করিব[২৮], আমি ক্ষত্রিয়-সমাজে যে বাক্য উক্ত করিয়াছি, তাহা যে সত্য হইবে, তদ্বিষয়ে আত্মারে স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি[২৯]"।

ভীমসেনের বাক্য শ্রবণ করিয়া অমর্ষণ সহদেবও ক্রোধে লোহিত-

নয়ন হইয়া সৈনিক-জন-সমাজে অহঙ্কারী বীর-সদৃশ এই কথা কহিলেন, রে পাপাত্মন্! তোর পিতাকে যাহা বলিবি, আমার সেই বাক্য শ্রবণ কর্[৩০-৩১]। "যদি তোমার সহিত ধৃতরাষ্ট্রের সম্বন্ধ না হইত, তাহা হইলে কৌরবগণের সহিত, আমাদিগের কদাচ বিচ্ছেদ হইত না[৩২]। হে পাপকর্ম্মন্! তুমি ধৃতরাষ্ট্র-কুলের, আত্ম-কুলের ও সমস্ত লোকের বিনাশার্থে সাক্ষাৎ বৈর-পুরুষ-রূপে উৎপন্ন হইয়াছ[৩৩]"। রে উলূক! তোর পাপাত্মা পিতা আমাদিগের জন্মাবধি নিত্যই নিদারুণ অহিতাচরণ করিতে ইচ্ছা করে[৩৪]; অতএব আমি সেই শত্রুতা-সম্বন্ধের সুদুর্গম পার প্রাপ্ত হইব; শকুনির সমক্ষে অগ্রে তোরে নিহত করিয়া পশ্চাৎ স্পর্দ্ধা-বিশিষ্ট সকল ধনুর্দ্ধারিগণের গোচরে শকুনিকে বিনষ্ট করিব।

মহাবীর অর্জ্জুন ভীম ও সহদেব উভয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে বৃকোদরকে কহিলেন, হে ভীমসেন! আপনার সহিত যাহাদের শত্রুভাব সঞ্জাত হইয়াছে, তাহারা এস্থানে নাই; এক্ষণে সেই মন্দ বুদ্ধি পাপাত্মারা মৃত্যু পাশের বশবর্ত্তী হইয়া গৃহমধ্যে পরম সুখী হইয়া কালাতিপাত করিতেছে। যথোক্ত ভাষী দূতের অপরাধ কি; অতএব হে পুরুষোত্তম! উলূকের প্রতি পরুষ বাক্য প্রযোগ করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। মহাবাহু ধনঞ্জয় ভীম-পরাক্রম ভীমকে এইরূপ কহিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন-প্রভৃতি সুহৃদ্বীরগণকে সম্ভাষণ করত বলিলেন, আপনারা সেই পাপাত্মা দুর্য্যোধনের কটূক্তি, বিশেষত বাসুদেবের ও আমার কুৎসা শ্রবণ করিলেন এবং শ্রবণ করিয়া আমাদিগের হিতকামনায় সকলে রোষান্বিত হইয়াছেন[৩৫-৪১]। আমি বাসুদেবের প্রভাবে ও আপনাদিগের প্রযত্নে পৃথিবীস্থ সমস্ত ক্ষত্রিয়গণকেও গণনা করি নাই[৪২]। এক্ষণে এই বাক্যের যাহা উত্তর হয়,—উলূক দুর্য্যোধনকে যাহা কহিবে, আপনাদিগের অনুজ্ঞা-ক্রমে

আমি উলূক সমীপে তাহা ব্যক্ত করিব[৪৩]। এই বাক্যের যাহা প্রতি-বাক্য, তাহা কল্য সৈন্য-সম্মুখে গাণ্ডীব-দ্বারা ব্যক্ত করিব, কেন না ক্লীবেরাই বচন-দ্বারা উত্তর প্রদান করিয়া থাকে[৪৪]।

অনন্তর সেই রাজসত্তম সমস্ত পার্থিবগণ ধনঞ্জয়ের বচন ভঙ্গীতে বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন[৪৫]। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে যথা-বয়ঃক্রমানুসারে যথা-ন্যায়ে অনুনয় করিয়া স্বপ্রেরণীয় বাক্য বলিবার উদ্দেশে উলূককে কহিলেন[৪৬], কোন প্রধান নরপতি আপনাকে অবমানিত জ্ঞান করত ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না; অতএব আমি তোমার বাক্য শ্রবণেচ্ছায় রত থাকিয়া এক্ষণে তাহার প্রত্যুত্তর করিব[৪৭]।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! ভরতর্ষভ যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে যেন গর্ব্বিতের ন্যায় হইয়া অতি-লোহিত-নয়নে আশীবিষের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ ও সৃক্কদ্বয় পরিলেহন করত জনার্দ্দন ও ভ্রাতৃগণের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া বিপুল ভুজ-দণ্ড গ্রহণ-পূর্ব্বক কিতব-নন্দনকে কহিলেন[৪৮-৫০], তাত উলূক! তুমি সেই কুলপাংসনে, কৃতঘ্ন, বৈরাবতার দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের সমীপে গমন করিয়া তাহাকে এই কথা কহিবে[৫১], যে, রে পাপাত্মন! তুমি পাণ্ডবগণের প্রতি নিয়তই কুটিলাচরণ করিয়া থাক। রে পাপ! যে ব্যক্তি স্ববীর্য্য প্রভাবে পরাক্রম প্রকাশ করিয়া শত্রুগণকে আহ্বান করে এবং নির্ভয়ে নিজ বাক্য পূর্ণ করে, তাহাকেই ক্ষত্রিয় পুরুষ বলা যায়[৫২]; অতএব রে কুলাধম! তুমি ক্ষত্রিয় হইয়া সমরে আমাদিগকে আহ্বান কর; মান্য (অর্থাৎ ভীষ্ম দ্রোণাদি) ও অমান্য (পুত্র লক্ষ্মণাদি) ব্যক্তিগণকে অগ্রে করিয়া যুদ্ধ করিও না[৫৩]। রে কৌরব! আত্মবীর্য্য ও ভৃত্য-বীর্য্য আশ্রয় করিয়া সমরে পার্থগণকে আহ্বান কর। সর্ব্বথা ক্ষত্রিয় হও[৫৪]। যে নরাধম পরবীর্য্য অবলম্বন করিয়া শত্রুগণকে আহ্বান করে স্বয়ং

গ্রহণে অসমর্থ হয়, তাহাকে নপুংসক বলিয়া গণ্য করা যায়[৫৫]; অতএব তুমি যখন স্বয়ং অসমর্থ হইয়া পরের বীর্য্যে আপনাকে বহুজ্ঞান করিতেছ, তখন আর কি বলিয়া আমাদিগের প্রতি এই প্রকার তর্জ্জন গর্জ্জন কর[৫৬]?

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে উলূক! তুমি পুনর্ব্বার আমার এই বাক্যও দুর্য্যোধনকে বলিও যে, রে দুর্ম্মতে! তুমি বলিয়াছ, কল্য যুদ্ধ হইবে, এক্ষণে তাহা প্রাপ্ত হও, পুরুষকার অবলম্বন কর[৫৭]। রে মূঢ়! তুমি যে মনে করিতেছ, পাণ্ডবেরা জনার্দ্দনকে কেবল সারথ্য-কর্ম্মের নিমিত্ত বরণ করিয়াছেন, সুতরাং তিনি যুদ্ধ করিবেন না এবং এই মনে করিয়াই যে নির্ভয় হইতেছ, তাহা চরম-কালে হইতে পারে না; কেন না ক্রোধ হইলে, আমি তৃণরাশি-দহনকারী দহনের ন্যায় সমস্ত পার্থিবগণকেই নির্দ্দহন করিতে পারি[৫৮.৫৯]। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের নিয়োগানুসারে সমরে প্রবৃত্ত বিজিতাত্মা মহাত্মা ধনঞ্জয়ের সারথ্য কর্ম্মই করিব[৬০]। তুমি যদি ত্রৈলোক্য উল্লঙ্ঘন করিয়া পলায়ন কর, অথবা ভূগর্ত্ত-মধ্যেই প্রবেশ কর, তথাপি প্রভাতে সেই সেই স্থলে অর্জ্জুন রথ অবলোকন করিবে[৬১]। তুমি ভীমসেনের বাক্যকে বৃথা জ্ঞান করিতেছ, কিন্তু এক্ষণে ইহা অবধারণ করিয়া রাখ, যে, দুঃশাসনের রুধির পান করাই হইয়াছে[৬২]। তুমি প্রতিকূল বাক্য প্রয়োগ করিলেও কি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কি ভীমসেন কি পার্থ কি নকুল সহদেব ইহারা কেহই তোমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন না[৬৩]।

শ্রীকৃষ্ণ-বাক্যে দ্বিষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬২ ॥

ত্রিষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! মহাযশা ধনঞ্জয় দুর্য্যোধনের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বাসুদেবের মুখ নিরীক্ষণ-পূর্ব্বক অতি-লোহিত-

নয়ন যুগলে উলূকের প্রতি দৃষ্টি করিয়া বিপুল-ভুজদণ্ড প্রধারণ করত বলিলেন[১.২], যে ব্যক্তি স্ববীর্য্য আশ্রয় করিয়া শক্র-সকলকে আহ্বান করে এবং নির্ভয় হইয়া যুদ্ধ করে, তাহাকেই পুরুষ বলা যায়[৩], কিন্তু যে পর-বীর্য্য অবলম্বন করিয়া শক্রগণকে আহ্বান করে, সে অসমর্থতা-প্রযুক্ত লোক-মধ্যে পুরুষাধম ক্ষত্রিয়বন্ধু অর্থাৎ জাতিমাত্রে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিগণিত হয়[৪]। রে মূঢ়! তুমি পরের বীর্য্যে আপনাকে বীর্য্য-বান্ জ্ঞান করিতেছ এবং স্বয়ং কাপুরুষ হইয়া শক্রগণ বিনাশ করিতে অভিলাষী হইতেছ[৫]। রে দুর্ব্বুদ্ধে! তুমি যে, সকল রাজগণ-মধ্যে বৃদ্ধ, হিতবুদ্ধি, জিতেন্দ্রিয়, মহাপ্রাজ্ঞ ভীষ্মকে মরণার্থে দীক্ষিত করিয়া বৃথা শ্লাঘা করিতেছ আমরা তোমার মনোগত অভিপ্রায় অবগত হই-য়াছি। রে কুলপাংসন! তোমার অভিপ্রায় এই যে, অর্জ্জুন দয়া পরতন্ত্র হইয়া গঙ্গানন্দকে নিহত করিবে না[৬]। রে দুর্য্যোধন! তুমি যাহার বীর্য্য আশ্রয় করিয়া অনর্থক গর্ব্ব করিতেছ, আমি স্পর্দ্ধা-যুক্ত সকল ধনুর্দ্ধারিগণ সমক্ষে প্রথমেই সেই ভীষ্মকে বিনষ্ট করিব[৮]।

হে উলূক! তুমি কুরুগণ সমীপে গমন-পূর্ব্বক সুযোধনের সন্নিহিত হইয়া তাহাকে এই কথা কহিবে, যে, সব্যসাচী অর্জ্জুন তাহাই বলি-য়াছেন, নিশাবসানে সমরারম্ভ হইবে[৯]। মহাসত্ত্ব সত্যপ্রতিজ্ঞ ভীষ্ম কুরুগণ-মধ্যে সকলের আনন্দবর্দ্ধন করত "আমি সৃঞ্জয়-সৈন্য ও শাল্বেয়কদিগকে নিহত করিব, ইহা আমারই ভার[১০]; আমি দ্রোণ ব্য-তিরেকেও একাকী সকল লোক সংহার করিতে পারি, অতএব পাণ্ড-বগণ হইতে তোমার ভয় নাই" এই যে বাক্য কহিয়াছিলেন, তাহা-তেই তোমার এইরূপ নিশ্চয়-জ্ঞান হইয়াছে যে, সমস্ত রাজ্য আপনার হইল এবং পাণ্ডবেরাও চির কালের নিমিত্ত আপদগ্রস্ত হইল[১১]। তুমি তাহাতেই দর্পপূর্ণ হইয়া আপনাতেও যে অনর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা আর অবলোকন করিতেছ না; অতএব তোমার সমক্ষে আমি

সমরে ভীষ্মকেই প্রথমে নিহত করিব[১২]। সূর্য্যোদয়ে সৈন্য সজ্জা করিয়া তোমরা রথী ও ধ্বজধারী হইয়া সত্যসন্ধ ভীষ্মকে রক্ষা কর; কেন না তোমাদিগের সমক্ষেই আমি ঐ দ্বীপ অর্থাৎ রক্ষক স্বরূপ মহাবীর ভীষ্মকে শরনিকর-সহকারে রথ হইতে নিপাতিত করিব[১৩]। সুযোধন কল্য পিতামহকে মদীয় শরজালে সমাকীর্ণ অবলোকন করিয়া শ্লাঘা-বাক্য যে কি রূপ, তাহা বিশেষ রূপে জানিতে পারিবে[১৪]। রে সুযোধন! ভীমসেন ক্রোধপরীত হইয়া সভা মধ্যে তোমার ভ্রাতা ক্ষুদ্র-দৃষ্টি, অধর্ম্মজ্ঞ, নিত্য-বৈরী, পাপবুদ্ধি, অতিনৃশংস পুরুষাধম দুঃশাসনকে যে কথা বলিয়াছিলেন, সেই সত্যপ্রতিজ্ঞাটিকে তুমি অচিরেই পরিপূর্ণা দেখিবে[১৫.১৬] এবং অভিমান, দর্প, ক্রোধ, কটুবাক্য, নিষ্ঠুরতা, অবজ্ঞা, আত্মশ্লাঘা[১৭], নির্দ্দয়তা, তীক্ষ্ণতা, (অর্থাৎ বিষ প্রযোগাদি) ধর্ম্মবিদ্বেষ, অধর্ম্ম, অপবাদ, বৃদ্ধ-বাক্যের অতিক্রম, কর্ণ প্রভৃতির নির্ভয়, সেনার আধিক্য ও আমাদিগকে প্রত্যাখ্যানের ফল অবিলম্বেই দেখিতে পাইবে[১৮.১৯]। রে নরাধম! রে মূঢ়! বাসুদেবকে সহায় করিয়া আমি ক্রুদ্ধ হইলে তোমার জীবনে বা রাজ্যে আর কি প্রকারে আশা হইতে পারে[২০]? আমি যখন ভীষ্ম ও দ্রোণকে শান্ত করিব এবং সূত-পুত্রকে নিপাতিত কব, তখনই তুমি জীবিতে, রাজ্যে ও পুত্রগণে নিরাশ হইবে[২১]। রে সুযোধন! তুমি ভ্রাতৃ ও পুত্রগণের নিধন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া এবং আপনিও ভীমসেনের নিদারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া স্বকীয় দুষ্কৃত সমস্ত স্মরণ করিবে[২২]। রে ধূর্ত্ত! আমি কখন দ্বিতীয়বার প্রতিজ্ঞা করি না; তোমাকে সত্যই বলিতেছি, সম্প্রতি যে যে কথার উল্লেখ করিলাম সকলই সত্য হইবে[২৩]।

যুধিষ্ঠিরও উলূককে এই কথা বলিলেন, তাত উলূক! তুমি সুযোধনের সমীপে গমন করিয়া আমার এই বাক্য কহিবে[২৪], যে স্বীয়

চরিত্রের দৃষ্টান্তে আমার চরিত্র বোধগম্য করা তোমার উচিত নহে। উভয়ের অন্তর এবং সত্য ও মিথ্যার প্রভেদ আমার বিদিত আছে[২৫]। হে তাত! আমি কোন প্রকারে জ্ঞাতিগণের বধাভিলাষ করিব কি, কীট ও পিপীলিকারও অনিষ্ট কামনা করি না[২৬]। রে সুদুর্ব্বুদ্ধে! যেন কোন প্রকারে তোমার মহাবিপদ্ দৃষ্টি করিতে না হয়, এই নিমিত্তেই আমি পূর্ব্বে পাঁচখানি গ্রাম প্রার্থনা করিয়াছিলাম[২৭]; কিন্তু তুমি মূঢ়তা-প্রযুক্ত কামপরীত চিত্ত হইয়া বৃথা গর্ব্ব করিতেছ এবং বাসুদেবের হিতবাক্যও অগ্রাহ্য করিতেছ[২৮]। এক্ষণে আর বহুল বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন কি? বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত যুদ্ধ কর। হে উলূক! আমার অহিতকারী দুর্য্যোধনকে কহিবে[২৯]; আমি তোমার বাক্য শ্রবণ ও তাহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়াছি; এক্ষণে তোমার যে রূপ অভিপ্রেত তাহাই হইবে।

অনন্তর ভীমসেন পুনর্ব্বার কহিলেন, হে উলূক! সেই দুর্ম্মতি, পাপপুরুষ, শঠ, নিকৃতি-পরায়ণ, পাপাত্মা, দুরাচার, রাজপুত্র দুর্য্যোধনকে আমার এই কথা কহিবে[৩০-৩১], যে, তোমাকে হয় গৃধ্রের উদরে না হয় হস্তিনাপুরে বাস করিতে হইবে। রে নরাধম! তোমার নিকটে শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি সভা-মধ্যে যে বাক্যের প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা অবশ্যই সত্য করিব; সংগ্রামে দুঃশাসনকে নিহত করিয়া তাহার রুধির পান করিব[৩২-৩৩] এবং তোমারও উরুদ্বয় ভগ্ন করিয়া অন্যান্য সহোদরগণকে নিপাতিত করিব। রে সুযোধন! আমি সমুদায় ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের এবং অভিমন্যু সমস্ত রাজপুত্রদিগের সাক্ষাৎ মৃত্যু-স্বরূপ। রে দুর্য্যোধন! আমি প্রতিজ্ঞাত কর্ম্ম-দ্বারা তোমাদের সকলকেই ত সন্তুষ্ট করিব, তদতিরিক্ত আমার আরও একটি বাক্য শ্রবণ কর; আমি তোমাকে সকল সহোদরগণের সহিত নিহত করিয়া ধর্ম্মরাজের সমক্ষে পদদ্বারা তোমার মস্তক আক্রমণ করিব[৩৪-৩৬]।

হে মহীপতে! অনন্তর নকুল এই কথা বলিলেন, হে উলূক! তুমি কৌরবাধম সুযোধনকে কহিবে, যে, তোমার সমস্ত বাক্য যথাবৎ শ্রবণ করা হইল, হে কৌরব্য! তুমি আমাকে যে রূপ আদেশ করিতেছ, আমি তাহাই সম্পন্ন করিব[৩৭-৩৮]।

হে নৃপতে! সহদেবও এই অর্থযুক্ত বাক্যের উক্তি করিলেন, যে, হে সুযোধন! তোমার মনোমধ্যে যেরূপ অভিলাষ হইতেছে, তাহা কদাচ সিদ্ধ হইবে না[৩৯]। আমাদিগের এই ক্লেশ দর্শনে তুমি যেমন হৃষ্ট হইয়া আত্মশ্লাঘা করিতেছ, সেইরূপ পুত্র, জ্ঞাতি ও বান্ধবগণের সহিত শোক-পরায়ণ হইবে[৪০]।

বৃদ্ধ রাজা বিরাট ও দ্রুপদও উলূককে এই কথা কহিলেন, সাধু লোকের দাসত্ব প্রার্থনা করি, ইহা নিত্যই আমাদিগের অভিমত; কিন্তু আমরা দাস কি প্রভু, এবং যাহার যাদৃশ পুরুষত্ব, তাহা কল্যই প্রকাশ পাইবে[৪১]।

অনন্তর শিখণ্ডী উলূককে এই কথা কহিলেন, সতত পাপ-নিরত রাজা দুর্য্যোধনকে তুমি এই কথা কহিবে, যে, হে রাজন্! আমি সমরে কি রূপ ভয়ঙ্কর কর্ম্ম করি, তাহা প্রত্যক্ষ দৃষ্টি কর। যাহার বীর্য্য আশ্রয় করিয়া তুমি যুদ্ধে বিজয় নিশ্চয় করিতেছ[৪২-৪৩], তোমার সেই পিতামহকে আমি রথ হইতে নিপাতিত করিব। মহাত্মা বিধাতা আমাকে ভীষ্ম-বধার্থেই সৃষ্ট করিয়াছেন[৪৪]; অতএব আমি সকল ধনুর্দ্ধারিগণের সমক্ষে ভীষ্মকে অবশ্যই বিনষ্ট করিব, সন্দেহ নাই।

ধৃষ্টদ্যুম্নও কিতব-পুত্র উলূককে এই কথা কহিলেন[৪৫], তুমি রাজপুত্র সুযোধনকে আমার এই বাক্য কহিবে, যে, আমি বন্ধু-বান্ধব ও স্বজনগণের সহিত দ্রোণকে নিহত করিব[৪৬] এবং অন্যের অসাধ্য ভয়ঙ্কর কার্য্য সমস্ত নিশ্চয়ই সংসাধন করিব[৪৭]।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ করুণা প্রকাশার্থে তাহাকে এই মহৎ বাক্যের

উক্তি করিলেন, হে রাজন্! আমি কোন প্রকারেই জ্ঞাতি-বধ অভিলাষ করি না[৪৮], কিন্তু তোমার দুর্ব্বুদ্ধি দোষে ইহা সর্ব্বতোভাবেই বিস্পষ্ট হইল। অতএব হে উলূক! তোমার মঙ্গল হউক; এক্ষণে যদি ইচ্ছা হয়, শীঘ্র গমন কর, না হয় এই স্থানেই অবস্থিত হও, কেন না আমরাও তোমার বান্ধব।

হে রাজন্! অনন্তর উলূক ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের আমন্ত্রণ পূর্ব্বক দুর্য্যোধন-সমীপে গমন করিলেন। তথায় অমর্ষণ সুযোধন নিকটে উপস্থিত হইয়া তিনি অর্জ্জুনের যথোক্ত আদেশ বাক্য সম্পূর্ণ-রূপে কহিলেন। বাসুদেব, ভীম ও ধর্ম্মরাজের পৌরুষ, নকুল সহদেব, বিরাট, দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ও শিখণ্ডীর বচন এবং কেশব ও অর্জ্জুনের যথোক্ত সন্দেশ-বাক্য, সমস্তই নিবেদন করিলেন[৪৯-৫৩]। হে ভারত! দুর্য্যোধন উলূকের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনিকে বলিলেন, যে তোমরা রাজগণকে এবং স্বীয় সৈন্য ও মিত্র-সৈন্যদিগকে আজ্ঞা কর, যেন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সমুদয় সৈনিকেরা যুদ্ধ সজ্জা করিয়া প্রস্তুত থাকে[৫৪-৫৫]। অনন্তর কর্ণ-সমাদিষ্ট দূতগণ সম্যক্রূপ ত্বরান্বিত হইয়া রথ; উষ্ট্র, বামী ও মহাজবশালী উত্তম উত্তম অশ্বে আরোহণ করিয়া কর্ণের শাসনানুসারে সমস্ত সেনা-মধ্যে শীঘ্র পরিভ্রমণ করিল এবং সমুদায় রাজবর্গকে "সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সৈন্য-সজ্জা করিতে হইবে" এইরূপ বিজ্ঞাপন করিতে লাগিল[৫৬-৫৭]।

উলূক-প্রত্যাগমনে ত্রিষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬৩ ॥

চতুঃষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, উলূকের বাক্য শ্রবণ করিয়া কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির ধৃষ্টদ্যুম্ন-পুরোগমা-বাহিনীকে যুদ্ধ-যাত্রা করাইলেন[১]। ধৃষ্টদ্যুম্ন-বশবর্ত্তিনী, পৃথিবীর ন্যায় অকম্পনীয়া, অশ্ব-গজ-রথ পদাতি-সমূহ-সম্-

ন্বিতা সেই চতুরঙ্গিণী সেনা অর্জ্জুন-সহ ভীমসেনাদি মহারথগণ-কর্ত্তৃক অভিরক্ষিতা হওয়ায় দুর্গম প্রশান্ত সাগরের উপমা প্রাপ্ত হইল[২-৩]। মহাধনুর্দ্ধারী দ্রোণলাভার্থী যুদ্ধদুর্ম্মদ ধৃষ্টদ্যুম্ন তাহার অগ্রবর্ত্তী হইয়া সৈনিক সমস্ত নির্ব্বাচন-পূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে লাগিলেন[৪]। ঐ অগ্নি-বর্ণ মহাধনুর্দ্ধারী, বল ও উৎসাহ অনুসারে রথিগণকে সমাদেশ করিলেন। কর্ণের প্রতি অর্জ্জুনকে, দুর্য্যোধনের প্রতি ভীমকে, শল্যের প্রতি ধৃষ্টকেতুকে, কৃপের নিমিত্ত উত্তমৌজাকে, অশ্বত্থামার নিমিত্ত নকুলকে, কৃতবর্ম্মার নিমিত্ত শৈব্যকে এবং জয়দ্রথের নিমিত্ত বৃষ্ণি-বংশীয় যুযুধানকে নিযোজিত করিলেন; ভীষ্মের নিমিত্ত শিখণ্ডীকে সম্মুখে স্থাপিত করিলেন[৫-৭]; শকুনির প্রতিপক্ষে সহদেবকে, শলের প্রতি চেকিতানকে ও ত্রিগর্ত্তগণের প্রতি দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রকে নির্দ্দিষ্ট করিলেন[৮] এবং বৃষসেন ও অবশিষ্ট মহীপালগণের নিমিত্ত অভিমন্যুকে নিযুক্ত রাখিলেন; কেন না তাঁহাকে তিনি পার্থ অপেক্ষাও সমরে সমধিক সমর্থ জ্ঞান করিতেন[৯]। সেনাপতিপতি মেধাবী ধৃষ্টদ্যুম্ন যোধগণকে এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ ও সমবেত রূপে বিভক্ত করিয়া দ্রোণকে স্বকীয় অংশ-রূপে কল্পিত করিলেন এবং এইরূপে ব্যূহ রচনা-পূর্ব্বক যুদ্ধার্থে কৃতনিশ্চয় হইয়া যথোদ্দিষ্ট সৈন্য-সমস্ত যোজিত করত পাণ্ডবগণের বিজয়ার্থে রণাঙ্গনে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন[১০-১২]।

সেনাপতি-নিয়োগে উলূকদূতাগমন প্রকরণ ও চতুঃষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬৪ ॥

রথাতিরথসংখ্যান পর্ব্ব।

পঞ্চষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, অর্জ্জুন সমরে ভীষ্মের বধ প্রতিজ্ঞা করিলে

আমার দুর্য্যোধনাদি মন্দমতি পুত্রেরা কি করিল[১]? আমার বোধ হই-
তেছে, বাসুদেব-সহায়-সম্পন্ন দৃঢ়ধন্বা ধনঞ্জয় সমরে জ্যেষ্ঠ তাত গঙ্গা-
নন্দনকে নিশ্চয়ই নিহত করিবে[২]। হে সঞ্জয়! পার্থের প্রতিজ্ঞা-বাক্য
শ্রবণ করিয়া সেই অমিত-প্রজ্ঞাশালী, মহাধনুর্দ্ধারী, প্রহারিশ্রেষ্ঠ, কৌ-
রব-ধুরন্ধর, মহাবুদ্ধি, পরাক্রম-সম্পন্ন ভীষ্মই বা কি বলিলেন এবং
সৈনাপত্য প্রাপ্ত হইয়া কিরূপই বা চেষ্টা করিলেন[৩-৪]?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর সঞ্জয়, অমিত-তেজস্বী কুরুবৃদ্ধ ভী-
ষ্মদেব যেরূপ কহিয়াছিলেন, সে সমস্ত বৃত্তান্তই তাঁহারে নিবেদন
করিলেন[৫]। সঞ্জয় কহিলেন, হে নরপতে! শান্তনু নন্দন ভীষ্ম সেনা-
পতিপদ প্রাপ্ত হইয়া দুর্য্যোধনকে আহ্লাদিত করত এই কথা বলি-
লেন[৬], আমি শক্তিপানি সেনানী কুমার কার্ত্তিকেয়কে নমস্কার করি-
য়া অদ্য তোমার সেনাপতি হইব, সন্দেহ নাই[৭]। আমি সেনা-কর্ম্ম ও
বিবিধ ব্যূহ-রচনা বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং ভৃত ও অভৃত অর্থাৎ বেতন
প্রাপ্ত ও মিত্রতা-হেতুক সমাগত সৈনিকদিগকে কিরূপে কর্ম্ম করা-
ইতে হয়, তাহাও জানি[৮]। হে মহারাজ! যুদ্ধযাত্রা, যুদ্ধ ও পরাস্ত্র-
প্রতিকার বিষয়ে আমি বৃহস্পতির ন্যায় সম্পূর্ণরূপে অবগত আছি[৯]।
আমি দেব, গন্ধর্ব্ব ও মানুষ-সম্বন্ধীয় যে সমস্ত ব্যূহরচনা জানি, তদ্দ্বা-
রাই পাণ্ডবগণকে মোহিত করিব; অতএব তুমি চিন্তা দূর কর[১০]। হে
রাজন্! তোমার সৈন্যগণকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করত আমি শাস্ত্রা-
নুসারে অকপটে যুদ্ধ করিব; অতএব তোমার মানস-জ্বর অপনীত
হউক[১১]।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে মহাবাহো গাঙ্গেয়! আপনাকে আমি
সত্য করিয়া কহিতেছি, সমুদয় দেব ও অসুরগণেও আমার ভয় না-
ই; ভবাদৃশ সুদুর্দ্ধর্ষ ব্যক্তি সেনাপতি পদ গ্রহণ করিলে এবং পুরুষ-
ব্যাঘ্র দ্রোণাচার্য্য আহ্লাদ-পূর্ব্বক যুদ্ধার্থে অবস্থিত হইলে যে ভয়

থাকিবে না, তাহার কথা আর কি আছে[১৩]? হে ভরতশ্রেষ্ঠ! পুরুষ-প্রধান আপনারা দুই জন অবস্থিত হইলে আমার নিশ্চয়ই বিজয় হইবে; বিজয়ের কথা দূরে থাকুক, দেব-রাজ্যও দুর্ল্লভ হয় না[১৪]। হে কৌরব! সম্প্রতি শক্রগণের ও আপনার কিয়ৎ-সংখ্যক রথী ও অতিরথী আছে, তৎসমুদায় অবগত হইতে অভিলাষ করি[১৫]। পিতামহ, আত্ম পর উভয় পক্ষেরই অভিজ্ঞ, একারণ আমি এই অখিল-রাজবর্গের সহিত উহা শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইতেছি[১৬]।

ভীষ্ম কহিলেন, হে গান্ধারীনন্দন রাজেন্দ্র! স্বকীয় বল-মধ্যে রথ-সংখ্যা শ্রবণ কর। যাহারা রথী ও অতিরথী, সমুদায় ব্যক্ত করিতেছি[১৭]। হে রাজন্! তোমার সেনা-মধ্যে বহু সহস্র, বহু লক্ষ, বহু অর্ব্বুদ রথী আছেন, তন্মধ্যে যাহারা প্রধান, তাঁহাদিগেরই কথা শ্রবণ কর[১৮]। প্রথমত দুঃশাসন-প্রভৃতি শত সংখ্যক সহোদরগণের সহিত তুমিই এক জন প্রধান রথী[১৯]। তোমরা সকলেই প্রহরণ বিষয়ে কৃতকার্য্য এবং ছেদ্য ও ভেদ্য বিষয়ে বিশারদ। তোমরা রথ-প্রস্থে ও গজস্কন্ধে যেরূপ সংযন্তা, গদা, প্রাস ও অসিচর্ম্মেও সেইরূপ প্রহর্ত্তা; তোমরা সকলেই কৃতাস্ত্র, ভারবহনে সমর্থ এবং শরে ও অস্ত্রে দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যের শিষ্য[২০-২১]। এই মনস্বী ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক কৃতাপরাধ হইয়া সংগ্রামে যুদ্ধদুর্ম্মদ পাঞ্চালগণকে বিনাশ করিবেন[২২]। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সর্ব্ব-সেনাপতি আমিও তোমার শক্রভূত পাণ্ডবদিগের পরাভব-সাধন-পূর্ব্বক বিধ্বংস করিব[২৩]। হে রাজন্! স্বকীয় গুণ-সমস্ত ব্যক্ত করা আমার উচিত নহে; আমি যেরূপ তাহা তোমার বিদিতই আছে। শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ, অতিরথ, ভোজরাজ কৃতবর্ম্মাও সমরে তোমার অর্থসিদ্ধি করিবেন, সন্দেহ নাই। ইনি শস্ত্রজ্ঞগণের অধর্ষণীয়, দৃঢ়ায়ুধ ও দূরে অস্ত্র-নিক্ষেপে সমর্থ; সুতরাং মহেন্দ্র যেমন দানবগণের সংহার করেন, সেইরূপ ইনি শক্রসৈন্য বিনষ্ট করিবেন।

আমার বিবেচনায় মহাধনুর্দ্ধারী মদ্ররাজ শল্যও এক জন অতি-রথ[২৪.২৬]। এই রাজসত্তম প্রতি সময়ে বাসুদেবের সহিত নিত্যই স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন; বিশেষত নিজ ভাগিনেয়গণকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন; অতএব ইনি সাগর-তরঙ্গ-সম শর-নিকর-দ্বারা শত্রুদিগকে প্লাবিত করত মহারথ পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিবেন। মহাধনুর্দ্ধারী, রথযূথপতির যূথপতি, সোমদত্ত-পুত্র ভূরিশ্রবা কৃতাস্ত্রও বটেন এবং তোমার হিতকারী সুহৃদ্‌ও বটেন; সুতরাং শত্রুসৈন্যের সুমহান্ বিধ্বংস-সম্পাদনে সমর্থ হইবেন[২৭.২৯]। মহারাজ! সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ দ্বিগুণ রথ বলিয়া আমার অভিমত। এই রথ-সত্তম সম্পূর্ণ বিক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক সংগ্রামে যুদ্ধ করিবেন[৩০]। হে রাজন্! দ্রৌপদীহরণ সময়ে পাণ্ডবেরা ইহারে যে নিরতিশয় ক্লেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা সম্যক্‌রূপে স্মরণ করত এই পরবীরহন্তা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন[৩১]। হে রাজন্! তৎকালে ইনি সুদারুণ তপস্যা অবলম্বন-পূর্ব্বক পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সুদুর্লভ বরলাভ করিয়াছিলেন; অতএব হে তাত! এই রাজশার্দ্দূল জয়দ্রথ সমরে সেই বৈর স্মরণ করত সুদুস্ত্যজ প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াও পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিবেন[৩২.৩৩]।

কৌরব-রথাতিরথসংখ্যায় পঞ্চষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৬৫॥

ষট্‌ষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ভীষ্ম কহিলেন, হে রাজসত্তম! কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ একগুণ রথী; তোমার অর্থসিদ্ধি আকাঙ্ক্ষা করত ইনি সংগ্রামে শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিবেন[১]। কৌরবেরা সমরে তোমার নিমিত্ত এই রথসিংহের ইন্দ্র-তুল্য পরাক্রম দৃষ্টি করিবেন[২]; যেহেতু এই প্রহার কারীর

রথ-সমূহে শলভশ্রেণীর ন্যায় কাম্বোজ দেশীয় অতিবেগবান্ বীরগণ অবস্থান করিয়া থাকে[৩]। মহারাজ! মাহিষ্মতী-বাসী নীলবর্ম্ম ধারী নীলরাজ এক জন রথ; ইনি রথ-সমূহ-সহকারে তোমার শত্রুদিগের ধ্বংস করিবেন[৪]। হে কুরুনন্দন! পূর্ব্বে সহদেব ইহার সহিত শত্রুতা করিয়াছিলেন; সুতরাং তোমার নিমিত্ত ইনি নিয়তই যুদ্ধ করিবেন[৫]। হে তাত! সুদৃঢ় বীর্য্য ও পরাক্রম-সম্পন্ন, সমরে সুনিপুণ, অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ, উভয়েই রথোত্তম বলিয়া পরিগণিত[৬]। হে মহারাজ! যেমন ক্রীড়া নিরত যুথপতি মাতঙ্গ যুগল যুথ মধ্যে সঞ্চরণ করিয়া থাকে; তদ্রূপ এই পুরুষব্যাঘ্র দ্বয় যুদ্ধ কামী হইয়া সমর ভূমিতে কৃতান্তের ন্যায় বিচরণ করত হস্তবিচ্যুত গদা, প্রাস, অসি, নারাচ, তোমর-প্রভৃতি প্রহরণপুঞ্জ-দ্বারা তোমার শত্রুসৈন্য সমস্ত দগ্ধ করিতে থাকিবেন[৭-৮]। হে রাজেন্দ্র! ত্রিগর্ত্তেরা পঞ্চ সহোদর রথশ্রেষ্ঠ বলিয়া আমার অভিমত; বিরাটনগরে পাণ্ডবেরা ইহাদিগের সহিত শত্রুতাও করিয়াছিলেন; সুতরাং মকরগণ যেমন উদ্ধত-তরঙ্গযুক্তা গঙ্গাকে বিক্ষোভিতা করে, সমরে পাণ্ডবদিগের সমুচ্ছ্রিত-পতাকিনী বাহিনীকেও ইহারা সেইরূপ বিক্ষোভিতা করিবেন[৯-১০]। এই পঞ্চ রথ-মধ্যে সত্যরথ প্রধান। হে ভারত! পূর্ব্বে ভীমানুজ শ্বেতবাহন অর্জ্জুন দিগ্বিজয়ে প্রবৃত্ত হইয়া ইহাদিগের যে সমস্ত অপ্রিয় অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা সম্যক্-রূপে স্মরণ করিয়া ইহারা সংগ্রামে যুদ্ধ করিবেন[১১.১২];—পাণ্ডবদিগের সন্নিহিত হইয়া মহাধনুর্দ্ধারী মহারথ প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয়-ধুরন্ধরগণকে নিহত করিবেন[১৩]।

হে রাজন্! তোমার পুত্র লক্ষণ ও দুঃশাসনের পুত্র, এই কুরুশার্দ্দূল-যুগল রথসত্তম বলিয়া আমার অভিমত; তরুণ ও সুকুমার রাজকুমার হইয়াও এই পুরুষব্যাঘ্রেরা সমরে অপরাঙ্মুখ, মহাতেজস্বী, যুদ্ধ-সকলের বিশেষজ্ঞ ও সর্ব্বতোভাবে প্রণেতা। এই বীরদ্বয় ক্ষত্র-

ধর্ম্মে রত হইয়া সুমহৎ কর্ম্ম করিবেন[১৪-১৬]। হে নরশ্রেষ্ঠ মহারাজ! দণ্ডধার একগুণ রথ; ইনি নিজ সৈন্যে রক্ষিত হইয়া তোমার সংগ্রামে যুদ্ধ করিবেন[১৭]। হে তাত! মহাবেগ-পরাক্রম, রথসত্তম কোশলরাজ বৃহদ্বলও এক-রথ বলিয়া আমার অভিমত[১৮]। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের হিত-কার্য্যে নিরত হইয়া এই উগ্রায়ুধ মহাধনুর্দ্ধারী সমরে স্বকীয় বন্ধুগণকে আনন্দিত করত যুদ্ধ করিবেন[১৯]।

হে রাজন্! রথযূথপতির যূথপতি কৃপাচার্য্য প্রিয়তম প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াও তোমার শত্রুগণকে দহন করিবেন[২০]। হে তাত! অজেয় কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় যিনি শরস্তম্ব হইতে মহর্ষি গৌতমাচার্য্যের পুত্র হইয়াছিলেন[২১], সেই এই বীরবর বিবিধ আয়ুধ ও কার্ম্মুক-যুক্ত সুবহুল সৈন্য-সমস্ত নিঃশেষে দহন করত সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায় সমরে সঞ্চরণ করিবেন[২২]।

কৌরব-রথাতিরথসংখ্যায় ষট্‌ষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬৬ ॥

সপ্তষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ভীষ্ম কহিলেন, হে নরাধিপ! তোমার মাতুল এই শকুনি এক-রথ; পাণ্ডবগণের সহিত বৈর-যোজন করিয়া ইনি অবশ্যই যুদ্ধ করিবেন, সংশয় নাই[১]। সমরে প্রতিকূলে প্রধাবিত এই বীরের সৈন্য সকল বেগে সমীরণ-সদৃশ, বহুবিধ আয়ুধযুক্ত ও সুদুর্দ্ধর্ষ[২]। মহাধনুর্দ্ধারী মহারথ দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা সকল ধনুর্দ্ধারীর অতিক্রমকারী, সমরে চিত্রযোধী ও দৃঢ়াস্ত্র[৩]। মহারাজ! গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুনের ন্যায় ইঁহার শরাসন-বিনির্ম্মুক্ত সায়ক সমস্ত অবিচ্ছিন্নরূপে গমন করিয়া থাকে[৪]। আমি এই রথসত্তম মহাবীরের গুণ সংখ্যা করিতে অসমর্থ; এই মহারথ ইচ্ছা করিলে ত্রৈলোক্য দহন করিতে পারেন[৫]। ইনি তপস্যা-দ্বারা

ঋষিদিগের ক্রোধ ও তেজ উভয়ই সঞ্চয় করিয়াছেন এবং উদার-ধী-সম্পন্ন হওয়ায় দ্রোণ-কর্ত্তৃক দিব্যাস্ত্র-সমূহ-দ্বারাও অনুগৃহীত হইয়াছেন[৬]; কিন্তু হে ভরতর্ষভ! ইঁহার একটি যে মহাদোষ আছে, তাহাতে আমি ইঁহাকে রথ বা অতিরথ বলিয়া মনে করি না[৭]। হে রাজন্! এই দ্বিজ নিত্যই আয়ুষ্কামী; সুতরাং জীবন ইঁহার অত্যন্ত প্রিয়। যাহা হউক, উভয় সেনার মধ্যে ইঁহার সদৃশ কোন যোদ্ধাই বিদ্যমান নাই[৮]। প্রশস্ত শরীরধারী এই অশ্বত্থামা একমাত্র রথে আরোহন করিয়া দেবগণের বাহিনীকেও নিহত করিতে পারেন এবং তলনির্ঘোষ-দ্বারা অচল সকলকেও বিদীর্ণ করিতে সমর্থ হন[৯]। অতএব এই অপরিমিত-গুণশালী, দারুণ-দ্যুতি, অসম-প্রহারী, বীরবর, দণ্ডপাণি কালের ন্যায় অসহ্য হইয়া বিচরণ করিবেন[১০]। ক্রোধে যুগান্ত-হুতাশন-সদৃশ, মহাদ্যুতি সিংহগ্রীব অশ্বত্থামা এই ভারত-যুদ্ধের পর্য্যবসান করিবেন[১১]। ইঁহার পিতা মহাতেজা দ্রোণাচার্য্য বৃদ্ধ হইয়াও যুবগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; সমরে ইনি যে সুমহৎ কর্ম্ম করিবেন, তাহাতে আমার কিছুমাত্র সংশয় নাই[১২]। সেনারূপ তৃণকাষ্ঠ-সমুত্থিত, অস্ত্রবেগ-পবনে উদ্ধূত দ্রোণ-রূপ মহানল সমরে নিশ্চল হইয়া যুধিষ্ঠিরের সৈন্য সমস্ত নির্দহন করিবেন[১৩]। ফলত রথযূথপযূথ-সমূহের যূথপতি এই নরশ্রেষ্ঠ ভরদ্বাজ-নন্দন তোমার অতীব হিতকর্ম্ম সম্পাদন করিবেন[১৪]। সকল মূর্দ্ধাভিষিক্তগণের আচার্য্য এই বৃদ্ধ গুরু, সমস্ত সৃঞ্জয়গণেরই অন্তকারী হইতে পারেন; কিন্তু ধনঞ্জয় ইঁহার অতিশয় প্রিয়[১৫]; এই মহাধনুর্দ্ধারী গুণ-নির্ম্মিত প্রদীপ্ত আচার্য্য কর্ম্ম স্মরণ করিয়া অক্লিষ্টকারী পার্থকে কদাচ বিনষ্ট করিতে পারিবেন না[১৬]। হে বীর! অর্জ্জুনের গুণনিকর-দ্বারা ভরদ্বাজ-নন্দন নিত্যই শ্লাঘা করিয়া থাকেন এবং পুত্রাপেক্ষাও উঁহাকে অধিক বিবেচনা করেন[১৭]। এই অসীম প্রতাপ-সম্পন্ন মহাবীর সমরে এক মাত্র রথে আরোহণ করিয়া দিব্যাস্ত্র-সমূহ-দ্বারা একত্র

সমবেত দেব, গন্ধর্ব্ব ও মানবগণকেও নিহত করিতে পারেন[১৮]। হে রাজন্! তোমার শত্রুরথ-বিমর্দ্দন মহারথ রাজশার্দ্দূল পৌরব রথ শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমার অভিমত[১৯]। তিনি স্বকীয় বিপুল সৈন্য-সহকারে বিপক্ষ সৈন্যগণকে প্রতাপিত করত, অগ্নি যেমন শুষ্ক তৃণ দহন করে, সেইরূপ পাঞ্চালদিগকে নির্দ্দগ্ধ করিবেন[২০]। হে ভারত! সত্যকীর্ত্তি, এক রথ, রাজপুত্র বৃহদ্বল সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় তোমার শত্রুবল-মধ্যে বিচরণ করিবেন[২১]। ইহার যোধগণ বিচিত্র কবচ ও আয়ুধধারণ পূর্ব্বক তোমার শত্রুগণকে নিহত করিয়া রণ স্থলে বিচরণ করিবেন[২২]।

হে রাজেন্দ্র! কর্ণপুত্র মহারথ বৃষসেন তোমার এক জন প্রধান রথী। এই বলিশ্রেষ্ঠ, তোমার শত্রু-সৈন্যকে প্রকৃষ্টরূপে দহন করিবেন[২৩]! হে রাজন্! তোমার রথশ্রেষ্ঠ পরবীরহন্তা, মহাতেজা, মধুবংশীয় জলসন্ধ সমরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিবেন[২৪]। গজস্কন্ধ ও রথ উভয়ত্রই বিশারদ এই মহাবাহু সমরে শত্রু-সেনাকে বিক্ষিপ্তা করত যুদ্ধ করিবেন[২৫]। মহারাজ! এই রাজসত্তম রথ বলিয়া আমার অভিমত; তোমার নিমিত্তে ইনি সসৈন্যে মহারণে প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন[২৬]। ইনি সমরে বিক্রান্ত-যোধী ও চিত্রযোধী; সুতরাং নির্ভীক হইয়া শত্রুগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবেন[২৭]।

হে রাজন্! সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ সাক্ষাৎ কৃতান্ত-সদৃশ অসীম-শৌর্য্য-সম্পন্ন বাহ্লীক অতিরথ বলিয়া আমার অভিমত[২৮]; কেন না সমর প্রাপ্ত হইয়া ইনি কোন প্রকারেই নিবৃত্ত হয়েন না। সদাগতি মারুতের ন্যায় তিনি সমরে শত্রুগণকে নিশ্চয়ই নিহত করিবেন[২৯]। মহারাজ! তোমার সেনাপতি মহারথ সত্যবান্ সমরে অদ্ভুতকর্ম্মা, রথী ও শত্রুরথের পীড়াকারী[৩০]। যুদ্ধ দর্শন করিয়া ইহার কোন প্রকারেই ব্যথা হয় না; ইনি রথপথে অবস্থিত শত্রুদিগকে বিস্মিত করত সহসা

তাহাদিগের উপরে পতিত হন[৩১]। অরাতিগণ মধ্যে এই মহাবল পরাক্রান্ত পুরুষোত্তম তোমার নিমিত্ত সমরে সৎপুরুষোচিত সুমহৎ কর্ম্ম করিবেন[৩২]। হে রাজন্! ক্রূরকর্ম্মা, মহারথ, রাক্ষসেন্দ্র অলম্বুষ পূর্ব্ব বৈর স্মরণ করত অরাতিগণকে নিহত করিবেন[৩৩]। ইনি সমস্ত রাক্ষস-সৈন্য-মধ্যে রথ-সত্তম, মায়াবী ও দৃঢ়বৈর, সুতরাং সমরে ঘোররূপে বিচরণ করিবেন[৩৪]। হে রাজেন্দ্র! প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপতি প্রতাপশালী বীরবর ভগদত্ত, গজাঙ্কুশ ধারণেও শ্রেষ্ঠ এবং রথেও বিশারদ[৩৫]। পূর্ব্বে গাণ্ডীবধন্বার সহিত ইহাঁর যুদ্ধ হইয়াছিল। উভয়েই জয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া বহু দিন পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়াছিলেন[৩৬]। অনন্তর ইনি পাকশাসন ইন্দ্রকে মধ্যস্থ মানিয়া সেই মহাত্মা পাণ্ডবের সহিত মিত্রতা করিয়া সন্ধি করিয়াছিলেন[৩৭]। গজস্কন্ধ-বিশারদ এই রাজা সমরে দেবগণ মধ্যে ঐরাবতারূঢ় বাসবের ন্যায় যুদ্ধ করিবেন[৩৮]।

কৌরব-রথাতিরথসংখ্যায় সপ্তষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬৭ ॥

অষ্টষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ভীষ্ম কহিলেন, হে রাজন্! গান্ধার-প্রধান, যুবা, দর্শনীয়, মহাবল-পরাক্রান্ত, দৃঢ়ক্রোধ-পরায়ণ, দুরাধর্ষ, নরব্যাঘ্র অচল ও বৃষক উভয় ভ্রাতাই রথী; ইহাঁরা মিলিত হইয়া তোমার শত্রুগণের বিধ্বংস করিবেন[১-২]। হে ভারত! তোমার এই প্রিয়তম সখা, মন্ত্রী, নায়ক, বন্ধু, অভিমানী, অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী, আত্মশ্লাঘাকারী, নিত্য রণ-কর্কশ, নীচ পুরুষ, সূর্য্যতনয় কর্ণ, যিনি সর্ব্বদাই তোমাকে পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত উৎসাহিত করেন[৩-৪], ইহাঁকে সমরে না রথ, না অতিরথ, কিছুই বলা যায় না। ইনি অনভিজ্ঞ ও সতত দয়ালু হওয়ায় সহজাত দিব্য কবচ ও কুণ্ডল-যুগলে বঞ্চিত হইয়াছেন এবং

আপনারে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় প্রদান করাতে রাম কর্তৃক অভিশাপ ও কবচাদি সাধন-সকলের বিয়োগ-হেতুক অর্দ্ধ-রথ বলিয়া আমার অভিমত। সমরে অর্জ্জুনের সন্নিহিত হইয়া ইনি কদাচ জীবিত থাকিয়া মুক্তি পাইবেন না[৫.৭]।

অনন্তর সর্ব্বশস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্যও কহিলেন, হে গাঙ্গেয়! আপনি যাহা বলিলেন; তাহার অণুমাত্রও মিথ্যা নয়[৮]। কর্ণ প্রতি সমরেই অভিমানী হন, কিন্তু বিমুখ হইতেও দৃষ্ট হইয়া থাকেন; অতএব এই নিন্দক ও অবধান শূন্য ব্যক্তি আমারও অর্দ্ধরথ বলিয়া অভিমত[৯]। ইহা শ্রবণ করিয়া রাধেয় ক্রোধে নয়ন-দ্বয় উৎক্ষেপণ-পূর্ব্বক অঙ্কুশবৎ বাক্য-দ্বারা ভীষ্মকে পীড়িত করত কহিলেন[১০], হে পিতামহ! আমি নিরপরাধ হইলেও তুমি কেবল দ্বেষ-হেতুক এইরূপ বাক্যবাণ-সহকারে আমাকে ইচ্ছানুসারে পদে পদে ছেদন করিয়া থাক[১১]; তথাপি দুর্য্যোধনের নিমিত্ত আমি সে সকলই সহ্য করি। "আমার নিকটে তুমি অর্দ্ধরথ-রূপে পরিগণিত" এই বলিয়া তুমি যে আমাকে কাপুরুষের ন্যায় মন্দজ্ঞান করিতেছ, ইহাতে কি সংশয় নাই? হে গাঙ্গেয়! আমি মিথ্যা বলিতেছি না, তুমি সমস্ত জগতের, বিশেষত কৌরবগণের নিয়ত অহিতকারী, কিন্তু রাজা দুর্য্যোধন ইহা অবগত হইতেছেন না। গুণের প্রতি বিদ্বেষ-হেতুক তুমি যেমন আ-মার দ্বেষ করিতে ইচ্ছা করিতেছ, সমরে সমান-গুণসম্পন্নউদারকর্ম্মা রাজগণ-মধ্যে ভেদ করণেচ্ছু হইয়া কোন্ ব্যক্তি আর এরূপ তেজো-হানি করে[১২.১৫]? হে কৌরব! বয়ঃক্রম, বার্দ্ধক্য, ধন, কি বন্ধু-দ্বারা ক্ষ-ত্রিয়ের মহারথত্ব সংখ্যা করিতে পারা যায় না[১৬]। ক্ষত্রিয়েরা বল-দ্বারা, ব্রাহ্মণেরা মন্ত্র-দ্বারা, বৈশ্যেরা ধনদ্বারা এবং শূদ্রেরা বয়ঃক্রম-দ্বারাই জ্যেষ্ঠ বলিয়া স্মৃত হয়[১৭]। আপনি কাম ও দ্বেষ পরায়ণ হইয়া মোহ প্রযুক্ত স্বেচ্ছানুসারে রথী ও অতিরথ দিগকে নির্দ্দেশ করিতেছেন[১৮]।

—হে মহাবাহো দুর্য্যোধন! আপনি সম্যক্ বিবেচনা করিয়া দেখুন; আপনার অনিষ্টকারী এই দুষ্টাভিপ্রায় ভীষ্মকে পরিত্যাগ করুন[১৯]; কেন না পুরুষ পরম্পরা গত সৈন্য সকল ভিন্ন হইলে যখন তাহাদিগকে একত্র করা দুঃসাধ্য; তখন যাহারা নানাস্থান হইতে সমাগত হইয়াছে, তাহারা ভিন্ন হইলে যে একত্র করা দুষ্কর, তাহার সন্দেহ কি[২০]? হে ভারত! ভীষ্ম এই যাবতীয় যোধগণের প্রত্যক্ষেই আমাদিগের তেজোহানি করিতেছেন; সুতরাং যুদ্ধ বিষয়ে ইহাদিগের বিলক্ষণ সংশয় উৎপন্ন হইল[২১]। হা! রথিগণের পরিজ্ঞান কোথায় আর অল্পবুদ্ধি ভীষ্মই বা কোথায়! আমিই একাকী পাণ্ডবগণের সৈন্যকে আবারিত করিব[২২]। শার্দ্দূল-সন্নিহিত বৃষভ-পুঞ্জের ন্যায় পাণ্ডব ও পাঞ্চালেরা অব্যর্থ-বাণ-সন্ধায়ী আমাকে প্রাপ্ত হইয়া দশ দিকে পলায়ন করিবে[২৩]। যুদ্ধ, বিমর্দ্দ, মন্ত্র ও সুভাষিতই বা কোথায়, আর বৃদ্ধ, মন্দাত্মা, কালপ্রেরিত ভীষ্মই বা কোথায়[২৪]? ইনি একাকী সমস্ত জগতের সহিত নিত্যই স্পর্দ্ধা করেন এবং এরূপ অসত্যদর্শী হয়েন যে, কাহাকেও আর পুরুষ বলিয়া জ্ঞান করেন না[২৫]। শাস্ত্রে এরূপ নিদর্শন আছে বটে, যে বৃদ্ধগণের বাক্য শ্রবণ করা কর্ত্তব্য কিন্তু অতিবৃদ্ধগণের নহে; কেন না পণ্ডিতগণের বিবেচনায় তাঁহারা পুনর্ব্বার বালকত্ব প্রাপ্ত হন[২৬]। হে রাজশার্দ্দূল! আমিই একাকী স্বীয় যুদ্ধে পাণ্ডবগণের সৈন্য সমস্ত সংহার করিব, কিন্তু ভীষ্ম যশোলাভ করিবেন[২৭]। হে নরপতে! আপনি এই ভীষ্মকে সেনাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; যশ সেনাপতিতেই গমন করে, যোধগণে নহে[২৮]; অতএব হে রাজন্! গঙ্গানন্দন ভীষ্ম জীবিত থাকিতে আমি কোন প্রকারেই যুদ্ধ করিব না; ভীষ্ম নিহত হইলে পর সমস্ত মহারথগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইব[২৮]।

ভীষ্ম কহিলেন, রে সূতপুত্র! দুর্য্যোধনের সংগ্রামে আমার এই

সাগরোপম সুমহান্ ভার সমুদ্যত হইয়াছে; আমি বহু বর্ষ পর্য্যন্ত ইহার চিন্তা করিতেছি[৩০]; অতএব সেই লোমাঞ্চকর প্রতপ্ত সমর সময় সমাগত হইলে পরস্পর ভেদ করা আমার কর্ত্তব্য নহে, এই নিমিত্তই তুমি জীবিত রহিয়াছ[৩১]। আমি বৃদ্ধ হইয়াও শিশু-স্বরূপ তোমার প্রতি বিক্রম প্রকাশ করিয়া তোমার যুদ্ধ-লালসা ও জীবিনাশা ছেদ করিতে পারি, কিন্তু এই নিমিত্তেই করিলাম না[৩২]। রে সূতজ! তুমি আমার কি করিবে, তোমার গুরু জামদগ্ন্য পরশুরাম মহাস্ত্রসকল পরিত্যাগ করিয়াও আমার কিছুমাত্র ব্যথা জন্মাইতে পারেন নাই[৩৩]। রে নিকৃষ্টকুলপাংসন! সাধু লোকেরা কদাচ ইচ্ছা করিয়া স্বকীয় বলের প্রশংসা করেন না, কিন্তু আমি এক্ষণে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াই তোমাকে উহা বলিতেছি[৩৪]। কাশীরাজ কন্যাদিগের স্বয়ম্বর কালে সমবেত পার্থিব ক্ষত্রিয়কুলকে এক রথেই জয় করিয়া আমি বল-পূর্ব্বক কন্যা সমস্ত হরণ করিয়াছিলাম[৩৫]। অপিচ রণাঙ্গনে এতাদৃস সহস্র সহস্র এবং এতদপেক্ষাও বিশিষ্ট সসৈন্য ক্ষত্রিয়গণকে একাকীই নিরস্ত করিয়াছিলাম[৩৬]। সংপ্রতি সাক্ষাৎ বৈর-পুরুষ তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া কুরুগণের মহান্ অনর্থ উপস্থিত হইল; এক্ষণে বিনাশের নিমিত্ত যত্ন কর, পুরুষ হও[৩৭]। রে সুদুর্ম্মতে! যাহার সহিত তুমি সর্ব্বদা স্পর্দ্ধা করিয়া থাক, সেই পার্থের সহিত সমরে যুদ্ধ কর, আমি যুদ্ধ হইতে তোমাকে একবার বিমুক্ত হইতে দেখিব[৩৮]।

অনন্তর প্রতাপবান্! রাজা দুর্য্যোধন তাঁহাকে কহিলেন, হে গাঙ্গেয়! আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, দেখুন, এক্ষণে মহৎ কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে[৩৯]; অতএব যাহাতে আমার পরম মঙ্গল হয়, একাগ্র হইয়া তাহাই চিন্তা করুন। আপনারা উভয়েই আমার মহৎ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবেন[৪০]। সম্প্রতি শত্রুদিগের রথসত্তমগণের কথা শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি; তথায় যে সমস্ত অতিরথ ও রথযুথপতি

আছে তাহাদের বৃত্তান্ত বর্ণন করুন[৪১]। হে কৌরব! আমি শত্রুগণের বলাবল শ্রবণে অভিলাষী হইতেছি, যেহেতু রজনী প্রভাতা হইলেই এই যুদ্ধারম্ভ হইবে[৪২]।

ভীষ্ম-কর্ণ-কলহে অষ্টষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ১৬৮ ॥

ঊনসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ভীষ্ম কহিলেন, হে নৃপতে! তোমার এই সমস্ত রথ, অতিরথ ও অর্দ্ধরথের বর্ণন করা হইল; অতঃপর পাণ্ডবদিগেরও রথাদির বিবরণ শ্রবণ কর[১]। হে রাজন্! সম্প্রতি পাণ্ডবগণের বল-বিজ্ঞানে তোমার যদি কৌতূহল হয় তবে, এই সকল ভূপালগণের সহিত তাহাদিগের রথসংখ্যা অবগত হও[২]। হে তাত! স্বয়ং রথশ্রেষ্ঠ কুন্তীনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির সমরে অগ্নির ন্যায় সঞ্চরণ করিবেন, সন্দেহ নাই[৩]। হে রাজেন্দ্র! ভীমসেন অষ্টগুণ রথী; সংগ্রামে গদায় কি সায়কে কেহই তাঁহার সমান নাই[৪]। তিনি অযুত হস্তীর বলধারী, অভিমানী এবং তেজঃ প্রভাবে তাঁহারে সামান্য মনুষ্য বলিয়া বোধ হয় না। পুরুষশ্রেষ্ঠ মাদ্রীপুত্রেরাও উভয়েই রথী এবং রূপে ও তেজে সাক্ষাৎ অশ্বিনী-কুমার-সদৃশ। ইহারা সৈন্যমুখে সমাগত হইয়া নিরতিশয় ক্লেশ-সমস্ত স্মরণ করত রুদ্রের ন্যায় যে বিচরণ করিবেন, তাহাতে আমার কিছুমাত্র সংশয় নাই। পাণ্ডু-পুত্রেরা সকলেই মহাবল, মহাত্মা, সিংহের ন্যায় শরীর-বিশিষ্ট, শালস্তম্ভের ন্যায় উন্নত এবং প্রমাণে অন্যান্য পুরুষগণ অপেক্ষা প্রাদেশ মাত্র অধিক[৫-৮]। হে তাত! এই পুরুষব্যাঘ্রেরা সকলেই ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠানকারী, তপস্বী, লজ্জাশীল, ব্যাঘ্রের ন্যায় বলোদ্ধত[৯] এবং বেগে, প্রহারে ও যুদ্ধ বিষয়ে অলৌকিকতালাভ করিয়াছেন। হে ভরতর্ষভ! ইহাঁরা দিগ্বিজয় কা-

লে সকলেই মহীপালগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন[১৭]। সমরে ইহাদিগের আয়ুধ, গদা ও শর-সমস্ত সহ্য করিতে পারে, এমন পুরুষই অপ্রসিদ্ধ; সহ্য করা দূরে থাকুক, ইহাদিগের ধনুতে জ্যারোপ করিতে, গুর্ব্বী গদা সবল উত্তোলন করিতে অথবা শর সমস্ত বিক্ষেপ করিতেও কেহ সমর্থ হয় না। বাল্যকালেও তাঁহারা বেগে, লক্ষ্য হরণে, ভোজ্যে ও ধূলি-প্রক্ষেপণ-ক্রীড়ায় তোমাদিগের সকল অপেক্ষাই শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই বলোদ্ধত, সুতরাং সমরে তোমার এই সৈন্য প্রাপ্ত হইয়া নিয়তই বিধ্বংসিত করিবেন, অতএব তাঁহাদিগের সহিত যেন সমর-সমাগম না হয়। হে রাজেন্দ্র! তাঁহারা একে একে সমরে সমস্ত মহীপালগণকেই যে নিহত করিতে পারেন, তাহা রাজসূয়ে তোমার প্রত্যক্ষই হইয়াছে। তাঁহারা দ্রৌপদীর পরিক্লেশ ও দ্যূত-কালীন পরুষ-বাক্য-সমুদায় স্মরণ করত সমরে রুদ্রের ন্যায় সঞ্চরণ করিবেন। নারায়ণ-সহায়-সম্পন্ন লোহিত-লোচন যে অর্জ্জুন, উভয় পক্ষের সৈন্যগণ-মধ্যে তাদৃশ বীর্য্যশালী রথী আর বিদ্যমান নাই, মনুষ্যে কি, পূর্ব্বে দেব, যক্ষ, রাক্ষস বা ভুজঙ্গগণ-মধ্যেও তাদৃশ মহারথী হইয়াছে, কি উত্তর কালে হইবে, আমি কুত্রাপি এরূপ শ্রবণ করি নাই[১১-১৮]। মহারাজ! ধীমান্ পার্থের কপিধ্বজ রথ, বাসুদেব সারথি, ধনঞ্জয় যোদ্ধা[১৯], দিব্যধনু গাণ্ডীব, বাতবেগী অশ্বগণ, অভেদ্য কবচ, অক্ষয় তূণীর-যুগল, মহেন্দ্র রুদ্র কুবের যম ও বরুণ-সম্বন্ধীয় অস্ত্র-সমূহ, ভীমদর্শন গদা সমস্ত[২০-২১] এবং বজ্রপ্রভৃতি নানা প্রকার প্রধান প্রধান প্রহরণ-জাত একত্রিত হইয়াছে। ফলত যে ব্যক্তি সংগ্রামে এক রথে হিরণ্যপুরবাসী সহস্র সহস্র দানবগণের সংহার করিয়াছিলেন, তাঁহার সদৃশ রথী আর কে হইতে পারে? এই অসীম-বলশালী সত্য-বিক্রম মহাবাহু ক্রোধপরবশ হইয়া স্বীয় সৈন্য রক্ষা করত তোমার সৈনিকদিগকে নিহত

করিবেন। হে রাজেন্দ্র! আচার্য্য, কিম্বা আমি এই দুইজনমাত্র ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধার্থে উদযুক্ত হইতে পারি, এতদ্ভিন্ন উভয় সেনার মধ্যেই আর এরূপ তৃতীয় রথী বিদ্যমান নাই যে ব্যক্তি শরনিকর বর্ষণকারী এই মহাবীরের অভিমুখে গমন করিতে পারে। গ্রীষ্মান্তে মহাবাত-প্রেরিত জীমূতের ন্যায় বাসুদেব-সহায়-যুক্ত কুন্তীনন্দন সব্যসাচী যুদ্ধার্থে সুসজ্জিত রহিয়াছেন। তিনি যুবা ও কৃতী আর আমরা উভয়েই জীর্ণ[২২-২৬]।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, তখন ভীষ্মের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং সংবেগান্বিত-মানসে পাণ্ডবগণের পুরাতন-সামর্থ্য প্রত্যক্ষদর্শনের ন্যায় সম্যক্‌রূপে স্মরণ করিয়া রাজগণের স্বর্ণাঙ্গদ-বিভূষিত চন্দন-চর্চ্চিত ভুজ-সমস্ত শিথিল হইয়া পড়িল[২৭.২৮]।

পাণ্ডব-রথাতিরথসংখ্যায় ঊনসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬৯ ॥

সপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রেরা সকলেই মহারথ; বিরাট-নন্দন উত্তরও আমার বিবেচনায় রথশ্রেষ্ঠ[১]। মহাবাহু অভিমন্যু রথযূথপতির যূথপতি। সমরে পার্থ ও বাসুদেবের সমকক্ষ, শত্রু-বিনাশী, শীঘ্রাস্ত্র, চিত্রযোধী, মনস্বী ও দৃঢ়ব্রত সেই মহাবীর নিজ পিতার পরিক্লেশ সমস্ত সংস্মরণ করত বিক্রম প্রকাশ করিবেন[২.৩]। হে রাজন্! বৃষ্ণিবংশীয়দিগের-মধ্যে সর্ব্বাধিক অমর্ষী, নির্ভীক, শূরবীর সাত্যকি রথযূথপতির যূথপতি এবং উত্তমৌজা ও বিক্রান্ত যুধামন্যুও রথশ্রেষ্ঠ বলিয়া আমার অভিমত[৪.৫]। হে ভারত! ইঁহাদিগের সহস্র রথ, নাগ ও অশ্ব সৈন্য আছে। কুন্তীপুত্রের প্রিয় কামনায় তাঁহারা দেহ-বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক যুদ্ধ করিবেন[৬],—পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত

হইয়া পরস্পর আহ্বান করিতে করিতে অগ্নি ও মারুতের ন্যায় তোমার সেনা-মধ্যে বিচরণ করিবেন[৭]।

হে রাজেন্দ্র! সমরে অপরাজেয়, মহাবীর্য্য, পুরুষ-শ্রেষ্ঠ বৃদ্ধরাজ বিরাট ও দ্রুপদও মহারথ বলিয়া আমার অভিমত[৮]; কেন না সেই ক্ষত্রধর্ম্ম-পরায়ণ রাজ-দ্বয় বয়সে বৃদ্ধ হইলেও শক্তি-সহকারে বীর-প্রস্থিত-পথে অবস্থিত হইয়া পরম যত্ন করিবেন[৯]। হে রাজন্! সেই আর্য্যব্রত মহাধনুর্দ্ধারীরা উভয়েই বৈবাহিক-সম্বন্ধ ও বলবীর্য-সম্বন্ধ-হেতুক স্নেহ-বীর্য্যে আবদ্ধ আছেন[১০]। হে কুরুপুঙ্গব! কারণ প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত মহাভুজ মানবেরাই কখন তেজস্বী কখন বা নিস্তেজ হইয়া থাকেন; পরন্তু মরণৈক-পরায়ণ এই দৃঢ়ধন্বা পার্থিব-দ্বয় প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া পরম শক্তি-সহকারে বিমর্দ্দ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন[১১-১২]। হে পরন্তপ! এই মহাধনুর্দ্ধারী লোক-বীর সমর-দারুণ উভয় নরেন্দ্রই জীবিত-নিরপেক্ষ হইয়া সম্বন্ধিভাব ও বিশ্বাস-পরিরক্ষণ করত পৃথক্ পৃথক্ অক্ষৌহিণী সমভিব্যাহারে মহৎ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবেন[১৩-১৪]।

পাণ্ডব-রথাতিরথসংখ্যায় সপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭০ ॥

একসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ভীষ্ম কহিলেন, হে ভারত! আমার মতে পাঞ্চালরাজ-পুত্র পর-পুর-বিজয়ী শিখণ্ডী যুধিষ্ঠিরের একজন রথপ্রধান[১]। এই ব্যক্তি পূর্ব্ব-জন্ম-সিদ্ধ স্ত্রী-স্বভাবের সংহার করিয়া সমরে তোমার সেনাগণ-মধ্যে পরম যশোরাশি বিস্তৃত করত যুদ্ধ করিবেন[২]। ইহার পাঞ্চাল ও প্রভদ্রক-প্রভৃতি বিস্তর সেনা আছে; সেই রথ-সমূহ-সহকারে এই বীরবর মহৎ কর্ম্ম করিবেন[৩]। হে রাজন্! পাণ্ডবগণের সর্ব্ব সেনা-মধ্যে

সেনানী, দ্রোণ-শিষ্য, মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্নও অতিরথ বলিয়া আমার অভিমত[৪]। এই বীর যুগক্ষয়ে সম্যক্ ক্রোধপরীত ভগবান্ পিনাকপাণির ন্যায় সংগ্রামে শত্রুদিগকে পীড়িত করত যুদ্ধ করিবেন[৫]। রণ-প্রিয় যোধমুখ্যেরা, সমরে দেবগণের ন্যায় ইহার সেই সুমহৎ রথ-সৈন্যকে বহুত্ব-প্রযুক্ত সাগর-তুল্য বলিয়া বর্ণন করেন[৬]। হে রাজেন্দ্র! ধৃষ্টদ্যুম্ন-তনয় ক্ষত্রধর্ম্ম পরায়ণ, বালকত্ব-হেতুক অধিক পরিশ্রম করে নাই; একারণ তাহাকে আমি অর্দ্ধরথ বলিয়া মনে করি[৭]। হে ভারত! মহাধনুর্দ্ধারী, মহারথ, শিশুপাল-পুত্র চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু যুধিষ্ঠিরের সম্বন্ধী[৮]। এই শৌর্য্যশালী চেদিপতি সপুত্রে মহারথগণের সুকর মহৎ কর্ম্ম করিবেন[৯]। হে রাজেন্দ্র! পাণ্ডবগণ মধ্যে ক্ষত্রধর্ম্ম পরায়ণ, পর-পুর-বিজয়ী, ক্ষত্রদেব রথোত্তম বলিয়া আমার অভিমত[১০]। পাঞ্চাল-সত্তম জয়ন্ত, অমিতৌজা ও মহারথ সত্যজিৎ, ইহারা সকলেই মহাত্মা ও মহারথ[১১]। হে তাত! সমরে ইহারা কুপিত-কুঞ্জর-পুঞ্জের ন্যায় যুদ্ধ করিবেন। শীঘ্রাস্ত্র, শৌর্য্যশালী, চিত্রযোধী, কৃতী, দৃঢ়বিক্রম, মহাবল পরাক্রান্ত অজ ও ভোজ এই মহারথ-দ্বয় পাণ্ডবগণের হিত সাধন নিমিত্ত পরম শক্তি-সহকারে যুদ্ধ করত শত্রু ক্ষয় করিবেন[১২-১৩]।

হে রাজেন্দ্র! যুদ্ধদুর্ম্মদ কেকয়রাজ-পুত্র পঞ্চ সহোদরেরা সকলেই রথশ্রেষ্ঠ এবং সকলেই লোহিত-ধ্বজ[১৪]। হে নৃপতে! কাশিক, সুকুমার, নীল, সূর্য্যদত্ত, শঙ্খ ও মদিরাশ্ব, ইহারাও সকলেই রথ-প্রধান, সমর-কোবিদ, সর্ব্বাস্ত্র-বিশারদ ও মহাত্মা বলিয়া আমার অভিমত[১৫-১৬]। মহারাজ! বার্দ্ধক্ষেমিকেও আমি মহারথ বলিয়া মনে করি এবং চিত্রায়ুধকে রথোত্তম স্বীকার করি, যেহেতু তিনি সমর-শোভী এবং অর্জ্জুনের একান্ত ভক্ত। চেকিতান ও সত্যধৃতি, ইহারাও পাণ্ডবদিগের মহারথ; এই পুরুষ-ব্যাঘ্রেরা উভয়েই রথশ্রেষ্ঠ বলিয়া আমার

অভিমত[১৭-১৮]। হে রাজেন্দ্র! ব্যাঘ্রদত্ত, চন্দ্রসেন ও সেনাবিন্দু, ইহারাও পাণ্ডবগণের রথোত্তম বলিয়া পরিগণিত, সন্দেহ নাই। অপিচ ক্রোধহন্তা-নামে যে বীরবর বাসুদেব অথবা ভীমসেনের সমান, তিনিও সংগ্রামে অসীম বিক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক তোমার সৈনিকগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইবেন। হে বিভো! তুমি আমাকে, দ্রোণকে কি কৃপকে যেরূপ বিবেচনা কর, রথসত্তম উক্ত বীরকেও সেইরূপ সমরশ্লাঘী জ্ঞান করিবে। পরপুর-বিজয়ী পরম শীঘ্রাস্ত্র, শ্লাঘনীয়, নরোত্তম কাশিরাজ আমার নিকটে একগুণ রথ বলিয়া মন্তব্য; অপিচ এই দ্রুপদনন্দন সমর প্রিয় সমর-শ্লাঘী যুবা পুরুষ সত্যজিৎ অষ্টগুণ রথ বলিয়া স্বীকার্য্য, কেন না ধৃষ্ট-দ্যুম্নের তুল্যকক্ষ হওয়ায় তিনি অতিরথত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন[১৯-২০] এবং যশোলিপ্সু হইয়া পাণ্ডবদিগের মহৎ কর্ম্মও নির্ব্বাহ করিবেন। মহাবীর্য্য পাণ্ড্যরাজ পাণ্ডবগণের অপর এক মহান্ রথী; ইনি অনুরক্তও বটেন এবং শূরও বটেন, সুতরাং তাঁহাদিগের ধুরন্ধর হইবেন। মহাধনুর্দ্ধারী দৃঢ়ধন্বাও পাণ্ডবদিগের আর এক মহারথ[২৫-২৬]। হে পরপুরঞ্জয়! কৌরবশ্রেষ্ঠ শ্রেণিমান্ ও পার্থিবেন্দ্র বসুদান, ইহারা উভয়েই অতিরথ বলিয়া পরিগণিত[২৭]।

পাণ্ডব-রথাতিরথসংখ্যায় একসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭১ ॥

দ্বিসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবদিগের মহারথ রোচমান রণস্থলে শত্রু-সৈন্য-মধ্যে অমরের ন্যায় যুদ্ধ করিবেন[১]। ভীমসেনের মাতুল মহাধনুর্দ্ধারী মহাবল পরাক্রান্ত কুন্তিভোজ পুরুজিৎ অতিরথ বলিয়া আমার অভিমত[২]। এই মহৎ-পুঙ্গব চিত্রযোধী মহাধনুর্দ্ধারী বীরবরকে

আমি বিলক্ষণ কৃতী, নিপুণ ও সমর্থ বিবেচনা করি। হে ভারত! ইন্দ্র যেমন অসুরগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তিনি সেইরূপ বিক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক যুদ্ধ করিবেন। তাঁহার যে সমস্ত বিখ্যাত যোধগণ আছে, তাহারাও যুদ্ধ বিশারদ[৪]; সুতরাং পাণ্ডুপুত্রগণের প্রিয় ও হিতকার্য্যে নিরত ও অবস্থিত হইয়া সেই বীর ভাগিনেয়দিগের নিমিত্ত সমরে সুমহৎ কর্ম্ম করিবেন[৫]।

মহারাজ! ভীমসেন-পুত্র হিড়িম্বা-তনয় রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচ বহু মায়াবী ও রথযূথপতির যূথপতি বলিয়া আমার অভিমত[৬]। সেই সমরপ্রিয় মায়াবী এবং তাহার বশবর্ত্তী সহায়ভূত যে সমস্ত মহাবীর রাক্ষস আছে, সকলেই সমরে ঘোরতর যুদ্ধ করিবে[৭]। এই সমস্ত ও অন্যান্য বহুল জন-পদেশ্বরগণ বাসুদেবকে পুরোবর্ত্তী করিয়া পাণ্ডব কার্য্যার্থে সমবেত হইয়াছেন[৮]। হে নৃপ! মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের যে সকল রথ, অতিরথ ও অর্দ্ধরথ আছেন, তৎসমুদায়ের মধ্যে ইহারাই প্রধান[৯]। ইহারা মহেন্দ্র-তুল্য-বীর্য্যশালী কিরীটি-কর্ত্তৃক অভিরক্ষিতা যুধিষ্ঠিরের ভীষণ সেনাকে সমরে পরিচালিতা করিবেন[১০]। হে বীর! সেই মায়াভিজ্ঞ, জয়লিপ্সু যোধগণের সহিত আমি সমরে জয় বা নিধন আকাঙ্ক্ষা করত যুদ্ধ করিব[১১]। চক্র ও গাণ্ডীবধারী রথোত্তম কৃষ্ণার্জ্জুন সন্ধ্যাগত চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় সমাগত হইলে আমি তোমার নিমিত্তে তাঁহাদিগের প্রতিপক্ষেও গমন করিব[১২] এবং যুধিষ্ঠিরের অন্যান্য যে সমস্ত রথশ্রেষ্ঠ সেনাপতি আছেন, নিজ নিজ সৈন্যগণ-সহ তাঁহাদিগের অভিমুখেও পতিত হইব[১৩]।

হে কৌরবেন্দ্র! প্রাধান্য অনুসারে পাণ্ডবদিগের এই রথ, অতিরথ ও অর্দ্ধরথ সমস্ত তোমার নিকটে কীর্ত্তিত হইল[১৪]। হে ভারত! আমি যে পর্য্যন্ত দেখিতে পাইব, সে পর্য্যন্ত অর্জ্জুন, বাসুদেব কি অন্যান্য পার্থিবগণ, সকলকেই নিবারিত করিব[১৫]; কিন্তু হে মহাবাহো! সং-

গ্রামে প্রতিযুদ্ধকারী উদ্যতাস্ত্র পাঞ্চাল-পুত্র শিখণ্ডীকে অবলোকন করিয়া আমি তাহারে কদাচ নিহত করিব না[১৬]। লোকে ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে, আমি পিতার প্রিয় করণে অভিলাষী হইয়া প্রাপ্ত রাজ্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছি[১৭]। আমি চিত্রাঙ্গদকে কৌরবগণের আধিপত্যে স্থাপিত ও শিশু বিচিত্রবীর্য্যকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছি[১৮]। ভূমণ্ডলে, সকল রাজগণ-গোচরে দেবব্রতত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মচারিত্ব বিজ্ঞাপন করিয়া আমি স্ত্রী কি স্ত্রীপূর্ব্ব ব্যক্তিকে কখনই সংহার করিতে পারি না[১৯]। হে রাজন্! শিখণ্ডী যে স্ত্রীপূর্ব্ব, বোধ হয় তাহা তোমার শ্রবণ গোচর হইয়াছে; সে পূর্ব্বে কন্যা হইয়া সম্প্রতি পুরুষ বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়াছে; অতএব হে ভারত! আমি তাহার সহিত যুদ্ধ করিব না[২০]। অপিচ সংগ্রামে অন্যান্য যে সমস্ত পার্থিবগণের সহিত সমাগত হইব, তাঁহাদিগের সকলকেই নিহত করিব, কিন্তু কুন্তীপুত্রদিগকে বিনষ্ট করিতে পারিব না[২১]।

পাণ্ডব-রথাতিরথসংখ্যায় রথাতিরথসংখ্যান প্রকরণ ও দ্বিসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭২ ॥

ত্রিসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

অম্বোপাখ্যান প্রকরণ।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে গঙ্গানন্দন ভরতশ্রেষ্ঠ পিতামহ! হে মহাবাহো! "আমি সোমক-সহ পাঞ্চালদিগকে নিহত করিব"-পূর্ব্বে এরূপ উক্তি করিয়া সম্প্রতি সংগ্রামে আততায়ী উদ্যতাস্ত্র শিখণ্ডীকে দৃষ্টি গোচর করিয়া কি নিমিত্ত বধ করিবেন না, তাহা ব্যক্ত করুন[১-২]।

ভীষ্ম কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! আমি শিখণ্ডীকে সমরে নিরীক্ষণ

করিয়া যে নিমিত্ত বধ করিব না, এই ভূপালগণের সহিত সেই কথা শ্রবণ কর[৩]। হে ভরতর্ষভ! আমার পিতা লোকবিখ্যাত ধর্ম্মাত্মা মহারাজ শান্তনু যথা সময়ে লোকান্তর প্রাপ্ত হইলেন[৪]। অনন্তর আমি প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন পূর্ব্বক ভ্রাতা চিত্রাঙ্গদকে মহারাজ্যে অভিষিক্ত করিলাম[৫]। চিত্রাঙ্গদ নিধন প্রাপ্ত হইলে সত্যবতীর মতে অবস্থিত হইয়া বিচিত্রবীর্য্যকে বিধি-পূর্ব্বক রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিলাম[৬]। হে রাজেন্দ্র! কনিষ্ঠ হইলেও ধর্ম্মানুসারে মৎকর্তৃক অভিষিক্ত হইয়া ধর্ম্মাত্মা বিচিত্রবীর্য্য কেবল আমারই প্রতীক্ষা করিতেন[৭]। হে তাত! আমিও অনুরূপ কুল হইতে কন্যা আহরণ-পূর্ব্বক তাঁহার দারক্রিয়া সম্পাদন করিবার নিমিত্ত মন করিলাম[৮]। শ্রবণ করিলাম, তৎকালে অপ্রতিম-রূপ-সম্পন্না অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকা-নামে কাশীরাজের তিনটি কন্যা স্বয়ম্বরা হইয়াছে[৯] এবং পৃথিবীস্থ সমস্ত ভূপালেরাও তদর্থে আহূত হইয়াছেন। হে রাজেন্দ্র! ঐ রাজকুমারীগণের মধ্যে অম্বা জ্যেষ্ঠা অম্বিকা মধ্যমা আর অম্বালিকা কনিষ্ঠা। হে মহাবাহো! আমি এক রথেই কাশিপতির পুরীতে গমন-পূর্ব্বক ঐ সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা কন্যাদিগকে অবলোকন করিলাম। অনন্তর বীর্য্যই তাহাদিগের শুল্ক, এইরূপ অবগত হইয়া সমাহূত সমরে স্থিত যাবতীয় পার্থিব নরেন্দ্রগণকে সম্যক্‌রূপ আহ্বান-পূর্ব্বক কন্যা গুলিকে রথারোপিত করিলাম। কুমারীগণকে রথে আরোপিত করিয়া আমি সমাগত পার্থিব-বর্গকে পুনঃপুন এই কথা বলিলাম, যে, "হে পার্থিবগণ! শান্তনুনন্দন ভীষ্ম কন্যা সকলকে হরণ করিতেছে, অতএব তোমরা পরম শক্তি-সহকারে ইহাদিগের মোচনের নিমিত্ত যত্ন কর। হে নরর্ষভগণ! তোমরা স্পর্দ্ধান্বিত হইলেও তোমাদিগের সাক্ষাতেই আমি এই বলপূর্ব্বক হরণ করিতেছি[১০-১৩]। অনন্তর সেই মহীপালগণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আয়ুধ-সমস্ত উত্থাপন-পূর্ব্বক সমুৎ-পতিত হইলেন এবং সার-

থিদিগকে "যোগ যোগ" অর্থাৎ রথসজ্জা কর, এইরূপ আদেশ করিলেন[১৬]। হে বিশাম্পতে! সেই রাজগণ-মধ্যে রথীরা মাতঙ্গ সদৃশ শতাঙ্গ সমূহে, গজ-যোধীরা গজ-সমূহে এবং অশ্ববারেরা হৃষ্টপুষ্ট অশ্ব সকলের উপরে আরূঢ় হইয়া আয়ুধ-জাত উত্তোলন-পূর্ব্বক সমুৎপতিত হইলেন এবং সকলে সমবেত হইয়া সুবিপুল রথ-সমূহ-দ্বারা সর্ব্বদিকেই আমাকে পরিবেষ্টন করিলেন[১৭.১৮]। আমিও সর্ব্বত্র শর বর্ষণ-দ্বারা তাঁহাদিগকে পরিবারিত করিলাম এবং দেবরাজ যেমন দানবদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ একাকীই সকল ভূপালগণকে জয় করিলাম[১৯]। হে ভরতর্ষভ! তাঁহারা আক্রমণে উদ্যত হইলে আমি হাসিতে হাসিতে প্রদীপ্ত শর-সমূহ-দ্বারা তাঁহাদিগের হেম-পরিষ্কৃত বিচিত্র-ধ্বজ সমস্ত পাতিত করিলাম[২০] এবং এক এক বাণেই তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও সারথি সকলকে ভূতলশায়ী করিলাম[২১]। আমার সেই শীঘ্রাস্ত্রতা দৃষ্টি করিয়া রাজগণ পরাঙ্মুখ ও ভগ্ন হইয়া পড়িলেন। এইরূপে তাঁহাদিগকে জয় করিয়া হস্তিনাপুরে প্রত্যাগত হইলাম[২২]। হে মহাবাহো! অনন্তর আমি ভ্রাতার নিমিত্ত সেই কন্যা সকল আহরণ-পূর্ব্বক সত্যবতীকে সমর্পণ করিলাম এবং যুদ্ধ-বৃত্তান্তও যথাবৎ নিবেদন করিলাম[২৩]।

কাশিরাজ-কন্যাহরণে ত্রিসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৭৩॥

চতুঃসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ভীষ্ম কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর আমি কৈবর্ত্ত-কন্যা বীর-জননী জননীর সন্নিহিত হইয়া অভিবাদনান্তে এই কথা বলিলাম[১], "মাতঃ! আমি পার্থিবগণকে জয় করিয়া বিচিত্রবীর্য্যের নিমিত্ত কাশিপতির এই কন্যা কয়েকটি আনয়ন করিয়াছি; ইহারা বীর্য্যশুল্কা,

এই নিমিত্তেই বাহুবলে হরণ করিয়া আনিয়াছি[২]। হে নৃপতে! অনন্তর সত্যবতী হৃষ্টচিত্তা হইয়া আমার মস্তকে আঘ্রাণ-পূর্ব্বক বাষ্পাকুল-লোচনে কহিলেন, "বৎস! তুমি ভাগ্যবলে জয় লাভ করিয়াছ[৩]"। পরে সত্যবতীর অনুমতি-ক্রমে বিবাহ উপস্থিত হইলে, কাশিপতির জ্যেষ্ঠা কন্যা সলজ্জা হইয়া আমাকে এই কথা বলিলেন[৪], "হে ভীষ্ম! আপনি ধর্ম্মপরায়ণ ও সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ; অতএব আমার ধর্ম্মানুগত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহা রক্ষা করা আপনার কর্ত্তব্য[৫]। পূর্ব্বে আমি শাল্বপতিকে মনে মনে বরণ করিয়াছিলাম এবং তিনিও আমার পিতার অগোচরে নির্জ্জনে আমারে প্রার্থনা করিয়াছিলেন[৬]; অতএব হে ভীষ্ম! আপনি কুরুবংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া কি প্রকারে রাজ ধর্ম্মের অতিক্রম করিয়া অন্যাভিলাষিণী এই কামিনীরে নিজ গৃহে বাস করাইতে পারেন[৭]? হে মহাবাহো! বুদ্ধি-দ্বারা এ বিষয় বিশেষ রূপে মনে মনে চিন্তা করিয়া যাহা উপযুক্ত হয়, তাহাই করুন[৮]। হে বিশাম্পতে! সেই শাল্বরাজ নিশ্চয়ই আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন; অতএব হে কুরুশ্রেষ্ঠ! আমাকে গমনে অনুজ্ঞা প্রদান করুন[৯]। হে মহাবাহো! হে ধার্ম্মিকবর! আমার প্রতি কৃপা করুন; আমরা শ্রবণ করিয়াছি, আপনি পৃথিবীতে সত্যব্রত বলিয়া বিখ্যাত[১০]।

অম্বা-বাক্যে চতুঃসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭৪ ॥

পঞ্চসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ভীষ্ম কহিলেন, হে নরাধিপ! অনন্তর আমি গন্ধবতী কালীকে, মন্ত্রিগণকে, ঋত্বিক্ সকলকে এবং পুরোহিত-বর্গকে বিজ্ঞাপন-পূর্ব্বক তাঁহাদিগের অনুমতিক্রমে জ্যেষ্ঠা কন্যা অম্বাকে গমনে অনুজ্ঞা প্রদান করিলাম এবং তিনিও বৃদ্ধ দ্বিজাতিগণ-কর্ত্তৃক পরিরক্ষিতা ও ধাত্রী-

কর্ত্তৃক অনুগতা হইয়া শাল্বরাজপুরে গমন করিলেন। কন্যা গমনমার্গ অতিক্রমানন্তর শাল্বরাজের সন্নিহিতা হইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, হে মহাবাহো! আমি আপনার উদ্দেশে আগমন করিলাম[১,৪]।

হে বিশাম্পতে! তখন শাল্বপতি ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহারে কহিলেন, হে বরবর্ণিনি! তুমি অন্য-পূর্ব্বা হইয়াছ; একারণ আমি তোমারে ভার্য্যা করিতে প্রার্থনা করি না[৫]। হে ভদ্রে! তুমি পুনরায় ভীষ্ম-সমীপে গমন কর; ভীষ্ম তোমাকে বল-পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং আমি আর তোমার পাণিগ্রহণে ইচ্ছা করি না[৬]। ভীষ্ম যখন মহাযুদ্ধে ভূপালগণকে পরাভূত করিয়া করে ধারণ-পূর্ব্বক তোমারে গ্রহণ করিয়াছেন; তৎকালে তুমি বিলক্ষণ প্রীতিমতী ছিলে[৭]; অতএব হে বরবর্ণিনি! অন্যপূর্ব্বা তাদৃশী রমণীতে আমি ভার্য্যার্থী নহি বিজ্ঞানাভিজ্ঞ, অপরের ধর্ম্মনির্দ্দেশকারী মদ্বিধ ভূপতি পরপূর্ব্বা কামিনীরে কি প্রকারে স্ব গৃহে প্রবেশ করাইতে পারে? অতএব হে ভদ্রে! তোমার গমন কাল অতিক্রান্ত হইতেছে; এক্ষণে তুমি অবিলম্বে যথা ইচ্ছা গমন কর[৮,৯]।

হে রাজন্! তখন অম্বা অনঙ্গ-শর-পীড়িতা হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, "হে মহীপাল! আপনি এরূপ কহিবেন না; আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা কোন প্রকারেই সত্য নহে[১০], ভীষ্ম-কর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়া আমি কখনই প্রীতিমতী হই নাই; ভীষ্ম যখন ভূপালগণকে দূরীকৃত করিয়া বলপূর্ব্বক আমারে গ্রহণ করেন, তৎকালে আমি রোদন করিতেছিলাম[১১]; অতএব হে শাল্বপতে! এই ভক্তা নিরপরাধা বালাকে ভজনা করুন! দেখুন, ভক্তগণের পরিত্যাগ ধর্ম্মতঃ প্রশস্ত নহে[১২]। আমি সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ গঙ্গানন্দন ভীষ্মকে পুনঃপুন আমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার অনুজ্ঞাক্রমেই আগমন করিয়াছি[১৩]। হে বিশাম্পতে! শ্রবণ করিলাম, সেই মহাবাহু ভীষ্ম স্বয়ং আমারে ইচ্ছা ক-

রেন না; ভ্রাতার নিমিত্তেই তাঁহার সেইরূপ প্রযত্ন হইয়াছিল[১৪]। হে রাজন্! গঙ্গাতনয় আমার আর যে দুই ভগিনী অম্বিকা ও অম্বালিকা-কে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্র-বীর্য্যে সম্প্রদান করিয়াছেন[১৫]। হে পুরুষব্যাঘ্র শাল্বপতে! আপনা ভিন্ন আমি যে অন্য বর চিন্তা করি না, তদ্বিষয়ে মস্তক স্পর্শ-পূর্ব্বক শপথ করিতেছি[১৬]। হে রাজেন্দ্র! আমি অন্যপূর্ব্বা হইয়া আপনার সমীপে উপস্থিতা হই নাই; হে শাল্ব! আমি আত্মার শপথ-পূর্ব্বক ইহা সত্যই বলিতেছি[১৭]। অতএব হে বিশালাক্ষ! ভবদীয় প্রসাদাভি-লাষিণী, অনন্যপূর্ব্বা, স্বয়ং উপস্থিতা এই কুমারীকে ভজনা ক-রুন[১৮]।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! কাশিপতির দুহিতা এইরূপ সম্ভাষণ করিলেও শাল্ব জীর্ণনির্ম্মোক-ত্যাগী ভুজঙ্গের ন্যায় তাঁহারে পরিত্যাগ করি-লেন[১৯]। কন্যা এইরূপ বহুবিধ বাক্য-দ্বারা প্রার্থনা করিলেও শাল্বপতি তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা করিলেন না[২০]। অনন্তর অম্বা রোষাবিষ্টা হইয়া অশ্রুপূর্ণ-লোচনে, বাষ্পগদ্গদ-বচনে কহিলেন[২১], রাজন্! তোমা-কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া আমি যেস্থানে যেস্থানে গমন করিব, সেই সেই স্থানেই সাধু ব্যক্তিরা সত্যের ন্যায় আমার রক্ষিতা হইবেন[২২]।

হে কুরুনন্দন! তৎকালে এইরূপ সম্ভাষমাণা ও করুণস্বরে শোক-কারিণী সেই কাশিরাজ-নন্দিনীকে শাল্ব অনায়াসে পরিত্যাগ করি-লেন[২৩] এবং "বারম্বার কহিতে লাগিলেন, হে সুশ্রোণি! তুমি এস্থান হইতে প্রস্থান কর। মহাবীর ভীষ্ম তোমারে গ্রহণ করিয়াছেন। আমি তাঁহার বলবীর্য্যে নিতান্ত ভীত ও শঙ্কিত হইতেছি। অম্বা অদীর্ঘ-দর্শী শাল্ব-কর্ত্তৃক এইরূপ সম্ভাষিতা হইয়া কাতরা কুররীর ন্যায় রো-দন করিতে করিতে নগর হইতে নির্গতা হইলেন[২৫]।

ভীষ্ম কহিলেন, দুঃখিতা কাশিরাজ-দুহিতা নগর হইতে নিষ্ক্রমণ

করত এইরূপ চিন্তা করিলেন, যে, পৃথিবীতে আমার তুল্য দুঃখিনী রমণী আর কুত্রাপি নাই[২৬]; আমি বন্ধুবর্গে বঞ্চিতা হইয়াছি এবং শাল্বও আমাকে পরিত্যাগ করিলেন। পুনরায় হস্তিনাপুরে গমন করাও আমার অযোগ্য[২৭], যেহেতু শাল্বের নিমিত্ত ভীষ্মের নিকটে অনুমতি গ্রহণ করিয়া আগমন করিয়াছি; অতএব আপনাকেই নিন্দা করিব, কি দুরাসদ ভীষ্মকেই তিরস্কার করিব[২৮], না যিনি আমার স্বয়ম্বর করিয়াছিলেন, সেই মূঢ় পিতাকেই ভৎর্সনা করিব? অথবা এ আমার আপনারই দোষ, কেন না সেই দারুণ যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইলে আমি ভীষ্মের রথ হইতে শাল্বের নিমিত্ত গমন করিলাম না কেন? হা! এক্ষণে মূঢ়ের ন্যায় আমি সেই দুর্ব্বুদ্ধিতার ফল প্রাপ্ত হইলাম[২৯ ৩০]! যাহাদিগের দুর্নীতিক্রমে আমি এই সুদারুণ আপদে পতিতা হইলাম, তাঁহাদিগকে ধিক্! ভীষ্মকেও ধিক্, যিনি বীর্য্যশুল্কা করিয়া আমারে বেশ্যার ন্যায় স্বয়ম্বরা করিয়াছিলেন, সেই মন্দমতি মূঢ়চিত্ত পিতাকেও ধিক্, শাল্বরাজকেও ধিক্ এবং বিধাতাকেও ধিক্[৩১-৩২]। মনুষ্য স্ব স্ব ভাগ্যের ফল ভোগ করিয়া থাকে বটে, কিন্তু শান্তনুনন্দন ভীষ্মই আমার এই বিপদের প্রধান-দ্বার[৩৩] অতএব সম্প্রতি তপস্যা-দ্বারাই হউক বা যুদ্ধ-দ্বারাই হউক, তাহার প্রতি বৈর-নির্যাতন করা কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে[৩৪]; পরন্তু কোন্ মহীপতি যুদ্ধে ভীষ্মকে পরাজিত করিতে উৎসাহান্বিত হইতে পারেন? হে ভারত! এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে অম্বা নগরের বহির্ভাগে পুণ্যশীল মহাত্মা তাপসগণের আশ্রমে গমন করিলেন, তথায় তাপস-বৃন্দে পরিবারিতা হইয়া সেই রাত্রি বাস করিলেন[৩৫-৩৬] এবং হরণ, মোচন ও শাল্ব-কর্ত্তৃক বিসর্জ্জন প্রভৃতি আত্মগত সমুদায় বৃত্তান্ত বিস্তারিত রূপে তাঁহাদিগের নিকটে বর্ণন করিলেন[৩৭]।

হে মহাবাহো! তথায় তপোবৃদ্ধ, শাস্ত্রে ও আরণ্যকে উপনিষদে

আচার্য্য, সংশিতব্রত, বহ্নিসাধ্য শ্রৌত ও স্মার্ত্ত-কর্ম্মে সুনিপুণ, শৈখাবত্য নামে এক জন মহান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন[৩৮]। সেই মহাতপা শৈখাবত্যমুনি অতিমাত্র কাতরা, শোক-দুঃখ-পরায়ণা, ঘন ঘন নিশ্বাস-পরিত্যাগকারিণী, সাধ্বী বালা অম্বাকে কহিলেন[৩৯], হে ভদ্রে! হে মহাভাগে! এরূপ অবস্থায় আশ্রমস্থ তপোযুক্ত মহাত্মা তপস্বীরা কি করিতে পারেন[৪০]? কিন্তু অম্বা অতিমাত্র কাতরতা সহকারে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, হে মহাভাগ! আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। আমি প্রব্রজ্যাধর্ম্ম ইচ্ছা করিতেছি; দুশ্চর হইলেও তপস্যা করিব[৪১]। আমি মোহযুক্তা হইয়া পূ: জন্মে যে সমস্ত পাপানুষ্ঠান করিয়াছিলাম সেই সকলেরই এই ফল ভোগ করিতেছি, সন্দেহ নাই[৪২]।—হে নিষ্পাপ তাপসগণ! পুনরায় স্বজনগণ-সন্নিধানে গমন করিতে আমার উৎসাহ হয় না; শাল্বও প্রত্যাখ্যান-পূর্ব্বক আমারে পরিত্যাগ করিয়াছেন; সুতরাং সর্ব্ব প্রকারে নিরানন্দা হইয়া সম্প্রতি তপস্যা-কর্ম্মের উপদেশ ইচ্ছা করিতেছি; আপনারা দেব-তুল্য, অতএব আমার প্রতি কৃপা করুন[৪৩-৪৪]। তখন সেই মুনিবর লৌকিক দৃষ্টান্ত, বেদ ও যুক্তি-দ্বারা সান্ত্বনা করত সেই কন্যাকে আশ্বাসিতা করিলেন এবং ব্রাহ্মণগণের সহিত তাঁহার কার্য্য সম্পাদনেও প্রতিশ্রুত হইলেন[৪৫]।

অম্বা-শৈখাবত্য-সংবাদে পঞ্চসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭৫ ॥

ষট্‌সপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ভীষ্ম কহিলেন, অনন্তর সেই ধর্ম্মপরায়ণ তাপসগণ তৎকালে ঐ কন্যার প্রতি কিরূপ করা কর্ত্তব্য, এই চিন্তা করত সকলেই কার্য্যযুক্ত হইলেন[১]। কেহ কেহ কহিলেন, ইহাঁরে পিতৃগৃহে লইয়া গমন কর; কেহ কেহ আমার ভর্ৎসনার্থে মতি করিলেন, কেহ কেহ বা

শাল্বপতির নিকটে গমন করিয়া তাঁহাকেই নিয়োগ করা বিধেয় বোধ করিলেন। পরন্তু কোন কোন তাপস কহিলেন, যে, না; তাঁহাকে নিয়োগ করা উচিত নহে; কেন না তিনি ইহারে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন[২-৩]। সংশিতব্রত তাপসগণ এইরূপ বাদানুবাদ করিয়া পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, ভদ্রে! এরূপ অবস্থায় মনীষীরা কি করিতে পারেন[৪]? অতএব সন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিবার প্রয়োজন নাই; আমাদিগের হিতবাক্য শ্রবণ কর; এস্থান হইতে নিবৃত্তা হইয়া পিতৃভবনে গমন কর; তোমার মঙ্গল হইবে[৫]। তোমার পিতা কাশিরাজ যেরূপ কর্ত্তব্য হয় করিবেন। তথায় কল্যাণ-যুক্তা ও সর্ব্ব গুণান্বিতা হইয়া তুমি পরম সুখে বাস করিবে[৬]। হে ভদ্রে! পিতার ন্যায় স্ত্রীলোকের আর অন্য আশ্রয় নাই। হে বরবর্ণিনি! নারীর পিতা অথবা পতিই গতি হইয়া থাকেন, তাহার মধ্যে উত্তম অবস্থায় পতি ও বিপদকালে একমাত্র পিতাই রমনীগণের আশ্রয় হইয়া থাকেন। হে ভাবিনি! তুমি সহজে রাজপুত্রী তাহাতে সুকুমারী কুমারী; সুতরাং প্রব্রজ্যা তোমার সাতিশয় দুঃখকরী হইবে; বিশেষত আশ্রমে বাস করিলে বিস্তর দোষ আছে, পিতৃগৃহে সে সকলের সম্ভাবনা হইবে না।

অনন্তর অন্য কোন কোন তাপসেরা সেই তপস্বিনীরে কহিলেন, হে বরবর্ণিনি! এই নির্জ্জন গহন কাননে তোমারে একাকিনী অবলোকন করিয়া ভূপালগণ প্রার্থনা করিবেন, অতএব তুমি কদাচ এরূপ অভিলাষ করিও না[৭-১১]।

অম্বা কহিলেন, হে তাপসগণ! আমি কাশিনগরে পুনর্ব্বার পিতৃভবনে গমন করিতে পারিব না, তাহাতে বান্ধবগণের নিঃসন্দেহ অবজ্ঞা-ভাজন হইব[১২]। বাল্যকালে চিরকাল পিতৃ গৃহে বাস করিয়াছিলাম, এক্ষণে আর তথায় গমন করিব না; আপনাদিগের মঙ্গল হউক, সংপ্রতি তাপসগণ-কর্ত্তৃক পরিরক্ষিতা হইয়া তপশ্চরণের অভি-

লাষ করিতেছি[১৩]। হে তাপসশ্রেষ্ঠ মহাভাগগণ! পরলোকেও আমার আর এরূপ সুখ নাশক দৌর্ভাগ্য না হয়, এই আশয়ে তপস্যা করিব[১৪]।

ভীষ্ম কহিলেন, সেই ব্রাহ্মণেরা এইরূপ কার্য্যাকার্য্য চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে তপস্বী রাজর্ষি হোত্রবাহন সেই তপোবনে উপস্থিত হইলেন[১৫]। অনন্তর তাপসেরা স্বাগত প্রশ্নপ্রভৃতি পূজাবিধি আসন ও উদক-দ্বারা সেই নরপতির পূজা করিলেন[১৬]। তিনি বিশ্রান্ত হইয়া উপবেশন করিলে, বনবাসিগণ তাঁহার শ্রবণ-গোচরে পুনর্ব্বার কন্যার প্রতি সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন[১৭]। হে ভারত! অম্বা ও কাশিরাজের সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ঐ মহাতেজা রাজর্ষি উদ্বিগ্নমনা হইলেন[১৮]। মহাতপা মহাত্মা রাজর্ষি হোত্রবাহন অম্বার মাতামহ, সুতরাং তাঁহাকে সেইরূপ সম্ভাষণ করিতে শ্রবণ ও অবলোকন করিয়া অতিশয় কৃপাবিষ্ট হইলেন এবং কম্পমান-কলেবরে উত্থিত হইয়া সেই কন্যাকে ক্রোড়ে ধারণ-পূর্ব্বক আশ্বাসিতা করিতে থাকিলেন[১৯.২০]। তিনি অম্বাকে তাঁহার ব্যসনোৎপত্তির আদি হইতে সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তিনিও তাঁহাকে, যাহা যাহা হইয়াছিল, সমুদায় বিস্তারিত-রূপে নিবেদন করিলেন[২১]। অনন্তর সেই সুমহাতপা রাজর্ষি দুঃখ-শোক-সমন্বিত হইয়া মনে মনে কার্য্য নিশ্চয় করিলেন[২২] এবং কম্পমান-শরীরে সেই সুদুঃখিতা কাতরা কন্যাকে কহিলেন, ভদ্রে! পিতৃগৃহে গমন করিও না; আমি তোমার মাতামহ, অতএব আমিই তোমার দুঃখচ্ছেদন করিব। হে পুত্রিকে! তুমি আমারই অনুগতা থাক। তুমি যে এরূপ পরিশুষ্কা হইয়াছ, ইহাতে বোধ হইতেছে তোমার অন্তঃকরণ দুঃখভারে পরিপূর্ণ হইয়াছে[২৩-২৪]; অতএব আমার বাক্যে তুমি তপস্বী জামদগ্ন্য পরশুরামের সমীপে গমন কর। রাম তোমার সুমহৎ দুঃখ ও শোক নিবারণ করিবেন[২৫]; ভীষ্ম যদি

তাঁহার বাক্য রক্ষা না করেন, তবে সমরে তাঁহারে নিহত করিবেন; অতএব তুমি সেই কালাগ্নি-সম-তেজস্বী ভার্গব সমীপে গমন কর[২৬]। সেই মহাতপা তোমারে সমপথে প্রতিষ্ঠাপিতা করিবেন।

অনন্তর অম্বা পুনঃপুন বাষ্প পরিত্যাগ করত মাতামহ হোত্রবাহনকে মস্তক-দ্বারা অভিবাদন করিয়া মধুর স্বরে কহিলেন, আপনার আদেশানুসারে আমি গমন করিব[২৭-২৮], কিন্তু সেই লোকবিখ্যাত মহাত্মা ভার্গবকে কি দেখিতে পাইব? তিনি কি প্রকারে আমার তীব্র দুঃখ বিনাশ করিবেন এবং কি প্রকারেই বা তাঁহার নিকটে গমন করিব, ইহা জানিতে ইচ্ছা করি[২৯]।

হোত্রবাহন কহিলেন, ভদ্রে! তুমি সত্যসন্ধ মহাবল জামদগ্ন্য রামকে মহারণ্যে উগ্রতর তপস্যায় বর্ত্তমান দেখিবে[৩০]। রাম গিরিবর মহেন্দ্র-শিখরে নিত্য অবস্থিতি করেন এবং বেদবিৎ ঋষি, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণও তথায় বিদ্যমান থাকেন[৩১]। তুমি সেই পর্ব্বতে গমন করিয়া সেই দৃঢ়ব্রত তপোবৃদ্ধকে মস্তক-দ্বারা অভিবাদন-পূর্ব্বক আমার কথা বল[৩২] এবং তোমার অভিপ্রেত কার্য্যও বিজ্ঞাপন কর। হে বৎসে! সেই সর্ব্বশস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ বীরবর জমদগ্নিতনয় আমার সখা ও প্রীতিযুক্ত সুহৃদ্; অতএব আমার নাম কীর্ত্তন করিলে, তিনি তোমার সকল কার্য্যই সম্পন্ন করিবেন[৩৩-৩৪]। নরেন্দ্র হোত্রবাহন কন্যাকে এই কথা বলিতেছেন, ইত্যবসরে রামের প্রিয় অনুচর অকৃতব্রণ তথায় প্রাদুর্ভূত হইলেন[৩৫]। তখন সেই সহস্র সহস্র মুনিগণ ও বয়োবৃদ্ধ রাজা হোত্রবাহন সকলেই গাত্রোত্থান করিলেন[৩৬]। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! অনন্তর সেই বনবাসিগণ পরস্পর সমবেত হইয়া তাঁহার আতিথ্য-সম্পাদনান্তে সকলে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া উপবেশন করিলেন[৩৭], পরে প্রীতিপ্রফুল্ল ও হৃষ্টচিত্ত হইয়া বহুতর দিব্য, ধন্য ও মনোরম কথার প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন[৩৮]। অনন্তর কথাবসানে ম-

হাত্মা রাজর্ষি হোত্রবাহন অকৃতব্রণকে মহর্ষিশ্রেষ্ঠ রামের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন[৩৯]; কহিলেন, হে মহাবাহো বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ অকৃতব্রণ! প্রতাপান্বিত জামদগ্ন্য সম্প্রতি কোথায় দৃষ্ট হইতে পারেন[৪০]?

অকৃতব্রণ কহিলেন, হে প্রভাব-সম্পন্ন পার্থিব! ভগবান্ পরশুরাম সততই আপনার নাম কীর্ত্তন করিয়া কহিয়া থাকেন; রাজর্ষি সৃঞ্জয় হোত্রবাহন আমার প্রিয় সখা[৪১]! আমার বোধ হয়, অপনার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় তিনি কল্য প্রভাতে এই স্থানে আগমন করিবেন; অতএব এই স্থানে আগমন করিলেই তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন[৪২]। হে রাজর্ষে! এই কন্যাটি কি নিমিত্ত অরণ্যে আগমন করিয়াছেন, ইনি কাহার কন্যা, আপনারই বা কে, ইহা জানিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে[৪৩]।

হোত্রবাহন কহিলেন, হে বিভো! এটি আমার দৌহিত্রী, কাশিরাজের প্রিয় পুত্রী; ইহার নাম অম্বা। হে তপোধন! কাশিরাজের এই জ্যেষ্ঠা কন্যা, অম্বিকা ও অম্বালিকা-নাম্নী দুইটি কনিষ্ঠা ভগিনীর সহিত স্বয়ম্বরে অবস্থিতা হইয়াছিল[৪৪-৪৫]। তাহাতে পৃথিবীস্থ সমস্ত ক্ষত্রিয়কুল কন্যা-লাভার্থে কাশিপুরীতে সমাগত হইয়াছিলেন। হে বিপ্রর্ষে! তৎকালে তথায় মহা উৎসব হইয়াছিল[৪৬]। অনন্তর মহাবীর্য্য মহাতেজা শান্তনুনন্দন ভীষ্ম রাজগণকে পরাজয় করিয়া ঐ তিনটি কন্যা হরণ করিয়াছিলেন[৪৭]। সেই বিশুদ্ধাত্মা প্রভাবশালী ভীষ্ম মহীপালবর্গকে নিঃশেষে জয় করিয়া কন্যাত্রয় সমভিব্যাহারে হস্তিনায় আগমন করিলেন[৪৮] এবং সত্যবতীকে নিবেদন করিয়া ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহ নিমিত্ত অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন[৪৯]। হে দ্বিজর্ষভ! তখন এই কন্যা বিচিত্রবীর্য্যকে বিবাহার্থে উদ্যত এবং মাঙ্গল্য-সূত্রবন্ধনাদি দ্বারা সংস্কৃত হইতে অবলোকন করিয়া মন্ত্রিগণ-মধ্যে ভীষ্মকে কহিল[৫০], হে বীর! আমি মনে মনে শাল্বপতিকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি, অতএব হে ধর্ম্মজ্ঞ! অন্যাসক্তা এই কামিনীরে ভ্রাতৃ-হস্তে

সমর্পণ করা আপনার উচিত নহে[৫১]। ভীষ্ম সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া মন্ত্রিগণ-সহ মন্ত্রণা করিয়া এবং সত্যবতীর মতস্থ হইয়া বিচার-পূর্ব্বক ইহাকে পরিত্যাগ করিলেন[৫২]। তখন এই কন্যা ভীষ্মের অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্টচিত্তে সৌভপতি শাল্বের সন্নিহিতা হইয়া অবসর ক্রমে কহিল[৫৩], হে রাজেন্দ্র! আমি পূর্ব্বে আপনাকেই মনে মনে বরণ করিয়াছিলাম, এক্ষণে ভীষ্ম আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, অতএব আপনি আমার ধর্ম্ম রক্ষা করুন[৫৪]। পরন্তু শাল্ব রাজ ইহার চরিত্র বিষয়ে শঙ্কিত হইয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন, সেই নিমিত্তই ইনি তপস্যায় সাতিশয় অভিলাষিণী হইয়া তপোবনে আগমন করিয়াছেন[৫৫] এবং আমিও বংশের কীর্ত্তন-দ্বারা ইহাকে জানিতে পারিলাম। হে তপোধন! দুঃখের উৎপত্তি বিষয়ে ইনি ভীষ্মকেই কারণ বলিয়া মনে করিতেছেন[৫৬]।

অম্বা কহিলেন, হে দ্বিজসত্তম! আমার জননীর জনক এই রাজর্ষি সৃঞ্জয় হোত্রবাহন যাহা বলিতেছেন, তাহাই বটে[৫৭]। হে মহামুনে! লজ্জা ও অপমান ভয়ে পুনরায় স্ব নগরে গমন করিতে আমার উৎসাহ হয় না[৫৮]; অতএব হে ভগবন্! সম্প্রতি আমার এই মতি হইতেছে, যে, ভগবান্ পরশুরাম আমাকে যাহা বলিবেন, সেই কার্য্যই আমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য[৫৯]।

হোত্রবাহন ও অম্বা-সংবাদে ষট্‌সপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭৬ ॥

সপ্তসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

অকৃতব্রণ কহিলেন, ভদ্রে! তোমার এই দুঃখদ্বয় উপস্থিত, ইহার মধ্যে তুমি কোন্‌টির প্রতিকার করিতে অভিলাষ করিয়াছ, তাহা আমাকে যথার্থ করিয়া বল[১]। হে অবলে! যদি সৌভপতিকে বিবাহার্থে

নিয়োগ করা তোমার অভিমত হয়, তাহা হইলে মহাত্মা রাম তোমার হিতকামনায় অবশ্যই নিয়োগ করিবেন[২]; অথবা যদি গঙ্গাতনয় ভীষ্মকে ধীসম্পন্ন রাম-কর্ত্তৃক সমরে পরাজিত দেখিতে ইচ্ছা কর, ভার্গব তাহাও করিতে পারেন[৩]; অতএব হে শুচিস্মিতে! এই রাজর্ষি সৃঞ্জয়ের ও তোমার বাক্য শ্রবণ করিয়া এ বিষয়ে তোমার যাহা একান্ত কর্ত্তব্য হয়, তাহা অদ্যই বিশেষ রূপে চিন্তিত হউক[৪]।

অম্বা কহিলেন, হে ভগবন্! ভীষ্ম অবগত না হইয়াই আমাকে হরণ করিয়াছিলেন। আমার মন যে শাল্বপতির প্রতি অভিনিবিষ্ট হইয়াছিল, ভীষ্ম তাহা জানিতেন না[৫]; অতএব হে ব্রহ্মন্! ইহা বিচার করিয়া এ বিষয়ে আপনি ন্যায়ানুসারে মনে মনে যেরূপ কার্য্যনিশ্চয় অবধারণ করেন, তাহারই বিধান করুন[৬]। কুরু-শার্দ্দূল ভীষ্মে কি শাল্বরাজে অথবা উভয়ের প্রতিই যেরূপ আচরণ করা উপযুক্ত হয়, তাহাই করুন[৭]। হে ভগবন্! আমার দুঃখের মূল এই যথাবৎ নিবেদন করিলাম, এক্ষণে যুক্ত্যনুসারে তদ্বিষয়ে যেরূপ বিধান হয়, তাহা আপনিই করুন[৮]।

অকৃতব্রণ কহিলেন, হে বরবর্ণিনি! তুমি ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই যে বাক্য বলিতেছ, ইহা উপযুক্তই বটে; এ বিষয়ে আমার এই বাক্য শ্রবণ কর[৯]। হে ভীরু! যদি ভীষ্ম তোমারে গ্রহণ করিয়া হস্তিনায় গমন না করিতেন, তাহা হইলে শাল্ব রাজের আদেশে তোমারে মস্তক-দ্বারা গ্রহণ করিতেন[১০]। হে ভাবিনি! ভীষ্ম তোমারে জয়-পূর্ব্বক হরণ করিয়াছিলেন, সেই নিমিত্তই তোমার প্রতি শাল্বরাজের সংশয় হইয়াছে[১১]। হে সুমধ্যমে! ভীষ্ম পুরুষমানী ও বিজয়ী; অতএব তাঁহার প্রতি ইহার প্রতিফল প্রদান করানই তোমার উচিত হইতেছে[১২]।

অম্বা কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমারও অন্তঃকরণে এই নিত্য কা-

মনা রহিয়াছে, যে কোনক্রমে ভীষ্মকে সংগ্রামে নিহত করাইতে পারি[১৩]। হে মহাবাহো! যাহার নিমিত্তে আমি সুদুঃখিতা হইয়াছি, সেই ভীষ্মই হউক বা শাল্বই হউক, যাহাকে আপনি দোষী স্থির করিবেন, তাহারই শাসন করুন[১৪]।

ভীষ্ম কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে তাঁহাদিগের সেই দিবস গত হইল এবং সুখকর-শীতোষ্ণ-বায়ু-সেবিতা বিভাবরীও অতিবাহিতা হইল[১৫]। হে রাজন্! অনন্তর জটাচীরধারী তেজঃপ্রদীপ্ত পরশুরাম মুনি শিষ্যবর্গে পরিবৃত হইয়া প্রাদুর্ভূত হইলেন[১৬]। হে রাজশার্দ্দূল! সেই পরশুবাহী, খড়্গধারী, ধনুষ্পাণি, পাপ-শূন্য, মহাত্মা, ভূপাল হোত্রবাহনের উদ্দেশে আগমন করিলেন[১৭]। তাঁহাকে দৃষ্টি করিয়া তাপসগণ, সেই মহাতপা নরপতি ও তপস্বিনী কন্যা, সকলেই অঞ্জলি বন্ধন-পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন[১৮] এবং অব্যগ্র হইয়া মধুপর্ক-দ্বারা ভার্গবের পূজা করিলেন। তিনিও যথান্যায়ে অর্চ্চিত হইয়া তাঁহাদিগের সহিত উপবিষ্ট হইলেন[১৯]। হে ভারত! অনন্তর জামদগ্ন্য ও হোত্রবাহন উভয়ে উপবেশন করিয়া প্রথমে অতীতবৃত্তান্তের কথোপকথন করিতে লাগিলেন[২০]; পরে তৎপ্রসঙ্গের অবসানে রাজর্ষি সৃঞ্জয় সমুচিতকাল প্রাপ্ত হইয়া মহাবল ভৃগু-শ্রেষ্ঠকে এই অর্থযুক্ত মধুর বাক্য কহিলেন[২১], হে রাম! এই কন্যাটি কাশিরাজের দুহিতা এবং আমার দৌহিত্রী; হে কার্য্যবিশারদ! ইহার একটি কার্য্য আছে, তাহা যথাবৎ শ্রবণ করুন[২২]। ইহাতে রাম সম্মত হইয়া সেই কন্যাকে বলিলেন, তোমার কি কথা আছে বল। তখন অম্বা জ্বলন্ত-পাবক-সদৃশ তেজঃ পুঞ্জকলেবর পরশুরামের সন্নিহিতা হইয়া কমল-দল-তুল্য করযুগল-দ্বারা তাঁহার চরণযুগল স্পর্শ-পূর্ব্বক মস্তক-দ্বারা অভিবাদন করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইলেন[২৩.২৪] এবং শোক-পরায়ণা ও বাষ্পাকুল-লোচনা হইয়া

রোদন করিতে করিতে সেই শরণ্য ভৃগুনন্দনের শরণাপন্না হই-লেন[২৫]।

রাম কহিলেন, হে নৃপনন্দিনি! তুমি এই ভূপতির যেরূপ, আমারও সেইরূপ; অতএব তোমার যে মনোদুঃখ আছে ব্যক্ত কর, আমি তো-মার বাক্য রক্ষা করিব[২৬]।

অম্বা কহিলেন, হে ভগবন্! হে মহাব্রত! অদ্য আমি আপনার শরণাপন্না হইলাম, অতএব ঘোরতর শোকপঙ্কার্ণবে নিমগ্না এই দুঃখি-নীরে তাহা হইতে উদ্ধার করুন[২৭]।

ভীষ্ম কহিলেন, ভৃগুশ্রেষ্ঠ পরশুরাম তাঁহার রূপ, অভিনব দেহ ও পরম সৌকুমার্য্য সন্দর্শন করিয়া একান্ত চিন্তিত হইলেন এবং এ কি বলিবে, এইরূপ আন্দোলন করত কৃপাবিষ্ট হইয়া বহু ক্ষণ ধ্যান ক-রিতে লাগিলেন[২৮-২৯], পরিশেষে কহিলেন, তোমার কি কথা আছে বল। তখন সেই শুচিস্মিতা ভার্গবের এই কথায় তাঁহারে যথাবৎ সমু-দায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন[৩০]। জামদগ্ন্য, রাজপুত্রীর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কার্য্যনিশ্চয় অবধারণ-পূর্ব্বক সেই বরারোহাকে কহি-লেন[৩১], হে ভাবিনি! আমি কুরুশ্রেষ্ঠ ভীষ্মের সন্নিধানে দূত প্রেরণ করিব; সেই নরাধিপ আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া অবশ্যই রক্ষা করি-বেন[৩২]। গঙ্গানন্দন যদি একান্তই মদুক্ত বাক্য প্রতিপালন না করেন, তাহা হইলে আমি শস্ত্র-তেজদ্বারা সমরে তাঁহারে অমাত্যগণের সহিত দগ্ধ করিব[৩৩]। অথবা তাঁহা হইতে তোমার মন যদি নিবৃত্ত হয়, তবে মহাবীর শাল্বপতিকে বিবাহার্থে নিযোজিত করি[৩৪]।

অম্বা কহিলেন, হে ভৃগুনন্দন! শাল্বপতির প্রতি আমার পূর্ব্বাবধি অনুরাগ সঞ্চার হইয়াছে শ্রবণ করিয়া ভীষ্ম আমাকে পরিত্যাগ করি-য়াছিলেন[৩৫]। আমি সৌভরাজের সমীপে আগমন করিয়া সেই দুর্ব্বচ বচনের উল্লেখ করিলাম; কিন্তু তিনি আমার চরিত্রের প্রতি আশঙ্কা-

করিয়া আমারে গ্রহণ করিলেন না[৩৬]। অতএব হে ভৃগুনন্দন! স্ববুদ্ধি-দ্বারা এই সমস্ত বিষয় বিনিশ্চিত করিয়া সম্প্রতি যে উপায় করা কর্ত্তব্য হয়, তাহার চিন্তা করুন[৩৭]। মহাব্রত ভীষ্মই আমার এই বিপদের মূল; যেহেতু তিনি বল পূর্ব্বক-হরণ করিয়া আমারে বশবর্ত্তিনী করিয়াছিলেন[৩৮]। অতএব হে মহাবাহো! যাহার নিমিত্ত আমি ঈদৃশ দুঃখ প্রাপ্ত হইলাম, সেই ভীষ্মকেই বিনষ্ট করুন। হে ভৃগুশার্দ্দূল! ইহার দ্বারাই আমি উত্তম অপ্রিয় অর্থাৎ বৈর-শোধনের অনুষ্ঠান করি[৩৯]। হে ভার্গব! ভীষ্ম অতিলুব্ধ, নীচ ও জয়গর্ব্বিত; অতএব তাঁহার প্রতি-হিংসা করা আপনার উচিত হইতেছে[৪০]। হে বিভো! যৎকালে ভীষ্ম আমারে হরণ করেন, তখন আমার হৃদয়ে 'কোন প্রকারে সেই মহাব্রতকে নিহত করাইব' এইরূপ সংকল্পই হইয়াছিল[৪১]। অত-এব হে রাম! অধুনা আমার সেই কামনা সম্পাদন করুন। হে মহা-বাহো! পুরন্দর যেমন বৃত্রাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন, আপনিও ভীষ্মকে সেইরূপ বিনষ্ট করুন[৪২]।

রাম ও অম্বা-সংবাদে সপ্তসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭৭ ॥

অষ্টসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ভীষ্ম কহিলেন, তখন রাম "ভীষ্মকে নিহত করুন" এইরূপ উক্ত হইয়া পুনঃপুনঃ প্রেরণকারিণী রোদন-পরায়ণা অম্বাকে কহিলেন[১], হে বরবর্ণিনি কাশি-কন্যে! ব্রহ্মবাদিগণের প্রয়োজন-ব্যতিরেকে আমি আর শস্ত্র গ্রহণ করি না; অতএব তোমার আর কি করিতে হইবে বল[২]। হে রাজ-নন্দিনি! ভীষ্ম ও শাল্ব উভয়েই আমার যথেষ্ট বশানু-বর্ত্তী হইবেন, অতএব হে অনিন্দনীয়-সর্ব্বাঙ্গি! তুমি আর শোকাকু-লা হইও না, আমি তোমার কার্য্যোদ্ধার করিব; কিন্তু হে ভাবিনি!

বিপ্রগণের নিয়োগ ভিন্ন আমি কোন ক্রমেই শস্ত্র গ্রহণ করিব না; কেন না আমার এইরূপই নিয়ম করা হইয়াছে[৪]।

অম্বা কহিলেন, প্রভো! যে কোন প্রকারে হউক, আমার দুঃখ-মোচন করা আপনার কর্ত্তব্য; সেই দুঃখও ভীষ্ম হইতে উৎপন্ন হই-য়াছে, অতএব তাঁহাকেই সত্বর বিনষ্ট করুন[৫]।

রাম কহিলেন, হে কাশি-কন্যে! তুমি যদি বল, তবে ভীষ্ম তোমার বন্দনীয় হইয়াও আমার বাক্যে মস্তক-দ্বারা তোমার চরণ-দ্বয় গ্রহণ করিবেন[৬]।

অম্বা কহিলেন, হে রাম! যদি আমার প্রিয় ইচ্ছা করেন, তবে সমরে সমাহূত হইয়া, গর্জ্জনকারী অসুরের ন্যায় ভীষ্মকে বিনাশ ক-রুন; যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তাহা প্রতিপালন করা আপনার উচিত হইতেছে[৭]।

ভীষ্ম কহিলেন, হে রাজন্! রাম ও অম্বার এইরূপ বাদানুবাদ হই-তেছে, এমন সময়ে পরমধর্ম্মাত্মা অকৃতব্রণ ঋষি এই কথা বলিলেন[৮], হে মহাবাহো ভৃগুনন্দন! শরণাগতা কন্যাকে পরিত্যাগ করিবেন না; আপনা-কর্ত্তৃক সমরে সমাহূত হইয়া ভীষ্ম যদি "পরাস্ত হইলাম" বলেন, অথবা আপনার বাক্য রক্ষা করেন, তাহা হইলে ইহারও কার্য্য নিষ্পন্ন হইবে[৯.১০] এবং আপনার বাক্যও সত্য করা হইবে। হে মহামুনে! আপনি পূর্ব্বে সমস্ত ক্ষত্রিয়দিগকে জয় করিয়া ব্রাহ্ম-ণগণ-সমীপে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কি শূদ্র, যে কোন ব্যক্তি ব্রহ্মদ্বেষ্টা হইবে, তাহাকে সমরে সংহার করিব এবং ভয়প্রাপ্ত শরণার্থী লোকেরা শরণাপন্ন হইলে জীবিত থাকিতে কোন ক্রমেই তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না; অপিচ যে ব্যক্তি সংগ্রামে সমাগত সমস্ত ক্ষত্রিয়-কুলকে পরাস্ত করি-বে, সেই দীপ্তাত্মা মানবকেও বিনষ্ট করিব। হে ভৃগু-নন্দন! সেই

কুরুকুল-ধুরন্ধর ভীষ্মও এইরূপ বিজয়ী হইয়াছেন অতএব সমরে সমাগত হইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করুন[১১-১৫]।

রাম কহিলেন, হে ঋষি-সত্তম! আমি পূর্ব্ব-কৃত প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিতেছি, তথাপি সম-দ্বারা যাহা লক্ষিত হয়, তাহাই করিব[১৬]। হে ব্রহ্মন্! কাশিরাজ কন্যার মনোগত এই কার্য্যটি অতি মহৎ; অতএব যে স্থানে ভীষ্ম অবস্থান করিতেছেন, আমি স্বয়ং এই কন্যারে গ্রহণ করিয়া তথায় গমন করিব[১৭]। সমরশ্লাঘী ভীষ্ম যদি আমার বাক্য রক্ষা না করেন, তাহা হইলে আমার এই নিশ্চয় সংকল্প রহিল যে, সেই উদ্ধত-স্বভাব ক্ষত্রিয়কে বিনাশ করিব[১৮]। মদীয় কর-নির্ম্মুক্ত সায়ক-সমস্ত মানব শরীরে যে সংসক্ত হইয়া রহে না, তাহা পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় সমরেই তোমার বিদিত হইয়াছে[১৯]।

মহাতপা পরশুরাম এই কথা বলিয়া সেই ব্রহ্মবাদিগণের সহিত প্রস্থানার্থে সংকল্প করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন[২০]। অনন্তর সেই তাপসেরা তথায় সেই রাত্রি বাস করিয়া প্রভাতে হোম ও জপক্রিয়া সমাধানান্তে আমার হিংসার্থে প্রস্থিত হইলেন[২১]। হে ভারত! পরিশেষে রাম সেই ব্রহ্মবাদিগণ ও কন্যার সমভিব্যাহারে কুরুক্ষেত্র-সমীপে আগমন করিলেন[২২]। অনন্তর সেই মহাত্মা তাপসগণ ভৃগুশ্রেষ্ঠ পরশুরামকে পুরোবর্ত্তী করিয়া সরস্বতী তীরে নিবিষ্ট হইলেন[২৩]।

ভীষ্ম কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর সেই জামদগ্ন্য তথায় অবস্থিত হইয়া তৃতীয় দিবসে আমার নিকটে এইরূপ সম্বাদ প্রেরণ করিলেন, যে, হে মহাব্রত! আমি আগত হইয়াছি, আমার প্রিয়কার্য্য সম্পাদন কর[২৪]। সেই প্রভাব-সম্পন্ন মহাবল তেজোনিধি আমার রাজ্য মধ্যে আগত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া আমি প্রীতচিত্তে দেবকল্প ঋত্বিক্, পুরোহিত ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণে পরিবারিত হইয়া একটি গোধন পুরস্কৃত করত অতিবেগে সত্বর তাঁহার নিকটে গমন করিলাম[২৫-২৬]।

প্রতাপবান্ জামদগ্ন্য আমাকে অভিগত অবলোকন করিয়া সেই পূজা গ্রহণ করিলেন এবং এই কথা বলিলেন[২৭], ভীষ্ম! তুমি কামহীন হইয়াও কি বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া এই কাশিরাজ-দুহিতাকে স্বয়ম্বর-সময়ে হরণ করিয়াছিলে এবং কি নিমিত্তই বা পুনরায় পরিত্যাগ করিয়াছ[২৮]? তোমার পরিত্যাগ করাতেই এই যশস্বিনী ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্টা হইয়াছেন, কেন না তুমি যখন স্পর্শ করিয়াছ, তখন আর কোন্ ব্যক্তি ইহারে গ্রহণ করিতে পারে[২৯]? হে ভারত! তুমি হরণ করিয়াছিলে বলিয়া শাল্ব ইহারে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন; অতএব আমার নিয়োগানুসারে তুমি ইহাকে প্রতিগ্রহ কর[৩০]। হে পুরুষব্যাঘ্র! এই রাজ-পুত্রী স্বধর্ম্ম লাভ করুন; হে অনঘ! ইহাঁর এরূপ অবমান করা তোমার উচিত নহে[৩১]।

অনন্তর তাঁহাকে বিমনায়মান অবলোকন করিয়া আমি এই কথা বলিলাম, ব্রহ্মন্! আমি কোন প্রকারেই ইহারে পুনরায় বিচিত্র বীর্য্যের হস্তে সম্প্রদান করিতে পারি না[৩২]। হে ভার্গব! পূর্ব্বে ইনি আমাকেই বলিয়াছিলেন " আমি শাল্ব রাজের প্রতি অনুরাগিনী হইয়াছি " এবং আমি ইহাকে শাল্ব রাজের সমীপে গমন করিতে অনুমতি প্রদান করিয়াছিলাম। পরে আমার অনুমতি ক্রমে ইনি সৌভনগরে গমন করিয়াছিলেন[৩৩]; অতএব সম্প্রতি ভয়, দয়া, অর্থ-লোভ কি কামনা-দ্বারা আমি ক্ষত্রধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারি না; কেন না ইহাই আমার চিরব্রত[৩৪]।

হে নরপুঙ্গব! অনন্তর রাম রোষ-কষায়িত-লোচনে আমাকে বলিলেন, " তুমি যদি আমার বাক্য রক্ষা না কর, তাহা হইলে তোমাকে অমাত্যগণের সহিত অদ্যই নিহত করিব।"

হে অরিন্দম! রাম ক্রোধে কষায়িত-নেত্র হইয়া সংরম্ভভরে বারম্বার আমাকে এই কথা বলিতে লাগিলেন[৩৫-৩৬]। আমি বিনয়-গর্ভ-

বচনাবলি-দ্বারা তাঁহাকে পুনঃপুনঃ প্রার্থনা করিলাম, তথাপি তিনি শান্ত হইলেন না[৩৭]। তখন আমি সেই ব্রাহ্মণসত্তম ভৃগুনন্দনকে মস্তক-দ্বারা প্রণাম করিয়া পুনর্ব্বার কহিলাম, হে মহাবাহো! আপনি যে আমার সহিত যুদ্ধ করিবার অভিলাষ করিতেছেন, তাহার কারণ কি[৩৮]? হে ভার্গব! আমার বাল্যকালে আপনিই আমাকে চতুর্ব্বিধ ধনুর্ব্বিদ্যার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন; আমি আপনার শিষ্য[৩৯]।

অনন্তর রাম ক্রোধ-সংরক্ত-নয়নে আমাকে পুনরায় কহিলেন, হে ভীষ্ম! তুমি আমাকে গুরু বলিয়া জানিতেছ অথচ আমার প্রীতি নিমিত্তে এই কাশি-রাজ-দুহিতাকে গ্রহণ করিতেছ না; হে কুরুনন্দন! ইহা ব্যতিরেকে আর কিছুতেই আমার শান্তি নাই; অতএব হে মহাবাহো! ইহারে গ্রহণ করিয়া আপনার কুল রক্ষা কর; তোমা-কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হওয়াতেই ইনি স্বামী প্রাপ্ত হইতেছেন না[৪০ ৪২]।

এইরূপ উক্তিকারী সেই পরপুর-বিজয়ী পরশুরামকে আমি পুনর্ব্বার কহিলাম, হে ব্রহ্মর্ষে! আপনি অনর্থক শ্রম করিতেছেন কেন? ইহা আর কোন প্রকারেই হইতে পারিবে না[৪৩]। হে জামদগ্ন্য! আপনি আমার পুরাতন গুরু, সেই প্রতীক্ষাতেই আমি আপনাকে প্রসন্ন করিতেছি। হে ভগবন্! ইহাকে আমি পূর্ব্বেই পরিত্যাগ করিয়াছি[৪৪]। স্ত্রীদিগের দোষ মহা অনর্থের হেতু, ইহা অবগত থাকিয়া কোন্ মানব সাক্ষাৎ সর্পিণীর ন্যায় পরপ্রণয়িনী রমণীরে স্ব গৃহে বাস করাইতে পারে[৪৫]? হে মহাব্রত! আমি বাসবের ভয়েও ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারি না; অতএব আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন; অথবা আপনার যেরূপ কর্ত্তব্য হয়, তাহা অচিরেই সম্পন্ন করুন[৪৬]। হে বিভো! হে বিশুদ্ধাত্মন্! পুরাণে মহাত্মা মরুত্তের কীর্ত্তিত এই শ্লোকটিও শ্রবণ করা যায়, যে,

"গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥"

অর্থাৎ কার্য্যাকার্য্যের অনভিজ্ঞ, কুপথগামী, গর্ব্ব-পরীত গুরুকেও পরিত্যাগ করা বিধেয়[৪৮]। আপনিও আমার গুরু, এই নিমিত্তই আমি প্রেম-বশত পুনঃপুন আপনাকে সম্মানিত করিলাম, কিন্তু আপনি গুরুর ধর্ম্ম জানিতেছেন না, একারণ আমি আপনার সহিত যুদ্ধ করিব[৪৯]। গুরু, বিশেষত তপোবৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে সমরে সংহৃত করিতে পারি না, এই মনে করিয়াই আমি আপনাকে ক্ষমা করিয়াছি[৫০]। পরন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রে এই নিশ্চয় আছে, যে, যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে কুৎসিত ক্ষত্রিয়ের ন্যায় উদ্যতাস্ত্র, ক্রুদ্ধ ও অপরাঙ্মুখে সমরে প্রবৃত্ত সন্দর্শন করিয়া বিনষ্ট করে, তাহার ব্রহ্মহত্যা হয় না। হে তপোধন! আমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে অবস্থিত ক্ষত্রিয়[৫১-৫২]। যে ব্যক্তি যাহার প্রতি যাদৃশ ব্যবহার করে, তাহার প্রতিও তাদৃশ ব্যবহার করিলে সে অধর্ম্মও প্রাপ্ত হয় না এবং অকল্যাণেও পতিত হয় না[৫৩]। ধর্ম্মার্থ উপার্জ্জনে সমর্থ, দেশকালজ্ঞ পুরুষ যদি অর্থে সংশয়াপন্ন হইয়া অর্থাৎ অর্থের অনুষ্ঠান না করিয়া ধর্ম্মে নিঃসংশয় হইলে, অর্থাৎ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেই শ্রেয়ো লাভ করেন[৫৪]। অতএব হে রাম! সংশয়িত অর্থেও আপনি যখন অযথা-ন্যায়ে প্রবৃত্ত হইতেছেন, তখন আপনার সহিত আমি অবশ্যই মহা-সমরে যুদ্ধ করিব[৫৫]। হে ভৃগুনন্দন! আমার বাহু-বীর্য্য ও অলৌকিক বিক্রম সন্দর্শন করুন। এরূপ অবস্থায় আমি যাহা করিতে পারি, তাহা অবশ্যই করিব; কুরুক্ষেত্রে আপনার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব; অতএব হে মহাদ্যুতে! দ্বন্দ্বযুদ্ধার্থে ইচ্ছানুসারে সজ্জীভূত হউন[৫৬-৫৭]। হে রাম! যে স্থলে আমার শত শত শরনিকরে পীড়িত হইয়া আপনি নিধন প্রাপ্ত হইবেন এবং মহাসমরে শস্ত্রপূত হইয়া নির্জ্জিত লোক সমস্ত লাভ করিবেন, এক্ষণে সেই সমরক্ষেত্র

কুরুক্ষেত্রে গমন করুন। হে মহাবাহো! হে তপোধন! তথায় আমি যুদ্ধপ্রিয় আপনার সহিত যুদ্ধার্থে সমাগত হইব[৫৮.৫৯]। হে রাম! পূর্ব্বে যে স্থলে আপনি পিতার শুদ্ধি করিয়াছিলেন, আমিও সেই স্থলে আপনাকে বিনাশ করিয়া শুদ্ধি কার্য্য সমাধান করিব[৬০]। হে ভার্গব! "আমি একাকীই পৃথিবীস্থ সমস্ত ক্ষত্রিয়গণকে নির্জ্জিত করিয়াছি" বহু কাল পর্য্যন্ত আপনি এই যে গর্ব্ব করিয়া থাকেন, তাহার হেতু শ্রবণ করুন[৬২]; তৎকালে ভীষ্ম অথবা ভীষ্ম-সদৃশ কোন ক্ষত্রিয় পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন নাই। হে তপোধন! আপনি কেবল তৃণরাশিমধ্যেই প্রজ্বলিত হইয়াছিলেন, তেজঃপুঞ্জ ক্ষত্রিয় সকল পশ্চাৎ জন্ম গ্রহণ করিয়াছে[৬৩]। হে মহাবাহো! যে ব্যক্তি আপনার যুদ্ধময় দর্প ও অভিলাষের অপনোদন করিতে পারে, সেই পরপুর-বিজয়ী ভীষ্ম এক্ষণে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। হে রাম! রণস্থলে আমি অবশ্যই আপনার দর্পাপনোদন করিব, সন্দেহ নাই[৬৫]।

ভীষ্ম কহিলেন, হে ভারত! অনন্তর রাম কিঞ্চিৎ হাস্য করিতে করিতে আমাকে বলিলেন, "ভীষ্ম! ভাগ্যক্রমে তুমি সমরে আমার সহিত যুদ্ধ ইচ্ছা করিতেছ[৬৫]। হে কৌরব্য! এই আমি তোমার সহিত কুরুক্ষেত্রে চলিলাম; হে পরন্তপ! তুমি তথায় গমন কর, আমি তোমার বাক্য প্রতিপালন করিব[৬৬]। হে ভীষ্ম! তোমার জননী জাহ্নবী তোমাকে তথায় শরশত-সমন্বিত, নিহত এবং গৃধ্, কাক ও বক সকলের ভক্ষ্য হইতে দৃষ্টি করুন[৬৭]। হে পার্থিব! যিনি তোমার মত মন্দমতি, যুদ্ধকামী, আতুর ব্যক্তিকে উৎপন্ন করিয়াছেন, সেই সিদ্ধচারণ-সেবিতা ভগীরথ-সুতা মহাভাসা দেবী মহনদী রোদনের অযোগ্যা হইলেও অদ্য তোমাকে দীনভাবাপন্ন ও মৎ-কর্ত্তৃক বিনিহত অবলোকন করিয়া অবশ্যই রোদন করিবেন[৬৮.৬৯]। রে দুর্ম্মদ যুদ্ধকামুক ভীষ্ম! আগচ্ছ, আমার সহিত গমন কর, তোমার রথাদি যাহা কিছু

আছে, সমুদায় গ্রহণ কর[৭০]।” এইরূপ উক্তিকারী সেই পরপুরঞ্জয় পরশুরামকে আমি মস্তক-দ্বারা প্রণাম করিয়া বলিলাম, হে ভগবন্! আপনি যাহা কহিলেন, তাহাই হউক[৭১]। রাম আমারে ঐ কথা বলিয়া যুদ্ধ-বাসনায় কুরুক্ষেত্রে গমন করিলেন এবং আমিও নগরে প্রবেশ করিয়া সত্যবতীকে ঐ বৃত্তান্ত নিবেদন করিলাম[৭২]। হে মহাদ্যুতে! অনন্তর আমি কৃত-স্বস্ত্যয়ন ও জননী-কর্ত্তৃক প্রতিনন্দিত হইয়া এবং ব্রাহ্মণগণকে “পুণ্যাহং স্বস্তি” ইত্যাদি স্বস্তিবাচন করাইয়া ধনুর্যুক্ত পাণ্ডুর-বর্ণ কবচে শরীরাচ্ছাদন ও পাণ্ডুর-বর্ণ কার্ম্মুক গ্রহণপূর্ব্বক উত্তম সূতকুলে সম্ভূত বীর অশ্বশাস্ত্র-বিশারদ বহুল-সমর-দর্শী বিশিষ্ট সারথি-কর্ত্তৃক পরিচালিত, শোভন চক্র ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-বিশিষ্ট, ব্যাঘ্রচর্ম্মে পরিবৃত, মহা শস্ত্র-সমূহে পরিপূর্ণ, সর্ব্বোপকরণ-সমন্বিত, পাণ্ডুর হয়-চতুষ্টয়-যুক্ত, রজত-নির্ম্মিত, মনোহর রথে আরোহণ করিয়া প্রস্থিত হইলাম। হে ভরতর্ষভ! মস্তকে পাণ্ডুর বর্ণ আতপত্র-দ্বারা বিরাজমান, শুক্ল-চামর-নিকরে বীজ্যমান, শুক্লবসন, শুক্লোষ্ণীধারী, সকল-শুক্লাভরণে ভূষিত ও জয়াশীর্ব্বাদে স্তূয়মান হইয়া আমি হস্তিনা হইতে নিষ্ক্রমণ-পূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করিলাম[৭৩-৭৯]। হে রাজন্! মন ও পবন-তুল্য বেগশালী তুরঙ্গমগণ সেই সুনিপুণ সূত-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া আমাকে উত্তম রূপে বহন করত মহাসমরে উপনীত করিল[৮০]। হে রাজন্! আমি ও প্রতাপান্বিত রাম উভয়েই সেই কুরুক্ষেত্রে গমন করিয়া যুদ্ধার্থে পরস্পর সহসা পরাক্রান্ত হইলাম[৮১]। অনন্তর আমি সেই অতিতপস্বী রামের দর্শন-পথে অবস্থিত হইয়া উত্তম শঙ্খবর গ্রহণ-পূর্ব্বক প্রধ্মাত করিলাম[৮২]। তখন বনবাসী তাপসগণ, ব্রাহ্মণগণ, ও ইন্দ্র-সহ অমরবৃন্দ তথায় দিব্য সমর সন্দর্শনে প্রবৃত্ত হইলেন[৮৩]। তখন দিব্য মাল্য সকল নিপতিত, দিব্য বাদিত্র বাদিত ও জলধর-সমূহ ইতস্ততঃ ধ্বনিত হইতে লাগিল[৮৪]। অনন্তর

ভার্গবের অনুযায়ী সেই তাপসগণ রণাঙ্গন পরিবেষ্টন-পূর্ব্বক দর্শক হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন[৮৫]। হে রাজন্! তদনন্তর সর্ব্ব ভূতহিতৈষিণী মদীয় জাহ্নবী দেবী মূর্ত্তিমতী হইয়া আমার নিকটে আগমন-পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি এ কি করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ[৮৬]? হে কুরু-শ্রেষ্ঠ! আমি জামদগ্ন্যের সমীপে গমন করিয়া এই বলিয়া পুনঃপুন যাচ্ঞা করিব, যে, তুমি নিজ শিষ্য ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করিও না[৮৭]। হে পুত্র! তুমি ক্ষত্রিয় হইয়া বিপ্র জামদগ্ন্যের সহিত সমরে যুদ্ধার্থে নির্ব্বন্ধ করিও না। হর-তুল্য-পরাক্রমশালী পরশুরাম যে ক্ষত্রিয়কুল-সংহারকারী, তাহা কি তোমার বিদিত নাই, যে তাঁহার সহিত যুদ্ধ অভিলাষ করিতেছ?

হে ভারত! মাতা এইরূপ আমারে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন[৮৮ ৮৯]। তখন আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই দেবীকে অভিবাদন-পূর্ব্বক, স্বয়ম্বরে যে বৃত্তান্ত হইয়াছিল, তৎসমুদয় নিবেদন করিলাম[৯০]; অপিচ পূর্ব্বে রামকে যেরূপ কহিয়াছিলাম এবং কাশিরাজ-কন্যার যে পূর্ব্বতন কর্ম্ম, তাহাও ব্যক্ত করিলাম[১]। অনন্তর আমার সেই জননী দেবী মহানদী ঋষিবর ভার্গবের সন্নিহিতা হইয়া "তুমি নিজ শিষ্য ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করিও না" এই বলিয়া আমার নিমিত্ত তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। পরন্তু তিনি সেই প্রার্থনাকারিণী জাহ্নবীরে কহিলেন, আপনি ভীষ্মকেই নিবর্ত্তিত করুন, তিনি আমার অভিলাষ পূর্ণ করিতেছেন না এই নিমিত্তই আমি যুদ্ধার্থে তাঁহার সমীপে আগমন করিয়াছি[৯২-৯৩]।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, অনন্তর গঙ্গা পুত্র-স্নেহ-পরবশ হইয়া পুনরায় ভীষ্ম-সমীপে আগমন করিলেন, কিন্তু তিনি ক্রোধে পর্য্যাকুল-নেত্র হইয়া তাঁহার বাক্য রক্ষা করিলেন না[৯৪]। তদনন্তর দ্বিজসত্তম মহাতপা

ধর্ম্মাত্মা ভৃগুশ্রেষ্ঠ দৃষ্ট হইলেন এবং যুদ্ধার্থে আমারে আহ্বান করিলেন[৯৫]।

পরশুরাম ও ভীষ্মের কুরুক্ষেত্র গমনে অষ্টসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭৮ ॥

ঊনাশীত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ভীষ্ম কহিলেন, তখন আমি কিঞ্চিৎ হাস্য করিতে করিতে, সমরে ব্যবস্থিত জামদগ্ন্যকে কহিলাম, হে বীর! আমি রথস্থ হইয়া ভূমিষ্ঠ আপনকার সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষ করি না[১]; অতএব হে মহাভুজ! যদি সমরে আমার সহিত যুদ্ধ করিবার অভিলাষ হয়, তবে রথারোহণ ও কবচ পরিধান করুন[২]। তখন রাম রণ স্থলে হাস্য করিতে করিতে আমাকে কহিলেন, হে ভীষ্ম! পৃথিবীই আমার রথ, বেদ সকলই সদশ্ব-সদৃশ বাহন[৩], সমীরণই সারথি এবং বেদ-মাতৃগণ অর্থাৎ গায়ত্রী সাবিত্রী ও সরস্বতীই আমার কবচ। হে কুরুনন্দন! আমি তাঁহাদিগের দ্বারা সুন্দর রূপে আচ্ছাদিত হইয়া যুদ্ধ করিব[৪]।

হে গান্ধারী-নন্দন! সত্যবিক্রম পরশুরাম আমাকে এই কথা বলিতে বলিতে বহুল শর-সমূহ-দ্বারা সর্ব্ব দিক্ আচ্ছাদিত করিলেন[৫]। হে মহাবাহো! অনন্তর আমি জামদগ্ন্যকে সহসা অদ্ভুত-দর্শন, মানস-বিনির্ম্মিত, বিস্তীর্ণ-নগরোপম, দিব্যাশ্ব-যুক্ত, সন্নদ্ধ, কাঞ্চন-কবচ-ভূষিত, চন্দ্র-সূর্য্য-চিহ্নিত, সর্ব্বপ্রকার উৎকৃষ্ট আয়ুধ-সমন্বিত, পবিত্র, শ্রীযুক্ত, রথ-মধ্যে ব্যবস্থিত দেখিলাম। ঐ রথে ভার্গবের প্রিয়তম সখা বেদজ্ঞ অকৃতব্রণ গোধা, অঙ্গুলিত্র, তূণ ও শরাসনধারী হইয়া সারথ্য কর্ম্ম করিতেছিলেন[৬.৯]। ভার্গব “আগমন কর আগমন কর” আক্রোশ-পূর্ব্বক যুদ্ধার্থে পুনঃপুন এইরূপ আহ্বান করত আমাকে হৃষ্টচিত্ত করিতে লাগিলেন[১০]। আমি সেই উত্থানশীল আদিত্য-তুল্য,

অনাধৃষ্য, মহাবল, ক্ষত্রিয়ান্তকর, একক পরশুরামকে একাকী প্রাপ্ত হইলাম[১১]। অনন্তর যখন তিন বার বাণ পাত হইল, তখন আমি অশ্ব সকল নিরুদ্ধ ও শরাসন বিন্যস্ত করিয়া রথ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক পদব্রজে সেই ঋষিসত্তম গুরুকে অর্চনা করিবার নিমিত্ত তৎসমীপে গমন করিলাম এবং তাঁহাকে যথাবিধি অভিবাদন করিয়া এই উত্তম বাক্য বলিলাম[১২.১৩], যে, হে রাম! আপনি আমার তুল্য বা আমা অপেক্ষা সমধিক বলশালী হইলেও আমি আপনার সহিত যুদ্ধ করিব; হে বিভো! আপনি গুরু ও ধর্ম্মশীল, অতএব আমাকে জয়াশীর্ব্বাদ করুন[১৪]।

রাম কহিলেন, হে কুরুশ্রেষ্ঠ মহাবাহো! যে ব্যক্তি ঐশ্বর্য্য লাভের অভিলাষ করে, তাহার এইরূপ অনুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য; কেন না যাহারা বিশিষ্ট লোকদিগের সহিত যুদ্ধ করে, তাহাদিগের ইহাই ধর্ম্ম[১৫]। হে বিশাম্পতে! তুমি যদি এইরূপে আমার সমীপে আগমন না করিতে, তাহা হইলে আমি তোমারে অবশ্যই শাপ প্রদান করিতাম। হে কৌরব! সম্প্রতি ধৈর্য্যাবলম্বন-পূর্ব্বক সাবধান হইয়া যুদ্ধ কর[১৬]। হে রাজন্! আমি স্বয়ং তোমাকে জয় করিতে উদ্যত হইয়াছি, সুতরাং তোমার জয় প্রার্থনা করিতে পারি না; অতএব তুমি গমন কর, ধর্ম্ম-সহকারে যুদ্ধ কর; আমি তোমার চরিত্র দ্বারা প্রীত হইলাম[১৭]।

অনন্তর আমি তাঁহাকে নমস্কার করিয়া সত্বর রথারোহণ-পূর্ব্বক পুনর্ব্বার হেমপরিষ্কৃত শঙ্খধ্বনি করিলাম[১৮]। হে ভারত! তদনন্তর তাঁহার ও আমার পরস্পর জয়াকাঙ্ক্ষায় বহু দিন পর্য্যন্ত ঘোরতর যুদ্ধ হইল[১৯]। প্রথমে তিনি নয় শত ষষ্টিসংখ্যক নতপর্ব্ব কঙ্কপত্র-যুক্ত শর-দ্বারা আমারে রথোপরি প্রহার করিলেন[২০] এবং আমার অশ্ব-চতুষ্টয় ও সারথিকেও প্রতিরুদ্ধ করিলেন, কিন্তু আমি পূর্ব্ববৎ সমরে

অবস্থান করিতে লাগিলাম[২১]। অনন্তর দেবগণ ও ব্রাহ্মণগণকে বিশেষ রূপে নমস্কার করিয়া সমরে ব্যবস্থিত সেই ঋষিবরকে ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে কহিলাম[২২], হে ব্রহ্মন্! আপনি মর্য্যাদা-শূন্য হইলেও আমি আপনার গুরুত্বের সম্মান করিয়াছি এবং ধর্ম্মসংগ্রহ বিষয়ে আরও কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ করুন[২৩]। আপনার শরীরস্থ যে সমস্ত বেদ ও মহৎ ব্রাহ্মণ্য আছে এবং তাহার দ্বারা আপনার যে মহতী তপস্যা সঞ্চিত রহিয়াছে, তৎসমুদায়ের প্রতি আমি প্রহার করিতেছি না[২৪]। হে রাম! আপনি যে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছেন, আমি তাহারই প্রতি প্রহার করিতেছি; যেহেতু শস্ত্রোদ্যম করিলেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হন[২৫]। হে বীর! আমার ধনুকের বীর্য্য ও বাহুবল অবলোকন করুন; আমি নিশিত শর-সহকারে আপনার কার্ম্মুক ছেদন করি[২৬]। হে ভরতর্ষভ! এই বলিয়া আমি তাঁহার প্রতি এক নিশিত ভল্ল নিক্ষেপ করিলাম এবং তদ্দ্বারা তাঁহার ধনুর অগ্রভাগ ছেদন পূর্ব্বক ভূতলে নিপাতিত করিলাম[২৭]। তাঁহার রথের প্রতিও কঙ্কপত্র-যুক্ত শত শত নতপর্ব্ব শর-সমূহ নিক্ষিপ্ত করিলাম[২৮]। হে রাজন্! অগ্রে শরীর মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ বিদ্ধ পশ্চাৎ সমীরণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সেই শর সকল যেন সর্প-সমূহের ন্যায় রুধির ক্ষরণ করত ইতস্তত সঞ্চরণ করিতে লাগিল[২৯]। তৎকালে রাম রক্তাক্ত-কলেবর হইয়া ধাতু-ক্ষরণকারী সুমেরু পর্ব্বতের ন্যায়, হেমন্তান্তে রক্ত-স্তবক-মণ্ডিত অশোকের ন্যায় অথবা প্রফুল্ল কিংশুকের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন[৩০-৩১]। অনন্তর তিনি ক্রোধ পরায়ণ হইয়া অপর শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক হেমপুঙ্খ-যুক্ত সুশাণিত শর-সমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন[৩২]। সেই মহাবেগশালী, সর্প অনল ও গরল তুল্য, বহু প্রকারে মর্ম্মভেদী, ভীষণ শর সমূহ আমাকে প্রাপ্ত হইয়া এককালে কম্পিত করিল[৩৩]। তখন আমি কোন প্রকারে সমরে

আপনাকে পুনরায় স্থিরীভূত করিয়া ক্রোধভরে শত-সংখ্য শর-দ্বারা রামকে সমাকীর্ণ করিলাম[৩৪]। তিনি সেই সূর্য্যানল-তুল্য আশীবিষ-সদৃশ নিশিত শত শরে পীড়িত হইয়া যেন সংজ্ঞা-শূন্যের ন্যায় হইলেন[৩৫]। হে ভারত! তৎকালে আমি কৃপাবিষ্ট হইয়া আপনিই আপনাকে স্তম্ভিত করিয়া বলিলাম, সর্ব্বথা যুদ্ধব্যাপারে ধিক্ এবং ক্ষত্রিয়ধর্ম্মেও ধিক্[৩৬]! হায়! আমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মা হওয়াতেই এই পাপ করিলাম! এই ধর্ম্মাত্মা, ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ গুরুকে শর-নিকরে পীড়িত করিলাম! হে রাজন্! আমি শোকাবেগে ব্যাকুলিত হইয়া বারম্বার এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলাম, তাহার পর আর জামদগ্ন্যকে প্রহার করিলাম না[৩৭-৩৮]। অনন্তর ভগবান্ মরীচিমালী প্রখর-কর-নিকরে ধরণীকে তাপিতা করিয়া দিবাবসানে অস্তা চলচূড়াবলম্বী হইলেন এবং যুদ্ধও নিরস্ত হইল[৩৯]।

রাম-ভীষ্ম-যুদ্ধে ঊণাশীত্যধিক শততম অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ১৭৯ ॥

অশীত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ভীষ্ম কহিলেন, হে বিশাম্পতে. অনন্তর আমার সুনিপুণ সারথি আপনার, অশ্বগণের ও আমারও শল্য সমস্ত অপনীত করিল[১] এবং পর দিন প্রভাতে সূর্য্যোদয় হইলে স্নাত, লুণ্ঠিত, পীতোদক ও অম্লান-তেজোযুক্ত তুরঙ্গগণ-দ্বারা আমাকে রণস্থলে উপনীত করিল। তাহার পর যুদ্ধারম্ভ হইল[২]। প্রতাপবান্ ভার্গব আমাকে রথারোহণ ও বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক সত্বরে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া নিরতিশয় রথসজ্জা করিলেন[৩]। অনন্তর আমি সমরাকাঙ্ক্ষী রামকে আগমন করিতে সন্দর্শন করিয়া উৎকৃষ্ট শরাসন পরিহার-পূর্ব্বক সহসা রথ হইতে অবতীর্ণ হইলাম[৪] এবং পূর্ব্ববৎ অভিবাদনান্তে পুনরায় রথা-

রোহণ করিয়া যুদ্ধ-কামনায় তাঁহার সম্মুখে নির্ভয়ে অবস্থিত হইলাম[৫]। তদনন্তর সুমহৎ শরবর্ষণ-সহকারে পরস্পর পরস্পরকে সমাকীর্ণ করিলাম[৬]। জামদগ্ন্য সম্যক্ রোষান্বিত হইয়া পুনর্ব্বার আমার প্রতি সুশাণিত, প্রদীপ্ত-মুখ-ভুজঙ্গগণের ন্যায় ঘোররূপ শর-সমূহ প্রেষণ করিলেন[৭]। তখন আমি সহসা শত শত সহস্র সহস্র নিশিত-ভল্ল-নিচয়-দ্বারা অন্তরীক্ষে পুনঃপুন তৎসমুদায় ছেদন করিতে লাগিলাম[৮]। তাহার পর প্রতাপবান্ জামদগ্ন্য আমার প্রতি দিব্য অস্ত্র সমস্ত প্রয়োগ করিলেন। আমিও তাঁহার অপেক্ষা অধিক নৈপুণ্য প্রকাশে অভিলাষী হইয়া শল্ল-পুঞ্জ-দ্বারা তৎসমুদায় প্রতিবিদ্ধ করিলাম। অনন্তর অন্তরীক্ষে সর্ব্ব দিক্ হইতে মহানাদ প্রাদুর্ভূত হইল[৯-১০]। হে ভারত! তদন্তে আমি জামদগ্ন্যের প্রতি বায়ব্য অস্ত্র প্রয়োগ করিলাম এবং তিনিও গুহ্যকাস্ত্র-দ্বারা তাহা প্রতিহত করিলেন[১১]। তদনন্তর আমি মন্ত্রপূত করিয়া আগ্নেয়াস্ত্র পরিত্যাগ করিলাম; রামও বারুণাস্ত্র-দ্বারা তাহা নিবারণ করিলেন[১২]। এইরূপে আমিও রামের দিব্যাস্ত্র সমস্ত নিরস্ত করিতে লাগিলাম এবং সেই দিব্যাস্ত্র-বিশারদ, তেজস্বী, অরিন্দম রামও আমার দিব্যাস্ত্র সকল নিবারণ করিতে লাগিলেন[১৩]। হে রাজন্! অনন্তর অসীম-প্রতাপ-সম্পন্ন দ্বিজোত্তম জামদগ্ন্য রাম সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে বামভাগস্থ করত বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ করিলেন[১৪]। তাহাতে আমি রথোপরি অবসন্ন হইয়া পতিত হইলাম। তখন সারথি আমাকে মূর্চ্ছাবিষ্ট দেখিয়া রণস্থল হইতে সত্বর রথ অপবাহিত করিল[১৫]। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তৎকালে অকৃতব্রণ-প্রভৃতি রামের অনুচরগণ ও কাশিকন্যা অম্বা আমাকে তদীয় বাণে প্রপীড়িত, অতিশয় বিদ্ধ, গ্লানিযুক্ত, বিচেতন ও পরাঙ্মুখ হইতে দেখিয়া সকলেই হৃষ্টচিত্তে আক্রোশ প্রকাশ করিতে লাগিলেন[১৬-১৭]। অনন্তর আমি জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহা বিদিত হইয়া সারথিকে বলিলাম, সূত!

আমি বেদনা-শূন্য ও সজ্জিত হইয়াছি; অতএব পুনরায় রাম-সমীপে গমন কর[১৮]। হে কৌরব্য! তৎপরে সারথি আমারে পরম শোভিত অশ্বগণ-দ্বারা বহন করিয়া চলিল এবং গমনে সমীরণ-তুল্য তুরঙ্গমেরাও যেন নৃত্য করিতে করিতে ধাবিত হইল[১৯]। অনন্তর আমি রামের সমীপে গমন করিয়া সম্যক্-ক্রোধ-পরীত ও জিগীষা পরবশ হইয়া তাঁহাকে বাণ-বর্ষ-দ্বারা পরিকীর্ণ করিলাম[২০]। রামও সমরে তিন তিন শর-দ্বারা সরলভাবে সংপতিত মদীয় শর সমস্ত সত্বর পথি-মধ্যেই এক এক করিয়া ছেদন করিতে লাগিলেন[২১]। সুতরাং আমার সেই শত শত সহস্র সহস্র সুদংশিত বাণজাত রাম বাণে দুই দুই খণ্ডে ছিন্ন হইয়া বিধ্বস্ত হইয়া পড়িল[২২]। অনন্তর আমি জামদগ্ন্যের বধেচ্ছায় তাঁহার প্রতি সাক্ষাৎ কালকল্প অতিপ্রভাম্বিত একটি প্রদীপ্ত অস্ত্র নিক্ষিপ্ত করিলাম[২৩]। তদ্দ্বারা অভিহত হওয়ায় রাম সেই বাণবেগের বশবর্ত্তী হইয়া মূর্চ্ছিত ও ভূতলে নিপতিত হইলেন[২৪]। হে ভারত! প্রভাকরের পতন হইলে জগৎ যেরূপ ব্যাকুলিত হইতে পারে, রাম ধরাশ্রয় করিলে সকলই সেইরূপ হাহাকারময় হইল[২৫]। হে কুরু নন্দন! সেই তপোধনগণ ও কাশিকন্যা সকলেই সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া সহসা তাঁহার নিকটে প্রধাবিত হইলেন[২৬] এবং অল্পে অল্পে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া জলশীতল হস্ত ও জয়াশীর্ব্বাদ-দ্বারা আশ্বাসিত করিতে লাগিলেন[২৭]। অনন্তর রাম উত্থিত হইয়া শরাসনে শর সন্ধান-পূর্ব্বক বিহ্বল-বচনে আমাকে বলিলেন, "ভীষ্ম! থাক, থাক, এই হত হইলে[২৮]"। মহাসমরে সেই শর নির্ম্মুক্ত হইয়া অতিবেগে আমার বামপার্শ্বে নিপতিত হইল। তদ্দ্বারা আমি বায়ু-ঘূর্ণিত বৃক্ষের ন্যায় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলাম[২৯]। রাম শীঘ্রাস্ত্র-সহকারে অশ্ব সমস্ত নিহত করিয়া বিক্ষুব্ধ-চিত্তে লোমযুক্ত বাণ-জালে আমাকে অবাকীর্ণ করিলেন[৩০]। আমিও সমর বারণ শীঘ্রাস্ত্র প্রয়োগ করিলাম। হে মহাবাহো! সেই

শর সমস্ত সহসা গগণমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া রামের ও আমার অন্তরে অবস্থান করিতে লাগিল; সুতরাং শরজালে সমাবৃত হওয়ায় সূর্য্যও কিরণ বিতরণে বিরত হইলেন[৭১-৭২] এবং পবনও যেন মেঘ-নিরুদ্ধের ন্যায় নিশ্চল হইলেন। অনন্তর সমীরণের প্রকম্পন, প্রভাকরের কিরণ ও শরজালের অভিঘাত প্রভাবে অগ্নির উৎপত্তি হইল। তখন যাবতীয় শর-সমূহ স্বসমুত্থিত হুতাশন-দ্বারা প্রদীপ্ত ও ভস্মীভূত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। হে কৌরব! অনন্তর রাম সম্যক্ ক্রোধ-যুক্ত হইয়া আমার প্রতি শত, সহস্র, অযুত, প্রযুত, অর্ব্বুদ, খর্ব্ব, নিখর্ব্ব-প্রভৃতি বহু-সংখ্যক শর-নিকর অতিবেগে বর্ষণ করিতে লাগিলেন[৭৩-৭৬]। আমিও আসীবিষ-সদৃশ শরজাল-সহকারে তৎসমুদায় ছিন্ন করিয়া খণ্ড খণ্ড পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে নিপাতিত করিতে লাগিলাম[৭৭]। হে ভরতসত্তম! তৎকালে এইরূপ ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। পরে সন্ধ্যাকাল অতীত হইলে গুরু ও শিষ্য উভয়েই নিবৃত্ত হইলাম[৭৮]।

রাম-ভীষ্ম-যুদ্ধে অশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮০ ॥

একাশীত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ভীষ্ম কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! পর দিন আমি রামের সহিত সমাগত হইলে পুনর্ব্বার অতিদারুণ তুমুল সংগ্রাম হইল[১]। সেই দিব্যাস্ত্রবিৎ শূর ধর্ম্মাত্মা বিভু জামদগ্ন্য প্রতি দিন অনেকানেক দিব্যাস্ত্র সমস্ত প্রয়োগ করিতে লাগিলেন[২] এবং আমিও তৎপ্রতিঘাতক অস্ত্রপুঞ্জ-দ্বারা তৎসমুদায় দগ্ধ করিতে লাগিলাম। হে ভারত! আমি তুমুল সমরে সুদুস্ত্যজ প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াই ঐ রূপ করিতে লাগিলাম[৩]। এইরূপে বহু-প্রকার অস্ত্ররাশি হত প্রতিহত হইলে সেই মহাতেজা পরশুরামও সমরে প্রাণ পণ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন[৪]। অস্ত্র প্রতিরুদ্ধ হওয়ায় সেই মহাত্মা জামদগ্ন্য প্রজ্বলিত উল্কা-সদৃশী, প্রদীপ্তমুখা,

তেজে সকল লোক-ব্যাপিনী, সাক্ষাৎ কাল-প্রেরিতার ন্যায় ঘোররূপা শক্তি নিক্ষেপ করিলেন[৫]। আমিও শরনিকর-সহকারে সেই পতনোন্মুখা প্রলয়-কালীন প্রভাকরের ন্যায় প্রদীপ্তা, দীপ্যমানা শক্তিকে তিন-খণ্ডে ছেদন করিয়া ভূতলশায়িনী করিলাম। তখন পবিত্র গন্ধ সম্পন্ন সমীরণ সঞ্চরণ করিতে লাগিল[৬]। হে ভারত! সেই শক্তিটি ছিন্না হইলে রাম ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া আর দ্বাদশটি ঘোররূপা শক্তি প্রেরণ করিলেন। তেজস্বিত্ব ও শীঘ্রত্ব-প্রযুক্ত তাহাদিগের রূপ বর্ণনে সমর্থ হইলাম না[৭]। রূপ নিরূপণ করিব কি, সর্ব্ব দিক্ হইতে আপতিত, অগ্নির মহোল্কা-তুল্য নানারূপ-বিশিষ্ট, লোকান্ত-কালীন দ্বাদশ আদিত্যের ন্যায় উগ্রতেজে প্রদীপ্ত সেই শক্তি-সমস্ত দর্শন করিয়াই আমি বিহ্বল হইলাম[৮]। অনন্তর সেই আপতিত বাণময় জাল সন্দর্শনপূর্ব্বক শরজাল-দ্বারা ভেদ করিয়া দ্বাদশ বাণ প্রেরণ করিলাম এবং তদ্দ্বারা সেই ঘোররূপা শক্তি সমস্তও প্রতিহত করিলাম[৯]। হে রাজন্! তৎপরে মহাত্মা জামদগ্ন্য পুনরায় হেমদণ্ড-সম্পন্ন, বিচিত্রিত, কাঞ্চনপট্টমণ্ডিত, প্রজ্বলিত উল্কার ন্যায় ভীষণ শক্তি-সমস্ত নিক্ষিপ্ত করিলেন[১০]। সে সকলও আমি চর্ম্ম-দ্বারা নিবারিত ও খড়্গ-দ্বারা নিপাতিত করিয়া দিব্য-বাণরাজি-দ্বারা তাঁহার সারথি-সম্বলিত দিব্য তুরঙ্গম সকলকে অভিবৃষ্ট করিলাম[১১]। তখন হৈহয়াধীশ্বর কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের অন্তকারী মহাত্মা জামদগ্ন্য কঞ্চুক-নির্ম্মুক্ত ভুজঙ্গ-রাজির ন্যায় সেই হেমচিত্রিত শক্তি সকল ছিন্ন হইতে নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় রোষাবেশে দিব্যাস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলেন[১২]। অনন্তর উগ্রতর প্রদীপ্ত বিশিখাবলি শলভ-শ্রেণির ন্যায় সমাপতিত হইল এবং আমার অশ্বগণের ও রথ সহ সারথির শরীরে অতিশয় সংলগ্ন হইল[১৩]। হে রাজন্! সেই শরজালে আমার রথ, বাহনগণ ও সারথি সর্ব্বতঃ পরিকীর্ণ হইল এবং রথের যুগ, ঈশা, চক্র ও অক্ষ, সকলই শরচ্ছিন্ন হইয়া ভগ্ন

হইয়া পড়িল[১৪]। অনন্তর সেই শরবর্ষণ অতীত হইলে আমিও তাঁহারে শর-সমূহে অভিবৃষ্ট করিলাম। তখন সেই কলেবর শরজালে ক্ষত বিক্ষত হইয়া দেহ হইতে অজস্র রক্ত মোচন করিতে লাগিলেন[১৫]। আমার বাণজালে রাম যেমন অভিতপ্ত হইলেন, আমিও তাঁহার শরনিকরে সেই রূপ সাতিশয় বিদ্ধ হইলাম। পরিশেষে অপরাহ্নে দিবাকর অস্তাচলে গমন করিলে যুদ্ধ নিবৃত্ত হইল[১৬]।

রাম-ভীষ্ম-যুদ্ধে একাশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮১ ॥

দ্ব্যশীত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ভীষ্ম কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! অনন্তর প্রভাতে সূর্য্য মণ্ডল অতি নির্ম্মল হইলে আমার সহিত ভার্গবের পুনর্ব্বার যুদ্ধারম্ভ হইল[১]। প্রহারিশ্রেষ্ঠ পরশুরাম পরিভ্রমণশীল রথোপরি অবস্থিত হইয়া অচলোপরি জলধরের ন্যায় আমার উপরে শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন[২]। তাহাতে আমার প্রিয় সুহৃদ্ সারথি শরবর্ষে তাড়িত হইয়া আমার অন্তঃকরণ বিষাদিত করত রথ হইতে নিপতিত হইল[৩]। মহতী মূর্চ্ছা তাহাকে সহসা আক্রমণ করিল; সুতরাং সে মোহ যুক্ত হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইল[৪]। হে রাজেন্দ্র! রাম-বাণে প্রপীড়িত হইয়া আমার সারথি মুহূর্ত্ত মধ্যেই প্রাণ পরিত্যাগ করিল এবং আমিও তৎকালে ভয়াবিষ্ট হইলাম[৫]। সারথি নিহত হইলে আমি প্রমত্ত-মানসে তাহার নিমিত্ত আক্ষেপ করিতেছি, এমন সময়ে রাম আমার প্রতি মৃত্যুকল্প শর-সমস্ত নিক্ষিপ্ত করিলেন[৬]। আমি সূতাভাবে বিপদ্গ্রস্ত হইয়া বিলাপ করিতেছিলাম, তথাপি সেই ভার্গব বল-পূর্ব্বক শরাসন আকর্ষণ করিয়া শর-দ্বারা আমাকে প্রগাঢ় রূপে তাড়িত করিলেন[৭]। হে রাজন্! সেই রুধির-ভোজী বিশিখ আমার বক্ষঃস্থলে নিপতিত হইয়া আমার সহিত ধরাতল প্রাপ্ত হইল[৮]। তখন রাম আমারে নিহত মনে

করিয়া অতিশয় হৃষ্টচিত্তে উচ্চৈঃস্বরে মেঘের ন্যায় পুনঃপুন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন[৯]। হে রাজেন্দ্র! আমি সেইরূপ পতিত হইলে রাম হর্ষযুক্ত হইয়া অনুচরগণের সহিত মহানাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আক্রোশ প্রকাশ করিতে লাগিলেন[১০]। তথায় আমার পার্শ্বস্থিত যে সমস্ত কৌরবগণ ছিল এবং যাহারা যুদ্ধ দর্শনেচ্ছু হইয়া সমাগত হইয়াছিল, আমি পতিত হইলে তাহারা সকলেই অত্যন্ত পীড়া প্রাপ্ত হইল[১১]।

হে রাজসিংহ! অনন্তর আমি পতিত থাকিয়া দেখিলাম, সূর্য্য ও অগ্নি-তুল্য আটজন ব্রাহ্মণ রণস্থলে আমারে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন-পূর্ব্বক নিজ নিজ বাহু-দ্বারা ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন[১২]। সেই বিপ্রগণ-কর্ত্তৃক রক্ষিত হওয়ায় আমি আর ভূতল-স্পর্শ করি নাই; তাঁহারা বান্ধবের ন্যায় হইয়া আমাকে অন্তরীক্ষেই ধারণ করিয়াছিলেন[১৩]। আমি ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছিলাম, তাঁহারা জল-বিন্দু-দ্বারা আমাকে অভিষিক্ত করিতেছিলেন। হে রাজন্! তৎকালে সেই ব্রাহ্মণেরা আমারে ধারণ করিয়া সকলেই বারম্বার কহিতে লাগিলেন, "তুমি ভয় করিও না, তোমার কল্যাণ হউক।" তাঁহাদিগের এই বাক্যে আমি তর্পিত ও সহসা উত্থিত হইয়া তরঙ্গিণীপ্রবরা আমার জননী জাহ্নবীকে রথে অবস্থান করিতে সন্দর্শন করিলাম[১৪.১৫]। হে কৌরবেন্দ্র! সেই মহানদী সমরে আমার নিমিত্ত অশ্ব সকলও সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। অনন্তর আমি জননীর ও পিতৃগণের চরণ বন্দন করিয়া রথারোহণ করিলাম[১৬]। তখন সেই মাতা রথ, অশ্বগণ ও অন্যান্য সামগ্রী-সহ আমাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু আমি অঞ্জলি বন্ধন-পূর্ব্বক অনুনয় করিয়া তাঁহাকে বিদায় করিলাম[১৭]। অনন্তর আপনিই সেই বাতবেগী অশ্বগণকে উত্তেজিত করিয়া দিনাবসান-পর্য্যন্ত জামদগ্ন্যের সহিত যুদ্ধ করিলাম[১৮]। হে ভরত-শ্রেষ্ঠ! তাঁহার প্রতি আমি একটি হৃদয়ভেদী মহাবলশালী বেগবান্

বাণ পরিত্যাগ করিলাম[১৯]। আমার সেই বাণে প্রপীড়িত হওয়ায় রাম মোহের বশবর্ত্তী হইয়া শরাসন পরিত্যাগ-পূর্ব্বক জানু-যুগল-দ্বারা ধরাবলম্বী হইলেন[২০]। সেই বহু সহস্র সুবর্ণপ্রদ জামদগ্ন্য নিপতিত হইলে বহুল জলদাবলি ভূরি ভূরি রুধির ক্ষরণ করত গগণতল আচ্ছাদিত করিল[২১]; নির্ঘাত ও বিদ্যুদ্যুক্ত শত শত উল্কাপাত হইতে লাগিল; স্বর্ভানু প্রদীপ্ত ভানুকে সহসা সমাবৃত করিল[২২]; কর্কশ বায়ু বহিতে লাগিল; অচলা চলিতা হইল; গৃধ্র কাক বকপ্রভৃতি পক্ষি সকল হর্ষযুক্ত হইয়া পতিত হইতে লাগিল[২৩]; দিঙ্মণ্ডল সহসা প্রদীপ্ত হইল; শৃগাল সকল মুহুর্মুহু দারুণ শব্দ করিতে লাগিল এবং আহত না হইয়াও দুন্দুভি সকল অতিশয় কঠোর-শব্দে নিনাদিত হইতে লাগিল[২৪]। হে ভারত! মহাত্মা পরশুরাম বিচেতন প্রায় হইয়া ধরণীগত হইলে এইরূপ ঘোরতর ভয়ঙ্কর উৎপাত চিহ্ন সমস্ত প্রাদুর্ভূত হইল[২৫]। অনন্তর রাম সহসা উত্থিত হইয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত ক্রোধভরে আমার সমীপে উপস্থিত হইলেন[২৬]। মহাবাহু পরশুরাম ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, আমার নিমিত্ত যখন গন্ধ রস ধাতুময় ও কালানল তুল্য শর গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন কৃপাপরায়ণ তপোধনগণ রামকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তিনিও তাঁহাদিগের বাক্যে তৎক্ষণাৎ ক্ষান্ত হইলেন[২৭-২৮]। অনন্তর মন্ত্রময় মরীচি মণ্ডল ভগবান্ ভাস্কর পাংশুপুঞ্জে আবৃত হইয়া অস্তাচলে গমন করিলেন এবং সুখকর শীতল সমীরণ-যুক্তা যামিনীর আবির্ভাব হইল। তখন আমরাও সমরের প্রতিসংহার করিলাম[২৯]। হে রাজন্! এইরূপে সন্ধ্যাকালে প্রতিসংহার এবং প্রভাতে পুনর্ব্বার আরম্ভ হইতে লাগিল। এই রীতিক্রমে উপর্য্যুপরি ত্রয়োবিংশতি দিবস ঘোরতর সুদারুণ যুদ্ধ হইল[৩০]।

রাম-ভীষ্ম-যুদ্ধে দ্ব্যশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৮২॥

অশীত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ভীষ্ম কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! অনন্তর নিশা সময়ে আমি ব্রাহ্মণগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, রাক্ষসগণ ভূতগণ ও রাজন্যগণকে মস্তক-দ্বারা প্রণাম করিয়া একান্তে শয্যাগত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম[১-২], যে, অদ্য বহু দিন হইল রামের সহিত আমার মহানিষ্টকর পরম দারুণ যুদ্ধ হইতেছে[৩], তথাপি আমি সেই মহাবল-সম্পন্ন মহাবীর্য্য বিপ্রকে সমরে পরাজিত করিতে পারিতেছি না[৪]। প্রতাপশালী জামদগ্ন্যকে যদি সমরে পরাজয় করা আমার সাধ্য হয়, তবে দেবতারা প্রসন্ন হইয়া অদ্য রজনীতে আমারে দর্শন প্রদান করুন[৫]। হে রাজন্! আমি শর-বিক্ষত হইয়া নিশাকালে এইরূপ চিন্তা করত দক্ষিণ পার্শ্বে প্রসুপ্ত আছি, এমন সময়ে প্রভাতের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, যে ব্রাহ্মণেরা পূর্ব্বে আমাকে রথ হইতে পতিত হইবার সময়ে উত্থাপিত করিয়াছিলেন এবং ধারণ-পূর্ব্বক 'তোমার ভয় নাই' এইরূপ সান্ত্বনা করিয়াছিলেন[৬-৭], তাঁহারাই আমারে স্বপ্নে দর্শন প্রদান করিলেন এবং সকলে পরিবেষ্টন করিয়া যে কথা বলিলেন, তাহা শ্রবণ কর[৮]। তাঁহারা কহিলেন, "গাঙ্গেয়! গাত্রোত্থান কর; তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই; আমরা তোমারে রক্ষা করিব; যেহেতু তুমি আমাদিগেরই দেহ স্বরূপ[৯]। হে ভরতর্ষভ! জামদগ্ন্য রাম কোন ক্রমেই তোমারে পরাজয় করিতে পারিবেন না, বরং তুমিই তাঁহারে সমরে পরাস্ত করিবে[১০]। হে ভরতর্ষভ! বিশ্বকর্ম্ম-বিনির্ম্মিত প্রস্বাপ নামে এই যে সুপ্রিয় প্রাজাপত্য অস্ত্র, ইহা তোমার জ্ঞানগোচর হইবে; যেহেতু পূর্ব্ব জন্মেও ইহা তোমার বিদিত ছিল। হে ভারত! রাম কি পৃথিবীস্থ অন্য কোন পুরুষ, কেহই আর কখন ইহার তত্ত্ব জানিতে পারেন নাই[১১-১২]; অতএব হে মহাবাহো! তুমি ঐ অস্ত্র স্মরণ কর এবং দৃঢ়রূপে সংযোজনাও কর; হে রাজেন্দ্র! উহা স্বয়ংই তোমার সমীপে উপনীত

হইবে[১৩]। তুমি সেই অস্ত্র প্রভাবে জামদগ্ন্যকে পরাজয় ও অন্যান্য মহাবল পরাক্রান্ত বীরপুরুষদিগকে শাসন করিতে সমর্থ হইবে। হে নরাধিপ! ঐ অস্ত্র-দ্বারা রাম বিনাশ প্রাপ্ত হইবেন না[১৪]; সুতরাং তোমাকেও ব্রহ্মহত্যা পাপে কদাচ লিপ্ত হইতে হইবে না। হে ভীষ্ম! তোমার বাণ-বলে পীড়িত হইয়া রাম কেবল শয়ন করিবেন মাত্র[১৫]; অনন্তর তাঁহাকে জয় করিয়া তুমিই পুনরায় প্রিয়তম সম্বোধনাস্ত্র-দ্বারা উত্থাপিত করিবে[১৬]। অতএব হে পার্থিব! প্রভাতে রথস্থিত হইয়া এইরূপ অনুষ্ঠান কর; প্রসুপ্ত অথবা মৃত, উভয়ই আমরা তুল্যজ্ঞান করি[১৭]। হে কৌরব! রামের কদাচ মৃত্যু হইবে না; অতএব সম্যক্ উৎপন্ন এই প্রস্বাপ অস্ত্রের যোজনা কর[১৮]।"

হে রাজন্! সেই ভাস্বর-মূর্ত্তি, সমান-রূপ বিশিষ্ট অষ্ট দ্বিজশ্রেষ্ঠ এই কথা বলিয়া সকলেই অন্তর্দ্ধান করিলেন[১৯]।

ভীষ্ম-প্রস্বাপনাস্ত্রলাভে ত্র্যশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮৩ ॥

চতুরশীত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ভীষ্ম কহিলেন, হে ভারত! অনন্তর নিশা অতীতা হইলে আমি জাগরিত হইলাম এবং সেই স্বপ্ন-বৃত্তান্ত চিন্তা করিয়া যথেষ্ট হর্ষলাভ করিলাম[১]। পরে রামের ও আমার সর্ব্বভূত-লোম-হর্ষণ পরমাদ্ভুত তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল[২]। হে ভারত! তৎকালে ভার্গব আমার উপরে বাণময় বৃষ্টিপাত করিলেন এবং আমিও শরজাল-দ্বারা তাহা নিবারিত করিলাম[৩]। অনন্তর সেই মহাতপা তৎকালের ও পূর্ব্ব দিনের কোপে সংক্রুদ্ধ হইয়া আমার প্রতি বাসবের বজ্র তুল্য কঠিনা, সাক্ষাৎ যমদণ্ড-সদৃশী শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। হে ভরতর্ষভ! সেই ঘোর-রূপা শক্তি, প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় দীপ্তিমতী হইয়া, যেন

সমরের সর্ব্বদিকে পরিলেহন করিতে লাগিল[৪-৫] এবং পরিশেষে বিদ্যু-দগ্নির ন্যায় দ্রুতবেগে আগমন করিয়া আমার স্কন্ধের সন্ধিস্থলে পতিতা হইল[৬]। হে লোহিতাক্ষ মহাবাহো! তখন রাম-কর্ত্তৃক বিক্ষত হওয়ায় গৈরিক ধাতু নিস্রবকারী ভূধরের ন্যায় আমার অজস্র রক্তস্রাব হইতে লাগিল[৭]। অনন্তর আমি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া জামদগ্ন্যের প্রতি বিষধর বিষোপম, মৃত্যু-সদৃশ বাণ নিক্ষেপ করিলাম[৮]। মহারাজ! সেই বীরবর দ্বিজ-সত্তম তদ্দ্বারা ললাটে অভিহত হইয়া শৃঙ্গযুক্ত পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন[৯]। অনন্তর তিনি সংরম্ভ-পরবশ হইয়া বল সহকারে শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক শত্রুবিমর্দ্দন কালান্তক-সদৃশ শর সন্ধান করিলেন[১০]। সেই উগ্রশর গর্জ্জনকারী আশী বিষের ন্যায় আমার বক্ষঃস্থলে পতিত হইল। তাহাতে আমি শোণিত লিপ্ত কলে-বর হইয়া ধরাতলগামী হইলাম[১১], কিন্তু পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিয়া ধীসম্পন্ন জামদগ্ন্যের প্রতি জ্বলন্তী অশনীর ন্যায় দীপ্তিমতী শক্তি নি-ক্ষেপ করিলাম[১২]। হে রাজন্! ঐ শক্তি সেই দ্বিজবরের বক্ষঃস্থলে প-তিতা হইল। তাহাতে তিনি বিহ্বল হইয়া কম্পিত হইতে লাগিলেন[১৩]। তখন তাঁহার প্রিয়সখা মহাতপা অকৃতব্রণ তাঁহাকে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক শুভ বাক্যাবলি দ্বারা অনেক প্রকারে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগি-লেন[১৪]। অনন্তর মহাব্রত রাম সমাশ্বস্ত ও ক্রোধামর্ষ-সমন্বিত হইয়া ব্রহ্মাস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলেন[১৫]। তখন তাহার প্রতিঘাত নিমিত্ত আমিও পরম ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিলাম। মহারাজ! সেই মহাস্ত্র যেন যুগান্ত প্রদর্শন করত প্রজ্বলিত হইতে লাগিল[১৬]। হে ভরতসত্তম! রামকে কি আমাকে প্রাপ্ত না হইয়া অন্তরীক্ষ মধ্যেই সেই উভয় ব্রহ্মাস্ত্রের সমা-গম হইল[১৭]। তখন সমগ্র গগণমণ্ডল তেজোময় হইয়া উঠিল এবং সমস্ত প্রাণিবর্গই সাতিশয় পীড়া প্রাপ্ত হইল[১৮]। অস্ত্র তেজে সম্পীড়িত হইয়া কি ঋষি, কি গন্ধর্ব্ব কি দেবতা, সকলেই অতিমাত্র সন্তাপান্বিত

হইলেন[১৯]। অচল, অরণ্য ও বৃক্ষ সকলের সহিত পৃথিবী বিচলিতা হইল এবং প্রাণিগণ নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া অত্যন্ত বিষাদ প্রাপ্ত হইল[২০]। নভোমণ্ডল প্রজ্বলিত হইল এবং দশদিকে প্রভূত ধূমরাশি সঞ্চরিত হইতে লাগিল; সুতরাং গগণচারী প্রাণিগণ অবস্থান করিতে আর সমর্থ হইলেন না[২১]। অনন্তর দেবাসুররাক্ষস-গণ-সম্বলিত সমস্ত লোকে হাহাকার উৎপন্ন হইলে 'এই উত্তম অবসর' এইরূপ চিন্তা করত আমি ত্বরান্বিত হইয়া ব্রহ্মবাদি-গণের বচন ক্রমে প্রস্বাপাস্ত্র-প্রয়োগে অভিলাষী হইলাম। তৎকালে সেই বিচিত্র অস্ত্রও আমার মনোমধ্যে প্রতিভাত হইল[২২]।

পরস্পর ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগে চতুরশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮৪ ॥

পঞ্চাশীত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ভীষ্ম কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর নভোমণ্ডলে "হে কৌরবনন্দন ভীষ্ম! প্রস্বাপাস্ত্র পরিত্যাগ করিও না" এইরূপ মহান্ হলহলা শব্দ উত্থিত হইল[১]। তথাপি আমি ভৃগুনন্দনের প্রতি সেই অস্ত্র প্রয়োগ করিলাম। তখন নারদ আমাকে কহিলেন[২], হে কৌরব্য! দেখ আকাশে এই দেবগণ অবস্থিত রহিয়াছেন; ইহারা সকলেই তোমারে নিবারণ করিতেছেন, অতএব তুমি প্রস্বাপাস্ত্র প্রয়োগ করিও না[৩]। হে ভারত! রাম তপস্বী ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ, বিশেষত তোমার গুরু; অতএব কোন প্রকারে তাঁহার অবমাননা করিও না[৪]।

হে রাজেন্দ্র! অনন্তর আমি সেই আট জন ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণকে নভোমণ্ডলে অবস্থান করিতে সন্দর্শন করিলাম। তাঁহারা ঈষৎ হাস্য করত আমাকে কহিলেন[৫], "হে ভরতশ্রেষ্ঠ! নারদ যাহা বলিতেছেন, তাহাই কর; যে হেতু ইহা লোকের পরম হিতকর[৬]"।

অনন্তর আমি সেই মহৎ প্রস্বাপনাস্ত্রের প্রতিসংহার করিয়া বিধি-পূর্ব্বক ব্রহ্মাস্ত্রই দীপিত করিলাম[৭]। হে রাজ-সিংহ! তখন রোষাবিষ্ট পরশুরাম সেই প্রস্বাপনাস্ত্র নিবর্ত্তিত হইল নিরীক্ষণ করিয়া সহসা এই কথা বলিলেন, ভীষ্ম আমাকে পরাজিত করিল; আমি অতিশয় মন্দ-বুদ্ধি[৮]।

তদনন্তর জামদগ্ন্য মাননীয় স্বকীয় পিতৃপিতামহগণকে সন্দর্শন করিতে পাইলেন। তাঁহারা সেই স্থলে তাঁহারে পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থিত হইলেন এবং তৎকালে সান্ত্বাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন[৯], "হে তাত! তুমি পুনর্ব্বার কোন ক্রমেই এরূপ সাহস করিও না;—ভীষ্মের, বিশেষত ক্ষত্রিয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে আর কখনই উৎসাহ করিও না[১০]। হে ভৃগুনন্দন! যুদ্ধ ক্ষত্রিয়েরই ধর্ম্ম; ব্রাহ্মণদিগের কেবল স্বাধ্যায় ও ব্রত-চর্য্যাই পরম ধন[১১]। পূর্ব্বে আমরা কহিয়াছিলাম কোন কারণ বশত অস্ত্র পরিগ্রহ করা নিতান্ত ভয়ঙ্কর এবং তুমিও সেই অতি ভয়ঙ্কর অকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ[১২]। হে মহাবাহো! সমরে ভীষ্মের সহিত তোমার এই যুদ্ধ এই পর্য্যন্তই পর্য্যাপ্ত হইল; অতএব হে বৎস! সংপ্রতি এই রণস্থল হইতে অপগত হও[১৩]। হে ভার্গব! তোমার ধনুর্দ্ধারণও এই পর্য্যন্ত পর্য্যাপ্ত হইল; অতএব হে দুরাধর্ষ! ইহা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তপস্যা কর[১৪]। সমস্ত দেবগণ এই শান্তনুনন্দন ভীষ্মকে 'হে কুরুশ্রেষ্ঠ! এই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হও; গুরু জামদগ্ন্যের সহিত যুদ্ধ করিও না; ইহারে সমরে পরাজয় করা তোমার উচিত নহে; হে গাঙ্গেয়! রণাঙ্গনে এই ব্রাহ্মণের যথোচিত সম্মান কর" পুনঃ পুন এই কথা বলিয়া নিবারিত প্রসাদিত করিয়াছেন। অতএব হে বৎস! আমরাও তোমার গুরু, একারণ তোমাকে বারণ করিতেছি[১৫-১৭]। হে পুত্র! ভীষ্ম বসুগণের মধ্যে একজন প্রধান; অতএব ভাগ্যক্রমে তুমি যে জীবিত রহিয়াছ

ইহাই যথেষ্ট। হে ভার্গব! শান্তনুর ঔরসে গঙ্গার গর্ভে উৎপন্ন এই মহাযশা বসুকে, তুমি কি প্রকারে পরাজয় করিতে পারিবে? অতএব সম্প্রতি নিবৃত্ত হও! স্বয়ম্ভূ বিধাতা, ইন্দ্র-পুত্র বলশালী পাণ্ডব-শ্রেষ্ঠ মহাবীর অর্জ্জুনকে ভীষ্মের যথাকালে মৃত্যুরূপে নির্ম্মিত করিয়াছেন[১৮-২০]।"

ভীষ্ম কহিলেন, রাম পিতৃগণ কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, আমি যুদ্ধে কখন নিবৃত্ত হইব না, এইরূপ ব্রত ধারণ করিয়াছি[২১]; এবং পূর্ব্বেও আর কোন কালে সংগ্রামে নিবর্ত্তিত হই-নাই; অতএব হে পিতামহগণ! ইচ্ছা হয়, আপনারা গঙ্গা-নন্দনকেই যুদ্ধ হইতে নিবর্ত্তিত করুন, আমি এই যুদ্ধ হইতে কোন প্রকারেই নিবৃত্ত হইব না।

হে রাজন্! অনন্তর সেই ঋচীক-প্রভৃতি মহর্ষিগণ তৎকালে নারদের সহিত মিলিত হইয়া আমার সমীপে আগমন-পূর্ব্বক কহিলেন, হে তাত! সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত হও; এই দ্বিজোত্তমের সম্মান কর[২২.২৪]। তখন আমিও ক্ষত্রধর্ম্মের প্রতীক্ষায় তাঁহাদিগকে এইকথা বলিলাম, লোকে আমার এই ব্রত আছে, যে, আমি যুদ্ধ হইতে পরা-ঙ্মুখ ও পশ্চাদ্ভাগে শর দ্বারা অভিহত হইয়া কদাচ নিবৃত্ত হইব না। আমি না লোভ, না কৃপণতা, না ভয়, না অর্থলিপ্সা, কিছুতেই চিরন্তন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারিব না, ইহাই আমার স্থির নিশ্চয়।

হে নরপতে! অনন্তর নারদ-প্রভৃতি সমস্ত মুনিগণ ও আমার জননী ভাগীরথী রণমধ্যে আগমন করিলেন, তথাপি আমি সেইরূপ ধনুঃশর-ধারী ও দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া যুদ্ধার্থে অবস্থিত রহিলাম। তখন তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া পুনরায় ভৃগুনন্দনকে কহিলেন, হে ভার্গব! বিপ্রগণের হৃদয় নবনীত-তুল্য কোমল; অতএব তুমিই শান্ত হও[২৫-২৭]। হে রাম! হে রাম! হে দ্বিজোত্তম এই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হও! হে ভৃ-

গুনন্দন! ভীষ্ম তোমার অবধ্য এবং তুমিও ভীষ্মের অবধ্য[৩০]। সেই পিতৃগণ রণক্ষেত্র প্রতিরোধ করিয়া সকলেই এই কথা বলিতে বলিতে রামকে শস্ত্র পরিত্যাগ করাইলেন[৩১]। অনন্তর আমি সেই সমুদিত গ্রহপুঞ্জের ন্যায় দীপ্যমান ব্রহ্মবাদী অষ্ট ঋষিকে পুনরায় সন্দর্শন করিলাম[৩২]। তাঁহারা সমরে স্থিত আমাকে প্রণয়-সঙ্কলিত এই বাক্য কহিলেন, হে মহাবাহো! লোকের হিতকার্য্য কর; বিনীতভাবে তোমার গুরু পরশুরামের সন্নিহিত হও[৩৩]। তখন আমি রামকে সেই সুহৃদ্বাক্যে নিবর্ত্তিত হইতে অবলোকন করিয়া লোকের হিত করণার্থে স্বীয় সুহৃদ্বাক্য গ্রহণ করিলাম[৩৪]। অনন্তর অত্যন্ত বিক্ষত হইয়াও রাম-সমীপে গমন-পূর্ব্বক তাঁহারে বন্দনা করিলাম। মহাতপা রামও প্রেমভরে ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে আমাকে কহিলেন[৩৫], ভীষ্ম! এই পৃথিবীতলস্থ সমস্ত লোক মধ্যে তোমার সমান ক্ষত্রিয় পুরুষ আর কুত্রাপি বিদ্যমান নাই; এই যুদ্ধে তুমি আমাকে অতিশয় সন্তুষ্ট করিলে, সম্প্রতি গমন কর[৩৬]। আমারে এই কথা বলিয়া ভার্গব সেই মহাত্ম-গণ-মধ্যে আমার সমক্ষেই সেই কাশিরাজ কন্যা অম্বাকে আহ্বান-পূর্ব্বক দীন বচনে পশ্চাদুক্ত রূপে সম্ভাষণ করিলেন[৩৭]।

রাম-ভীষ্ম-যুদ্ধ-নিবর্ত্তনে পঞ্চাশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮৫ ॥

ষড়শীত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

রাম কহিলেন, হে ভাবিনি! আমি যে সামর্থ্য অনুসারে পরম পৌরুষ প্রকাশ-পূর্ব্বক যুদ্ধ করিলাম, ইহা সকল লোকেরই প্রত্যক্ষ হইল[১]। নিরতিশয় উত্তমাস্ত্র সমস্ত প্রদর্শন করিলাম, তথাপি শস্ত্রধারি-শ্রেষ্ঠ ভীষ্মকে পরাস্ত করিতে পারিলাম না[২]। এই আমার গরীয়সী শক্তি ও এই আমার উৎকৃষ্ট বল; অতএব হে ভদ্রে! এক্ষণে যথা ইচ্ছা

গমন কর। তোমার অপর কার্য্যই বা আমি কি করিব[৩], সম্প্রতি তুমি ভীষ্মেরই শরণাপন্না হও; এতদ্ভিন্ন তোমার আর অন্য গতি নাই; ভীষ্ম মহাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া আমারে পরাজয় করিয়াছেন[৪]। মহামনা পরশুরাম এইরূপ উক্তি করিয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নিস্তব্ধ হইলেন। অনন্তর অম্বা তাঁহারে কহিলেন[৫], ভগবন্! আপনি যাহা বলিতেছেন যথার্থ বটে; এই উদার-বুদ্ধি ভীষ্ম সমরে অমরগণেরও অজেয়[৬]। আপনার যাদৃশী শক্তি ও যেরূপ উৎসাহ, আপনি তদনুসারেই আমার কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, ভীষ্মের বীর্য্য ও নানাবিধ অস্ত্র সমরে অনিবার্য্য, এই নিমিত্ত আপনি তাঁহারে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না; কিন্তু আমিও ঐ ভীষ্মের সমীপে পুনর্ব্বার আর কোন ক্রমেই গমন করিব না[৮]। হে তপোধন! আমি যে স্থানে গমন করিলে স্বয়ং তাঁহারে সমরে পাতিত করিতে সমর্থ হইব; তথায় প্রস্থান করিব[৯]। এই কথা বলিয়া কন্যা রোষে ব্যাকুল-নয়না হইয়া গমন করিলেন এবং আমার বধ চিন্তা করত তপস্যায় কৃতসংকল্পা হইলেন[১০]। অনন্তর ভৃগু-সত্তম জামদগ্ন্য সেই মুনিগণের সহিত আমাকে বিদায়-কাল-সমুচিত সম্ভাষণ করিয়া যেরূপে আগমন করিয়াছিলেন, সেই রূপেই মহেন্দ্র-পর্ব্বতে গমন করিলেন[১১]। হে ভারত! তখন আমি রথারোহণ করিয়া দ্বিজগণ-কর্তৃক স্তূয়মান হইয়া নগরে প্রবেশ-পূর্ব্বক জননী সত্যবতীরে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলাম এবং তিনিও আমাকে প্রতিনন্দিত করিলেন। মহারাজ! তৎপরে আমি অম্বার বৃত্তান্ত পরিজ্ঞানার্থে প্রজ্ঞা-সম্পন্ন সুনিপুণ পুরুষ সকলকে আদেশ করিলাম[১২-১৩]। সেই নিযুক্ত চারেরাও আমার প্রিয় ও হিত-কার্য্যে নিত্য অবস্থিত থাকিয়া সেই কন্যার দৈনন্দিন গতি, ভাষিত ও চেষ্টিত সমস্ত প্রত্যাহরণ করিতে লাগিল[১৪]। হে তাত! অম্বা যখন তপস্যায় কৃতসংকল্পা হইয়া অরণ্যে গমন করিলেন, তখনই

আমি ব্যথিত, দীনভাবাপন্ন ও গত-চেতন হইলাম[১৫]; যেহেতু ব্রহ্মজ্ঞের নিকটেই আমার ভয় হইয়া থাকে, তপস্যায় সংশিতব্রত ব্রহ্মজ্ঞ ব্যতিরেকে আর কোন ক্ষত্রিয়ই বীর্য্য-দ্বারা আমাকে যুদ্ধে জয় করিতে পারে নাই[১৬]। হে রাজন্! আমি নারদ ও ব্যাসের নিকটেও এই কার্য্য নিবেদন করিলাম; তাহাতে তাঁহারা আমারে বলিলেন[১৭], ভীষ্ম! তুমি কাশিকন্যার প্রতি বিষাদ করিও না; পুরুষকার-দ্বারা কোন্ মানব দৈবকে অতিক্রম করিতে উৎসাহান্বিত হয়[১৮]?

মহারাজ! সেই কন্যা আশ্রম-মণ্ডলে প্রবেশ-পূর্ব্বক যমুনার তীর আশ্রয় করিয়া অলৌকিক তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন[১৯]। তিনি নিরাহারা, কৃশা, রুক্ষা, জটিলা মলপঙ্কবাহিনী ও স্থাণুর ন্যায় নিশ্চলা হইয়া ছয় মাস কাল বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া তপস্যায় অবস্থিতা রহিলেন[২০], তাহার পর এক বৎসর যমুনা জল আশ্রয় করিয়া নিরাহারে উপবাস করত ব্রত ধারণ করিলেন[২১], পরে একটিমাত্র গলিত পত্র ভোজন-দ্বারা অপর এক বৎসর অতিবাহিত করিলেন। সেই তীব্রকোপা তপোধনা পাদাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ-দ্বারা অধিষ্ঠিতা হইয়া এইরূপে দ্বাদশ বর্ষ কাল তপস্যা-দ্বারা স্বর্গ ও পৃথিবীকে তাপিতা করিলেন। জ্ঞাতিগণ বিস্তর চেষ্টা পাইলেও কিছুতেই আর তাঁহাকে নিবৃত্তা করিতে পারিলেন না[২২-২৩]। অনন্তর অম্বা পুণ্যশীল মহাত্মা তাপসগণের আশ্রমভূতা সিদ্ধচারণ-সেবিতা বৎসভূমিতে গমন করিলেন[২৪]। তথায় পবিত্র-তীর্থ সমুদায়ে দিবানিশি অবগাহন করত স্বেচ্ছানুসারে সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন[২৫]। মহারাজ! তিনি ক্রমে-ক্রমে নন্দাশ্রমে উলূকাশ্রমে, চ্যবনের আশ্রমে, ব্রহ্মস্থানে[২৬], প্রয়াগে, দেবযজনে, দেবারণ্যে, ভোগবতীতে, কৌশিকাশ্রমে[২৭], মাণ্ডব্যের আশ্রমে, দিলীপের আশ্রমে, রামহ্রদে ও পৈলগর্গের আশ্রমে বিচরণ করিলেন[২৮]। হে বিশাম্পতে! সেই কাশিরাজ-কন্যা দুষ্কর ব্রতাবলম্বন-পূ-

ব্বক তৎকালে এই সমস্ত তীর্থে কলেবর ধৌত করিয়াছিলেন[২৯]।

হে কৌরব্য! কোন দিন জলে অবস্থিতা আমার জননী তাঁহারে কহিলেন, ভদ্রে! তুমি কি নিমিত্ত এরূপ ক্লেশ স্বীকার করিতেছ আমারে যথার্থ করিয়া বল[৩০]। তাহাতে সেই অনিন্দিতা কাশিকন্যা অঙ্গুলি-বন্ধন-পূর্ব্বক তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, হে দেবি! হে চারুলোচনে! মহাবীর পরশুরাম সমরে ভীষ্ম কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছেন[৩১]; অন্য আর কোন্ মহীপতি সেই উদাত্তাস্ত্র মহাবীরকে জয় করিতে পারে? অতএব আমি ভীষ্মের বিনাশার্থে সুদারুণ তপস্যা করিব এই মনে করিয়াই পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতেছি। হে দেবি! কোন ক্রমে সেই নৃপতিকে নিহত করিতে পারি, ইহাই আমার ব্রতের পরম ফল[৩২.৩৩]।

অনন্তর সাগরগামিনী জননী তাঁহারে কহিলেন, হে ভাবিনি! তুমি কুটিলতাচরণ করিতেছ, হে অবলে! তোমার এ অভিলাষ কদাচ সফল হইবে না[৩৪]। হে কাশিকন্যে! যদি ভীষ্মের বধার্থে তুমি এই ব্রতাচরণ কর, এবং ব্রতস্থা হইয়া যদি শরীর পরিত্যাগ কর[৩৫], তবে কুটিল-সঞ্চারিণী নদীরূপ প্রাপ্ত হইবে। কেবল বর্ষাকালেই তোমার জল হইবে, অন্য অষ্ট মাস তুমি শুষ্কা হইয়া থাকিবে। অপিচ তোমার তীর্থ সকল কদর্য্যা হইবে এবং কেহই তোমাকে জানিতে পারিবে না[৩৬]। তুমি ভীষণ-গ্রাহবতী ও ঘোররূপা হওয়ায় সর্ব্বভূতের ভয়ঙ্করী হইবে।

হে রাজন্! আমার মাতা মহাভাগা ভাবিনী ভাগীরথী ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে কাশিকন্যাকে এই কথা বলিয়া বিদায় করিলেন। অনন্তর সেই বরবর্ণিনী পুনর্ব্বার ব্রতাবলম্বিনী হইয়া কখন অষ্ট মাস, কখন বা দশ মাসেও জল পর্য্যন্ত আহার করেন না[৩৭.৩৮]। হে

কৌরব্য! তিনি তীর্থ লোভে ইতস্ততঃ পরিধাবন করত পুনরায় বৎস ভূমিতে সমুপস্থিতা হইলেন[৩৯]। এবং তথায় বর্ষাকল-বাহিনী বহুল-গ্রাহবতী, দুস্তীর্ণা, কুটিলা তরঙ্গিনীরূপে প্রথিতা হইলেন[৪০]। হে রাজন্! অম্বা সেই তপস্যা-দ্বারা দেহের অর্দ্ধভাগে বৎসভূমিতে নদী হইলেন এবং অপর অর্দ্ধভাগে কন্যাও থাকিলেন[৪১]।

অম্বা তপস্যায় ষডশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮৬ ॥

সপ্তাশীত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ভীষ্ম কহিলেন, অনন্তর সেই তাপসেরা সকলে কাশিরাজ-কন্যাকে তপস্যায় ধৃত সংকল্পা অবলোকন করিয়া নিবারিতা করিলেন এবং তাঁহার কার্য্য কি, ইহাও জিজ্ঞাসা করিলেন[১]। তখন অম্বা সেই তপোবৃদ্ধ ঋষিগণকে কহিলেন, হে তপোধনগণ! আমি ভীষ্ম-কর্তৃক নিরাকৃতা ও পতি-ধর্ম্ম হইতে ভ্রংশিতা হইয়াছি[২]; অতএব তাহারই বধের নিমিত্ত আমার এই দীক্ষা, স্বর্গাদি লোকপ্রাপ্তির নিমিত্তে নহে। ভীষ্মকে নিহত করিয়া শান্তি লাভ করিব, ইহাই আমার স্থির নিশ্চয়[৩]। হে তাপসবর্গ! যাহার নিমিত্ত আমি এই চিরন্তনী দুঃখবসতি প্রাপ্ত হইয়াছি এবং পতিলোক হইতে বিহীনা হইয়া না স্ত্রী, না পুরুষ হইয়া অবস্থান করিতেছি[৪], সেই গঙ্গাতনয়কে সমরে বিনষ্ট না করিয়া কদাচ নিবৃত্তা হইব না। আপনাদিগকে এই যে কথা বলিলাম, ইহাই আমার হৃদয়স্থিত সংকল্প[৫]। আমি স্ত্রী ভাবে সর্ব্বতোভাবে বেদনা প্রাপ্তা হইলাম, এক্ষণে পুরুষত্ব লাভে কৃতনিশ্চয়া হইয়া ভীষ্মের প্রতি বৈরনির্য্যাতন নিমিত্ত অভিলাষ করিতেছি; অতএব আপনারা আর আমারে নিবারণ করিবেন না[৬]।

হে ভারত! অনন্তর দেবদেব শূলপাণি উমাপতি সেই মহর্ষিগণ-

মধ্যে নিজরূপে ঐ তাপসীরে দর্শন দিলেন এবং তাঁহার কি অভীষ্ট আছে, প্রার্থনা করিতে বলিলেন। তখন বরপ্রার্থনা নিমিত্ত প্রেরিতা হইয়া সেই মনস্বিনী আমার পরাজয়-কামনা করিলেন। তাহাতে মহাদেব "অবশ্য বধ করিবে" তাঁহারে এইরূপ প্রত্যুত্তর করিলেন[৭.৮]। অনন্তর অম্বা পুনরায় রুদ্রকে কহিলেন, হে দেব! আমি স্ত্রী হইয়া যুদ্ধে জয় করিব, ইহা কি রূপে উপপন্ন হইতে পারে[৯]? হে ভূতেশ্বর উমাপতে! স্ত্রীভাব বিশেষত তপস্যা-দ্বারা আমার মন প্রগাঢ় রূপে শান্ত হইয়াছে; আপনিও ভীষ্মের পরাজয় অঙ্গীকার করিলেন[১০], অতএব হে বৃষধ্বজ! শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম যাহাতে আমার বধ্য হয়, তাহা করুন। আমি তাঁহার সহিত সমরে সমাগতা হইয়া যাহাতে তাহাকে নিহত করিতে পারি, তাহার উপায় বিধান করুন[১১]।

তখন মহাদেব বৃষধ্বজ সেই কন্যাকে কহিলেন, ভদ্রে! আমার বাক্য কখন মিথ্যা হয় না ইহা অবশ্যই সত্য হইবে[১২]। তুমি ভীষ্মকে সমরে বিনাশ করিবে, পুরুষত্বও লাভ করিবে এবং অন্য দেহে গমন করিয়া পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত সমস্তও স্মরণ করিবে[১৩]। তুমি দ্রুপদ কুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া মহারথ, শীঘ্রাস্ত্র, তীক্ষ্ণযোধী ও সুসম্মত যোদ্ধা হইবে[১৪]। হে কল্যাণি! আমি যাহা বলিলাম, সকলই সত্য হইবে; তুমি কিয়ৎ কাল পরে পুরুষ হইবে[১৫]। বৃষধ্বজ কপর্দ্দী মহাদেব এইরূপ উক্তি করিয়া বিপ্রগণের সাক্ষাতেই অন্তর্দ্ধান করিলেন[১৬]। অনন্তর অনিন্দিতা বরবর্ণিনী অম্বা সেই মহর্ষিগণের সমক্ষে অরণ্য হইতে কাষ্ঠ আহরণ-পূর্ব্বক যমুনা নদী সমীপে মহতী চিতা নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে হুতাশন সংযোগ করিলেন। মহারাজ! সেই অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে ঐ কাশিরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা রোষ-প্রদীপ্ত-চিত্তে "ভীষ্মের

যথার্থে আমি এই অগ্নিতে প্রবেশ করি" এই বলিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন[১৭-১৯]।

অম্বা-হুতাশন-প্রবেশে সপ্তাশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮৭ ॥

অষ্টাশীত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে যোধপ্রবর গঙ্গানন্দন পিতামহ! শিখণ্ডী প্রথমত কন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া পশ্চাৎ কিরূপে পুরুষ হইল, তাহা বর্ণন করুন[১]।

ভীষ্ম কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! সুবিখ্যাত মহীপতি দ্রুপদরাজের প্রিয়তমা মহিষী অপুত্রা ছিলেন[২]। মহারাজ! এই সময়ে দ্রুপদরাজ আমার বধার্থে কৃতনিশ্চয় হইয়া ঘোরতর তপস্যা অবলম্বন-পূর্ব্বক আশুতোষকে তোষিত করিয়াছিলেন। "হে ভগবন্! আমি ভীষ্মের প্রতিহিংসা কামনায় পুত্র অভিলাষ করিতেছি; অতএব হে শঙ্কর! কন্যা ব্যতিরেকে আমার যেন একটি পুত্র হয়' তাঁহার এই প্রার্থনা বাক্য শ্রবণে দেব দেব কহিলেন. 'তোমার স্ত্রী অথচ পুরুষ এরূপ এক সন্তান হইবে[৩-৫]; হে মহীপাল! তুমি নিবৃত্ত হও, আমি যে কথা বলিলাম, কদাচ ইহার অন্যথা হইবেক না। দ্রুপদ মহাদেব-কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া নগরে গমনানন্তর ভার্য্যারে কহিলেন[৬], হে মহাদেবি! আমি পরম যত্ন সহকারে ভগবান্ শঙ্করকে তপস্যায় প্রসাদিত করিয়াছি; তিনি বলিলেন, তোমার এক কন্যা জন্ম গ্রহণ করিয়া পশ্চাৎ পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইবে[৭]। তাহাতে আমি পুনঃপুনঃ প্রার্থনা করিলেও শঙ্কর কহিলেন, ইহা দৈব, কদাচ অন্যথা হইবার নহে। অতএব হে ভাবিনি! তাহার আর অন্যথা হইবে না; কেন না সেইরূপই ভবিতব্য[৮]।

অনন্তর মনস্বিনী দ্রুপদ-রাজ-পত্নী ঋতু-কালে নিয়মবদ্ধা হইয়া দ্রুপদের সহিত সহবাস করিলেন এবং শাস্ত্রদৃষ্ট কর্ম্ম-দ্বারা যথা-কালে গর্ভ লাভ করিলেন। মহারাজ! নারদ আমাকে শিখণ্ডীর যে-রূপ জন্ম-বৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন, আমি তাহাই বর্ণন করিতেছি[৯-১০]।

হে কুরুনন্দন! সেই রাজীব-নয়না মহাদেবী গর্ভধারণ করিলে মহাবাহু দ্রুপদরাজ পুত্র-স্নেহ-হেতুক সর্ব্বতোভাবে ভার্য্যার সুখ-পরি-চর্য্যা করিলেন। হে রাজন্! দ্রুপদ অপুত্র ছিলেন, সুতরাং তাঁহার ভার্য্যা যে যে অভিলাষ করিলেন, সকলই প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। পরিশেষে সেই রাজ-মহিষী যথা কালে উৎকৃষ্ট-রূপা একটি কন্যা প্রসব করিলেন। হে রাজেন্দ্র! দ্রুপদরাজের পুত্র না থাকায় তাঁহার মনস্বিনী মহিষী 'আমার এই পুত্র হইল' বলিয়া প্রচার করিলেন। হে নরাধিপ! অনন্তর দ্রুপদরাজা সেই প্রচ্ছন্না কন্যাকে পুত্রবৎ জ্ঞান করিয়া তাহার সমস্ত পুত্রকার্য্য করাইলেন এবং তাঁহার মহিষীও পুত্র পুত্র বলিয়া সর্ব্ব প্রযত্নে মন্ত্র রক্ষা করিলেন। নগর-মধ্যে একমাত্র দ্রুপদ ভিন্ন আর কোন পুরুষই সেই কন্যাকে কন্যা বলিয়া অবগত হইতে সমর্থ হন নাই[১১-১৭]। হে রাজন্! দ্রুপদ অচ্যুত-তেজা মহাদেবের বাক্যে শ্রদ্ধালু হইয়াই সেই কন্যাকে প্রচ্ছন্ন করত পুরুষ বলিয়া প্র-চার করিলেন এবং পুরুষবদ্বিধান-যুক্ত জাতকর্ম্ম নির্ব্বাহ করাইলেন। লোকে ঐ কন্যাকে শিখণ্ডী বলিয়া জানে, কিন্তু আমিই একাকী চার-দ্বারা এবং নারদের বচন, দেব-বাক্য ও অম্বার তপস্যা-দ্বারা তাহার স্বরূপ জানিতে পারিয়াছি[১৮-২০]।

শিখণ্ডি-জন্মগ্রহণে-অষ্টাশীত্যধিক শততম অধ্যায়

সমাপ্ত ॥ ১৮৮ ॥

উনসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ভীষ্ম কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! পরন্তপ দ্রুপদরাজ কন্যার লেখ্য ও শিল্প-প্রভৃতি সর্ব্ব কর্ম্মে যত্ন করিলেন। শিখণ্ডী বাণ ও অস্ত্র শিক্ষায় দ্রোণের শিষ্য হইল। তাহার বরবর্ণিনী জননী পুত্রের ন্যায় কন্যার পরিণয় কার্য্য সমাধান করিবার নিমিত্ত রাজাকে অনুরোধ করিলেন। মহারাজ! তখন দ্রুপদরাজা কন্যাকে প্রাপ্ত-যৌবনা অবলোকন করিয়া এবং মনে মনে স্ত্রী জ্ঞান করিয়া ভার্য্যার সহিত চিন্তা করিতে লাগিলেন[১-৩]।

দ্রুপদ কহিলেন, দেখ, আমার এই শোকবর্দ্ধিনী কন্যা যৌবন কাল প্রাপ্ত হইল; আমি শূলপাণির বচনক্রমে ইহারে প্রচ্ছন্না করিয়া রাখিয়াছি[৪]।

ভার্য্যা কহিলেন, মহারাজ! তাহা কখনই মিথ্যা হইবে না; ত্রৈলোক্যের কর্ত্তা হইয়া মহাদেব কি প্রকারে মিথ্যা বলিবেন[৫]। হে রাজন্! যদি আমার বাক্যে আপনার আস্থা হয়, তবে যাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন এবং শ্রবণ করিয়া আপন মতানুসারে কার্য্য করুন[৬]। যত্ন সহকারে বিধি-পূর্ব্বক ইহার দারসংগ্রহ করুন; আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, শিব-বাক্য অবশ্যই সত্য হইবে[৭]।

অনন্তর তাঁহারা স্ত্রী পুরুষে সেই কার্য্যে নিশ্চয় করিয়া দশার্ণাধিপতির কন্যাকে নিজ কন্যার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন[৮]। রাজসিংহ দ্রুপদরাজ কুলানুসারে সমস্ত ভূপালগণের কুল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দশার্ণ ভূপতির দুহিতাকেই শিখণ্ডীর ভার্য্যার্থে বরণ করিলেন[৯]। হিরণ্যবর্ম্মা নামে বিখ্যাত দশার্ণ মহীপতিও সেই শিখণ্ডীরে কন্যা সম্প্রদান করিলেন[১০]। সেই মহামনা হিরণ্যবর্ম্মা দশার্ণ-দেশে মহান্, দুর্দ্ধর্ষ, মহতী সেনা বিশিষ্ট, দুর্দ্ধর্ষ রাজা ছিলেন[১১]। হে রাজসত্তম! বিবাহ নির্ব্বাহ হইলে সেই কন্যা ও শিখণ্ডিনী উভয়েই ক্রমে ক্রমে

সম্পূর্ণ যুবতী হইল[১২]। শিখণ্ডী দার-পরিগ্রহ করিয়া কাম্পিল্য নগরে প্রত্যাগমন করিল। কিয়ৎ কাল অতীত হইলে সেই কন্যা উহাকে স্ত্রী বলিয়া জানিতে পারিল। হিরণ্যবর্ম্মার কন্যা শিখণ্ডীকে শিখণ্ডিনী জানিয়া লজ্জা-নম্র-বদনে ধাত্রী ও সখীগণ সন্নিধানে ঐ পাঞ্চালরাজ-দুহিতার-স্বরূপ বৃত্তান্ত নিবেদন করিল[১৩-১৪]। হে রাজশার্দ্দূল! তখন দশার্ণ-রাজের ধাত্রীগণ পরম দুঃখান্বিতা হইয়া প্রভু-সন্নিধানে দাসী সমস্ত প্রেরণ করিল[১৫]। সেই দাসীরাও দশার্ণাধিপতির সমীপে প্রবঞ্চনার বৃত্তান্ত যথাবৎ বিজ্ঞাপন করিল এবং রাজাও শ্রবণ করিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন[১৬]। এ দিকে শিখণ্ডীও স্ত্রীত্ব তিরোহিত করত আহ্লাদ-যুক্ত হইয়া পুরুষের ন্যায় রাজকুলে বিচরণ করিতে লাগিল[১৭]।

হে রাজেন্দ্র! রাজা হিরণ্যবর্ম্মা কতিপয় দিবসান্তরে ঐ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রোষে পীড়িত হইলেন[১৮], অনন্তর রাজা দশার্ণাধিপতি অতিশয় কোপান্বিত হইয়া দ্রুপদভবনে দূত প্রেরণ করিলেন[১৯]। হিরণ্যবর্ম্মার দূত দ্রুপদ সন্নিধানে উপনীত হইয়া একাকী তাঁহাকে একান্তে লইয়া নির্জ্জনে এই কথা বলিল[২০], হে রাজন্! আপনি প্রতারণা করায় দশার্ণরাজ আক্রোশে প্রকুপিত হইয়া আপনারে এই কথা বলিয়াছেন[২১], যে, হে নরপতে! তুমি যে মোহ-প্রযুক্ত নিজ কন্যার্থে আমার কন্যা প্রার্থনা করিয়াছিলে, সে তোমার নিশ্চয়ই দুষ্টমন্ত্রণার কার্য্য। তুমি আমার অবমাননা করিতেছ বটে, কিন্তু রে দুর্ম্মতে! সম্প্রতি তোমার সেই প্রতারণার ফল প্রাপ্ত হও। আমি এই তোমাকে অমাত্য-বন্ধুবান্ধবগণের সহিত নিহত করি; স্থির হও[২২-২৩]।

হিরণ্যবর্ম্ম-দূতপ্রেষণে ঊননবত্যধিক শততম অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ১৮৯ ॥

নবত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ভীষ্ম কহিলেন, হে রাজন্! দূত-কর্তৃক ঐ রূপ উক্ত হইয়া ধূত-তস্করের ন্যায় দ্রুপদের মুখে আর বাক্য সরিল না[১]। সেই দ্রুপদ মধুর-সম্ভাষী দূতগণ-দ্বারা "এরূপ নহে" এই প্রকার সম্বাদ প্রেরণ করত বৈবাহিকের প্রসাদনার্থে অত্যন্ত যত্ন করিলেন[২]। কিন্তু রাজা হিরণ্যবর্ম্মা পুনরায় সন্ধান করিয়া জানিলেন, শিখণ্ডী পাঞ্চালের কন্যাই বটে; সুতরাং ত্বরান্বিত হইয়া যুদ্ধ-যাত্রার অভিসন্ধি করিলেন[৩]। অনন্তর তিনি ধাত্রীগণের বচন-ক্রমে দুহিতার সেই প্রতারণা-বৃত্তান্ত অমিত-তেজস্বী মিত্রগণের নিকটে প্রেরণ করিলেন[৪]। হে ভারত! সেই রাজসত্তম হিরণ্যবর্ম্মা সুমহৎবল সংগ্রহ করিয়া দ্রুপদের প্রতি অভিযোগে মতি করিলেন এবং মন্ত্রিবর্গে মিলিত হইয়া তদ্বিষয়ে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন[৫-৬]। তাহাতে সেই মহাত্মা রাজগণের এইরূপ নিশ্চয় হইল, যে, শিখণ্ডী কন্যা, এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমরা পাঞ্চালরাজ দ্রুপদকে বন্ধন করিয়া এই স্থানে আনয়ন করিব এবং অন্য কোন নরেশ্বরকে পাঞ্চালে রাজা করিয়া শিখণ্ডীর সহিত দ্রুপদকে নিহত করিব[৭-৯]। তখন নরাধিপ হিরণ্যবর্ম্মা তাহাই নিশ্চয় জ্ঞান করিয়া "তোমাকে বধ করিব, স্থির হও!" এই বলিয়া পুনর্ব্বার দ্রুপদের সমীপে দূত প্রেরণ করিলেন[১০]।

ভীষ্ম কহিলেন, হে নরাধিপ! দ্রুপদরাজা স্বভাবতই ভীত, তাহাতে সেই পাপ-হেতুক অত্যন্ত ভয় প্রাপ্ত হইলেন[১১]। তিনি শোককর্ষিত হইয়া দশার্ণাধিপতির সন্নিধানে দূত প্রেরণ-পূর্ব্বক ভার্য্যার সহিত নির্জ্জনে সমাগত হইয়া ভয়াবিষ্ট ও শোকাভিহতচিত্তে সেই শিখণ্ডিনী-জননী প্রেয়সী মহিষীকে কহিলেন[১২.১৩], হে সুশ্রোণি! আমাদিগের বৈবাহিক সুমহাবল হিরণ্যবর্ম্মা নরপতি সৈন্য সংগ্রহ-পূর্ব্বক কোপ-ভরে আমার প্রতি যুদ্ধযাত্রা করিবেন[১৪]। এক্ষণে এই কন্যার প্রতি

আমরা কি করিব, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। শ্রবণ করিলাম, তোমার পুত্র শিখণ্ডী কন্যা বলিয়া পরিশঙ্কিত হইয়াছে[১৫]; এই নিমিত্তে হিরণ্যবর্ম্মা 'আমি প্রবঞ্চিত হইয়াছি' ইহা মনে করিয়া যত্নসহকারে পরিচিন্তন-পূর্ব্বক মিত্র, বল ও অনুচরগণের সহিত মিলিত হইয়া আমার উচ্ছেদসাধনে অভিলাষ করিতেছেন[১৬]। অতএব হে ভদ্রে! এ বিষয়ে সত্য মিথ্যা ব্যক্ত কর। তোমার বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি তদনুরূপ বিধান করিব[১৭]। হে বরবর্ণিনি! দেখ, আমিও সংশয় প্রাপ্ত হইয়াছি এবং এই বালা শিখণ্ডিনী ও তুমি, তোমরা উভয়ে মহাক্লেশগ্রস্ত হইয়াছ[১৮]; অতএব আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি সকলের মোচনার্থে যথার্থ তত্ত্ব বল। হে শুচিস্মিতে! আমি শ্রবণ করিয়া সেইরূপ কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করি[১৯]। হে বরারোহে! তুমি যদিও আমাকে পুত্রধর্ম্মে বঞ্চিত করিয়াছ, অর্থাৎ কন্যার প্রতি পুত্রের কার্য্য করাইয়াছ, তথাপি শিখণ্ডীর কি আপনার বিষয়ে ভয় করিও না; আমি কৃপা করিয়া তোমাদিগের প্রতি যথাবৎ বিধান করিব[২০]। কিন্তু হে মহাভাগে! মহীপতি দশার্ণরাজকে আমি যে প্রবঞ্চিত করিয়াছি, তদ্বিষয়ে কিরূপ হিত বিধান করিব বল[২১]।

পাঞ্চালরাজ সবিশেষ বিদিত থাকিয়াও কেবল অপরের নিকটে আপনার নির্দ্দোষতা প্রচারার্থে এইরূপ প্রকাশ্যভাবে মহিষীরে জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তিনিও তাঁহাকে পশ্চাদুক্ত-রূপে প্রত্যুত্তর করিলেন[২২]।

দ্রুপদ-প্রশ্নে নবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯০ ॥

একনবত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ভীষ্ম কহিলেন, হে নরাধিপ! অনন্তর শিখণ্ডীর মাতা ভর্ত্তাকে কন্যা শিখণ্ডিনীর যথার্থ বিবরণ বিজ্ঞাপন করিলেন[১]; বলিলেন, মহা-

রাজ! আমার পুত্র না থাকায় সপত্নীগণের ভয়-প্রযুক্তই, এই কন্যা শিখণ্ডিনী জন্ম গ্রহণ করিলে, ইহাকে পুরুষ বলিয়া আপনার নিকটে নিবেদন করিয়াছিলাম[২]; আপনিও আমার প্রতি প্রীতি-হেতুক সেই বাক্যের অনুমোদন করিয়াছিলেন এবং কন্যার পুত্রবৎ জাতকর্ম্মাদি সম্পন্ন করিয়াছিলেন[৩]। অপিচ আপনি দশার্ণাধিপতির কন্যার সহিত ইহার বিবাহও দিয়াছিলেন এবং আমিও বাক্য-দ্বারা তাহার প্রতি পোষকতা করিয়াছিলাম। হে রাজন্! "কন্যা হইয়া পুরুষ হইবে" দেব-বাক্যের এইরূপ অর্থ দর্শন জন্যই আমি তাহার প্রতি উপেক্ষা করিয়াছিলাম[৪]।

হে ভারত! ইহা শ্রবণ করিয়া যজ্ঞসেন দ্রুপদরাজ মন্ত্রজ্ঞদিগকে সমস্ত তত্ত্ব বিজ্ঞাপন-পূর্ব্বক প্রজা-রক্ষণ বিষয়ে যথাযুক্ত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন[৫]। তিনি আপনি যথাবৎ প্রতারণা করিয়াও "আমি দশার্ণক নরপতির সহিত উপযুক্ত সম্বন্ধই করিয়াছি" এইরূপ উপপাদন-পূর্ব্বক মন্ত্রণায় একাগ্র হইয়া কার্য্যনিশ্চয় অবধারণ করিলেন[৬]। হে ভারত! তাঁহার নগর স্বভাবতই সুরক্ষিত ছিল, তথাপি আপৎকাল উপস্থিত হওয়ায় তিনি সম্যক্ রূপে অলঙ্কৃত করিয়া সর্ব্বতোভাবে তাহার রক্ষা বিধান করিলেন[৭]।

হে ভরতর্ষভ! দশার্ণপতির সহিত বিরোধে পাঞ্চালরাজ ভার্য্যার সহিত অতীব পীড়া প্রাপ্ত হইলেন[৮]। বৈবাহিকের সহিত কি প্রকারে আমার এই মহান্ বিগ্রহ উপস্থিত না হয়, মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া তৎকালে তিনি দেবার্চ্চনা করিতে লাগিলেন[৯]। তখন নৃপমহিষী তাঁহাকে সেইরূপ দেবপরায়ণ ও পূজা-তৎপর দেখিয়া বলিলেন[১০], মহারাজ! দেবগণের আরাধনা নিত্যই কল্যাণ-সাধন বলিয়া সাধুলোকদিগের অভিমত; যে ব্যক্তি দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইয়াছেন, তাঁহার কথা আর কি আছে? অতএব আপনি দশার্ণাধিপতির প্রতি-

ষেধ নিমিত্ত, দেবারাধনার্থে ব্রাহ্মণগণকে অর্চ্চনা করুন এবং বহুল দক্ষিণা প্রদান-পূর্ব্বক সমস্ত দেবতা-বর্গের পূজা ও অগ্নি সকলের হবন করুন[১১.১২]। হে প্রভো! যাহাতে বিনা যুদ্ধে শান্তি হয়, মনে মনে তাহাই চিন্তা করুন। দেবগণের প্রসাদে ইহা অবশ্যই সফল হইবে[১৩]। হে বিশালাক্ষ! পুরের অবিনাশ নিমিত্ত আপনি মন্ত্রিগণের সহিত যেরূপ মন্ত্রণা করিয়াছেন, তাহারও যথাবৎ অনুষ্ঠান করুন[১৪]; কেন না পুরুষকার-যুক্ত হইলেই দৈব সম্পূর্ণ-রূপে সিদ্ধ হইয়া থাকে; উভয়ের পরস্পর বিরোধে সিদ্ধি হয় না[১৫]। অতএব হে রাজেন্দ্র! সচিবগণের সহিত নগর রক্ষার বিধান করিয়া কামনানুসারে দেবগণের আরাধনা করুন[১৬]। তৎকালে তাঁহারা শোকপরায়ণ হইয়া এইরূপ সম্ভাষণ করিতেছেন অবলোকন করিয়া তাঁহাদিগের কন্যা-তপস্বিনী শিখণ্ডিনী লজ্জিতার ন্যায় হইল[১৭]। অনন্তর ‘ইহারা আমার নিমিত্তই দুঃখিত হইয়াছেন’ এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই কন্যা প্রাণ-বিনাশের সংকল্প করিল[১৮]। হে রাজন্! শিখণ্ডিনী এইরূপ নিশ্চয় করিয়া অতিশয় শোক-পরায়ণা হইয়া গৃহ-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নির্জ্জন গহন বনে গমন করিল[১৯]। ঐ বন স্থূণাকর্ণ-নামে এক জন সমৃদ্ধিশালী যক্ষের রক্ষিত। তাহার ভয়ে মনুষ্য মাত্রই উহা পরিত্যাগ করে[২০]। তথায় স্থূণাকর্ণের একটি উন্নত প্রাকার ও তোরণ-যুক্ত, চূর্ণ-মৃত্তিকালেপিত, উশীর-পরিমলযুক্ত-ধূম-সমন্বিত আবাস ছিল[২১]। দ্রুপদ-নন্দিনী শিখণ্ডিনী ঐ আবাসে প্রবেশ করিয়া বহু দিন পর্য্যন্ত অনশনে থাকিয়া শরীর শুষ্ক করিতে লাগিল[২২]। তখন স্থূণাকর্ণ দয়ান্বিত হইয়া তাহাকে দর্শন দিয়া কহিল, কি নিমিত্ত তোমার এরূপ উদ্যম হইয়াছে বল, আমি অচিরে তাহা সম্পন্ন করিব[২৩]। তাহাতে শিখণ্ডিনী পুনঃপুন বলিতে লাগিল “সে অসাধ্য ব্যাপার, আপনি তাহা সম্পন্ন করিতে পারিবেন না।” তাহাতে যক্ষ প্রত্যুত্তর করিল, আমি অবশ্যই করি-

ব[২৪]; হে নৃপ-নন্দিনি! আমি ধনেশ্বরের অনুচর, সুতরাং বরপ্রদানে সমর্থ; অতএব তোমার যাহা বলিতে ইচ্ছা হয় বল, আমি অদেয় হইলেও প্রদান করিব[২৫]। হে ভারত! তখন শিখণ্ডী সেই যক্ষ-প্রধান স্থূণাকর্ণকে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল[২৬]।

শিখণ্ডী কহিল, হে যক্ষ! আমার পুত্রহীন পিতা অচিরেই বিনাশ প্রাপ্ত হইবেন; কেন না দশার্ণাধিপতি ক্রোধপূর্ণ হইয়া তাঁহার প্রতি যুদ্ধযাত্রা করিবেন[২৭]। সেই হিরণ্যবর্ম্মা নরপতি মহাবল ও মহোৎসাহ-সম্পন্ন; অতএব হে যক্ষ! আমাকে ও আমার জনক-জননীকে রক্ষা করুন[২৮]। হে অনিন্দিত! আপনি আমার দুঃখ নিবারণের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, অতএব আপনার প্রসাদে যাহাতে আমি পুরুষ হই, তাহাই করুন[২৯]। হে মহাযক্ষ! যে পর্য্যন্ত রাজা হিরণ্যবর্ম্মা আমার পুর প্রবেশ না করেন, সেই পর্য্যন্তই আমারে এই প্রসাদ করুন[৩০]।

স্থূণাকর্ণ-সমাগমে একনবত্যধিক শততম অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ১৯১ ॥

দ্বিনবত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

ভীষ্ম কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! অনন্তর সেই যক্ষ শিখণ্ডীর বাক্য শ্রবণ করিয়া দৈবোপহত হইয়া মনে মনে চিন্তা করত প্রত্যুত্তর করিল[১], ভদ্রে! আমারে দুঃখ ভোগের নিমিত্ত অবশ্যই স্ত্রী বিগ্রহ পরিগ্রহ করিতে হইবে অতএব এই অবকাশে আমি তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব, কিন্তু যেরূপ নিয়ম করিয়া দিতেছি, শ্রবণ কর[২]। কিয়ৎ কালের নিমিত্ত আমি আপনার এই পুংচিহ্ন তোমাকে প্রদান করিব, পরে নির্দ্দিষ্ট সময়ে তুমি আমার নিকটে আগমন করিবে, সত্য করিয়া বল[৩]। আমি সংকল্প সিদ্ধ কামচারী খেচর; যাহা মনে করি, তা-

হাই করিতে পারি; অতএব তুমি আমার প্রসাদে নগরের ও বন্ধু-বর্গের সম্পূর্ণ-রূপে পরিত্রাণ কর[৪]। হে নৃপনন্দিনি! আমি তোমার এই স্ত্রী-চিহ্ন ধারণ করিব; তুমি সত্য করিয়া আমার সমীপে প্রতিজ্ঞা কর, আমি অবশ্যই তোমার প্রিয় সাধন করিব[৫]। শিখণ্ডি কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনার পুংচিহ্ন পুনঃ প্রদান করিব; হে নিশাচর! আপনি কিয়ৎ কালের নিমিত্ত স্ত্রীরূপ ধারণ করুন[৬]। দশার্ণরাজ হিরণ্যবর্ম্মা প্রতিগমন করিলে আমি কন্যাই হইব এবং আপনিও পুনর্ব্বার পুরুষ হইবেন[৭]।

ভীষ্ম কহিলেন, হে রাজন্! এই কথা বলিয়া তাহারা উভয়েই তদ্বিষয়ে শপথ করিল এবং পরস্পর লিঙ্গ-পরিবর্ত্তন করিল[৮]। স্থূণাকর্ণ স্ত্রীলিঙ্গ ধারণ করিল এবং শিখণ্ডী সেই প্রদীপ্ত যক্ষ-রূপ প্রাপ্ত হইল[৯]। হে পার্থিব! অনন্তর পাঞ্চাল-নন্দন শিখণ্ডী পুংস্ত্ব প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্টচিত্তে নগরে প্রবেশ-পূর্ব্বক পিতার সন্নিহিত হইল[১০] এবং যাহা যাহা হইয়াছিল, দ্রুপদ সন্নিধানে তৎসমুদায় নিবেদন করিল। তখন দ্রুপদ তাঁহার সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত হর্ষান্বিত হইলেন[১১] এবং ভার্য্যার সহিত মহেশ্বরের বাক্য স্মরণ করিলেন। অনন্তর তিনি দশার্ণাধিপসমীপে এই সংবাদ প্রেরণ করিলেন, যে, আমার এই পুত্র পুরুষই বটে, আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করুন। তৎকালে রাজা হিরণ্যবর্ম্মাও দুঃখ-শোক-সমন্বিত হইয়া সহসা পাঞ্চাল রাজের অভিমুখে আগমন করিলেন। অনন্তর সেই দসার্ণাধিপতি কাম্পিল্য নগরে আগমন করিয়া একজন ব্রহ্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ দূতকে সৎকার পূর্ব্বক প্রেরণ করিলেন; কহিলেন, হে দূত! আপনি আমার বাক্যে সেই নৃপাধম পাঞ্চাল্যকে এই কথা বলিবেন, যে, রে দুর্ম্মতে! তুমি যে নিজ কন্যার নিমিত্ত আমার কন্যা বরণ করিয়াছিলে, সম্প্রতি সেই গর্ব্বের ফল দর্শন করিবে, সন্দেহ নাই[১২-১৩]।

হে রাজসত্তম! তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই পুরোহিত ব্রাহ্মণ দশার্ণরাজ-প্রেরিত দূত-স্বরূপে নগরে গমন করিয়া দ্রুপদ-পুরে উপনীত হইলেন। তখন পাঞ্চালরাজ শিখণ্ডীর সহিত তাঁহার নিমিত্ত গো ও অর্ঘ্য-প্রভৃতি সমুচিত সৎকার প্রদান করিলেন; কিন্তু ব্রাহ্মণ তদ্দত্ত পূজা গ্রহণ না করিয়া, বীরবর নরপতি হিরণ্যবর্ম্মা যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহারই অনুবাদ করত কহিলেন, " রে অধমাচার! তুমি যে কন্যা-দ্বারা আমারে প্রতারিত করিয়াছ, অদ্য সেই পাপকর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হও। রে দুর্ম্মতে! রণভূমিতে উপনীত হইয়া যুদ্ধ দান কর[১৭.২১]; আমি তোমাকে অমাত্য, পুত্র ও বান্ধবগণের সহিত সদ্যই উচ্ছিন্ন করিব"।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! দ্রুপদরাজ মন্ত্রিগণ-মধ্যে পুরোহিতের মুখে দশার্ণপতির উক্ত সেই তিরস্কার-সংযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রণয়াবনত হইয়া কহিলেন[২২-২৩], ব্রহ্মন্! বৈবাহিকের বচন-ক্রমে আপনি আমাকে যে বাক্য বলিলেন, আমার এক দূত গমন করিয়া রাজার নিকটে উৎকৃষ্ট উত্তর বাক্য কহিবেক[২৪]। অনন্তর দ্রুপদও মহাত্মা হিরণ্যবর্ম্মার নিকটে একজন বেদপারগ ব্রাহ্মণকে দূত-স্বরূপে প্রেরণ করিলেন[২৫]। ঐ ব্রাহ্মণ তখন দশার্ণাধিপতির সমীপবর্ত্তী হইয়া, দ্রুপদ যাহা কহিয়া দিয়াছিলেন, সেই বাক্যের উল্লেখ করত কহিলেন[২৬], "আপনি সাক্ষ্যাদি-দ্বারা পরিক্ষা করুন, আমার এই পুত্র নিঃসন্দেহ কুমারই বটে; বোধ হয়, কোন ব্যক্তি আপনার নিকট মিথ্যা কহিয়া থাকিবে; আপনি তাহাতে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবেন না[২৭]।

অনন্তর রাজা হিরণ্যবর্ম্মা দ্রুপদের সেই বাক্য শ্রবণে বিমর্ষযুক্ত হইয়া, শিখণ্ডী স্ত্রী কি পুরুষ জানিবার নিমিত্ত সুচারু-রূপা উত্তমা যুবতী সমস্ত প্রেরণ করিলেন[২৮]। হে কৌরবেন্দ্র! তাহারাও যাথার্থ্য অবগত হইয়া শিখণ্ডী যে মহানুভব পুরুষ, তদ্বিষয়ক সমুদয় বিবরণ

দশার্ণরাজ-সমীপে নিবেদন করিল[২৯]। তখন সেই রাজা বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবা মাত্র অতিমাত্র প্রীতিপ্রাপ্ত হইলেন এবং বৈবাহিকের সহিত মিলিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে বাস করিতে লাগিলেন[৩০]। হে কৌরবেন্দ্র! জনেশ্বর হিরণ্যবর্ম্মা আহ্লাদ-যুক্ত হইয়া শিখণ্ডীকেও বহুল অর্থ, হস্তী, অশ্ব, গো ও দাসী সমস্ত প্রদান করিলেন[৩১] এবং পরিশেষে পূজিত হইয়া স্বীয় কন্যারে ভর্ৎসনা করিয়া স্বনগরে প্রতিগমন করিলেন। হে রাজন্! হিরণ্যবর্ম্মা বিনীত-রোষ ও সন্তোষ-প্রাপ্ত হইয়া দশার্ণে প্রতিগমন করিলে শিখণ্ডিনী অতিমাত্র হৃষ্টরূপা হইল।

কিয়ৎ কালের পর ধনেশ্বর যক্ষরাজ কুবের লোক-মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে করিতে স্থূণাকর্ণ-ভবনে আগমন করিলেন[৩২.৩৩]। তিনি স্থূণের গৃহোপরিভাগে বর্ত্তমান হইয়া দেখিলেন, উহা অতি বিশিষ্ট আবাস; বিচিত্র-মাল্যদাম-নিচয়ে অলঙ্কৃত, চন্দ্রাতপপুঞ্জে উপসেবিত, উশীর ও অন্যান্য গন্ধদ্রব্য-দ্বারা সুগন্ধীকৃত, সর্জ্জরসধূপিত, ধ্বজ-পতাকা-নিকরে বিভূষিত এবং মাংস ও অন্যান্য ভক্ষ্যভোজ্য পেয় দ্রব্য-সমূহে সুসম্পন্ন। যক্ষপতি সেই সর্ব্বতঃ সমলঙ্কৃত, মণি-রত্ন-সুবর্ণরাজি-পরিপূরিত, নানা কুসুম-গন্ধাঢ্য, সিক্ত ও সংমার্জ্জিত সুশোভিত ভবন সন্দর্শন করিয়া অনুচর যক্ষদিগকে কহিলেন[৩৪.৩৫], হে অমিত-বিক্রম-সম্পন্ন যক্ষগণ! স্থূণের এই গৃহটি সুন্দর অলঙ্কৃত অবলোকন করিতেছি, কিন্তু সেই মন্দবুদ্ধি সম্প্রতি আমার নিকটে আগমন করিতেছে না কেন[৩৮]? সেই মন্দাত্মা যখন অবগত হইয়াও আমার সন্নিহিত হইতেছে না, তখন তাহার প্রতি মহাদণ্ড বিধান করা কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে[৩৯]।

যক্ষেরা কহিল, হে রাজন্! দ্রুপদরাজের শিখণ্ডিনী নামে এক কন্যা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল; স্থূণাকর্ণ কোন কারণোপলক্ষে তাহারে নিজ পুরুষ-লক্ষণ অর্পণ করিয়াছেন[৪০] এবং স্বয়ং স্ত্রী-চিহ্ন গ্রহণ-পূর্ব্বক

স্ত্রী হইয়া গৃহে অবস্থান করিতেছেন; সুতরাং স্ত্রীভাবাপন্ন হওয়ায় লজ্জায় অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না[৪১]। হে রাজন্! তিনি এই নিমিত্তই আপনার সমীপে আগমন করিতেছেন না, ইহা শ্রবণ করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয়, করুন; বিমান এই স্থানেই থাকুক[৪২]।

অনন্তর যক্ষাধিরাজ পুনঃপুন কহিতে লাগিলেন, স্থূণকে শীঘ্র আনয়ন কর, আমি তাহার সমুচিত নিগ্রহ করিব[৪৩]। মহারাজ! সেই স্ত্রীস্বরূপ স্থূণাকর্ণ যক্ষেন্দ্র-কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তৎসমীপে আগমনপূর্ব্বক লজ্জান্বিত হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন[৪৪]। তখন মহাত্মা যক্ষপতি ধনেশ্বর সম্যক্ ক্রোধযুক্ত হইয়া "হে গুহ্যকগণ! এই পাপাত্মার এইরূপ স্ত্রীত্বই হউক" এই বলিয়া তাহারে শাপ প্রদান করিলেন; কহিলেন, রে পাপবুদ্ধে! তুই যক্ষগণের অবমাননা করিয়া শিখণ্ডীরে নিজ লক্ষণ অর্পণ করিয়াছিস্ এবং আপনি তাহার স্ত্রী লক্ষণ গ্রহণ করিয়াছিস্; রে পাপকর্ম্মন্! যেহেতু তুই এই অভূতপূর্ব্ব অযুক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিস্, এই নিমিত্ত অদ্য-প্রভৃতি তোর স্ত্রীত্বই হইবেক এবং সে পুরুষ হইয়া থাকিবেক[৪৫-৪৭]।

হে তাত! অনন্তর যক্ষেরা "শাপান্ত করুন" পুনঃপুন এই কথা বলিয়া স্থূণের নিমিত্ত কুবেরকে প্রসাদিত করিল[৪৮]। তখন মহাত্মা যক্ষরাজ শাপান্ত করণে অভিলাষী হইয়া সেই অনুচরগণকে প্রত্যুত্তর করিলেন[৪৯], হে যক্ষগণ! শিখণ্ডী নিহত হইলে স্থূণাকর্ণ পুনরায় স্বরূপ প্রাপ্ত হইবে; অতএব এই মহামনা যক্ষ নিরুদ্বেগ হউক[৫০]। এই কথা বলিয়া ভগবান্ যক্ষপতি সুপূজিত হইয়া সমুদায় অনুচরগণের সহিত প্রস্থান করিলেন[৫১]। স্থূণাকর্ণও শাপগ্রস্ত হইয়া সেই স্থানেই নিবসতি করিতে লাগিল।

অনন্তর শিখণ্ডী যথা-সময়ে সেই নিশাচরের সমীপে সত্বর আগমন করিল[৫২] এবং সমীপস্থ হইয়া কহিল, ভগবন্! আমি আগমন করি-

য়াছি। তখন স্থূণাকর্ণ "আমি প্রীতি হইলাম" পুনঃপুন এই কথা বলিতে লাগিল[৫৩]। হে ভারত! সে রাজপুত্র শিখণ্ডীকে সরলভাবে আগত অবলোকন করিয়া তাহারে, যাহা যাহা হইয়াছিল, সমস্ত বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিল[৫৪]; কহিল, হে নৃপনন্দন! আমি তোমার নিমিত্ত কুবের-কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছি; এক্ষণে তুমি স্বেচ্ছানুসারে গমন ও যথাসুখে লোক-মধ্যে বিচরণ কর[৫৫]; তোমার এ স্থানে আগমন এবং কুবেরের দর্শন উভয়ই আমি পুরাতন দৈব-নির্ব্বন্ধ মনে করিতেছি; কোন ক্রমে ইহা অতিক্রম করিবার সাধ্য নাই[৫৬]।

ভীষ্ম কহিলেন, হে ভারত! শিখণ্ডী স্থূণযক্ষ-কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া মহাহর্ষভরে নগরে প্রত্যাগমন করিল[৫৭] এবং মহামূল্য বিবিধ গন্ধ-মাল্যাদি-দ্বারা ব্রাহ্মণ, দেবতা, পূজনীয় বৃক্ষ ও চতুষ্পথ সকলের পূজা করিল[৫৮]। হে কুরুনন্দন! দ্রুপদরাজা নিজ পুত্র সিদ্ধার্থ শিখণ্ডী ও বান্ধবগণের সহিত নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন[৫৯]। অনন্তর তিনি সেই স্ত্রীপূর্ব্বী কুমার শিখণ্ডীকে শিষ্য হইবার নিমিত্ত দ্রোণের হস্তে সমর্পণ করিলেন[৬০]। মহারাজ! সেই নৃপনন্দন শিখণ্ডী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন তোমাদিগের সহিত চতুষ্পাদ ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়াছে[৬১]। হে তাত! আমি দ্রুপদের প্রতি জড়, অন্ধ ও বধিরাকার যে সমস্ত চর নিযুক্ত করিয়াছিলাম, তাহারাই আমারে ইহা যথাবৎ বিজ্ঞাপিত করিয়াছিল[৬২]। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! দ্রুপদ-তনয় রথসত্তম শিখণ্ডী এইরূপে স্ত্রী বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া পুরুষ হইয়াছে[৬৩]। অম্বা নামে বিখ্যাতা কাশিরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা দ্রুপদ কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া শিখণ্ডী হইয়াছে[৬৪]। হে ভরতর্ষভ! সে যুদ্ধ-কামনায় ধনুষ্পাণি হইয়া সমুপস্থিত হইলে আমি তাহারে মুহূর্ত্ত-মাত্রও নিরীক্ষণ করিব না এবং প্রহারও করিব না[৬৫]। পৃথিবী-মধ্যে আমার এই নিত্য-ব্রত প্রসিদ্ধ রহিয়াছে, যে, স্ত্রীতে কি স্ত্রীপূর্ব্ব পুরুষ, স্ত্রী-স্বরূপ অথবা স্ত্রীনাম-যুক্ত পুরুষের

প্রতি আমি কদাচ বাণ প্রয়োগ করি না। অতএব হে কৌরব-নন্দন! আমি এই কারণে শিখণ্ডীরে বধ করিব না[৬৬-৬৭]। হে তাত! আমি শিখণ্ডীর এইরূপ জন্মবৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি, সুতরাং সমরে আততায়ী হইলেও তাহারে নিহত করিব না[৬৮]। ভীষ্ম যদি স্ত্রীহত্যা করে, তাহা হইলে সাধুলোকেরা নিন্দা করিতে পারিবেন; অতএব আমি তাহাকে সমরে অবস্থিত অবলোকন করিয়াও কদাচ সংহার করিব না[৬৯]।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তৎকালে কুরুনন্দন রাজা দুর্য্যোধন এই কথা শ্রবণ করিয়া মুহূর্ত্ত কাল চিন্তা-পূর্ব্বক ভীষ্মের পক্ষে তাহা উপযুক্ত বোধ করিলেন[৭০]।

শিখণ্ডীর পুরুষত্ব-লাভে দ্বিনবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯২ ॥

ত্রিনবত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! রজনী প্রভাতা হইলে আপনার পুত্র, সমস্ত সৈন্যগণ-মধ্যে পুনরায় পিতামহকে জিজ্ঞাসা করিলেন[১], হে গাঙ্গেয়! যুধিষ্ঠিরের প্রভূত পদাতি হস্তী ও অশ্ব-নিকরে পরিকীর্ণ, মহারথ-সমাকুল, ধৃষ্টদ্যুম্ন-পুরোগম, ভীমার্জ্জুন-প্রভৃতি মহাধনুর্দ্ধারী মহাবল-সম্পন্ন লোকপাল-তুল্য মহারথগণ-কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত, অপ্রধৃষ্য, অনিবার্য্য, উদ্ধূত-সাগর-সদৃশ, মহাসমরে সুরগণেরও অক্ষোভণীয় এই যে অসীম-সৈন্য-সাগর উদ্যত হইয়াছে, আপনি কত কালে ইহার ক্ষয় করিতে পারেন? মহাধনুর্দ্ধারী আচার্য্য, সুমহাবল কৃপ, শমরশ্লাঘী কর্ণ ও দ্বিজসত্তম অশ্বত্থামা, ইহারাই বা কত কালে পারেন? কেন না আমার সৈন্য-মধ্যে আপনারা সকলেই দিব্যাস্ত্র-কোবিদ[২-৩]। হে মহাবাহো! আমি ইহা অবগত হইতে অভিলাষ করি; এই পরম

কৌতূহল আমার হৃদয়ে নিহিত রহিয়াছে ; অতএব আপনি ইহা ব্যক্ত করুন[৭]।

ভীষ্ম কহিলেন, হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! তুমি যে এক্ষণে সেই অমিত্রগণের বলাবল জিজ্ঞাসা করিতেছ, ইহা তোমার উপযুক্তই বটে[৮]। হে মহাভুজ ! সমরে আমার যত দূর শক্তি, শস্ত্রবীর্য্য ও বাহুবল হইতে পারে, তাহা শ্রবণ কর[৯]। হে রাজন্ ! সমর-ধর্ম্মের সিদ্ধান্ত এই যে, ইতর লোকের সহিত সরল-যুদ্ধে এবং মায়াবীর সহিত মায়াযুদ্ধে যুদ্ধ করাই কর্ত্তব্য[১০]। হে মহাভাগ ! আমি প্রতি দিন পূর্ব্বাহ্নে দশ সহস্র যোধী ও এক সহস্র রথী, এইরূপ ভাগ কল্পনা করিয়া পাণ্ডবসৈন্য বিনষ্ট করিতে পারি[১১-১২]। হে ভারত ! আমি সতত উৎসাহ সম্পন্ন হইয়া এইরূপ অংশ ও কাল নিয়মে সেই মহৎ সৈন্য ক্ষয় করিতে সমর্থ[১৩]। অথবা সমরে অবস্থিত হইয়া যদি শত-ঘাতী সহস্রঘাতী-প্রভৃতি মহাস্ত্র-সমস্ত প্রয়োগ করি, তাহা হইলে এক মাসেই সমুদায় সৈন্য নিঃশেষ করিতে পারি[১৪]।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজেন্দ্র ! রাজা দুর্য্যোধন ভীষ্মের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া পশ্চাৎ ভরদ্বাজ-শ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন[১৫], গুরো ! আপনি কত কালে যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণকে নিহত করিতে পারেন ? তখন দ্রোণ ঈষৎ হাস্য করত তাঁহারে এই প্রত্যুত্তর করিলেন[১৬], হে মহাবাহো ! আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, সুতরাং আমার তেজ ও চেষ্টারও লাঘব হইয়াছে ; তথাপি আমার বোধ হয়, শান্তনুনন্দন ভীষ্মের ন্যায় আমি এক মাসে শস্ত্রানল-সহকারে পাণ্ডবসেনা নির্দ্দহন করিতে পারি ; ইহাই আমার পরমাশক্তি, ইহাই আমার পরম বল[১৭-১৮]। অনন্তর কৃপাচার্য্য দুই মাসে, অশ্বথামা দশ রাত্রে এবং মহাস্ত্রবেত্তা কর্ণ পাঁচ দিবস মধ্যেই বল-ক্ষয়ের প্রতিজ্ঞা করিলেন। সূতপুত্রের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া গঙ্গানন্দন উচ্চৈঃস্বরে

হাস্য করিলেন এবং এই কথা বলিলেন, রাধেয়! তুমি যে-পর্য্যন্ত সমরে শর শরাসনধারী, বাসুদেব সহকৃত, রথারোহণে অভিধাবিত ধনঞ্জয়ের সহিত সমরে সমাগত না হইতেছ, সেই পর্য্যন্তই এইরূপ মনে করিতেছ। কিন্তু পুনর্ব্বার স্বেচ্ছানুক্রমে এইরূপ কহিতে সমর্থ হইবে না[১৯-২২]।

ভীষ্মাদি-শক্তি-কথনে ত্রিনবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯৩ ॥

চতুর্নবত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! যুধিষ্ঠির এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সমস্ত ভ্রাতৃগণকে নির্জ্জনে আহ্বান-পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন[১], হে ভ্রাতৃগণ! আমি দুর্য্যোধনের সৈন্য-মধ্যে যে সকল চার-পুরুষ নিযুক্ত করিয়াছিলাম, তাহারা অদ্য প্রভাতে আমারে এই সংবাদ প্রদান করিল[২] যে, দুর্য্যোধন মহাব্রত গঙ্গানন্দনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আপনি কত কালের মধ্যে পাণ্ডবদিগের সৈন্য সকল বিনষ্ট করিতে পারেন[৩]? তাহাতে তিনি সেই দুর্ম্মতিকে বলিয়াছেন "এক মাসের মধ্যে" এবং দ্রোণও সেই সময়ের মধ্যে আমার সৈন্য ক্ষয়ের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন[৪]। শ্রবণ করিলাম কৃপাচার্য্য দুই মাসে এবং মহাস্ত্রবিৎ অশ্বত্থামা দশ রাত্রে নিঃশেষ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন[৫]। অপিচ দিব্যাস্ত্রবেত্তা কর্ণও কুরুসভা-মধ্যে জিজ্ঞাসিত হইয়া পাঁচ দিনের মধ্যেই সৈন্য-বিনাশের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন[৬]। অতএব হে অর্জ্জুন! আমিও তোমার বাক্য শ্রবণ করিতে অভিলাষ করিতেছি; হে ফাল্গুন! তুমি কত কাল মধ্যে শত্রুগণকে সংহার করিতে পারিবে[৭]।

ধনঞ্জয় নরেন্দ্র-কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া বাসুদেবের মুখাবলোকন-পূর্ব্বক এই প্রত্যুত্তর করিলেন[৮], মহারাজ! ইহাঁরা সকলেই

মহাত্মা, কৃতাস্ত্র ও চিত্রযোধী ; সুতরাং অবশ্যই বিনষ্ট করিতে পারেন, সন্দেহ নাই[৯]। পরন্তু আপনার এ মনস্তাপ অপগত হউক, আমি সত্যই বলিতেছি বাসুদেবকে সহায় করিয়া এক রথে নিমেষমাত্রেই কি ভূত, কি ভবিষ্যৎ, কি বর্ত্তমান, স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত ভূতবর্গের এমন কি, অমরগণ-সম্বলিত ভুবন-ত্রয়েরও সংহার করিতে পারি[১০-১১]। কিরাতীয় দ্বন্দ্বযুদ্ধে ভগবান্ পশুপতি আমাকে এই যে ঘোরতর মহাস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, ইহা আমার নিকটে বিদ্যমান রহিয়াছে[১২]। হে পুরুষব্যাঘ্র! যুগান্ত সময়ে পশুপতি সর্ব্বভূত সংহারার্থে যে অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া থাকেন সেই এই মহাস্ত্র আমার নিকটে বর্ত্তমান করিয়াছে[১৩]। সূতপুত্র তাহা জানিবে কি, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও অশ্বত্থামাও জানেন না[১৪]। কিন্তু দিব্যাস্ত্র-দ্বারা সামান্য লোককে সংগ্রামে নিহত করা উচিত নহে ; একারণ আমি সরল-যুদ্ধেই অরাতিগণকে পরাজিত করিব[১৫]। আর এই সমস্ত দিব্যাস্ত্র বেত্তা সমরাভিলাষী পার্থিবেরা আপনার সহায়[১৬]। হে রাজন্! এই অপরাজিত মহারথেরা সকলেই দার ক্রিয়া কালে যাগানুষ্ঠান করিয়াছেন এবং সমরে অমর-সৈন্যও বিনষ্ট করিতে পারেন[১৭]। শিখণ্ডী, যুযুধান, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীমসেন, নকুল, সহদেব, যুধামন্যু, উত্তমৌজা, ভীষ্ম দ্রোণতুল্য বিরাট ও দ্রুপদ, মহাবাহু শঙ্খ, মহাবল ঘটোৎকচ, ইহার পুত্র মহাবল-পরাক্রান্ত অঞ্জনপর্ব্বা, রণকোবিদ মহাবাহু সাত্যকি, বলবান্ অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, এই সমস্ত মহারথগণ আপনার সহায়। হে পাণ্ডব! আপনিও ত্রৈলোক্যের উৎসাদনে সমর্থ। হে বাসবকল্প! আমি নিশ্চয় জানি, আপনি ক্রোধভরে যে পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, সে আর ক্ষণমাত্রও জীবিত থাকে না[১৮-২২]।

অর্জ্জুন-বাক্যে চতুর্নবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯৪ ॥

পঞ্চনবত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর সুবিমল প্রভাতকালে দুর্য্যোধনের প্রেরিত রাজগণ স্নানান্তে শুচি হইয়া শুক্লবস্ত্র পরিধান, মাল্যধারণ ও শস্ত্র ধ্বজাদি গ্রহণ করিয়া হোম ও স্বস্তিবাচন-পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের প্রতি যুদ্ধযাত্রা করিলেন[১-২]। তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মজ্ঞ, সুচরিতব্রত ও শৌর্য্যশালী; সকলেই অভীষ্ট-সম্পাদনকারী, সকলেই সমর-দক্ষ[৩]। সেই মহাবল ক্ষত্রিয়গণ সকলেই পরস্পর শ্রদ্ধাযুক্ত ও একাগ্রচিত্ত হইয়া সমরে পরম লোক-সমস্ত জয় করিবার অভিলাষে প্রস্থিত হইলেন[৪]। প্রথমত অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ এবং বাহ্লিক-সহ কেকয়গণ, ইহারা সকলেই দ্রোণকে অগ্রসর করিয়া গমন করিলেন[৫]; পরে অশ্বত্থামা, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, গান্ধাররাজ শকুনি দাক্ষিণাত্য, প্রতীচ্য, প্রাচ্য উদীচ্য ও পর্ব্বতীয় নরেন্দ্রগণ এবং শক, কিরাত, যবন, শিবি ও বশাতি গণ, এই সমস্ত মহারথেরা নিজ নিজ সৈন্য-সমূহে পরিবারিত হইয়া দ্বিতীয় সৈন্য-শ্রেণীতে নির্গত হইলেন[৬-৮]। তাহার পর সসৈন্য কৃতবর্ম্মা, মহারথ ত্রিগর্ত্ত, ভ্রাতৃগণে পরিবৃত নরপতি দুর্য্যোধন, শল, ভূরিশ্রবা শল্য ও কোশলরাজ বৃহদ্রথ, ইহারা ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে অগ্রে করিয়া পশ্চাদ্ভাগে চলিলেন[৯-১০]। হে ভারত! সেই মহাবল ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা যথা-ন্যায়ে মিলিত হইয়া কুরুক্ষেত্রের পশ্চিমার্দ্ধে অবস্থান করিতে লাগিলেন[১১]। দুর্যোধন নিজ শিবিরকে দ্বিতীয় হাস্তিনপুরের ন্যায় সমলঙ্কৃত করাইলেন[১২]। হে রাজেন্দ্র! নগরবাসী সুনিপুণ মানবেরাও পুরের ও শিবিরের কিছুমাত্র প্রভেদ করিতে পারেন নাই[১৩]। মহীপতি কৌরবরাজ অপর রাজগণেরও তাদৃশ শত শত সহস্র সহস্র দুর্গম শিবির নির্ম্মাণ করাইলেন[১৪]। হে রাজন্! সেই রণক্ষেত্রের পঞ্চ-যোজন-পরিমিত-পরিধিযুক্ত স্থান ব্যাপ্ত করিয়া সহস্র, সহস্র সেনা-নিবেশ সুনির্বিষ্ট হইল[১৫]। তথায় সেই মহীপালগণ উৎ-

সাহ ও বলানুসারে বহুতর দ্রব্যযুক্ত অসংখ্য শিবির নিবিষ্ট করিলেন[১৬]। রাজা দুর্য্যোধন সেই হস্তী, অশ্ব, পদাতি ও বাহকগণ-সম্বলিত সসৈন্য মহাত্মগণের অনুত্তম ভক্ষ্য ভোজ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন[১৭]। তদ্ভিন্ন তথায় যে সমস্ত শিল্প-জীবী, অনুগত সূত মাগধ স্তুতিপাঠক, বণিক্, বেশ্যা, চার ও দর্শক লোক সকল আগমন করিয়াছিল, কৌরবরাজ তাহাদিগেরও বিধি-পূর্ব্বক তত্ত্বাবধারণ করিতে লাগিলেন[১৮-১৯]।

কৌরব-সৈন্যনির্যাণে পঞ্চনবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯৫ ॥

ষন্নবত্যধিক শততম অধ্যায় প্রারম্ভ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরও সেইরূপ ধৃষ্টদ্যুম্ন-প্রভৃতি বীরগণকে প্রেরণ করিলেন[১]। চেদি কাশি ও করূষগণের নেতা দৃঢ়-বিক্রম শত্রুসংহারক সেনাপতি ধৃষ্টকেতু, বিরাট, দ্রুপদ, যুযুধান, শিখণ্ডী, মহাধনুর্দ্ধারী পাঞ্চালনন্দন যুধামন্যু ও উত্তমৌজা, সকলকেই আদেশ করিলেন[২-৩]। সেই মহারথ শূর বীরেরা বিচিত্র কবচ ও সুবর্ণ-কুণ্ডলধারী হইয়া, অগ্নিস্থানবর্ত্তী ঘৃতাবসিক্ত প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় অথবা প্রদীপ্ত গ্রহ-পুঞ্জের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর নরশ্রেষ্ঠ মহীপতি যুধিষ্ঠির সমস্ত সৈন্যগণকে যথা-যোগ্য পূজা করিয়া প্রয়াণার্থে অনুমতি করিলেন এবং সেই অশ্ব গজ পদাতি ও বাহকগণ-সম্বলিত সসৈন্য মহাত্মগণের এবং যাবতীয় শিল্পজীবীদিগের অনুত্তম ভক্ষ্যভোজ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন[৪-৭]। পাণ্ডুনন্দন প্রথমে ধৃষ্টদ্যুম্নকে অগ্রসর করিয়া অভিমন্যু, বৃহন্ত ও দ্রৌপদীর পুত্র সকলকে প্রেরণ করিলেন[৮]; পরে ভীম, যুযুধান ও ধনঞ্জয়কে দ্বিতীয় সৈন্যবিভাগে নিযুক্ত করিলেন[৯]। তথায় অশ্বগণের ভূষণ সমারোপণে তৎপর, ইতস্তত বিচরণকারী, প্রধাবনকারী, হৃষ্টচিত্ত যোধগণের কোলাহল শব্দ যেন গগণতল-স্পর্শ করিতে

লাগিল[১০]। মহীপতি যুধিষ্ঠির পরিশেষে বিরাট, দ্রুপদ ও অন্যান্য মহী-পালগণের সহিত স্বয়ং প্রস্থিত হইলেন[১১]। অগ্রে নিশ্চলা থাকিয়া পশ্চাৎ স্যন্দমানা অর্থাৎ নিঃসরণে প্রবৃত্তা হইলে পরিপূর্ণা গঙ্গাকে যেরূপ দর্শন করা যায়, ধৃষ্টদ্যুম্ন-পরিরক্ষিতা, ভীমধন্বা সৈনিকগণের প্রচার-যুক্তা, পাণ্ডব-সেনাও সেইরূপ দৃশ্যমানা হইল[১২]। অনন্তর বুদ্ধিমান্ যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণের বুদ্ধিভ্রম জন্মাইবার নিমিত্ত পুনরায় অন্য প্রকারে সৈন্যযোজনা করিলেন[১৩]। মহাধনুর্দ্ধারী দ্রৌপদী-পুত্রগণ অভিমন্যু, নকুল, সহদেব ও সমস্ত প্রভদ্রকগণ[১৪] এবং দশ সহস্র অশ্ব, দুই সহস্র গজ, অযুত পদাতি ও পঞ্চ শত রথ[১৫], এই দুর্দ্ধর্ষ প্রথম সৈন্য ভীমসেনের রক্ষাধীন থাকিবে, এইরূপ আদেশ করিলেন; মধ্যম সৈন্যে বিরাট, জয়ৎসেন ও গদা-কার্ম্মুকধারী বীর্য্যশালী মহারথ মহাত্মা পাঞ্চালনন্দন যুধামন্যু ও উত্তমৌজাকে নির্দ্দিষ্ট করিলেন[১৬-১৭]। তৎকালে কৃষ্ণার্জ্জুনও মধ্যভাগে অনুগত হইলেন। তথায় নিরতিশয় উৎসাহ-সম্পন্ন কৃতযুদ্ধ সৈনিকগণ ছিলেন[১৮]; তাঁহাদিগের শূরনিকরে অধিষ্ঠিত বিংশতি সহস্র অশ্ব, পঞ্চ সহস্র হস্তী ও রথ-সমূহ ছিল[১৯] এবং অগ্রে ও পশ্চাতে কার্ম্মুক খড়্গ ও গদাধারী সহস্র সহস্র শৌর্য্যশালী পদাতিগণ রহিল[২০]। যে সৈন্য-সাগরে যুধিষ্ঠির স্বয়ং বিদ্যমান ছিলেন, তাহাতে বহুল-মহীপালগণের অবস্থিতি হইয়াছিল[২১]। হে ভারত! তথায় বহু সহস্র মাতঙ্গ, বহু অযুত তুরঙ্গ, বহু সহস্র শতাঙ্গ ও পদাতিগণ ছিল[২২]। স্বকীয় বিপুল সৈন্যসহ চেকিতান ও চেদিগণের প্রণেতা মহীপতি ধৃষ্টকেতু চলিলেন[২৩]। বৃষ্ণিগণ-মধ্যে প্রধান রথী, মহাধনুর্দ্ধারী বলশালী সাত্যকি শত সহস্র রথে পরিবৃত হইয়া সৈন্য পরিচালন করিলেন[২৪] এবং রথস্থিত পুরুষশ্রেষ্ঠ ক্ষত্রদেব ও ব্রহ্মদেব পার্ষ্ণিরক্ষা করত পশ্চাদ্ভাগে প্রস্থিত হইলেন[২৫]। তদ্ভিন্ন শকট, আপণ, বেশ, যুদ্ধোপযোগী বাহন ও সামান্য বাহন, সকলই

পশ্চাত্তে চলিল। যুধিষ্ঠির সহস্র সহস্র কুঞ্জর, অযুত অযুত অশ্ব, যাবতীয় বালক, স্ত্রী, কৃশ ও দুর্ব্বল সৈন্য, ধনসঞ্চয়বাহী অশ্বগণ ও শস্যাগার, গজ-সৈন্য দ্বারা এই সমস্ত সংগ্রহ করিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন[২৬-২৭]। সত্যসংকল্প যুদ্ধদুর্ম্মদ সৌচিত্তি, শ্রেণিমান্, বসুদান ও কাশিরাজপুত্র বিভু[২৮] এবং তাঁহাদিগের অনুযায়ী বিংশতি সহস্র রথ, কিঙ্কিণী-যুক্ত মহাপ্রমাণ দশ কোটি অশ্ব[২৯] ও ঈষের ন্যায় দন্তযুক্ত কৃতযুদ্ধ, সৎকুলজাত, ভিন্নগণ্ড, বিসর্পি-জলদপুঞ্জের ন্যায় বিংশতি সহস্র মাতঙ্গ তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইল[৩০]। তদ্ভিন্ন যুধিষ্ঠিরের সংগ্রামস্থিতা সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা-মধ্যে প্রভিন্ন-গণ্ডস্থল, বর্ষুক জীমূতকদম্বের ন্যায় মদস্রাবী আর যে প্রধান প্রধান সপ্ততি সহস্র হস্তি ছিল, সে সকলও যেন সচল অচল-নিচয়ের ন্যায় তাঁহার পশ্চাতে চলিল[৩১-৩২]। হে ভারত! সেই ধীসম্পন্ন যুধিষ্ঠিরের ভীষণ সৈন্য এইরূপে যোজিত হইল; তাহা আশ্রয় করিয়া তিনি সুযোধনের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন[৩৩]। উল্লিখিত হস্তিযুথ ভিন্ন শত শত, সহস্র সহস্র, অযুতাযুত মনুষ্য ও তাঁহাদিগের সহস্র সহস্র সৈন্যগণ গর্জ্জন করিতে করিতে পশ্চাতে প্রস্থিত হইল[৩৪]। মহারাজ! সেই সহস্র সহস্র অযুতাযুত সৈনিকেরা সম্যক্ হৃষ্ট চিত্ত হইয়া তথায় সহস্র সহস্র ভেরী ও অযুতাযুত শঙ্খ সমস্ত নিনাদিত করিতে লাগিল[৩৫]।

পাণ্ডব-সৈন্যনির্যাণে অশ্বোপাখ্যান প্রকরণ ও ষণ্ণবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯৬ ॥

উদ্যোগপর্ব্ব সম্পূর্ণ।

শকাব্দাঃ। ১৮০৩।

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্যেণ
সংশোধিতং প্রকাশিতঞ্চ।